



বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা প্রতিরোধে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির
প্রায়োগিক বাস্তবতা
(Pragmatic reality of the Islamic Banking system to stave off
the global economic recession)

পিএইচ.ডি. ডিহী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মুহাম্মদ নুরউদ্দিন কাওছার

পিএইচ.ডি. গবেষক

রেজিস্ট্রেশন নং-১৪০/২০১২-২০১৩

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

এপ্রিল, ২০১৭

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জনের নিমিত্ত উপস্থাপিত ‘বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা প্রতিরোধে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির প্রায়োগিক বাস্তবতা’ শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটা আমার একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের নিমিত্ত অভিসন্দর্ভটির সম্পূর্ণ কিংবা অংশবিশেষ উপস্থাপন করিনি।

গবেষক

(মুহাম্মদ নুরউদ্দিন কাওছার)

পিএইচ.ডি. গবেষক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০

রেজিঃ নং-১৪০/২০১২-২০১৩

Dr. Muhammad Shafiqur Rahman
Professor
Department of Islamic Studies,
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh.
Mobile-8801552464011
Tel-9670966



الدكتور محمد شفيق الرحمن
الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية
جامعة داكا
داكا- ١٠٠٠ بنغلاديش
الهاتف- ٨٨٠١٥٥٢٤٦٤٠١١
التلفون- ٩٦٧٠٩٦٦

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক মুহাম্মদ নুরউদ্দিন কাওছার-এর পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত ‘বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা প্রতিরোধে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির প্রায়োগিক বাস্তবতা’ শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় রচিত হয়েছে। আমি এ পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত দেখেছি। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি মৌলিক ও তাৎপর্যপূর্ণ। গবেষক তা সহজ, সরল ও সাবলিল ভাষায় উপস্থাপনে দক্ষতা ও পারঙ্গমতার পরিচয় দিতে প্রয়াস পেয়েছেন। আমার জানা মতে, গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের পূর্ণাঙ্গ কিংবা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা লাভের জন্য কিংবা প্রকাশের নিমিত্ত উপস্থাপন করা হয়নি। পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপনের জন্য সুপারিশ করছি।

(অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান)

তত্ত্বাবধায়ক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার একান্ত অনুগ্রহ ও অপরিমেয় কৃপায় 'বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা প্রতিরোধে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির প্রায়োগিক বাস্তবতা' শীর্ষক পিএইচ.ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভটি যথাযথভাবে সুসম্পন্ন করে উপস্থাপন করতে পেরে তাঁর নিকট বিনয় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। দ্বীনের নুন্যতম খেদমত হিসেবে কবুলিয়্যাতে মর্যাদায় এ কর্মটুকু অভিষিক্ত হোক আল্লাহ তা'আলার নিকট কায়মনোবাক্যে এ কামনা করছি। মানবতার মহান শিক্ষক ও মুক্তির দূত, বিশ্ববাসীর অখণ্ড কল্যাণের রহমতের ফোয়ারা, নবীকুল শিরোমনি, সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ও সর্বশেষ নবী-রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর প্রতি লাখো-কোটি দরদ ও সালাম, যিনি মানবজাতির জন্য দ্বীন ও শরী'আত নিয়ে আগমণ করেছেন।

সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক বিদগ্ধ শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান-এর প্রতি যাঁর নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। শত কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি আমার গবেষণাকর্মের জন্য অসামান্য ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনায় অভিসন্দর্ভটির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, অধ্যয়ন বিন্যস্তকরণ এবং অবয়ব ও ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর যে কোনো ভুলত্রুটি তিনি পরম স্নেহে একান্ত সান্নিধ্যে ও আন্তরিকতার সাথে সংশোধন করে দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী। পরম করুণাময়ের কাছে তাঁর সুস্বাস্থ্য ও নেক হায়াত কামনা করছি।

গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার প্রপিতামহ আইনুদ্দীন ভূঁইয়া, তদীয় পুত্র আজিম উদ্দিন মিয়াজী, তদীয় পুত্র এলাহী বক্স মুসী, তদীয় পুত্র এবং উত্তরসূরী আমার দাদা মরহুম মুফতি আল্লামা নূরুল আমিন (র.) কে, যাঁরা আমাদের পরিবারের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাই আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী অধ্যাপক মাওলানা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ আছাদ উল্লাহ এবং আমার পরম শ্রদ্ধেয়া আন্মা খায়রুন নেসাকে, তাঁদের দু'আ আজও আমার জীবন চলার একমাত্র পাথেয় হয়ে আছে। শৈশব থেকে জ্ঞানের আলোর দিশারী হয়ে তাঁরা আমাকে পথ দেখাচ্ছেন। বিশেষ করে আমার স্নেহময়ী জননী যিনি সার্টিফিকেট বিদ্যার বাহিরে কুরআন, হাদিস, ফিক্হ, আরবী, উর্দু ও ফারসী সাহিত্যে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য আমার শিক্ষা জীবনের পথে বড় একটি অনুপ্রেরণা। আমার পিতার দীর্ঘ অসুস্থতা জীবনে তিনি সংসারের কাণ্ডারী হয়ে এখনো আমাদেরকে পথ দেখাচ্ছেন। আমার পিতা জীবনের এক দীর্ঘ সময় 'ইলমে দ্বীনের খেদমতে নিজেই নিয়োজিত রেখে নিজের চিন্তা না করে যিনি অক্লান্ত চেষ্টা ও শত-সহস্র কষ্টে আমার লেখাপড়া ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সহায়-সম্পদ অকুণ্ঠ চিত্তে ব্যয় করেছেন। সন্তানের সুখ-সমৃদ্ধি কামনায় তাঁদের নিরন্তর প্রয়াস আমার জীবনের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। তাঁদের অপরিসীম আত্মত্যাগের কারণেই আজ আমি জীবনের এতটুকু পথ এগিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। আজ এমনই এক স্মরণীয় মুহূর্তে মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে তাঁদের জীবনে সুখ-শান্তি, উন্নয়ন ও অগ্রগতি কামনা করছি। তাছাড়া যাঁর সবচেয়ে বেশি উৎসাহ ও আগ্রহ আমার কাজের গতি বৃদ্ধি করেছিল এবং আমার জীবনমানের উন্নয়নে অকৃত্রিম সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছি তিনি হলেন বিসিএসআইআর, ঢাকা-এর অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং আমার শ্বশুর অধ্যাপক ড. আবদুল আউয়াল, তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। তাঁর সাথে আমার শ্বশুড়ী রোকেয়া বেগমকে, যিনি আমাকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের উভয়ের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। আমি মহান আল্লাহর দরবারে আমার শ্বশুর-শ্বশুড়ীর জীবনে সুখ, শান্তি, উন্নয়ন ও অগ্রগতি কামনা করছি।

আমার প্রাণপ্রিয় ছোট তনয়াদ্বয়কে নিয়ে সংসারের ক্লান্তিহীন পরিশ্রম ও শত কষ্ট সত্ত্বেও ছায়ার ন্যায় পাশে থেকে যে আমাকে সর্বক্ষণ উদ্বুদ্ধ করেছে এবং শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে সেই প্রিয়তমা জীবন সঙ্গিনী উম্মে হাবিবাকে এ আনন্দঘন মুহূর্তে জানাই হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। তার মূল্যবান সময়, সার্বক্ষণিক সহযোগিতা, ত্যাগ-ততিক্ষা আমার গবেষণা কর্মে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। দু'আ করি আল্লাহ

তা'আলা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন। গবেষণাকালীন সময়ে আদর-স্নেহবঞ্চিত আমার মেয়েদয় কলিজার টুকরা হুমাইরা নাওয়ার নাওফা ও হুমাইমা নাওয়ার নাওরা-এর মায়াবিমুখ আমাকে ক্লিষ্ট করেছে, তাদের প্রতি দু'আ ও আন্তরিক স্নেহ জানাই।

কৃতজ্ঞতা জানাই পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি, যাঁরা আমার শিক্ষাজীবনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্নভাবে অনুপ্রেরণা এবং অপরিমেয় সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। বিশেষ করে ভগ্নিপতি শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল মাওলানা এরশাদ উল্ল্যাহ চৌধুরীর কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ ও ঋণী, যিনি আলোকিত মানুষ হওয়ার পথে কাণ্ডারীর ভূমিকায় পথ দেখাচ্ছেন। গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার শিক্ষাজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে মহান শিক্ষক হিসেবে যাদের সাহচর্য পেয়েছি সেসব আলোকবর্তিকাকে। আমাদের বাড়ির দরজায় প্রতিষ্ঠিত উম্মুল ক্বোরা ইসলামিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক ক্বারী জাফর আহমাদকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি যাঁর হাতে আমার শিক্ষার হাতে-খড়ি। উদরাজপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, দাগনভূঁইয়া আজিজিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, দাগনভূঁইয়া, ফেনী, আল-জামেয়াতুল ফালাহিয়া কামিল মাদ্রাসা, ফেনী, তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা, বাংলাদেশ উম্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর ও মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা-এর আমার পিতৃতুল্য শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী ও মানুষ গড়ার সুনিপুণ কারিগরগণকে পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। বিশেষ করে শায়খ যাইনুল আবেদীন, শায়খ ড. আবু ইউসুফ, শায়খ আ. ন. ম. রফিকুর রহমান মাদানী, শায়খ আবুল হাশেম ও শায়খ ফারুক আহমাদ-কে পরম মমতা আর স্নেহধন্যে মহান শিক্ষক হিসেবে যাঁদের সাহচর্য পেয়েছি। গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলীকে, যাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমি স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর শিক্ষাজীবন সাফল্যের সাথে সমাপ্ত করতে পেরেছি। আমার যে সকল শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ইতোমধ্যে ইত্তিকাল করেছেন আল্লাহ তা'আলা তাঁদের মাকামে মাহমুদে আসীন করুন।

আমার গবেষণার কাজে আমাকে অনেকেই নানাভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত ও সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণ করছি আমার বন্ধু ও ছোট ভায়েরা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহ. অধ্যাপক মুহাম্মদ তাজামুল হককে, গবেষণা কাজে আদ্যন্ত তিনি আমাকে সকল ধরনের সহযোগিতা ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। আমি তার কাছে চির কৃতজ্ঞ ও ঋণী। গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও দিক-নির্দেশনা দিয়ে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন আমি তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এঁদের মধ্যে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল লতিফ ও সহযোগী অধ্যাপক ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ইভিপি মো. শামসুল হুদা ও এসভিপি মো. শামসুদ্দোহা, রহমাতুল্লাহ খন্দকার, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ও ওমর বিশ্বাস-কে যাঁরা মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে বাধিত করেছেন। কম্পিউটার প্রিন্টে সার্বিক সহযোগিতার জন্য শামসুর রহমানকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমি অভিসন্দর্ভটি রচনায় পবিত্র কুরআন ও হাদিস সংশ্লিষ্ট এবং ইসলামী জ্ঞানের উৎস হিসেবে বহুল পরিচিত অতি প্রাথমিক ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য গ্রন্থাবলীর সাহায্য নিয়েছি। আমি যথাস্থানে সে-সব গ্রন্থাবলীর লেখকের সম্পূর্ণ নাম ও তাঁদের মূল্যবান গ্রন্থাবলীর পূর্ণনাম অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে উল্লেখ করেছি। আমি ঐসব গ্রন্থাগারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। সর্বোপরি আমার এ অভিসন্দর্ভটি রচনার কাজে যেসব সুধীজন আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতিও রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

তারিখ, ঢাকা

২ এপ্রিল, ২০১৭ ইং

(মুহাম্মদ নূরউদ্দিন কাওছার)

সংকেত পরিচয় ও শব্দ সংক্ষেপ

সা.	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
ড.	ডক্টর (পিএইচ.ডি./ডক্টর অব ফিলসফী)
প্রাগুক্ত	পূর্বোক্ত/পূর্বের উক্তি
লি.	লিমিটেড
রা.	রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু
র.	রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
মি.	মিলিয়ন
হি.	হিজরী
খৃ.	খৃষ্টাব্দ/খ্রিষ্টাব্দ
দ্র.	দ্রষ্টব্য
তা.বি.	তারিখ বিহীন
পৃ.	পৃষ্ঠা
ইং	ইংরেজি
অনু.	অনুবাদ
আইবিবিএল	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
আইবিসিএফ	ইসলামী ব্যাংকস কনসালটেন্ট ফোরাম
ইফাবা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
P.	Page
PP.	Pages
Vol.	Volume
ed.	Edition
Ibid	Ibiden (ঐ)
Ltd.	Limited
AMBS	Asset and Mortgage Backed Securities
ABS	Asset Backed Securities
AAOIFI	Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution
BIMB	Bank Islamic Malaysia Berhad
BMA	Bahrain Monetary Agency
CDS	Credit Default Swap
CGAP	Certified Government Auditing Professional
CSR	Corporate Social Responsibilities
CDO	Collateralized Debt Obligations
CAGR	Compounded Average Growth Rate
CRA	Customer Rapport Adviser
CSPS	Center for Strategic and Peace Studies
DJIFI	Dow Jones Islamic Financial Index
Fannie Mac/FNMA	Federal National Mortgage Association
GDP	Gross Demestic Products
GSIFI	Governance Standard for Islamic Financial Institutions
GJI	Gap Junction Immunofluorescence
GCIBAFI	General Council for Islamic Banks and Financial Institutions

GCC	Gulf Co-operation Council
HBFC	House Building Finance Corporation
ICC	International Chamber of Commerce
ICCB	International Chamber of Commerce Bangladesh
IIBI	Institute of Islamic Banking and Insurance
IFI	International Financial Institutions
IFSB	Islamic Financial Services Board
ILO	International Labour Organization
IIBR	Institute of International Business and Research
IILS	The International Institute for Labour Studies
IFAD	International Fund for Agricultural Development
IFA	Islamic Fiqh Academy
IDB	Islamic Development Bank
IMF	International Monetary Fund
IRTI	Islamic Research and Training Institute
IAIB	International Association of Islamic Banks
IFL	The Islamic Foundation Limited
IRR	Internal Rate of Return
IFC	The International Finance Corporation
IUM	International Islamic University Malaysia
IBRD	The International Bank for Reconstruction and Development
LIBOR	London Inter Bank Offer Rate
MESA	Middle East and South Africa
MGS	Malaysian Global Sukuk
MBS	Mortgage Backed Security
MFI	Microfinance Institutions
MO	Microfinance Organizations
MSME	Micro, Small and Medium Enterprises
NBER	National Bureau of Economic Research
NINJA	No Income No Jobs or Assets
OIC	Organization of Islamic Conference
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development
Participation Banks	Islami Banks
PLS	Profit and Loss Sharing
RSF	Risk Sharing Financing
RMG	Readymade Garments
ROE	Return on Equity
RDS	Rural Development Scheme
SBIS	Small Business Investment Scheme
SIV	Structured Investment Vehicle
SME	Small and Medium Enterprises
SSA	Sub-Saharan Africa
UPDS	Urban Poor Development Sceme
UNDP	United Nations Development Programme
UCPDC	Uniform Customs and Practice for Documentary Credits
VRM	Variable Return Mechanism
WFP	World Food programme

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নম্বর
● ঘোষণা পত্র		I
● প্রত্যয়ণ পত্র		II
● কৃতজ্ঞতা স্বীকার		III-IV
● সংকেত পরিচয় ও শব্দ সংক্ষেপ		V-VI
● সূচীপত্র		VII
প্রথম অধ্যায়	গবেষণার বাস্তবতা পর্যালোচনা	১-৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট বই-পত্র, গবেষণা অভিসন্দর্ভ, প্রবন্ধ ইত্যাদি পর্যালোচনা	৮-১৮
তৃতীয় অধ্যায়	বিশ্বে প্রচলিত বিভিন্ন অর্থব্যবস্থার পরিচয়	১৯-৩১
চতুর্থ অধ্যায়	ইসলামী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, কর্মকৌশল ও শ্রেষ্ঠত্ব	৩২-৭৯
পঞ্চম অধ্যায়	জনকল্যাণে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা	৮০-৯৪
ষষ্ঠ অধ্যায়	বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণ ও প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় এর প্রভাব	৯৫-১৫৮
সপ্তম অধ্যায়	মন্দা মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকিং এর ভূমিকা ও প্রায়োগিক দিক	১৫৯-২৬৯
অষ্টম অধ্যায়	মূল্যায়ন	২৭০-৩০৭
নবম অধ্যায়	উপসংহার	৩০৮-৩২০
● পরিশিষ্ট		৩২১-৩২৩
● গ্রন্থপঞ্জী		৩২৪-৩৪০

গবেষণার বাস্তবতা পর্যালোচনা

- ১.১ গবেষণা প্রস্তাবনা
- ১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব
- ১.৩ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- ১.৪ গবেষণা পদ্ধতি
- ১.৫ গবেষণার উৎস
- ১.৬ গবেষণার সীমাবদ্ধতা
- ১.৭ গবেষণা কাজের পরিকল্পনা
- ১.৮ গবেষণা পরিকল্পনা
- ১.৯ উপসংহার

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

গবেষণার বাস্তবতা পর্যালোচনা

১.১ গবেষণা প্রস্তাবনা

অর্থনীতি মানব জীবনের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর সর্বব্যাপী প্রভাবের ফলে তাকে মানবজীবনের চালিকাশক্তি বলা হয়। মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ইসলামে সর্বজনীন ও ইনসাফভিত্তিক অর্থব্যবস্থা রয়েছে। ইসলামী অর্থনীতি মানবতার চিরন্তন মূল্যবোধের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশ্বজনীন পদ্ধতি; যা সম্পদের সুষম বণ্টন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতা সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে কল্যাণমুখী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। এ অর্থব্যবস্থাকে সঠিকরূপে পরিচালিত ও প্রতিফলিত করতে ইসলাম সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও বিধি-নিষেধ প্রণয়ন করেছে। ইসলাম মানবজাতির সার্বিক কল্যাণে আদর্শিক, নৈতিক ও ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামী অর্থব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। এ অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যাকাত, উশর, বায়তুলমাল, খারাজ, ফাই ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিক প্রথা ও বিধানই দৈনন্দিন জীবনকে গতিশীল, স্বাচ্ছন্দ্যময় এবং ঝুঁকিমুক্ত করেছে। এছাড়াও এতে ব্যাংকিং এবং বীমা ব্যবস্থা রয়েছে। ইসলামী অর্থব্যবস্থার বিকাশমান ধারায় বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আধুনিক ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে এবং ক্রমে তা গতিশীলরূপ লাভ করে। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা ইসলামী সমাজ দর্শন ও ইসলামী অর্থব্যবস্থারই অংশ। পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস সর্বোপরি ইজতিহাদ দ্বারা ব্যাংকব্যবস্থার নীতিমালা নির্ধারিত। ইসলামী ব্যাংকের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনায় ইসলামী অর্থনীতির আদর্শ, উদ্দেশ্য-লক্ষ্য, কর্মপদ্ধতি এবং কর্মকৌশল অবলম্বন করা হয়। ফলে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা বর্তমানে সাফল্য, অগ্রগতি এবং গ্রহণযোগ্যতার চরম শিখরে উপনীত হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় অর্থনৈতিক মন্দা ও সঙ্কট মোকাবেলায় আল্লাহ প্রদত্ত দিকনির্দেশনা রয়েছে। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত পন্থায় পরিচালনার ফলে সাম্প্রতিক বিশ্ব অর্থনৈতিক মহা মন্দায় প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত ও চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি হলেও তা ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার ওপর এতটুকু প্রভাব ফেলতে পারেনি। মন্দা প্রতিরোধে ইসলামের কৌশল চিরন্তন। ব্যাষ্টিক ও সামষ্টিক পর্যায়ে ইসলামী অর্থনীতির কৌশলসমূহের সমন্বিত প্রয়োগ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের নিশ্চয়তা প্রদান করে। উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে এর কৌশলসমূহ এতটাই সুদৃঢ় ও সুবিন্যস্ত যে অর্থনৈতিক মন্দার জীবাণু সেখানে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। অর্থনৈতিক মন্দার প্রধান কারণগুলো যথা: সুদ, মুনাফাখোরী, মজুদদারী, ফটকাবাজী ইত্যাদি ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রধান কারণ যেমন, ব্যাংকগুলোর অবিবেচনাপ্রসূত ও অতিরিক্ত ঋণ প্রদানের পাশাপাশি সুদী কারবার, সাব-প্রাইম মর্টগেজ ক্রাইসিস, ফটকাবাজি, মুক্তবাজার অর্থনীতি, সিকিউরিটাইজেশন, সম্পদের কেন্দ্রীকরণ, স্বেচ্ছাচারী ভোগবিলাস, স্বার্থপরতা ও নৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদি অন্যতম। ইসলামী অর্থনীতিতে এগুলো অনুপস্থিত। ইসলামী অর্থনীতিতে ক্রেতা-বিক্রেতার ইচ্ছানুযায়ী স্বাভাবিকভাবে বাজার পরিচালিত হয় এবং এতে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হলে ও বাজার নিয়ন্ত্রণকারী কোন শক্তিশালী অশুভ শক্তি বাজার অস্থিতিশীল করার চক্রান্ত করলে কর্তৃপক্ষ বাজার নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

মন্দা প্রতিকারে ইসলামী ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই ইহা তার সকল কর্মকাণ্ডে সুদ পরিহার করার ফলে সুদের কারণে সৃষ্ট মন্দা থেকে অর্থনীতিকে সুরক্ষা করতে পারে। সুদের পরিবর্তে ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির অনুশীলনে ইসলামী ব্যাংকের প্রতিটি লেনদেন উৎপাদনশীল ও বস্তুনিষ্ঠ হয়। তাছাড়া মুনাফায় অংশীদারিত্ব পদ্ধতির সুবিধা হলো সকল অংশীদার পুঁজি সরবরাহ করে। ফলে বড় ধরনের প্রকল্প অর্থায়ন সম্ভব হয় এবং অনুৎপাদনশীল ও বিলাসিতামূলক খাতে বিনিয়োগে অর্থ সরবরাহের সুযোগ থাকে না। এতে মন্দার কবল থেকে মুক্তির জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়। তাই ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও প্রচলিত অন্যান্য অর্থব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ও তুলনামূলক আলোচনা করা প্রয়োজন। যাতে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তা ও মজবুত কাঠামো সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা একটি আর্থিক মধ্যস্থতাকারী কল্যাণকর সেবা প্রতিষ্ঠান বা পূর্ণাঙ্গ ইসলামী মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও শরী'আহর ওপর দণ্ডায়মান। সুদপ্রথা নির্মূল করে আর্থ-সামাজিক অঙ্গনে শরী'আহর মূলনীতি বাস্তবায়নই হচ্ছে এর আসল উদ্দেশ্য। সুতরাং ইসলামী অর্থব্যবস্থা বিশেষত ইসলামী ব্যাংকিং এর অভ্যন্তরীণ ও অন্তর্নিহিত শক্তি বিষয়ে একটি গবেষণা প্রয়োজন। তাই মন্দা প্রতিরোধে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির ভূমিকা বিশ্লেষণ করাই এই গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয়।

১.২ গবেষণার গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা

ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকব্যবস্থার আদর্শিক চালিকা শক্তিই হল ইসলামী শরী'আহ। এর যাবতীয় কার্যক্রম শর'ঈ মানদণ্ডে উত্তীর্ণ না হলে ইসলামী অর্থনীতির অংশ হিসেবে ইসলামী ব্যাংকের আত্মমর্যাদা ভুলুষ্ঠিত হয়। আর এতে আদর্শমুখী ও আশাবাদী গ্রাহকরা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে এ বিষয়ে ভুল বুঝতে শুরু করে। এরই প্রেক্ষিতে ইসলামী আদর্শ সত্যিকার অর্থে ব্যাংকব্যবস্থার ওপর কতখানি প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম তা গবেষণা ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার দাবী রাখে।

সুদের বিনিময়ে ঋণ প্রদান ইসলামে নিষিদ্ধ। সুদ একটি মারাত্মক জুলুম ও অর্থনৈতিক অভিশাপ। এর বিলোপ সাধনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আছর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের ঐ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছে ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদ নেয়ারই মত। অথচ আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয়কে করেছেন হালাল এবং সুদকে করেছেন হারাম' (আল কুরআন, ২:২৭৫)। রাসূলুল্লাহ (সা.) সুদদাতা, সুদগ্রহীতা, সুদের চুক্তিপত্র সম্পাদনকারী এবং সাক্ষী সকলের ওপর অভিসম্পাত দিয়েছেন (আবু দাউদ, কিতাবুল বুযু', হাদীস নং ৩৩০০)। তাই অর্থ ঋণ দিয়ে কৃত্রিম উৎপাদন সৃষ্টির পরিবর্তে প্রকৃত লেনদেন ও উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিকে অনুমোদন করেছে। অর্থনৈতিক মন্দা দূরীকরণে অংশীদারিত্ব ব্যাংকিং পদ্ধতি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। ইসলামে এ পদ্ধতির মূলনীতি হলো, ঝুঁকির সাথে লাভ এবং লাভের সাথে ঝুঁকি। এ নীতির আলোকে অর্থায়নকারীকেও ঝুঁকি বহন করতে হয়। ঝুঁকি শুধু উদ্যোক্তার প্রতি বর্তায় না। ফলে লক্ষ লক্ষ আমানতকারী ও শেয়ারহোল্ডার লোকসান গ্রহণ করলে প্রত্যেকের ভাগে লোকসানের পরিমাণ কমই হয়, যা বহন করা সহজ এবং কারো দেউলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তির বহুস্বত্ব স্বাধীনতা আর সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে খর্ব করার কারণে কোনটাই সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক নয়। কিন্তু ইসলামী অর্থব্যবস্থা এ দুয়ের মধ্যে দিয়ে এমন একটি অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে যা প্রতিটি মানুষের অধিকার সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দেয়। ইসলামী অর্থব্যবস্থা মূলত আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস ও সাথে সাথে ব্যাপক মানবকল্যাণার্থে রচিত। ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থা প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থা থেকে পুরোপুরি ভিন্ন। এর সবেচেয়ে পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য হলো এখানে ঋণ সৃষ্টির জন্য সরাসরি অর্থ বা অন্যান্য সম্পদ ধার দেয়া বা নেয়ার অনুমতি নেই। ইজারাভিত্তিক অর্থায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তব সম্পদ বিক্রি বা ইজারা দেয়ার ফলে ঋণ সৃষ্টি হলে কেবল তখনই এর অনুমতি রয়েছে। ঋণ কেনাবেচা বা অন্যকারো কাছে স্থানান্তর করা যায় না এবং ইজারা দেয়া বা বিক্রি করা সম্পদ হতে হবে বাস্তব (যেমন : ভবন, সম্পত্তি বা অন্য কোনো ভৌত অবকাঠামো)। ইসলামী অর্থায়নের ভিত্তি হলো শরী'আহ বা ইসলামী আইন। এর মূল চেতনা হচ্ছে আর্থিক লেনদেনকে উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে হবে। এই শর্তাবলি অতিমাত্রায় ঝুঁকি গ্রহণের আশঙ্কা কমিয়ে দেয়। ইসলামী অর্থায়ন মুনাফা ও ঝুঁকি ভাগাভাগির ওপর গুরুত্ব দেয়। এর ফলে ঝুঁকি অনুপাতে মুনাফাপ্রাপ্তি নিশ্চিত হয়। তাই, ইসলামী অর্থায়নের নির্ভরযোগ্যতা ও শক্তির সম্ভাবনাটি দৃশ্যত আর্থিক লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত বাস্তব বিনিয়োগ তৎপরতার ফল। ইসলামী ব্যাংক প্রচলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মতোই সব ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে কিন্তু এর সবই আল্লাহর দেয়া বিধিবিধান মেনে। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের দর্শন ও কার্যক্রম পদ্ধতি ভিন্ন। আমানতকারীদের কাছ থেকে সঞ্চয় সংগ্রহ করে তা বিনিয়োগকারীদের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে অর্থনীতিকে সুচারুভাবে চলতে সহায়তা করাই যেকোনো অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। পাশাপাশি, নির্দিষ্ট ফি'র বিনিময়ে তহবিল স্থানান্তর, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহায়তা, পরামর্শক সেবা, মূল্যবান সম্পদ নিরাপদে গচ্ছিত রাখা এবং অন্যান্য সেবা প্রদান। ইসলামী ব্যাংকিংয়ে এসব সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে শরী'আহ কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করেনি। মাকাসিদ আশ-শরী'আহর নীতিমালা অনুযায়ী যেসব লক্ষ্য সামনে রেখে ইসলামী ব্যাংকগুলো কার্যক্রম পরিচালনা করে তার মধ্যে অন্যতম হলো : বণ্টনমূলক ন্যায্যতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা দান ও মুনাফাশীলতার বিচারে আর্থিক সম্পদ বরাদ্দের মাধ্যমে দুর্লভ সম্পদের সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান। আর যেখানে অংশগ্রহণকারী পক্ষগুলো হলো : ব্যাংক, আমানতকারী ও উদ্যোক্তা, যাদের মধ্যে আয় ও সম্পদের ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিতকরণ। তাই সাধারণ জনগণ ছাড়াও ব্যাংকের বিরূত জনশক্তির নিকট ইসলামী ব্যাংকের ওপর ইসলামী আদর্শ যে মাত্রায় প্রভাব সৃষ্টি করে তার বিশ্লেষণাত্মক বিবরণ তুলে ধরা অত্যাাবশ্যিক। সঙ্গত কারণেই বর্তমান সময়ের এই আলোচিত ব্যবস্থাটির শ্রেষ্ঠত্ব এবং এর বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা যৌক্তিক দাবী রাখে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার উদ্দেশ্যকে দু'ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে : ১. সাধারণ উদ্দেশ্য ও ২. বিশেষ উদ্দেশ্য।

১.৩.১ সাধারণ উদ্দেশ্য : গবেষণাটির সাধারণ উদ্দেশ্য হলো বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করার পাশাপাশি অর্থব্যবস্থায় এর প্রায়োগিক দিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা এবং গবেষণার মাধ্যমে বাস্তব অবস্থা উন্মোচন করে ফলাফল লাভ করা; যা দ্বারা শরী'আহর বিধিবিধান অনুসরণের মাধ্যমে ব্যাংকব্যবস্থা থেকে সুদের বিলোপ সাধন করে লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্ব বিনিয়োগ, দক্ষতার সাথে সম্পদের বরাদ্দ এবং ন্যায়পরতার সাথে তার বন্টন করে অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনয়নপূর্বক গোটা মানবজাতির কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং সমকালীন অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ইসলামী অর্থনীতির প্রভাব কতখানি তা জানা।

১.৩.২ বিশেষ উদ্দেশ্য : গবেষণার বিশেষ উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ :

১. ইসলামী আদর্শ ও ব্যাংকব্যবস্থায় এর রূপরেখা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা এবং ব্যাংকব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়ন নিরূপণ করা।
২. ইসলামী ব্যাংক ও প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলো খুঁজে বের করা।
৩. ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকব্যবস্থার উৎকর্ষতা, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা।
৪. ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা।
৫. বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার সম্মুখে সমস্যা ও তা দূরীকরণে শর'ঈ পন্থা বিশ্লেষণ।
৬. অর্থনৈতিক মন্দার মৌলিক কারণসমূহ যেমন, ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয়, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদী কারবার, ঘারার, ফটকাবাজি, মাইসির ও জাহালাহ এর বিপরীতে ইসলামের বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলোর অনুসরণ।
৭. আর্থিক মন্দা প্রতিরোধে দক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ মানবসম্পদ গঠন, আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, ভোগবিলাস ও অপচয় রোধ এবং আয় বৈষম্য হ্রাস করণে ব্যাংকব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন।
৮. ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক দর্শন বাস্তব লেনদেন ও অংশীদারিত্বমূলক ব্যাংকিং পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে মন্দা প্রতিরোধের পথ নির্দেশ করা।
৯. ব্যাংকব্যবস্থা কার্যক্রমে মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি মাকাসিদ আশ-শরী'আহর বাস্তব প্রয়োগের পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়ন পদ্ধতির নির্দেশনা দেয়া এবং শরী'আহ পরিপালনের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান সমস্যাবলী চিহ্নিতকরণ ও তার সমাধান।
১০. সহজে অনুশীলনযোগ্য নতুন নতুন শরী'আহ বিনিয়োগ পদ্ধতি উদ্ভাবন, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার বিকৃতি রোধ ও গ্রাহকদের চাহিদার সাথে সমন্বয় রেখে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য সুপারিশ করা।

১.৪ গবেষণার পদ্ধতি

গবেষণায় ঐতিহাসিক (Historical) ও পর্যবেক্ষণমূলক (Observational) আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের তাত্ত্বিক ধারণার প্রায়োগিক দিক সরেজমিনে জানার জন্য অংশ গ্রহণ পর্যবেক্ষণ, নিবিড় সাক্ষাৎকার এবং দলীয় আলোচনা পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। মন্দা প্রতিকারে ইসলামী ব্যাংক সুদ পরিহার করে; ফলে ইসলামের প্রত্যেকটি অর্থায়ন পদ্ধতি (অংশীদারি, ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া পদ্ধতি) প্রকৃত সম্পদের ভিত্তিতে হয়ে থাকে, যা বাস্তবায়ন সম্পর্কে ব্যাংকার ও গ্রাহকদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে।

গবেষণার প্রকৃতি (Nature of Research) : এটি বাংলা ভাষায় রচিত একটি বর্ণনামূলক মৌলিক গবেষণা কর্ম। তবে তত্ত্ব-উপাত্ত, তথ্য ও বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিক সহযোগিতার জন্য ইংরেজি, আরবি, উর্দু ও ফারসি ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী থেকে উদ্ধৃতি ও সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে।

নমুনা (Sample) : নমুনা হিসেবে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের সঞ্চয়/জমা/ডিপোজিট কার্যক্রম, বিনিয়োগ/লোন/ক্রেডিট/এ্যাডভান্স/ঋণ কার্যক্রম এবং অন্যান্য ব্যাংকিং কার্যক্রমকে গ্রহণ করা হয়েছে।

নমুনা পদ্ধতি (Sampling Technique) : এই গবেষণায় সুবিধাজনক নমুনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

গবেষণার পরিধি (Scope of Research) : ইসলামী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তায় ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রভাব আলোচিত হয়েছে। ইসলামী অর্থব্যবস্থার পরিচয়, কার্যপদ্ধতি ও সমাজে এর প্রভাব এ গবেষণার পরিধিভুক্ত। বিদ্যমান অর্থব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শের ধারণা ও প্রাসঙ্গিকভাবে বিশ্ব অর্থব্যবস্থায় এর

ক্রমবিকাশ এতে সম্পৃক্ত হয়েছে। কল্যাণমুখী সমাজ কাঠামো বিনির্মাণের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের দায়িত্বশীল ভূমিকা অনুসন্ধান এবং ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে যে ভুল কিংবা অস্পষ্ট ধারণা প্রচলিত আছে তা দূরীকরণ এ গবেষণার পরিধির অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও ইসলামী অর্থনীতির উৎকর্ষতা, পরিপূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হয়েছে এবং ব্যাংকিং কার্যক্রমে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকারের বিষয়টিও আলোচনায় স্থান পেয়েছে। সর্বোপরি অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলার ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার যোতসই পদক্ষেপ জনসাধারণের প্রকাশ ও বিশ্লেষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

১.৫ গবেষণার উৎস

তথ্য (Data) : আলোচ্য গবেষণায় দু'ধরনের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে-

প্রাথমিক বা মূখ্য তথ্য (Primary Data) : নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রকৃত ও অবিকৃত তথ্যই প্রাথমিক তথ্যরূপে বিবেচিত। আলোচ্য গবেষণায় আল-কুরআন ও হাদিস, আল-ফিকহ, দেশে-বিদেশে প্রকাশিত অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংকিং সংক্রান্ত মৌলিক গ্রন্থাবলী ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত তথ্যই তথ্যের মূল/প্রাথমিক উৎস বা তথ্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

দ্বিতীয়িক বা গৌণ তথ্য (Secondary Data) : দ্বৈতয়িক উৎসের মধ্যে রয়েছে পত্র-পত্রিকা, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, ইসলামী ব্যাংকসমূহের জার্নাল, অফিসিয়াল রেকর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলীর বিবরণ এবং অর্থনীতি সম্পর্কীয় অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ।

তথ্য বিশ্লেষণ (Data Analysis) : এই গবেষণায় তথ্য বিশ্লেষণে চার্ট, গ্রাফ, টেবিল ব্যবহার করা হয়েছে এবং বিভিন্ন তথ্যের গড় ও পার্থক্যও নির্দেশ করা হয়েছে।

১.৬ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

আলোচ্য গবেষণার ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা কাজ করেছে। যদিও গবেষণার শিরোনামে বলা হয়েছে, ‘বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা প্রতিরোধে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির প্রায়োগিক বাস্তবতা’, তথাপি বিশ্বের সকল ইসলামী ও প্রচলিত/গতানুগতিক ব্যাংক এর স্থলে কাজ করা হয়েছে বিশ্বের বিখ্যাত ও প্রথম সারির প্রচলিত/গতানুগতিক ব্যাংকগুলোর (শীর্ষস্থানীয় ১০টি ব্যাংক) ওপর। কেননা এ দশটি ইসলামী ও প্রচলিত/গতানুগতিক ব্যাংক ছাড়া বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য ইসলামী ও প্রচলিত/গতানুগতিক ব্যাংক এর প্রভাব বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে দৃশ্যমান নয়। তাছাড়া সব দেশের সব ব্যাংকের তথ্য, উপাত্ত, পরিসংখ্যান, লেজার, ব্যালেন্সশীট, আয়-ব্যয় এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব পাওয়া যেমনি দুরূহ, কষ্টসাধ্য ছিল, তেমনি কখনো কখনো তা পাওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া সব ব্যাংক তাদের সকল তথ্য-উপাত্ত জনসাধারণের জন্য প্রকাশ/উন্মুক্ত করেনি। উপরন্তু অনেক ব্যাংক এখনও তাদের লেজার এবং গ্রাহক তথ্যাবলী কম্পিউটারাইজড করেনি। ফলে যথাযথ তথ্য সংগ্রহে সীমাবদ্ধতা কাজ করেছে। ব্যাংকগুলোর হিসাব বিভাগ এখনো এতটা উন্নত হয়নি যে, গবেষকের চাহিদামত যে কোন ডাটা দিতে তারা প্রস্তুত। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অন্যদিকে অভিসন্দর্ভটির শিরোনাম ও বিষয়বস্তু বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী বিধায় প্রতিটি বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য অভিসন্দর্ভের প্রায় সকল অংকই মিলিয়ন, বিলিয়ন ও ট্রিলিয়ন ডলার/টাকায় প্রকাশ করা হয়েছে এবং গবেষণায় প্রদত্ত পরিসংখ্যান ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ধরা হয়েছে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও করা হয়েছে।

১.৭ গবেষণা কাজের পরিকল্পনা

গবেষণার ন্যূনতম সময়কাল ২ বছর; তবে এ সময়কালের কিছুটা বৃদ্ধিও ঘটতে পারে। গবেষণার সময়কালকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিন্যস্ত করে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে:

প্রথম পর্যায় : প্রথম পর্যায়ে গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন ভাষায় লিখিত দেশী-বিদেশী গ্রন্থাবলী, বই-পত্র, জার্নাল, ম্যাগাজিন, সরকারী-আধাসরকারী প্রতিবেদন, পরিসংখ্যান তথ্যাবলী, আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন ও পত্র-পত্রিকা থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায় : এ পর্যায়ে আলোচ্য ইসলামী ও প্রচলিত/গতানুগতিক ব্যাংকসমূহের নিজস্ব প্রকাশনা, প্রতিবেদন, জার্নাল ও ডাটাসমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে।

তৃতীয় পর্যায় : তৃতীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহের ভিত্তিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়ন করে গবেষণাকর্মটির মৌলিক মানদণ্ড ঠিক রেখে তা সম্পাদন করা হয়েছে।

১.৮ গবেষণা পরিকল্পনা

‘বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা প্রতিরোধে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির প্রায়োগিক বাস্তবতা’ এই গবেষণা কর্মটিকে নয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার বাস্তবতা পর্যালোচনা তুলে ধরা হয়েছে। এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো : গবেষণা প্রস্তাবনা, গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব, গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণার উৎস, গবেষণার সীমাবদ্ধতা, গবেষণার আনুমানিক সময় পরিধি, গবেষণা পরিকল্পনা অর্থাৎ অধ্যায় ভিত্তিক পর্যালোচনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট বইপত্র, গবেষণা অভিসন্দর্ভ, প্রবন্ধ ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে বিশ্বে প্রচলিত বিভিন্ন অর্থব্যবস্থার পরিচয় দেয়া হয়েছে। অর্থব্যবস্থাসমূহের মধ্যে রয়েছে পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ইসলামী অর্থব্যবস্থা। উক্ত অর্থব্যবস্থাসমূহের বৈশিষ্ট্য, উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতি, মূলনীতি, সম্পদ ভোগ-ব্যবহারের ধারণা, অর্থ-সম্পদ অর্জন ও ব্যয় এবং সফলতা ও ব্যর্থতার কারণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতি, বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের পটভূমি ও ক্রমবিকাশ এবং ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিংয়ের প্রধান প্রতিবন্ধক সুদ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। কেননা বিশ্ব অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক মন্দার কারণ সম্পর্কে আলোকপাতের পূর্বে উপর্যুক্ত বিষয়গুলো জানা প্রয়োজন।

চতুর্থ অধ্যায়ে ইসলামী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, কর্মকৌশল ও শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তা, উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতি, মূলনীতি, সম্পদ ভোগ-ব্যবহারের ধারণা, অর্থ-সম্পদ অর্জন ও ব্যয়, সম্পদের মালিকানা, মাকাসিদ আশ-শরী‘আহর আলোকে অর্থনীতিকে প্রতিষ্ঠা, অর্থব্যবস্থায় ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার কায়েম, জবাবদিহিতা, মানবিক মূল্যবোধ, মানবজাতির অর্থনৈতিক দিক-নির্দেশনা, অর্থ-সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ এবং সুদের নেতিবাচক দিক ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। কেননা অর্থব্যবস্থায় উল্লিখিত নীতিমালা ও ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠা সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারে এবং মানবজাতির অর্থনৈতিক মুক্তির দিক-নির্দেশনা প্রদান করে। অভিসন্দর্ভটি সুন্দর, সাবলীল ও সহজবোধ্য করার সুবিধার্থে আলোচ্য অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ ধারণা দেয়া হয়েছে, কেননা মন্দা মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা করতে গেলে সঙ্গত কারণে উপর্যুক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

পঞ্চম অধ্যায়ে জনকল্যাণে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার ভূমিকা ও মানবিক দিক, শরী‘আহ পরিপালন, সুদের মূলোৎপাটন, বিনিয়োগ কার্যক্রমে অংশীদারিত্বের নীতি, টাকার পরিবর্তে পণ্যের ব্যবসা, মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব দূরীকরণ, সম্পদ সৃষ্টি ও বণ্টনে জনকল্যাণের আদর্শ, বঞ্চিত ও অভাবী মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালন, সম্পদের প্রবাহ, অগ্রাধিকার খাত বিবেচনা ও পুঁজির বিকাশ, ভারসাম্যপূর্ণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও উৎপাদনশীলতা, বিনিয়োগ পদ্ধতির বহুমুখিতা, এবং যাকাতব্যবস্থার বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আর্থিক মন্দার ধারণা, বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণ এবং প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় এর প্রভাব ও পরিণতি, পুঁজিবাদী অর্থনীতির দুর্বলতা, সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার চরম ব্যর্থতা, সাব-প্রাইম মর্টগেজ সঙ্কট, ঋণ বিক্রয়, সিকিউরিটাইজেশন, দুর্নীতি, ফটকাবাজি, অবাধ অর্থনীতি, ডেরিভেটিভস ও শর্ট সেলিং, উদ্ভূত অর্থ (Derivative)-এর অনর্থ ও কৃত্রিম লেনদেন, ক্রেডিট ডিফল্ট সোয়াপ, সম্পদের অসম বণ্টন ও আয় বৈষম্য, অপরিণামদর্শী ও মাত্রাতিরিক্ত ঋণের বিস্তৃতি, ঋণ নির্ভর অর্থব্যবস্থা, মহাস্ফবিরতা ও লগ্নি, বাড়ি বৃদ্ধি, লেভারেজ (Leverage), ফিন্যান্সিয়াল ইকোনমির তুলনায় রিয়েল ইকোনমির মূল্যবৃদ্ধি ও কৃত্রিম মুদ্রার বৃদ্ধি, হেজ ফান্ড (Hedge Fund) ম্যানেজারদের ভূমিকা, ভোগবাদী দর্শন, নিয়ন্ত্রনহীন মুক্তবাজার ফর্মুলা ও অনিয়ন্ত্রিত বিশ্বায়ন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার অভাব, মুনাফা সর্বোচ্চকরণের দর্শন, আমেরিকার যুদ্ধপ্রীতি এবং ঝুঁকির ব্যবস্থাপনা এবং পুঁজি বরাদ্দে ব্যর্থতা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কেননা এসব বিষয় থেকে আর্থিক মন্দার ভয়াবহ কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়।

সপ্তম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে মন্দা মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ভূমিকা ও প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে। ইসলামী অর্থব্যবস্থার সেসব অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তার বিবরণ দেয়া হয়েছে যার কারণে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা আর্থিক মন্দার বীজ গজাতে পারে না; এ আর্থিক ব্যবস্থা থাকে সর্বদা মন্দামুক্ত। ফলে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে ওঠে

এবং বিশ্ববাসীর কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। মন্দা মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকার মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে : এর ভূমিকার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিক, পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মৌলধারণা ‘লেইজে ফেয়ার’ ব্যবস্থার অবসান, সম্পত্তির মালিকানা, আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার ও সামাজিক সুবিচার, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অবস্থান ও কল্যাণ, মন্দা মোকাবেলায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তদারক, সম্পদ কৃষ্ণগতকরণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, জোগান ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা, মাকাসিদ আশ-শরী‘আহ, সুদ নিষিদ্ধ, সুদের পরিবর্তে ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর ব্যাংকব্যবস্থা, সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণ, সম্পদের সুখম ও সুষ্ঠু বণ্টন, আমানত ও বিনিয়োগ নীতি, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিনিয়োগ, বাস্তব লেনদেন, সকল অবৈধ ও অকল্যাণকর পস্থা নিষিদ্ধ, ব্যবসার সামাজিক দায়িত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে। মন্দা মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার প্রায়োগিক দিকের মধ্যে আলোকপাত করা হয়েছে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের: ঘারার ও ফটকাবাজি, মাইসির (জুয়া), জাহালাহ, বাই‘ আদ-দাইন, বাতিল, ফাসিদ, ‘ঈনা, ইহতিকার এবং শর্ট সেলিং ও ফরওয়ার্ড সেলিং সম্পর্কে। আরো আলোচনা করা হয়েছে, মন্দা মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার অর্থায়ন নীতিমালা, অর্থ পণ্য নয়, বিনিময়ের মাধ্যম, ঋণের পরিবর্তে ইকুইটি (Equity) ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য, দক্ষতাপূর্ণ বিনিয়োগ বরাদ্দকরণ, বিনিয়োগে ঝুঁকি প্রশমনে শরী‘আহবান্ধব পদ্ধতি, খেলাপি সংস্কৃতির উচ্ছেদ, অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত ঋণগ্রহণে নিরুৎসাহিতকরণ, ইসলামী ব্যাংকিং-এ বিপণন নৈতিকতা, গ্রাহক আমানতকারী নয়, অংশীদার, অংশীদারিত্বভিত্তিক ও ক্রয়-বিক্রয় ও মুনাফাভিত্তিক অর্থায়ন চুক্তি, ইজারা বিনিয়োগ, ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ এবং সুকূক বা ইসলামী বন্ড সম্পর্কে।

অষ্টম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে প্রচলিত/গতানুগতিক ও ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার মধ্যে মূল্যায়ন, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব ও অর্থব্যবস্থায় মন্দা আক্রান্ত না হয়ে এর টিকে থাকার কারণ সম্পর্কে। পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ইসলামী অর্থব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনার মধ্যে দিয়ে উক্ত তিন অর্থব্যবস্থার মূল্যায়ন এবং ইসলামী অর্থব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বের অন্তর্নিহিত কারণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

নবম অধ্যায় তথা সর্বশেষ অধ্যায়ে গবেষণার ফলাফল, বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সম্ভাবনা, ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ কার্যক্রম ও এর সমস্যা এবং এ ব্যবস্থাকে আরো সুপরিচিত ও সহজভাবে ব্যবহার ও উপস্থাপন করার সুপারিশমালা এবং উপসংহার তুলে ধরা হয়েছে।

১.৯ উপসংহার

ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের ভিত্তি হলো শরী‘আহ নীতিমালা এবং তাতে অনেক বিধিনিষেধ রয়েছে। পক্ষান্তরে প্রচলিত ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালিত হয় মানবরচিত বিধিবিধান অনুযায়ী এবং মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। শরী‘আহ রিবা নিষিদ্ধ করায় ইসলামী ব্যাংকগুলোতে সব কার্যক্রম সুদমুক্তভাবে সম্পন্ন হয়। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার পুরো কাঠামো বেশকিছু উদ্দেশ্য বা মাকাসিদ-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যকথায়, ইসলামী অর্থনীতির প্রকৃতি নিয়মাত্মক। এটি শরী‘আহর বিধিবিধান অনুসরণ করে। যেখানে গোটা মানবজাতির কল্যাণকে উৎসাহিত করা হয়। যা তাদের বিশ্বাস, মানবত্ব, মেধা, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও সম্পদ-এর নিরাপত্তাবিধানের সঙ্গে জড়িত। বাজার, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায় ইসলামী ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা মানবতার বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণ করে, আত্মিক শান্তি লালন করে, পরিবার ও সমাজের সংহতি জোরদার করে। ইসলামী অর্থনৈতিক মডেল-এর বাজার ব্যবস্থায়, সম্পদ বণ্টন ও বরাদ্দ চলিত হয় দু‘স্তর বিশিষ্ট ছাঁকুনির মধ্যদিয়ে। ব্যাপ্তিক পর্যায়ে ইসলামী অর্থনীতির মডেল, পুঁজিবাদি অর্থনীতি ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ইতিবাচক গুণগুলোর সমাবেশ ঘটানোর পাশাপাশি অন্যান্য নেতিবাচক প্রভাব দূর করে। পুরোপুরি বেসরকারি সম্পত্তি ও বাজার ব্যবস্থাভিত্তিক হওয়ায় ইসলামী ব্যবস্থা অন্য দুই ব্যবস্থার ঘটতিগুলো পূরণ করতে সক্ষমই কেবল নয়, বরং বাধ্যতামূলক যাকাত প্রদানের মাধ্যমে এর রয়েছে সহজাত সমতা ও বিতরণ ক্ষমতা। এর মানে হলো, সম্পদশালীর কাছ থেকে সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে অর্থ স্থানান্তর। প্রবৃদ্ধি অর্জন ও বাজারে এর সুফল বণ্টনের পর ইসলামী অর্থনৈতিক মডেল বণ্টনের ইস্যুগুলো সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরে। বিভিন্ন পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রয়োগের ফলে আর্থিকখাতগুলো শক্তিশালী হয়। এতদিন যারা প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার বাইরে ছিল তাদেরকে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুসন বা আর্থিক সমেতকরণ জোরদার করে। প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা সুদভিত্তিক হওয়ায় অনেক মুসলমান এই ব্যবস্থা ব্যবহার করেন না। তারা সুদভিত্তিক ব্যাংকিং কার্যক্রম থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখে। এভাবে তারা ব্যাংকিং কার্যক্রমের বাইরে থেকে যায়। তাদের দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম ছড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে এই ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা যেতে পারে।

গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট বইপত্র, গবেষণা অভিসন্দর্ভ, প্রবন্ধ ইত্যাদি পর্যালোচনা

- ২.১ বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা
- ২.২ প্রচলিত অর্থব্যবস্থা
- ২.৩ ইসলামী অর্থব্যবস্থা
- ২.৪ ইসলামী ব্যাংকিং, সুদ, ঘারার ও মাইসির
- ২.৫ মন্দা মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট বইপত্র, গবেষণা অভিসন্দর্ভ, প্রবন্ধ ইত্যাদি পর্যালোচনা

আধুনিককালে বিভিন্ন গবেষণা সম্পাদনে গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট বইপত্র, গবেষণা অভিসন্দর্ভ, প্রবন্ধ ইত্যাদি পর্যালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। কেননা সংশ্লিষ্ট গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে একদিকে যেমন একই গবেষণার পুনরাবৃত্তি রোধ সম্ভব হয়, তেমনি গবেষক স্বীয় গবেষণা সম্পর্কে দিক নির্দেশনা লাভে সক্ষম হন। সত্যিকার অর্থে সাহিত্যের আহ্বান কেবল নান্দনিক উৎসবেই নয়, সাহিত্য নানাবিধ জিজ্ঞাসায় আমাদের মনকেও উদ্দীপ্ত করে। যেখানে সাহিত্যই থাকে গবেষকের অন্বেষণ ও অনুসন্ধানের কেন্দ্রবিন্দু, তাকে বলা হয় সাহিত্য গবেষণা। ‘বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা প্রতিরোধে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির প্রায়োগিক বাস্তবতা’-আলোচ্য গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনার ক্ষেত্রে যেসব উপকরণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা হচ্ছে বিশ্বে প্রচলিত বিভিন্ন অর্থব্যবস্থার পরিচয়, ইসলামী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, কর্মকৌশল ও শ্রেষ্ঠত্ব, জনকল্যাণে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণ ও প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় এর প্রভাব, মন্দা মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ভূমিকা ও প্রায়োগিক দিক ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ, বিভিন্ন গবেষক কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নাল, সাময়িকী ও পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা নিবন্ধ ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য পর্যালোচনার সাধারণ লক্ষ্য হলো পূর্বের প্রাসঙ্গিক কর্ম সম্পর্কে ধারণা অর্জনের মাধ্যমে গবেষণার পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা লাভ করা। নিম্নে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হলো :

২.১ বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা

১৯২৯ সালে আমেরিকার শেয়ারবাজার পতনের মাধ্যমে শুরু হওয়া অর্থনৈতিক সঙ্কট ইতিহাসে ‘মহা মন্দা’ হিসেবে বহুল আলোচিত। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে ১৯২৯-৩৩ সালের মহা মন্দার পর বর্তমান সময়ের মত এত বড় সঙ্কট বিশ্ব অর্থনীতিতে আর সৃষ্টি হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রে ২০০৭ সালের ডিসেম্বর থেকে যে আর্থিক মন্দা শুরু হয় তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব দীর্ঘতম অর্থনৈতিক মন্দা রূপ লাভ করে। যুক্তরাষ্ট্রে আয়ের অসম বন্টন, কয়েকটি কোম্পানি কর্তৃক কুক্ষিগত ক্ষমতা, ব্যাংকব্যবস্থার ত্রুটি এসবের দ্বারা বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা ঘনীভূত হয়। অব্যাহতভাবে আমানত প্রত্যাহার, পুঁজি নিয়ে সরে পড়া এবং ব্যাংকিং খাতের ব্যর্থতা এ মন্দার অন্যান্য কারণ। ২০০৭ অর্থনৈতিক মন্দার প্রধান কারণ হলো ব্যাংকগুলোর অব্যবহালাপ্রসূত ও অতিরিক্ত ঋণ প্রদান। Subprime Mortgage Crisis, Open Market Economy, Sale of Debt, Securitization, CDS, Interest ইত্যাদিকে ২০০৭-০৯-এর বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রত্যক্ষ ও প্রাথমিক কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। দীর্ঘকাল ধরে অতিরিক্ত ও অপরিণামদর্শী ব্যাংক ঋণকেই এ সঙ্কটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। তিনটি কারণে এ ধরনের কর্মকাণ্ড সম্ভব হয়। প্রথমত, লাভ-ক্ষতি ভাগ করে নেয়ার মতো ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে বাজারে শৃঙ্খলার অভাব। দ্বিতীয়টি হলো, কাল্পনিক লাভের আশায় বিভিন্ন ধরনের বিকল্পে বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, বিশেষ করে ‘ক্রেডিট ডিফল্ট সোয়াপস’। তৃতীয়ত, বিপদে পড়লে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিশ্চিতভাবে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে-এমন একটি ধারণা। এটা তাদের বিপদ কাটাতে সাহায্য করবে-এমন ভাবনা নিয়ে পথচলা বিপদে পড়ার জন্য যথেষ্ট। কৃত্রিম মুনাফা, ফটকাবাজি, সম্পদের কেন্দ্রীকরণ, স্বেচ্ছাচারী ভোগবিলাস, স্বার্থপরতা, নৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদির কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দায় আক্রান্ত হয়ে বারবার সর্বস্বান্ত হয়েছে বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষ। সুদভিত্তিক লেনদেন মার্কিন অর্থনৈতিক সঙ্কটের অন্যতম হেতু। সর্বোপরি আমেরিকার অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের বাহ্যিক কারণ হিসেবে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ের পতন ও বন্ধকী কোম্পানিগুলোর দেউলিয়াকে দায়ী করা হলেও এ বিপর্যয়ের মূল কারণ পুঁজিবাদের ত্রুটিযুক্ত অর্থনৈতিক পদ্ধতি।

জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ তাঁদের *মহা আর্থিক সঙ্কট: কারণ ও পরিণতি (২০১১)*^১ নামক গবেষণা গ্রন্থে অর্থনৈতিক মন্দার কারণ যেমন, সংসার ঋণ বৃদ্ধি, ঋণ ও ফটকাবাজি ফেটে যাওয়া, একচেটিয়া লগ্নি পুঁজি, পুঁজিবাদের লগ্নিয়ান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আর্থিক মন্দার কারণে অর্থব্যবস্থায় এর প্রভাব, পুঁজির লগ্নিয়ান ও সঙ্কট, বৃদ্ধির পর্বসমূহ, ঋণ বিস্তার, ফটকাবাজির বাতিল, দুর্দশা, ধস ও আতঙ্ক, লগ্নিয়ানে সঙ্কট ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। এ গ্রন্থে তাঁরা মূলত পুঁজিবাদের অনিবার্য পরিণতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। কিন্তু এ

^১ জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, *মহা আর্থিক সঙ্কট: কারণ ও পরিণতি*, ফারুক চৌধুরী অনুদিত, (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, ২০১১)।

গ্রন্থে তাঁরা আর্থিক মন্দার সমাধান কোন পথে সে সম্পর্কে তেমন কোনো দিক-নির্দেশনা প্রদান করেননি। পুঁজিবাদের ভুলগুলো তুলো ধরাই ছিল তাঁদের মূখ্য উদ্দেশ্য। তাঁরা প্রকৃত অর্থনীতিতে প্রত্যাবর্তনের কথা বললেও সেটি কিভাবে কার্যকর করা সম্ভব হবে তার সমাধানের পথ তাঁদের আলোচনায় ছিল অনুপস্থিত।

রহমাতুল্লাহ খন্দকার তাঁর ‘বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় ইসলামিক ফাইন্যান্স’ (২০১০) নামক শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধে^২ অর্থনৈতিক মন্দার কারণ বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি মন্দা প্রতিকারে ইসলামিক অর্থায়নের প্রায়োগিক দিক তুলে ধরেছেন। তিনি উক্ত প্রবন্ধে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার অনুষ্ণ হিসেবে সুদ, ঘারার, জুয়া, জাহালাহ, সাব-প্রাইম মর্টগেজ ক্রাইসিস, ঋণ বিক্রয়, সিকিউরিটাইজেশন, ফটকাবাজি, ভোগবিলাস ও অপচয় এবং আয় বৈষম্যের কথা উল্লেখ করেন। তাছাড়া প্রচলিত অর্থব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মন্দার এসব অনুষ্ণ প্রতিকারের দিকসমূহ তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে সাবলীল ভাষায় আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন।

ড. এম. উমর চাপড়া তাঁর ‘গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস এন্ড দি ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল সিস্টেম’ (২০০৮) শীর্ষক প্রবন্ধে^৩ ২০০৭ এর শেষভাগ থেকে শুরু হওয়া আর্থিক মন্দার কারণ ও তার ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি আর্থিক মন্দা প্রতিরোধে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির প্রায়োগিক দিক তুলে ধরেছেন। সাব-প্রাইম মর্টগেজ ক্রাইসিস, অতিরিক্ত ঋণ প্রদান, জুয়া, রিবা, ঘারারসহ নানা কারণে আর্থিক মন্দা হয়েছে বলে তিনি দেখিয়েছেন। আর্থিক সঙ্কটের কারণ ও প্রচলিত ও ইসলামী ব্যাংকিং-এর তুলনামূলক আলোচনা তাঁর গবেষণায় স্থান পেয়েছে। তিনি তাঁর আলোচনায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর শ্রেষ্ঠত্ব ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস চালিয়েছেন।

পল এম. সুইজি ও হ্যারি ম্যাগডফ, স্ট্যাগনেশন এন্ড দি ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্লোশন (১৯৮৭)^৪ ও ‘প্রোডাকশন এন্ড ফাইন্যান্স’ (১৯৮৩)^৫ তাঁদের গ্রন্থ ও প্রবন্ধে আর্থিক মন্দা ও স্থবিরতা নিয়ে গবেষণাধর্মী আলোচনা করেছেন। ১৯২৯-৩০ ও ২০০৭-০৯ সালের আর্থিক মন্দায় বিশ্বব্যাপী যে আর্থিক ভূমিকম্প হওয়ার ফলে আর্থিক খাতে যে স্থবিরতা সৃষ্টি হয় সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এখানে। আর্থিক মন্দা থেকে উত্তরণের জন্য আর্থিক খাতে যেসব সংস্কার প্রয়োজন সে বিষয়েও তারা দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। কিন্তু উক্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধে বাস্তবিক অর্থে কিভাবে আর্থিক মন্দা প্রতিরোধ করা সম্ভব সে বিষয়ে সমাধান ছিল অনুপস্থিত।

২.২ প্রচলিত অর্থব্যবস্থা

প্রচলিত অর্থব্যবস্থা বলতে সাধারণত পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাকে বোঝায়। পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্র বলতে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বোঝানো হয় যেখানে বাজার অর্থনীতিতে মুনাফা তৈরির লক্ষ্যে বাণিজ্য, কারখানা এবং উৎপাদনের উপকরণসমূহের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার নিয়ন্ত্রণ থাকে। পুঁজিবাদের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হলো পুঁজি সঞ্চয়ন, প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজার এবং শ্রমিকের মজুরি। এটি সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি অর্থব্যবস্থা। এ অর্থব্যবস্থার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা। এ অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করা হয়। এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাদা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ থাকে না। স্বয়ংক্রিয় একটি মূল্যব্যবস্থার মাধ্যমেই সবকিছু নির্ধারিত হয়। পুঁজিবাদের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী অর্থব্যবস্থা হলো সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট অর্থব্যবস্থা। এ অর্থব্যবস্থার মূলকথা হচ্ছে অর্থ উপার্জনের যাবতীয় উপায়-উপকরণ সমাজের সম্মিলিত মালিকানার অন্তর্ভুক্ত। কাজেই কোনো বস্তুকে ব্যক্তিগত মালিকানার অন্তর্ভুক্ত করে নিজের ইচ্ছামতো তা ব্যবহার করার ও তা থেকে ব্যক্তিগতভাবে মুনাফা অর্জন করার অধিকার কারো নেই। সমাজের সম্মিলিত স্বার্থে ব্যক্তি যেসব কাজ করবে কেবল মাত্র সেই কাজগুলোরই সে পারিশ্রমিক পাবে। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানার অস্তিত্ব স্বীকৃতি নয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার গঠনাকৃতি ও তার কার্যক্রমের মধ্যে এসব প্রতিষ্ঠানের কেবল অবকাশই নেই তা নয় বরং এগুলোর প্রয়োজনও অনুপস্থিত। এটি এমন এক ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে দেশের যাবতীয় সম্পদ এবং উৎপাদনের উপকরণসমূহ সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে। এ ব্যবস্থায় উৎপাদন ও বণ্টন ও পরিচালিত হবে ‘প্রত্যেকে সামর্থ্য মতো কাজ করবে এবং প্রয়োজন মতো ভোগ করবে’।

^২ রহমাতুল্লাহ খন্দকার, বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় ইসলামিক ফাইন্যান্স, ইসলামিক ফাইন্যান্স, ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকিং অব বাংলাদেশ, মে ২০১০, সংখ্যা ৬, পৃ. ১৫-১৭।

^৩ ড. এম. উমর চাপড়া, গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস এন্ড দি ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল সিস্টেম, অর্থনীতি গবেষণা জার্নাল, ঢাকা: গ্লোবাল মিডিয়া কমিউনিকেশন, ১০ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ২৩-২৬।

^৪ পল এম. সুইজি ও হ্যারি ম্যাগডফ, স্ট্যাগনেশন এন্ড দি ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্লোশন, (নিউইয়র্ক: মাছুলি রিভিউ প্রেস, ১৯৮৭)।

^৫ হ্যারি ম্যাগডফ ও পল এম সুইজি, প্রোডাকশন এন্ড ফাইন্যান্স, মাছুলি রিভিউ, নিউইয়র্ক: মাছুলি রিভিউ প্রেস, মে ১৯৮৩ খৃ. বর্ষ ৩৫, সংখ্যা ১, পৃ. ১-১৩।

এ. জেড. এম. শামসুল আলম তাঁর *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা* (২০০৩) নামক গ্রন্থে^৬ ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য, ধর্মভিত্তিক অর্থনীতি ও মূল্যবোধহীন অর্থনীতি, ইসলামী অর্থনীতি ও ক্রেতার সার্বভৌমত্ব, ব্যক্তিগত মালিকানা ও ইসলাম, আল্লাহর মালিকানা বিষয়ে উপস্থাপন করেছেন। শ্রম ও বিনিয়োগ, ইসলামী অর্থনীতিতে ভোগব্যবস্থার স্বরূপ, পাশ্চাত্যে ভোগব্যবস্থার স্বরূপ, একটি ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো, অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইমাম সাহেবানের ভূমিকা বিষয়ে তিনি চমৎকার আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি দারিদ্র ইসলাম পরিপন্থী, ইসলামে শ্রমিকের অধিকার, ইসলামের ভূমিব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় ভূমি ও অর্থনীতি সম্পর্কীয় আল-কুরআনের আয়াতসমূহ নিয়ে তিনি আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু এসব আলোচনায় ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যতম অনুষঙ্গ ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা ও তার কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা ছিল অনুপস্থিত। তাছাড়া ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংক মন্দা প্রতিরোধে কি ভূমিকা রাখে সে বিষয়েও কোনো আলোচনা স্থান পায়নি।

বিচারপতি তাকী উসমানী তাঁর *ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন* (২০০৭) নামক গ্রন্থে^৭ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ইসলামী বিধানের আলোকে অর্থনৈতিক সংস্কার, প্রশাসনিক সংস্কার, অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের প্রচলন, উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত অর্থনৈতিক রূপরেখা, অর্থনৈতিক সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে উপস্থাপন করেছেন। জাতীয় মালিকানা, ভূমি মালিকানা সীমিতকরণ, সমাজতন্ত্র ও গরীব জনগণ, ইসলাম গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক সাম্য ও সমাজতন্ত্রীদের অভিযোগ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি ভূমি সংস্কার, সুদ ও ব্যাংকিং সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর, ব্যাংকে সুদমুক্ত কাউন্টার, সঞ্চয় সঞ্চাও ও সরকারের আর্থিক পরিকল্পনা, মুশারাকার নতুন প্রকল্প, সুদমুক্ত ব্যাংকিং ও সুদের অবসান সম্পর্কে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু এখানে সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে ইসলামী ব্যাংকিং কিভাবে সুদের অবসানের মাধ্যমে অর্থব্যবস্থায় আর্থিক মন্দা প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে সে আলোচনা ছিল অনুপস্থিত।

ড. মোরতেজা হায়দারি তাঁর 'ইসলামী ব্যাংকিং বনাম প্রচলিত ব্যাংকিং : মহামন্দা উত্তর কার্যক্রম' (২০১৪) নামক গবেষণা প্রবন্ধে^৮ আর্থিক মহামন্দায় প্রচলিত ব্যাংকিং-এর তুলনায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর শ্রেষ্ঠত্বের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। আর্থিক খাতের সাম্প্রতিক সঙ্কট বিশ্ব অর্থনীতির জন্য বড় আঘাত। পশ্চিমা বিশ্বের প্রচলিত ব্যাংকগুলোতে আর্থিক সঙ্কটের প্রভাব প্রাচ্যেও পড়ে। এতে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার প্রতি সৃষ্টি হয় আস্থাহীনতা। এ সঙ্কট মোকাবেলায় ইসলামী ও প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলোর কর্মপদ্ধতি ও সাফল্য পর্যালোচনা করেছেন ড. মোরতেজা হায়দারি তাঁর উক্ত প্রবন্ধে। তিনি দেখিয়েছেন, সঙ্কট চলাকালে অন্যান্য ধারার ব্যাংকিং-এর চেয়ে ইসলামী ব্যাংকিং অধিক সফল। বৈশ্বিক ঋণব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার প্রধান কারণ হচ্ছে জামানতভিত্তিক একপাক্ষিক ঝুঁকি বন্টন, নির্দিষ্ট সুদ হার ও প্রচলিত ব্যাংকের ঋণভিত্তিক মুদ্রানীতি। এর সবগুলোই ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় নিষিদ্ধ বলে তিনি তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন।

২.৩ ইসলামী অর্থব্যবস্থা

পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার পরস্পর বিরোধী অবস্থার মাঝখানে ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা কায়ম করে। এ অর্থব্যবস্থার মূলনীতি হচ্ছে, ব্যক্তিকে অবশ্যই তার পরিপূর্ণ স্বাভাবিক ও ব্যক্তিগত অধিকার প্রদান করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধন-সম্পদ বন্টনের ভারসাম্যও বিনষ্ট হতে পারবে না। ইসলামী অর্থব্যবস্থা একদিকে ব্যক্তিকে ব্যক্তি মালিকানার অধিকার ও নিজের ধন-সম্পদ ইচ্ছামতো ব্যয়-ব্যবহার করার ক্ষমতা প্রদান করে এবং অন্যদিকে ভিতর থেকে এগুলোকে কতিপয় আইনের শৃঙ্খলে বেঁধে দেয়। এর ফলে সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণাদি সর্বদা আবর্তিত হতে থাকে এবং এ আবর্তন এমনভাবে চলতে থাকে যার ফলে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি তা থেকে নিজের উপযোগী অংশটুকু লাভ করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে ইসলাম তার স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক সংগঠন কায়ম করে। ইসলামের এ অর্থনৈতিক সংগঠনের প্রাণসত্তা, নীতি ও কর্মপদ্ধতি পুঁজিবাদ ও কমিউনিস্ট ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অর্থনৈতিক জীবনে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সকল ব্যক্তির সমষ্টিগত পরস্পর সাথে গভীর সম্পর্কযুক্ত। তাই উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ ও বিরোধের পরিবর্তে সমঝোতা ও সহযোগিতা বর্তমান থাকা উচিত। কাজেই ব্যক্তির সমৃদ্ধির মধ্যেই সমাজের কল্যাণ এবং সমাজের সমৃদ্ধির মধ্যেই ব্যক্তির কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এর সাথে সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে স্বার্থপরতা ও সহানুভূতির ভারসাম্য রক্ষিত হওয়ার ওপরই উভয়ের সমৃদ্ধি নির্ভর করে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত লাভ ও স্বার্থ উদ্ধারের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী ধন উপার্জন করতে

^৬ এ. জেড. এম. শামসুল আলম, *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৩)।

^৭ বিচারপতি তাকী উসমানী, *ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন*, (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭)।

^৮ ড. মোরতেজা হায়দারি, *ইসলামী ব্যাংকিং বনাম প্রচলিত ব্যাংকিং: মহামন্দা উত্তর কার্যক্রম*, *ইসলামী ব্যাংকিং জার্নাল*, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ২৮-৩২।

পারে। কিন্তু তার উপার্জিত সম্পদে অন্যের অধিকারও থাকবে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সম্পদের বিনিময়ে অন্যের নিকট থেকে মুনাফা অর্জন করবে এবং অন্যকেও তার নিকট থেকে মুনাফা অর্জনের সুযোগ দেবে। এ মুনাফা বন্টন ও অর্থ আবর্তনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্য নিছক ব্যক্তিদের হৃদয় অভ্যন্তরে কতিপয় নৈতিক গুণাবলী সৃষ্টি করে দেয়া যথেষ্ট হবে না। বরং এ সঙ্গে সমাজে এমন আইন প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে যার সাহায্যে অর্থ উপার্জন ও ব্যয় ব্যবস্থাকে যথাযথ নির্ভুল ও ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতিতে পরিচালিত করা যায়। এর ফলে কারো অধীনে কোন সম্পদ অর্জিত হলে তা এক স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকবে না। বরং তা ব্যয়িত ও দ্রুত আবর্তিত হতে থাকবে। দুর্লভ সম্পদ ও তার বন্টনের মধ্যে এমনভাবে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে, যাতে দক্ষতা ও ন্যায্যপারায়ণতা উভয়ই অর্জিত হয়।

শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান তাঁর *ইসলামী অর্থনীতি: নির্বাচিত প্রবন্ধ* (২০০৫) শীর্ষক গ্রন্থে^৯ ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা ও মূলনীতি, রূপরেখা, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যা ও ইসলামী সমাধান, দারিদ্র বিমোচনে ইসলামী সরকারের ভূমিকা, বাংলাদেশে ইসলামী অর্থনীতি চর্চার প্রসারে প্রতিবন্ধকতা, ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা ইত্যাদি শিরোনামে ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। মূলত ইসলামী অর্থনীতি বিশেষ করে এর ব্যাপ্তিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি, মুদ্রাবাজার, ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থা, ফিন্যান্সিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং, কর কাঠামো, সুদের বিলোপ ও তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া, পুঁজি বিনিয়োগ, দারিদ্র বিমোচন, যাকাতের ভূমিকা এবং সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণমুখী পদক্ষেপ বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা হয়েছে এই গ্রন্থে। ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি কিভাবে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলা করতে সক্ষম এই বিষয়টি এখানে আলোচনা করা হয়নি।

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম তাঁর *ইসলামের অর্থনীতি* (২০১২) নামক গবেষণা গ্রন্থে^{১০} প্রচলিত অর্থনীতি ও ইসলামী অর্থনীতির পার্থক্য ও ব্যবহার উপস্থাপন করেছেন। অর্থনীতিতে বিশেষত ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদ কিভাবে উপার্জন ও ব্যয়-ভোগ হবে, সম্পদের বন্টন ব্যবস্থা ও হকদার, রাষ্ট্রীয় সম্পদের আয়-ব্যয় ইত্যাদি বিষয়ও তাঁর গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার প্রাথমিক রূপ-বায়তুলমাল, ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যাংক, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়-দায়িত্ব, বৈদেশিক বাণিজ্য, ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ের আলোচনাও তাঁর গ্রন্থে রয়েছে। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম উন্নয়ন, পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে যাকাত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, পারস্পরিক সাহায্য সংস্থা এবং জনসংখ্যা সমস্যা ইত্যাদি শিরোনামে আলোচনাও তাঁর গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু ইসলামী অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলা সংক্রান্ত আলোচনা তাঁর গ্রন্থে ছিল অনুপস্থিত।

শাহ আবদুল হান্নান তাঁর *ইসলামী অর্থনীতি: দর্শন ও কর্মকৌশল* (২০১১) নামক গ্রন্থে^{১১} যুক্তির কষ্টিপাথরে পরখ করে ইসলামী অর্থনীতি এবং ব্যাংকব্যবস্থাকে অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। সমাজ সংস্কারে তাঁর যুক্তিতে ঋজুতা নেই। আহ্বানের মধ্যে নেই কোন গোঁজামিল। তাঁর এই গ্রন্থ নিঃসন্দেহে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকব্যবস্থার ক্ষেত্রে মাইলফলক। এই গ্রন্থে লেখক ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে সাধারণ পাঠককে দিয়েছেন সম্যক জ্ঞানের দিক-নির্দেশনা। কুরআনের অর্থনীতি সংক্রান্ত আয়াতগুলো একে একে উপস্থাপন করে বিশ্ববরণে তাফসীরের নিরিখে তিনি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার ইসলামী অর্থনীতি, দর্শন ও কর্মকৌশল, ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োগ ও বাস্তবতা, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং : ঐতিহাসিক ভূমিকা, বিশ্ব আর্থিক সঙ্কট, অংশীদারিত্ব ব্যাংকিংই একমাত্র সমাধান-এসব বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর এই গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যকে বিশেষ করে ইকোনমিক লিটারেচারকে সমৃদ্ধ করবে নিঃসন্দেহে। ইসলামী অর্থনীতি এবং ব্যাংকব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষকদের জন্য এ গ্রন্থ দিক-নির্দেশকের ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু এ গ্রন্থে তিনি ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি কিভাবে আর্থিক মন্দা প্রতিরোধ করে সে বিষয়ে আলোকপাত করেননি।

ড. এম. উমর চাপড়া তাঁর *ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যাংকব্যবস্থা ও মুদ্রানীতির রূপরেখা* (২০০৯)^{১২} ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা ও এর দার্শনিক পটভূমি, উদ্দেশ্য-লক্ষ্য, মৌলিক সংস্কার এবং বিভ্রান্ত অপনোদন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইসলামী ব্যাংকের বিভিন্ন প্রকার বিনিয়োগ পদ্ধতি, ইসলামী মুদ্রানীতি, মুদ্রা চাহিদা ও সরবরাহ এবং মডেল উত্তরণ বিষয় সম্পর্কে উপস্থাপন করেছেন। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার বিভিন্ন দিক ও ইসলামী মুদ্রা ও

^৯ শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি: নির্বাচিত প্রবন্ধ* (রাজশাহী: দি রাজশাহী স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৫)। গ্রন্থটি মূলত ১৬টি প্রবন্ধের একটি চমৎকার সংকলন।

^{১০} মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১০ম সংস্করণ, ২০১২)।

^{১১} শাহ আবদুল হান্নান, *ইসলামী অর্থনীতি: দর্শন ও কর্মকৌশল* (ঢাকা: আল-আমীন প্রকাশন, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১১)।

^{১২} অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং: একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা*, (ঢাকা: ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৩)।

ব্যাংকব্যবস্থার উত্তরণ বিষয়ে তিনি উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু অর্থনৈতিক সঙ্কট ও মন্দা মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার কার্যক্রম কেমন হবে সে বিষয়ে আলোচনা ছিল অনুপস্থিত।

ড. এম এ মান্নান ইসলামী অর্থনীতি: তত্ত্ব ও প্রয়োগ (১৯৮৩)^{১০} ও ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, ইসলামী ব্যাংকিং (২০১২)^{১১} নামক শীর্ষক গবেষণাধর্মী গ্রন্থদ্বয়ে ইসলামী অর্থনীতি : একটি তুলনামূলক সমীক্ষা, ইসলাম ও অন্যান্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ভোগ, ভোক্তার আচরণ, সম্পদ উৎপাদন, আয়-ব্যয়-বণ্টন, ইসলামের বাণিজ্য নীতি, ইসলামে ব্যাংকব্যবস্থা, ফিসক্যাল পলিসি, বাজেট ও বীমা ইত্যাদি শিরোনামে ও বিষয়ভিত্তিক আলোচনা এখানে স্থান লাভ করে। আধুনিক অর্থনীতি ও ব্যাংকিং চালু হওয়ার বহুপূর্বে বাংলাদেশে যে সকল পূর্বসূরী অর্থনীতিতে অবদান রেখে গেছেন তাঁদের পরিচয়ও করিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সে আলোচনা ধারাবাহিকভাবে নিকট অতীত পর্যন্ত টানা হয়েছে এখানে। এরপর সাম্প্রতিককালে ইসলামী ব্যাংকিং-এর তত্ত্ব প্রণয়ন ও ব্যবহারে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের পরিচয় ও তুলে ধরা হয়েছে। বিষয়াবলীকে সহজতর করার জন্য কোন কোন জায়গায় সুদী ব্যাংকব্যবস্থাকে সমান্তরালভাবে তুলে ধরা হয়েছে এখানে। সর্বোপরি ড. এম এ মান্নান এর গ্রন্থটিকে ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক গ্রন্থ হিসেবে একটি মৌলিক ও অগ্রণী গ্রন্থ বলা চলে। ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম তাঁর গ্রন্থে তিনটি মৌলিক বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বিষয় তিনটি হলো- ইসলামী ব্যাংকিং, সাধারণ প্রচলিত ব্যাংকিং কার্যক্রম এবং বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত কার্যাবলী। অর্থনীতি ও ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি, সুদ ও এর শ্রেণি বিভাগ, ব্যাংক হিসাব ও এর প্রকারভেদ এবং বৈদেশিক বিনিময় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তিনটি মৌলিক বিষয়ের মধ্যে। কিন্তু গ্রন্থদ্বয়ে আর্থিক মন্দা মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকিং এর আলোচনা বিধৃত হয়নি।

ড. মনযের কাহুফ তাঁর 'ইসলামী অর্থায়ন : গতানুগতিক ব্যবসা' (২০১৪) শীর্ষক প্রবন্ধে^{১২} ইসলামী অর্থায়নের অন্যতম অনুষ্ণ ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। ইসলামী ব্যাংকিং বা ইসলামী অর্থায়ন নিতান্তই একটি ব্যবসা। মুসলমানদের নিজস্ব বিশ্বাস অনুযায়ী তাদের আর্থিক জীবন পরিচালনার আকাঙ্ক্ষা থেকে এ অর্থব্যবস্থা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মানবিক প্রয়োজনের তাগিদে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা-বিশেষণ প্রয়োজন হয়েছে। এই লেনদেন এমন হতে হবে যেন তা মানব প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। তাই তিনি উক্ত প্রবন্ধে ইসলামী অর্থায়নের সংজ্ঞা নির্ধারণের পাশাপাশি এর তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিকগুলো খতিয়ে দেখেছেন। এতে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার নীতি-উপাদানগুলো নিয়ে আলোচনা, অর্থায়নের হাতিয়ার হিসেবে শরী'আহ অনুমোদিত বিকল্প ইসলামী চুক্তিগুলোর ব্যাখ্যা এবং ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার সর্বশেষ সংযোজন সুকূক নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ড. এম. উমর চাপড়া তাঁর অবজেকটিভস অব দ্য ইসলামিক ইকোনমিক অর্ডার (১৯৭৪)^{১৩} ও দ্য ফিউচার অব ইকনোমিকস : অ্যান ইসলামিক পারসপেকটিভ (২০০০)^{১৪} গ্রন্থদ্বয়ে অর্থনীতি ও ইসলামী অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। অর্থনীতির ভবিষ্যত, অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, প্রচলিত ও ইসলামী অর্থব্যবস্থার পরিচয় ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করছেন। এ গ্রন্থদ্বয়ে তিনি ইসলামী অর্থব্যবস্থার কার্যক্রম ও উন্নতি এবং অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

২.৪ ইসলামী ব্যাংকিং, সুদ, ঘারার ও মাইসির

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বমানবতার অখণ্ড কল্যাণের জন্য। বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রয়োজনীয়তা আন্তর্জাতিক পরিসরে তীব্রভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। ক্রমেই এ প্রয়োজনীয়তা আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রবলতর হয়ে চলছে। একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকে বিশ্ব অর্থনীতির বাঁক বদল, নজিরবিহীন মন্দা, সুদী কারবারের নিরলঙ্ঘ ব্যর্থতা, ইউরোপ-আমেরিকার ব্যাংকিং সেক্টরের চরম দেউলিয়াত্ব সুদবিহীন ইসলামী ব্যাংকিংয়ের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। আল-কুরআনে বর্ণিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক ধারণার মধ্যে রয়েছে সামাজিক ন্যায়বিচার-যা থেকে ব্যাষ্টিক অর্থনৈতিক পর্যায়ে সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বিস্তার ঘটে। ১৯৪০-

^{১০} ড. এম এ মান্নান, ইসলামী অর্থনীতি: তত্ত্ব ও প্রয়োগ (ঢাকা: ইসলামিক ইকনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৩)। গ্রন্থটি ড. মান্নান এর Islamic Economics: Theory and Practice মূল গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ।

^{১১} ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, ইসলামী ব্যাংকিং, (ঢাকা: নাজিফা-ছকিনা-বারী ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ, ২০১২)।

^{১২} ড. মানজার কাহুফ, ইসলামী অর্থায়ন : গতানুগতিক ব্যবসা, ইসলামী ব্যাংকিং জার্নাল, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ৭-৩২।

^{১৩} ড. এম. উমর চাপড়া, অবজেকটিভস অব দ্য ইসলামিক ইকোনমিক অর্ডার, (লিচেস্টার: ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইউকে, ১৯৭৪)।

^{১৪} ড. এম. উমর চাপড়া, দ্য ফিউচার অব ইকনোমিকস: অ্যান ইসলামিক পারসপেকটিভ, (লিচেস্টার: ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইউকে, ২০০০)।

এর দশকের মাঝামাঝি মালয়েশিয়ায় এবং ১৯৫০-এর দশকের শেষ দিকে পাকিস্তানে ক্ষুদ্রাকারে সুদযুক্ত ব্যাংকব্যবস্থা চালু হয়। আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সূচনা পর্বে মিসরে ১৯৬৩ সালে আহমেদ এল-নাজ্জার মিট-ঘামার সেভিংস ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC) ইসলামী ব্যাংকের একটি সুনির্দিষ্ট ও সহজবোধ্য সংজ্ঞা নিরূপণ করেছে। ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত মুসলিম দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে এ সংজ্ঞা অনুমোদন লাভ করে। বর্তমান বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকের এটাই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ও প্রচলিত সংজ্ঞা। সংজ্ঞাটি হলো, 'ইসলামী ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা তার উদ্দেশ্য, আইন-কানুন ও কর্মপদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামী শরী'আহর নীতিমালা মেনে চলে এবং তার সকল কার্যক্রমে সুদের লেনদেন সম্পূর্ণ বর্জন করে।' ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় শরী'আহর বিধি-বিধানের আলোকে লেনদেন প্রক্রিয়ায় ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির বৈধতা, অর্থনৈতিক অস্থিরতা রোধে কতিপয় বিষয় নিষিদ্ধকরণ, আমানত গ্রহণে নীতিমালা, বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার নীতিমালা, নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মূল্য পরিশোধে রিয়া'আত ও বিলম্বে মূল্য পরিশোধে ক্ষতিপূরণ আরোপ ইত্যাদিতে শর'ঈ অভিমত প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে শরী'আহ প্রয়োগের রূপ পরিপূর্ণভাবে প্রতিভাত হয়। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার মতই যাবতীয় ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা সম্পন্ন হয়ে থাকে। তবে পার্থক্য এই যে, প্রচলিত বা সুদী ব্যাংক তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রমে ইসলামী শরী'আহর বিধি-বিধান অনুসরণ করতে বাধ্য থাকে না। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় যাবতীয় ব্যাংকিং কার্যক্রম ইসলামী শরী'আহর দিকনির্দেশনা ও নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তাঁর *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা (২০০৮)* শীর্ষক গ্রন্থে^{১৮} বহুল আলোচিত ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা ও কু-ধারণার অবসান ঘটিয়েছেন। ইসলাম যে একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, অর্থাৎ অর্থনীতিসহ মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান যে এতে নিহিত এই বিষয়ের একটি সুস্পষ্ট বর্ণনা প্রতিভাত হয়েছে এখানে। ইসলামী অর্থনীতি : একটি তুলনামূলক সমীক্ষা, ইসলাম ও অন্যান্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ভোগ, ভোক্তার আচরণ, সম্পদ উৎপাদন, আয়-ব্যয়-বন্টন, ইসলামের বাণিজ্যনীতি, ইসলামে ব্যাংকব্যবস্থা, ফিসক্যাল পলিসি, বাজেট ও বীমা ইত্যাদি শিরোনামেও বিষয়ভিত্তিক আলোচনা এখানে স্থান লাভ করে। এরপর সাম্প্রতিককালে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের তত্ত্ব প্রণয়ন ও ব্যবহারে যাঁরা অনবদ্য অবদান রেখেছেন তাঁদের পরিচয় ও তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহ, ইসলামী ব্যাংকের ঐতিহাসিক ভিত্তি ও এর শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত গ্রন্থে অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় আলোকপাত করা হয়েছে।

অধ্যাপক মোহাম্মদ শরীফ হুসাইন তাঁর *সুদ সমাজ অর্থনীতি (২০১২)* নামক গ্রন্থে^{১৯} সুদ, সুদ ও ক্রয়-বিক্রয়, সন্নাহর দৃষ্টিতে ক্রয়-বিক্রয় ও সুদ, অপরাপর ধর্ম ও দার্শনিকদের দৃষ্টিতে সুদ, ক্রয়-বিক্রয় ও মুনাফা, সুদের কুফল ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সুদের ভয়াবহতা, এর ক্ষতিকর দিক, সুদের আর্থিক ও সামাজিক কুফল, সুদের অপরাধ, মানবসমাজে এর ব্যাপক প্রভাব সম্পর্কে তিনি তাঁর গ্রন্থে যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। আর্থিক ব্যবস্থায় চক্রাকার সুদ কিভাবে অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলে তিনি সে সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। ইসলামে সুদের পাপ, শাস্তি ও গুনাহ, এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও সন্নাহর নিষেধাজ্ঞা ও সুদখোর, সুদগ্রহীতা, সুদের লেখক এবং সুদের স্বাক্ষীদ্বয়ের ওপর আল্লাহর কঠোর ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কথা ব্যাপকভাবে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা প্রতিরোধে ইসলামী ব্যাংকিং-এ নিষিদ্ধ সুদী লেনদেন ও কার্যক্রমের ব্যাপকতা বন্ধে এর কার্যক্রম সম্পর্কে বিষদ আলোচনা তাঁর গ্রন্থে ছিল অনুপস্থিত।

ড. মাওলানা ইমরান আশরাফ উসমানী তাঁর *ব্যাংকিং ও আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ইসলামী রূপরেখা (২০০৭)* নামক গ্রন্থে^{২০} সমকালীন যৌথ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা, প্রচলিত শিরকাত বা অংশীদারি ব্যবসা এবং এ সংক্রান্ত মাসআলাসমূহ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অর্থ যোগানদাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ কারবারের পদ্ধতি, মুশারাকা বিনিয়োগ ও এর অর্থনৈতিক সনদ, মুরাবাহা বিনিয়োগ ও এ সংক্রান্ত বিষয়াবলী সম্পর্কে বিস্তারিত উপস্থাপন করেছেন। ইসলামী অর্থব্যবস্থা ব্যবহৃত ও প্রয়োগকৃত বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহের আলোচনা তাঁর উক্ত গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তিনি এ গ্রন্থে মুশারাকা, মুরাবাহা এবং ইসলামী ব্যাংকিং-এ প্রচলিত পদ্ধতিসমূহের আলোচনার পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় নিষিদ্ধ সুদ ও এর প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনার প্রয়াস চালিয়েছেন। তাঁর এ গ্রন্থে পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের আলোচনা অনুপস্থিত রয়েছে। তাছাড়া বিনিয়োগের পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগ

^{১৮} মো. আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, (ঢাকা: সেন্ট্রাল শরী'আহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৮)।

^{১৯} অধ্যাপক মোহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *সুদ সমাজ অর্থনীতি*, (ঢাকা: ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১২)।

^{২০} ড. মাওলানা ইমরান আশরাফ উসমানী, *ব্যাংকিং ও আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ইসলামী রূপরেখা*, (ঢাকা: জাবাল-এ-নূর প্রকাশনী, ২০০৭)।

কিভাবে হলে অর্থব্যবস্থায় মন্দা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, সে বিষয়ে তিনি কোন দিক-নির্দেশনামূলক আলোচনা করেননি।

অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংকব্যবস্থা (২০১৩)*^{২১} এবং এ. এ. এম. হাবীবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং (২০০৮)*^{২২} নামক গ্রন্থদ্বয়ে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার পটভূমি, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের তহবিলের উৎস, কার্যাবলী, শরী‘আহ বোর্ড ইত্যাদি শিরোনামে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। জেনারেল ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার ডিপোজিট, চেক, হস্তান্তরযোগ্য দলিল, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতি ও তার প্রয়োগ, হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি, চার্জ ডকুমেন্ট, বিভিন্ন প্রকার মামলা এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমদানী, রপ্তানী ও রেমিটেন্স সংক্রান্ত বিষয়াবলীরও আলোকপাত করা হয়েছে। সর্বশেষে ব্যাংকিং, অর্থনীতি ও আর্থিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পরিভাষা সমন্বয়ে একটি গ্লোসারীও এখানে স্থান পেয়েছে। তবে এখানে মন্দা মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার আলোচনা উপস্থাপিত হয়নি।

শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান তাঁর *ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি (২০০৯)* নামক শীর্ষক গ্রন্থে^{২৩} সুদী ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা, পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সুদ বর্জন, শরী‘আহসম্মত শিল্পোদ্যোগ ও ব্যবসায় অংশগ্রহণ, শরী‘আহ সুপারভাইজরি বোর্ড, যাকাতব্যবস্থার বাস্তবায়ন, সমাজ উন্নয়নে অংশগ্রহণ, তহবিল সংগ্রহ ও বরাদ্দের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি ইসলামী ব্যাংকে অনুশীলিত বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহ : বিনিয়োগধর্মী পদ্ধতি (মুদারাবা, মুশারাকা, সরাসরি বিনিয়োগ, বিনিয়োগ নিলাম, মেয়াদী অংশগ্রহণকারী সার্টিফিকেট, শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়, বৈদেশিক মুদ্রার উপস্থিত ক্রয়-বিক্রয়, মুজারাহ ও মুসাকাহ), বাণিজ্যধর্মী পদ্ধতি (মুরাবাহা, সালাম, মুয়াজ্জাল, ইসতিসানা, কিস্তিতে বিক্রয় ও জু‘আলা), ইজারাদর্মী পদ্ধতি, ঋণধর্মী পদ্ধতি এবং সেবামূলক পদ্ধতি সম্পর্কে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে কিভাবে বৈশ্বিক আর্থিক মন্দা মোকাবেলা করা সম্ভব সে সম্পর্কে আলোচনা ছিল অনুপস্থিত।

বিচারপতি তাকী উসমানী তাঁর *সুদ নিষিদ্ধ : পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায় (২০০৮)* নামক গ্রন্থে^{২৪} আল-কুরআনে সুদ সংক্রান্ত আয়াত সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। সুদের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, উচ্চ সুদের হারের যুক্তি, রিবা ফদল ও ব্যাংক ঋণ, সুদ নিষিদ্ধের মৌলিক কারণ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। উৎপাদনশীল ও ভোগ্য ঋণের যুক্তি, ‘ইল্লাত ও হিকমতের পার্থক্য, অর্থের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, ঋণের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, সুদের সামগ্রিক ফলাফল, সুদ ও ইনডেক্সেশন, মার্ক-আপ ও সুদ, কর্দ ও কিরাদ, রিবা ও অপরিহার্য আবশ্যিকতার তত্ত্ব, অভ্যন্তরীণ লেনদেন, ইসলামী ব্যাংকিং-এর দুটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, লাভ-লোকসানের অংশীদারি পদ্ধতি, অসততার যুক্তি, মুরাবাহা পদ্ধতি, সরকারী ও বৈদেশিক ঋণ সম্পর্কে উপস্থাপন করেছেন। এ গ্রন্থটি মূলত ১৯৯৯ সালের ২৩ ডিসেম্বরে পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের শরী‘আহ আপিল বেঞ্চ সুদ নিষিদ্ধ করে যে ঐতিহাসিক রায় দিয়েছেন তারই বাংলা অনুবাদ। এ রায়ে সুবিজ্ঞ আদালত প্রচলিত সুদভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থাকে ইসলামী নীতিমালা ও বিধিবিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী বলে ঘোষণা করেছেন। এই রায়ের ফলে সুদী অর্থব্যবস্থার পক্ষে ও বিপক্ষে তর্ক-বিতর্কের পুরোপুরি অবসান হলো। তাই আর্থিক মন্দার মূল উপাদান সুদ নিষিদ্ধের এই ঐতিহাসিক রায়ের ফলে এ গ্রন্থে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ উদ্ভাসিত হয়েছে।

বিচারপতি তাকী উসমানী তাঁর *ইসলামী ব্যাংকিং (২০১২)* শীর্ষক গ্রন্থে^{২৫} ইসলামী ব্যাংকিং-এর ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট, ইসলামী নজরিয়াত কাউন্সিল, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার বাস্তবায়ন, মুরাবাহা, মুয়াজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মুনাফা বণ্টনের নিয়ম, ইসলামী ব্যাংকসমূহের পর্যবেক্ষণ নিজাম ও তার বিভিন্ন স্তর, তাকাফুলের শর‘ঈ কর্মপদ্ধতি, ইসলামী ব্যাংকসমূহে শিরকত ও মুদারাবা ভিত্তিতে রাইটিং ও এ সংক্রান্ত সমস্যা, ইসলামী ব্যাংক ও মাইক্রো ফাইন্যান্সিং, সমকালীন বৈশ্বিক সঙ্কটে ইসলামী ব্যাংকে প্রভাব না পড়ার কারণ সম্পর্কে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক কিভাবে মন্দা মোকাবেলা করে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ছিল অনুপস্থিত।

^{২১} ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যাংকব্যবস্থা ও মুদানীতির রূপরেখা*, অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন অনূদিত, (ঢাকা: ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৯ খৃ.।

^{২২} এ. এ. এম. হাবীবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রকাশিকা: হেলেনা পারভীন, (ঢাকা: ৭২/৮/বি/১, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ২০০৮)।

^{২৩} শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং: বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি*, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯)।

^{২৪} বিচারপতি তাকী উসমানী, *সুদ নিষিদ্ধ: পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়*, অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন অনূদিত, (ঢাকা: ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৮)।

^{২৫} বিচারপতি তাকী উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকিং*, (ঢাকা: দারুল বাশীর কুতুবখানা, ২০১২ খৃ./১৪৩৩ হি.)।

মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান তাঁর ‘ইসলামী ব্যাংকিং : কল্যাণমুখী আর্থিক ধারা’ শীর্ষক প্রবন্ধে^{২৬} মানবতার কল্যাণে বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিংয়ের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও শিল্প-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শুরু হয় আধুনিক ব্যাংকব্যবস্থার বিকাশ। ইউরোপীয়দের রাজনৈতিক বিজয়ে মুসলিম বিশ্বেও সুদর্ভিতিক ব্যাংকব্যবস্থা বিস্তার লাভ করে। কিন্তু এটি বিশ্বব্যাপী মুসলমানরা হাজার বছর ধরে যে কল্যাণ ও উন্নয়নধর্মী অর্থনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছিল তা ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়। বিগত শতকের মধ্যভাগে উপনিবেশিক বন্ধন শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম দেশগুলোতে নিজস্ব বিশ্বাস ও চেতনার আলোকে একটি অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়াস জোরদার হয়। এর তাত্ত্বিক ভিত্তি থেকে ষাট-এর দশকে আধুনিক যুগের প্রথম ইসলামী ব্যাংক যাত্রা শুরু করে। তিনি উক্ত প্রবন্ধে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা বিকাশের এই ধারাবাহিকতা তুলে ধরেছেন। তিনি লক্ষ্য করেন ইসলামী ব্যাংকিং-এর অপ্রতিরোধ্য প্রবৃদ্ধি প্রচলিত ধারার অনেক শীর্ষস্থানীয় ব্যাংকেও ‘শরী’আহসম্মত পণ্য’ নিয়ে গ্রাহকের সামনে হাজির হতে বাধ্য করেছে।

ড. মনজের কাহফ তাঁর ‘ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন : কৌশলগত প্রবণতা’ (২০১৪) শীর্ষক নিবন্ধে^{২৭} বিশ্বব্যাপী ইসলামী অর্থায়ন ও ব্যাংকিং-এর কৌশলগত প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইসলামী নবজাগরণের ফলস্বরূপ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে শুরু হয় ইসলামী ব্যাংকিং। এ সময় ইসলামী ব্যাংকিং ও আর্থিক আন্দোলনে যুক্ত হয় দুটি পরস্পর সম্পর্কিত ঘটনা : নতুন ব্যাংকিং কৌশল উদ্ভাবন এবং ওলামা ও ব্যাংকারদের মধ্যে একটি জোট। ইসলামী ব্যাংকিং-এর উদ্ভাবিত কৌশলগুলো ছিল এ জোটের শ্রমের ফসল। ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনের ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি প্রভাবিত করে এ জোট। উক্ত নিবন্ধে ড. মনজের কাহফ ওলামা এবং ব্যাংকারদের মধ্যে এ জোট গড়ে ওঠার কৌশলগত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকিং পেশার ভবিষ্যৎ প্রবণতার ওপর আলোকপাত করেছেন।

২.৫ মন্দা মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি

মন্দা প্রতিকারে ইসলামী ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সকল কর্মকাণ্ডে ইসলামী ব্যাংক সুদ পরিহার করে চলে বলে সুদের কারণে সৃষ্ট মন্দা থেকে অর্থনীতিকে রক্ষা করতে পারে। ইসলামের প্রত্যেকটি অর্থায়ন পদ্ধতি (অংশীদারি, ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া পদ্ধতি) প্রকৃত সম্পদের ভিত্তিতে (Asset Backed) হয়ে থাকে। যেখানে লেনদেনে শুধুমাত্র কাগজে হস্তান্তর ঘটে, দ্রব্য বা স্টকের বাস্তব ডেলিভারী ঘটে না, এগুলো ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় নেই। কারণ সেগুলো ইসলামী আইন অনুযায়ী সিদ্ধ নয়। আর এজন্যই ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতি অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত করে। ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এর রয়েছে উন্নততর অর্থনৈতিক দর্শন। ইসলামী অর্থনীতিতে যে কৌশল রয়েছে তা স্থিতিশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থার জন্য খুবই সহায়ক। এ সকল উপাদান সম্মিলিতভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা দূর করা সম্ভব। তাই ১৯৬০ সালে শুরু হওয়া ইসলামী ব্যাংকিং-এর শ্রেষ্ঠত্ব, দক্ষতাপূর্ণ ব্যবস্থাপনা ও কল্যাণকামিতা আজ দিবালোকের ন্যায় বিশ্ববাসীর কাছে সুস্পষ্ট। প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থার নানা প্রতিকূলতা ও মন্দা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক সময়ে শরী’আহভিত্তিক ব্যাংকিং বার্ষিক ১৮ শতাংশ গড় প্রবৃদ্ধি নিয়ে তার সামর্থ্য ও দক্ষতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক অবদান রাখছে। এ পদ্ধতির জনচাহিদা ও বাজার অংশীদারিত্ব উত্তরোত্তর বাড়ছে। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার শেকড় ইসলামী নীতিমালার মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত। এখানে সব কার্যক্রম পরিচালিত হয় কঠোর নৈতিকতার ভিত্তিতে। তাই বলা যায়, ইসলামী আর্থিক লেনদেন হলো নৈতিক বিনিয়োগ। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের নীতি দুটি : লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্ব এবং ইউজারি তথা সুদ লেনদেন নিষিদ্ধ। ইসলামী আইনে সাধারণভাবে আয় বণ্টনমূলক ব্যবস্থার অনুমতি রয়েছে। অন্যদিকে সুদ লেনদেনের অনুমতি নেই। সব লেনদেন, বিশেষ করে যেখানে অর্থ লেনদেন নিয়ে বিরোধের বিষয় জড়িত, সেখানে ঐশ্বরিক নির্দেশনা অনুসরণ এবং এর প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠিত। তবে, ইসলামী ব্যাংকিং কেবল রিবাব মূলোৎপাটনের কাজে সীমাবদ্ধ নয়, বরং যে কোনো অর্থনৈতিক লেনদেনে সবচেয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত উপাদানগুলো এখানে নিষিদ্ধ। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ইউজারি (রিবা), বিভিন্ন ধরনের ঘারার (ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা) এবং কিমার (ফটকাবাজি)। তাই আর্থিক লেনদেনের দৃষ্ণীয় বৈশিষ্ট্যগুলোর বিলুপ্তি ঘটানোই ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য।

^{২৬} মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকিং : কল্যাণমুখী আর্থিকধারা, ইসলামী ব্যাংকিং জার্নাল, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ৪৭-৫২।

^{২৭} ড. মনজের কাহফ, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন : কৌশলগত প্রবণতা, ইসলামী ব্যাংকিং জার্নাল, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ. ৭-৩২।

ড. এম. উমর চাপড়া তাঁর *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ* (২০০০) নামক গবেষণা গ্রন্থে^{২৮} অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, অর্থনীতিতে দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্ববীক্ষণ ও কৌশলের ভূমিকা, প্রচলিত অর্থব্যবস্থাসমূহ, বিকল্প হিসেবে ইসলামী অর্থব্যবস্থা, মাকাসিদ আশ-শরী‘আহ এবং অর্থব্যবস্থাসমূহের মাঝে বিস্তীর্ণ ব্যবধান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অর্থনীতির ব্যর্থ মতবাদসমূহ যেমন, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র এবং এসব অর্থব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা, তাদের ব্যর্থতার কারণ, পশ্চাত্পদতা সম্পর্কে বিষদভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি তাঁর এ গবেষণা গ্রন্থে অর্থব্যবস্থাসমূহের পারস্পরিক আলোচনা এবং ইসলামী অর্থব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। র্থনীতির বাধাসমূহ, মানব সম্পদের উজ্জীবন ও উন্নয়ন, সম্পদ কেন্দ্রীকরণ হ্রাস করা, অর্থনৈতিক কাঠামো পুনর্গঠন, আর্থিক পুনর্গঠন এবং কৌশলগত নীতি প্রণয়ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থটি অর্থব্যবস্থার জন্য একটি সার্বজনীন গ্রন্থ। এর প্রত্যেকটি বিষয় অত্যন্ত যুক্তির সাথে তুলে ধরা হয়েছে। মানবজীবনের আর্থিক সমস্যার কারণ ও তার সমাধানের জন্য ইসলামী অর্থব্যবস্থার বাস্তবায়ন সম্পর্কে চমৎকার রচনামূলক সাহিত্যের সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে। এরপরও মন্দা মোকাবেলায় ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ, তার অবকাঠামো নির্ণয় এবং অর্থব্যবস্থায় এর কার্যকরী ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে কিছুটা অপরিপূর্ণতা রয়েছে। যার ফলে পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রায়োগিক দিকটি এখানে অনুপস্থিত।

ড. এম. উমর চাপড়া তাঁর *Towards a Just Monetary System: A Discussion of Money, Banking, and Monetary Policy in the light of Islamic Teachings* (1985) নামক গবেষণা গ্রন্থে^{২৯} অর্থনীতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কৌশল, রিবার প্রকৃতি এবং এর বিকল্প, অর্থনীতিতে কিছু মৌলিক সংস্কার, অর্থনীতির সমস্যা এবং তার সমাধানের যৌক্তিক ব্যাখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, আর্থিক সঙ্কট মোকাবেলা, আর্থিক পলিসি ও মূল্যায়ন এবং অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে কুরআন, হাদিস ও ফিকহ-এর দৃষ্টিকোণ থেকে সুদের ব্যাখ্যা করে মানব সমাজে এর ক্ষতিকর দিকসমূহ উপস্থাপন করেছেন। মুদারাবা, শিরকাত ও কর্পোরেশন সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় ইসলামী অর্থব্যবস্থা কিভাবে ভূমিকা রাখে এবং ইসলামী ব্যাংকিং-এ বিষয়ে কিভাবে তার কার্যাবলী পরিচালনা করে সে বিষয়গুলো উক্ত গ্রন্থে ছিল অনুপস্থিত।

ড. এম. উমর চাপড়া তাঁর *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন* (২০০০) নামক গ্রন্থে^{৩০} অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকারভেদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, উন্নয়ন অর্থনীতির অসঙ্গতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অর্থনীতির বিভিন্ন অসঙ্গতির ইসলামী সমাধান ও কলাকৌশল এবং কলাকৌশলের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যেমন, অতিরিক্ত দাবী ন্যায়সঙ্গতভাবে ছেকে ফেলা, উদ্দীপনা, আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠন, রাষ্ট্রের ভূমিকা বিষয়ে উপস্থাপন করেছেন। অর্থনীতিতে পাঁচটি নীতি নির্ধারণক যেমন, মানবীয় উপাদানকে শক্তিশালী করা, মালিকানা কৃষ্ণগত না হওয়া, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, আর্থিক পুনর্গঠন এবং কৌশলগত নীতি পরিকল্পনা এবং অর্থনীতির ব্যর্থতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

মো. আব্দুস সালাম তাঁর ‘প্রবৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন : বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা’ (২০১৪) নামক প্রবন্ধে^{৩১} উল্লেখ করেন, জাতীয় আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও পরিবেশের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন তথা সমেত প্রবৃদ্ধি ছাড়া উন্নয়ন টেকসই হয় না। সুদভিত্তিক মূলধারার ব্যাংকিং পদ্ধতির সহজাত উত্থান-পতনের চক্র বিশ্ব অর্থনীতিকে ইতোমধ্যেই মহাসঙ্কটে ফেলছে। প্রশ্ন উঠেছে, সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থা আদৌ টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে কিনা। এর বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের আগমন ও দ্রুত বিস্তার বিশ্বে প্রবৃদ্ধির অব্যাহত উত্থান-পতন মোকাবেলা ও উন্নয়নের স্থিতি নিশ্চিত করার মত একটি টেকসই অর্থব্যবস্থা পাওয়ার ক্ষেত্রে আশার সঞ্চার করেছে। এ নিবন্ধে তিনি প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্কট মোকাবেলায় নতুন ধারার ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার পদ্ধতিগত সামর্থ্যের ওপর আলোকপাত করেছেন।

^{২৮} ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব, ড. এ. কে. এম সালেহ উদ্দিন, খন্দকার রাশেদুল হক, আমানুল্লাহ অনূদিত, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যাট, ২০০০)।

^{২৯} M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System: A Discussion of Money, Banking, and Monetary Policy in the light of Islamic Teachings*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1985/1405 H).

^{৩০} ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যাট, ২০০০ খৃ./১৪২১ হি.)।

^{৩১} মো. আব্দুস সালাম, প্রবৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন: বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা, ইসলামী ব্যাংকিং জার্নাল, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৮৫-১০১।

মোহাম্মদ বশির শেঙ্গুয়েল তাঁর ‘ইসলামী ব্যাংকিং ও সর্বশেষ আর্থিক সঙ্কট’ (২০১৪)^{৩২} শীর্ষক নিবন্ধে^{৩২} আর্থিক সঙ্কট মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর ভূমিকা আলোচনা করেছেন। সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক আর্থিক সঙ্কটের কারণে লেহম্যান ব্রাদার্স-এর মত বৃহৎ ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর পতন হয়েছে। এর মধ্যেও বিশ্বব্যাপী ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল তুলনামূলক নিরাপদ। তিনি দেখিয়েছেন, এই সঙ্কট আসলে ইসলামী আর্থিক শিল্পের জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ। ইসলামী ব্যবস্থাকে একটি বৈশ্বিক অর্থায়নকারী এবং সঠিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তুলে ধরার এখনই সময়। তিনি গবেষণায় প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, ইসলামী অর্থব্যবস্থাই মানবতার কল্যাণে সবচেয়ে অগ্রগামী ও যুগোপযোগী।

ড. এস. এম. আলী আক্বাস, ‘২০০৮-০৯ সালের বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ : ইসলামী ব্যাংকিং কি এর প্রতিকারক বিকল্প’ (২০১০)^{৩৩}, এম. কবির হাসান, ‘গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস : কজেজ, কনসিকুয়েনসেস এন্ড রিমেডিস’ (২০১০)^{৩৪}, মুহাম্মদ নুরউদ্দিন কাওছার, ‘পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বৈশ্বিক আর্থিক মহামন্দা : ইসলামী অর্থব্যবস্থাই একমাত্র প্রতিষেধক’ (২০১১)^{৩৫}, N. Kayed Rasem & M. Kabir Hassan, ‘The Global financial crisis and the Islamic Finance’ (2011)^{৩৬}, নামক গবেষণা প্রবন্ধে বৈশ্বিক আর্থিক মন্দার কারণ, ইসলামী অর্থব্যবস্থা তথা ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় তার প্রতিকার ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন, আর্থিক মন্দার অন্যতম অনুষ্ণ সাব-প্রাইম মর্টগেজ ক্রাইসিস সৃষ্টির মূলে যেসব উপাদান সক্রিয় ছিল সেগুলো হলো : সুদ, ঋণ বিক্রয়, সিকিউরিটাইজেশন, দুর্নীতি, ফটকাবাজি, ডেরিভেটিভস, শর্ট সেলিং ইত্যাদি। সাব-প্রাইম মর্টগেজ ক্রাইসিস সৃষ্টির ওই উপাদানগুলো মূলত পুঁজিবাদী অর্থনীতির অত্যাবশ্যকীয় সরঞ্জাম। একটি টেকসই ও স্থিতিশীল অর্থনীতির জন্য এ সরঞ্জামগুলো অনেকটা আত্মঘাতী শত্রুর মতো। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় ইসলামী শরী‘আহর নিষিদ্ধ পূর্বোক্ত উপাদানগুলো যেমন প্রয়োগ করা হয় না, তেমনি এমন কতগুলো শরী‘আহসম্মত ব্যবসায়িক উপাদান অনুশীলন করা হয়, যা ব্যাংকব্যবস্থাসহ গোটা অর্থনীতিকে সমৃদ্ধি ও ভারসাম্যের দিকে নিয়ে যায়। তাঁদের আলোচনায় একদিকে যেমন প্রচলিত অর্থব্যবস্থার দৈন্যদশা ফুটে উঠেছে তেমনি বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বও প্রমাণিত হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে বৈশ্বিক আর্থিক মন্দা মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব-এর ওপর মোটামুটি গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হলেও এ বিষয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন অনুভূত হয়। ‘বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা প্রতিরোধে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির প্রায়োগিক বাস্তবতা’-এর ওপর কিছুটা কাজ হলেও ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন। এছাড়া আর্থিক মন্দা মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির প্রায়োগিক বাস্তবতা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা এখনও সম্পাদিত হয়নি। তাই এই বিষয়ে একটি পরিপূর্ণ, সুগভীর ও সমন্বিত গবেষণার প্রয়োজন অনুভব থেকেই আলোচ্য গবেষণার সূত্রপাত। যেহেতু মন্দা মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার ওপর পূর্ণাঙ্গ গবেষণা সম্পাদিত হয়নি, তাই এক্ষেত্রে আলোচ্য গবেষণাটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে এবং গবেষণাটি ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরো ব্যাপক গবেষণাকর্ম পরিচালনায় গবেষকদের সহায়তা দান করবে।

^{৩২} মোহাম্মদ বশির শেঙ্গুয়েল, ইসলামী ব্যাংকিং ও সর্বশেষ আর্থিক সঙ্কট, ইসলামী ব্যাংকিং জার্নাল, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ. ১০৪-১১৪।

^{৩৩} ড. এস. এম. আলী আক্বাস, ২০০৮-০৯ সালের বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ : ইসলামী ব্যাংকিং কি এর প্রতিকারক বিকল্প; মুহাম্মদ নুরুল হুদা সম্পাদিত, অর্থনীতি গবেষণা জার্নাল, ঢাকা: এ জেড কম্পিউটার এন্ড আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, মার্চ ২০১০, সংখ্যা ১১, পৃ. ৫৩-৭০।

^{৩৪} এম. কবির হাসান, গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস: কজেজ, কনসিকুয়েনসেস এন্ড রিমেডিস, মুহাম্মদ নুরুল হুদা সম্পাদিত, অর্থনীতি গবেষণা জার্নাল, ঢাকা: এ জেড কম্পিউটার এন্ড আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, মার্চ ২০১০, সংখ্যা ১১, পৃ. ৪১-৫২।

^{৩৫} মুহাম্মদ নুরউদ্দিন কাওছার, পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বৈশ্বিক আর্থিক মহামন্দা: ইসলামী অর্থব্যবস্থাই একমাত্র প্রতিষেধক, আলোর দ্বীপ, ঢাকা: লুমিনাস স্টুডেন্ট ওয়েল ফেয়ার ফাউন্ডেশন, মার্চ ও মে ২০১১, পৃ. ১৭-১৯ ও ১২-১৪।

^{৩৬} N. Kayed Rasem, M. Kabir Hassan, The Global financial crisis and the Islamic Finance, Thunderbird International Business Review Journal, New York: Wiley, 2011, Vol. 53, No. 5, pp. 551-564.

বিশ্বে প্রচলিত বিভিন্ন অর্থব্যবস্থার পরিচয়

মুসলিম অধ্যায়

- ৩.১ পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা
- ৩.১.১ পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ধারণা
- ৩.১.২ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার নীতিসমূহ
 - প্রথম মূলনীতি
 - দ্বিতীয় মূলনীতি
 - তৃতীয় মূলনীতি
 - চতুর্থ মূলনীতি
 - পঞ্চম ও শেষ মূলনীতি
- ৩.২ সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট অর্থব্যবস্থা
- ৩.৩ ইসলামী অর্থব্যবস্থা
 - ৩.৩.১ ইসলামী অর্থব্যবস্থার পরিচয়
 - ৩.৩.২ ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক দর্শন
 - ক. তাওহীদ
 - খ. খিলাফত
 - গ. 'আদল বা ন্যায়বিচার
 - ৩.৩.৩ ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি
 - ৩.৩.৪ ইসলামী, পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার চিত্র

তৃতীয় অধ্যায়

বিশ্বে প্রচলিত বিভিন্ন অর্থব্যবস্থার পরিচয়

পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক বিশেষজ্ঞগণ দার্শনিক ও ব্যবহারিক উভয় পদ্ধতিতে অর্থনীতিকে বিশ্লেষণ করার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং আজো সে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো রিপাবলিক গ্রন্থে বিষয়টি সম্পর্কে তার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আধুনিক অর্থনীতিবিগণের মধ্যে ক্যাসেল, মিল, এ্যাডাম স্মিথ, লাওনেল রবিন্স, আলফ্রেড মার্শাল, ভেকার্ড ও জন বিষয়টিকে দার্শনিক ও ব্যবহারিক রূপ দেয়ার জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, তা তাদের লিখনিতে ফুটে উঠেছে। কার্ল মার্কস তার সমাজতান্ত্রিক মতবাদের মাধ্যমে ইউরোপে এক বিপ্লবের সৃষ্টি করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন^{১৪৯} এই মতবাদের সাথে অন্যদেরও সংযুক্ত করার জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে বর্তমানে প্রায় নিশ্চিহ্ন। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, প্রাচীন ও আধুনিক রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতিগুলোর এমন একটি পদ্ধতিও নেই যার অর্থনৈতিক দর্শন কল্যাণ ও ন্যায়নীতিকে একত্র করে বিশ্বমানবতাকে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদান করেছে। তাদের দেয়া মতবাদ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা পার্থিব অগ্রগতির সাথে সাথে মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মধ্যকার সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ এবং মানুষের চরিত্র উন্নতির চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছানোর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোন দিক নির্দেশনা প্রদান করেনি। কিন্তু পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিপরীতে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একটি কল্যাণকর ও বাস্তবমুখী ব্যবস্থা হিসেবে ইতোমধ্যেই তার সক্ষমতা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছে। তাই ইসলামী অর্থব্যবস্থা মানবজীবনের অন্যান্য ব্যবস্থা বা বিধানের মত এটি পূর্ণাঙ্গ বিধান। যে বিধান পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বিধৃত হয়েছে।

আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনের রবুবিয়াত বা বিশ্ব-প্রতিপালন নীতির অনুসরণে সৃষ্টির লালন-পালনের জন্য সমুদয় জাগতিক সম্পদের সামগ্রিক এবং কল্যাণধর্মী ব্যবস্থাপনাই ইসলামী অর্থনীতি। এই ব্যবস্থাপনার মূল বৈশিষ্ট্য হলো রবুবিয়াত বা প্রতিপালনবাদ। শুধু বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নয়, এমন কি সমগ্র মানব জাতি নয়, আল্লাহর সকল সৃষ্টির প্রতিপালই হলো রবুবিয়াত। সৃষ্ট জীবনের কল্যাণের জন্য সম্পদের সর্বাধিক উৎপাদন, সুষ্ঠুতম বণ্টন এবং ন্যায়সঙ্গত ভোগ বিশ্লেষণই হলো ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য।^{১৫০} মৌলনীতির বিচারে ইসলামী অর্থনীতির বিস্তার প্রচলিত অর্থনীতি বিস্তার থেকে অনেক ব্যাপক। শুধু বস্তুগত কল্যাণই ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য নয়; বরং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক তথা সামগ্রিক কল্যাণ সাধনই এর লক্ষ্য। তদুপরি অর্থনৈতিক জীবনে জুলুমের অবসান করে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। শাহ ওয়ালীউল্লাহ উপরিউক্ত মৌল নীতিমালার আলোকে ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ’ গ্রন্থে ‘জীবিকার অন্বেষণ’ শীর্ষক অত্যন্ত প্রামাণ্য একটি প্রবন্ধ লিখেছেন।^{১৫১} তিনি তাঁর লিখনীতে কল্যাণকর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করে বলেন যে, ইসলামে নৈতিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থার সাথে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তিনি আরো বলেন, অর্থনীতি এমন এক বিদ্যা যাতে মানুষের বৈষয়িক সহযোগিতার লেনদেন ও আয়-ব্যয়ের অবস্থা পর্যালোচিত হয়।^{১৫২} মহানবী (সা.) প্রবর্তিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দুটি বিপরীতধর্মী ধারণা কার্যকর রয়েছে। একটি হলো, অর্থ ব্যবস্থায় ধন-সম্পদ একটি উত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। কারণ তা যদি সুষ্ঠু পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় তাহলে ধন-সম্পদের মাধ্যমে মানুষের মানসিক অবস্থা সংযত থাকে এবং তাতে তাদের আচার আচরণ ও স্বভাব চরিত্রও ঠিক থাকে। আর এটাই মানুষকে অন্যান্য জীবজন্তু থেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তোলে। পক্ষান্তরে জীবন ব্যবস্থায় ধন-সম্পদ একটি নিকৃষ্টতর বস্তু। কারণ ধন-সম্পদকে কেন্দ্র করেই পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ ও হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। এমনকি ধন-সম্পদ বিস্তার ব্যক্তির মানসিক শান্তি বিনষ্ট করে মন-মেজাজকে বিঘ্নিত করে তোলে। তা অপরকে শোষণের প্রেরণা যুগিয়ে অর্থনৈতিক লুটতরাজে উদ্বুদ্ধ করে। এরূপ পরিস্থিতিতে ধন সম্পদ মানুষকে চরিত্রহীন করে তোলে। পরকাল ও আল্লাহর স্মরণ তথা আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি মানুষকে সম্পূর্ণ উদাসীন বানিয়ে দেয়। ময়লুম ও নিপীড়িতদের ওপর শোষণ অত্যাচার চালাবার নতুন নতুন পথ নির্দেশ করে। সুতরাং অর্থব্যবস্থায় ধন-সম্পদের মর্যাদা ও গুরুত্ব বাড়াবাড়ি বিবর্জিত মধ্যব্যবস্থায় থাকাই সব চাইতে

^{১৪৯} সোভিয়েট ইউনিয়ন বর্তমানে বিলুপ্ত। এর সবগুলো প্রজাতন্ত্র এখন এক একটি স্বাধীন দেশ। সাধারণভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন বলতে রাশিয়াকে বোঝায়।

^{১৫০} এ. জে. এম. শামসুল আলম, ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩), পৃ. ১৯।

^{১৫১} উদ্ধৃত: মাওলানা হিফজুর রহমান, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, অনু: মাওলানা আবদুল আউয়াল, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০), পৃ. ৪৮-৪৯।

^{১৫২} শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাম্মদ দেহলভী (র.), হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, অনু: অধ্যাপক আখতার ফারুক, (ঢাকা: রশীদ বুক হাউস, ২০০৮), খ. ১, পৃ. ১৪২।

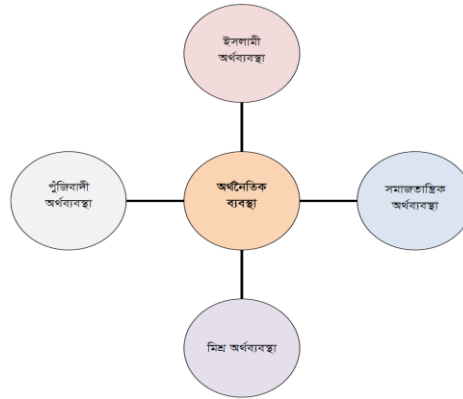
উত্তম। আর সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছাড়া সমাজে সে অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে তা দূর করা মোটেও সম্ভব নয়।^{১৫৩} ইসলাম এ কাজটিই অনুপম ও পরিকল্পিত পন্থায় সম্পন্ন করেছে। সবার জন্য ইসলাম পবিত্র কুরআনে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত কতগুলো নীতি বর্ণনা করেছে। এসব নীতির ব্যাখ্যায় মহানবী (সা.) ও খুলাফায়ে রাশেদার যুগ বিশ্ববাসীর সামনে এক নজীরবিহীন বাস্তব কর্মপন্থা পেশ করেছে। এসব নীতি একটি বিধিবদ্ধ বিষয় ছাড়াই প্রতিটি মানুষের জন্য কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ অর্থনীতিতে দুটি অভিশাপের নাম। সমাজতন্ত্র স্বাধীন মানুষকে পরাধীন, যান্ত্রিক ও ইতর বস্তুতে পরিণত করে। পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী অর্থনীতি মানুষকে বন্ধ্যাহীন স্বাধীন, নিপীড়ক, স্বার্থপর ও স্বেচ্ছাচারী করে তুলে। আর ইসলামী অর্থনীতি এই দুই মেরুর অর্থব্যবস্থার মাঝে সমন্বয় সাধন করে সমৃদ্ধশালী, সার্বজনীন কল্যাণকামী সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা পালন করে। মোটকথা, মানব রচিত কোন তন্ত্র-মন্ত্র বা অর্থব্যবস্থা সার্বজনীন হতে পারে না। অর্থনৈতিক সফলতা ও মুক্তি একমাত্র আল্লাহ প্রেরিত অদ্রাষ্ট সত্যের উৎস কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক ইসলামী অর্থনীতির মাঝেই নিহিত আছে।^{১৫৪}

বর্তমানে পৃথিবীতে প্রধানত চার ধরনের^{১৫৫} অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (চিত্র নং ১) প্রচলিত আছে :

১. পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা,
২. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা,
৩. ইসলামী অর্থব্যবস্থা এবং
৪. মিশ্র অর্থব্যবস্থা ।

নিম্নে প্রধান তিনটি অর্থব্যবস্থার আলোচনার প্রয়াস চালানো হয়েছে :

চিত্র ১: বিশ্বে প্রচলিত অর্থব্যবস্থাসমূহ



৩.১ পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা

পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্র (Capitalism) বলতে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বোঝানো হয় যেখানে বাজার অর্থনীতিতে মুনাফা তৈরির লক্ষ্যে বাণিজ্য, কারখানা এবং উৎপাদনের উপকরণসমূহের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার নিয়ন্ত্রণ থাকে।^{১৫৬} পুঁজিবাদের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হলো : পুঁজি সঞ্চয়ন, প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজার এবং শ্রমিকের

^{১৫৩} প্রাণ্ডজ, খ. ২, পৃ. ১০৫-১০৬।

^{১৫৪} শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ, (রাজশাহী : দি রাজশাহী স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, ২০০৫), পৃ. ২৯০-২৯৩।

^{১৫৫} মাওলানা হিফজুর রহমান, প্রাণ্ডজ, পৃ. ২২৩; সত্যজিৎ দত্ত, অর্থনীতি, (ঢাকা: মল্লিক ব্রাদার্স, ২০০৩), পৃ. ১১; শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ, প্রাণ্ডজ, পৃ. ১৯।

^{১৫৬} Capitalism is an economic and political system in which a country's trade and industry are controlled by private owners for profit, rather than by the state. (Oxford Dictionaries, Retrieved 4 January 2013) .

‘Capitalism, as a mode of production, is an economic system of manufacture and exchange which is geared toward the production and sale of commodities within a market for profit, where the manufacture of commodities consists of the use of the formally free labor of workers in exchange for a wage to create commodities in which the manufacturer extracts surplus value from the labor of the workers in terms of the difference between the wages paid

মজুরি।^{১৫৭} এটি সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি অর্থব্যবস্থা। এ অর্থব্যবস্থার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা। এ অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করা হয়। এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাদা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ থাকে না। স্বয়ংক্রিয় একটি মূল্যব্যবস্থার মাধ্যমেই সবকিছু নির্ধারিত হয়।^{১৫৮} পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় সম্পদ বণ্টনের ধারা হলে, জমির ভাড়া (Rent), পরিশ্রমের পারিশ্রমিক (Wages), পুঁজির সুদ (Interest) এবং উদ্যোক্তার লাভ (Profit)। এগুলোর বণ্টনের প্রথম তিনটি স্তম্ভ অর্থাৎ ভাড়া, পারিশ্রমিক ও সুদ পূর্ব নির্ধারিত এবং চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে তা নির্দিষ্ট হয়। তবে বণ্টনের চতুর্থ স্তম্ভ লাভ (Profit) কারবার শুরু করার সময় নির্দিষ্ট ভাবে জানা যায় না। কারবারের ফলাফল বের হওয়ার পরই তা নির্ধারিত হয়। তাই প্রথম তিন স্তম্ভে সম্পদ বণ্টন হওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে সেটাই উদ্যোক্তার মুনাফা। এই ধরনের অর্থব্যবস্থা একদিকে সুদখোর, মহাজন, শোষক, কারখানা মালিক ও জালেম জমিদার-জায়গীরদারের সৃষ্টি করে। অপরদিকে মজুর-কৃষকদের এক সর্বহারা বুভুক্ষুদের দল তৈরি করে।^{১৫৯}

৩.১.১ পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ধারণা

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মূল কথা হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তি একাই তার স্বোপার্জিত সম্পদের মালিক। তার উপার্জিত সম্পদে কারোর কানাকড়ি অধিকারও নেই। নিজের সম্পদ সে ইচ্ছামতো ব্যয় করতে পারে। অর্থোপার্জনের যেসব উপায় উপকরণ তার আয়ত্বাধীন থাকে সেগুলো কুক্ষিগত করে রাখার এবং কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার না করে সেসব ব্যবহার করতে অস্বীকার করার অধিকারও তার আছে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক স্বার্থপরতা রয়েছে তা থেকেই পুঁজিবাদের জন্ম। এর পরিপূর্ণ রূপটি এমন এক মারাত্মক পর্যায়ে উপনীতি হয় যে, যা মানব সমাজের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য অপরিহার্য পরিণতিতে সম্পদ বণ্টনের ভারসাম্যে বৈষম্য ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে। সম্পদ আহরণের উপায় উপকরণসমূহ ক্রমাগতভাবে অধিকতর ভাগ্যবান বা অপেক্ষাকৃত সতর্ক মানবগোষ্ঠীর কাছে কুক্ষিগত হয়। ফলে বাস্তবে সমাজ দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একটি হচ্ছে বিত্তশালী ও অপরটি বিত্তহীন শ্রেণি। বিত্তশালী শ্রেণি সম্পদ আহরণের যাবতীয় উপায় উপকরণ কুক্ষিগত করে কেবলমাত্র নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারে তা ব্যয় করে এবং নিজের সম্পদ অধিকতর বৃদ্ধি করার জন্য সমাজের সামগ্রিক স্বার্থকে ইচ্ছামতো বিসর্জন দেয়। আর বিত্তহীন হতভাগ্যের দল ধন সম্পদের যাবতীয় অংশ ও সুযোগ সুবিধা থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়। বিত্তবানদের স্বার্থের ঘানটিনার জন্য জীবনপাত করে দিনান্তে নিজের পোট পূর্তির জন্য সামান্যতম উপাদান সংগ্রহ করা ছাড়া তাদের গতান্তর থাকে না।^{১৬০} পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মূল কথাই হলো সুদভিত্তিক লেনদেন। সুদ হলো মূলধনের ওপর পূর্বনির্ধারিত হারের দেয় অর্থ।^{১৬১} ব্যবসায়িক লেনদেন অথবা সুদী কারবার পরিচালনা করে যে কোনোভাবেই এ অর্থ উৎপাদন করা যেতে পারে। পুঁজিবাদের দৃষ্টিতে সুদ ও ব্যবসায়িক লেনদেনের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এ দুটি কেবল পরস্পরের সাথে মিশ্রিত হয়েই যায় না বরং ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তা একটি অপরটির জন্য ব্যবসায় একান্ত অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। এদের একটি অপরটির সাহায্য ছাড়া উন্নতি লাভ করতে পারে না। সুদ ছাড়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমস্ত গ্রন্থীই ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।^{১৬২}

৩.১.২ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার নীতিসমূহ

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা গড়ে উঠেছে মূলত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে। এ ব্যবস্থায় সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিকানা ব্যক্তিকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। ব্যক্তি তার সম্পদ দ্বারা অধিক উৎপাদন করবে এবং অধিক মুনাফা অর্জন করবে এটাই এ অর্থনীতির মূলমন্ত্র। তবে তার উৎপাদন ও মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র থাকবে অনুপস্থিত। তাই পুঁজিবাদী অর্থনীতি সামগ্রিকভাবে কখনই মানবসমাজের কল্যাণ সাধন করতে পারে না। এর মধ্যে দু'একটি বিষয় হয়ত এমনও রয়েছে যা কোনো কোনো দিক থেকে মানুষের পক্ষে মঙ্গলজনক হতে পারে। কিন্তু এর অধিকাংশই হচ্ছে মানবতার জন্য মারাত্মক ও ক্ষতিকারক। পুঁজিবাদ সমাজকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে এর ভিত্তিমূলকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। অধ্যাপক কোলিন ক্লার্ক বলেছেন, বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে সর্বাপেক্ষা কম এবং সর্বপেক্ষা বেশি আয়ের মধ্যে শতকরা বিশ লক্ষ গুণ

to the worker and the value of the commodity produced by him/her to generate that profit.'
Chris Jenks. *Core Sociological Dichotomies*, (London: SAGE Publications Ltd., 1998), p. 383.

^{১৫৭} Robert L Heilbroner, *The New Palgrave Dictionary of Economics*, (UK: Palgrave Macmillan, 2008), p. 2.

^{১৫৮} <http://bn.wikipedia.org/wiki/পুঁজিবাদ>, Excessed on 15.11.2014।

^{১৫৯} মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*, (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০১২ খৃ.), পৃ. ২৪৪-২৪৫।

^{১৬০} ড. মো. ইব্রাহীম খলিল, *ইসলামে অর্থব্যবস্থা*, (ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০১১ খৃ.), পৃ. ১০৯-১১১।

^{১৬১} এম. এ. হামিদ, *ইসলামী অর্থনীতি*, (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯ খৃ.), পৃ. ১৪১।

^{১৬২} ড. মো. ইব্রাহীম খলিল, *ইসলামে অর্থব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে।^{১৬০} এরূপ পার্থক্য ও অসামঞ্জস্য এক একটি সমাজে যে কত বড় ভাঙ্গন ও বিপর্যয় টেনে আনতে পারে, তা দুনিয়ার বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশ ও সমাজে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মূলনীতিসমূহকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ^{১৬৪} করা যায় :

প্রথম মূলনীতি : পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় প্রত্যেকে ব্যক্তি মালিকানায সম্পদ ও উৎপাদন উপকরণ রাখতে পারে। এ অর্থব্যবস্থায় সর্বপ্রকার ব্যবহারিক দ্রব্য, উৎপাদনের উপরণ সবকিছু ব্যক্তি মালিকানায স্বীকৃত। পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রথম ভিত্তি হলো ব্যক্তিগত মালিকানার সীমাহীন অধিকার। এতে কেবল নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি স্বীয় মালিকানায রাখারই সুযোগ নয়, বরং এতে সকল প্রকার উৎপাদন-উপায় এবং যন্ত্রপাতি ইচ্ছামত ব্যবহার ও প্রয়োগেরও পূর্ণ সুযোগ লাভ করা যায়। ব্যক্তি নিজ ইচ্ছামত অবলম্বিত যে কোন পন্থা ও উপায়ে অর্থোপার্জন করতে পারে এবং যেকোন পথে তা ব্যয় এবং ব্যবহারও করতে পারে; যেখানে ইচ্ছা সেখানে কারখানা স্থাপন করতে পারে এবং যতদূর ইচ্ছা মুনাফাও লুটতে পারে। শ্রমিক নিয়োগের যেমন সুযোগ আছে, তাদেরকে শোষণ করে একচ্ছত্রভাবে মুনাফা লুণ্ঠনের পথেও কোন বাঁধা ও প্রতিবন্ধকতা নাই।^{১৬৫}

দ্বিতীয় মূলনীতি : পুঁজিবাদের দ্বিতীয় মূলনীতি হলো উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে উদ্দেশ্যে কাজ পরিচালিত হয় তা হলো, প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জন। মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন পরিচালনা। প্রত্যেক উৎপাদনকারীর লক্ষ্য হলো সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানবজাতিকে প্রকৃতি দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছে। একভাগকে প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব প্রদানের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর অপরভাগকে সৃষ্টি করা হয়েছে দাসত্ব ও গোলামি করার জন্য। আর ঠিক অনুরূপভাবে প্রকৃতির অভিত্রায় হলো কিছু মানুষ সম্পদে স্থায়ী ইজারাদার হবে। বৈধ হোক অবৈধ হোক যে কোনো পন্থায় সম্পদ উপার্জন করবে। আর আল্লাহ প্রদত্ত যাবতীয় সম্পদ ও প্রাচুর্য কেবলমাত্র নিজেকে ভোগ-বিলাসের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখবে। অপরপক্ষে কয়েক শ্রেণির মানুষ থাকবে যারা অভাবী, অসহায়, নিঃশব্দ ও ভিখারী; তারা দু'মুঠো অল্পের জন্য দ্বারে দ্বারে লাঞ্চিত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। মানবতার এই আকাশচুম্বী বৈষম্যকে মধ্যপন্থায় ফিরিয়ে আনার কোনো অধিকার তাদের নেই। পুঁজিবাদের এই মতবাদের কার্যকর সফলতার ভিত্তি হলো 'মহাজনী সুদ'।^{১৬৬} এই সুদ অত্যন্ত জঘন্য পন্থায় গোটা সমাজজীবনকে দুর্বিসহ করে তোলার মাধ্যমে একটি ক্ষুদ্র দলকে বিপুল সম্পদের অধিকারী করে দেয়। মানবজাতির মধ্যে একজনকে অন্যজনের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে।^{১৬৭} বস্তৃত সুদ, জুয়া প্রতারণামূলক কাজ-কারবার পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। বিনা সুদে কাকেও কিছুদিনের জন্যে 'এক পয়সা' দেয়া পুঁজিবাদের দৃষ্টিতে চরম নির্বুদ্ধিতা। বরং এর 'বিনিময়' অবশ্যই আদায় করতে হয় এবং এর হার পূর্ব হতেই নির্দিষ্ট করে দেয়া আবশ্যিক। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে হোক, অভাব-অনটন দূর করার জন্য সাময়িক ঋণ হোক কিংবা অর্থোপার্জনের উপায়-স্বরূপ মূলধন ব্যবহারের জন্যই হোক, কোন প্রকারেই লেনদেন বিনা সুদে সম্পন্ন করা পুঁজিবাদী সমাজে অসম্ভব।^{১৬৮}

তৃতীয় মূলনীতি : পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার তৃতীয় মূলনীতি হলো রাষ্ট্র ব্যবসায়ীদের ব্যবসা প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে না। সে যেভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এর মধ্যে বাঁধা দেয় না। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোন প্রকার বিধিনিষেধ আরোপ করতে হয় না। সাধারণত এ নীতির জন্য Laissez Faire ব্যবহার হয়। এটি রাষ্ট্রের অনুপস্থিতির পলিসি। এর অর্থ 'করতে দাও'।^{১৬৯} এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রকে বলা হচ্ছে যারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত আছে তারা যেভাবেই কাজ করে করতে দাও, এর মধ্যে কোন প্রকার বাঁধা সৃষ্টি করো না। রাষ্ট্রের অধিকার নাই যে, সে মানুষকে আদেশ দেবে এমন কাজ কর এমন কাজ করো না। এমন বলারও অধিকার নাই যে, এই পদ্ধতিতে ব্যবসা করো; এই পদ্ধতিতে ব্যবসা করো না। যদিও পরবর্তীতে ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে ক্রমান্বয়ে এ পলিসিকে সীমিত করা হয়েছে। 'রাষ্ট্রের অনুপস্থিতি' এ নীতি কখনো কার্যে পরিণত হয়নি। বরং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অনেক বাধ্যবাধকতা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় পাওয়া যায়। যেমন,

^{১৬০} উদ্ধৃত: মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

^{১৬৪} বিচারপতি তাকী উসমানী, বিচারপতি তাকী উসমানী, ইসলাম ও আধুনিক অর্থব্যবস্থা, অনু: আবু সালেহ মুহাম্মদ তোহা, (ঢাকা: আল কাউন্সার প্রকাশনী, ২০০৩), পৃ. ২৫; মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

^{১৬৫} মাওলানা আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮; ড. মো. ইব্রাহীম খলিল, ইসলামে অর্থব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫; সত্যজিৎ দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

^{১৬৬} ড. মুহা. কামরুজ্জামান, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, (ঢাকা: রিমঝিম প্রকাশনী, ২০১২ খৃ.), পৃ. ২১।

^{১৬৭} মাওলানা হিফজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩-২২৪।

^{১৬৮} মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

^{১৬৯} ড. মো. ইব্রাহীম খলিল, ইসলামে অর্থব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০; ড. এম. উমর চাপড়া, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, অনু: ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব, ড. এ. কে.এম সালেহ উদ্দিন, খন্দকার রাশেদুল হক, আমানুল্লাহ, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যাট, ২০০০), পৃ. ৪১।

ট্যাক্সের মাধ্যমে অনেক বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়। বর্তমান বিশ্বে এমন কোন দেশ নেই যেখানে ব্যবসা বাণিজ্যে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তি নাই। কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূল দর্শন হলো যেখানে রাষ্ট্র অনুপ্রবেশ করতে পারবে না। বরং ব্যবসায়ীদের স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হবে। এ হিসেবেই বলা হয় যে সর্বোত্তম সরকার হলো যে স্বল্প রাজত্ব করে অর্থাৎ ব্যবসা বাণিজ্যে প্রবেশ করে না। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কাজ করে বলে এর নাম ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা। এর দ্বিতীয় নাম বাজার কেন্দ্রীক অর্থব্যবস্থা (Market Economy)। কারণ এ ব্যবস্থায় বাজার শক্তি যোগান ও চাহিদার ভিত্তিতেই কাজ করে।^{১৭০}

চতুর্থ মূলনীতি : মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানা লাভের জন্মগত ইচ্ছা রয়েছে। এর দাবি সম্পূর্ণ এবং এর বাস্তব রূপায়নের জন্য ব্যক্তিকে উপার্জন করার এবং উহার ফল এক হাতে সঞ্চিত করে রাখার সুযোগ করে দেয়া পুঁজিবাদের আরেকটি মূলনীতি। এই মূলনীতি অনুসারে এই সুযোগ না দিলে মানুষ কিছুতেই অর্থোৎপাদনের জন্য উৎসাহী ও অগ্রণী হবে না।^{১৭১}

পঞ্চম ও শেষ মূলনীতি: পুঁজিবাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হলো অবাধ প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এটা কেবল বিভিন্ন শ্রেণি ও দলের মধ্যে নয়, এটা একই শ্রেণির ও একই দলের বিভিন্ন লোকের মধ্যেও বর্তমানে কার্যকর রয়েছে। এটি মূলত 'বাঁচার লড়াই' নামক দার্শনিক শ্লোগান হতেই উদ্ভূত। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মতে অবাধ প্রতিযোগিতা অর্থব্যবস্থায় কেবল সামঞ্জস্যেরই সৃষ্টি করে না, বরং তা প্রচুর উৎপাদন ও তড়িত উৎপাদনেও একমাত্র নিয়ামক শক্তিরূপে ভূমিকা রাখে। এটাই মানুষকে বিশ্বরহস্য উৎঘাটন করে অভিনব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনী কাজে উদ্বুদ্ধ করে।^{১৭২}

৩.২ সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট অর্থব্যবস্থা

পুঁজিবাদের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী অর্থব্যবস্থা হলো সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট অর্থব্যবস্থা। এ অর্থব্যবস্থার মূলকথা হচ্ছে অর্থ উপার্জনের যাবতীয় উপায়-উপকরণ সমাজের সম্মিলিত মালিকানার অন্তর্ভুক্ত। কাজেই কোনো বস্তুকে ব্যক্তিগত মালিকানার অন্তর্ভুক্ত করে নিজের ইচ্ছামতো তা ব্যবহার করার ও তা থেকে ব্যক্তিগতভাবে মুনাফা অর্জন করার অধিকার কারো নেই। সমাজের সম্মিলিত স্বার্থে ব্যক্তি যেসব কাজ করবে কেবল মাত্র সেই কাজগুলোরই সে পারিশ্রমিক পাবে। তার জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সরবরাহ করার দায়িত্ব সমাজ গ্রহণ করবে এবং তার বিনিময়ে তাকে সমাজের নির্দেশ মতো কাজ করে যেতে হবে।^{১৭৩}

পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যে অর্থব্যবস্থা মানব সমাজে আত্মপ্রকাশ করে, তা হলো কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্র। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোষণ-নির্যাতন শেষ পর্যন্ত শ্রমিক ও গরীব শ্রেণিকেও অধিকার-সচেতন করে তোলে। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে অধিকার আদায়ের জন্য তারা সংগ্রাম শুরু করে। বিভিন্ন স্থানে সংগঠন গড়ে তোলে। এমনকি তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ তাদের প্রতি সমর্থন জানানো শুরু করে। বিংশ শতাব্দীতে সোভিয়েত রাশিয়ার মত বিরাট দেশে মেহনতী মানুষের বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়। এরপর কার্ল মার্কসের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ অনুযায়ী আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও কয়েম করা হয়।^{১৭৪} সমাজতান্ত্রিক সমাজের ময়লুম শোষিত মানুষকে বুঝ দেয়া হয়েছে যে, ব্যক্তিগত মালিকানাই সকল প্রকার বিপর্যয়ের মূল কারণ। এর উচ্ছেদেই সকল অশান্তি ও শোষণ-নির্যাতনের চির অবসান ঘটবে। এজন্য কমিউনিজমের অর্থনীতিতে প্রথম পদক্ষেপেই ব্যক্তিগত মালিকানা অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে এবং অর্থ উৎপাদনের সমস্ত উপায়-উপাদান ও যন্ত্রপাতি (Means and Instruments of production) জাতীয় মালিকানা বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ফলে কমিউনিস্ট সমাজে জাতীয় অর্থোৎপাদনের উপায়-উপাদানের উপর রাষ্ট্র পরিচালক মুষ্টিমেয় শাসক গোষ্ঠীর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছে। তারা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিশেষ প্লান-প্রোগ্রাম ও পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল উপায়-উপাদান ব্যবহার করে থাকে। তাদের নির্ধারিত নীতি অবনত মস্তকে মেনে নিতে একান্তভাবে বাধ্য হয় সে সমাজের কোটি কোটি মানুষ।^{১৭৫}

^{১৭০} ড. মো. ইব্রাহীম খলিল, ইসলামে অর্থব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০; ড. এম. উমর চাপড়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১ ও ৭২।

^{১৭১} প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

^{১৭২} প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

^{১৭৩} ড. এইচ কহরুদ্দীন ইউনুস, ইসলামী রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ইসলামী অর্থনীতি, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৪), পৃ. ১৬; ড. মো. ইব্রাহীম খলিল, ইসলামে অর্থব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।

^{১৭৪} মাওলানা হিফজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮-৩৩৯।

^{১৭৫} মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানার অস্তিত্ব স্বীকৃতি নয়। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা কারখানা, ব্যাংকিং, ইন্স্যুরেন্স, জয়েন্ট স্টক কোম্পানি ও এ ধরনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানাদি ছাড়া চলতে পারে না। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার গঠনাকৃতি ও তার কার্যক্রমের মধ্যে এসব প্রতিষ্ঠানের কেবল অবকাশই নেই তা নয় বরং এগুলোর প্রয়োজনও অনুপস্থিত। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার প্রকৃতির সাথে সুদের মিল যতোটা গভীর সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রকৃতির সাথে অমিলও ততোটাই সুস্পষ্ট।^{১৭৬} অর্থনীতিবিদ জে. এফ. র্যাগান ও এল. বি. থমাস এর মতে,

Socialistic Economy is an Economic system in which property is publicly owned and central authorities co-ordinate economic decisions.

অর্থাৎ, 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি হলো এমন একটি অর্থনীতি যেখানে সম্পত্তির রাষ্ট্রীয় মালিকানা বিদ্যমান এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।'^{১৭৭}

কার্ল মার্কস এবং এঙ্গেলসকে সমাজতন্ত্রের প্রধান প্রবক্তা হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। অর্থনৈতিক চিন্তার বিবর্তনের ইতিহাসে জার্মান ইহুদী কার্ল মার্কস প্রণীত 'ডাস ক্যাপিটাল' গ্র্যাডাম স্মিথের 'ওয়েলথ অব নেশনস' এবং জন মেনার্ড কিনস-এর 'জেনারেল থিউরীর' পাশেই স্থান করে নিয়েছিল। ইতোপূর্বে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা অর্থনীতিবিদদের মধ্যে ছিল, কিন্তু সে ধারাটি ছিল অতি ক্ষীণ। অপরদিকে কার্ল মার্কস এর চিন্তাধারা সমাজতন্ত্রের জন্য নতুন দর্শন ও অর্থনৈতিক পথনির্দেশ করেছে। তার 'ডাস ক্যাপিটাল' প্রকাশিত হওয়ার পর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিবিদরা পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রী অর্থনীতির ওপর অধিকতর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আঘাত হানতে থাকে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার কমিউনিস্ট বিপ্লব অর্থনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাস একটি বড় ঘটনা। ইতোপূর্বে কোন একক ঘটনা আধুনিক রাষ্ট্রনীতি এবং অর্থনীতিকে এত বেশি প্রভাবান্বিত করতে পারেনি। কার্ল মার্কসের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার ব্যাপক অনুশীলন ও বাস্তবায়ন শুরু হয় সোভিয়েত রাশিয়ায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে স্ট্যালিন তার একগুঁয়েমি ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোকে নিজ আয়ত্ত্বাধীনে নিয়ে আসেন।^{১৭৮} পূর্ব ইউরোপ এবং রাশিয়ার বিরাট অঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বাস্তবায়নে দৃঢ় পদক্ষেপে চলতে থাকে। পূর্ব জার্মানি, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, আলজেরিয়া, দক্ষিণ ইয়েমেন, কিউবা, যুগোস্লাভিয়া ইত্যাদি দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রচলিত হয়। ধনতন্ত্রী অর্থনীতিবিদরা যেখানে বলতেন 'এই পরিমাণ অর্থ বিমুক্ত করা হলে এবং বেতনের হার (ওয়েজ লেবেল) এরূপ হলে এত লোকের বিনিয়োগ সম্ভব হবে', সেক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিবিদরা স্পষ্টভাবে জানাতেন যে, বেকারত্ব দূর করার জন্য কি পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে এবং বেতনের স্তর কত করতে হবে।^{১৭৯} কিন্তু ১৯৮৫ সালে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতন ঘটে।^{১৮০} এই পতনের ধারায় প্রায় সবকটি সমাজতান্ত্রিক দেশে সংস্কার কর্মসূচীর নামে সমাজতন্ত্রের পতন ত্বরান্বিত হয়। তবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিবিদরা এটাকে সাময়িক বিপর্যয় বলে মনে করেন। তারা মনে করেন, সমাজতন্ত্রের পতন কখনও হবে না, আবার সমাজতন্ত্র প্রচলিত হবেই হবে। সকল সমাজতন্ত্রের ধরন একরকম নয়। যেমন, চীনের সমাজতন্ত্রের সাথে রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের বেশ পার্থক্য বিদ্যমান। তবে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সাধারণ কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা সকল সমাজতান্ত্রিক দেশে সমানভাবে পরিলক্ষিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় জমি, কল-কারখানা, খনি ও অন্যান্য সম্পদের উপর রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক মালিকানা বজায় থাকে। দেশের জনগণ বা রাষ্ট্র সব সম্পদের মালিক। এক্ষেত্রে সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা কে অস্বীকার করা হয়। সরকার রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে এবং দেশের জনগণের সার্বিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে দেশের সব ধরনের সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। জনগণ রাষ্ট্রীয় নির্দেশে সরকারি সম্পদ বৃদ্ধিতে নিজস্ব শ্রম নিয়োগ করে। সমাজতন্ত্রে সব সম্পদ বা উৎপাদনের উপকরণগুলো রাষ্ট্রের মালিকানায থাকে। কাজেই শিল্প কারখানা স্থাপন, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিগত উদ্যোগ থাকেনা। এর ফলে কোন ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের সুযোগ নেই। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পরিচালিত হয়। দেশে কোন দ্রব্য কি পরিমাণে এবং কি পদ্ধতিতে উৎপাদিত হবে তা ঐ পরিবর্তন কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করে। এ ধরনের অর্থব্যবস্থায় সব ধরনের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সমাজতন্ত্রে দ্রব্যের চাহিদা ক্রেতার নির্বাচন বা পছন্দের উপর নির্ভর করে না। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয় এবং বাজারে বিক্রির জন্য ছাড়া হয়। এসব দ্রব্যের দামও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং ক্রেতা সে দামে দ্রব্য ক্রয় করতে বাধ্য হয়। এজন্য বলা হয় যে, সমাজতন্ত্রে ভোক্তার স্বাধীনতা সীমিত থাকে।^{১৮১}

^{১৭৬} ড. মো. ইব্রাহীম খলিল, ইসলামে অর্থব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

^{১৭৭} উদ্ধৃত: ড. মো. ইব্রাহীম খলিল, ইসলামে অর্থব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।

^{১৭৮} এ. জেড. এম. শামসুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

^{১৭৯} সত্যজিৎ দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪; <http://bn.wikipedia.org/wiki/সমাজতন্ত্র>, প্রবেশ: ১৫ নভেম্বর, ২০১৪।

^{১৮০} এ. জেড. এম. শামসুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

^{১৮১} ইকবাল কবীর মোহন, ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং, (ঢাকা: জেরিন পাবলিশার্স, ২০১৩), পৃ. ৩১।

৩.৩ ইসলামী অর্থব্যবস্থা

পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার পরস্পর বিরোধী অবস্থার মাঝখানে ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা কায়ম করে। এ অর্থব্যবস্থার মূলনীতি হচ্ছে, ব্যক্তিকে অবশ্যই তার পরিপূর্ণ স্বাভাবিক ও ব্যক্তিগত অধিকার প্রদান করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি ধন-সম্পদ বণ্টনের ভারসাম্যও বিনষ্ট করতে পারবে না। ইসলামী অর্থব্যবস্থা একদিকে ব্যক্তিকে ব্যক্তি মালিকানার অধিকার ও নিজের ধন-সম্পদ ইচ্ছামতো ব্যয়-ব্যবহার করার ক্ষমতা প্রদান করে এবং অন্যদিকে ভিতর থেকে এগুলোকে কতিপয় আইনের শৃঙ্খলে বেঁধে দেয়। এর ফলে সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণাদি সর্বদা আবর্তিত হতে থাকে এবং এ আবর্তন এমনভাবে চলতে থাকে যার ফলে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি তা থেকে নিজের উপযোগী অংশটুকু লাভ করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে ইসলাম তার স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক সংগঠন কায়ম করে। ইসলামের এ অর্থনৈতিক সংগঠনের প্রাণসত্তা, নীতি ও কর্মপদ্ধতি পুঁজিবাদ ও কমিউনিস্ট ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সুদ নিষিদ্ধ। আর সুদ এমন একটি জঘন্য গুনাহ যে, সুদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা এমন শব্দ ব্যবহার করেছেন যা অন্য কোন গুনাহ সম্পর্কে ব্যবহার করেননি। তিনি ইরশাদ করেন, 'অতএব আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে যুদ্ধের ঘোষণা কর।'^{১৮২} ব্যভিচার সম্পর্কে তিনি এরূপ ইরশাদ করেননি, ইরশাদ করেননি মদ, জুয়া কিংবা অন্য কোন গুনাহ সম্পর্কে।^{১৮৩}

অর্থনৈতিক জীবনে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সকল ব্যক্তির সমষ্টিগত পরস্পর সাথে গভীর সম্পর্কযুক্ত। তাই উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ ও বিরোধের পরিবর্তে সমঝোতা ও সহযোগিতা বর্তমান থাকা উচিত। ব্যক্তি যদি সামষ্টিক স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা চালিয়ে সমাজের সম্পদ নিজের নিকট কেন্দ্রীভূত করে এবং তা আটকে রাখা বা ব্যয় করার ব্যাপারে নিছক নিজের ব্যক্তি স্বার্থের প্রতি মনোনিবেশ করে তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেও এ ক্ষতির শিকার হবে। অনুরূপভাবে সমাজ ব্যবস্থা যদি এমনভাবে গঠিত হয়ে থাকে যেখানে সমাজের স্বার্থে ব্যক্তি স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হয় তাহলে সেখানে শুধু ব্যক্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বরং শেষ পর্যায়ে গিয়ে এর ক্ষতি সমাজকেও স্পর্শ করবে। কাজেই ব্যক্তির সমৃদ্ধির মধ্যেই সমাজের কল্যাণ এবং সমাজের সমৃদ্ধির মধ্যেই ব্যক্তির কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এর সাথে সমাজের ব্যক্তিগত মধ্যস্থতায় স্বার্থপরতা ও সহানুভূতির ভারসাম্য রক্ষিত হওয়ার ওপরই উভয়ের সমৃদ্ধি নির্ভর করে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত লাভ ও স্বার্থ উদ্ধারের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী ধন উপার্জন করতে পারে। কিন্তু তার উপার্জিত সম্পদে অন্যের অধিকারও থাকবে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সম্পদের বিনিময়ে অন্যের নিকট থেকে মুনাফা অর্জন করবে এবং অন্যকেও তার নিকট থেকে মুনাফা অর্জনের সুযোগ দেবে।^{১৮৪} এ মুনাফা বণ্টন ও অর্থ আবর্তনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্য নিছক ব্যক্তির হৃদয় অভ্যন্তরে কতিপয় নৈতিক গুণাবলী সৃষ্টি করে দেয়া যথেষ্ট হবে না। বরং এ সঙ্গে সমাজে এমন আইন প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে যার সাহায্যে অর্থোপার্জন ও ব্যয় ব্যবস্থাকে যথাযথ নির্ভুল ও ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতিতে পরিচালিত করা যায়। এর ফলে কারো অধীনে কোন সম্পদ অর্জিত হলে তা এক স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকবে না। বরং তা ব্যয়িত ও দ্রুত আবর্তিত হতে থাকবে।^{১৮৫} অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্যে তাদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে আত্মস্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে তাদেরকে সংশোধিত ও উদ্বুদ্ধ করা না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বাজার অর্থনীতির 'অদৃশ্য হাত' অথবা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার 'দৃশ্যমান হাত' দ্বারা আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কিছুতেই সফল হতে পারবে না।^{১৮৬}

তাই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একটি বিশ্বদর্শনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে না উঠলে মানুষ ঐ ব্যবস্থার লক্ষ্য এবং তা অর্জনের উপায় হতে পারে না। কারণ এ দর্শন সমস্ত বিবেচনার কেন্দ্রবিন্দুতে গুরুত্বের ঈর্ষণীয় অবস্থানে মানুষকে পুনঃস্থাপিত করে এবং তাকে কেন্দ্র করেই সমস্ত কিছু আবর্তিত হয়। পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী কোনো বিশ্বদর্শনেই মানুষকে এ ধরনের গুরুত্ব দেয়া হয়নি এবং ডারউইনবাদ বা দ্বন্দ্বিকতাবাদে মানব ভ্রাতৃত্ববোধ, আর্থ-সামাজিক ন্যায্যবিচার এবং সম্পদের আমানতের প্রকৃতির বিষয়ে যে অন্তর্নিহিত বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন তাও স্থান পায়নি। এতে 'যোগ্যতমরাই সেরা' অথবা 'শ্রেণি সংগ্রাম' এবং 'চাহিদার সর্বোচ্চ তৃপ্তি' বা 'জীবনের বস্তুবাদী অবস্থা' ইত্যাদি বিষয়ের ওপর অত্যধিক ও অতিরঞ্জিত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এসব দর্শনে সমাজের স্বার্থে কাজ করার জন্য মানুষকে নিয়োজিত করার কোনো উদ্বুদ্ধকরণমূলক ব্যবস্থা নেই। সমাজের স্বার্থ কেবল আত্মস্বার্থ সিদ্ধি ও প্রচেষ্টার মাঝেই নিহিত নয়, বরং সে জন্য অন্যের উপকারার্থে ব্যক্তিগত লাভ ও আয়েশ বিসর্জন দেয়ারও প্রয়োজন। এসব বিশ্বদর্শন সংঘাত ও অধিকারের দাবিকেই জোরালো করে এবং শুধু সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে অদক্ষতা ও অবিচারেরই জন্ম দেয় না, তা স্বপ্নভঙ্গ, অপরাধ,

^{১৮২} আল-কুরআন, ২:২৭৯।

^{১৮৩} বিচারপতি তাকী উসমানী, ইসলামী ব্যাংকিং, (ঢাকা: দারুল বাশীর কুতুবখানা, ২০১২ খৃ./১৪৩৩ হি.), পৃ. ১১।

^{১৮৪} ড. মো. ইব্রাহীম খলিল, ইসলামে অর্থব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৫৮ ও ৬৫-৬৬।

^{১৮৫} প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭৫।

^{১৮৬} ড. এম. উমর চাপড়া, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩-০৪।

পারিবারিক ও সামাজিক ধস এবং পরিশেষে মানুষের অধঃপতনও ডেকে আনে।^{১৮৭} অর্থ ও ব্যাংকব্যবস্থা আধুনিককালের অর্থনীতির ওপর এত ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে যে, এদের ইতিবাচক সমর্থন ছাড়া কোনো অর্থব্যবস্থা তার শক্তি ও সামর্থ্যকে ধরে রাখতে বা আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জনে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে না। সুতরাং, সকলের জন্য ক্ষতিকর অতিরিক্ত ভোগ, বেকারত্ব ও মুদ্রাস্ফীতি যাতে ঘটতে না পারে, তেমনি ভারসাম্যহীনতা ও বাড়াবাড়িকে পরিহারকল্পে অর্থ ও ব্যাংকব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে। সাধারণভাবে এ ব্যবস্থা এমন হতে হবে যাতে প্রয়োজন পূরণ করা যায়, উচ্চহারে উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি এবং উৎপাদন ব্যবস্থার ব্যাপকভিত্তিক মালিকানা নিশ্চিত হয়। এ ধরনের একটি সুস্থ ও ন্যায়বিচারমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করা কি সম্ভব? হ্যাঁ, তা করা সম্ভব। এ ব্যবস্থার শেকড় নিহিত রয়েছে ইসলামী বিশ্বদর্শনে। ইসলামের বিশ্বদর্শন ও কর্মকৌশল মাকাসিদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এ দর্শন কৌশল একটি ন্যায়ভিত্তিক ও কার্যকর সমাধানের দিকনির্দেশনা প্রদানে সক্ষম।^{১৮৮}

৩.৩.১ ইসলামী অর্থব্যবস্থার পরিচয়

ইসলামী অর্থব্যবস্থা বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি অন্যতম দ্রুত বিকাশমান আর্থিকধারা। এটি এমন একটি সামাজিক বিজ্ঞান যা ইসলামের আলোকে জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি পণ্য সামগ্রী ও সেবার উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ সংক্রান্ত মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক আচরণ বিশ্লেষণ করে। সম্পদের সদ্যবহারের মধ্যে মানবকল্যাণ নিহিত। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যে সম্পদ দান করেছেন তা অসীম নয়, সসীম। সসীম সম্পদ থেকে কল্যাণ পেতে হলে বা অভাব মোচন করতে হলে অবশ্যই সীমিত সম্পদের সংব্যবহার করতে হবে। যেহেতু সম্পদের সীমাবদ্ধতার মত মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি বিবেচনা সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত তাই সম্পদের ব্যবহারে খাঁটি মানব কল্যাণ নাও হতে পারে। অতএব মানব আল্লাহ তা'আলার বিধান অনুসারে সম্পদের সদ্যবহার করলে মানবকল্যাণ সাধিত হতে পারে। ইসলামী অর্থব্যবস্থার মাধ্যমেই আল্লাহর বিধান অনুযায়ী কিভাবে সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার করা যায় তার দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। আল্লাহর বিশ্ব-প্রতিপালন নীতির অনুসরণে সৃষ্টির লালন-পালনের জন্য সমুদয় জাগতিক সম্পদের সামগ্রিক এবং কল্যাণধর্মী ব্যবস্থাপনাই ইসলামী অর্থনীতি। সৃষ্টজীবের কল্যাণের জন্য সম্পদের সর্বাধিক উৎপাদন, সুষ্ঠু বণ্টন, ন্যায়সঙ্গত ভোগ বিশ্লেষণই হলো ইসলামী অর্থনীতির মূলকথা।^{১৮৯}

ইসলাম একটি আধুনিক,^{১৯০} ভারসাম্যপূর্ণ,^{১৯১} কল্যাণমুখী,^{১৯২} সরল^{১৯৩}, সর্বোত্তম^{১৯৪}, পূর্ণাঙ্গ^{১৯৫} ও আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত^{১৯৬} জীবন বিধান। এতে রয়েছে মানব জীবনের সকল বিষয়ের এক সুনিবিড় ও সমন্বিত সম্মিলন, রয়েছে জীবনের সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ দিক নির্দেশনা। ইসলাম একটি আদর্শিক ও গতিশীল জীবন দর্শন হিসেবে আল-কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে মৌলিক অর্থনৈতিক নীতিমালার বিবরণ প্রদান করেছে। মানুষ আল্লাহর অসীম সম্পদকে কিভাবে ব্যবহার করবে, পরস্পরের সাথে কিভাবে লেনদেন সম্পাদিত হবে, কিভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও জীবিকা নির্বাহ করবে এবং তাদের সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধরন কেমন হবে তার বিস্তারিত আলোচনা ইসলামী অর্থব্যবস্থায় আলোকপাত করা হয়েছে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির মৌলিক দর্শন 'অভাব অসীম কিন্তু সম্পদ সীমাবদ্ধ' ইসলাম এখানে ভিন্নমত পোষণ করে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি একটি অসার ও মানবজাতির জন্য অমর্যাদামূলক দর্শন। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় 'সম্পদ

^{১৮৭} প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২০৪।

^{১৮৮} ড. এম. উমর চাপড়া, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২০৫।

^{১৮৯} ড. মুহাম্মাদ জামাল উদ্দিন, ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংকিং : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.-এর একুশ বছর পূর্তি সংখ্যা, দৈনিক সংগ্রাম, ২৩ জুলাই, ২০০৪, পৃ. ১৫৯।

^{১৯০} আল-কুরআন, ২২:৫।

^{১৯১} আল-কুরআন, ২:১৪৩।

^{১৯২} আল-কুরআন, ৩:১১০।

^{১৯৩} আল-কুরআন, ৬:১৬১। (قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَبِيماً مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) ('আপনি বলে দিন, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করেছেন-একাগ্রচিত্ত ইবরাহীমের বিশুদ্ধ ধর্ম। তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।')

^{১৯৪} আল-কুরআন, ৪:১২৫। ('যে আল্লাহর নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত করে সং কাজে নিয়োজিত থাকে এবং ইবরাহীমের ধর্ম অনুসরণ করে যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁর চাইতে উত্তম ধর্ম কার?')

^{১৯৫} আল কুরআন, ৫:৩। (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) ('আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে ধীন হিসেবে পছন্দ করলাম।')

^{১৯৬} আল কুরআন, ৩:১৯। ('নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের নিকট গ্রহণযোগ্য ধীন একমাত্র ইসলাম। এবং যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও তারা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র পরস্পর বিদেষবশতঃ, যারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহের প্রতি কুফরী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত।')

সীমাবদ্ধ' এ কথা স্বীকার করা হয় না। মহান সৃষ্টিকর্তার বিশাল সৃষ্টির মধ্যে অফুরন্ত সম্পদের ভাণ্ডার রয়েছে। মানুষের সীমাবদ্ধ সন্ধানে যা খুঁজে পাওয়া সম্ভব এর বাইরেও সম্পদের অসীম মজুদ আল্লাহ তা'আলা রেখেছেন বলে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। মানুষকে বলা হয়েছে, কুরআন ও হাদিস নির্দেশিত পথে তথা বৈধ উপায়ে সৃষ্টিকর্তার এ বিশাল সম্পদরাজি থেকে সম্পদ আহরণ কর, পরিমিত ভোগ কর কিন্তু অপব্যয় করো না।^{১৯৭} সুতরাং নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত আদর্শভিত্তিক ইসলামী অর্থব্যবস্থা মানুষের সামগ্রিক জীবনব্যবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত একটি সার্বজনীন প্রক্রিয়া। এ ব্যবস্থা সম্পদের সুষম বণ্টন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতা বিধান সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে মানব জীবনের সার্বিক ও সর্বাধিক কল্যাণের নিশ্চয়তা দেয়। শুধু ব্যক্তি জীবন নয়, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্বের বৃহৎ পরিসরেও ইসলামী অর্থব্যবস্থা সর্বাধিক ও সুনিশ্চিত কল্যাণের দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে।

ড. এম. উমর চাপড়ার মতে,

‘ইসলামী অর্থব্যবস্থা হলো জ্ঞানের সেই শাখা যা ইসলামের অনুপম শিক্ষার সাথে সঙ্গতি রেখে দুঃপ্রাপ্য সম্পদের বণ্টন ও বরাদ্দের মাধ্যমে ব্যক্তির স্বাধীনতা অযথা খর্ব এবং সামষ্টিক অর্থনীতি ও পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি না করে মানবীয় কল্যাণ অর্জনে সহায়তা করা।’^{১৯৮} (Islamic Economics is that branch of knowledge which help realize human well-being through and allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teaching without unduly curbing individual freedom or creating continued macro-economic and ecological imbalances).

ইবনে খালদুনের মতে, ‘ইসলামী অর্থনীতি হলো জনসাধারণের কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত বিজ্ঞান।’^{১৯৯}

ড. এম. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী ইসলামী অর্থব্যবস্থাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে,

Islamic Economics is the Muslim thinker's response to economic challenges of their times. In this endeavor they are aided by the holy Qur'an and the Sunnah as well as by reason and experience.

অর্থাৎ, ‘সমকালীন সময়ের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় মুসলিম চিন্তাবিদদের জবাবই হচ্ছে ইসলামী অর্থব্যবস্থা। এই প্রয়াসে তারা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ এবং যুক্তি ও অভিজ্ঞতার সহায়তা নিয়ে থাকেন।’^{২০০}

৩.৩.২ ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক দর্শন

ইসলামী অর্থব্যবস্থা তিনটি মৌলিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত :

- ক. তাওহীদ (একত্ববাদ),
- খ. খিলাফত (প্রতিনিধিত্ব), এবং
- গ. আদল (ন্যায়বিচার)।

এ নীতিমালা ইসলামী বিশ্বদর্শনের শুধু কাঠামোই তৈরি করে না, তা মাকাসিদ ও কর্মকৌশলের উৎস হিসেবেও কাজ করে। অতএব, এতে বহুত্ববাদী দল বা সামাজিক শ্রেণিসমূহের পরস্পর বিরোধী দাবির মুখে কোনোরকম জোড়াতালি বা পশ্চাৎ চিন্তার সুযোগ নেই। ইসলামী বিশ্বদর্শন, মাকাসিদ এবং কর্মকৌশলের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এতে সঙ্গতিপূর্ণ নীতি প্রণীত হয় এবং এদের পরস্পরের মধ্যে পরিপূর্ণ সমন্বয় বিরাজ করে।^{২০১}

^{১৯৭} وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثُهُ وَالرَّيْثُونَ وَالرُّمَّانَ | ৬:১৪১ আল কুরআন, ৬:১৪১

وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (مُتَشَابِهًا) ('তিনিই উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন-তাও, যা মাচার উপর তুলে দেয়া হয় এবং যা মাচার উপর তোলা হয় না, এবং খর্জুর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র-যে সব স্বাদ বিশিষ্ট এবং যয়তুন ও আনার সৃষ্টি করেছেন-একে অন্যের সাদৃশ্যশীল ও সাদৃশ্যহীন। এগুলোর ফল খাও, যখন ফলন্ত হয় এবং হক দান কর কর্তনের সময়ে এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেন না')।

^{১৯৮} ড. এম. উমর চাপড়া, *হোয়াট ইজ ইসলামিক ইকনোমিক্স*, (জেদা: ইসলামিক রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, আইডিবি, ১৯৯৬ খৃ.), পৃ. ৩৩, (IDB Prize Winners Lecture Series, No. 9)।

^{১৯৯} মোঃ আবু তাহের, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ব্যাথকিং*, (ঢাকা: কবির পাবলিকেশন, ২০০৭ খৃ.), পৃ. ২৬।

^{২০০} ড. এম. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, *হিস্ট্রি অব ইসলামিক ইকনোমিক থট*, (জেদা: ইসলামিক রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, আইডিবি, ১৯৯২ খৃ.), পৃ. ৬৯।

^{২০১} ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫।

ক. তাওহীদ

তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ) ইসলামী বিশ্বাসের ভিত্তিপ্রস্তর। এধারণার ওপরই গড়ে উঠছে সামগ্রিক বিশ্বদর্শন ও কর্মকৌশল। অন্য সবকিছুই যৌক্তিকভাবে এর থেকে সৃষ্টি। এর অর্থ হচ্ছে তিনি এক সর্বশক্তিমান সত্ত্বা, যিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি এ বিশ্বকে সুপরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করেছেন। তা হঠাৎ করে বা দুর্ঘটনাবশতঃ সৃষ্টি হয়নি।^{২০২} তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছে তার পিছনে এক মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। এ উদ্দেশ্যই এ বিশ্বের অস্তিত্বের অর্থ ও গুরুত্ব বহন করে। মানুষ তারই একটি অংশ। বিশ্বসৃষ্টির সর্বোচ্চ সত্ত্বা অবসর গ্রহণ করেন নি। বিশ্বব্যবস্থার প্রতিটি কার্যক্রম তিনি সক্রিয়ভাবে দেখাশুনা করছেন^{২০৩} এবং এর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনা সম্পর্কে তিনি সচেতন ও খোঁজ রাখেন।^{২০৪}

খ. খিলাফত

মানবসত্ত্বা পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি^{২০৫} এবং তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যাতে কার্যকরভাবে পালন করতে পারে সে জন্য তাকে সব ধরনের আধ্যাত্মিক, মানসিক ও বস্তুগত সম্পদে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়েছে।^{২০৬} খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালনে ইচ্ছা করলে সে স্বাধীনভাবে চিন্তা ভাবনা করে ভুল বা সঠিক এবং ন্যায্য বা অন্যায় সিদ্ধান্ত নিতে পারে, যা মানব জীবনের অবস্থা, তার সমাজ ও ইতিহাসের গতিধারা পাটে দিতে পারে। প্রকৃতিগতভাবে সে ভালো এবং মহৎ^{২০৭} এবং যদি যথার্থ শিক্ষা ও নির্দেশনা পেয়ে থাকে ও যথার্থভাবে উদ্বুদ্ধ হয় তবে নিজের গুণাবলী ও মহত্ত্ব বজায় রাখা এবং সামনের সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সে সক্ষম হবে।^{২০৮} আল্লাহ তা'আলা এ বিশ্বকে যে সম্পদে সমৃদ্ধ করেছেন তা সীমাহীন। দক্ষতা ও ন্যায্যপারায়ণতার সঙ্গে তা ব্যবহার করলে এটি মানবজাতির প্রয়োজন মিটানোর জন্য যথেষ্ট। এসব সম্পদ কিভাবে ব্যবহৃত হবে একজন মানুষ তা নিজেই নির্ধারণ করতে পারে। তবে সে একমাত্র খলিফা নয়। বরং কোটি কোটি মানব সন্তান রয়েছে যারা তারই মত খলিফা। তাই সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার তখনই সম্ভব যখন তা করা হয় দায়িত্ববোধ, মাকাসিদ এবং আল্লাহ প্রদত্ত দিকনির্দেশনা ও নিষেধাজ্ঞার আলোকে।^{২০৯}

খিলাফতের ধারণা বিশ্বে মানবসত্ত্বাকে একটি সম্মানজনক ও মহিমাম্বিত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে^{২১০} এবং মানব-মানবীর জীবনকে একটি অর্থ ও লক্ষ্য প্রদান করেছে। এ অর্থ একটি দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে যে, তাদেরকে বৃথা নয় বরং একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।^{২১১} তাদের জীবনের ব্রত হচ্ছে স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও ঐশী পদ্ধতি অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। ইসলামের নির্দেশনা মতে, 'ইবাদত' বলতে এটিই বুঝানো হয়েছে^{২১২} যার অলঙ্ঘনীয় অনুষ্ঠা হচ্ছে অন্যান্য মানুষের প্রতি কোনো মানুষের দায়িত্ব পালন (হাক্কুল ইবাদ)।^{২১৩} এর পিছনে মৌলিক

^{২০২} আল কুরআন, ৩:১৯১, ৩৮:২৭ ও ২৩:১৫। (وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশের মালিক এবং তাঁর শক্তি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে)।

^{২০৩} আল কুরআন, ১০:৩ এবং ৩২:৫।

^{২০৪} আল কুরআন, ৩১:১৫ ও ৬৭:১৪।

^{২০৫} আল কুরআন, ২:৩০, ৬:১৬৫, ৩৫:৩৯, ৩৮:২৮ ও ৫৭:৭০।

^{২০৬} ইসলামের খিলাফত হচ্ছে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য মত এবং ইসলামের প্রথম যুগের ও আধুনিককালে কুরআনের তাফসীরকারগণ ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা একে সমর্থন করেছেন। Abd Al-Qadir Awdah, *Al-Mal wa al-Hukm fi al-Islam*, (Jeddah: Dar al-Saudiyyah li al-Nashr wa al-Tawzi, 1389 A.H.), p.12-15; Syyid Muhammad Rashid Rida, *Tafsir Al-Manar*, (Cairo: Dar al-Manar, 1954), p. 257-261; Syyid Qutub, *Fi Zilal Al-Quran*, (Jeddah: Dar al-'Ilm, 1986), Vol. 1, p. 50-51; Imam Hasan Al-Banna, *Al-Insan fi Al-Quran*, in *Hadith Al-Thulatha lil Imam Hasan Al-Banna*, ed. Ahmad Isa Ashur, (Cairo: Maktabah al-Quran, 1985), p. 19-25; Abdur Rahman Hasan Al-Maydani, *Basa'ir lil-Muslim al-Mu'asir*, (Damascus: Dar al-Qalam, 1988), p. 152-166, ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬।

^{২০৭} আল কুরআন, ১৫:২৯, ৩০:৩০, ৯৫:৪।

^{২০৮} Jafar sheikh Idris "Al-Tasawur al-Islami li'l Insan: Asas li fasafat al-Islam al- Tarbawiyah" and Shykh Abdul Rahman Hasan al-maydani "Majahim Qur'aniyyah Hawla al-Nafs al-insaniyyah wa me Tastamily alyahi" উপরোক্ত উভয় নিবন্ধই ৩১মার্চ-৮এপ্রিল, ১৯৭৭ এ মক্কার অনুষ্ঠিত প্রথম ইসলামিক শিক্ষা সম্মেলনে উপস্থাপিত হয়েছিল। (G. Cowley, *A Disaster Brings out the Best in people why?*, Newsweek, (USA: EBSCO, 1989), vol. 114, issue. 19, p. 9)।

^{২০৯} ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬।

^{২১০} আল কুরআন, ১৭:৭০।

^{২১১} আল কুরআন, ৩:১৯২ ও ২৩:১১৫।

^{২১২} আল কুরআন, ৫১:৫৬।

^{২১৩} M. Fazlur Rahman Ansari, *The Quranic Foundations and Structure of Muslim society*, (Karachi: The World Federation of Muslim Missions, 1973), p. 2.

যুক্তি হলো, যদি প্রত্যেকে দায়িত্ব পালন করে, তবে প্রত্যেকের নিজ স্বার্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে অর্জিত হবে এবং সকলের অধিকার নিঃসন্দেহে সুরক্ষিত থাকবে।^{২১৪}

গ. ‘আদল বা ন্যায়বিচার

তাওহীদ ও খিলাফতের ধারণার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার না থাকলে তা একটি অন্তঃসারশূন্য ফাঁপা ধারণায় পর্যবসিত হবে।^{২১৫} ‘আদল বা ন্যায়বিচারকে ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদগণ মাকাসিদ আশ্-শরী‘আহর অপরিহার্য উপাদান বলে মনে করেন। এ ব্যাপারে তাঁরা এতই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, ন্যায়বিচারহীন কোন সমাজকে একটি আদর্শ মুসলিম সমাজ হিসেবে কল্পনা করাই অসম্ভব। মানব সমাজ থেকে জুলুমের সকল দিক নির্মূল করার ব্যাপারে ইসলাম বন্ধপরিষ্কার। ইসলামে জুলুমকে সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, শোষণ, নির্যাতন ও অপকর্মের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এর সাহায্যেই একজন ব্যক্তি অন্য সকলকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে অথবা তাদের প্রতি তার দায়িত্ব পালন করেন।^{২১৬}

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও সকল প্রকার অবিচার নির্মূল করাকে কুরআনে আল্লাহর রাসূলগণের প্রধান লক্ষ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে।^{২১৭} কম করে হলেও কুরআনে প্রায় শতাধিক স্থানে ন্যায়বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করা হয়েছে। কোথাও প্রত্যক্ষভাবে আদল, কিস্ত, মিজানের মতো শব্দ দ্বারা অথবা বিভিন্ন প্রকার পরোক্ষ বর্ণনা ও বর্ণনাভঙ্গির সাহায্যে। এছাড়া, জুলুম, ইজম, দালাল বা অন্যান্য শব্দের মতো শব্দসমষ্টি ব্যবহারের মাধ্যমে অবিচারের বিরুদ্ধে কুরআনে দুই শতাধিক স্থানে তিরস্কার করা হয়েছে।^{২১৮} মূলত ইসলামী বিশ্বাসের গুরুত্ব অনুসারে কুরআনে ন্যায়বিচারকে আল্লাহ ভীতির পরেই স্থান দেয়া হয়েছে।^{২১৯} আল্লাহ ভীতিই স্বভাবত সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এর কারণে মানুষ ন্যায়বিচারসহ সকল ভালো কাজে প্রবৃত্ত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ন্যায়বিচারের ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। তিনি ন্যায়বিচারের অনুপস্থিতিকে নিশ্চিহ্ন অন্ধকারাচ্ছন্নতার সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, ‘অবিচার থেকে সতর্ক হও, কারণ শেষ বিচারের দিনে তা গহীন অন্ধকারে নিয়ে যাবে।’^{২২০} ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়বিচারের প্রতি ইসলামের দৃঢ় অঙ্গীকারের দাবি হচ্ছে, মানবসত্তার নিকট গচ্ছিত আল্লাহর পবিত্র আমানত সকল সম্পদকে মাকাসিদ আশ্-শরী‘আহর লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করতে হবে।

৩.৩.৩ ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি

পুঁজিবাদ ও কমিউনিজমের মধ্যবর্তী পর্যায়ে ইসলাম যে ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক মতাদর্শ অবলম্বন করেছে তার ভিত্তিতে একটি কার্যকর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সে নৈতিক শক্তি ও আইন উভয়ের সাহায্য নিয়েছে। নৈতিক শিক্ষার সাহায্যে সে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মন-মানসিকতাকে এ ব্যবস্থায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনুগত্য করার জন্য তৈরি করে। অন্যদিকে আইনের বলে তাদের ওপর এমন সব বিধি-নিষেধ আরোপ করে যার ফলে তারা এ ব্যবস্থার চৌহদ্দীর মধ্যে নিজেদেরকে আটকে রাখতে বাধ্য হয় এবং এর সুদৃঢ় প্রাচীর ভেদ করতে সক্ষম হয় না। এ নৈতিক বিধি বিধান ও আইনসমূহ হচ্ছে ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূল স্তম্ভ। ইসলামী অর্থনীতির রয়েছে সাতটি অনন্যধর্মী ও কালজয়ী মূলনীতি। এই মূলনীতিগুলোর নিরিখেই ইসলামী অর্থনীতির সকল স্ট্রাটেজি বা কর্মকৌশল, কর্মপদ্ধতি ও কর্মদ্যোগ নির্ধারিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে।^{২২১} এগুলো যথাক্রমে:

ক. আমার বিল মা‘রুফ ও নাহী ‘আনিল মুনকার-এর বাস্তবায়ন করা।^{২২২}

খ. সকল কর্মকাণ্ডেই শরী‘আহর বিধান মান্য করা।^{২২৩}

^{২১৪} ড. এম. উমর চাপড়া, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮।

^{২১৫} Sayyid Qutub, *Al-Adalah al-Ijtima`yah fi ai-Islam*, (Cairo: `Isa al-Babi al-Halabi, 1964), p. 20.

^{২১৬} M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System : A Discussion of Money, Banking, and Monetary Policy in the light of Islamic Teachings*, (Leicester : The Islamic Foundation, 1985), p. 27-28.

^{২১৭} আল কুরআন, ৫৭:২৫।

^{২১৮} Majid Khadduri, *The Islamic Conceptions of Justice*, (Baltimore: Johns Hopkins University, 1984), p. 10.

^{২১৯} আল কুরআন, ৫:৮।

^{২২০} Imam Muslim bin Hajjaj al-Kusairi, *Ibid*, Vol. 4, Hadith No. 1966, p. 56.

^{২২১} উদ্ধৃত: শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ, (রাজশাহী: দি রাজশাহী স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, ২০০৫ খৃ.), পৃ. ১০।

^{২২২} প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১।

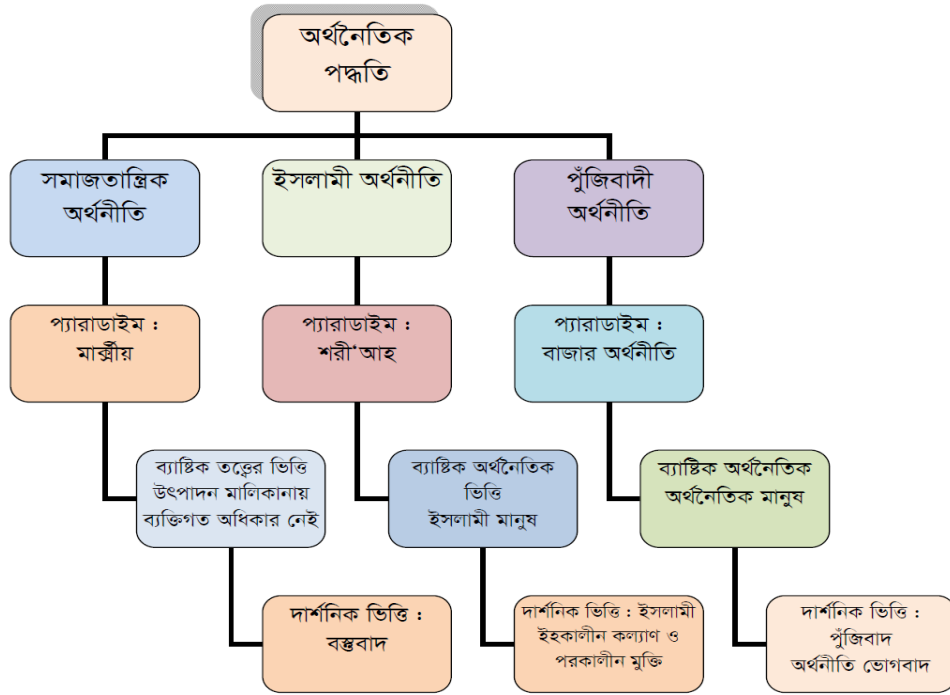
^{২২৩} প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

- গ. 'আদল বা ন্যায়বিচার ও ইহসান বা কল্যাণ-এর প্রয়োগ নিশ্চিত করা।^{২২৪}
 ঘ. ব্যক্তির সম্পদে সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।^{২২৫}
 ঙ. ভারসাম্যপূর্ণ জীবন-যাপনের প্রয়াস।^{২২৬}
 চ. মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণ নিশ্চিত করা।^{২২৭}
 ছ. দুনিয়া ও আখিরাতের যুগপৎ কল্যাণ অর্জন।^{২২৮}

৩.৩.৪ ইসলামী, পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার চিত্র

ইসলামী, পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার চিত্রের (চিত্র নং ২) সাহায্যে একনজরে তুলনামূলক আলোচনা নিম্নে দেয়া হলো :

চিত্র ২: ইসলামী, পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মধ্যে তুলনা^{২২৯}



^{২২৪} প্রাণ্ড, পৃ. ১৩-১৪।

^{২২৫} আল-কুরআন, ৫১:১৯ ও ১৭:২৬; শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ, প্রাণ্ড, পৃ. ১৪-১৫।

^{২২৬} আল-কুরআন, ৪:৩৭, ১৭:২৭ ও ২৫:৬৭; শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ, প্রাণ্ড, পৃ. ১৫-১৬।

^{২২৭} প্রাণ্ড, পৃ. ১৬-১৭; উদ্ধৃত: প্রাণ্ড, পৃ. ১৬; জাবেদ মুহাম্মাদ, ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাত, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামী সেন্টার, ২০০৮ খৃ.), পৃ. ১৬।

^{২২৮} আল-কুরআন, ৫৭:৭ ও ৯:৩৪; শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ, প্রাণ্ড, পৃ. ১৭-১৮।

^{২২৯} মো. গোলাম আজম আযাদ, ইসলামী অর্থনীতি এবং ব্যাংকিং, (ময়মনসিংহ: টিচার ট্রেনিং কলেজ, ময়মনসিংহ, ২০০৯ খৃ.), পৃ. ৩৫২।

ইসলামী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, কর্মকৌশল ও শ্রেষ্ঠত্ব

৪.১ ইসলামী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ, ৪.১.১ ইসলামী শারী'আহর নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত, ৪.১.২ সকল সম্পদের মালিক একমাত্র আল্লাহ, ৪.১.৩ রিবা বা সুদের পূর্ণ বিলুপ্তি, ৪.১.৪ অর্থনীতিতে 'আদল ও ইহসান প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক সাম্য নিশ্চিত করণ, ৪.১.৫ লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে পরিচালনা, ৪.১.৬ ব্যবসা-বাণিজ্যে নীতি-নৈতিকতা ও হালাল-হারামের দৃষ্টিভঙ্গি, ৪.১.৭ ধন-সম্পদের ইনসাফভিত্তিক বণ্টন ও বিকেন্দ্রীকরণ, ৪.১.৮ বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য ও উন্নয়ন তৎপরতায় সরাসরি অংশগ্রহণ, ৪.১.৯ প্রকৃত সম্পদের ওপর প্রতিষ্ঠিত অর্থায়ন, ৪.১.১০ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নৈতিক শৃঙ্খলার বিধান অনুসরণ, ৪.১.১১ যাকাত ও উশর ব্যবস্থা কয়েম, ৪.১.১২ বায়তুলমালের প্রতিষ্ঠা, ৪.১.১৩ ন্যায়সঙ্গত রাত্তরীয় হস্তক্ষেপের বিধান, ৪.১.১৪ আয় ও সম্পদের ইনসাফপূর্ণ ও সুসম বণ্টন নিশ্চিত করা, ৪.১.১৫ মিরাসী আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন, ৪.১.১৬ করযে হাসানা ও মুদারিবারের প্রবর্তন, ৪.১.১৭ মানবজাতির জন্য ক্ষতিকর বিষয় নিষিদ্ধ, ৪.২ ইসলামী অর্থব্যবস্থার কর্মকৌশল, ৪.২.১ ইসলামী অর্থব্যবস্থার কর্মকৌশলের তাত্ত্বিক দিক, ক. ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মাকাসিদ আশ্-শরী'আহর প্রয়োগ, ১. শরী'আহর নীতিমালা ও দিকনির্দেশনা, ২. সঞ্চয় গ্রহণের ক্ষেত্রে মাকাসিদ আশ্-শরী'আহ, ৩. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মাকাসিদ আশ্-শরী'আহ, খ. ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা, গ. ইসলামী আর্থিক কার্যক্রমে শর'ঈ নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ, এক. রিবা বা সুদ, দুই. ঘারার (অনিশ্চয়তা) ও ফটকাবাজি, তিন. মাইসির বা জুয়া, চার. জাহালাহ, ছয়. বাই' বাতিল ও বাই' ফাসিদ, পাঁচ. বাই' আদ-দাইন বা ঋণ বিক্রয়, ৪.২.২ ইসলামী অর্থব্যবস্থায় কর্মকৌশলের প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক দিক, ক. শরী'আহ সুপারভাইজরি বা এ্যাডভাইজরি বোর্ড, খ. ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার লেনদেনের নীতিমালা, গ. ইসলামী ব্যাংকের তহবিলের উৎসসমূহ, ঘ. ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার কর্মপদ্ধতি ও কার্যাবলীর রূপরেখা, ১. আমানত গ্রহণ, সংরক্ষণ এবং পুঁজি গঠন পদ্ধতি, ক. আল-ওয়াদিয়া পদ্ধতি, এক. আল-ওয়াদিয়া পদ্ধতির ধারণা, দুই. আল-ওয়াদিয়ার শর'ঈ নীতিমালা, খ. আল-আমানাহ পদ্ধতি, এক. আল-আমানাহর ধারণা, দুই. আল-আমানাহর শর'ঈ নীতিমালা, গ. মুদারাবা পদ্ধতি, এক. মুদারাবা পদ্ধতির ধারণা, দুই. মুদারাবার শর'ঈ নীতিমালা, তিন. ইসলামী ব্যাংকের মুদারাবা জমা গ্রহণের নীতি, চার. মুদারাবা নীতিতে ইসলামী ব্যাংকের মুনাফা বণ্টন পদ্ধতি, ২. ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি, ক. বিনিয়োগ পদ্ধতির ধারণা, খ. ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতিমালা, গ. ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ, ঘ. ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতির শ্রেণিবিভাগ, ১. শিরকাত বা অংশীদারি পদ্ধতি, ক. মুদারাবা বিনিয়োগ, এক. মুদারাবা বিনিয়োগ-এর ধারণা, দুই. ইসলামী ব্যাংকিং বিনিয়োগে মুদারাবার বৈশিষ্ট্য, খ. মুশারাকা বিনিয়োগ, এক. মুশারাকা বিনিয়োগ-এর পরিচয়, দুই. ব্যাংকিং কারবারে মুশারাকার বৈশিষ্ট্য, তিন. মুশারাকা চুক্তিতে লাভ-লোকসান বণ্টন সংশ্লিষ্ট শর'ঈ দিকসমূহ, ২. ইজারা বিনিয়োগ পদ্ধতি, ক. ইজারা বিনিয়োগের ধারণা, খ. ইজারা বিল বাই' তাহুতা শিরকাতিল মিল্ক (মালিকানায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিক্রয়ের শর্তে ভাড়া, প্রদান) বা হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক (HPSM), ১. ইজারা, ২. বিক্রি, ৩. শিরকাতুল মিল্ক বা মালিকানায় শরীকানা, গ. হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক-এর বৈশিষ্ট্য, ৩. ক্রয়-বিক্রয় বিনিয়োগ পদ্ধতি, ক. বাই' মুয়াজ্জাল বিনিয়োগ, এক. বাই' মুয়াজ্জাল এর পরিচয়, দুই. বাই' মুয়াজ্জালের শর্তাবলী, তিন. বাই' মুয়াজ্জালের বৈশিষ্ট্য, খ. বাই' মুরাবাহা বিনিয়োগ, এক. বাই' মুরাবাহার পরিচয়, দুই. বাই' মুরাবাহার শর্তাবলী, তিন. ইসলামী ব্যাংকে অনুশীলিত মুরাবাহা : মুরাবাহা লিল আমিরি বিশ'শিরা, চার. গ্রাহক কর্তৃক মালামালের মূল্য পরিশোধ করা, পাঁচ. নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মূল্য পরিশোধ ও শরী'আহর দৃষ্টিতে রেয়াত, ছয়. বিলম্বে মূল্য পরিশোধ ও ক্ষতিপূরণ আরোপ প্রসঙ্গ, গ. বাই' সালাম বিনিয়োগ, এক. বাই' সালামের সংজ্ঞা, দুই. বাই' সালামের শর্তাবলী, ক. পণ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী, খ. মূল্যের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী, গ. অন্যান্য শর্ত, তিন. বাই' সালামের ক'টি শর'ঈ দিক, ঘ. বাই' ইসতিসনা' বিনিয়োগ, এক. বাই' ইসতিসনা'-এর পরিচয়, দুই. বাই' ইসতিসনা'-এর বৈশিষ্ট্য, ৩. বাই' ইসতিজরার, এক. বাই' ইসতিজরার এর সংজ্ঞা, ৪. সুকূক বা ইসলামী বন্ড, এক. সুকূক বা ইসলামী বন্ড এর পরিচয়, দুই. শরী'আহর দৃষ্টিতে ইসলামী সুকূকের বৈধতা, তিন. ইসলামী সুকূকের বৈশিষ্ট্যসমূহ, চার. ইসলামী সুকূক-এর প্রকারভেদ, ৫. অন্যান্য ব্যাংকিং কার্যক্রম, ক. রেমিট্যান্স কার্যক্রম, খ. ব্যাংক গ্যারান্টি, গ. বিল বাটাকরণ, ঘ. বৈদেশিক মুদা বেচা-কেনা, ৪.৩ ইসলামী অর্থব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব, ৪.৩.১ ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মাকাসিদ আশ্-শরী'আহর বাস্তবায়ন, ৪.৩.২ সুদের বিলোপ, ৪.৩.৩ অংশীদারিত্ব ব্যাংকিং পদ্ধতির প্রবর্তক, ৪.৩.৪ করযে হাসানার প্রবর্তন, ৪.৩.৫ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ৪.৩.৬ যুগপৎ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জন, ৪.৩.৭ হিফয আল-মাল বা সম্পদ সংরক্ষণ পদ্ধতি, ৪.৩.৮ সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণের প্রতি উৎসাহ প্রদান, ৪.৩.৯ সঞ্চয়লনের মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণের নির্দেশ, ৪.৩.১০ সম্পদ অর্জন ও এর উন্নয়নের মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ, ৪.৩.১১ অর্থনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, ৪.৩.১২ ঋণের বাজার বিলুপ্তিসাধন, ৪.৩.১৩ মূলধনের ব্যয় শূন্য হয়, ৪.৩.১৪ সঞ্চয় ও পুঁজিগঠনের গতি বৃদ্ধি পায়, ৪.৩.১৫ বিনিয়োগ বরাদ্দ দক্ষতাপূর্ণ হয়, ৪.৩.১৬ ঝুঁকিবহুল বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং বিনিয়োগ, উৎপাদন ও মুনাফা বেশি হয়, ৪.৩.১৭ বিনিয়োজিত পুঁজি আদায় সহজতর হয় ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা হ্রাস পায়

চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, কর্মকৌশল ও শ্রেষ্ঠত্ব

পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামী অর্থব্যবস্থার রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি। যার ফলে ইসলামী অর্থব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব আলাদাভাবে ফুটে ওঠে। ইসলামী অর্থব্যবস্থা ইসলামী অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। কেননা ইসলামী শারী'আহ তথা কুরআন-সুন্নাহর আইনের ওপর ভিত্তি করে এ অর্থব্যবস্থার জন্ম। ইসলামী অর্থব্যবস্থা সুদভিত্তিক আধুনিক জ্ঞানের দৈন্যতা ও মানব মস্তিষ্ক প্রসূত অর্থব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে সমসাময়িক বিশ্বে অপ্রতিরোধ্য গতিতে সাফল্য রচনায় সক্ষম একটি ঐশী অর্থব্যবস্থার নাম। যেখানে সুদকে উপজীব্য করেই প্রচলিত অর্থব্যবস্থার উদ্ভব। পক্ষান্তরে, সেখানে সুদকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে ইসলামী শরী'আহ অনুমোদিত পন্থায় আর্থিকব্যবস্থা পরিচালনা করা হলো ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূল কথা।^{২৪১}

ইসলামী অর্থব্যবস্থা ইসলামী শরী'আহ মোতাবেক পরিচালিত একটি আর্থিক ব্যবস্থার নাম। এ অর্থব্যবস্থা তাওহীদ, রিসালাত, খিলাফাত, 'আদালাত ও আখিরাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে এর রয়েছে নৈতিক মানদণ্ড। ইসলামী অর্থব্যবস্থার সূত্র ও তত্ত্বসমূহ সর্বদাই নৈতিকতার সাথে জড়িত। নৈতিকতার বিরোধী কোন নীতি বা সূত্রের ইসলামী অর্থব্যবস্থায় স্থান নেই। এ অর্থব্যবস্থা শুধুমাত্র জড়বাদী না হওয়াতে এর রয়েছে রূহানী চেতনা। ইসলামী অর্থব্যবস্থা জনগণের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সাধনের পথ নির্দেশ করে। এজন্যই বর্তমান বিশ্বে ইসলামী অর্থব্যবস্থা একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় আর্থিক ব্যবস্থার নাম। আর ইসলামী অর্থব্যবস্থা ঐশী প্রদত্ত বলে এ ব্যবস্থা মানবীয় চিন্তার অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত। তাই প্রচলিত অর্থব্যবস্থা ও ইসলামী অর্থব্যবস্থার মধ্যে বেশ কিছু নীতিগত পার্থক্য রয়েছে। সে কারণে ইসলামী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।^{২৪২}

৪.১ ইসলামী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ

মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক বিষয়গুলো ইসলামী অর্থনীতির প্রতিপাদ্য বিষয়। এ অর্থব্যবস্থায় জাগতিক সম্পদ উৎপাদন, বণ্টন ও ব্যবস্থাপনা কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনার আলোকে পরিচালিত হয়। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ এবং মানুষ কেবল ট্রাস্টি মাত্র। এটি হলো সুদমুক্ত ও যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা। সম্পদ উপার্জনে এর রয়েছে হালাল-হারামের সীমারেখা। এ অর্থব্যবস্থায় কল্যাণ বলতে শুধু অর্থের মাপকাঠিতে বৈষয়িক ও ব্যক্তিগত কল্যাণকে বুঝায় না। বরং মানুষের ব্যক্তিগত, সামষ্টিক, ইহকালীন ও পরকালীন সামগ্রিক কল্যাণকে বুঝায়।^{২৪৩}

৪.১.১ ইসলামী শারী'আহর নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত

ইসলামী অর্থব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এ অর্থব্যবস্থা ইসলামী শরী'আহর নীতিমালা অনুসারে পরিচালিত হয়।^{২৪৪} আর তাই ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংক হলো ইসলামী শারী'আহর নীতিমালার আলোকে পরিচালিত একটি কল্যাণমুখী আর্থিক প্রতিষ্ঠান।^{২৪৫} কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা সাব্যস্ত শর'ঈ নীতিমালার যা কিছু নেতিবাচক তা ইসলামী অর্থব্যবস্থায় পরিহার করা হয়েছে। অনুরূপভাবে শরী'আহর সীমার মধ্যে বেশ কিছু কাজকে বৈধ বা হালাল বলেও অনুমোদন দেয়া হয়েছে। পৃথিবীর অন্য কোন অর্থনীতিতে এ ধরনের বৈধ-অবৈধ বা হালাল-হারামের বিধান নেই।^{২৪৬} আমানত সংগ্রহ, বিনিয়োগ ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ব্যাংক এ নীতি অনুসরণ করে। তাই শারী'আহর আইন-কানুন ভঙ্গ করার কোন উপায় নেই ইসলামী ব্যাংকের। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো ইসলামী অর্থব্যবস্থার অংশ হিসেবে ইসলামী ব্যাংকিং। সুতরাং তাঁরই প্রেরিত বিধান অনুযায়ী এ ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালিত হবে।^{২৪৭}

^{২৪১} শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫-২৯৭।

^{২৪২} প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৮।

^{২৪৩} শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী ব্যাংকিং: বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯ খৃ.), পৃ. ৯-১০; M. Mansoor Khan and M. Ishaq Bhatti, Developments in Islamic Banking : The Case of Pakistan, (Hampshire: PALGRAVE MACMILLAN, 2008), P. 16.

^{২৪৪} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, (ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকিং অব বাংলাদেশ, ২০০৮ খৃ.), পৃ. ৮৪; ড. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা : তত্ত্ব ও প্রয়োগ, (ঢাকা: চয়নিকা, ২০১০ খৃ.), পৃ. ৩৬৭।

^{২৪৫} মো: আবু তাহের, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৯।

^{২৪৬} শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

^{২৪৭} Abdur Raquib, Principle & Practice of Islamic Banking, (Dhaka: Panam Press Ltd., 2007), p. 71.

৪.১.২ সকল সম্পদের মালিক একমাত্র আল্লাহ

ইসলাম সম্পত্তির ব্যক্তিগত বা জাতিগত মালিকানা স্বীকার করে না। আল-কুরআনের আয়াত থেকে আল্লাহর মালিকানা সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়।^{২৪৮} কোন বিতর্ক না তুলে বলা যায় আল্লাহর মালিকানার গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী। সম্পদের মালিক আল্লাহ। কিন্তু তিনি এ সম্পদ তাঁর নিজের ভোগের জন্য সৃষ্টি করেন নি। বিশ্বের সমুদয় সম্পদ সমস্ত সৃষ্টি জীবের জন্য। এ সম্পদে সকল প্রাণীর অধিকার রয়েছে। ইসলামী অর্থনীতিতে শুধু মানুষ নয়; প্রতিটি প্রাণীর সঙ্গত দাবি স্বীকৃত। তবে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষের অগ্রাধিকার থাকবে। অধিকন্তু অন্য সকল জীব সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষেরই কল্যাণের জন্য। মানুষ সম্পদের মালিক নয়, ব্যবহারকারী মাত্র, এই নীতির ভিত্তিতে ইসলাম নির্ধারিত সীমারেখার আলোকে মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ বিশ্লেষণ করে ইসলামী অর্থনীতি।^{২৪৯} ইসলামী দৃষ্টিতে সম্পদের যিনি স্রষ্টা তিনিই সম্পদের মালিক। মানুষ কোন সম্পদ সৃষ্টিও করতে পারে না এবং তার মালিকও হতে পারে না। সব সম্পদ আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। তিনিই পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এজন্য তিনিই এর মালিক।^{২৫০} মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণকারী।'^{২৫১} মানুষ হলো আল্লাহর প্রতিনিধি। প্রতিনিধি কখনও মালিকের সম্পত্তির মালিক হতে পারে না। সে শুধু সম্পদের ব্যবহারকারী ও আমানতদার হতে পারে মাত্র। অতএব উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী ব্যক্তির সম্পত্তি, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি বা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি যাই হোক না কেন সবই ভোগ করতে পারে। আর তা শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে। সম্পত্তি ভোগ করার অধিকারও আল্লাহ প্রদত্ত। তাই মানুষ আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর আদেশ ও অনুমোদনে সম্পদ ভোগ করতে পারে। কিভাবে সম্পদ ভোগ করতে পারা যার তা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ এ বিবৃত আছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বস্তু ভোগ কর এবং এতে সীমালংঘন কর না।'^{২৫২}

৪.১.৩ রিবা বা সুদের পূর্ণ বিলুপ্তি

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সুদ ও সুদভিত্তিক সমকারবার ও লেনদেন আল কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী চিরকালের জন্যে হারাম বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।^{২৫৩} অবশ্য তার পূর্বে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সকল ঐশী গ্রন্থেই সুদ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। আর আল্লাহর নাযিলকৃত সকল গ্রন্থই (দীনই) হচ্ছে মূলত ইসলাম। অর্থাৎ ইসলামই হচ্ছে দুনিয়ায় মানুষের জন্য আদি এবং একমাত্র জীবন বিধান; আর এই ইসলামেই সুদ নিষিদ্ধ।^{২৫৪} বস্তুতঃ আজকের দুনিয়ায় সুদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া যত ব্যাপক ও প্রকট হয়ে ওঠেছে, অতীতে কখনও তা হয়নি। পূর্বকালে সুদী ভোগ্য ঋণ লেনদেন হতো ব্যক্তি পর্যায়ে, আর এর কুফল সীমিত থাকতো ঋণগ্রহীতা পর্যন্ত। কিন্তু আধুনিককালের সুদী ঋণ ব্যবস্থা যেমন ব্যাপক এর কুফল, জুলুম ও বেইনসাফীও তেমনি বিস্তৃত। এ ঋণের কুফল ছড়িয়ে পড়ে গোটা অর্থনীতিতে, বিপর্যস্ত করে দেয় সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে।^{২৫৫} ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সুদের ভিত্তিতে কোন প্রকার লেনদেন করার সুযোগ নেই। সুদ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চলাই ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।^{২৫৬} সুদকে আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন।^{২৫৭} পবিত্র কুরআনে হারাম ঘোষিত ঘৃণ্য ও সমাজ বিনাশী সুদের অনুপ্রবেশ ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ঘটতে পারে না।^{২৫৮} সে জন্য ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় সুদী কারবার যেমনি নেই, তেমনি অন্যকেও এ কারবার থেকে বিরত থাকতে সহায়তা করে।^{২৫৯} সুদের ব্যাপক প্রচলন সমাজকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা অনুভব করায় ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা সমাজকে সমৃদ্ধ ও নির্দোষ করার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। সুদের পূর্ণ বিলুপ্তি করণের নিমিত্তে ইসলামী ব্যাংকের সকল কর্মনীতি নির্ধারিত হয়ে থাকে।^{২৬০}

^{২৪৮} আল-কুরআন, ১৪:২, ৭:১২৮, ২:২৮৪।

^{২৪৯} এ. এ. এম. হাবীবুর রহমান, ইসলামী ব্যাংকিং, (ঢাকা: হেলেনা পারভীন, ২০০৮ খৃ.), পৃ. ৩৮।

^{২৫০} আল-কুরআন, ৪২:৫৩, ৬২:১ এবং ৩৯:৪৩।

^{২৫১} আল-কুরআন, ২:৩০।

^{২৫২} আল-কুরআন, ৭:১৬০, ৪০:১৩, ১০:৩১, ২৭:৬৪, ১৬:১১৪, ৪৩:৩২, ১৫:২০ এবং ৭:১০।

^{২৫৩} অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা, (ঢাকা: ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ২০১৩ খৃ.), পৃ. ১৫১।

^{২৫৪} অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, সুদ সমাজ অর্থনীতি, (ঢাকা: ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ২০১২ খৃ.), পৃ. ২৫।

^{২৫৫} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাণ্ডজ, পৃ. ৮৪; ড. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা: তত্ত্ব ও প্রয়োগ, (ঢাকা: চয়নিকা, ২০১০ খৃ.), পৃ. ৩৬৭।

^{২৫৬} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাণ্ডজ, পৃ. ৮৪।

^{২৫৭} আল-কুরআন, ২:২৭৫ ও ২৭৬। (যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াতে যাকে শয়তান স্পর্শ করার দ্বারা পাগল করে দিয়েছে। তা এজন্য যে তারা বলে বেচাকেনা তো সুদের মত। অথচ আল্লাহ বেচাকেনাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং যে বিরত রয়েছে। তবে অতীতে যা হয়েছে তাতো তারই এবং তার ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারা জাহান্নামবাসী, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ সুদকে নিষিদ্ধ করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে পছন্দ করেন না)।

^{২৫৮} শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি, প্রাণ্ডজ, পৃ. ১০।

^{২৫৯} ড. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, প্রাণ্ডজ, পৃ. ৩৭২।

^{২৬০} Abdur Raquib, *Ibid*, p. 50.

সুদের ভিত্তিতে মূলধন নিয়ে যারা কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলে, তারা সুদ নিজেদের মূলধন বা মুনাফার অংশ থেকে দেয় না, তারা সেটা পণ্যের মূল্যের ওপর চাপিয়ে দেয়। ফলে এই সুদ কার্যত ব্যবহারকারী বা ভোক্তাদেরই দিতে বাধ্য করে। অন্যদিকে, সরকার যখন উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কাজে সুদের ভিত্তিতে ঋণ দেয় কিংবা গ্রহণ করে, তখনও সুদ দেওয়ার কাজটি শেষ পর্যন্ত জনগণের ওপরেই বর্তায় এবং পরিণামে তাদেরকেই সর্বস্বান্ত হতে হয়।^{২৬১} তাই সমাজ হতে দুর্নীতির অবসান ও জুলুমতন্ত্রের বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কাজ হলো সুদের উচ্ছেদ করা।^{২৬২} ইসলামী অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থায় যাবতীয় অসৎ কাজের মধ্যে সুদকে সবচেয়ে পাপের জিনিস বলে গণ্য করা হয়েছে। সুদের মতো সমাজবিধ্বংসী অর্থনৈতিক হাতিয়ার আর দুটি নেই।^{২৬৩} অর্থনীতির জন্য সবচেয়ে ঘৃণিত ও ক্ষতিকর বিষয় হলো সুদ। বহুখুশী কুফল আনয়নকারী সুদ মানবতার অর্থনৈতিক কল্যাণ বিধ্বংসী নিন্দনীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বিশ্বব্যাপী সুদের আগ্রাসী ছোবল মানবজাতিকে কেবল অর্থনৈতিকভাবেই ক্ষতি করছে না; বরং তাদের ঈমানের জন্যও এটা মারাত্মক হুমকি।^{২৬৪}

সুদ সমাজ শোষণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। একদল লোক বিনাশ্রমে অন্যের উপার্জনে ভাগ বসায় সুদের সাহায্যেই। ঋণগ্রহীতা যে কারণে টাকা ঋণ নেয়, সে কাজে তার লাভ হোক বা না হোক সুদের অর্থ তাকে শোধ করতেই হবে। এর ফলে বহু সময়ে ঋণগ্রহীতাকে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পদ বিক্রি করে হলেও সুদসহ আসল টাকা পরিশোধ করতে হয়।^{২৬৫} সুদের কারণে দরিদ্র আরও দরিদ্র এবং ধনী আরও ধনী হয়। দরিদ্র অভাবগ্রস্ত মানুষ সাহায্যের কোন দরজা খোলা না পেয়ে, উপায়সূত্র না দেখে চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। সে ঋণ উৎপাদন ও অনুৎপাদন দু'রকম কাজেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষ করে অনুৎপাদিত কাজে ঋণের অর্থ ব্যবহারের ফলে তার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতাই লোপ পায়। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজে করযে হাসানার কোন সুযোগ না থাকায় অনুৎপাদিত খাতে তো দূরের কথা, উৎপাদন খাতেও বিনা সুদে ঋণ মেলে না। ফলে ঋণগ্রহীতা তার শেষ সম্বল যা থাকে তাই বিক্রি করে ঋণের বোঝা পরিশোধ করে থাকে। এই বাড়তি অর্থ পেয়ে সুদী মহাজন আরও ধনী হয়। একই সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকে সামাজিক শ্রেণি বৈষম্য।^{২৬৬}

সুদবিহীন ইসলামী অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী উৎপাদন খরচের ওপর পরিবহন খরচ, শুল্ক (যদি থাকে) এবং স্বাভাবিক মুনাফা যোগ করে পণ্যসামগ্রীর বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে দ্রব্যের এই স্বাভাবিক মূল্যের ওপর উপর্যুপরি সুদ যোগ করে দেয়া হয়। দ্রব্য বিশেষের ওপর তিন থেকে চারবার পর্যন্ত ক্ষেত্র বিশেষে তারও বেশি সুদ যোগ হয়। ফলে সুদী অর্থব্যবস্থায় দ্রব্যমূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি পায়।^{২৬৭} তাই সুদী অর্থব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে বিনিয়োগের জন্যে যেমন অর্থের অব্যাহত চাহিদা থাকবে তেমনি সঞ্চয়ের সদ্যবহার হবে। ফলে নতুন নতুন কল-কারখানা স্থাপন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের মাধ্যমে অধিক উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও সম্পদের পূর্ণবন্টন ঘটবে এবং প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। একচেটিয়া কারবার হ্রাস পাবে। অতি মুনাফার সুযোগ ও অস্বাভাবিক বিনিয়োগ প্রবণতা দূর হবে। ফলে সমাজ ব্যবস্থা সুদের জাল থেকে মুক্তি পাবে। এসব উদ্দেশ্য সাধন ও সবধরনের শোষণের পথ বন্ধ করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই ইসলামে সুদকে চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।^{২৬৮}

৪.১.৪ অর্থনীতিতে 'আদল ও ইহসান প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক সাম্য নিশ্চিত করণ

'আদল বা ন্যায়বিচার এবং ইহসান বা কল্যাণ'^{২৬৯} প্রতিষ্ঠা ইসলামের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিধান।^{২৭০} ইসলামী অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তা সমভাবে প্রযোজ্য। পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র বা অন্য কোনো ইজমের অর্থনীতিতে সুবিচারের এ প্রসঙ্গটি একেবারেই

- ^{২৬১} সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *তফসীর ফী যিলালিল কুরআন*, সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *তফসীর ফী যিলালিল কুরআন*, (লন্ডন: আল কুরআন একাডেমী, ২০০১), খ. ২, পৃ. ৭২।
- ^{২৬২} শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪।
- ^{২৬৩} শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *অর্থনীতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দশ দফা*, (রিয়াদ: ইসলামহাউজ.কম, ২০০৯ খৃ.), পৃ. ৭।
- ^{২৬৪} ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *আস-সহিহ*, অধ্যায়: মুহাক্কাত, পরিচ্ছেদ: বাবু লা'নি আ-কিলির রিবা ওয়া মুওকিলিহ, (বেরুত: দারু এহইয়াউত তুরাস আল-আরাবী, তা.বি.), খ. ৩, হাদিস নং ১৫৯৮, পৃ. ১২১৯। [যরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) সুদদাতা, সুদগ্রহীতা, তার লিখক ও সাক্ষ্যদায়ের ওপর অভিসম্পাত করেছেন। তিনি বলেছেন, (পাপের দিক থেকে) তারা সকলেই সমান।]
- ^{২৬৫} শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *অর্থনীতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দশ দফা, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭।
- ^{২৬৬} *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮।
- ^{২৬৭} *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮।
- ^{২৬৮} *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮।
- ^{২৬৯} আল-কুরআন, ৪:১৩৫, ৫৮, ২৯ ও ৩৬; ৫:৫৮, ৪৫, ৪৭, ৮ ও ২; ৮:৫৮, ৭৪:৪৩-৪৪, ৯৩:৯-১০, ১০৭:২-৩, ৭; ৬৯:৩৩-৩৪ ৯০:১২-১৬ ও ৬:১০৮।
- ^{২৭০} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯।

অনুপস্থিত। বরং সেখানে মানুষের ফিতরাত বিরোধী নীতিই কার্যকর রয়েছে।^{২৭১} অর্থনীতির ক্ষেত্রে ‘আদল বা ন্যায়বিচার ও ইহসান বা কল্যাণের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। ইসলামী শারী‘আহর অনুশাসন না থাকলে ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা লেনদেনে ন্যায়নীতি ও ইনসাফ পরিপূর্ণ মাত্রায় আশা করা যায় না। ‘আদল ও ইনসাফ না থাকার কারণেই প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা মানুষকে নানাভাবে শোষণ করার সুযোগ পায়। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা এসব থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো লেনদেন তথা কার্যক্রমের সকল স্তরে ‘আদল বা ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা।^{২৭২} কিন্তু প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও ইনসাফের অভাবে মানুষ অন্যায়া ও জুলুমের শিকার হয়ে অধিকার বঞ্চিত হচ্ছে। এ অর্থব্যবস্থায় যে কোন উপায় অবলম্বন করে মানুষ সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতা লিপ্ত হয়। ন্যায়নীতির তোয়াক্কা না করে শুধুমাত্র ব্যক্তি ইচ্ছাকেই এখানে প্রাধান্য দেয়া হয়। কিন্তু ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ভোগের প্রাচুর্য এবং অর্থনৈতিক অন্যায়া ও জুলুম পরিহার করতে কঠোর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ইসলামে ভোগ অভ্যাসে সহজ-সরল ধারা অবলম্বনের জন্য দৃঢ়ভাবে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় স্ব স্ব শ্রম ও মেধার মাধ্যমে ন্যায়নীতি ও সততার সাথে আয় উপার্জন করতে বলা হয়েছে। এ অর্থব্যবস্থা ইসলামী শারী‘আহ মোতাবেক পরিচালিত হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনীতিতে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা তার অন্যতম লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহের একটি।^{২৭৩} প্রচলিত অর্থব্যবস্থা তথা ব্যাংকব্যবস্থায় আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচারের বিষয়টি উদ্বেগজনকভাবে উপেক্ষিত। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অন্যতম হলো আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।^{২৭৪} অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের অভাবে কেউ কেউ চরম ক্ষতির মধ্যে পড়ে। আবার কেউ কেউ অবৈধ উপায়ে লাভবান হয়। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় এ ধরনের অবিচার ও অন্যায়েকে কোনোভাবে প্রশয় ও সুযোগ দেয়া হয় না। ভারসাম্যপূর্ণ ও ইনসাফভিত্তিক ন্যায়বিচার উপহার দেয় ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা। এটি ইসলামের নৈতিক দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।^{২৭৫} তাই অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে পূর্ণ কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বাঞ্ছিত হার অর্জন করা ও আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার কায়েম এবং সম্পদের সুখম বন্টন নিশ্চিত করার প্রতি ইসলামী অর্থব্যবস্থায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।^{২৭৬}

৪.১.৫ লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে পরিচালনা

ইসলামী ব্যাংকিং-এর সাফল্যের পূর্বশর্ত হলো ইসলামী ব্যবসা পদ্ধতি। এগুলো হলো : মুদারাবা, মুরাবাহা, মুশারাকা, মুয়াজ্জাল ও সালাম ইত্যাদি।^{২৭৭} ইসলামী অর্থব্যবস্থা একতরফা বাণিজ্যের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ থেকে মুক্ত। এ অর্থব্যবস্থায় ব্যবসা পরিচালনা করে লাভ-লোকসান তথা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে।^{২৭৮} এতে কোন পক্ষেরই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনামূলক লেনদেনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুদী কারবারে কোন না কোন পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অপর পক্ষ বেশি লাভবান হয়। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ মুনাফা বন্টন নীতি অনুসরণ করে। ব্যবসায় লাভ-লোকসান দুটোই হতে পারে। এ ঝুঁকি আছে বলেই ব্যবসাকে হালাল করা হয়েছে। সুতরাং ব্যবসায় অংশীদারদের লাভ-লোকসান দুটোই বহন করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এ ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায্যনুগ কাঁজটির পরিপালন ইসলামী অর্থব্যবস্থায় একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবেই মূল্যায়ন করা হয়। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার অন্যতম মডেল হলো কল্যাণকর ব্যবসায় খাতে লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্ব মেনে নিয়ে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া। লাভ-ঝুঁকির অংশীদারিত্ব মেনে নিয়ে ব্যবসায় করার জন্য স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা মানবজাতিকে উৎসাহ প্রদান করেছেন। হাদিসে কুদসিতে তিনি বলেন:

قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما-

অর্থাৎ, ‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন, দুইজন অংশীদারের (অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কোন ব্যবসা করলে তাদের) মধ্যে আমি তৃতীয়জন হিসেবে ততক্ষণ অবস্থান করি যতক্ষণ তারা একে অন্যের প্রতি কোনরূপ খিয়ানত না করে। তাদের মধ্যে কেউ তার সঙ্গীর সাথে খিয়ানত করলে আমি তাদের মধ্য থেকে বের হয়ে যাই।^{২৭৯} আল্লাহর দেয়া এ মডেল অনুযায়ী ব্যবসায় করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে অফুরন্ত রহমত ও বরকত আসবে।^{২৮০} আর এজন্য ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ব্যবসায় লাভ-লোকসান যাই হোক না কেন তা পূর্ব নির্ধারিত শর্ত অনুসারে উভয় পক্ষ ভাগাভাগি করে নেয়।^{২৮১}

২৭১ শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, অর্থনীতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দশ দফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

২৭২ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

২৭৩ Abdur Raquib, *Principle & Practice of Islamic Banking*, Ibid, p. 71।

২৭৪ শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী ব্যাংকিং: বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

২৭৫ অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০ ও ২৩৫-২৩৬।

২৭৬ আল-কুরআন, ৩:৯২; ড. এম. উমর চাপড়া, ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যাংক ব্যবস্থা ও মুদারাবা রূপরেখা, অনু: অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, (ঢাকা: ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ২০০৯ খৃ), পৃ. ২।

২৭৭ এ. জেড. এম. শামসুল আলম, ইসলামী ব্যাংকিং, (ঢাকা: মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ১৯৯৯ খৃ./১৪২০ হি./১৪০৬ ব.), পৃ. ১৬।

২৭৮ ড. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা: তত্ত্ব ও প্রয়োগ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫।

২৭৯ আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ‘আছ, সুন্নাহ, অধ্যায়: কিতাবুল বুয়ু, পরিচ্ছেদ: বাবু ফিশ শিরকাহ, (বৈরুত: মাকতাবাতুল আসরিয়াহ, তা.বি.), খ. ৩, হাদিস নং ৩৩৮৩, পৃ. ২৫৬।

২৮০ ড. মুহাম্মদ ওমর ফয়সল, ইসলামী অর্থব্যবস্থাপনার নৈতিক ভিত্তি, বাংলারমুখ.কম, এক্সেস: ১৯ এপ্রিল ২০১২।

২৮১ শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী ব্যাংকিং: বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

৪.১.৬ ব্যবসা-বাণিজ্যে নীতি-নৈতিকতা ও হালাল-হারামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামী শরী'আহতে ব্যবহারিক জীবনে কিছু কাজকে হালাল বা বৈধ এবং কিছু কাজকে হারাম বা অবৈধ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।^{২৮২} উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টনের ক্ষেত্রেও শরী'আহর এ বিধান প্রযোজ্য।^{২৮৩} হারাম পদ্ধতিতে একটি পয়সাও উপার্জন করার অধিকার ইসলাম দেয়নি। ইসলাম-পূর্ব যুগে তো দূরের কথা, বর্তমান সভ্যযুগেও অন্যান্য মতাদর্শ বা ইজমভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপার্জন, ভোগ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে এই বৈধতা বা হালাল-হারামের পার্থক্য নেই। সেখানে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে অর্থাৎ লাইসেন্স করে নিলে সব ধরনের উপার্জনের পন্থাই বৈধ। সরকারকে ধার্যকৃত কর ফি বা শুল্ক দিলেই যেকোন পরিমাণ আয়েই তার বৈধ মালিকানা স্বীকৃত হয়।^{২৮৪} ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগ শুধুমাত্র শরী'আহ অনুমোদিত খাতে ও শরী'আহসম্মত পদ্ধতিতে হতে হবে। এ ব্যবস্থায় বিনিয়োগের খাত ইসলামী শরী'আহ অনুমোদিত কি-না তা বিশেষভাবে বিচার করে। সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগের আর্থ-সামাজিক প্রভাব বা সামাজিক লাভ-ক্ষতিও বিবেচনা করা হয়। সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী মদ বা মাদকদ্রব্যের উৎপাদন ও বিপণন, চরিত্র বিধ্বংসী উপকরণ, তামাক ও সিগারেটের মতো জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর সামগ্রী উৎপাদন ও বিপণনে ইসলামী ব্যাংক সহায়তা করে না। মজুতদারী ও মুনাফাখোরীর সুযোগ সৃষ্টিকারী কাজেও ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ করে না। সর্বসাধারণের ক্ষতি করে ব্যক্তিবিশেষের সৌভাগ্য গড়ার কাজে বিনিয়োগ ইসলামী ব্যাংক সমর্থন করে না, পৃষ্ঠপোষকতার উর্ধ্বে থাকে।^{২৮৫} ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগনীতিতে ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রাধিকার খাত নিরূপণ করা হয়। এখানে বিলাস সামগ্রীর তুলনায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীতে বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। সম্পদ শুধু স্বল্পসংখ্যক মানুষের মাঝে যাতে আবর্তিত না হয় তা নিশ্চিত করা ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার অন্যতম নীতি। সুদভিত্তিক ব্যাংকের ঋণ ও আগাম প্রদানসহ সার্বিক কার্যক্রমে 'বেশি সুদ বেশি লাভ' এবং 'সমষ্টির সম্পদ মুষ্টিমেয়র পকেটস্থ করা'র কৌশল মুখ্য ভূমিকা পালন করে।^{২৮৬} আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে অর্থ উপার্জনের নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলোকে হারাম গণ্য করা হয়েছে : ০ সুদ খাওয়া,^{২৮৭} ০ উৎকোচ,^{২৮৮} ০ ব্যক্তি সমষ্টি নির্বিশেষে সবার সম্পদ আত্মসাৎ,^{২৮৯} ০ চুরি,^{২৯০} ০ ইয়াতিমের অর্থ অন্যায়ভাবে তসরুফ,^{২৯১} ০ ওজনে কম দেয়া,^{২৯২} ০ চারিত্রিক নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী উপকরণসমূহের ব্যবসায়,^{২৯৩} ০ বেশ্যাবৃত্তি ও দেহ বিক্রয়লব্ধ অর্থ,^{২৯৪} ০ মদ উৎপাদন, পরিবহন ও মদের ব্যবসায়,^{২৯৫} ০ জুয়া,^{২৯৬} ০ মূর্তিগড়া, মূর্তি বিক্রয় ও মূর্তি উপাসনালয়ের সেবা,^{২৯৭} এবং ভাগ্য গণনা ও জ্যোতিষীর ব্যবসায়।^{২৯৮}

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে কোন শেষসীমা বা বৈধ-অবৈধ'র প্রশ্ন নেই। এমন কি যেসব পন্থায় উৎপাদন সমাজের জন্যে ক্ষতিকর ও যেসব পন্থায় ভোগ সমাজের জন্যে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সেসবও সমাজ এবং অর্থনীতিতে অবাধে চলতে পারে। সমাজতন্ত্রের অবস্থাও প্রায় একই রকম। তফাৎ এই যে, সেখানে উপার্জন ও ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও অতিমাত্রায় সীমিত। তবে ভোগের ক্ষেত্রে পার্টির উর্ধতন কর্মকর্তাদের জন্যে এ সব নিয়ন্ত্রণ সব সময়েই শিথিলযোগ্য। ইসলামে এই দুই ধরনের নীতির কোনটিই সমর্থন করা হয় নি। যা বৈধ ও যে পরিমাণ বৈধ, তা সকলের জন্যেই সমভাবে বৈধ। অনুরূপভাবে যা নিষিদ্ধ তা সকলের জন্যেই সমভাবে নিষিদ্ধ।^{২৯৯} অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান কায়ম এবং এ ক্ষেত্রে বিরাজমান সকল হারাম পথ, পন্থা ও পদ্ধতি থেকে মানবতাকে মুক্ত করাই হচ্ছে ইসলামী অর্থব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। এ লক্ষে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার বাস্তবায়ন ও অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন উপায়-উপকরণের ব্যবহার এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্থব্যবস্থার দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সমাধান এবং সমাজের উন্নয়ন সাধন করতে হবে।^{৩০০} বৈধ উপায়েও যে সম্পদ ও অর্থ অর্জিত হয় তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলামী

২৮২ অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪।

২৮৩ শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

২৮৪ শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, অর্থনীতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দশ দফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

২৮৫ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।

২৮৬ আল-কুরআন, ২:২৭৫-২৮০, ৩:১৩০-১৩১, ৪:১৬০-১৬১ ও ৩০:৩৯।

২৮৭ আল-কুরআন, ২:১৮৮।

২৮৮ আল-কুরআন, ২:২৮৩ ও ৩:১৬১।

২৯০ আল-কুরআন, ৫:৩৮।

২৯১ আল-কুরআন, ৪:১০।

২৯২ আল-কুরআন, ৮৩:৩।

২৯৩ আল-কুরআন, ২৪:১৯।

২৯৪ আল-কুরআন, ২৪:২ ও ৩৩।

২৯৫ আল-কুরআন, ৫:৯।

২৯৬ আল-কুরআন, ৫:৯০।

২৯৭ আল-কুরআন, ৫:৯০।

২৯৮ আল-কুরআন, ৫:৯০।

২৯৯ শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, অর্থনীতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দশ দফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

৩০০ অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।

অর্থব্যবস্থায় বিধি-বিধান আরোপ করা হয়েছে। ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে একেবারে স্বাধীন ও বাধা-বন্ধনহীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়নি। হালালভাবে প্রাপ্ত বা উপার্জিত সম্পদ মাত্র তিন উপায়েই ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়েছে : প্রথমতঃ বৈধ বা হালাল পন্থায় ভোগ, দ্বিতীয়তঃ লাভজনক প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায় বিনিয়োগ এবং তৃতীয়তঃ আল্লাহর পথে ব্যয়।^{৩০১} মানুষ হালাল অর্জন অর্থাৎ সংভাবে উপার্জিত অর্থ কেবলমাত্র বৈধ পন্থাতেই ব্যয় করতে পারবে। এমনকি ইসরাফ (অপচয়)^{৩০২} ও তাবযীর (অপব্যয়)^{৩০৩} তার জন্য নিষিদ্ধ। অপব্যয়কারীকে ইসলামে শয়তানের ভাই হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাই ইসলামী অর্থব্যবস্থায় কৃপণতা যেমন অনাকাঙ্ক্ষিত, অপব্যয়ও তেমনি অনভিপ্রেত। এ দুয়ের মধ্যবর্তী পথ তথা মিতব্যয়ীতাই হচ্ছে উত্তম পথ। এ ব্যাপারে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا অর্থাৎ, 'তারা'ই আল্লাহর নেক বান্দা যারা অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে না অপচয় ও বেহুদা খরচ করে, না কোনরূপ কৃপণতা করে। বরং তারা এ উভয় দিকের মাঝখানে মজবুত হয়ে চলে।'^{৩০৪}

৪.১.৭ ধন-সম্পদের ইনসাফভিত্তিক বণ্টন ও বিকেন্দ্রীকরণ

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সম্পদ সংরক্ষণের পদ্ধতি হলো একে আটক না রেখে এর স্বাভাবিক সঞ্চালন নিশ্চিত করা। সমাজের কতিপয় ব্যক্তির হাতে উৎপাদনের উপকরণসমূহের কেন্দ্রীভূত হওয়া ইসলামী শরী'আহর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে সম্পদ থাকার পরিবর্তে সুষম বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের সকলের হাতে সম্পদের আবর্তনই শরী'আহর উদ্দেশ্য।^{৩০৫} ইসলাম ব্যক্তির সম্পদে সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং এজন্য বিভিন্ন পদ্ধতির কথাও উল্লেখ করেছে। আল-কুরআনে নিকট আত্মীয়দের অধিকারের বর্ণনা রয়েছে। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হচ্ছে কোন ব্যক্তির উপার্জিত অর্থে তার নিজের ছাড়াও আত্মীয়-স্বজনদেরও হক রয়েছে।^{৩০৬} দেশের জনসাধারণের কর্মসংস্থান, উৎপাদন বৃদ্ধি, বিনিয়োগের সুযোগ এবং সেই সাথে কারো হাতে যেন সম্পদ পুঞ্জীভূত হতে না পারে সে জন্য ইসলামী অর্থব্যবস্থায় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।^{৩০৭} এজন্য সম্পদ উপার্জন, ব্যবহার ও বণ্টনের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ এসেছে।^{৩০৮} আল-কুরআনে বলা হয়েছে :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ অর্থাৎ, 'মহান আল্লাহ যা কিছু জনপদের মানুষদের কাছ থেকে নিয়ে তার রাসূলকে দিয়েছেন, তা হচ্ছে আল্লাহর জন্য, রাসূলের জন্য, রাসূলের আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকিন ও পথচারীদের জন্যে, (সম্পদ এমনভাবে বণ্টন করো) যেন তা কেবল তোমাদের বিভ্রাট লোকদের মাঝেই আবর্তিত না হয়।'^{৩০৯} আর এজন্যই ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগে বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করা হয়।

৪.১.৮ বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য ও উন্নয়ন তৎপরতায় সরাসরি অংশগ্রহণ

ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিনিয়োগ কার্যক্রম ও উদ্যোগে অংশগ্রহণ করা। প্রচলিত সুদী অর্থব্যবস্থায় অর্থ লগ্নি করার ক্ষেত্রে তা কোথায় ব্যবহৃত হবে সে বিষয়ে স্বাভাবিকভাবেই নিষ্ক্রিয় থাকে। যেহেতু নৈতিকভাবে হালাল-হারামের প্রশ্ন তাদের কাছে নেই। ফলে সমাজের জন্য ক্ষতিকর, অনাকাঙ্ক্ষিত ও চরিত্র বিধ্বংসী বিভিন্ন খাতে সে ঋণ ব্যবহার করা হয়। ইসলামী অর্থব্যবস্থা এ ধরনের সামাজিক বিপর্যয় প্রতিরোধ করতে চায়। আর তাই ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হালাল-হারামের বিষয়টি মাথায় রেখে সমাজের জন্য কল্যাণকর জাতীয় অর্থনীতির জন্য সহায়তামূলক বিনিয়োগ কার্যক্রমে অংশ নিয়ে থাকে। মুনাফার প্রতি খেয়াল রেখে সর্বাধিক লাভজনক বিনিয়োগ প্রকল্পে ইসলামী ব্যাংকের অর্থ লগ্নি করা হয়। সুদের হাত থেকে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিকে রক্ষা করতে ইসলামী ব্যাংকের এটি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দর্শন।^{৩১০} ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংক নীতিগতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে সরাসরি অংশ নিতে পারে। এতে ব্যবসায়ের যাবতীয় ঝুঁকি ব্যাংক ও গ্রাহকের মাঝে ভাগ হয়ে যায়। ইসলামী ব্যাংক তা দু'ভাবে নিশ্চিত করে থাকে : ক. প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ; এবং খ. লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্বের চুক্তিতে অংশগ্রহণ।^{৩১১} ইসলামী ব্যাংক তার নিজ তহবিল এবং জমাকারীদের অনুমতিক্রমে তাদের তহবিল হতে মূলধন নিয়ে নিজ উদ্যোগ ও মালিকানাধীনে শরী'আহ অনুমোদিত ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে থাকে। ব্যাংক

^{৩০১} শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, অর্থনীতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দশ দফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

^{৩০২} আল-কুরআন, ৬:১৪১, ৭:৩১ ও ২৫:৬৭।

^{৩০৩} আল-কুরআন, ১৭:২৭।

^{৩০৪} আল-কুরআন, ২৫:৬৭।

^{৩০৫} মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার, মাকাসিদ আশ শরী'আহ ও ইসলামের সৌন্দর্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯।

^{৩০৬} শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

^{৩০৭} প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

^{৩০৮} আল-কুরআন, ৪:২৯, ৫১:১৯ ও ৯:৩৪।

^{৩০৯} আল-কুরআন, ৫৯:৭।

^{৩১০} অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

^{৩১১} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

শুধুমাত্র জমাকারীর তহবিল ব্যবহার করেও বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে। সুদভিত্তিক ব্যবস্থায় ব্যাংক হলো মধ্যস্থত্বভোগী বা Financial Intermediary. তাই সরাসরি ব্যবসায় অংশগ্রহণের সুযোগ তার নেই।^{১১২} ইসলামী ব্যাংক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প, কল-কারখানা প্রভৃতি স্থাপনে পুঁজি বিনিয়োগ করে তাতে অংশীদার হতে পারে। ব্যাংক এক্ষেত্রে উদ্যোক্তার সাথে অংশীদারিত্ব অনুযায়ী আংশিক বা সম্পূর্ণ পুঁজি সরবরাহ করতে পারে। ব্যবসায় লাভ হলে তা চুক্তির শর্তে উল্লেখিত হারে বন্টন হয় এবং লোকসান হলে তা মূলধন অনুপাতে ব্যাংক ও গ্রাহক বহন করে। অর্থাৎ, লাভ হলে ব্যাংক পূর্বনির্ধারিত হার অনুযায়ী অংশ পায়। লোকসান হলে তা পুঁজির আনুপাতিক হারে ব্যাংক বহন করে। সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থায় অংশীদারি বিনিয়োগের সুযোগ নেই। তাই এসব কারবারের লাভ-লোকসান বা সাফল্য-ব্যর্থতার ব্যাপারে সুদী ব্যাংকের কোন দায়-দায়িত্বও নেই।^{১১৩}

৪.১.৯ প্রকৃত সম্পদের ওপর প্রতিষ্ঠিত অর্থায়ন

ইসলামী অর্থায়নের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য হলো ইহা প্রকৃত সম্পদের^{১১৪} ওপর প্রতিষ্ঠিত অর্থায়ন। অর্থায়ন বা অর্থসংস্থান এর প্রচলিত পুঁজিবাদী ধারণা হলো, ব্যাংক ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র অর্থ (ধাতব বা কাগজী মুদ্রা) বা অর্থের বিকল্প দলিল হিসেবে প্রতিনিধিত্বকারী কোন কাগজ বা Monetary papers (যেমন বন্ড) লেনদেন করে থাকে। এ কারণেই পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পণ্য দ্রব্যের ব্যবসা এবং ব্যবসার জন্য পণ্য গুদামজাত করার অনুমতি নেই। ইসলাম মুদ্রাকে ক্ষেত্র বিশেষ ব্যতীত ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে স্বীকার করে না। কেননা, মুদ্রার উপকার পৌঁছানোর মত নিজস্ব সত্ত্বাগত অভ্যন্তরীণ কোন ক্ষমতা নেই। বরং তা পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম মাত্র। এর প্রতিটি একক সেই একই মুদ্রার অন্য এককের শতকরা একশতভাগের সমান।^{১১৫} সুতরাং মুদ্রার এককসমূহের পারস্পরিক লেনদেনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের কোন অবকাশ নেই। মুনাফা ঐ ক্ষেত্রে অর্জন করা যেতে পারে, যে ক্ষেত্রে মুদ্রার বিনিময়ে এমন কিছু পণ্য সামগ্রী বেচাকেনা করা হবে, যার নিজস্ব এবং সত্ত্বাগত মূল্য রয়েছে। একই ধরনের মুদ্রা বা তার দলিল হিসেবে প্রতিনিধিত্বকারী কোন কাগজ এর লেনদেন করে অর্জিত মুনাফা সুদ এবং তা হারাম। এ কারণে প্রচলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিপরীতে ইসলামী পদ্ধতিতে অর্থায়নের ভিত্তি হলো সর্বদা অতরল বস্তুগত^{১১৬} সম্পদের ওপর। এর ফলে ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রকৃত সম্পদ এবং ব্যবসার পণ্য সামগ্রী অস্তিত্বে আসে।^{১১৭}

৪.১.১০ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নৈতিক শৃঙ্খলার বিধান অনুসরণ

সামাজিক কল্যাণের দিকে নজর দেয়া ইসলামের অন্যতম নীতি। এ নীতির আবর্তে ইসলামী অর্থব্যবস্থা তার দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকে। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ইসলাম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে না। কারণ, সেটা হবে ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক উদ্যোগের সামাজিক লাভই হচ্ছে ঈমান ও মূল্যবোধের সাথে অর্থনৈতিক সংগঠনের সম্পর্ক নিরূপণের প্রধান উপাদান বা মাপকাঠি। সামাজিক কল্যাণের বিষয়ে ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রচলিত অর্থব্যবস্থা থেকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। ইসলামী অর্থব্যবস্থা নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি মনে করে। নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ব্যতিরেকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাস্তবিকই এবং কার্যকরীভাবে অসম্ভব। এতে উন্নয়নের জন্য অপেক্ষমান জাতি প্রত্যাশিত সুফল পেতে পারে না। অতএব, ইসলামী অর্থব্যবস্থার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সামাজিক উন্নয়নের সমন্বয় সাধন করা।^{১১৮}

অর্থসম্পদের ন্যায্যভিত্তিক বন্টন ও আর্থ-সামাজিক সুবিচার কায়মে ইসলামী অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য। এ নৈতিক বাধ্যবাধকতা বা নৈতিক শৃঙ্খলা ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের ভিত্তি। ইসলামী অর্থব্যবস্থার নৈতিক বিধানের সারকথা^{১১৯} হলো :

ক. সব সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিক আল্লাহ। মানুষ ট্রাস্টি হিসেবে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে সে সম্পদ অর্জন ও ব্যবহার করবে।^{১২০}

খ. মানুষ সম্পদ ব্যবহার করবে ইহকালীন ও পরকালীন ‘হাসানা’ ও ‘ফালাহ’ (সুন্দর ও কল্যাণ) আহরণের জন্য।^{১২১}

^{১১২} প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

^{১১৩} প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

^{১১৪} প্রকৃত সম্পদ হচ্ছে সে সকল সম্পদ যার অপরের অভাব পূরণের নিজস্ব সত্ত্বাগত ক্ষমতা (উপযোগ) রয়েছে এবং বিনিময় মূল্য আছে।

^{১১৫} বিচারপতি তাকী উসমানী, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি, অনুবাদ: মুহাম্মাদ জাবের হোসাইন, (ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০০৮ খৃ.), পৃ. ২১।

^{১১৬} যে সকল সম্পদ নগদ টাকায় (অর্থাৎ স্বল্প সময়ে ও খরচে) রূপান্তর করা যায় না।

^{১১৭} বিচারপতি তাকী উসমানী, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

^{১১৮} অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।

^{১১৯} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-৯১।

^{১২০} আল-কুরআন, ২:২৮৪, ৫৭:১০, ১৪:২, ২২:৬৪, ৩:১৮০, ২৮:৫৮, ৭:১২৮, ৫৫:১০ ও ২: ২৯।

^{১২১} আল-কুরআন, ৫৭:৭, ১০-১১; ২:৪৩, ১১০, ২৫৪, ২৬৭, ১৯৫ ও ২১৫; ২৭:২-৩, ২৪:৩৩, ২৮:৭৭, ৬:১৪১, ৩:৯২ ও ৬৩:১০।

গ. মানুষ ‘মা’রূফ’ বা কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান কায়ম করবে। সমাজকে ‘মুনকার’ বা অকল্যাণমূলক সব বোঝা-বন্ধন ও কষ্ট-যাতনা থেকে মুক্ত করবে। এভাবে মানুষের জীবন ভারমুক্ত ও সহজ করবে।^{৩২২}

৪.১.১১ যাকাত ও উশর ব্যবস্থা কায়ম

আল-কুরআনে নামায কায়মের পরই যাকাত ও উশর আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা’আলার নির্দেশেই যাকাত আদায়ের ব্যাপারে রাসূল (সা.) সাহাবীগণকে উদ্বুদ্ধ করেন এবং এজন্য একটা প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলেন। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সম্পদ বণ্টন তথা সামাজিক সাম্য অর্জনের অন্যতম মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবেই যাকাত গণ্য হয়ে থাকে। সমাজে আয় ও সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে বিরাজমান ব্যাপক পার্থক্য হ্রাসের জন্যে যাকাত একটি অত্যন্ত উপযোগী হাতিয়ার।^{৩২৩} যাকাতের সঙ্গে প্রচলিত অন্যান্য সব ধরনের করের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কারণ, ইসলামের এই মৌলিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একাধারে নৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মূল্যবোধ অন্তর্নিহিত রয়েছে। কিন্তু সাধারণ করের ক্ষেত্রে কোন নৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক তাগিদ নেই।^{৩২৪} আল্লাহ রাক্বুল আলামীন যাকাত কাদের প্রাপ্য অর্থাৎ কাদের মধ্যে যাকাতের অর্থ বণ্টন করে দিতে হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

অর্থাৎ, ‘যাকাত হলো কেবল দরিদ্র ও অভাবীগণের জন্য, যে সকল কর্মচারীর ওপর আদায়ের ভার আছে তাদের জন্য, যাদের মন (সত্যের প্রতি) সম্প্রতি অনুরাগী হয়েছে তাদের জন্য, গোলামদের মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহ্র পথে (মুজাহিদদের) এবং মুসাফিরদের জন্যে। এটি আল্লাহ্র তরফ হতে ফরয এবং আল্লাহ সব জানেন ও বুঝেন।’^{৩২৫}

যাকাতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য বহুবিধ। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান এবং মুখ্য হচ্ছে কতিপয় ব্যক্তির হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হতে না দেয়া। ইসলাম সামাজিক শ্রেণি বৈষম্যকে শুধু নিন্দাই করে না, বরং তা দূরীভূত করার পদক্ষেপও অবলম্বন করতে বলে। তাই একটি সুখী, সুন্দর এবং উন্নত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে বিত্তশালী মুসলিমদের অবশ্যই তাদের সম্পদের একটা অংশ ব্যয় করা উচিত। এর ফলে শুধু অসহায় ও দুঃস্থ মানবতার কল্যাণ হবে তা নয়, আয়-বণ্টনের বৈষম্যও হ্রাস পাবে। যাকাত প্রদানের ফলে সম্পদশালী ব্যক্তির মন হতে ধন-সম্পদের লালসা দূরীভূত হয়। এর ফলে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করেন।^{৩২৬} যাকাতের অন্যতম অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্যে হচ্ছে সমাজ হতে দারিদ্রতা দূর করা। যাকাতের অর্থসামগ্রী যখন বণ্টন করে দেয়া হয় তখন শুধু যে অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয় তা নয়, বরং অর্থনৈতিক কার্যক্রমেও গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। দরিদ্র ও দুর্গত লোকদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যাকাত প্রাপ্তির ফলে তাদের হাতে অর্থাগম হলে বাজারে কার্যকর চাহিদার সৃষ্টি হয়। এরই ফলে দীর্ঘ মেয়াদে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নতুন প্রেরণার সৃষ্টি হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য ও নির্মাণের ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হয় অনুকূল পরিবেশ। ফলশ্রুতিতে প্রচলিত সামাজিক শ্রেণিসমূহের মধ্যে আয়গত পার্থক্যও হ্রাস পেতে থাকে।^{৩২৭}

৪.১.১২ বায়তুলমালের প্রতিষ্ঠা

রাসূল (সা.) মদীনায ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে বায়তুলমালেরও প্রতিষ্ঠা করেন। বায়তুলমাল বলতে সরকারের অর্থ সম্বন্ধীয় কর্মকাণ্ড বুঝায় না; বরং বিভিন্ন উৎস হতে অর্জিত ও রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমাকৃত ধন-সম্পদকেই বায়তুলমাল বলা হয়। ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকেরই এতে সম্মিলিত মালিকানা রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালে সঞ্চিত ধন-সম্পদের ওপর জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণের সাধারণ অধিকার স্বীকৃত।^{৩২৮} রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে একজন লোকও যেন মৌলিক মানবিক প্রয়োজন হতে বঞ্চিত না হয় তার ব্যবস্থা করা বায়তুলমালের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। প্রত্যেক নাগরিকই তা প্রয়োজনীয় পরিমাণ ন্যূনতম অর্থ বা সম্পদ বায়তুলমাল হতে গ্রহণ করতে পারে। সাধ্যানুসারে পরিশ্রম করেও যদি জীবিকার অভাব পূরণ না হয় বা সমাজের স্বচ্ছল লোকজন তাদের দরিদ্র আত্মীয় ও পাড়া-প্রতিবেশীদের প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করার পরও মৌলিক প্রয়োজন অপূর্ণ থেকে যায় তবেই মাত্র বায়তুলমাল হতে সাহায্য গ্রহণ করা যাবে। ইসলামে এভাবেই সমস্ত নাগরিকই জন্যে আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ ব্যবস্থা শুধু প্রথমই নয় বরং মৌলিকও।^{৩২৯}

^{৩২২} আল-কুরআন, ৬৯:৪৮, ৮১:২৭, ১৬:১২৫, ৩৫ ও ৮২; ৬:৭০ ও ৬৯; ৮৭:৯, ৮৮:২১ ও ৩:১১০।

^{৩২৩} শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, অর্থনীতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দশ দফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

^{৩২৪} প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

^{৩২৫} আল-কুরআন, ৯:৬০।

^{৩২৬} শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, অর্থনীতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দশ দফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

^{৩২৭} প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪; মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।

^{৩২৮} শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

^{৩২৯} শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, অর্থনীতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দশ দফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

৪.১.১৩ ন্যায়সঙ্গত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিধান

ইসলামী জীবনব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। অন্যসব অর্থনৈতিক বিবেচনাকে সামাজিক সুবিচার ও মূলনীতির আলোকেই বিচার-বিশ্লেষণ ও গ্রহণ করতে হবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচার ব্যহত হতে পারে এমন কোন অর্থনৈতিক নিয়ম বা নীতি কার্যকর করতে বা থাকতে দেয়া কিছুতেই সঙ্গত হতে পারে না। এই উদ্দেশ্যেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে অবশ্যই মা'রুফ বা সুনীতির প্রতিষ্ঠা এবং মুনকার বা দুর্নীতির প্রতিরোধ করতে হবে।^{৩৩০} অর্থনীতিতে সুনীতি প্রতিষ্ঠার অর্থ হচ্ছে সমস্ত উপায়ে সুবিচারমূলক অর্থনীতি গড়ে তোলা। আর দুর্নীতি প্রতিরোধের অর্থ হচ্ছে সব ধরনের অর্থনৈতিক জুলুম ও শোষণের পথ বন্ধ করা।^{৩৩১} সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও জুলুমের অবসানের জন্যে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সব আইন রচনা করতে পারে। এজন্যে প্রয়োজনীয় আইনগত ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনেই প্রদান করেছেন। ইসলামী সরকার আইন প্রয়োগ করে অবৈধ উপার্জনের সমস্ত পথ বন্ধ করে দিতে পারে, পারে সব ধরনের অনাচারের উচ্ছেদ করতে। এই উপায়েই রাষ্ট্র সুদ, ঘুষ, মুনাফাখোঁরী, মজুতদারি, চোরচালান, কালোবাজারী, পরদ্রব্য আত্মসাৎ, সব ধরনের জুয়া, হারাম সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রচলিত সব ধরনের অসাধুতা সমূলে উৎপাটন করতে পারে।^{৩৩২}

৪.১.১৪ আয় ও সম্পদের ইনসাফপূর্ণ ও সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা

আয় ও সম্পদের অসম বণ্টন মানুষের সঙ্কটকে আরো ঘনীভূত করে।^{৩৩৩} তাই মানবতার বৃহত্তর কল্যাণের লক্ষে ইসলামী অর্থব্যবস্থায় প্রকল্প বা কারবারের উৎপাদনশীলতা ও লাভজনীনতার ভিত্তিতে অর্থায়ন করা হয়। এ ব্যবস্থায় কারবার ছোট-বড় হওয়ার ভিত্তিতে কোন পার্থক্য করা হয় না; বরং ছোট, মাঝারি ও বৃহৎ সকল কারবারকে একই সমতলে এনে দাঁড় করানো হয়; এবং যে কারবারে লাভের লাভের হার যতবেশি হয়, সে কারবার ততবেশি পুঁজি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। বড় কারবার যদি সত্যিই অধিক উৎপাদনশীল ও লাভজনক হয় তাহলে তার পুঁজি যোগানকারী প্রতিষ্ঠানকে কম নয়, বরং বেশি হারে মুনাফা দিতে হয়। অপরদিকে ছোট ও মাঝারি কারবার যদি সত্যিই উৎপাদনশীল হয়, তাহলে ঋণ বহন করার মতো যথেষ্ট সম্পদ না থাকলেও বিনিয়োগ সুবিধা পেতে তাদের অসুবিধা হয় না। সুতরাং ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সম্পদ বরাদ্দ ও বন্টনে পূর্ণ ইনসাফ কায়েম হয়। এছাড়া আয়-বন্টনের ক্ষেত্রেও ইসলামী ব্যবস্থায় পূর্ণ সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।^{৩৩৪} ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় আমানতকারী, ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে পূর্ণ সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম করে। ইসলামী ব্যাংক বঞ্চনা ও জুলুমের প্রধান হাতিয়ার সুদকে বর্জন করে লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বকে আমানতকারী, ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীর মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি বানিয়ে নিয়েছে। এ ব্যবস্থায় ব্যাংকের বিনিয়োগকারীর সাথে তার কারবারের লাভ-লোকসানে ভাগী হয়। কারবারে লাভ বেশি হলে উভয়ের লাভের অংক বড় হয়, লাভ কম হলে উভয়ে কম আয় পায়, আর লোকসান হলে উভয়ে পুঁজির অনুপাত অনুসারে তা বহন করে। অনুরূপভাবে আমানতকারীগণও ব্যাংকের আয়ের সাথে সঙ্গতিশীল অংশ পায় এবং ব্যাংকের লোকসান হলে সকলে মিলে জমার অনুপাত অনুসারে তা ভাগ করে নেয়। সুতরাং ইসলামী ব্যবস্থায় আমানতকারী, ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীর সকলেই অংশীদার এবং মুনাফা হলে সকলেই লাভবান হয়, ক্ষতি হলে সকলে মিলে তা বহন করে। এ ব্যবস্থা পূর্ণ সুবিচার ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত।^{৩৩৫}

৪.১.১৫ মিরাসী আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন

সম্পদ একস্থানে পুঞ্জীভূত হয়ে যে পুঁজিবাদের সৃষ্টি করে, ব্যক্তির মৃত্যুর অব্যবহিত পরই তা নানাভাবে খণ্ড-বিখণ্ড ও বিভক্ত হয়ে অসংখ্য হস্তে বিক্ষিপ্ত করে দেয় যে ব্যবস্থা, তার নাম ইসলামের মিরাসী আইন।^{৩৩৬} আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের আইন ও নীতিমালা ঘোষণা করেছেন।^{৩৩৭} ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানার যে অধিকার রয়েছে, তা ব্যক্তির নিজ জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা উত্তরাধিকার সূত্রে বংশানুক্রমিকভাবে অনন্তকাল চলতে থাকবে। ধন-সম্পদ বণ্টনের যত নিয়ম ও পছা রয়েছে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক নির্ভুল ও কার্যকরী ব্যবস্থা হলো মিরাসী ব্যবস্থা। তাই এ ব্যবস্থার গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'উত্তরাধিকার আইন নিজেরা শিখ, অন্যকে শিক্ষা দাও। কারণ এটি ইসলাম সম্পর্কীয় যাবতীয় জ্ঞানের অর্ধেক।'^{৩৩৮}

^{৩৩০} শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

^{৩৩১} শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, অর্থনীতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দশ দফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

^{৩৩২} শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

^{৩৩৩} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

^{৩৩৪} অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫।

^{৩৩৫} প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬।

^{৩৩৬} জাফর আহমাদ, সর্বকালের সফল অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ (সা.), সাপ্তাহিক সোনারবাংলা, ১৮ মে ২০১২, পৃ. ৬।

^{৩৩৭} আল-কুরআন, ৪:১১-১২।

^{৩৩৮} আবুল হুসাইন ইয়াহইয়া ইবনে আবিল-খাইর ইবনে সালিম আল-ইমরানী আল-ইয়ামানী আশ-শাফেয়ী, আল-বায়ানু ফি মায়হাবিল ইমামিশ-শাফেয়ী, অধ্যায়: কিতাবুল ফারায়াজ, (জেদ্দাহ: দারুল মিনহাজ, ২০০০ খৃ./১৪২১ হি.), খ. ৯, পৃ. ৭।

৪.১.১৬ করযে হাসানা ও মুদারিবাতের প্রবর্তন

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় লগ্নী কারবার বা ঋণভিত্তিক ব্যবসায়ে যত প্রকার জুলুম ও শোষণের অবকাশ রয়েছে তা দূর করার জন্য ইসলামী অর্থব্যবস্থায় করযে হাসানা^{৩৩৬} ও মুদারিবাতের প্রবর্তন করা হয়েছে। রাসূল (সা.) এর মাদানী জীবন থেকে শুরু করে আব্বাসীয় খিলাফতের পরেও সুদীর্ঘ তিনশ' বছরের বেশি সময় ধরে এ দুটি বিষয় ইসলামী সমাজে যথাযথ চালু ছিল বলেই সুদ ইসলামী অর্থব্যবস্থার ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারেনি। এখনও সুষ্ঠুভাবে এ ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পারলে সুদ সমাজ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য। ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছাড়াও ব্যবসায়িক বিনিয়োগ, কৃষিকাজের জন্য সমাজের সম্পদশালী ব্যক্তিদের নিকট থেকে করযে হাসানা^{৩৩৭} নেয়ার প্রথা চালু হয় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকে। এ জন্য সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তিগণ মানসিকভাবে সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। এ ছাড়া বায়তুলমাল থেকেও করযে হাসানা দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। আর মুদারিবাত বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা ও উৎপাদন পরিচালনা ইসলামী অর্থনীতির অনন্য অবদান।

৪.১.১৭ মানবজাতির জন্য ক্ষতিকর বিষয় নিষিদ্ধ

সংখ্যাগরিষ্ঠের জনমত আল-কুরআনের ওই নির্দেশনাকে অনুসরণ করে, যেখানে বলা হয়েছে, 'যারা সুদ খায় তারা কিয়ামতে দগুয়মান হবে...কিন্তু আল্লাহ...সুদ নিষিদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সুদ নিষিদ্ধ করেন।'^{৩৩৮} তাই সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হচ্ছে, ইসলামী বিধান মোতাবেক সুদ বা 'রিবা' পুরোপুরি নিষিদ্ধ।^{৩৩৯} ইসলামী আইনে আর্থিক বা আর্থিক উপাদান লেনদেনের ওপর আরোপ করা হয় এমন আরো কিছু নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এর একটি হলো অনিশ্চয়তা (ঘারার)। এতে বলা হচ্ছে, এমন কিছু বিক্রি করা যাবে না যার বৈশিষ্ট্য বা অস্তিত্ব নিশ্চিত নয় বা এমন কোনো চুক্তি করা যাবে না যার শর্তগুলো অস্পষ্ট। এর আওতায় কোনো বীমা চুক্তি বা ক্রয়-বিকল্প চুক্তি অনুমোদনকে অবৈধ করা হয়েছে। ইসলাম জুয়া (মাইসির) নিষিদ্ধ করেছে। তাই ভবিষ্যতের ওপর ভিত্তি করে কোনো লেনদেন এবং কোনোরকম ফটকাবাজিও অবৈধ। সুনির্দিষ্টভাবে কিছু দ্রব্য নিষিদ্ধ (হারাম) করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে শূকরের মাংস, অ্যালকোহল এবং কতিপয় অবৈধ কর্মকাণ্ড। তাই ইসলামী আইনের আওতায় হোটেল ও বিমানের মতো ক্ষেত্রে অর্থায়ন করা যাবে কি না তা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। কারণ এসব জায়গায় অ্যালকোহলের মতো ইসলামে নিষিদ্ধ বস্তু সরবরাহ করা হয়।^{৩৪০}

যদিও বেশিরভাগ মানুষ ইসলামে সুদ আরোপ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি অবগত কিন্তু ইসলামী ব্যাংকিং আরো ৪টি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে। মূলত ইসলামী ব্যাংকিং-এর ৫টি মৌলিক নীতিমালা^{৩৪১} রয়েছে:

১. অর্থের মূল পরিমাণের ওপর যেকোনো ধরনের পূর্বনির্ধারিত পরিশোধ নিষিদ্ধ; এর মানে হলো : সুদ থাকবে না।
২. অর্থ ধার দেয়ার বিনিময়ে কোনো উদ্যোগ থেকে উদ্ভূত লাভ বা ক্ষতির অংশীদার হতে হবে ঋণদাতাকে, যেন অর্থায়নকারীর ক্ষতি করে ঋণগ্রহীতা অন্যায়ভাবে ধনী হতে না পারে।
৩. অর্থ থেকে অর্থ বানানো গ্রহণযোগ্য নয় (এটা ঋণকে শেয়ারে পরিণত করা বা বাস্তবলিং অব সিকিউরিটিজ নিষিদ্ধ করে)।
৪. ঘারার (অনিশ্চয়তা, ঝুঁকি বা ফটকাবাজি) নিষিদ্ধ।
৫. কেবল সেসব ক্ষেত্র বা উৎপাদনে বিনিয়োগ হিসেবে ঋণ দেয়া যাবে যেগুলো নিষিদ্ধ নয় (অ্যালকোহল, শূকরের মাংসজাত কোনো পণ্যের উৎপাদন, ক্যাসিনো ইত্যাদি নিষিদ্ধ)।

৪.২ ইসলামী অর্থব্যবস্থার কর্মকৌশল

ইসলামী অর্থব্যবস্থার কর্মকৌশলের দুটি দিক রয়েছে :

১. তাত্ত্বিক দিক এবং
২. প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক দিক।

৪.২.১ ইসলামী অর্থব্যবস্থার কর্মকৌশলের তাত্ত্বিক দিক

ইসলামী মূল্যবোধ ও সভ্যতা লালিত শারী'আহর নীতিমালা মোতাবেক পরিচালিত ইসলামী অর্থব্যবস্থা একটি সার্বজনীন, কল্যাণমুখী ও আর্থ-সামাজিক সুবিচার কায়মী আর্থিক ব্যবস্থার নাম। ইসলামের আর্থ-সামাজিক মূলনীতির আলোকে একটি

^{৩৩৬} আল-কুরআন, ২:২৪৫।

^{৩৩৭} করযে হাসানা মূলত এমন এক ধরনের ঋণ যা সুনামের ভিত্তিতে প্রদান করা হয়।

^{৩৩৮} আল-কুরআন, ২:২৭৫-২৭৯।

^{৩৩৯} আই. দৌই আব্দুর রহমান, *Shari'ah: The Islamic Law*, (লন্ডন: তাহা পাবলিশার্স লি., ১৯৮৪ খ.), পৃ. ২৭৫-২৭৮।

^{৩৪০} Islamic Finance Market Turns to Securitization, *ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্সিয়াল ল' রিভিউ*, (লন্ডন: আইএফএলআর জুলাই ২০০৫ খ.), পৃ. ২।

^{৩৪১} ফ্রেডারিক ডি পেরি ও শেহেরাজাদে এস. রেহমান, ইসলামী অর্থায়নের বিশ্বায়ন : কল্পনা না বাস্তব, *ইসলামী ব্যাংকিং*, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ডিসেম্বর ২০১৪), পৃ. ৭৮।

ন্যায় ভিত্তিক সুন্দর ও সুখময় সমাজ গড়ে তোলার চেতনা এখানে ভূমিকা পালন করছে। সাধারণতঃ ইসলাম সেসব অর্থনৈতিক তৎপরতাকে নিষিদ্ধ করে যা নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের প্রসার ঘটায় অথবা অন্যের ক্ষতির কারণ হয়। আর তাই ইসলামী ব্যাংকের মূলনীতি হলো সুদ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা। শরী'আহর আইন অনুযায়ী কেউ অর্থ দিয়ে অর্থ বানাতে পারবে না। যেমন, সুদ দেয়া বা নেয়া, ফটকাবাজি লেনদেন এবং অনির্দিষ্ট চুক্তি যাতে একজনের ক্ষতির বিনিময়ে আরেকজন সুবিধা লাভ করে তা নিষিদ্ধ। সুদভিত্তিক প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় অর্থকে একটি পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু ইসলামী অর্থব্যবস্থায় অর্থকে বিনিময়ের একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেননা অর্থ নিজে কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না। স্বাভাবিক কারণে এটাকে ক্রয়-বিক্রয় করা যায় না। অথচ প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় এটাকে পণ্য হিসেবে বিক্রি করে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করার মাধ্যমে দরিদ্র শ্রেণিকে শোষণ করা হয়; যা তাদের ওপর নিষ্ঠুর জুলুমের নামান্তর। বিশ্ব দেখে চলেছে, সুদের আত্মঘাতী সুদের আগ্রাসী ছোবল কিভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠী তথা অর্থনীতিকে ক্রমেই বিপর্যস্ত ও বিপন্ন করে তুলছে। সুদ মানুষের অগ্রগতিকে স্তব্ধ করে দিয়ে অকেজো যন্ত্রে পরিণত করছে। সুদের নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কুফল বিশ্ব অর্থব্যবস্থাপনাকে রীতিমতো দূষিত করে তুলছে।^{৩৪৫} এ নাজুক প্রেক্ষাপটে সুদমুক্ত শরী'আহভিত্তিক অর্থব্যবস্থা হিসেবে ইসলামী অর্থব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। তাই বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার সাথে সাথে সামাজিক কার্যক্রম পরিপালনের বিষয়ে ইসলামী অর্থব্যবস্থা অঙ্গীকারাবদ্ধ। ইসলামী অর্থব্যবস্থার তাত্ত্বিক দিকসমূহ নিম্নরূপ:

ক. ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মাকাসিদ আশ্-শরী'আহর প্রয়োগ

১. শরী'আহর নীতিমালা ও দিকনির্দেশনা

ইসলামী অর্থব্যবস্থার কর্মকাণ্ডের সকল স্তরে ইসলামী শরী'আহর নীতিমালা ও দিকনির্দেশনা মেনে চলা বাধ্যতামূলক। এ প্রক্রিয়ায় এর প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সুদ পরিহার করে ও শরী'আহসম্মত পন্থায় মানবগোষ্ঠীর সম্পদের বৈধতা ও পবিত্রতা নিশ্চিত করা। তাদের সম্পদের নিরাপত্তা বিধান ও বৃহত্তর কল্যাণে সকল কার্যক্রম নিবেদিত করা। তাই ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মাকাসিদ আশ্-শরী'আহর মধ্যে রয়েছে^{৩৪৬} :

- এক. সম্পদের ইনসাফভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবিচার, শোষণ, জুলুম ও বৈষম্য দূর করা।
- দুই. ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক লেনদেনসহ সকল ব্যাংকিং কার্যক্রমে ন্যায়নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা।
- তিন. ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বার্থকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া।
- চার. মানবসম্পদ ও বস্তুগত সম্পদের সঠিক ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে সকলের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।
- পাঁচ. সুদের কুফল থেকে অর্থনীতিকে মুক্ত করে মুনাফাভিত্তিক একটি কল্যাণধর্মী অর্থব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করা।
- ছয়. সামষ্টিক সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সমাজের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নে সহযোগিতা করা।
- সাত. পুঁজি সমাবেশকরণ ও তা বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনীতিতে গতিশীলতা সৃষ্টি করা।
- উক্ত উদ্দেশ্য ছাড়াও ইসলামী অর্থব্যবস্থা তার কার্যক্রমের সর্বস্তরে ইসলামী শরী'আহর সকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংক প্রধানতঃ দু'ধরনের কাজ করে থাকে। সঞ্চয় গ্রহণ ও বিনিয়োগ প্রদান।

২. সঞ্চয় গ্রহণের ক্ষেত্রে মাকাসিদ আশ্-শরী'আহ^{৩৪৭}

- ক. ইসলামী ব্যাংকের দায়িত্ব হলো মুদারাবা ও অন্য জমাকারীদের কষ্টার্জিত অর্থ-সম্পদ নিরাপদে সংরক্ষণ করা।
- খ. সঞ্চয় গ্রহণের ক্ষেত্রে ধনী ও গরিব সকলকে সমান সুযোগ প্রদান করা।
- গ. মানুষের হাতে থাকা উদ্বৃত্ত ও অলস অর্থ-সম্পদ সংগ্রহপূর্বক মূলধন গঠন করে তা শরী'আহ অনুমোদিত পন্থায় বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করা।
- ঘ. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে উৎসাহিত করে নিম্ন আয়ের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আপৎকালীন অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে সহযোগিতা করা।

৩. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মাকাসিদ আশ্-শরী'আহ^{৩৪৮}

সম্পদ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক মাকাসিদ আশ্-শরী'আহর যেসব বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে তা হলো, সম্পদ অলসভাবে ফেলে না রেখে তার সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ সাধনের প্রতি ইসলামে অধিক

^{৩৪৫} সাইয়ীদ বিন আলী বিন ওয়াহাফ আল-কাহতানি, কুরআন-হাদিসের আলোকে সুদের ক্ষতি-অপকার-কুপ্রভাব, অনু : আলী হাসান তৈয়ব, (রিয়াদ: ইসলাম প্রচার ব্যুরো, ২০০৯ খৃ.), পৃ. ১১।

^{৩৪৬} মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার, মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ ও ইসলামের সৌন্দর্য, (ঢাকা: মুক্তদেশ প্রকাশন, ২০১৫ খৃ.), পৃ. ২১৮।

^{৩৪৭} প্রাণ্ডু, পৃ. ২১৮।

^{৩৪৮} প্রাণ্ডু, পৃ. ২১৮।

গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এমনকি ব্যক্তির কষ্টার্জিত সম্পদও রাষ্ট্র ত্রোক করে নিতে পারে যদি তা ফেলে রাখা হয়। নবী করিম (সা.) ‘আকিক’ নামক স্থানের জমির সমস্ত এলাকা বিলাল ইবনে হারিস (রা.)-কে চাষাবাদের জন্য দান করেছিলেন। উমর (রা.) তাঁর খিলাফতকালে তাকে ডেকে বললেন, নবী করিম (সা.) তোমাকে এই জমি বেকার ফেলে রাখার ও জনগণকে তা থেকে উপকৃত না হবার জন্য দান করেননি। বরং দিয়েছেন এ জন্য যে, তুমি তা আবাদ করবে। অতএব যে পরিমাণ জমি আবাদ করার সামর্থ্য তোমার আছে তাই তুমি রাখো। অবশিষ্ট জমি সরকারের নিকট প্রত্যাৰ্পণ করো।^{৩৪৯} অতএব মানুষের হাতে পড়ে থাকা অলস ধন-সম্পদ সংগ্রহপূর্বক তার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে তাকে উপযুক্ত খাতে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করা ইসলামী ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। সম্পদ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণের প্রতি খেয়াল রাখে। ব্যক্তির জন্য খুবই লাভজনক কিন্তু সমাজের জন্য ক্ষতিকর এমন খাতে বিনিয়োগ মাকাসিদ আশ্-শরী‘আহর পরিপন্থী।^{৩৫০} শুধু মুনাফা নয়, বরং সমাজের সার্বিক কল্যাণ ও প্রয়োজন পূরণের দিক থেকে অগ্রাধিকার খাতে বিনিয়োগ করা শরী‘আহর একটি উদ্দেশ্য।^{৩৫১} ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণ থেকে শুরু করে শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সকল অগ্রগতির ক্ষেত্রে অতীব প্রয়োজনীয় বস্তু হলো পুঁজি। উৎপাদনের অন্যতম উপাদানও এই পুঁজি। কিন্তু ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র পুঁজি ও নিজের সীমাবদ্ধ যোগ্যতা দিয়ে সবসময় বড় আকারের ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা বড় ধরনের শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজি একত্র করে বৃহৎ পুঁজি গঠন করা। বৃহৎ পুঁজি গঠনের একটি প্রধান মাধ্যম হলো অংশীদারি কারবার। এ অংশীদারি কারবারের মাধ্যমে অনেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজি একত্র করে এবং সকলের যোগ্যতাকে সমন্বয় করে বড় ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভব হয়। এতে করে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও বেকারত্বহ্রাস পায় এবং জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সকল অংশীদার লাভবান হতে পারে। সর্বোপরি ইসলামী সমাজের ভ্রাতৃত্ব ও ভালো কাজে সহযোগিতার বিষয়টিও অংশীদারি পদ্ধতির মাধ্যমে বেড়ে যায়। তাই বলা যায়, মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কল্যাণ অর্জনের পথ প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যেই ইসলামে অংশীদারি ব্যবসাকে বৈধ করা হয়েছে।^{৩৫২}

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বভিত্তিক পদ্ধতি কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে।^{৩৫৩} অংশীদারি পদ্ধতির মূলনীতি হলো, ঝুঁকির সাথে লাভ এবং লাভের সাথে ঝুঁকি।^{৩৫৪} এ নীতির আলোকে অর্থায়নকারীকেও ঝুঁকি বহন করতে হয়। ফলে ঝুঁকি শুধু উদ্যোক্তার প্রতি বর্তায় না। এভাবে লাখ লাখ অংশীদার লোকসান গ্রহণ করলে প্রত্যেকের ভাগে লোকসানের পরিমাণ কমই হয়, যা বহন করা প্রত্যেকের জন্য সহজ এবং কেউ দেউলিয়া হয় না।^{৩৫৫} সকল অংশীদার পুঁজি সরবরাহ ও ঝুঁকি বহন করে বলে বড় ধরনের প্রকল্পে অর্থায়ন সম্ভব হয়।^{৩৫৬} অংশীদারি পদ্ধতিতে সরবরাহকারীগণ মূলধনের আনুপাতিক হারে ক্ষতি বহন করে বলে বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রাহকের দক্ষতা ও কারবারের উৎপাদনশীলতা বিবেচনা করতে হয়। এ কারণে অনুৎপাদনশীল ও বিলাসিতামূলক খাতে বিনিয়োগের অর্থ ব্যবহারের সুযোগ খুব একটা থাকে না।^{৩৫৭} কোনো মানুষই এককভাবে নিজের সকল প্রয়োজন পূরণে সক্ষম নয়। একজনের কাছে হয়তো এক ধরনের পণ্য আছে কিন্তু তার প্রয়োজন অন্য ধরনের পণ্য। এই প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যেই পরস্পরের মধ্যে ক্রয়বিক্রয় ও লেনদেন জরুরি। তাই ক্রয়বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদা পূরণ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যেই ইসলামী শরী‘আহতে এটিকে বৈধ করা হয়েছে।^{৩৫৮} ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে নিহিত কল্যাণের প্রতি ইঙ্গিত করে রাসূল (সা.) বলেছেন ‘তিনটি জিনিসের মধ্যে বরকত নিহিত। বাকিতে বিক্রয়, মুকারাদা (মুদারাবা) এবং বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নয় বরং ঘরে খাওয়ার উদ্দেশ্যে যবের সঙ্গে গম মেশানো।’^{৩৫৯} সুদের বিনিময়ে ঋণের আদান-প্রদান ইসলামে নিষিদ্ধ। অর্থ ঋণ দিয়ে কৃত্রিম উৎপাদন সৃষ্টির পরিবর্তে প্রকৃত লেনদেন ও উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিকে অনুমোদন করেছে। ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির অনুশীলনে প্রতিটি লেনদেন হয় বস্তনিষ্ঠ ও উৎপাদনশীল। যে কারণে সমাজে কৃত্রিম অর্থ সৃষ্টির সুযোগ কমে যায় এবং আর্থিক মন্দা ও অস্থিতিশীলতার কবল থেকে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পদ নিরাপদ হয়।^{৩৬০}

^{৩৪৯} মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

^{৩৫০} মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার, মাকাসিদ আশ্ শরী‘আহ ও ইসলামের সৌন্দর্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯।

^{৩৫১} প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯।

^{৩৫২} প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০।

^{৩৫৩} প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০।

^{৩৫৪} ড. আলী আহমাদ নদভী, জামহারা তু আল কাওয়ালেদে আল-ফিকহিয়া ফি আল মু‘আমালাতি আল-মালিয়া, (রিয়াদ: আল-রাঙ্গী ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, ২০০০ খৃ.), খ. ১, পৃ. ১৮৩।

^{৩৫৫} মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার, মাকাসিদ আশ্ শরী‘আহ ও ইসলামের সৌন্দর্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০।

^{৩৫৬} প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০।

^{৩৫৭} প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০।

^{৩৫৮} প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১।

^{৩৫৯} আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ, আস-সুনান, (বৈরুত: দারু এহইয়া আল-কুতুব আল-আরাবিয়াহ, ১৪১৮ হি.), খ. ২, অধ্যায়: কিতাবুত তিজারাহ, পরিচ্ছেদ: বাবুশ শিরকাতি ওয়াল মুদারাবাতি, হাদিস নং. ২২৮৯, পৃ. ৭৬৮।

^{৩৬০} মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার, মাকাসিদ আশ্ শরী‘আহ ও ইসলামের সৌন্দর্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১।

কৃত্রিম লেনদেন হ্রাসের জন্য ইসলামী শরী'আহ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কতগুলো শর্তারোপ করেছে। একটি সহিহ বা বিশুদ্ধ ক্রয়বিক্রয়ের শর্ত^{৩৬} হলো :

- ক. পণ্য বিক্রোতার অধিকারে আসার পূর্বে তা বিক্রয় করা বৈধ নয়।
- খ. বিক্রোতার দখলে থাকা অবস্থায় পণ্য নষ্ট হলে এর দায়-দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে।
- গ. বিক্রিত পণ্য অবশ্যই বাস্তব হতে হবে, কাল্পনিক কিংবা কৃত্রিম হওয়া যাবে না।
- ঘ. লেনদেন অবশ্যই প্রকৃত (genuine) হতে হবে এবং পণ্য ক্রেতার কাছে হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে হতে হবে।
- ঙ. অস্তিত্বহীন, অজ্ঞাত ও হস্তান্তর অযোগ্য বস্তু ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।

ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উক্ত শর্তাবলি পরিপালিত হলে অর্থনীতি শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কোনো ধরনের আর্থিক সঙ্কটই অর্থনীতিকে সহজে দুর্বল করতে পারে না। ক্রয়-বিক্রয়ের মূল কথা হচ্ছে সমান সমান মূল্য ও পারস্পরিক বিনিময়। উবাদা ইবন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে সমজাতের বস্তু ক্রয়-বিক্রয় এবং অসমজাতের পণ্য-সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।^{৩৭} হাদিসটিতে ছয়টি পণ্যের উল্লেখ থাকলেও বর্ণিত বিধি-বিধান সকল পণ্য-সামগ্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

খ. ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা

কর্পোরেট সোস্যাল রেসপন্সিবিলিটি বা যৌথ/ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা বর্তমান বিশ্বে একটি আধুনিক ধারণা। এটিকে মানব হিতৈষী বা মানবকল্যাণের নীতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। বর্তমান বিশ্বে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনে এগিয়ে আসছে।^{৩৮} মাকাসিদ আশ্-শরী'আহর সাথে আধুনিক যুগের সামষ্টিক সামাজিক দায়বদ্ধতা বা CSR-এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামী ব্যাংক মুনাফা অর্জনের জন্য কাজ করলেও মানুষের কল্যাণে তার অনেক দায়-দায়িত্ব রয়েছে। এই দায়-দায়িত্ব পালন করা ইসলামী শরী'আহর একটি প্রধান উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে বহু আয়াত ও হাদিস রয়েছে। CSR-এর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক নিম্নের কাজগুলো^{৩৯} সম্পাদন করে থাকে :

- এক. ইসলামী ব্যাংক এমন কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগ করবে না যা দেশ, জাতি ও সমাজের নৈতিক অবক্ষয় ও জনগণের স্বাস্থ্যহানির কারণ হয়।
- দুই. অন্যদিকে CSR-এর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ বহুমুখীকরণ, প্রান্তিক শ্রেণি ও সুবিধাবঞ্চিতদেরকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ, স্বাস্থ্য-শিক্ষা-চিকিৎসা-কৃষির মতো অগ্রাধিকার খাতগুলোকে গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে।
- তিন. উক্ত অগ্রাধিকারমূলক খাতের পাশাপাশি বিনিয়োগ বহির্ভূত ক্ষেত্রে দুর্যোগকালীন সাহায্য, পরিবেশ সংরক্ষণ, দরিদ্র ব্যক্তিদের মৌলিক চাহিদা পূরণ, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়কে ইসলামী ব্যাংকে সমানভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়।
- চার. ইসলামী ব্যাংক তার যাকাতযোগ্য সম্পদ ও সুদের সন্দেহযুক্ত বিভিন্ন আয়ের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমেও সামষ্টিক সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালন করে থাকে।
- পাঁচ. ইসলামী ব্যাংকের ডিপোজিটর বা সাহিবুল মালদের অর্থ অধিক সতর্কতার সাথে বিনিয়োগ করে, যাতে তাদের অর্থের সর্বাধিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় এবং সঙ্গত মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয়।
- ছয়. সাহিবুল মালের স্বার্থসংরক্ষণের পাশাপাশি এমন সব প্রকল্প হাতে নেয়, যাতে ব্যাংকের উদ্যোক্তাদের স্বার্থও সংরক্ষিত হয়।
- সাত. ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি CSR-এর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের এমন সব কর্মসূচি গ্রহণ করে, যাতে তাদের জীবনযাত্রার মান বাড়ে এবং নৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়।
- আট. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ভবিষ্যৎ তহবিল গঠন, সহজ শর্তে ঋণ দান, অবকাশ যাপনের জন্য ছুটি, চিকিৎসা সেবা প্রদান ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

গ. ইসলামী আর্থিক কার্যক্রমে শর'ঈ নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

অর্থনৈতিক অস্থিরতা মানুষের সম্পদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে। কৃত্রিম মুনাফা, ফটকাবাজি, সম্পদের কেন্দ্রীকরণ (concentration), স্বেচ্ছাচারী ভোগবিলাস, স্বার্থপরতা, নৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদির কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দায় আক্রান্ত হয়ে বারবার সর্বস্বান্ত হয়েছে বিপুলসংখ্যক মানুষ। ইসলামী অর্থনীতি সকল ধরনের অর্থনৈতিক অস্থিরতা রোধের মাধ্যমে

^{৩৬} প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২২১।

^{৩৭} ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, আস-সহিহ, অধ্যায়: কিতাবুল বুয়ু, পরিচ্ছেদ: বাবুস সারফি ওয়া বাইউয যাহাবি বিল ওয়ারাকি নাকদান প্রাণ্ডক্ত, খ. ৩, হাদিস নং ১৫৮৭, পৃ. ১২১১।

^{৩৮} ড. আতিউর রহমান, মানবিক ব্যর্থকিং, (ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০১৪ খৃ.), পৃ. ১৫।

^{৩৯} মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার, মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ ও ইসলামের সৌন্দর্য, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২২২।

মানুষের সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে সচেষ্ট থাকে।^{৩৬৫} অর্থনৈতিক মন্দা ও অস্থিরতা রোধে ইসলামী অর্থনীতিতে রয়েছে কার্যকর ও ফলপ্রসূ ব্যবস্থা। ড. এম. উমর চাপড়া বলেন, ‘ইসলামী পদ্ধতি সম্পদের সুসম বন্টন, সঞ্চয় ও মূলধন গঠন, অর্থনৈতিক দক্ষতা এবং স্থিতিশীলতাসহ অন্যান্য পরিকল্পনা ভালভাবে সম্পাদন করে।’^{৩৬৬} ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মন্দা প্রতিকারের জন্য প্রতিরোধমূলক (preventive) ব্যবস্থার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সুদ, মুনাফাখোরি, মজুতদারি, ফটকাবাজি ইত্যাদি অর্থনৈতিক মন্দার প্রধান কারণগুলো ইসলামে নিষিদ্ধ। আর্থিক লেনদেন ও অর্থায়নের ক্ষেত্রে মন্দা সৃষ্টিকারী এসব উপাদানকে পরিহার করা হলে অর্থনৈতিক মন্দা তার ডানা বিস্তারে সক্ষম হবে না।^{৩৬৭} অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টিকারী নিষিদ্ধ উপাদানগুলো হলো :

এক. রিবা বা সুদ : সুদ একটি বড় জুলুম। অর্থনৈতিক মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি, আয়বৈষম্য বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক অবিচার সৃষ্টিতে সুদের জুড়ি নেই। তাই ইসলামী অর্থব্যবস্থায় এটি নিষিদ্ধ।^{৩৬৮} সুদ নিষিদ্ধ করা হলে গোটা আর্থিক ব্যবস্থা রূপান্তরিত হয়ে সমতা (ইকুইটি) ও প্রকৃত সম্পদ (Real Asset) এর ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।^{৩৬৯}

দুই. ঘারার (অনিশ্চয়তা) ও ফটকাবাজি : ঘারার হলো, কোনো ব্যবসায় অথবা ব্যবসায়িক চুক্তিতে কিংবা আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা। যার পরিমাণ লুকায়িত (অস্পষ্ট) ও যাতে হওয়া এবং না-হওয়া উভয় দিক বিদ্যমান। এ কারণে ঝুঁকিপূর্ণ বা প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয়কে বাই’ আল-ঘারার বলা হয়। ঘারার বা অস্পষ্টতার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য, স্টক ও শেয়ার বাজারে ফটকাবাজির উদ্ভব হয়। ঘারার দূর করা হলে ফটকাবাজি ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হবে না।^{৩৭০}

তিন. মাইসির বা জুয়া : মাইসির বা জুয়ার দ্বারা একপক্ষ অন্যায়ভাবে লাভবান হয় এবং অন্যপক্ষ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটির মাধ্যমে খুব সহজে ও পরিশ্রম ব্যতিরেকেই বিপুল অর্থ হস্তগত হয়। তাই একে মাইসির বলা হয়।^{৩৭১}

চার. জাহালাহ : জাহালাহ হচ্ছে এমন ধরনের লেনদেন যেখানে ক্রেতা জানে না যে, সে কী ক্রয় করছে অথবা বিক্রেতা জানে না যে, সে কী বিক্রয় করছে। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রিত পণ্যের নির্দিষ্টতা, পণ্যের মূল্য, বিক্রয়ের সময় এবং পণ্য হস্তান্তরের স্থান স্পষ্ট থাকা আবশ্যিক। একইভাবে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে চুক্তির বিষয়বস্তু স্পষ্ট না হলে সেখানেও জাহালাহ সৃষ্টি হতে পারে। তাই ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় এবং চুক্তি সম্পাদনে জাহালাহকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।^{৩৭২}

পাঁচ. বাই’ আদ-দাইন বা ঋণ বিক্রয় : ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয় করাকে বাই’ আদ-দাইন বলে।^{৩৭৩} অর্থাৎ কোন ব্যক্তির অন্যের ওপর উসুলযোগ্য ঋণ পাওনা থাকলে তা কম মূল্যে (ডিসকাউন্ট) অন্যের নিকট বিক্রয় করাকে বাই’ আদ-দাইন বলে। ইসলামী ফিক্হ একাডেমির সকল সদস্য ঋণ বিক্রির নিষিদ্ধতাকে সর্বসম্মতিক্রমে কোন ধরনের বিরোধিতা ব্যতীত গ্রহণ করেছেন।^{৩৭৪}

ছয়. বাই’ বাতিল ও বাই’ ফাসিদ : যে ক্রয়-বিক্রয় মূলগত ও গুণগত উভয় দিক থেকে শুদ্ধ নয় তাকে বাই’ বাতিল বলা হয়। কেউ কেউ বলেছেন, বিক্রিত বস্তুটি যদি ইসলামী শরী’আহর দৃষ্টিতে মূল্যমানসম্পন্ন না হয় তা হলে তার ক্রয়-বিক্রয় বাতিল বলে গণ্য হবে।^{৩৭৫} যে ক্রয়-বিক্রয় মূলগতভাবে শরী’আহসম্মত কিন্তু গুণগত দিক দিয়ে শরী’আহসম্মত নয় তাকে বাই’ ফাসিদ বলে। যেমন, অনেক গাড়ি থেকে নির্দিষ্ট না করে কোন একটি গাড়ি বিক্রি অথবা অনেক ঘর থেকে

^{৩৬৫} প্রাণ্ডজ, পৃ. ২১৬।

^{৩৬৬} ড. এম. উমর চাপড়া, টুয়ার্ডস এ জাস্ট মনিটারিং সিস্টেম, প্রাণ্ডজ, ২১৪। (It would not only be able to remove the prevailing imbalance between the supply and use of resources but also exert a favourable influence on allocation of resources, savings and capital formation, economic growth and stability).

^{৩৬৭} মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার, মাকাসিদ আশ শরী’আহ ও ইসলামের সৌন্দর্য, প্রাণ্ডজ, পৃ. ২১৬।

^{৩৬৮} অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, সুদ সমাজ অর্থনীতি, প্রাণ্ডজ, পৃ. ২৫; আল-কুরআন, ২:২৭৫ ও মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার, মাকাসিদ আশ শরী’আহ ও ইসলামের সৌন্দর্য, প্রাণ্ডজ, পৃ. ২১৭।

^{৩৬৯} বিচারপতি তাকী উসমানী, সুদ নিষিদ্ধ: পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়, অনুবাদ: অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, (ঢাকা: ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ২০০৮ খৃ.), পৃ. ৬৭-৬৮।

^{৩৭০} ইমাম ইবনুল আসীর জাযারী (র.), জামিউল উসূল ফি আহাদিসির রাসূল, (তাবুক: মাকতাবাতুল হালওয়ানী, ১৯৬৯ খৃ.), খ. ১, পৃ. ৫২৭; মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার, মাকাসিদ আশ শরী’আহ ও ইসলামের সৌন্দর্য, প্রাণ্ডজ, পৃ. ২১৬; ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, আস-সহিহ, অধ্যায়: কিতাবুল বুয়ু, পরিচ্ছেদ: বাতলানু বাইয়ুল হুসাতি ওয়াল বাইউ আল্লাযি ফি, প্রাণ্ডজ, খ. ৩, হাদিস নং ১৫১৩, পৃ. ১১৫৩।

^{৩৭১} মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার, মাকাসিদ আশ শরী’আহ ও ইসলামের সৌন্দর্য, প্রাণ্ডজ, পৃ. ২১৬; আল-কুরআন, ৫:৯০।

^{৩৭২} মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার, মাকাসিদ আশ শরী’আহ ও ইসলামের সৌন্দর্য, প্রাণ্ডজ, পৃ. ২১৭।

^{৩৭৩} প্রাণ্ডজ, পৃ. ২১৭।

^{৩৭৪} বিচারপতি তাকী উসমানী, সুদ নিষিদ্ধ: পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়, প্রাণ্ডজ, পৃ. ২০৮।

^{৩৭৫} কাজী ওমর ফারুক, ইসলামী ব্যাংকিং তত্ত্ব ও অনুশীলন, (ঢাকা: মুক্তদেশ প্রকাশন, ২০১০ খৃ.), পৃ. ১০০; মুহাম্মদ শামসুল হুদা, মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি শরী’আহর নীতিমালা, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ২০০৯ খৃ.), পৃ. ৫২-৫৪।

একটি ঘর বিক্রি করা। বাই ফাসিদের অধীনে ক্রেতার হস্তগত অবস্থায় মালামাল ধ্বংস কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্রেতা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।^{৩৭৬}

৪.২.২ ইসলামী অর্থব্যবস্থায় কর্মকৌশলের প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক দিক

ইসলামী অর্থব্যবস্থার কর্মকৌশল সাধারণতঃ ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। এ অর্থব্যবস্থার ব্যবহারিক দিকগুলো ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির মাধ্যমে প্রয়োগ হয়। ফলে এর যাবতীয় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইসলামী অর্থব্যবস্থার কর্মকৌশল ও কর্মপদ্ধতির স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়। সমকালীন বিশ্ব অর্থব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা একটি নতুন দিগন্তের উন্মোচনকারী কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান। এ অর্থব্যবস্থার সাফল্য, অগ্রগতি, নৈতিক ও আদর্শিক অবস্থান এবং চমৎকার গ্রহণযোগ্যতা বিশ্ব মহলে দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক যে আদর্শগত পার্থক্য রয়েছে তা হলো ইসলামী শারী'আহ। ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইসলামী শারী'আহ অনুযায়ী যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। ইসলামী অর্থব্যবস্থার এ ঐশী ও নৈতিক প্রতিশ্রুতি গোটা ব্যাংকব্যবস্থার ওপর শক্তিশালী প্রভাব সৃষ্টি করে। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা একটি ন্যায্যনীতি ও ইনসাফভিত্তিক ব্যবস্থা। এটি ইসলামী জীবনাদর্শভিত্তিক একটি উন্নয়নমূলক কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান।^{৩৭৭} অর্থনৈতিক শোষণ অবসানের জন্য ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা একমাত্র বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা হিসেবে ক্রমাগতভাবে তার অবদান রেখে যাচ্ছে। তাই প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক দিক থেকেও ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করেছে। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার প্রায়োগিক দিকসমূহ নিম্নরূপ :

ক. শরী'আহ সুপারভাইজরি বা এ্যাডভাইজরি বোর্ড

ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম শরী'আহ অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কি না তা তত্ত্বাবধান, প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য ফিকহুল মু'আমালাত বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত একটি স্বাধীন সংস্থার নাম শরী'আহ সুপারভাইজরি বোর্ড।^{৩৭৮} ইসলামী অর্থব্যবস্থায় বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলোতে শরী'আহ নীতির বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ, উপদেশ ও দিক নির্দেশনা এবং অন্যান্য কার্যক্রম তদারকি করার জন্য শরী'আহ এ্যাডভাইজরি বোর্ড থাকা ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য আবশ্যিক।^{৩৭৯} ইসলামী শরী'আহর নীতিমালা অনুসারে পরিচালনার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। ইসলামী শরী'আহ অনুমোদন করে না এমন খাতে ব্যবসা বা বিনিয়োগ করা ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নীতিবিরুদ্ধ। সার্বিক কার্যক্রমে যথাযথভাবে শরী'আহ পরিপালিত হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে শরী'আহ এ্যাডভাইজরি বোর্ড।^{৩৮০} এ ছাড়াও শরী'আহ অনুশীলনের জন্য শরী'আহ সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই বোর্ড। ইসলামী আইনশাস্ত্রে পারদর্শী ওলামায়ে কেরাম, খ্যাতিমান ব্যাংকার, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও প্রখ্যাত আইনজীবীর সমন্বয়ে শরী'আহ সুপারভাইজরি বা এ্যাডভাইজরি বোর্ড গঠন করা হয়।^{৩৮১}

খ. ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার লেনদেনের নীতিমালা

ইসলামী ব্যাংকের লেনদেনের ক্ষেত্রে ড. ইউসুফ আল-কারাদাভি কতগুলো মৌলিক নীতিমালার^{৩৮২} কথা উল্লেখ করেছেন :

১. লেনদেন ইবাহাত বা বৈধ হওয়া।
২. ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত পছায় হালাল হওয়া।
৩. লেনদেন কারণ ও কল্যাণ বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল হওয়া।
৪. লেনদেনের মাসআলার ক্ষেত্রে ইজতিহাদের জন্য সমকালীন আলিমগণের মতামতকে অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দেয়া।
৫. মানুষের প্রয়োজন পূরণে সহজ-সরল পছায় লেনদেন সম্পন্ন হওয়া।

^{৩৭৬} মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি : শরী'আহর নীতিমালা, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ২০০৯ খৃ.), পৃ. ৪৫।

^{৩৭৭} এম. আযীযুল হক, ইসলামী ব্যাংকিং : ভবিষ্যত ও সম্ভাবনা, দৈনিক সংগ্রাম, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের ২১ বছর পূর্তি সংখ্যা, ২৩ জুলাই ২০০৪, পৃ. ৭০।

^{৩৭৮} মো: মুখলেছুর রহমান, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শরী'আহ কাউন্সিল : প্রাসঙ্গিক আলোচনা, ইসলামিক ব্যাংকিং সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড জার্নাল, (ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকিং অব বাংলাদেশ, মার্চ ২০০৪ খৃ./১৪২৫ হি./১৪১০ ব.), সংখ্যা ১, পৃ. ৮৩।

^{৩৭৯} ড. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, প্রাণ্ডু, পৃ. ৩৭৩।

^{৩৮০} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাণ্ডু, পৃ. ১০৪।

^{৩৮১} শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি, প্রাণ্ডু, পৃ. ১২; মো: মুখলেছুর রহমান, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শরী'আহ বোর্ড, (ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকিং অব বাংলাদেশ, ২০০৪ খৃ.), ১০ ও ২০-২৭।

^{৩৮২} উদ্ধৃত: উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিনিয়োগ নির্দেশিকা, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ২০১৫ খৃ.), পৃ. ১৫-১৬।

গ. ইসলামী ব্যাংকের তহবিলের উৎসসমূহ^{৩৮০}

ইসলামী ব্যাংকগুলো মূলতঃ নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে তাদের তহবিল সংগ্রহ করে থাকে :

১. পরিশোধিত মূলধন,
২. সংরক্ষিত তহবিল,
৩. অন্যান্য সঞ্চিতি ও অবস্টিত মুনাফা,
৪. কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে গৃহীত অর্থ,
৫. অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে গৃহীত অর্থ,
৬. ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্ট (ইসলামী অর্থায়নপত্র) বিক্রয়ের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ,
৭. জনগণের কাছ থেকে গৃহীত আমানত ও পুঁজি এবং
৮. যাকাত।

ঘ. ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার কর্মপদ্ধতি ও কার্যাবলীর রূপরেখা

১. আমানত গ্রহণ, সংরক্ষণ এবং পুঁজি গঠন পদ্ধতি

ইসলামী ব্যাংক শরী'আহ অনুমোদিত পদ্ধতিতে আমানত বা জমা গ্রহণ করে থাকে। সুদভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকিং কার্যক্রমের মুকাবিলায় ইসলামী ব্যাংক আমানত গ্রহণ, সংরক্ষণ ও পুঁজি গঠনের সুস্পষ্টভাবে ব্যতিক্রমধর্মী কল্যাণমুখী বিকল্পধারা নির্মাণ করেছে। গ্রাহকের কাছ থেকে জমা গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাংকের তহবিল গড়ে ওঠে। সুদী ব্যাংক চলতি হিসেবে জমা গ্রহণ করে সে টাকা সুদে খাটায়। এছাড়া পূর্ব নির্ধারিত হারে সুদ দেয়ার আগাম অঙ্গীকারের ভিত্তিতে সঞ্চয়ী, স্বল্পমেয়াদী, স্থায়ী ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের জমা গ্রহণ করে। ব্যাংক সে তহবিল বিনিয়োগ করে।^{৩৮৪} প্রচলিত (Conventional) ব্যাংকের কার্যক্রম হতে মানুষ যে সুবিধা পেয়ে থাকে ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম হতে প্রাপ্ত সুবিধাও তার অনুরূপ। তথাপিও দুটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য। কার্যক্রমের এ পদ্ধতিগত পার্থক্যের কারণেই একটি ব্যাংক ইসলামী তথা হালাল এবং অপর ব্যাংকটি অনৈসলামিক তথা হারাম। যে ব্যাংকের ভিত্তিই হলো সুদ সে ব্যাংকের লেনদেন কোনভাবেই কখনোই হালাল হতে পারে না।^{৩৮৫} তাই জমা গ্রহণ ও বিনিয়োগ এ উভয় ক্ষেত্রেই সুদভিত্তিক ও ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের তহবিল ইসলামী শরী'আহ অনুমোদিত পদ্ধতিতে বিভিন্ন বাস্তব খাতে বিনিয়োগ করা হয়। বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত লাভ মুদারাবা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী গ্রাহকদের মাঝে বন্টন করা হয়।^{৩৮৬} গ্রাহকের অর্থ জমা গ্রহণের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক শরী'আহ নীতিমালা মোতাবেক আল-ওয়াদিয়া, আমানাহ, মুদারাবা ও করয নীতির অনুসরণ করে থাকে।^{৩৮৭} তবে এদের মধ্যে প্রথম তিন পদ্ধতি বিশ্বব্যাপী ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োগ ও ব্যবহার হচ্ছে :

ক. আল-ওয়াদিয়া পদ্ধতি

এক. আল-ওয়াদিয়া পদ্ধতির ধারণা

আরবী ওয়াদিয়া শব্দের অর্থ হলো আমানত। ছবছ কোন বস্তু চাওয়া মাত্র ফেরত পাওয়ার শর্তে কারো নিকট গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলে।^{৩৮৮} স্বাভাবিক অবস্থায় আমানত গ্রহণকারী উক্ত বস্তুটি নিজের জন্য ব্যবহার না করে আমানত প্রদানকারীকে চাহিবামাত্র প্রদান করার লক্ষে শরী'আহসম্মতভাবে সংরক্ষণ করবে।^{৩৮৯} অর্থাৎ, নিজের মাল হিফাযতের ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে অনুরূপ ব্যবস্থা এ ক্ষেত্রেও গ্রহণ করবে।^{৩৯০} সংরক্ষণের ক্ষেত্রে শরী'আহসম্মত পদ্ধতি সতর্কতার সাথে পরিপালন করার পরও যদি উক্ত বস্তু হালাক বা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে আমানত গ্রহণকারী তার দায়ভার গ্রহণ করবে না। তবে এইরূপ আমানতের ক্ষেত্রে আমানত গ্রহীতা উক্ত বস্তুটি হতে নিজে উপকারিতা লাভ করতে পারে না। কিন্তু এর জন্য যুক্তি সঙ্গত কোন খরচ হলে তা গ্রহণ করার অধিকার লাভ করে।^{৩৯১} আমানত গ্রহীতা যদি বস্তুটি ব্যবহার করে উহা হতে উপকারিতা লাভের শর্তে গ্রহণ করে তবে তাকে শরী'আহর দৃষ্টিতে আরিয়া বলা হয়। আরিয়া অর্থ বিনিময় গ্রহণ ছাড়া উপকার লাভের জন্য মালিক বানানো।^{৩৯২} ইমাম কুদুরী (র.) বলেন : 'দিরহাম ও দীনার, কায়লী ও ওজনী বস্তু এবং গণনার

^{৩৮০} অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯।

^{৩৮৪} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।

^{৩৮৫} কাজী ওমর ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

^{৩৮৬} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।

^{৩৮৭} ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ইসলামী ব্যাংকিং, (ঢাকা: জমজম প্রকাশনী, ২০১২ খ.), পৃ. ১৪৩।

^{৩৮৮} উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিনিয়োগ নির্দেশিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

^{৩৮৯} Abdur Raquib, *Ibid*, p. 77.

^{৩৯০} কাজী ওমর ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

^{৩৯১} ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬।

^{৩৯২} কাজী ওমর ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

ভিত্তিতে আদান-প্রদানের বস্তু আরিয়া প্রদানের অর্থ হলো করদ দেয়া। আরিয়া সিদ্ধ হবে এ বক্তব্য দ্বারা যে, আমি তোমাকে আরিয়া দিলাম। কেননা আরিয়া চুক্তির ক্ষেত্রে এটা হলো স্পষ্ট শব্দ। আরিয়া প্রদানকারী আরিয়াতের বস্তুটি যখন ইচ্ছা ফেরত নিতে পারে। আরিয়া বা করদ গ্রহণকারী কর্তৃক উপকার লাভের কারণে এটি হালাক বা ধ্বংস হয়ে গেলে গ্রহণকারী তা ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকবে।^{১৯৩} ইসলামী ব্যাংক আল-ওয়াদিয়া হিসাবের মাধ্যমে আরিয়া পদ্ধতিতে অর্থ জমা গ্রহণ করে, যাতে তা ব্যবহারের মাধ্যমে উপকার লাভ করা যায়।^{১৯৪} এ ক্ষেত্রে হিসাব ধারক আরিয়া প্রদানকারী এবং ব্যাংক আরিয়া গ্রহণকারী। এক কথায় আল-ওয়াদিয়া হচ্ছে ব্যবহারের অনুমতিসহ আমানত রাখা।^{১৯৫} আল-ওয়াদিয়া হিসাব ধারক হিসাব খোলার সময়ে ফর্মের পিছনে উল্লিখিত শর্তসমূহ পড়ে একমত হয়ে হিসাব খুলে থাকেন বিধায় উক্ত হিসেবে জমাকৃত টাকা ব্যাংক ব্যবহার করে উপকারিতা পেয়ে থাকে এবং হিসাব ধারকও চাহিবা মাত্র টাকা পাওয়ার অধিকারী হয়।^{১৯৬} এই হিসাব পরিচালনার মাধ্যমে হিসাব ধারক তার নগদ অর্থের নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম হয়।^{১৯৭} এ হিসাবে আমানতকারীকে কোন বিনিময় প্রদান করা হয় না বিধায় সুদের আবির্ভাব হওয়ার সুযোগ নেই।^{১৯৮} প্রচলিত ব্যাংকের চলতি জমা হিসাব ইসলামী ব্যাংকে আল-ওয়াদিয়া হিসাব নামে পরিচিত।^{১৯৯} আল-ওয়াদিয়া চুক্তিতে দুটি পক্ষ থাকে। জমাগ্রহণকারী পক্ষকে বলা হয় ‘মুয়াদা ইলাইহি’। জমাকারী পক্ষকে বলা হয় ‘মুয়াদি’। যে বস্তু জমা রাখা হয়, তা হলো ‘মুয়াদা’। ‘আল-ওয়াদিয়া’ হলো অর্থের নিরাপত্তা বিধানের চুক্তি। এর দ্বারা জমাকারী ব্যাংকের সাথে কোন ব্যবসায়ের অংশ নেন না। ব্যাংকের ব্যবসায়ের কোনরূপ ঝুঁকিও বহন করেন না। তিনি তার জমা টাকা যেকোন সময় ফেরত নেয়ার অধিকার রাখেন।^{২০০} এই পদ্ধতিতে জমাকারী ব্যাংকের কাছ থেকে কোন মুনাফা পান না। জমাকৃত অর্থের নিরাপদ হেফায়ত করা ও অন্যান্য সেবা প্রদানের বিনিময়ে ব্যাংক জমাকারীর কাছ থেকে সার্ভিস চার্জ নিতে পারে।^{২০১}

দুই. আল-ওয়াদিয়ার শর’ঈ নীতিমালা

১. আল ওয়াদিয়া চলতি হিসাবে জমাকারীর কাছ থেকে তার অর্থ ব্যবহারের পূর্বানুমতি নেয়া হয়।^{২০২}
২. আমানতকারী কোন রকম বিধি-নিষেধ ছাড়াই যে কোন পরিমাণ অর্থ তার হিসাবে আমানত রাখতে ও তুলতে পারে।^{২০৩}
৩. এ হিসাবে রাখা আমানতে কোন মুনাফা বা লোকসান দেখানো হয় না।^{২০৪}
৪. নিজস্ব ঝুঁকিতে ব্যাংক এ আমানতের অর্থ নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারে।^{২০৫}
৫. এ হিসাবের জমা অর্থ শরী‘আহ পরিপন্থী কোন পদ্ধতিতে বা কোন হারাম খাতে ব্যবহার করা হয় না।^{২০৬}

খ. আল-আমানাহ পদ্ধতি

এক. আল-আমানাহর ধারণা

আল-আমানাহ শব্দের অর্থ গচ্ছিত রাখা, নিরাপদ থাকা। ড. এম. উমর চাপড়া আল-আমানাহর সংজ্ঞায় বলেন,

Al Amanah means a trust. Something which is given by one person to another keep for some reason such as safe custody. The keeper is under obligation to return it in the same condition. অর্থাৎ, ‘আল-আমানাহ হচ্ছে বিশ্বস্ততা বা বিশ্বাসযোগ্যতা। যেখানে কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট কোন অর্থ-সম্পদ নিরাপদে গচ্ছিত রাখে এ শর্তে যে, সম্পদ যে অবস্থায় জমা রাখা হয়েছে ঠিক সেভাবেই জমাকারীকে আমানতদার ফেরত দিবে।’^{২০৭}

^{১৯৩} উদ্ধৃত: প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৮২।

^{১৯৪} অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৬০।

^{১৯৫} ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৪৬; ড. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৮৬।

^{১৯৬} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১১৪; S.M. Rahman, A Key to Success, (Dhaka: Md. Ashrafuzzaman, 2014), p. 207।

^{১৯৭} শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৯-১০।

^{১৯৮} কাজী ওমর ফারুক, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৮০; মোহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং : সমস্যা ও সমাধান, মো: মুখলেছুর রহমান সম্পাদিত, ইসলামিক ব্যাংকিং সেন্ট্রাল শরীয়াহ জার্নাল, (ঢাকা: সিএসবিআইবিবি, ২০০৯ খৃ.), সংখ্যা ২য়, পৃ. ১০।

^{১৯৯} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের কর্মনীতি, দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ, ২ মার্চ ২০১৪, পৃ. ৭।

^{২০০} মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৭৩।

^{২০১} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১২৬-১২৭।

^{২০২} ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৪৭।

^{২০৩} শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৫।

^{২০৪} প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৫।

^{২০৫} প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৫।

^{২০৬} ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৪৭।

^{২০৭} ড. এম. উমর চাপড়া, ইসলাম এন্ড দি ইকোনমিক চ্যালেঞ্জ, (লন্ডন: দি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯২ খৃ.), পৃ. ৩৫৭।

বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকে আল-আমানাহ প্রক্রিয়ায় জমা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বর্তমান ব্যাংকব্যবস্থায় লকার সিস্টেম এ পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকদের মূল্যবান দলিলপত্র, স্বর্ণালংকার ইত্যাদি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য গ্রাহকদের লকার সুবিধা প্রদান করে থাকে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক লকার ভাড়া দেয়ার কারণে নির্দিষ্ট ভাড়া পায়।^{৪০৮}

দুই. আল-আমানাহর শর'ঈ নীতিমালা^{৪০৯}

১. আমানতের টাকা যখন ফেরত চাইবে তখন ফেরত দিতে হবে।
২. গচ্ছিত অর্থ-সম্পদ দ্বারা কোনভাবে উপকৃত হওয়া যাবে না।
৩. বা কথার বৈপরীত্য দেখা দিলে আমানতকারী ব্যক্তির কথাই শপথবাক্যসহ ধর্তব্য হবে। তবে আমানত সংরক্ষণকারী যদি কোন প্রমাণ পেশ করতে পারে তাহলে প্রমাণের ভিত্তিতে ফয়সালা করতে হবে।
৪. আমানতের অর্থ-সম্পদ বা বস্তু যদি নষ্ট হয় এবং এ ক্ষেত্রে আমানত সংরক্ষণকারীর কোন দুর্বলতা না থাকে তাহলে তাকে জরিমানা দিতে হবে না। কিন্তু যদি প্রমাণিত হয় যে, আমানত সংরক্ষণকারীর কারণেই উক্ত আমানত নষ্ট হয়েছে তাহলে তাকে ক্ষতি পূরণ দিতে হবে।

গ. মুদারাবা পদ্ধতি

এক. মুদারাবা পদ্ধতির ধারণা

আরবী মুদারাবা শব্দের অর্থ বিভিন্ন স্থানে গমনাগমন। আল্লাহর রহমতের সন্ধানে ভ্রমণ করা। এখানে ভ্রমণ অর্থ ব্যবসায় কাজে মুদারিবের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াতকে বোঝায়।^{৪১০} যেহেতু মুদারিব তার চেপ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারা মুনাফার অধিকারী হয় সেহেতু মুদারাবা চুক্তির এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। ইসলামী শরী'আহ সাহিবুল মাল ও মুদারিব উভয়পক্ষের প্রয়োজনে এরূপ লেনদেন অনুমোদন করেছে। কেননা একদল মানুষ পুঁজিতে স্বচ্ছল কিন্তু পুঁজি পরিচালনায় অনভিজ্ঞ, অপরদিকে আরেকদল মানুষ পুঁজি পরিচালনায় অভিজ্ঞ কিন্তু পুঁজিহীন। ফলে এরূপ চুক্তির মাধ্যমে উভয়েই সুবিধা লাভ করতে পারে। ইসলামী ব্যাংক মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে অলস অর্থের মালিকদের অর্থ গ্রহণ করে তা বৈধ ব্যবসায় খাটিয়ে যে মুনাফা পায় তার আংশিক মালের মালিকদের মধ্যে বন্টন করে থাকে।^{৪১১} মুদারাবা আমানত সংগ্রহের একটি জনপ্রিয় ইসলামী নীতি ও পদ্ধতি। ইসলামী ব্যাংকে জমাগ্রহণের ক্ষেত্রে মুদারাবা পদ্ধতি ব্যাপকভাবে অনুশীলিত হয়ে থাকে।^{৪১২}

মুদারাবা সম্পর্কে ইমাম কুদুরী (র.) বলেন : ‘(শরী'আহর পরিভাষায়) মুদারাবা হচ্ছে দুই পক্ষের একপক্ষ থেকে পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে শরীকানার ভিত্তিতে সম্পন্ন চুক্তি। মুদারাবা চুক্তি ঐ মাল ছাড়া সিদ্ধ হবে না যে মালে শরীকানা সিদ্ধ হয়। মুদারাবার আরেকটি শর্ত এই যে, অর্জিত মুনাফা উভয়ের মাঝে পরিব্যক্ত হবে। কোন পক্ষই মুনাফা থেকে নির্ধারিত পরিমাণ দিরহামের হকদার হবে না।^{৪১৩} মুদারাবার ক্ষেত্রে পুঁজি মুদারিবের হাতে অর্পণ করা আবশ্যিক। পুঁজিদাতার তাতে কোন হস্তক্ষেপের অধিকার থাকে না। যখন (স্থান, কাল ও পাত্র সম্পর্কে) নিঃশর্তরূপে বিশুদ্ধ মুদারাবা চুক্তি সম্পন্ন হবে তখন মুদারিব এর জন্য বৈধ হবে বিক্রয় করা, ক্রয় করা, কাউকে উকিল নিয়োগ করা, সফর করা, বিক্রয় করার জন্য কাউকে পণ্য প্রদান করা এবং কারো কাছে আমানত রাখা। অপরদিকে পুঁজিদাতা যদি মুদারিবকে নির্দিষ্ট কোন শহর কিংবা নির্দিষ্ট কোন পণ্যে ব্যবসা করার কথা বলে দেয় তাহলে তা লঙ্ঘন করা তার জন্য জায়েয হবে না।^{৪১৪} ইসলামী শরী'আহর পরিভাষায়, মুদারাবা এমন ধরনের অংশীদারি কারবার যেখানে দুটি পক্ষ থাকে। একপক্ষ মূলধন সরবরাহ করেন এবং অপর পক্ষ মেধা ও শ্রম ব্যয় করে উক্ত মূলধন দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করেন।^{৪১৫} মুদারাবা পদ্ধতিকে Profit sharing and loss bearing বা লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের পদ্ধতি বলা হয়।^{৪১৬} ব্যবসায় লাভ হলে পূর্ব চুক্তি অনুসারে উভয়পক্ষের মধ্যে বণ্টিত হয়। আর লোকসান হলে মূলধন সরবরাহকারীপক্ষকে তা বহন করতে হয়।^{৪১৭} মূলধন

^{৪০৮} ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫।

^{৪০৯} প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫।

^{৪১০} ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।

^{৪১১} কাজী ওমর ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩; মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮; উদ্ধৃত: বিচারপতি তাজী উসমানী, সুদবিহীন ব্যাংকিং, অনু: মুসা ইবন ইয়হার, অনুবাদ: মুসা ইবন ইয়হার, (ঢাকা: মাকতাবাতুল ইসলাম, ২০১২ খৃ.), পৃ. ২৬৮।

^{৪১২} ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।

^{৪১৩} উদ্ধৃত: কাজী ওমর ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

^{৪১৪} প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

^{৪১৫} Abdur Raquib, *Ibid*, p. 77.

^{৪১৬} শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫; মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

^{৪১৭} শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭; উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিনিয়োগ নির্দেশিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

সরবরাহকারীপক্ষকে বলা হয় সাহিবুল মাল (صاحب المال) আর ব্যবসায় পরিচালনাকারীপক্ষকে বলা হয় মুদারিব (مضارب)।^{৪১৮} ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে অলস অর্থের মালিকদের অর্থ গ্রহণ করে তা শরী‘আহ অনুমোদিত ব্যবসায় খাটিয়ে যে মুনাফা পায় তার আংশিক মালের মালিকদের মধ্যে বণ্টন করে থাকে।^{৪১৯} ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় এ পদ্ধতিতে যেমন তাদের আমানত সংগ্রহ করতে পারে, তেমনি তারা দক্ষ ও অভিজ্ঞ উদ্যোক্তা নির্বাচনপূর্বক তাঁকে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য নগদ অর্থও প্রদান করতে পারে। উদ্যোক্তা তার দক্ষতা, মেধা, সময় ও শ্রম দিয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করেন। ব্যবসায় লাভ হলে তা চুক্তির শর্তানুসারে ব্যাংক ও গ্রাহকের মাঝে বণ্টিত হয়।^{৪২০} পক্ষান্তরে লোকসান হলে তা সাহিবুল মাল হিসেবে ব্যাংককেই বহন করতে হয় এবং মুদারিবকে তার মেধা, যোগ্যতা, শ্রম ও ব্যয়িত সময়ের ক্ষতি স্বীকার করতে হয়।^{৪২১}

দুই. মুদারাবার শর‘ঈ নীতিমালা^{৪২২}

১. মুদারাবা তহবিলের গ্যারান্টি প্রদান করা যাবে না।
২. মুদারাবা তহবিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যাংকের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকতে হবে।
৩. মুদারাবার অর্থ শরী‘আহসম্মত খাতে বিনিয়োগ করতে হবে।
৪. মুদারাবা কারবারে লাভ হলে পূর্বনির্ধারিত হারে সাহিবুল মাল ও মুদারিবের মাঝে বণ্টিত হবে। লোকসান হলে সাহিবুল মালকে বহন করতে হবে।
৫. ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় সাহিবুল মাল থেকে আমানত গ্রহণকারী হিসেবে ব্যাংক প্রথমে মুদারিব হয়। পরে উক্ত আমানত বা জমা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংক হয় সাহিবুল মাল আর বিনিয়োগ গ্রহীতা হন মুদারিব।^{৪২৩}
৬. মুদারাবা চুক্তি শর্তযুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ ব্যবসার স্থান, কাল ও পাত্র সম্পর্কে সাহিবুল মাল কর্তৃক আরোপিত শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে মুদারিব ব্যবসা পরিচালনা করবে।
৭. পূঁজিদাতা মুদারাবার জন্য কোন সময় নির্ধারণ করে দিলে উক্ত সময় অতিক্রান্তের পর চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।
৮. মুদারিবের পূঁজি প্রত্যর্পণের পর যে মুনাফা অবশিষ্ট থাকবে মুদারিব তার অংশ পাবে। পূর্বে মুনাফা বণ্টিত হলে পূঁজি প্রত্যর্পণকালে যদি দেখা যায় পূঁজিদাতার মূল পূঁজি অপেক্ষা কম পূঁজি রয়েছে তবে মুদারিব ঐ মুনাফা ফেরত দানের মাধ্যমে পূঁজি পূর্ণ করে দিবে। তবে মুনাফার অতিরিক্ত ফেরত দিতে হবে না।
৯. পূঁজিদাতা বা মুদারিব মারা গেলে বা পূঁজিদাতা মুরতাদ হয়ে দারুল হারবে চলে গেলে মুদারাবা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।
১০. পূঁজিদাতার পূঁজি মুদারিবের কাছে আমানতস্বরূপ থাকে এবং এই পূঁজির ক্ষেত্রে সে পূঁজি বিনিয়োগকারী উকিল হয়ে থাকে। কেননা সে পূঁজির মালিকের আদেশক্রমে তাতে পরিচালনা করে থাকে। আর যখন মুনাফা অর্জন করবে তখন সে তাতে পূঁজি বিনিয়োগকারীর শরীকদার হবে। কেননা সে তার শ্রম দ্বারা মালের একাংশের তথা মুনাফার মালিকানা লাভ করেছে।
১১. মুদারিব যদি পূঁজিদাতার পূঁজি দ্বারা ক্রয়কৃত কোন পণ্যের সাথে নিজের পণ্য মিশ্রিত করে বা অপর উপাদান সংযোজনের মাধ্যমে গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে তবে এক্ষেত্রে মুদারিব ঐ পণ্যে পূঁজিদাতার অংশীদার হবে। সংযোজিত অংশের বিক্রয় মূল্য মুদারিব গ্রহণ করবে আর মূল পণ্যের বিক্রয় মূল্য হতে পূঁজির অতিরিক্ত মুনাফা পূঁজিদাতা ও মুদারিবের মধ্যে বণ্টিত হবে।

তিন. ইসলামী ব্যাংকের মুদারাবা জমা গ্রহণের নীতি^{৪২৪}

১. ইসলামী ব্যাংক জনসাধারণকে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে উৎসাহ জোগায়। শুধু বড় সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহী না হয়ে ছোট জমাকারীদের সম্পদ জাতীয় আর্থিক প্রবাহে নিয়োজিত করে।
২. ইসলামী ব্যাংক সবার কাছে সঞ্চয়ের এ ধারণা তুলে ধরে যে, সঞ্চয়ের মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্বও পালন করা যায়।
৩. সঞ্চয়ী গ্রাহক ও ব্যাংকের সম্পর্ক মুদারাবা পদ্ধতির অংশীদারি নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে গ্রাহক ‘সাহিবুল মাল’ এবং ব্যাংক ‘মুদারিব’ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

^{৪১৮} ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৪৮; উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিনিয়োগ নির্দেশিকা, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৮।

^{৪১৯} কাজী ওমর ফারুক, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৮৪; উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিনিয়োগ নির্দেশিকা, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৮।

^{৪২০} S.M. Rahman, *Ibid*, p. 207.

^{৪২১} মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও অন্যান্য, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১২৬।

^{৪২২} ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৪৮; উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিনিয়োগ নির্দেশিকা, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৯; কাজী ওমর ফারুক, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৮৩-৮৫।

^{৪২৩} অধ্যাপক মুজাহিদুল ইসলাম, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং: সাফল্য-অসাফল্য সমস্যা ও দিকনির্দেশনা, দৈনিক সংগ্রাম, ২৩ জুলাই ২০০৪, পৃ. ১০৫, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের একুশ বছর পূর্তি সংখ্যা।

^{৪২৪} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১২৬।

৪. ইসলামী ব্যাংক জনগণের সঞ্চয় শরী'আহ অনুমোদিত খাতে শরী'আহসম্মত পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে হালাল মুনাফা অর্জনে সাহায্য করে।

চার. মুদারাবা নীতিতে ইসলামী ব্যাংকের মুনাফা বণ্টন পদ্ধতি^{৪২৫}

মুদারাবা হিসাবে মুনাফা বণ্টনের সাধারণ নীতিমালা হলো :

১. মুদারাবা তহবিলের আয় মুদারিব ও সাহিবুল মালের মধ্যে চুক্তির শর্ত অনুসারে আনুপাতিক হারে বণ্টন হয়।
২. মুদারাবা তহবিল বিনিয়োগ ছাড়াও ব্যাংক তার বিভিন্ন সেবার মাধ্যমে কমিশন, এক্সচেঞ্জ, সার্ভিস চার্জ ইত্যাদি আয় করেন। এসব আয়ে জমাকারীদের অংশ থাকে না।
৩. মুদারাবা জমাকারীগণ মুদারাবা তহবিলের বিনিয়োগ আয়ে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন।

বিনিয়োগ আয়ে মুদারাবা জমার অংশ হিসাব করার কৌশল :

১. মুদারাবা জমাকারীগণ মুদারাবা তহবিল বিনিয়োগ আয়ের একটি পূর্বনির্ধারিত অংশ পান।
 ২. ব্যাংক বাকি অংশ তার আয় হিসেবে পায়:
- ক. ব্যাংক তার আয়ের একটি অংশ বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যয় করে।
- খ. ব্যাংক বিনিয়োগ আয়ের বাকি অংশ বিনিয়োগ ক্ষতি-পূরণ সঞ্চিতি হিসাবে সংরক্ষণ করে।

২. ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি

ক. বিনিয়োগ পদ্ধতির ধারণা

ইসলামী ব্যাংক পূর্ব বর্ণিত পদ্ধতিতে পুঁজি সংগ্রহের পর তা ব্যবহার করে মুনাফা অর্জনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিনিয়োগ^{৪২৬} করে থাকে। পুঁজি সংগ্রহের মূল উদ্দেশ্যই হল তা খাটিয়ে মুনাফা অর্জন করা। সুদী ব্যাংক তাদের সংগৃহীত পুঁজি সরাসরি নগদ ঋণ হিসেবে প্রদান করে তার ওপর সুদ চার্জ করে আয় অর্জন করে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক প্রত্যক্ষভাবে ঋণ দিয়ে তার ওপর কোন চার্জ করে উপার্জন করতে পারে না।^{৪২৭} তাকে ইসলাম অনুমোদিত পদ্ধতিতে হালাল ব্যবসায় খাটিয়ে মুনাফা অর্জন করতে হয়। এ লক্ষে ইসলামী ব্যাংক মুদারাবা, মুশারাকার ভিত্তিতে পুঁজি বিনিয়োগ, স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করে তা ভাড়া খাটিয়ে এবং প্রত্যক্ষভাবে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে থাকে।^{৪২৮} ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকদের জমাকৃত অর্থ শরী'আহসম্মত বিনিয়োগ খাতে বিনিয়োগ করে থাকে। ইসলামী ব্যাংকের অর্থায়নকে বিনিয়োগ বলা হয়।^{৪২৯} তা প্রচলিত ব্যাংকের মতো ঋণমূলক নয়। ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম সুদমুক্ত কিন্তু মুনাফা ভিত্তিক।^{৪৩০} ইসলামী ব্যাংকগুলো প্রধানত বিশটি উপায়ে তাদের সংগৃহীত আমানতকে বিনিয়োগ করে। তা হলো : মুদারাবা, মুশারাকা, মুরাবাহা, মুয়াজ্জাল, সালাম, ইজারা, ইজারার বিল বাই', হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক, কিস্তিতে বিক্রয়, ইসতিসনা', জু'আলাহ, মুজারা, মুশাকা, মেয়াদী অংশগ্রহণকারী সার্টিফিকেট, বিনিয়োগ নিলাম, সরাসরি বিনিয়োগ, স্বাভাবিক মুনাফার হারে বিনিয়োগ, শেয়ার ও বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয় বিক্রয় এবং করদে হাসানা।^{৪৩১} ইসলামী ব্যাংকের উন্নয়নধর্মী বিনিয়োগ বৈশিষ্ট্য তাকে বহুমাত্রিক বিনিয়োগ তথা কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ও সেবা ইত্যাদি বিনিয়োগের ক্ষেত্র অনুসন্ধান বাধ্য করে।^{৪৩২} নিচের চিত্রে ইসলামী ব্যাংকের প্রধান প্রধান বিনিয়োগ পদ্ধতির একটি চিত্র (চিত্র নং ৩) দেয়া হলো :

^{৪২৫} প্রাণ্ডজ, পৃ. ১২৯-১৩০।

^{৪২৬} অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, সুদ, মুনাফা, ভাড়া, খটিস অন ইকোনমিক্স, (ঢাকা: ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ২০০৩ খৃ.), খ. ১৩, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৬২; L. R. Chowdhury, *A Dictionary of Banking and Finance*, (Dhaka: Anthor, 2005), p. 240।

^{৪২৭} শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি*, প্রাণ্ডজ, পৃ. ১৭।

^{৪২৮} কাজী ওমর ফারুক, প্রাণ্ডজ, পৃ. ৮৯-৯০।

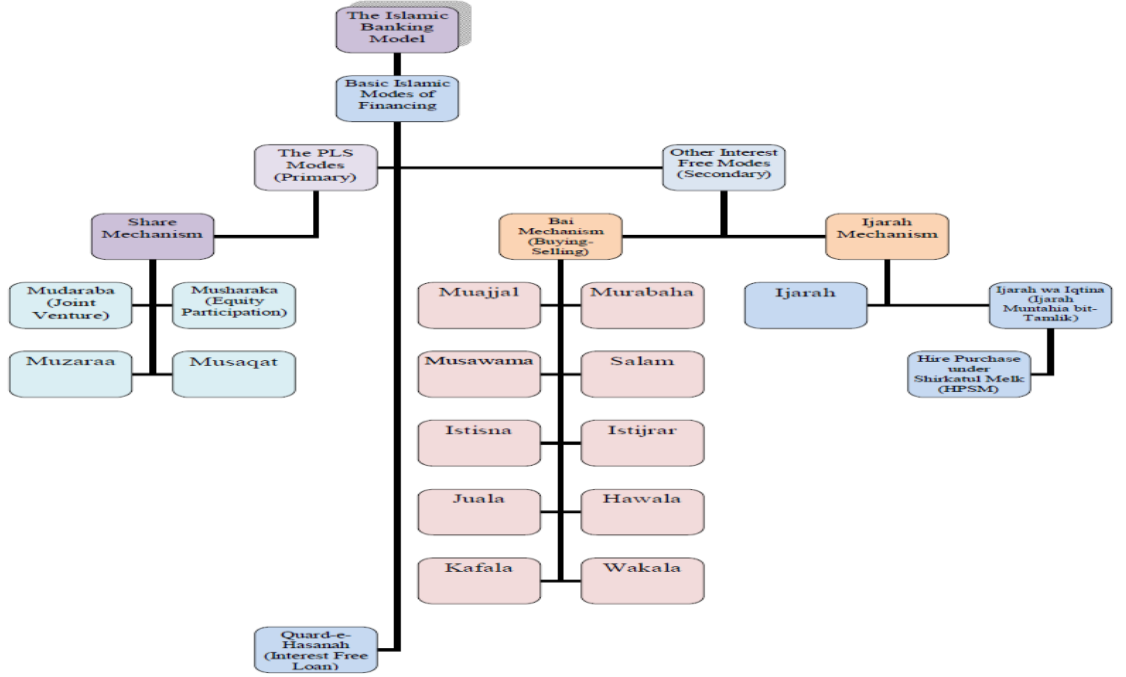
^{৪২৯} প্রাণ্ডজ, পৃ. ৯০।

^{৪৩০} ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাণ্ডজ, পৃ. ৩০০-৩০১।

^{৪৩১} মোহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার, *বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং : সমস্যা ও সম্ভাবনা*, মো: মুখলেছুর রহমান সম্পাদিত, ইসলামিক ব্যাংকিং সেন্ট্রাল শরীয়াহ জার্নাল, প্রাণ্ডজ, সংখ্যা ২য়, পৃ. ১১।

^{৪৩২} ড. সাইয়েদ আল হাওয়ালী, *ইসলামী ব্যাংকিং*, (ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশন, ২০১৩ খৃ.), পৃ. ২৬, M. Mansoor Khan and M. Ishaq Bhatti, *Developments in Islamic Banking : The Case of Pakistan*, (Hampshire: PALGRAVE MACMILLAN, 2008), P. 46.

চিত্র ৩: ইসলামী ব্যাংকিং অর্থায়ন মডেল



খ. ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতিমালা^{৪৩৩}

ইসলামী ব্যাংক ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য বাস্তবায়নের একটি মাধ্যম। ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক লক্ষ্যগুলো সামনে রেখে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।

১. ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি ইসলামী শরী'আহর দৃষ্টিতে হালাল হতে হবে। সে সঙ্গে বিনিয়োগের খাতও হালাল হতে হবে।
২. ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি সামাজিক কল্যাণের দিকেও নজর রাখবে।
৩. বিনিয়োগের খাত এমনভাবে নির্ধারিত হবে যাতে সমাজের মৌলিক চাহিদাগুলো ইসলামী নীতির ক্রম-অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পূরণ হতে পারে।
৪. ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ উৎপাদন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সে সম্পদ বণ্টনের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রমকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে

গ. ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ^{৪৩৪}

ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শুধু মুনাফা অর্জনের ওপরই গুরুত্বারোপ করে না, মুনাফার পাশাপাশি সামাজিক কল্যাণের বিষয়টিতেও দৃষ্টি রাখে।

১. মূলধনের নিরাপত্তা ও মুনাফার সম্ভাব্যতা বিবেচনায় রেখে ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা।
২. অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মূলধন ও দক্ষতার সমন্বয় এবং বৈজ্ঞানিক, কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও পেশাগত সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলা।
৩. পুঁজির মালিক যাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রকৃত ও বাস্তব ভূমিকা রেখে হালাল মুনাফা পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করা।
৪. পারিপার্শ্বিক ও পরিবেশ অনুসারে এবং দেশের সামগ্রিক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিনিয়োগ করা।
৫. সম্পদ মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে পুঞ্জীভূত না করে তার দ্বারা সর্বজনীন কল্যাণ সাধনের ইসলামী নীতিকে অগ্রাধিকার দান।
৬. উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদক ও উৎপাদনমুখী শিল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাদের ভিত মজবুত করা।
৭. বিনিয়োগের মাধ্যমে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও সামাজিক অবকাঠামো গঠনের উদ্যোগে অংশগ্রহণ।

^{৪৩৩} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাণ্ডজ, পৃ. ১৩২।

^{৪৩৪} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাণ্ডজ, পৃ. ১৩২-১৩৩; উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিনিয়োগ নির্দেশিকা, প্রাণ্ডজ, পৃ. ২১-২২; বিচারপতি তাকী উসমানী, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি, প্রাণ্ডজ, পৃ. ৪৭-৪৮।

৮. লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতিতে এবং মুরাবাহা, মুয়াজ্জাল প্রভৃতি বেচাকেনা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা। এই পদ্ধতিগুলো প্রকৃত ব্যবসাকে উৎসাহিত করে।
৯. শরী‘আহর দৃষ্টিতে অবৈধ ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর খাতে প্রচুর মুনাফা থাকলেও সে খাতে বিনিয়োগ না করা।
১০. সামাজিক কল্যাণমূলক খাতে মুনাফা কম হলেও সেসব খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা।
১১. অর্থনৈতিক কোন কর্মকাণ্ডের জন্য মানুষ যেন দুনিয়া ও আখিরাতে অপরাধী না হয় সে দিকে গুরুত্ব প্রদান করা।
১২. অর্থের অভাবে কোন মানুষের মেধা যেন অপচয় না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করা। সবার জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা।
১৩. ব্যাংকের বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডে সবুজ পৃথিবীর পরিবেশে কোনোভাবে কোনো ক্ষতিকর প্রভাব যেন না পড়ে সেদিকেও নজর রাখা।

ঘ. ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতির শ্রেণিবিভাগ

শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান বলেন, জনগণের নিকট থেকে গৃহীত তহবিল ব্যবহারের জন্য ইসলামী ব্যাংক সাধারণতঃ চারটি পদ্ধতি^{৪৩৫} ব্যবহার করে থাকে :

১. বিনিয়োগধর্মী পদ্ধতি,
২. বাণিজ্যসম্পৃক্ত পদ্ধতি,
৩. ইজারাদর্মী পদ্ধতি এবং
৪. ঋণধর্মী পদ্ধতি।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বলেন, ইসলামী ব্যাংক শরী‘আহ অনুমোদিত যেসব পদ্ধতি সাধারণভাবে অনুসরণ করে সে পদ্ধতিগুলোকে প্রধানতঃ তিনভাগে^{৪৩৬} ভাগ করা যায় :

১. শিরকাত বা অংশীদারিপদ্ধতি

ক. মুদারাবা ও খ. মুশারাকা।

২. ইজারা বিল বাই তাহতা শিরকাতিল মিল্ক বা মালিকানায় শরীকানা বা শিরকাতুল মিল্ক এর ভিত্তিতে ভাড়ায়

ক. হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক (HPSM)।

৩. বাই বা ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি

ক. মুরাবাহা, খ. মুয়াজ্জাল, গ. সালাম, গ. ইসতিসনা‘ ও ঘ. ইসতিজরার।

উপর্যুক্ত বর্ণনার প্রেক্ষিতে নিম্নে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

১. শিরকাত বা অংশীদারি পদ্ধতি

ক. মুদারাবা বিনিয়োগ

এক. মুদারাবা বিনিয়োগ-এর ধারণা

মুদারাবা (مضاربة) শব্দটি ‘দারব’ (ضرب) শব্দমূল হতে উদ্ভূত। আরবি ভাষায় শব্দটি প্রহার করা, অন্বেষণ করা, দৃষ্টান্ত দেয়া, পরিভ্রমণ করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আল-কুরআনে শব্দটি পরিভ্রমণ করা অর্থে বহু জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে।^{৪৩৭} রাসূল (সা.) মুদারাবাকে বৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন।^{৪৩৮} ইসলামী শরী‘আহর পরিভাষায়, মুদারাবা এমন ধরনের অংশীদারি কারবার যেখানে দুটি পক্ষ থাকে। একপক্ষ মূলধন সরবরাহ করেন এবং অপর পক্ষ মেধা ও শ্রম ব্যয় করে উক্ত মূলধন দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করেন। ব্যবসায় লাভ হলে পূর্ব চুক্তি অনুসারে উভয়পক্ষের মধ্যে বণ্টিত হয়।^{৪৩৯} আর লোকসান হলে মূলধন সরবরাহকারীপক্ষকে তা বহন করতে হয়। মূলধন সরবরাহকারীপক্ষকে বলা হয় সাহিবুল মাল

^{৪৩৫} উদ্ধৃত: শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

^{৪৩৬} উদ্ধৃত: মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩; উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিনিয়োগ নির্দেশিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২।

^{৪৩৭} আল-কুরআন, ৭৩:২০।

^{৪৩৮} উদ্ধৃত: ইমাম আলাউদ্দিন আবু বকর ইবন মাসউদ আল কাছানী আল হানাফী, বাদাইউস সানাই‘ (بداية الصنائع), (বৈরুত: দারুল কিতাব আল আরাবি, ১৯৮২ খৃ.), খ. ৫-৬, পৃ. ৭৯; আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ, আস-সুনান, প্রাগুক্ত, খ. ২, অধ্যায়: কিতাবুত তিজারাহ, পরিচ্ছেদ: বাবুশ শিরকাতি ওয়াল মুদারাবাতি, হাদিস নং. ২২৮৯, পৃ. ৭৬৮ ও ইমাম আলাউদ্দিন আবু বকর ইবন মাসউদ আল কাছানী আল হানাফী, প্রাগুক্ত, খ. ৫-৬, পৃ. ৭৯।

^{৪৩৯} শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

(صاحب المال) আর ব্যবসায় পরিচালনাকারীপক্ষকে বলা হয় মুদারিব (مضارب)।^{৪৪০} মুদারাবা কারবারে দুটি পক্ষ থাকেন। একপক্ষ মূলধন সরবরাহ করেন। অন্যপক্ষ তার সময়, মেহনত, মেধা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা কাজে লাগান। মূলধন সরবরাহকারীকে বলা হয় ‘সাহিবুল মাল’। সময়, মেহনত, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বিনিয়োগকারী হলেন ‘মুদারিব’।^{৪৪১} ‘মুদারাবা’ এক ধরনের অংশীদারি চুক্তি। ‘সাহিবুল মাল’ এ চুক্তি অনুযায়ী মুদারিবকে তার দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, মেহনত ও চেষ্টার মাধ্যমে ব্যবসা চালানোর জন্য পুঁজি সরবরাহ করেন।^{৪৪২} ব্যবসায় লাভ হলে চুক্তিতে উল্লিখিত অনুপাত অনুসারে উভয়পক্ষ লাভের ভাগিদার হন। লোকসান হলে আর্থিক ক্ষতি তহবিল সরবরাহকারী অর্থাৎ ‘সাহিবুল মাল’ বহন করেন আর ‘মুদারিব’ লোকসানী কারবারে দেয়া সময়, মেহনত ও দক্ষতার বিনিময় বা ফায়দা থেকে বঞ্চিত হন।^{৪৪৩} তবে বিশ্বাস ভঙ্গ, দুর্নীতি, অবহেলা বা চুক্তির শর্তলঙ্ঘনের কারণে ব্যবসায় ক্ষতি হলে মুদারিব সে আর্থিক লোকসানের জন্যও দায়ী হবেন।^{৪৪৪} ইসলামী ব্যাংক মুদারাবা পদ্ধতিতে যেমন তাদের আমানত সংগ্রহ করতে পারে, তেমনি তারা দক্ষ ও অভিজ্ঞ উদ্যোক্তা নির্বাচনপূর্বক তাকে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য নগদ অর্থও প্রদান করতে পারে। ইসলামী ব্যাংক মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করলে ব্যাংক হয় পুঁজির মালিক আর বিনিয়োগ গ্রাহক হয় মুদারিব। মুদারাবা কারবারের পুঁজি প্রদান ছাড়া বাকি সকল ক্ষেত্রে মুদারিবই মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।^{৪৪৫} মুদারিব বা উদ্যোক্তা তার দক্ষতা, মেধা, সময় ও শ্রম দিয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করেন। ব্যবসায় লাভ হলে তা চুক্তির শর্তানুসারে ব্যাংক ও গ্রাহকের মাঝে বন্টিত হয়।^{৪৪৬} তবে ব্যবসায় ক্ষতি হলে তা ব্যাংককেই বহন করতে হয়। এ জন্য ব্যাংক এ কারবারে পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে। পক্ষান্তরে লোকসান হলে তা সাহিবুল মাল হিসেবে ব্যাংককেই বহন করতে হয় এবং মুদারিবকে তার মেধা, যোগ্যতা, শ্রম ও ব্যয়িত সময়ের ক্ষতি স্বীকার করতে হয়।^{৪৪৭}

AAOIFI^{৪৪৮} মুদারাবার নিম্নরূপ সংজ্ঞা প্রদান করেছে,

المضاربة شركة في الربح يمال من جانب (رب المال) وعمل من جانب آخر (المضارب).

অর্থ: ‘মুদারাবা হচ্ছে মুনাফার ক্ষেত্রে এমন অংশীদারিত্ব যেখানে একপক্ষ (মূলধনের মালিক) মূলধন যোগান দেয় এবং অপরপক্ষ (উদ্যোক্তা) শ্রম দেয়।’^{৪৪৯}

দুই. ইসলামী ব্যাংকিং বিনিয়োগে মুদারাবার বৈশিষ্ট্য^{৪৫০}

১. ব্যাংক ‘সাহিবুল মাল’ হিসেবে মূলধন যোগায় এবং স্বনিয়োজিত উদ্যোক্তা বা গ্রাহক ‘মুদারিব’ হিসেবে সে মূলধন ব্যবসায় খাটান।^{৪৫১}
২. ব্যবসা পরিচালনা করেন গ্রাহক বা মুদারিব।

^{৪৪০} আততামওয়ীল বিল মুদারাবা (التمويل بالمضاربة), আলমাছরিফুল ইসলামি আদদুয়ালী লিল ইসতিসমারি ওয়াত তানমিয়াহ, ইদারাতুল বুহুছ, (মিশর: মারকাযুল ইকতিসাদ আল ইসলামী, ১৯৯৬ খৃ.), পৃ. ৭; এ. কে. এম. ফজলুল হক ও আবদুল গোফরান, ইসলামী ব্যাংকিং নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতি, (ঢাকা: মিসেস লুৎফুল্লাহা ও ফরিদা ইয়াসমিন, ১৯৮৭ খৃ.), পৃ. ৩২।

^{৪৪১} Abdur Raquib, *Ibid*, p. 147, ড. মাওলানা ইমরান আশরাফ উসমানী, ব্যাংকিং ও আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ইসলামী রূপরেখা, (ঢাকা: জাবাল-এ-নূর প্রকাশনী, ২০০৭ খৃ.), পৃ. ২৩৬।

^{৪৪২} ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩২৭; বিচারপতি তাকী উসমানী, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২১ ও Amna Javed, Hisashi Masuda and Youji Kohda, Value Analysis of Islamic Banking and Conventional Banking to Measure Value Co-Creation, *International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering*, (Turkey: WASET, 2014), Vol. 8, No. 2, P. 416।

^{৪৪৩} বিচারপতি তাকী উসমানী, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৫০।

^{৪৪৪} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৩৪; ড. মাওলানা ইমরান আশরাফ উসমানী, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৪১।

^{৪৪৫} ড. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪০০।

^{৪৪৬} কাজী ওমর ফারুক, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৯০-৯১।

^{৪৪৭} মুহাম্মদ শামসুল হুদা, ও অন্যান্য, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১২৬; উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিনিয়োগ নির্দেশিকা, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৫; Dr. Nejatullah Siddiqi, *Banking without interest*, (Delhi: Making Maktaba Islami, 1997), p. 14।

^{৪৪৮} Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)। ইহা ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত বাহরাইনভিত্তিক আন্তর্জাতিক ইসলামী একাউন্টিং ও অডিটিং সংস্থা। সংস্থার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট : www.aoofi.com।

^{৪৪৯} AAOIFI এর শরী‘আহ স্ট্যান্ডার্ড (المعايير الشرعية), স্ট্যান্ডার্ড নং-১৩ (৩/২/১০), মে ২০০২, পৃ. ২৩৮। উদ্ধৃত: মুহাম্মদ শামসুল হুদা, ও অন্যান্য, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১২৭; মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৩৫। (Mudaraba is a partnership in profit whereby one party provides capital (rab al maal) and the other party provides labour (mudarib).)

^{৪৫০} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৩৬; বিচারপতি তাকী উসমানী, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪৯; ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৩৩।

^{৪৫১} ড. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪০০।

৩. ব্যাংক ‘সাহিবুল মাল’ হিসেবে ব্যবস্থাপনায় অংশ নেয় না। তবে ব্যবসায়ের তদারকি এবং পরামর্শ ও উপদেশ দিতে পারে।^{৪৫২}
৪. ব্যবসায়ের লাভ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ব্যাংক ও উদ্যোক্তার মধ্যে ভাগ হয়।^{৪৫৩}
৫. চুক্তির শর্ত পালন নিশ্চিত করতে ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে পারফরম্যান্স গ্যারান্টি নিতে পারে।
৬. প্রকৃত লোকসানের দায়িত্ব সাহিবুল মাল হিসেবে ব্যাংক বহন করে।^{৪৫৪}
৭. উদ্যোক্তা (মুদারিব) বা তার কর্মচারী বা প্রতিনিধির শর্ত লঙ্ঘন, অবহেলা, অদক্ষ ব্যবস্থাপনা, অব্যবস্থাপনা বা বিশ্বাসভঙ্গের কারণে ব্যবসায়ে লোকসান হলে ব্যাংক উদ্যোক্তার কাছ থেকে ন্যায় ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারে।
৮. ব্যাংকের অনুমতি ছাড়া উদ্যোক্তা অন্য কোন উৎস থেকে ব্যবসায়ের মূলধন নিতে পারেন না। নিলে তা উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত ঋণ হিসেবে গণ্য হবে।
৯. মুদারিব কারবার থেকে মুনাফার নির্ধারিত অংশের অতিরিক্ত কোন পারিশ্রমিক বা ভাতা কিংবা নিজস্ব কোন খরচ নিতে পারেন না। তবে কারবার পরিচালনার কাজে স্বাভাবিক ও অপরিহার্য খরচ নিতে পারেন।
১০. চুক্তির মেয়াদ শেষে লাভ-লোকসান হিসাব চূড়ান্ত করে কারবার সমাপ্ত করতে হয়।
১১. মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে সম্মত সময়সূচী অনুসারে (যেমন-তিন মাস, ছয় মাস, এক বছর পর পর) প্রাক্কলিত লাভ-লোকসান বণ্টন করা যেতে পারে। তবে তা অগ্রিমরূপে গণ্য হয়। মেয়াদ শেষে চূড়ান্ত হিসেবের সাথে তা সমন্বয় করতে হবে। শরী‘আহর দৃষ্টিতে চূড়ান্ত হিসাবান্তে মূলধনের লোকসান হলে সাহিবুল মাল হিসেবে তা ব্যাংকেই বহন করতে হয়।^{৪৫৫}

খ. মুশারাকা বিনিয়োগ

এক. মুশারাকা বিনিয়োগ-এর পরিচয়

মুশারাকা (مشاركة) আরবি শব্দ। এটি শিরক (شرك) শব্দমূল হতে উদ্ভূত। শিরক হচ্ছে অংশীদারিত্ব।^{৪৫৬} অংশীদারিত্ব বোঝাতে আরবি ভাষায় শিরক (شرك) ও শিরকাত (شركة) শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়।^{৪৫৭} দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত অংশীদারিত্বই শিরকাত।^{৪৫৮} ইসলামী ব্যাংকিং পরিভাষায় ‘মুশারাকা’ এক বিশেষ অংশীদারিকারবার। ‘মুশারাকা’ হলো দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা সংস্থার মধ্যে এক ধরনের অংশীদারিত্বের চুক্তি।^{৪৫৯} এতে সকল অংশীদার মূলধন গঠনে অংশ নেন। সকল অংশীদার বা তাদের কেউ কেউ ব্যবস্থাপনায় অংশ নিতে পারেন।^{৪৬০} চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মুনাফা বণ্টন হয়। লোকসান হলে অংশীদারগণ মূলধন বা ইকুইটির অনুপাতে তা বহন করেন।^{৪৬১}

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB) মুশারাকার সংজ্ঞায় বলেছে,

Musharaka is an Islamic financing technique that adopts ‘equity sharing’ as a means of financing projects. Thus, embraces different types of profit and loss sharing partnerships. The partners (entrepreneurs, bankers etc.) share both capital and management of project so that profits will be distributed among them according to agreed ratio and loss is shared as per their equity participation (ratio). অর্থাৎ, মুশারাকা হলো মূলধনে অংশীদারিত্ব বা ইকুইটি শেয়ারিং-এর ভিত্তিতে কোন প্রকল্পে বিনিয়োগের একটি ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে লাভ-লোকসানভিত্তিক বিভিন্ন অংশীদারি কারবার গড়ে ওঠে। এ প্রকল্পের লাভ বা ক্ষতি অংশীদারগণকে বহন করতে হয়। অংশীদারগণ (উদ্যোক্তা, ব্যাংক ইত্যাদি) প্রকল্পে মূলধন

^{৪৫২} প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০০।

^{৪৫৩} ড. সামী হাসান হামুদ, তাত্ত্বিক আল মাল আল মাহরাফিয়াহ বিমা ইয়াত্তাফিকু ওয়াশ শরী‘আতুল ইসলামিয়াহ, (মিশর: দারুত তুরাস আল আরাবী, ১৯৭৬ খৃ.), পৃ. ৩৩১।

^{৪৫৪} প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১।

^{৪৫৫} মো: মুখলেছুর রহমান, ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরী‘আহ পালন : করণীয় ও বর্জনীয়, (ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকিং অব বাংলাদেশ, ২০১০ খৃ.), ১৯।

^{৪৫৬} ড. মো: আবু বকর সিদ্দীক, ইসলামী বীমা (তাকাফুল) এর প্রায়োগিক নীতিমালা, সান লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, (ঢাকা: বনানী শরী‘আহ কাউন্সিল, ২০১০ খৃ.), পৃ. ৭৭।

^{৪৫৭} মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

^{৪৫৮} ড. মাওলানা ইমরান আশরাফ উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

^{৪৫৯} বিচারপতি তাকী উসমানী, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

^{৪৬০} আবদুর রকীব ও শেখ মোহাম্মদ, ইসলামী ব্যাংকিং : তত্ত্ব ও প্রয়োগ পদ্ধতি, (ঢাকা: আল আমীন প্রকাশন, ২০০৪ খৃ.), পৃ. ৮১; শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

^{৪৬১} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭; Abdur Raquib, *Ibid*, p. 141।

সরবরাহ করেন ও ব্যবস্থাপনায় অংশ নেন। তাদের মধ্যে চুক্তির শর্তানুযায়ী লাভের অংশ এবং মূলধন অনুপাতে লোকসান বণ্টন হয়।^{৪৬২}

যে সকল বিনিয়োগ পদ্ধতির সমন্বয়ে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার শুরু হয়েছিল তার অন্যতম হল মুশারাকা বা অংশীদারি ব্যবসা। অংশীদারির ভিত্তিতে ব্যবসা একটি পরিপূর্ণ ইসলাম অনুমোদিত পদ্ধতি। তাছাড়া রাসূল (সা.) যখন প্রেরিত হয়েছিলেন তখন লোকেরা অংশীদারির মু'আমলাত করতো, আর তিনি তাদের এর ওপর বহাল রেখেছেন।^{৪৬৩} মুশারাকাকে সরাসরি অর্থায়ন (Financing) পদ্ধতিও বলা হয়। এ পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রাহকের কাছে মালামাল বিক্রির পরিবর্তে তাকে ব্যবসা পরিচালনার জন্য সরাসরি নগদ অর্থ প্রদান করে।^{৪৬৪}

দুই. ব্যাংকিং কারবারে মুশারাকার বৈশিষ্ট্য^{৪৬৫}

১. এটি একটি যৌথ মূলধনী কারবার। কারবারে প্রয়োজনীয় মূলধন যোগায় গ্রাহক ও ব্যাংক। মোট পুঁজির একটি অংশ গ্রাহক যোগান এবং অন্য অংশ দেয় ব্যাংক। উভয়ের পুঁজি সমান অথবা কম-বেশি হতে পারে।^{৪৬৬}
২. কোন প্রকল্প বা ব্যবসায় গ্রাহক ও ব্যাংকের মূলধনের হিস্যা বা পরিমাণ চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়।^{৪৬৭}
৩. চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ব্যবসায়ের লাভ গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে ভাগ হয়।
৪. ব্যবসায়ের প্রকৃত লোকসান ব্যাংক ও গ্রাহক তাদের মূলধন অনুপাতে বহন করেন।
৫. মুশারাকা প্রকল্পে কোন অংশীদারকে চূড়ান্ত হিসেবের আগে অনুমানের ভিত্তিতে আগাম লাভ দেয়া যাবে। তবে আগাম দেয়া লাভ হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রকৃত লাভ-ক্ষতির সাথে সমন্বয় করতে হবে।
৬. অব্যবস্থাপনা, চুক্তিভঙ্গ, বিশ্বাসভঙ্গ ইত্যাদি কারণে লোকসান হলে দায় পক্ষকে তা বহন করতে হয়।
৭. ব্যাংক মুশারাকা চুক্তিতে যেকোন যুক্তিসঙ্গত শর্ত আরোপ করতে পারে। যেমন, কোন গ্রাহক ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়া কোন পণ্য লোকসানে বেচতে পারবেন না।
৮. গ্রাহক যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করবেন। ব্যাংক নিজে অথবা মনোনীত নিরীক্ষক দিয়ে এই হিসাব পরিদর্শন ও নিরীক্ষণ করতে পারে।
৯. এ ধরনের বিনিয়োগ সাধারণত তদারকিভিত্তিক হয়। নিয়মিত ও সুষ্ঠু তদারকির অভাবে মুশারাকা বিনিয়োগ ব্যর্থ হতে পারে।^{৪৬৮}

তিন. মুশারাকা চুক্তিতে লাভ-লোকসান বণ্টন সংশ্লিষ্ট শর্ত 'ঈ দিকসমূহ^{৪৬৯}

১. মুশারাকা চুক্তিতে লাভ-লোকসান বণ্টনের নীতিমালা পরিপূর্ণ ও সুস্পষ্ট হতে হবে।
২. অংশীদারদের কেউ যদি মুশারাকা কারবারে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন অথবা কার্যাবলি বাস্তবায়নের কাজে অংশ নেন, তা হলে এসব কাজের বিপরীতে তার জন্য লভ্যাংশ নির্ধারণ করা যাবে। এটা তার প্রাপ্য অধিকার। আর অবশিষ্ট অংশীদারগণ সবার সম্মতির ভিত্তিতে পূর্বনির্ধারিত হার অনুযায়ী লভ্যাংশ পাবেন।^{৪৭০}
৩. মুশারাকা কারবারে বিভিন্ন অংশীদারের মধ্যে লভ্যাংশ আনুপাতিক হারে যেমন-অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ অথবা শতকরা হারে যেমন-৩০%, ৪০%, ৫০% ইত্যাদি নির্ধারণ করা যাবে। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র.) বলেন, অংশীদারগণের পারস্পরিক আলোচনা সাপেক্ষে লভ্যাংশের হার বিনিয়োগকৃত পুঁজির অনুপাত অপেক্ষা কম বা বেশি হতে পারে। সুতরাং ৪০% বিনিয়োগকারীর জন্য লাভের ৬০-৭০% এবং ৬০% বিনিয়োগকারীর জন্য শুধুমাত্র ৩০-৪০% গ্রহণ করা বৈধ হবে।^{৪৭১}

^{৪৬২} উদ্ধৃত: মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭-১৩৮।

^{৪৬৩} কাজী ওমর ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

^{৪৬৪} মুহাম্মদ শামসুল হুদা, ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

^{৪৬৫} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯; শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

^{৪৬৬} ড. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১।

^{৪৬৭} প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১।

^{৪৬৮} প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০২।

^{৪৬৯} বিচারপতি তাকী উসমানী, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬ ও ৩৮; ড. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, পার্টনারশিপ এন্ড প্রফিট শেয়ারিং ইন ইসলামিক ল', (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫ খৃ.), পৃ. ২২; মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০-১২১।

^{৪৭০} আততামওয়ীল বিল মুশারাকা (التمويل بالمشاركة), আলমাছরিফুল ইসলামি আদদুয়ালী লিল ইসতিসমারি ওয়াত তানমিয়াহ, ইদারাতুল বুহুছ, (মিসর: মারকাযুল ইকুতিসাদ আল ইসলামী, ১৯৯৬ খৃ.), পৃ. ১১।

^{৪৭১} বিচারপতি তাকী উসমানী, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭; উদ্ধৃত: ইবন কুদামা, আল-মুগনী, (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবি, ১৯৭২ খৃ.), খ. ৫, পৃ. ১৪০।

৪. মুশারাকা ব্যবসায় লোকসান হলে এবং এ লোকসান অংশীদারদের মধ্য থেকে যারা পরিচালনা ও বাস্তবায়নের দায়িত্বে আছেন তাদের অনীহা অথবা চুক্তির শর্তাবলীর পরিপন্থি কোন কার্যকলাপের জন্য না হয়ে থাকলে অংশীদারগণ মূলধনের অংশ অনুপাতে লোকসানের অংশ বহন করবেন। এক্ষেত্রে তাদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে হলেও অন্য কোন হার নির্ধারণ করা যাবে না।^{৪৭২}
৫. ব্যবসায় লোকসান হলে অংশীদারদের মধ্যে যিনি পরিচালনার দায়িত্বে আছেন তার ওপর সব ক্ষতির বোঝা চাপানো যাবে না। তবে ক্ষতি তার ত্রুটির কারণে হয়ে থাকলে এবং তা প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে সে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ তার নিকট থেকে আদায় করা যাবে।
৬. মুশারাকা ব্যবসায় লাভ হলে কে কত অংশ পাবেন তা চুক্তিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। কোন পক্ষের জন্য থোক আকারে লাভের পরিমাণ নির্ধারণ করা বৈধ নয়। অর্থাৎ, লাভের অনুপাত বা শতকরা হার নির্ধারণ করা যাবে।
৭. মুশারাকা ব্যবসায় লোকসান হলে পুঁজির অনুপাতে তা উভয়পক্ষকে বহন করতে হবে। চুক্তি বলে লোকসান থেকে কোন পক্ষের অব্যাহতি প্রদান বৈধ নয়। যেমন, এই মর্মে কোন পক্ষের মুশারাকা চুক্তি করা যে, তিনি ব্যবসায় নির্দিষ্ট পরিমাণ পুঁজি সরবরাহ করবেন আর মাসে মাসে কিংবা বছরে ব্যবসার আয় থেকে তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা দেয়া হবে কিন্তু তাঁর পুঁজি অক্ষত থাকবে। এরূপ চুক্তি করা মুশারাকার শর'ঈ নীতির পরিপন্থী।

২. ইজারা বিনিয়োগ পদ্ধতি

ক. ইজারা বিনিয়োগের ধারণা

ইসলামী ব্যাংকের আয়ের অন্যতম উৎস হলো স্থায়ী সম্পদ ক্রয় বা প্রকিউর করে তা ভাড়া খাটানো। ইজারার বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহে ব্যাপকভাবে প্রচলিত পদ্ধতিটি হলো ক্রমহাসমান অংশীদারিত্ব পদ্ধতি বা Hire Purchase under Shirkatul Meelk (HPSM). এই পদ্ধতিতে ব্যাংক সাধারণতঃ ভারী শিল্পের মেশিনারিজ, পরিবহন, বাড়ি ইত্যাদিসহ স্থায়ী জাতীয় সম্পদ গ্রাহকের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ক্রয়, অর্জন বা নির্মাণ করে।^{৪৭৩} অতঃপর ব্যাংকের অংশটি গ্রাহকের কাছে ভাড়া দিয়ে আয় অর্জন করে এবং নির্ধারিত কিস্তির বিনিময়ে গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করে।^{৪৭৪} গ্রাহক কিস্তির মাধ্যমে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধের পর সম্পদটির নিরঙ্কুশ মালিকানা লাভ করে এবং ব্যাংককে আর ভাড়া পরিশোধ করতে হয় না। সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধের পূর্ব পর্যন্ত ব্যাংকের মালিকানা থাকে এবং গ্রাহক উক্ত সম্পদ ব্যবহারের জন্য ব্যাংককে ভাড়া প্রদান করে।^{৪৭৫}

উৎপাদনের জন্য শিল্প স্থাপন করতে হয়, যা হতে পারে ক্ষুদ্রায়তন বা বৃহদায়তনের, উভয় ক্ষেত্রেই শিল্পের জন্য প্রয়োজন ভূমি, ভবন ও যন্ত্রপাতি। উদ্যোক্তার জন্য তার নিজস্ব তহবিল হতে এ সকল স্থায়ী মূলধন জাতীয় সম্পদের যোগান দেয়াই অধিক নিরাপদ। এ অবস্থায় উদ্যোক্তা শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে শিল্পের প্রয়োজনীয় মূলধন জাতীয় সম্পদ ইজারা বা ভাড়া গ্রহণ করতে পারে।

খ. ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিল্ক (মালিকানায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিক্রয়ের শর্তে ভাড়া প্রদান) বা হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক (HPSM)

ইসলামী ব্যাংকের একটি বিশেষ বিনিয়োগ পদ্ধতি হচ্ছে 'ইজারা বিল বাই' তাহতা শিরকাতিল মিল্ক'। এটি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি শরী'আহসম্মত বিনিয়োগ পদ্ধতি। এটি 'হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক' (Hire Purchase Under Shirkatul Meelk) নামে পরিচিত। লিজিং-এর ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পদ্ধতিটি অনুশীলন করে থাকে। অবশ্য বিশ্বের কোন কোন ইসলামী ব্যাংক ইজারা বিল বাই তাহতা শিরকাতিল মিল্ক-এর পরিবর্তে 'ইজারা মুনতাহিয়া বিত্তামলীক' (الاجارة المنتهية بالتملك) পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে।^{৪৭৬}

Hire purchase under Shirkatul Meelk (HPSM) বিনিয়োগ পদ্ধতি মূলত তিনটি পদ্ধতির^{৪৭৭} সমন্বিত রূপ :

^{৪৭২} আততামাওরীল বিল মুশারাকা (التمول بالمشاركة), প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

^{৪৭৩} কাজী ওমর ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮; অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫।

^{৪৭৪} বিচারপতি তাকী উসমানী, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮; শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।

^{৪৭৫} কাজী ওমর ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-১২৭; মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬; বিচারপতি তাকী উসমানী, ইসলাম ও আধুনিক অর্থব্যবস্থা, অনু: আবু সাঈদ মুহাম্মদ তোহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।

^{৪৭৬} মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩; অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮; Abdur Raquib, *Ibid*, p. 159।

^{৪৭৭} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০; উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিনিয়োগ নির্দেশিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭; মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।

১. ইজারা বা ভাড়া,
২. বাই' বা বিক্রয় এবং
৩. শিরকাতুল মিল্ক বা মালিকানায় অংশীদারিত্ব।

এখানে ইজারা^{৪৭৮} বা ভাড়া পদ্ধতিটি হচ্ছে মুখ্য। বাকি পদ্ধতি দুটি হচ্ছে আনুষঙ্গিক। ইজারা পদ্ধতির আয়কে বলা হয় ভাড়া (Rent)। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহক কোন সম্পদের মালিকানা যৌথভাবে অর্জন করে। সম্পদের একাংশের মালিক হন গ্রাহক আর অবশিষ্টাংশের মালিক হয় ব্যাংক। সংশ্লিষ্ট সম্পদে ব্যাংক যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে সে পরিমাণ সম্পদের মালিক ব্যাংক। এরপর ব্যাংক তার মালিকানাধীন অংশটুকু গ্রাহকের কাছে ভাড়া দেয়ার এবং কিস্তিতে বিক্রি করার চুক্তি করে। শরী'আহর দৃষ্টিতে ভাড়াটির কাছে সংশ্লিষ্ট সম্পদ বিক্রি করায় কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।^{৪৭৯} বিক্রি এককালীন বা কিস্তিতে হলেও কোন অসুবিধা নেই।^{৪৮০} ইজারা বিল বাই' তাহুতা শিরকাতিল মিল্ক পদ্ধতিতে তিনটি পদ্ধতির সমন্বয় করা হয়েছে বলে কেউ কেউ একে হাইব্রীড বিনিয়োগ পদ্ধতি বলেও অভিহিত করেছেন।^{৪৮১}

১. ইজারা

আরবী 'আজর' এবং 'উজরাত' শব্দ হতে 'ইজারা' পরিভাষাটি উদ্ভূত। 'আজর' মানে প্রতিদান, লাভ, মজুরি বা ভাড়া। ইজারা হলো কোন সম্পদ ব্যবহারের বিনিময় মূল্য বা প্রতিদান, লাভ, মজুরি বা সেবার ভাড়া।^{৪৮২} ভাড়াদাতা ও ভাড়াগ্রহীতার মধ্যে ইজারা চুক্তি সম্পাদিত হয়।^{৪৮৩} এ চুক্তি অনুযায়ী ভাড়াগ্রহীতা ভাড়াদাতার সম্পদের ব্যবহার বা সুবিধা গ্রহণ করেন। বিনিময়ে ভাড়াদাতাকে নির্দিষ্ট অর্থ দেন।^{৪৮৪}

২. বিক্রি

বিক্রয় হলো ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে চুক্তি। এ চুক্তির মারফতে বিক্রেতার মালিকানাধীন কোন নির্দিষ্ট পণ্য বা সম্পদ নির্ধারিত মূল্য নগদ বা আগাম বা ভবিষ্যতে পরিশোধের শর্তে ক্রেতার মালিকানায় ন্যস্ত হয়।^{৪৮৫}

৩. শিরকাতুল মিল্ক বা মালিকানায় শরীকানা

'শিরকাত' অর্থ অংশীদারি। 'শিরকাতুল মিল্ক' মানে মালিকানায় শরীকানা। এ ধরনের শরীকানা কারবারে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি তাদের মূলধনে কোন সম্পদ কিনেন এবং যৌথভাবে তার ওপর মালিকানা লাভ করেন। ব্যবসায়ের লাভ সকল পক্ষ চুক্তি অনুযায়ী ভাগ করে নেন আর লোকসান হলে মূলধন অনুপাতে বহন করেন।^{৪৮৬} এ ধরনের চুক্তিকে বলা হয় 'শিরকাতুল মিল্ক'।^{৪৮৭}

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ম্যানুয়েলে 'হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক' সম্পর্কে বলা হয়েছে, এ পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহক চুক্তির ভিত্তিতে যৌথভাবে যানবাহন, মেশিন ও যন্ত্রপাতি, ভবন, এপার্টমেন্ট ইত্যাদি ক্রয় করে। গ্রাহক ভাড়ার ভিত্তিতে তা ব্যবহার করেন এবং ব্যাংকের অংশের মূল্য কিস্তিতে পরিশোধ করে পর্যায়ক্রমে তার মালিকানা অর্জন করেন।' পণ্য বা মালামাল ক্রয়ের আগে এর প্রকৃত মূল্য, মাসিক ভাড়া, ব্যাংকের অংশের মূল্য, পরিশোধের সময়সীমা ও কিস্তির পরিমাণ এবং জামানতের প্রকৃতি প্রভৃতি নির্ধারণ করে চুক্তি সম্পাদিত হয়।^{৪৮৮}

^{৪৭৮} Quote: Abdur Raquib, *Ibid*, p. 162 (According to AAOIFI Shariah Standards 2002 (p. 158) : It is a mechanism of leasing of property pursuant to a contract under which a specified permissible benefit in the form of a usufruct is obtained for a specified period in return for a specified permissible consideration).

^{৪৭৯} Abdur Raquib, *Ibid*, p. 161-162.

^{৪৮০} মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪।

^{৪৮১} মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।

^{৪৮২} ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৬।

^{৪৮৩} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০; উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিনিয়োগ নির্দেশিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

^{৪৮৪} বিচারপতি তাকী উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

^{৪৮৫} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

^{৪৮৬} Abdur Raquib, *Ibid*, p. 161.

^{৪৮৭} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০; উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিনিয়োগ নির্দেশিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

^{৪৮৮} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১।

গ. হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক-এর বৈশিষ্ট্য^{৪৮৯}

১. গ্রাহক তার চাহিদা অনুযায়ী কোন নির্দিষ্ট সম্পদ কেনার ইচ্ছা জানিয়ে ব্যাংকের কাছে আবেদন করেন। ব্যাংকের মঞ্জুরি লাভের পর গ্রাহক তার অংশের পুঁজি বা ইকুইটি ব্যাংকে জমা করেন। গ্রাহকের এই টাকার সাথে ব্যাংক তার অংশের টাকা যোগ করে সম্পদের পুরো দাম পরিশোধ করে।
২. এরূপ সম্পদ কেনার আগে মোট দাম, মাসিক ভাড়া, ব্যাংকের অংশ, পরিশোধের সময়সীমা ও কিস্তির পরিমাণ, জামানতের ধরন প্রভৃতি নির্ধারণ করে পক্ষগণের মধ্যে চুক্তি হয়।
৩. ব্যাংক যৌথ মালিকানাধীন এ সম্পদে তার নিজের অংশটি গ্রাহকের কাছে চুক্তির শর্ত অনুসারে ভাড়া দেয়।
৪. গ্রাহক নির্ধারিত ভাড়া ও ব্যাংকের অংশের মূল টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করেন।
৫. গ্রাহকের কিস্তি পরিশোধের ফলে সম্পদে ব্যাংকের মালিকানার অংশ কমতে থাকে। গ্রাহকের মালিকানা সে অনুপাতে বাড়তে থাকে।
৬. গ্রাহকের মালিকানা বাড়ার সাথে সাথে ব্যাংকের প্রাপ্য ভাড়ার পরিমাণ আনুপাতিক হারে কমে আসে।
৭. সম্পদে ব্যাংকের অংশের মূল্য পুরো শোধ হলে গ্রাহক তাতে পূর্ণ মালিকানা লাভ করেন।
৮. মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ব্যাংকের অংশের পুরো দাম শোধ করে গ্রাহক সম্পদের পূর্ণ মালিকানা পেতে পারেন।
৯. গ্রাহক নির্ধারিত কিস্তি দিতে ব্যর্থ হলে ব্যাংকের মালিকানার অনুপাত অনুযায়ী ভাড়া অব্যাহত থাকে।
১০. চুক্তির শর্ত পালনে গ্রাহক ব্যর্থ হলে ব্যাংক সম্পদ নিজ নিয়ন্ত্রণে নিতে পারে।
১১. ভাড়া হিসেবে পাওয়া অর্থ ব্যাংকের আয়। ভাড়ার টাকা মালিকানার অংশের সাথে যুক্ত নয়।

৩. ক্রয়-বিক্রয় বিনিয়োগ পদ্ধতি

ক. বাই মুয়াজ্জাল বিনিয়োগ

এক. বাই মুয়াজ্জাল এর পরিচয়

মুয়াজ্জাল (مؤجل) শব্দটি আরবি ‘আজল’ (أجل) শব্দমূল হতে উদ্ভূত। أجل শব্দের আভিধানিক অর্থ বিলম্ব, বাকি আর ‘মুয়াজ্জাল’ অর্থ বিলম্বিত, বিলম্বে পরিশোধযোগ্য, বাকি, নগদের বিপরীত ক্রয়-বিক্রয়, নির্ধারিত সময়। বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় করাকে বাই মুয়াজ্জাল বলা হয়। বাই মুয়াজ্জালকে আল-বাই ইলা আজালিন (البيع الي أجل), আল-বাই বিছ ছামানিল আজিল (البيع بالثمن الأجل) ও বাই আন-নাসিয়া (بيع النسية)-ও বলা হয়। বাই মুয়াজ্জাল অর্থ ভবিষ্যতে পরিশোধের শর্তে পণ্য বিক্রয়। এটি বাকিতে পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি। বাই মুয়াজ্জালের পারিভাষিক অর্থ হলো، البيع المؤجل هو الذي فيه يكون المبيع معجلاً والثمن مؤجلاً- অর্থাৎ, ‘বাই মুয়াজ্জাল হল এমন এক ধরনের ক্রয়-বিক্রয় যাতে পণ্যটি নগদে ও মূল্য বাকিতে (বিলম্বে) পরিশোধ করা হয়।’^{৪৯০} পবিত্র কুরআন^{৪৯১} ও সুন্নাহতে^{৪৯২} বাই মুয়াজ্জালকে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ‘Manual for Investment under Bai Muazzal’-এ বাই মুয়াজ্জাল বলতে ব্যাংক কর্তৃক মুনাফার উদ্দেশ্যে গ্রাহকের নিকট বাকিতে মাল বিক্রয় বোঝায়। ব্যাংক পণ্য কিনে তার ওপর মালিকানা নিশ্চিত করার পর চুক্তির শর্ত অনুযায়ী গ্রাহককে সম্মত মূল্যে সেই পণ্য সরবরাহ করে। চুক্তিতে পণ্যের ধরন, মান, পরিমাণ, বিক্রয়মূল্য, পণ্য সরবরাহের স্থান ও সময়, দাম পরিশোধের সময়সীমা ও পদ্ধতি ইত্যাদি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।^{৪৯৩}

দুই. বাই মুয়াজ্জালের শর্তাবলী

বাই মুয়াজ্জালের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংককে যেসব শর্ত^{৪৯৪} পরিপালন করতে হয় তা হলো :

১. গ্রাহকের চাহিদা জানার পর বা বিক্রয় চুক্তি করার পর প্রথমে পণ্যটি ক্রয় করে নিজের দখলে বা মালিকানায় আনবে।
২. পণ্যটি বাস্তবে গ্রাহকের নিকট হস্তান্তর করবে।

^{৪৮৯} Abdur Raquib, *Ibid*, pp. 167-170; বিচারপতি তাকী উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪-১৫৬; মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১-১৪২; ড. মাওলানা ইমরান আশরাফ উসমানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫২-৫৫৩।

^{৪৯০} আলী হায়দার আমীন আফিন্দী, *দুরারুল হক্কাম ফি শরহি মাজলাতুল আহকাম*, (বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইসলামিয়াহ, ১৯৯১ খৃ.), খ. ১, পৃ. ১১৪।

^{৪৯১} আল-কুরআন, ২: ২৮২।

^{৪৯২} আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারি, (দামেস্ক: দারুল তুওকিন-নাজাত, ১৪২২ হি.), খ. ৩, অধ্যায়: কিতাবুল বুযু, পরিচ্ছেদ: শিরাউন নাবী (সা.) বিন নাসিয়াহ, হাদিস নং. ২০৬৮, পৃ. ৫৬ ও আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, অধ্যায়: কিতাবুত তিজারাহ, পরিচ্ছেদ: বাবুশ শিরকাতি ওয়াল মুদারাবাতি, হাদিস নং. ২২৮৯, পৃ. ৭৬৮।

^{৪৯৩} উদ্ধৃত: ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৮।

^{৪৯৪} প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯২; কাজী ওমর ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

৩. গ্রাহক কর্তৃক তার নিজের জন্য ক্রয়কৃত কোন পণ্যের মূল্য ব্যাংক পরিশোধ করবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে মূল বিক্রোতা ও গ্রাহকের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়। আর ব্যাংক হয় গ্রাহকের পক্ষে মূল্য পরিশোধকারী; যা ব্যাংকের নিকট গ্রাহকের ঋণ হিসেবে সাব্যস্ত হয়।
৪. পূর্ব হতেই বাকীতে বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে কোন পণ্য উক্ত ক্রেতা হতে নগদে ক্রয় করে আবার তারই নিকট বাকীতে বিক্রয় করা যাবে না। একই ব্যক্তির মালিকানাধীন দুটি পৃথক প্রতিষ্ঠান থাকলে উভয় প্রতিষ্ঠানের পণ্য ঐ ব্যক্তির মালিকানাধীন হিসেবেই বিবেচিত হবে। সুতরাং একটি প্রতিষ্ঠান থেকে নগদে ক্রয় করে অপরটির নিকট বাকীতে বিক্রয় করা যাবে না। কেননা, এতে গ্রাহক মূলতঃ কৃত্রিম ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ব্যাংক হতে অর্থ ঋণ গ্রহণ করে অথচ ক্রয়-বিক্রয়ের উপযোগিতা পায় না।
৫. মালের বিক্রয় মূল্য নির্দিষ্ট হতে হবে এবং তা চুক্তিপত্রে স্পষ্ট থাকতে হবে।
৬. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রাহক পাওনা টাকা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে।

তিন. বাই' মুয়াজ্জালের বৈশিষ্ট্য^{৪৯৫}

১. এই পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্রাহকের অনুরোধে কৃষি ও শিল্পের বিভিন্ন উপকরণ, ভোগ্যপণ্য ও মাল কিনে তা গ্রাহকের কাছে বাকীতে বিক্রয় করে।
২. গ্রাহক চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে মালের নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করেন।
৩. ব্যাংক পণ্য কিনে তাতে মালিকানা নিশ্চিত করে চুক্তি অনুযায়ী গ্রাহককে সম্মত মূল্যে সে পণ্য সরবরাহ করে।
৪. চুক্তিতে পণ্যের ধরন, মান, পরিমাণ, বিক্রয়মূল্য, সরবরাহের স্থান ও সময়, গ্রাহক কর্তৃক মূল্য পরিশোধের সময়সীমা ও পদ্ধতি ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়।
৫. বাই' মুয়াজ্জাল বিনিয়োগে ব্যাংক গ্রাহকের কাছে পণ্যের কেনা দাম প্রকাশ করতে বাধ্য নয়।
৬. ব্যাংক ও গ্রাহক উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে পণ্যের বিক্রয়-মূল্য নির্ধারিত হয়। পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারিত হওয়ার পর তা পরিবর্তন করা যায় না।
৭. ব্যাংক এ বিনিয়োগ নিরাপদ করতে গ্রাহকের কাছ থেকে সহায়ক জামানত নিয়ে থাকে।
৮. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রাহক পণ্যের দাম শোধ করতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক অতিরিক্ত কোন অর্থ আদায় করতে পারে না। তবে গ্রাহকের কাছ থেকে শর্তানুযায়ী ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারে। আদায়কৃত ক্ষতিপূরণের অর্থ ব্যাংক নিজের আয়রূপে গণ্য করে না। শরী'আহ কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত কোন জনহিতকর কাজে সে অর্থ ব্যয় করা হয়।

খ. বাই' মুরাবাহা বিনিয়োগ

এক. বাই' মুরাবাহার পরিচয়

ইসলামী ব্যাংক যে সব শরী'আহসম্মত পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রদান করে তন্মধ্যে মুরাবাহা ব্যাপকভাবে অনুশীলিত একটি পদ্ধতি। বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগের সিংহভাগই মুরাবাহা পদ্ধতিতে করা হয়ে থাকে। 'মুরাবাহা' মূলত একটি ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি। ইসলামী ব্যাংকসমূহে অনুশীলিত হওয়ার কারণে পরিভাষাটি অধিক পরিচিতি লাভ করেছে।^{৪৯৬} কোন কোন ইসলামী ব্যাংকে এটি একমাত্র বিনিয়োগ পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।^{৪৯৭} মুরাবাহা (مُرَابَاة) শব্দটি আরবি 'রিবহন' (رَبْح) শব্দমূল হতে উদ্ভূত। 'রিবহন'-এর আভিধানিক অর্থ লাভ (Profit)। ব্যবহারিক অর্থে মুরাবাহা হলো، نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح- অর্থাৎ, 'প্রথম মূল্যের (ক্রয়মূল্যের) সাথে লাভ যুক্ত করে প্রথম চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত মালিকানা হস্তান্তর করাকে মুরাবাহা বলা হয়।'^{৪৯৮} কুরআন^{৪৯৯} ও সুন্নাহর^{৫০০} দৃষ্টিতে বাই' মুরাবাহা বৈধ বলে প্রতীয়মান হয়।

AAOIFI এর মতে, বাই' মুরাবাহা হচ্ছে,

^{৪৯৫} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪; শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

^{৪৯৬} ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৯।

^{৪৯৭} প্রফেসর ড. হোসাইন হোসাইন শিহাতা, ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুরাবাহা বিনিয়োগ করণীয় ও বাস্তবতা, অনু: মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, (ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকিং অব বাংলাদেশ, ২০১০), পৃ. ১১)।

^{৪৯৮} বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান 'আলী ইবনে আবি বকর আল ফারগানী আল-মুরগীনানী, অনু: মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ, আল-হিদায়া, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭ খৃ.), খ. ২, পৃ. ৫৪ ও M. Mansoor Khan and M. Ishaq Bhatti, Developments in Islamic Banking : The Case of Pakistan, (Hampshire: PALGRAVE MACMILLAN, 2008), P. 47।

^{৪৯৯} আল-কুরআন, ২:২৭৫।

^{৫০০} আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ, আস-সুনান, প্রাগুক্ত, খ. ২, অধ্যায়: কিতাবুত তিজারাহ, পরিচ্ছেদ: আন-নাহি আন বাই' মা লাইসা 'ইনদাকা, হাদিস নং ২১৮৫, পৃ. ৭৩৭ (হাদিসটি হলো : إنما البيع عن تراض) অর্থাৎ, ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হয় পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে)।

بيع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراها البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه , بنسبة من الثمن أو بمبلغ مقطوع سواء وقعت من دون وعد سابق وهي المراجعة العادية , أو وقعت بناء على وعد بالشراء من الراغب في الحصول على السلعة عن طريق المؤسسة وهي المراجعة المصرفية.

অর্থাৎ, 'ক্রয়মূল্যের ওপর উভয়ের সম্মতিতে নির্ধারিত লাভ যোগ করে পণ্য বিক্রি করা। এই লাভ বিক্রয়মূল্যের শতকরা হারে হতে পারে কিংবা 'থোক'ও হতে পারে। ক্রয়ের অঙ্গীকার ছাড়া এই লেনদেন সম্পন্ন হলে তাকে 'সাধারণ মুরাবাহা' (المراجعة العادية) বলা হয়। আর পণ্য ক্রয়ের অঙ্গীকারের ভিত্তিতে ব্যাংকের মাধ্যমে কোন পণ্য ক্রয় করাকে 'ব্যাংকিং মুরাবাহা' (المراجعة المصرفية) বলা হয়।^{৫০১}

পণ্যের ক্রয়মূল্যের ওপর ভিত্তি করে মূল্য নির্ধারণপূর্বক পুনরায় পণ্যটি কারো কাছে বিক্রি করা হলে তা তিনভাবে^{৫০২} হতে পারে :

- ক. যে দামে পণ্যটি ক্রয় করা হয়েছে সেই দামে তা কারো কাছে বিক্রি করাকে তাওলিয়াহ (تولية) বলা হয়।
- খ. ক্রয়মূল্য থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কম দামে কোনো পণ্য বিক্রি করাকে ওয়াদিয়া (وديعة) বলা হয়।
- গ. ক্রয়মূল্যের ওপর নির্ধারিত পরিমাণ লাভ যোগ করে বিক্রি করাকে মুরাবাহা (مراجعة) বলা হয়।^{৫০৩}

দুই. বাই' মুরাবাহার শর্তাবলী^{৫০৪}

১. মুরাবাহার মধ্যে বস্তুটির পূর্বের মূল্য ক্রেতার জানা থাকতে হবে।
২. পূর্বের মূল্য বলার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সততা অবলম্বন করতে হবে।
৩. মুনাফা নির্ধারণ উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে হতে হবে।
৪. বাই' মুরাবাহায় ক্রয়কৃত বস্তু এমন হবে না যে, সে উক্ত বস্তুটি বিক্রেতাকে এ শর্তে বিক্রি করছে যে তাকে পুনরায় বস্তুটি বিক্রি করে দিবে।

তিন. ইসলামী ব্যাংকে অনুশীলিত মুরাবাহা : মুরাবাহা লিল আমিরি বিশ্-শিরা

ইসলামী ব্যাংকসমূহ সাধারণত সনাতন মুরাবাহার পরিবর্তে মুরাবাহা লিল আমিরি বিশ্-শিরা ও মুরাবাহা বিল আজল পদ্ধতি অনুশীলন করে থাকে। কারণ, সনাতন মুরাবাহা পদ্ধতি অনুসারে প্রথমে মালামাল ক্রয় করে গুদাম বা দোকানে রেখে দেয়ার পরে তা বিক্রি করতে গেলে বিড়ম্বনায় পড়ার আশঙ্কা থাকে। এমতাবস্থায় আগে গ্রাহকের নিকট থেকে মালামালের অর্ডার নিয়ে সে অনুযায়ী মালামাল ক্রয় করে তার কাছে বিক্রি করা ব্যাংকের জন্য সুবিধাজনক। তাই ইসলামী ব্যাংকগুলো সনাতন মুরাবাহা পদ্ধতির পরিবর্তে মুরাবাহা লিল আমিরি বিশ্-শিরা (ক্রয়ের আদেশদাতার কাছে লাভে বিক্রি) নামক বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুশীলন করেছে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক অগ্রহী গ্রাহকের অর্ডার পাওয়ার পরই কেবল বাজার থেকে মালামাল ক্রয় করে। অতঃপর উক্ত মালামাল গ্রাহকের কাছে বিক্রি ও হস্তান্তর করে থাকে।^{৫০৫}

চার. গ্রাহক কর্তৃক মালামালের মূল্য পরিশোধ করা

বিনিয়োগ গ্রাহকের কাছে মালামাল বিক্রি ও হস্তান্তরের পর ব্যাংক তার কাছে মূল্য ও লাভ বাবদ অর্থের পাওনাদার হবে। মুরাবাহা পদ্ধতিতে বাকি বিক্রি করায় ব্যাংক চুক্তি অনুযায়ী লাভসহ মূল্য পরিশোধের জন্য গ্রাহককে নির্দিষ্ট সময় প্রদান করবে। উক্ত সময়ের মধ্যে গ্রাহক মালামালের মূল্য বা দায় পরিশোধে বাধ্য। গ্রাহক নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করলে ব্যাংক তাকে পুরস্কৃত করার জন্য রেয়াত (Rebate) দিতে পারে। তবে রেয়াত দেয়া শরী'আহর দৃষ্টিতে বাধ্যতামূলক নয়। তাড়াতাড়ি পাওনা পরিশোধকে উৎসাহিত করার জন্য ব্যাংক এ ধরনের রেয়াত দিয়ে পারে। গ্রাহক নির্ধারিত সময়ে মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে তার ওপর জরিমানা আরোপ করতে পারে। একে কোন কোন ইসলামী ব্যাংক ক্ষতিপূরণ (تعويض) নামে নামকরণ করেছে।^{৫০৬} এ পর্যায়ে রেয়াত ও ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে ইসলামী শরী'আহর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হলো:

^{৫০১} AAOIFI, বাহরাইন, শরী'আহ স্ট্যান্ডার্ড (المعايير الشرعية), স্ট্যান্ডার্ড নং-৮, ২০০২ খৃ, পৃ. ১৩২; উদ্ধৃত: মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩-১৪৪।

^{৫০২} মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৪।

^{৫০৩} ড. এম. উমর চাপড়া, ইসলামী অর্থনীতিতে মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থার রূপরেখা, অনু; মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, (ঢাকা: ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৯ খৃ.), পৃ. ১৬৯।

^{৫০৪} ড. মাওলানা ইমরান আশরাফ উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৭-৫৪৮; শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

^{৫০৫} মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

^{৫০৬} প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

পাঁচ. নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মূল্য পরিশোধ ও শরী'আহর দৃষ্টিতে রেয়াত

ইসলামী ব্যাংকিং-এ রেয়াত (Rebate) দেয়ার পদ্ধতি প্রচলিত সুদী ব্যাংকের পদ্ধতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ায় অনেকে এটার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে থাকেন। কিন্তু ইসলামী শরী'আহর রেয়াত দেয়া অবৈধ নয়। এ প্রসঙ্গে ওআইসি ফিক্‌হ একাডেমির সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ,

الحظية من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت يطلب الدائن أو المدين، (ضع وتعجل) جائزة شرعاً، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق. وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية.

অর্থাৎ, 'পাওনাদার অথবা দেনাদারের পক্ষ থেকে এরূপ বলা, 'আগে আদায় কর এবং ছাড় দাও'-এর প্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ঋণ পরিশোধ করা হলে ঋণের কিছু অংশ মাফ করে দেয়া শরী'আহর দৃষ্টিতে বৈধ। এরূপ 'ছাড়'-এর ব্যাপারে পূর্বে চুক্তি না হয়ে থাকলে এটা নিষিদ্ধ রিবার অন্তর্ভুক্ত হবে না। রেয়াত দেয়া ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ যতক্ষণ ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যকার সম্পর্কটি দ্বিপাক্ষিক হবে। কিন্তু তাতে তৃতীয় কোন পক্ষ সংশ্লিষ্ট হলে তা বৈধ হবে না। কেননা, এটার হুকুম হবে ব্যবসায়িক দলিল ডিসকাউন্ট (discount of commercial papers) করার হুকুমের অনুরূপ।^{৫০৭} রেয়াতের ক্ষেত্রে মূলকথা হল, কেউ যদি খুশি মনে তার পাওনা থেকে কিছু ছেড়ে দেন তা হলে তা শরী'আহতে অবৈধ নয়।

ছয়. বিলম্বে মূল্য পরিশোধ ও ক্ষতিপূরণ আরোপ প্রসঙ্গ

ইসলামী ব্যাংক মেয়াদোত্তীর্ণ পাওনার ওপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করে থাকে। ব্যাংকের অধিকাংশ খেলাপি গ্রাহক বিত্তবান ও সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি হওয়ায় দেখা যায় যে, গ্রাহকের খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-চোপড়, বাড়ি-গাড়ি সব ঠিকঠাক মতোই চলছে। জীবন-যাপনের মানও ঠিক আছে এবং ব্যাংকের টাকা পরিশোধের জন্য সহায়ক পর্যাপ্ত সম্পদও তার রয়েছে। কিন্তু ব্যাংকের কাছে এসে কিস্তি পরিশোধে অপারগতা প্রকাশ করছেন। এমন ব্যবসায়ী প্রকৃতপক্ষে কিস্তি পরিশোধে অসমর্থ নন। অনেক গ্রাহক ব্যাংকের নিকট থেকে যে খাতে ব্যবসার কথা বলে বিনিয়োগ নেন, পরবর্তীতে ব্যাংকের সাথে তার প্রতিশ্রুতি ও বিশ্বাস ভঙ্গ করে তা অন্য খাতে ব্যবহার করেন। কিংবা বিনিয়োগের টাকা দিয়ে স্থায়ী সম্পদ কিনে ফেলেন। ফলে সময়মত ব্যাংকের টাকা পরিশোধ করতে পারেন না। এরূপ গ্রাহক প্রকৃতপক্ষে অসমর্থ নন। এদের সমস্যা টাকার নয়; বরং মানসিকতার। এদেরকে অবকাশ দেয়া হলে এরা কোনদিনই ব্যাংকের টাকা পরিশোধ করবেন না, এটাই স্বাভাবিক। এদেরকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত অবকাশ দেয়া অর্থহীন। রাসূল (সা.)-এর ভাষায় এরা জালিম। তিনি বলেছেন, *مطل الغني لى الواجد يحل و عرضه*, 'সচ্ছল ব্যক্তির টাল-বাহানা করা জুলুম।'^{৫০৮} অন্য হাদিসে রাসূল (সা.) বলেছেন, *لي الواجد يحل و عرضه*, 'ঋণ পরিশোধে সক্ষম ব্যক্তির টাল-বাহানা করা তার সম্মানহানি এবং শাস্তিকে হালাল বা বৈধ করে দেয়।'^{৫০৯} অপর একটি হাদিসে এসেছে, 'রাসূল (সা.) ঋণ খেলাফিদের জানাযা পড়াতে চাইতেন না।'^{৫১০} উল্লিখিত হাদিস দু'টি থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, ঋণ পরিশোধে সক্ষম ব্যক্তি যদি কারো পাওনা পরিশোধে গড়িমসি করে তা হলে তার গড়িমসি জুলুম হিসেবে গণ্য হবে এবং এ জন্য তাকে শাস্তি দেয়া বৈধ হবে।

গ. বাই' সালাম বিনিয়োগ

এক. বাই' সালামের সংজ্ঞা

বাই' সালাম (بيع السلم)-এর অর্থ হচ্ছে অগ্রিম ক্রয়। আরবি ভাষায় سلم অর্থ সমর্পণ করা। আর অর্থ সমর্পণ করা এবং سلف অর্থ পেশ (تقديم) করা, অগ্রিম প্রদান করা।^{৫১১} বাই' সালামের আরেকটি পরিভাষা হচ্ছে বাই' সালাফ (بيع السلف)। বাই' সালাম হচ্ছে হিজাজে প্রচলিত পরিভাষা। অর্থাৎ, ইরাকিরা যাকে বলে বাই' সালাফ, হিজাজিরা তাকেই বাই' সালাম বলে। চুক্তির মজলিসেই পণ্যের মূল্য বিক্রেতার কাছে সমর্পণ করা হয় বলে একে বাই' সালাম বলা হয়। অনুরূপভাবে পণ্যের মূল্য বিক্রেতার কাছে অগ্রিম প্রদান করাকে কারণে বাই' সালাফ বলা হয়।^{৫১২} ব্যবহারিক অর্থে বাই' সালাম হল, *هو بيع شيء*, অর্থাৎ, 'অগ্রিম মূল্য পরিশোধের বিপরীতে ভবিষ্যতে সরবরাহের শর্তে পণ্য ক্রয় করাকে বাই' *موصوف في الذمة بثمن معجل*।

^{৫০৭} ইসলামিক ফিক্‌হ একাডেমি, সপ্তম সম্মেলন, সিদ্ধান্ত নং. ৬৪ (৭/২), মে ১৯৯২; উদ্ধৃত: মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৬।

^{৫০৮} আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারি, *আস-সহীহ*, (বৈরুত: দারু তাওকু আন-নাজাত, ১৪২২ হি.), অধ্যায়: কিতাবুল হাওয়ালাত, পরিচ্ছেদ: বাবুল হাওয়ালাহ, ওয়া হাল ইফরাজ্জাহ আল-হাওয়ালাহ, হাদিস নং. ২২৮৭, পৃ. ৯৪।

^{৫০৯} আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারি, *প্রাগুক্ত*, অধ্যায়: কিতাবু ফিল ইসতিকরাদি ওয়া আদায়িদ-দুয়ূনি ওয়াল-হিজরি ওয়াত-তাকলিস, পরিচ্ছেদ: বাবু লিসাহিবিল হাক্কি মাকালাহ, খ. ৩, পৃ. ১১৮।

^{৫১০} আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারি, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, অধ্যায়: কিতাবুল হাওয়ালাত, পরিচ্ছেদ: ইন আহালা দাইনাল মাইয়্যতি আলা রাজ্জলিন যাজা, হাদিস নং. ২২৮৯, পৃ. ৯৪।

^{৫১১} Abdur Raquib, *Ibid*, p. 129.

^{৫১২} মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।

সালাম বলে।^{৫১০} মালামালের মূল্য হিসাবে অগ্রিম প্রদত্ত অর্থকে বলা হয় رأس مال السلم (রা'সু মালিস সালাম) বা সালামের মূলধন। নির্দিষ্ট সময়ান্তে সরবরাহযোগ্য পণ্যকে বলা হয় المسلم فيه (আস-মুসলামু ফিহি), ক্রেতাকে বলা হয় مسلم (মুসলিম) এবং বিক্রেতাকে المسلم إليه (আল-মুসলামু ইলাইহি)।^{৫১৪} ফকীহগণ পবিত্র কুরআন^{৫১৫} ও সুন্নাহর^{৫১৬} আলোকে বাই' সালামকে বৈধ বলে সাব্যস্ত করেছেন।

AAOIFI বাই' সালাম-এর সংজ্ঞায় বলেছে,

A Salam transaction is the purchase of a commodity for deferred delivery in exchange for immediate payment. It is a type of sale in which the price, known as the Salam capital, is paid at the time of contracting while the delivery of the item to be sold, known as al-Muslam fih (the subject matter of a Salam contract), is deferred. The seller and the buyer are known as al-Muslam ilaihi and al-Muslam or Rabb al-Salam respectively. Salam is also known as salaf (lit. borrowing). অর্থাৎ 'সালাম লেনদেন হলো আগাম দাম শোধের বিপরীতে ভবিষ্যতে সরবরাহের শর্তে পণ্য ক্রয়। এ ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সরবরাহ করা হবে এমন পণ্যের (মুসলাম ফিহি বা সালাম চুক্তির বিষয়বস্তু) বিপরীতে পণ্যের দাম বা সালাম মূলধন চুক্তির সময় আগাম পরিশোধ করা হয়। বিক্রেতাকে বলা হয় 'মুসলাম ইলাইহি' এবং ক্রেতাকে বলা হয় 'আল মুসলাম' বা 'রব্বুস সালাম'। সালাম চুক্তি সালাফ নামেও পরিচিত। (আভিধানিক অর্থ ধার করা)।^{৫১৭}

দুই. বাই' সালামের শর্তাবলী

বাই' সালাম শুদ্ধ হওয়ার জন্য বিশেষ কিছু শর্ত রয়েছে। শর্তগুলো নিম্নরূপ :

ক. পণ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী^{৫১৮}

- বাই' সালামের পণ্য সরবরাহের সময় সুনির্দিষ্ট হতে হবে।^{৫১৯} যে হাদিসে রাসূল (সা.) বাই' সালাম অনুমোদন করেছেন সেখানে বলা হয়েছে, সাহাবীগণ খেজুরের জন্য ২ বছরের মেয়াদে (২ বছর পরে পণ্য সরবরাহ করার শর্তে) সালাম করতেন। একই হাদিসে রাসূল (সা.) বলেছেন, فى أجل معلوم 'সালামের ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) সময় নির্ধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন'।^{৫২০}
- বাই' সালামের পণ্যটি সরবরাহকালীন সহজলভ্য হওয়া।^{৫২১} যে পণ্য অগ্রিম ক্রয়ের জন্য বাই' সালাম করা হবে সেটি সরবরাহের সময়ে সহজলভ্য হতে হবে। যেমন, যে সময় 'আম' উৎপাদন হয় না তখন তা সরবরাহ করার জন্য বাই' সালাম করা বৈধ হবে না। কেননা, এক্ষেত্রে সমূহ আশঙ্কা রয়েছে যে তখন আম না পাওয়া গেলে ক্রেতার কাক্ষিক পণ্য সরবরাহ করা সম্ভব হবে না। আধুনিককালে কোল্ড স্টোরেজ (Cold Storage) হয়েছে বিধায় মৌসুম ছাড়াও ফলমূল যে কোন সময় সরবরাহ করা যায়। এক্ষেত্রে পণ্য সরবরাহ অসম্ভব না হলেই বাই' সালাম করা যাবে। যেমন,

^{৫১০} AAOIFI, বাহরাইন, শরী'আহ স্ট্যান্ডার্ড, স্ট্যান্ডার্ড নং. ১০, ২০০২ খৃ., পৃ. ১৮০। উদ্ধৃত: মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬ ও Amna Javed, Hisashi Masuda and Youji Kohda, *Ibid*, Vol. 8, No. 2, P. 418.

^{৫১৪} আস্‌সাইয়িদ সাবিক, *ফিক্বহুস সুন্নাহ (فقه السنة)*, (বৈরুত: দারুল কিতাব আল আরাবী, ১৯৭১ খৃ.), খ. ৩, পৃ. ১২২।

^{৫১৫} আল-কুরআন, ২:২৮২।

^{৫১৬} আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন কুদামাহ, আল-মুগনী, অধ্যায়: কিতাবুল বুয়ু', পরিচ্ছেদ: আস-সিলফুল মাদমুন ইলা আজালিম মুসাম্মা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮৫ ও আহমাদ ইবন আলী ইবন হাজার আসকালানী, *ফাতহুল বারী শরহুল বুখারি*, (মিশর: দারুল রাইয়ান লিট-তুরাস, ১৯৮৬ খৃ./১৪০৭ হি.), খ. ৪, অধ্যায়: কিতাবুস সালাম, পরিচ্ছেদ: বাবুস-সালাম ফি কাইলি মা'লুম, হাশিয়া নং. ১, হাদিস নং. ২১২৪, পৃ. ৫০০।

^{৫১৭} Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), *Sharia Standards No.10, Salam and Parallel Salam*, 2004-05, Appendix C: Definitions, P. 174; উদ্ধৃত: মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭।

^{৫১৮} মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮৩; ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৭; অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০-১৯১; ড. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০২; বিচারপতি তাকী উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯-১৮৩; শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

^{৫১৯} Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), *শরী'আহ স্ট্যান্ডার্ড (المعايير الشرعية)*, প্রাগুক্ত, স্ট্যান্ডার্ড নং. ১০ (৩/২/৯), ২০০২ খৃ., পৃ. ১৭১।

^{৫২০} আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারি, *আস-সহীহ*, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৮ খৃ.), অধ্যায়: কিতাবুস সালাম, পৃ. ৩৭৬।

^{৫২১} Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), *শরী'আহ স্ট্যান্ডার্ড (المعايير الشرعية)*, প্রাগুক্ত, স্ট্যান্ডার্ড নং. ১০ (৩/২/৮), ২০০২ খৃ., পৃ. ১৭১।

- যে পণ্য আমদানি করে সরবরাহ করার কথা সেটার আমদানি লাইসেন্স না থাকা বা আমদানি সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ থাকা ইত্যাদি। এরূপ হলে চুক্তিকৃত পণ্য বাস্তবে সরবরাহ করা যাবে না। ফলে ক্রেতা ক্ষতির সম্মুখীন হবেন।
৩. পণ্যকে বিক্রেতার দায় হিসেবে গণ্য করা। যে পণ্য সরবরাহের চুক্তি হয়েছে কেবল সেটা সরবরাহ করাই তার দায়িত্ব।
 ৪. পণ্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট হতে হবে। কারণ পণ্যের পরিমাণ সম্পর্কে অস্পষ্টতা পরবর্তীতে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে বিবাদের কারণ হতে পারে।
 ৫. চুক্তিতে পণ্যের নাম, ধরন, পরিমাণ, গুণাগুণ ইত্যাদিও উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।^{৫২২} কারণ এগুলোর সাথে মূল্যের সম্পর্ক রয়েছে। চুক্তিতে এগুলো উল্লেখ না থাকলে পরবর্তীতে বিবাদ হতে পারে। এ জন্য এ অস্পষ্টতা দূর হওয়া আবশ্যিক।
 ৬. বাই' সালামের পণ্য বিবরণযোগ্য ও ভবিষ্যতে সরবরাহযোগ্য হতে হবে। পণ্যের বিবরণের ক্ষেত্রে এমনভাবে উল্লেখ করাই যথেষ্ট যাতে কিছুটা উল্লেখ করা না হলেও সাধারণত মানুষ তা ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করে না এবং এর ফলে কোন বিবাদও হয় না।^{৫২৩}
 ৭. পণ্য সরবরাহের স্থান নির্দিষ্ট হতে হবে। এটি একটি মৌলিক বিষয়। উভয়পক্ষ যদি পণ্য সরবরাহের স্থান সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকেন তা হলে চুক্তির স্থানটিই সরবরাহের স্থান বলে গণ্য হবে। তবে তাতে কোন সমস্যা দেখা দিলে প্রচলিত প্রথা (عرف)- এর ভিত্তিতে সরবরাহের স্থানটি নির্ণীত হবে এবং সেখানেই বিক্রেতা পণ্য সরবরাহ করবেন।^{৫২৪}

খ. মূল্যের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী^{৫২৫}

১. বাই' সালামে পণ্যের মূল্য ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জানা থাকতে হবে। যাতে অস্পষ্টতা দূর হয় এবং বিবাদের আশঙ্কা হতে মুক্ত থাকা যায়। মূল্য নগদ হওয়ার ক্ষেত্রে মুদ্রার ধরন, পরিমাণ ও পরিশোধের পছন্দ, উপায় বা ধরনও উল্লেখ থাকতে হবে। আর পণ্য হলে তার প্রকৃতি, শ্রেণি, বিবরণ এবং পরিমাণ উল্লেখ থাকতে হবে।^{৫২৬}
২. বাই' সালাম চুক্তি সম্পাদনের বৈঠকে মূল্য পরিশোধ করা।^{৫২৭} ইমাম মালিক তাঁর মুয়াত্তা (مؤطا) নামক গ্রন্থের কিতাবুল বুয়ুতে উল্লেখ করেন, 'চুক্তির বৈঠকে মূল্য পরিশোধ করা না হলে সালাম চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। এটা অধিকাংশ ফকীহর মত। কারণ চুক্তির বৈঠকে মূল্য পরিশোধ করা না হলে এটি বাই' আদ-দাইন (بيع الدين) বা ঋণ বিক্রি হিসেবে গণ্য হবে। আর রাসূল (সা.) ঋণ ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।^{৫২৮} অবশ্য ইমাম মালিক (র.) মূল্য পরিশোধে তিন দিন পর্যন্ত বিলম্ব করাকে বৈধ বলেছেন। চুক্তির তিন দিনের মধ্যে মূলধন প্রদান করলেও তাঁর মতে বাই' সালাম শুদ্ধ হবে।'^{৫২৯}

গ. অন্যান্য শর্ত^{৫৩০}

১. বাই' সালামকে তাৎক্ষণিক কার্যকর করা। অর্থাৎ, চুক্তি সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর করা। এর কার্যকারিতা কোন শর্তের সঙ্গে যুক্ত করা যাবে না। ভবিষ্যতের কোন তারিখ থেকে কার্যকারিতা দিয়ে বাই' সালাম করা যাবে না। কেননা, বাই' সালামের অন্যতম শর্ত হচ্ছে চুক্তির বৈঠকে মূলধন বিক্রেতাকে প্রদান করা।
২. বাই' সালামে ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য খিয়ারের শর্ত না থাকা।^{৫৩১} ইসলামী শরী'আহর অন্যান্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তি করার পর তিনদিনের মধ্যে তা চূড়ান্ত করার ইখতিয়ার দেয়ার শর্ত আরোপ করা বৈধ হলেও বাই' সালামের ক্ষেত্রে অনুরূপ শর্ত করা বৈধ নয়।

তিন. বাই' সালামের ক'টি শর'ঈ দিক

মূল্যের সাথে সংশ্লিষ্ট শর'ঈ দিকসমূহ^{৫৩২}

- ৫২২ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), প্রাণ্ডক্ত, স্ট্যান্ডার্ড নং. ১০ (৩/২/৭), ২০০২ খৃ., পৃ. ১৭১।
- ৫২৩ প্রাণ্ডক্ত, স্ট্যান্ডার্ড নং. ১০ (৩/২/৫), ২০০২ খৃ., পৃ. ১৭০।
- ৫২৪ প্রাণ্ডক্ত, স্ট্যান্ডার্ড নং. ১০ (৩/২/১০), ২০০২ খৃ., পৃ. ১৭১।
- ৫২৫ মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও অন্যান্য, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৮৩-৮৪; ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪০৭; অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৯০-১৯১; ড. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪০২; বিচারপতি তাকী উসমানী, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৭৯-১৮৩; শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৩।
- ৫২৬ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), প্রাণ্ডক্ত, স্ট্যান্ডার্ড নং. ১০ (৩/১/২), ২০০২ খৃ., পৃ. ১৭০।
- ৫২৭ আস্‌সাইয়িদ সাব্বিক, প্রাণ্ডক্ত, খ. ৩, পৃ. ১২৪।
- ৫২৮ উদ্ধৃত: মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও অন্যান্য, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৮৪।
- ৫২৯ উদ্ধৃত: প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৮৪।
- ৫৩০ উদ্ধৃত: প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৮৪।
- ৫৩১ শামছুদ্দীন আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন আহমদ আস সারখসী, কিতাবুল মা'বসুত, (বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৪০৬ হি.), পৃ. ৪২৭।

১. বাই' সালামে পণ্য অথবা সেবাকে মূল্য হিসেবে গণ্য করা বৈধ। পণ্য-যেমন, গম ও অনুরূপ দানাদার শস্য অথবা পশু-পাখিকে বাই' সালামে মূল্য হিসেবে প্রদান করা যাবে। অনুরূপভাবে নির্ধারিত সময়ের জন্য ভাড়াযোগ্য বাসা ব্যবহার কিংবা বিমান বা জাহাজ ভ্রমণ ইত্যাদি সেবাও বাই' সালামের ক্ষেত্রে মূল্য হতে পারে।
২. বাই' সালামে ঋণকে পণ্যের মূল্য হিসাবে বিবেচনা করা বৈধ হবে না। সে ঋণ নগদ অর্থেই হোক কিংবা লেনদেনের কারণে সৃষ্ট হোক।
৩. পরিমাণযোগ্য (مكيلاات), ওজনযোগ্য (موزونات), গণনাযোগ্য (عدديات), পরিমাপযোগ্য (مزروعات) ইত্যাদি পণ্যের ক্ষেত্রে বাই' সালাম করা বৈধ।
৪. বাই' সালামে বিক্রির জন্য কারো মালিকানাধীন কোন পণ্যকে নির্দিষ্ট করা বৈধ নয়। যেমন, বিক্রেতা কারো মালিকানাধীন কোন গাড়ি দেখিয়ে বললেন যে, এই গাড়ি বাই' সালামে বিক্রি করা হবে। এরূপ নির্দিষ্ট করা বৈধ নয়। তবে গাড়িতে বাই' সালাম করার ক্ষেত্রে গাড়ির ধরন, বিবরণ, ব্র্যান্ডের নাম ইত্যাদি উল্লেখ করা বৈধ এবং তা জরুরিও।
৫. কোন নির্দিষ্ট গাছের ফল বা ভূমির ফসলকে বাই' সালামের জন্য নির্দিষ্ট করা বৈধ নয়। বাই' সালামে নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে পণ্য ক্রেতাকে বুঝিয়ে দেয়াই বিক্রেতার দায়িত্ব। বিক্রেতা সে পণ্য তার নিজের শস্যক্ষেত বা শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করতে পারেন আবার অন্য কারো ভূমি বা শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকেও সংগ্রহ করতে পারেন।
৬. বাই' সালামে পণ্যটি নগদ অর্থ, স্বর্ণ অথবা রৌপ্য হওয়া বৈধ নয় যদি মূল্য অনুরূপ নগদ অর্থ, স্বর্ণ অথবা রৌপ্য হয়।
৭. বাই' সালামে পণ্য পাওয়ার নিশ্চয়তাস্বরূপ বিক্রেতার নিকট থেকে বন্ধক, গ্যারান্টি অথবা এ জাতীয় যে কোন বৈধ দলিল গ্রহণ করা যেতে পারে।
৮. বাই' সালামে বিক্রেতার নিকট থেকে পণ্য ক্রেতার কুবদ বা দখলে আসার পূর্বে ক্রেতা তা অন্যের কাছে বিক্রি করতে পারবেন না।
৯. বাই' সালামে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমে বিক্রেতা চুক্তিতে উল্লিখিত পণ্যের পরিবর্তে বিকল্প পণ্য সরবরাহ করতে পারবেন। তবে শর্ত হচ্ছে পণ্যটি নগদ অর্থ না হওয়া এবং এ পণ্য পরিবর্তনের শর্ত চুক্তিতে উল্লেখ না থাকা।
১০. ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমে সম্পূর্ণ মূল্য ফেরত সাপেক্ষে বিক্রেতাকে পণ্য সরবরাহ থেকে অব্যাহতি দেয়া যাবে (চুক্তিটি বাতিল করা যাবে)। অনুরূপভাবে মূল্য আংশিক ফেরতসাপেক্ষে আংশিক পণ্য সরবরাহ থেকেও তাকে অব্যাহতি নেয়া যাবে।
১১. চুক্তিতে উল্লিখিত বর্ণনা ও পরিমাণ অনুযায়ী মেয়াদান্তে ক্রেতাকে পণ্য সরবরাহ করা বিক্রেতার কর্তব্য। অনুরূপভাবে চুক্তিতে উল্লিখিত বর্ণনা মোতাবেক হলে পণ্য গ্রহণ করাও ক্রেতার কর্তব্য। এক্ষেত্রে ক্রেতা পণ্য গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা যাবে।
১২. বিক্রেতা চুক্তিতে উল্লিখিত পণ্যের মানের চেয়ে ভাল মানের পণ্য সরবরাহ করলে তা গ্রহণ করা ক্রেতার জন্য আবশ্যিক। তবে এক্ষেত্রে বিক্রেতা অতিরিক্ত মূল্য দাবি করতে পারবেন না। এটাকে উত্তমভাবে পরিশোধ করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। চুক্তিতে উল্লিখিত পণ্যের নির্দিষ্ট মানই ক্রেতার লক্ষ্য না হলেই এটা করা যাবে।
১৩. বর্ণনা ও পরিমাণ অনুযায়ী হলে নির্ধারিত মেয়াদের আগে পণ্য সরবরাহ করা বৈধ। তবে তা গ্রহণ করতে ক্রেতার আপত্তি থাকলে তাকে বাধ্য করা যাবে না।
১৪. বাজারে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক পণ্য পাওয়া না যাওয়ার কারণে বিক্রেতা নির্দিষ্ট পণ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম না হলে নিম্নের যে কোন একটি পস্থা বেছে নেয়ার ইখতিয়ার ক্রেতার থাকবে :
 - ক. বিক্রেতা কর্তৃক বাজারে পণ্য পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা।
 - খ. চুক্তি ভঙ্গ করা ও মূল্য ফেরত নেয়া।
 - গ. অথবা চুক্তিতে উল্লিখিত পণ্য বদল করে অন্য পণ্য গ্রহণ করা।

ঘ. বাই' ইসতিসনা' বিনিয়োগ

এক. বাই' ইসতিসনা'-এর পরিচয়

ইসতিসনা' হলো ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে এমন একটি চুক্তি যে চুক্তি অনুযায়ী ক্রেতার নির্দেশে বিক্রেতা কোন বস্তু তৈরি করে দেয়ার অঙ্গীকার করেন। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তার চাহিদামতো কোন দ্রব্য নির্ধারিত দামের বিনিময়ে তৈরি করে দিতে কোন কারিগর বা কারখানা-মালিকের নিকট প্রস্তাব করলে এবং কারিগর বা মালিক ঐ প্রস্তাবে রাজি হলে 'ইসতিসনা'' চুক্তি সম্পাদিত হয়।^{৫৩০} এ ক্ষেত্রে আদেশদাতাকে বলা হয় 'মুসতাসনি'। আদেশগ্রহীতা হলেন 'সানি'। আদেশের মাধ্যমে তৈরি করা পণ্যকে বলা হয় 'মাসনু'। অর্ডারের বিপরীতে নির্মাণ বা তৈরি করা হয় এমন জিনিস নির্মাণ বা তৈরি করে

^{৫৩২} Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), শরী' আহ স্ট্যাডার্ড, প্রাণ্ডক, স্ট্যাডার্ড নং. ১০ (৩/২/৫), ২০০২ খৃ., পৃষ্ঠা ১৭০।

^{৫৩০} আবদুর রকীব ও শেখ মোহাম্মদ, প্রাণ্ডক, পৃ. ৬২ ও Amna Javed, Hisashi Masuda and Youji Kohda, *Ibid*, Vol. 8, No. 2, P. 417.

দিতে আদেশ আদেশ দিলে এবং আদিষ্ট তাতে সম্মত হলে তা ‘ইসতিসনা’ চুক্তি হবে।^{৫০৪} আজল বা মেয়াদ নির্ধারণ করা ‘ইসতিসনা’ চুক্তিতে জরুরি নয়। তবে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে বিরোধ এড়াতে মেয়াদ নির্ধারণ করা ভালো।^{৫০৫} তাই ‘ইসতিসনা’ বিক্রয় হচ্ছে এমন এক চুক্তি যার আওতায় এ চুক্তি করার সময়েই অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করা হয় এবং বিক্রীত পণ্যটির উৎপাদন ও ডেলিভারি পরে দেয়া হয়।^{৫০৬}

AAOIFI ইসতিসনা’র সংজ্ঞায় বলেছে,

Istisna'a is a contract of sale of specified items to be manufactured or constructed, with an obligation on the part of the manufacturer or builder (contractor) to deliver them to the customer upon completion.

অর্থাৎ, ‘ইসতিসনা’ হলো কোন নির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদন বা নির্মাণ করে বিক্রয়ের চুক্তি, যাতে উৎপাদনকারী বা নির্মাতা (কনট্রাকটর) কর্তৃক উক্ত পণ্য তৈরি বা নির্মাণের পর গ্রাহককে সরবরাহ করার বাধ্যবাধকতা থাকে।^{৫০৭}

দুই. বাই ইসতিসনা’-এর বৈশিষ্ট্য^{৫০৮}

১. ‘ইসতিসনা’ চুক্তিতে পণ্যের স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বিবরণ থাকতে হবে। পণ্যের ধরন, শ্রেণি, পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্য চুক্তিতে উল্লেখ করা জরুরি। এর ফলে পরবর্তীতে কোন ভুল বুঝাবুঝি বা বিবাদ এড়ানো যাবে।
২. চুক্তিতে সম্মত দাম উল্লেখ করতে হবে। দাম কখন কিভাবে পরিশোধ করা হবে তাও চুক্তিতে উল্লেখ থাকবে।
৩. পণ্য কখন, কোথায়, কার খরচে সরবরাহ করা হবে তার উল্লেখ চুক্তিতে থাকতে হবে।
৪. পক্ষগণ রাজি হলে বিক্রয়তাকে পণ্যের আংশিক বা পুরা দাম আগাম দেয়া যেতে পারে অথবা বাকি রাখা যেতে পারে।
৫. ‘ইসতিসনা’ চুক্তিতে মাল সরবরাহের সময়সীমা নির্ধারণ জরুরি নয়। মেয়াদ নির্ধারণ না করেও ইসতিসনা’ চুক্তি করা যায়। তবে বিরোধ এড়ানোর জন্য ব্যাংকের ক্ষেত্রে মেয়াদ নির্ধারিত করা ভালো।
৬. চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর পণ্যের পূর্ণ বা আংশিক দাম শোধ হওয়ার পর কোন পক্ষ এককভাবে চুক্তি বাতিল বা প্রত্যাহার করতে পারবেন না।
৭. কোন পক্ষ ইচ্ছাকৃত চুক্তি ভঙ্গ করলে দায়ী পক্ষের ওপর নির্দিষ্ট জরিমানা আরোপ করা যাবে। এরূপ শর্ত ইসতিসনা’ চুক্তিতে রাখা যাবে।
৮. সমকালীন ফকীহগণের মতে ইসতিসনার ক্ষেত্রে আরোপিত ক্ষতিপূরণ ব্যাংকের বৈধ আয়রূপে বিবেচিত হবে।

ঙ. বাই ইসতিজরার

এক. বাই ইসতিজরার এর সংজ্ঞা

ইসতিজরার (استجرار) শব্দটি جر থেকে উদ্ভূত। جر শব্দের অর্থ উত্তোলন করা, টেনে আনা, নিয়ে আসা ইত্যাদি। আর استجرار অর্থ অল্প অল্প করে উত্তোলন করা বা নেয়া।^{৫০৯} ইসতিজরার হচ্ছে শরী’আহ অনুমোদিত এক প্রকার ব্যবসা পদ্ধতি।^{৫১০} যখন কোন ক্রেতা কোন সরবরাহকারীর সাথে এ মর্মে চুক্তি করে যে, সরবরাহকারী নির্ধারিত সময়কালের মধ্যে উভয়পক্ষের সম্মতিতে নির্ধারিত মূল্যে এবং নির্ধারিত নিয়মে মূল্য পরিশোধের শর্তে পণ্যটি নিয়মিত সরবরাহ করবে, তখন ঐ চুক্তিকে বলা হয় বাই ইসতিজরার।^{৫১১} হানাফি ফিকহের প্রাচীন রেফারেন্স গ্রন্থ দুররুল মুখতার-এ ইসতিজরারের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ما يستجره الانسان من البياح اذاحاسبه على اثمائها بعد استهلاكها অর্থাৎ, ‘বিক্রেতার নিকট থেকে অল্প অল্প করে

^{৫০৪} ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪১৭।

^{৫০৫} উদ্ধৃত: মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৪৮।

^{৫০৬} ড. মাহমুদ আহমদ, ইসলামের অর্থ পদ্ধতি, দৈনিক সংগ্রাম, ২৩ জুলাই ২০০৪, পৃ. ৩৪১, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২১ বছর পূর্তি সংখ্যা।

^{৫০৭} Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), Sharia Standards No.11, Istisna'a and Parallel Istisna'a, 2004-05, Appendix C: Definitions, P. 195; উদ্ধৃত: মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৪৯।

^{৫০৮} ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪২১; মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৫০; ড. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪০৩; শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৫।

^{৫০৯} মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, ইসলামী ব্যাংকিং নতুন প্রোডাক্ট নতুন ভাবনা, (ঢাকা: মুনিরাতুল কুবরা, ২০১৩ খৃ.), পৃ. ৭৩।

^{৫১০} আল-কুরআন, ২:২৭৫; আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ, আস-সুনান, প্রাণ্ডক্ত, খ. ২, অধ্যায়: কিতাবুত তিজারাহ, পরিচ্ছেদ: আন-নাহি আন বায়’ঈ মা লাইসা ‘ইনদাকা, হাদিস নং ২১৮৫, পৃ. ৭৩৭ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিনিয়োগ নির্দেশিকা, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩১।

^{৫১১} অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ইসলামী ব্যাংকিং :একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৯৪।

জিনিস নিয়ে ব্যবহার করার পর তার মূল্য হিসাব করে পরিশোধ করাকে ইসতিজরার বলা হয়।^{৫৪২} কুয়েত থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত ফিক্‌হ বিশ্বকোষ আল মাউসুআতুল ফিকহিয়াহ আল কুয়েতিয়াহ-এর নবম খণ্ডের ৪৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, بيع الاستجرار هو أخذ الحوائج من البياع شيئاً فشيئاً، ودفع ثمنها بعد ذلك

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অল্প অল্প করে গ্রহণ করা এবং পরে মূল্য পরিশোধ করা।^{৫৪৩} বিচারপতি তাকী উসমানী ফিক্‌হি মাকালাত গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ২৩৯ পৃষ্ঠায় পরবর্তী যুগের ফকীহগণের অভিমত উদ্ধৃত করে ইসতিজরার এর নিম্নরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন,

‘বাই’ ইসতিজরার এমন ক্রয়-বিক্রয়কে বলা হয় যেখানে কোন ব্যক্তি কোন দোকানদারের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী বিভিন্ন সময় অল্প অল্প করে নিতে থাকে এবং প্রতিবার পণ্য নেয়ার সময় তাদের উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার ইজাব-কবুল ও দরদাম হয় না।^{৫৪৪}

৪. সুকুক বা ইসলামী বন্ড

এক. সুকুক বা ইসলামী বন্ড এর পরিচয়

(الصُّكُوكُ) আরবী বহুবচন (plural)। এর এক বচন (singular) হলো, (الصُّكُّ)। আরবী ভাষায় বলা হয়, صُكُّ صُكًّا، অর্থাৎ, সে তাকে শক্তভাবে ধাক্কা দিয়েছে। কুরআন মাজীদেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা‘আলার বাণী : فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صِرَةٍ فُصِّكَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ : তা‘আলার বাণী : সে নিজের কপালে জোরে আঘাত করে বলল : (আমি) এক বৃদ্ধা, বন্ধ্যা।^{৫৪৫} (الصُّكُّ) এর অর্থ ‘বই’ বা ‘লিখিত কাগজ’। এ শব্দটির অনেকগুলো অর্থের মধ্যে একটি হলো : সম্পদ কবজা করার স্বীকৃতি সনদ। তাছাড়াও ‘রিযিকসমূহকেও’ (الصُّكُّ) বলা হয়। যেহেতু সরকারীভাবে রিযিকের ব্যবস্থা লিখিত আকারেই ইস্যু হয়; তাই লিখিত কাগজকে (الصُّكُّ) (সনদ) বলা হয়। অর্থাৎ, সরকারের পক্ষ থেকে কোন ব্যক্তিকে খাদ্য কিংবা অন্য কোন প্রয়োজনীয় বস্তু বরাদ্দ দিয়ে যে লিখিত কাগজ প্রদান করা হয় তাকে ‘আস সাক্ক’ বলা হয়।^{৫৪৬} পরবর্তীতে এ শব্দটিকে ‘অর্থ-সম্পদের সনদ’, ‘ডকুমেন্ট’ (Document), ‘বন্ড’ (Bond), ‘বিল’ (Bill) ইত্যাদি আর্থিক সনদপত্র বা দলিল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সুকুক মূলত সম্পদের ওপর মালিকানার নিশ্চয়তা দানকারী বিনিয়োগ সার্টিফিকেট। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সম্পদ বিক্রি ও চাঁদার মাধ্যমে মূল্য আদায় করা। সেক্ষেত্রে সার্টিফিকেটধারী ব্যক্তির সম্পদের মালিকানা লাভ করে।^{৫৪৭} সুকুক-এর প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে : সরকার, অর্থ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেট সংস্থা বা ব্যাংক, যারা এ অর্থ সংগ্রহ করতে চায়, তাদের স্থিতিপত্রে (Balance-sheet) সম্পদের অস্তিত্ব থাকতে হবে। শরী‘আহর নির্দেশনায় বলা হয়েছে, সম্পদগুলোর এককভাবে Murabahah ও Istisna‘-এর মতো ইসলামী আর্থিক চুক্তির দায়পত্র থাকলে চলবে না। তাতে ইজারা, মুদারাবা ও সালাম-এর মতো মূলত সম্পদভিত্তিক উপাদানের প্রাধান্য থাকতে হবে। ইসলামী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষক সংস্থা (AAOIFI) ২০০২ সালের নভেম্বর মাসে সুকুক সম্পর্কে শরী‘আহর মাননির্ধারণী একটি দলিল প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, ‘বিনিয়োগ সুকুক হচ্ছে সমমানের সার্টিফিকেট, যাতে চাঁদার মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ পরিকল্পিতভাবে বাস্তব সম্পদ অর্জন, সম্পদের মাধ্যমে সুফলপ্রাপ্তি অথবা বিশেষ বিনিয়োগ কর্মসূচীর অধীনে নির্দিষ্ট কোন প্রকল্পের ইকুইটিতে বিনিয়োগ।^{৫৪৮} Zero-Coupon নামে পরিচিত সুকুক হচ্ছে ঋণমুক্তির লক্ষে অর্থায়ন। কিন্তু অ-বাণিজ্যিক সুকুক হচ্ছে, যেখানে কোন সম্পদ নেই, সেখানে সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ছাড় করা সুকুক। কোন কোম্পানির স্থিতিপত্রে অনেক সম্পদ দেখানোই এর উদ্দেশ্যে। তবে এ ধরনের সার্টিফিকেট সরাসরি ব্যবসায়োগ্য হবে না। কারণ, ঋণপত্র বিক্রির ওপর (মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া ছাড়া) শরী‘আহর বিধি-নিষেধ রয়েছে। প্রাথমিকভাবে আহরিত সম্পদে Istisna‘-এর অংশীদারিত্ব এবং ঋণের দায়বদ্ধতা থাকে এমন কিস্তিতে কেনাবেচার চুক্তি থাকবে। এ ধরনের ঋণ-

^{৫৪২} উদ্ধৃত: ড. ওয়াহবা আয-যুহাইলী, আল-ফিক্‌হুল ইসলামী ওয়া আদিব্লাতুহু, (পেশোয়ার: মাকতাবা হাক্কানিয়া, তা.বি), খ. ৪, পৃ. ২৪৩।

^{৫৪৩} উদ্ধৃত: মুহাম্মদ শামসুদোহা, ইসলামী ব্যাংকিং নতুন প্রোডাক্ট নতুন ভাবনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

^{৫৪৪} উদ্ধৃত: প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

^{৫৪৫} আল-কুরআন, ৫১:২৯।

^{৫৪৬} ইবনু মানযূর, লিসানুল ‘আরব, (বৈরুত : দারুল ফিকর, ২০১০), খ. ১০, পৃ. ৪৫৭; আল রাযী, মুখতারুস সাহাহ, (দামেস্ক : উলুমুল কুরআন ফাউন্ডেশন, ১৯৮৪খৃ.), পৃ. ৩৬৭; জাবরান মাসউদ, আর রা‘ইদ, (বৈরুত: দারুল মালানিন লিল‘ইলম, ২০০৩), পৃ. ৫৫১; আন-নববী, সহীহ মুসলিম বিশারহিন নববী, মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী সম্পাদিত, (বৈরুত: দারুল কুতুবুল ‘ইলমিয়াহ, ১৯৯৫ খৃ.), খ. ১০, পৃ. ১৪৬।

^{৫৪৭} মোহাম্মদ হাশিম কামালী, ইজারার শরী‘আহ্‌ভিত্তিক বিশ্লেষণ, ইসলামী ব্যাংকিং, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জানুয়ারি ২০১৪), পৃ. ৭৩।

^{৫৪৮} Exposure Draft of AAOIFI, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), বাহরাইন, শরী‘আহ স্ট্যান্ডার্ড (المعايير الشرعية), স্ট্যান্ডার্ড নং-৮, মে ২০০২ খৃ., পৃ. ৪।

সার্টিফিকেট নির্দিষ্ট হারের Zero-coupon সুক্ক নামে পরিচিত এবং সাধারণ দৃষ্টিতে এগুলো শরী'আহসম্মত বলে বিবেচিত।^{৫৪৯}

পারিভাষিক অর্থে জামানতযুক্ত কিংবা জামানতবিহীন মূলধন (Asset) সংগ্রহ করে সেগুলোকে বন্ডে রূপান্তরিত করা এবং বিনিয়োগকারীদের নিকট সেগুলোকে বিক্রি করার প্রক্রিয়াকে (تَصْنِيفٌ) বলা হয়।^{৫৫০} ড. মনযের কাহফ এর ভাষায় 'কোন লাভজনক স্থিতি সম্পদকে জামানত হিসাবে কিংবা মূলধন হিসাবে গণ্য করে তার বিপরীতে বন্ড ইস্যু করা। যে সুক্কগুলোই মূলধন (Financial Asset) হিসাবে পরিগণিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে (تَصْنِيفٌ) বলা হয়।'^{৫৫১}

আন্তর্জাতিক ইসলামী ফিক্হ একাডেমির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে,

فهو إصدارُ وثائقٍ أو شهاداتٍ مَالِيَّةٍ مُتَسَاوِيَةِ الْقِيَمَةِ تُمَثِّلُ حِصْصاً شَائِعَةً فِي مِلْكِيَّةِ مَوْجُودَاتٍ (أَعْيَانٍ أَوْ مَنَافِعٍ أَوْ حَقُوقٍ أَوْ خَلِيطٍ مِنَ الْأَعْيَانِ وَالْمَنَافِعِ وَالنَّقُودِ وَالذِّيُونِ) قَائِمَةٍ فِعْلاً، أَوْ سَيَتِمُ إِنشَاؤها مِنْ حَصِيلَةِ الْاِكْتِنَابِ، وَتَصُنَّفُ وَفَقَ عَقْدٍ شَرْعِيٍّ وَتَأْخُذُ أَحْكَامَهُ.

অর্থাৎ, 'সুক্ক' হলো 'একটি বিনিয়োগ সার্টিফিকেট, যা মূলধনকে সমান ভাগে ভাগ করে খণ্ডিত করার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়'। এ ধরনের বিনিয়োগ সনদ কতকগুলো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যথা : মূলপুঁজিকে (Asset) সমমূল্যমানের ইউনিটে (unit) রূপান্তরিত করে তার বিপরীতে আর্থিক সনদ বা সুক্ক ইস্যু করা। সনদ বা সুক্কহোল্ডারদের নামে এ মর্মে রেজিস্ট্রেশন হওয়া যে, তারা মূলধনের ঘোষিত অংশের মালিকানা লাভ করবে এবং এ মূলধন থেকে মালিকানার আনুপাতিক হারে প্রাপ্ত আয়েরও স্বত্ত্বাধিকার হবে।^{৫৫২}

দুই. শরী'আহর দৃষ্টিতে ইসলামী সুক্কের বৈধতা

অর্থ সম্পদ লেনদেন সংক্রান্ত ইসলামী শরী'আহর নূসুসগুলো 'সাধারণ নীতিমালা' হিসাবেই বর্ণিত হয়েছে। ইসলামী শরী'আহর সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি হলো অর্থনৈতিক লেনদেন ও মু'আমালাতের যাবতীয় পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া একদিকে মানুষের স্বার্থ রক্ষা ও উপকার করা, অপরদিকে তাদের ক্ষতি ও অনিশ্চিন্তা থেকে সুরক্ষা দেয়া বা কমপক্ষে তাহাস করা। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন : 'ইসলামী শরী'আহর বিধি-বিধান মানুষের স্বার্থ ও কল্যাণ লাভ ও এর পূর্ণতা দান করা এবং ক্ষতি ও অকল্যাণের পথ বন্ধ করা এবং তা হ্রাস করার জন্য এসেছে।'^{৫৫৩} তাই এ ক্ষেত্রে 'সংস্কারমূলক ইজতিহাদ'^{৫৫৪} এর সুযোগ অনেক বিস্তৃত ও সুপ্রসঙ্গ। যাতে করে সময় ও কালের ব্যবধানে নিত্য নতুন উদ্ভাবিত অর্থনৈতিক যাবতীয় পদ্ধতি, ও সামাজিক চুক্তিসমূহের প্রেক্ষাপটে ইসলামী শরী'আহর দিকনির্দেশনা দেয়া যায় এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে শরী'আহর 'মাকাসিদ' প্রতিষ্ঠা করার পথ সুগম থাকে। অপরদিকে ফিক্হবিদগণের মধ্যে বহুল প্রচলিত 'বিধি' হলো :

الأصلُ في المعاملاتِ المَالِيَّةِ الإِبَاحَةُ، ما لم يُوجَدَ فِيهَا نَصٌّ. অর্থাৎ, আর্থিক লেনদেন ও মু'আমালাতের ক্ষেত্রে আসল ও মূল বিষয় হলো, তা ইসলামী শরী'আহর দৃষ্টিতে বৈধ, যতক্ষণ না তার বিপক্ষে সুস্পষ্ট কোন প্রমাণাদি পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গেও ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন :

"اعلم أَنَّ الأصلَ في جميع الأعيان الموجودة على اختلافِ أصنافِها وتباينِ أوصافِها أَنْ تكونَ حلالاً لِلأَدَمِيِّينَ، وَأَنْ تكونَ طَاهِرَةً، لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ مُلَابِسَتُها وَمُبَاشَرَتُها وَمُمَاسِئَتُها

অর্থাৎ, 'জেনে রাখুন যে, সকল মজুদ সম্পদ; এগুলোর প্রকার ও প্রকৃতির ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও মানুষের জন্য হালাল এবং পবিত্র। সেগুলোকে ব্যবহার করা অবৈধ নয়।'^{৫৫৫}

ইমাম আশ-শাতিবিও একই রকম উক্তি করেছেন।^{৫৫৬} রাসূল (সা.) আরো স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন,

^{৫৪৯} Ali Arsalan Tariq, Managing Financial Risks of Sukuk Structures, A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Masters of Science at Loughborough University, September 2004, p. 22. Distributed on www.ibfnet.com in fall 2004.

^{৫৫০} Suleiman Abdi Dualeh, *Islamic Securitization : Practical Aspects*, Unpublished paper presented in World Conference on Islamic Banking, Geneva, July 8-9, 1998. www.kantakji.com/media/7977/m130.pdf

^{৫৫১} منذر قحف، *سندات الإجارة والأعيان المؤجرة*، (جدة: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، 2000م)، ص 34

^{৫৫২} مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق، (جدة: منظمة المؤتمر الإسلامي، 1988م)، الدورة الرابعة، المجلد الثالث، ص 214

^{৫৫৩} ইবনু তাইমিয়াহ, *মাজমু'উল ফাতাওয়া*, আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিম সংকলিত, (বৈরুত: দারুল আরবিয়াহ, ১৯৭৮ খ.), খ. ১৩, পৃ. ৯৬।

^{৫৫৪} মুহাম্মাদ মা'রুফ আল দাওয়ালীবি, *আল মাদখাল ইলা 'ইলমি উসূলিল ফিক্হ*, (বৈরুত: দারুল 'ইলম লিলমালাইন, ১৯৬৫ খ.), পৃ. ৪৩৪। (সংস্কারের মাধ্যমে কোন নতুন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য শরী'য়াতের নীতিমালা গ্রহণ করার লক্ষ্যে সাধারণভাবে শরী'য়াতের মূল তত্ত্ব ও রহস্য নির্ধারণ করাই হলো 'সংস্কারমূলক ইজতিহাদ'।)

^{৫৫৫} ইবনু তাইমিয়াহ, *মাজমু'উল ফাতাওয়া*, প্রাপ্ত, খ. ২৯, পৃ. ১৫১।

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُنْسَى شَيْئًا.
 অর্থাৎ, ‘আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা হালাল করেছেন তা হালাল আর যা হারাম করেছেন তা হারাম। তিনি যে বিষয়ে চুপ থেকেছেন তা ক্ষমাযোগ্য। অতএব তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহকে গ্রহণ কর; কেননা আল্লাহ কোন বস্তুকে ভুলে যান না।’^{৫৫৭}
 এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে বিষয়ে সুস্পষ্ট কিছু বলা নেই তা তার মূল অর্থাৎ বৈধতার অন্তর্ভুক্ত। এ নীতিমালা থেকে ইসলামী শরী‘আহর সার্বজনীনতা এবং সকল যুগের জন্য এর প্রযোজ্যতাকে অব্যর্থভাবে প্রমাণ করে। এ মৌলিক ‘নীতিমালা’ বা ‘বিধি’ যুগের পরিবর্তনে অর্থনৈতিক নিত্য নৈমিত্তিক নতুন নতুন প্রোডাক্ট, কর্মকাণ্ড ও চুক্তি সমূহকে ইসলামী শরী‘আহর আওতায় থাকাকেই প্রকট করে তোলে। ইসলামী সুকূকও এই নীতিমালারই আওতাধীন একটি শরী‘আহসম্মত নতুন অর্থনৈতিক পদ্ধতি। যার মাধ্যমে ইসলামী অর্থনীতির আরেক ধাপ বিস্তৃতি ও প্রসার ঘটে। ইসলামী শরী‘আহসম্মত এ পদ্ধতির মাধ্যমে মূলধনের (Asset) তারল্য সৃষ্টি হয় এবং পুঁজি/মুদা বাজারে বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত হয়। সুকূক বলতে সাহাবীগণের যুগে যা বুঝানো হতো তার প্রমাণ আমরা হাদিস থেকে পাওয়া যায়। সোলায়মান ইবন ইয়াসার আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, ‘তিনি খলীফা মারওয়ানকে বলেন : আপনি কি সুদী কেনাবেচা হালাল করে দিলেন? মারওয়ান বলেন: আমি কি করেছি? আবু হুরায়রা (রা.) বলেন : সাকাক বেচাকেনাকে হালাল করেছেন, অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) খাদ্য সামগ্রী পরিপূর্ণভাবে হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, মারওয়ান তখন সাকাক ক্রয়-বিক্রয় করাকে নিষেধ করে মানুষকে জানিয়ে দিলেন। সোলায়মান ইবন ইয়াসার বলেন : আমি দেখলাম যে প্রহরীগণ মানুষের হাত থেকে সাকাকগুলোকে নিয়ে নিচ্ছে।’^{৫৫৮}

তিন. ইসলামী সুকূকের বৈশিষ্ট্যসমূহ^{৫৫৯}

১. ইসলামী সুকূক লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে মুশারাকাসহ শরী‘আহসম্মত অন্যান্য পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। ইসলামী সুকূক এর ক্ষেত্রে অংশিদারদের মধ্যে সম্পর্ক হয় মূলতঃ লাভ ও ক্ষতির অংশদারিত্ব। সুকূকধারীকে মালিক হিসাবে লাভের একটি অংশ দেয়া হয়। সুকূকের নির্দিষ্ট মূল্যের প্রেক্ষিতে পূর্ব নির্ধারিত কোন আনুপাতিক হারে তাকে রিটার্ন দেয়া হয় না। অপরদিকে সুকূকধারীগণ যে প্রকল্পে বা ব্যবসায় অর্থায়ন করেছেন চুক্তির সময় নির্ধারিত শতকরা হারে তার লাভ পাবে বা সুকূক ইস্যুর প্রচারপত্রে ঘোষণা অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক লভ্যাংশে শরীক হবে। একইভাবে প্রত্যেকে তার মালিকানা অনুযায়ী আনুপাতিক হারে ক্ষতির অংশিদারও হবে।
২. সুকূকগুলো সমমূল্যমান আকারে ইস্যু করা হয়; কেননা এ সুকূক কোন নির্দিষ্ট প্রকল্পের মজুদ সম্পদ বা বিশেষ বিনিয়োগ কার্যক্রমের ঘোষিত অংশের (equity) প্রতিনিধিত্ব করে। এর ফলে এ সব বন্ডের বেচাকেনা এবং হাত বদল সহজ হয়। এর মাধ্যমে ইসলামী সুকূক সমমানের শেয়ার সার্টিফিকটের মতোই হয় এবং জয়েন্ট স্টক কোম্পানির (joint-stock company) নেট মূলধনের প্রচলিত অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। একইভাবে ইসলামী সুকূক এই ক্ষেত্রে সমমূল্যমানের conventional bond এর সাথেও মিলে যায়।
৩. ইসলামী সুকূক ইসলামী শরী‘আহর শর্ত ও বিধি অনুযায়ী ইস্যু হয় এবং পুঁজিবাজারে সেগুলো কেনাবেচা (circulate) হয়। অর্থাৎ, সুকূক বিক্রিলব্ধ অর্থকে ইসলামী শরী‘আহর বিধি-বিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ প্রকল্পসমূহে বিনিয়োগ করা হয়। একইভাবে সুকূক ইসলামী অর্থায়ন বা বিনিয়োগ ফর্মুলা যেমন, মুশারাকা, মুদারাবা, ইজারা ইত্যাদি পদ্ধতি অনুযায়ী সম্পন্ন হয়। তাছাড়াও সুকূক ইস্যু, প্রক্রিয়া ও বাজারজাত করণসহ চুক্তি সব কিছুতেই শরী‘আহর নিয়মাবলী অনুসরণের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়।
৪. সুকূকধারীগণ সুকূকের মাধ্যমে অর্জিত মূলধনের মালিকানা সংক্রান্ত, বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত এবং বন্ডের মূল্য পতন সংশ্লিষ্ট যাবতীয় দায় দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হয়।
৫. মুদারাবা, বা ওয়াকাল্লা (Wakala is for someone to make someone stand in his own place in respect of that business)^{৫৬০} কিংবা মুশারাকার ক্ষেত্রে জামানত প্রযোজ্য নয়। কারণ জামানতের ফর্মুলা প্রচলিত বন্ডের (conventional bond) ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়। তাই বন্ড ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার ক্ষতি গ্রহণ করে না।

^{৫৫৬} আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবন মুসা আশ শাতিবী, আল মুওয়াফাকাহ ফী উসূলিশ শারী‘য়াহ, (বৈরুত: দারুল মা‘রিফাহ, ১৯৯৯ খ.), খ. ১, পৃ. ২৫৩।

^{৫৫৭} হাকিম আন-নিসাপুরী, আল মুসতাদরাক আলাস সাহীহাইন, (বৈরুত: দারুল মা‘রিফাহ, তা. বি.), খ. ২, পৃ. ৩৭৫।

^{৫৫৮} আন-নববী, সহীহ মুসলিম বিশারহিন নববী, মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৪৬।

^{৫৫৯} মাহাম্মদ হাবীবুর রহমান ও মুহাম্মাদ রুহুল আমিন, সুকূক ইস্যুকরণ ও এতে বিনিয়োগের শরয়ী নীতিমালা: একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ, ইসলামী আইন ও বিচার, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল’ রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩ খ.), বর্ষ ৯, সংখ্যা ৩৬, পৃ. ১৪-১৫; মুহাম্মাদ শামসুদ্দোহা, ইসলামী ব্যাংকিং নতুন প্রোডাক্ট নতুন ভাবনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩২ ও ৪০-৪৪।

^{৫৬০} Quote: Mohd. Ma`sum Billah, *Shar`iah Standard of Business Contract*, (Kuala Lumpur: A. S. Noordeen, 2006), p. 137.

চার. ইসলামী সুকূক-এর প্রকারভেদ

- ক. মুদারাবা সুকূক^{৫৬১}
- খ. মুশারাকা সুকূক^{৫৬২}
- গ. মুরাবাহা সুকূক^{৫৬৩}
- ঘ. ইসতিসনা সুকূক^{৫৬৪}
- ঙ. সালাম সুকূক^{৫৬৫}
- চ. ইজারা সুকূক^{৫৬৬}

৫. অন্যান্য ব্যাংকিং কার্যক্রম

ক. রেমিট্যান্স কার্যক্রম : ‘রেমিট্যান্স’ হলো এক স্থান থেকে অন্যত্র অর্থ বা তহবিলের স্থানান্তর। এজন্য ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে কমিশন বা ফি আদায় করে। সেবার বিনিময়ে কমিশন বা ফি আদায় করা শরী‘আহসম্মত। তবে ইনস্ট্রুমেন্ট বা ড্রাফট বাট্টাকরণ বা ক্রেয়ের ক্ষেত্রে সুদের উদ্ভব হতে পারে। তাই ইসলামী ব্যাংক বাট্টাকরণের কাজে জড়িত হয় না, কমিশন বা ফি-এর বিনিময়ে শুধুমাত্র অর্থ স্থানান্তরে অংশ নেয়। ইসলামী ব্যাংক ‘জু‘আলা’ পদ্ধতিতে এ কমিশন নিয়ে থাকে।^{৫৬৭}

খ. ব্যাংক গ্যারান্টি : ‘ব্যাংক গ্যারান্টি’ হলো কোন দায়-দেনা বা প্রতিশ্রুতি পূরণে গ্রাহকের অপারগতার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ব্যাংক কর্তৃক তৃতীয় পক্ষের সম্ভাব্য ক্ষতি পূরণের অঙ্গীকার বা নিশ্চয়তা প্রদান। গ্যারান্টির শর্ত পূরণে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক ব্যর্থ হলে তার পক্ষে ব্যাংক তৃতীয় পক্ষকে গ্যারান্টির অর্থ পরিশোধ করে। ব্যাংক এ ক্ষেত্রে গ্রাহকের কাছ থেকে নির্ধারিত কমিশন আদায় করে। ইসলামী ব্যাংকগুলোর ব্যাংক গ্যারান্টি সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পূর্ণ শরী‘আহসম্মত। ইসলামী ব্যাংক ‘কাফালা’ পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্যারান্টি দিয়ে থাকে।^{৫৬৮}

গ. বিল বাট্টাকরণ : রফতানি বিল বাট্টাকরণ (Discounting) সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থায় একটি বহুল প্রচলিত অর্থায়ন কার্যক্রম। গ্রাহককে আগাম তারল্য ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা দানের জন্য ব্যাংক গ্রাহকের রফতানি বিল বাট্টাকরণ করে অর্থাৎ কম দামে কিনে নেয়। সুদভিত্তিক ব্যাংকিং লেনদেনে এ ধরনের বিল বাট্টাকরণ ব্যাপকভাবে প্রচলিত। বিল বাট্টাকরণের মাধ্যমে বিলম্বিত সময়ের জন্য সুদী ব্যাংক সুদ আদায় করে।^{৫৬৯} ইসলামী ব্যাংক সুদভিত্তিক এই বাট্টাকরণের কাজে অংশ নেয় না। এর বিকল্প হিসেবে ইসলামী ব্যাংক রফতানিকারকদের বাই‘ সালাম বা মুশারাকা পদ্ধতিতে প্রাক-জাহাজীকরণ (Pre-shipment) বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে।^{৫৭০}

ঘ. বৈদেশিক মুদ্রা বেচা-কেনা : বৈদেশিক মুদ্রা কেনাবেচা সুদভিত্তিক ব্যাংকের একটি স্বাভাবিক কাজ। নগদ ও আগাম ফরমায়েশের (Forward Booking) মাধ্যমে এ জাতীয় লেনদেন হয়। ঝুঁকি এড়াতে ও আয়ের পরিধি বাড়াতে সুদভিত্তিক ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যের নতুন নতুন প্রোডাক্ট উন্নয়ন করছে। এই ক্ষেত্রে দক্ষতা ও সামর্থ্য ব্যাংকের ব্যবসায়িক সফলতার নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত হয়।^{৫৭১} ইসলামী ব্যাংক দৈনন্দিন আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনা মেটানোর জন্য শরী‘আহসম্মত নগদ ভিত্তিতে (Spot basis) এক মুদ্রার সাথে অন্য প্রকার মুদ্রার বিনিময় বা কেনাবেচা করে। বৈদেশিক মুদ্রা-বাজারে ফরওয়ার্ড বুকিং কিংবা ডিরাইভেটিভ প্রোডাক্টে ইসলামী ব্যাংক অংশ নেয় না। ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মতে, মুদ্রার বেচাকেনার মাধ্যমে ফটকা লাভ অর্জনের প্রবণতা মুদ্রা বাজারে অস্থিতিশীলতা ও কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করে।^{৫৭২}

^{৫৬১} মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান ও মুহাম্মদ রুছুল আমিন, সুকূক ইস্যুকরণ ও এতে বিনিয়োগের শরীয় নীতিমালা: একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ, ইসলামী আইন ও বিচার, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল’ রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩ খৃ.), বর্ষ ৯, সংখ্যা ৩৬, পৃ. ২১।

^{৫৬২} প্রাগুক্ত, বর্ষ ৯, সংখ্যা ৩৬, পৃ. ২১ ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, ইসলামী ব্যাংকিং নতুন প্রোডাক্ট নতুন ভাবনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

^{৫৬৩} মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, বর্ষ ৯, সংখ্যা ৩৬, পৃ. ২১।

^{৫৬৪} প্রাগুক্ত, বর্ষ ৯, সংখ্যা ৩৬, পৃ. ২১।

^{৫৬৫} মনযের কাহফ, বাজেটের ঘাটতি পূরণে ইজারা বন্ডের সম্পদের ব্যবহার, ইসলামিক ইকোনমিক স্টাডিজ, (জেদ্দা: আইআরটিআই, ১৯৯৭ খৃ.), খ. ৪, পৃ. ২ ও মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, বর্ষ ৯, সংখ্যা ৩৬, পৃ. ২১।

^{৫৬৬} মনযের কাহফ, বাজেটের ঘাটতি পূরণে ইজারা বন্ডের সম্পদের ব্যবহার, ইসলামিক ইকোনমিক স্টাডিজ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২ ও মোহাম্মদ হাশিম কামালী, ইজারার শরী‘আহভিত্তিক বিশ্লেষণ, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

^{৫৬৭} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

^{৫৬৮} প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

^{৫৬৯} প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

^{৫৭০} প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

^{৫৭১} প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

^{৫৭২} প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

৪.৩ ইসলামী অর্থব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তির বন্ধনহীন স্বাধীনতা আর সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে খর্ব করার কারণে কোনটাই সুখম অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক নয়। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি এ দুয়ের মধ্যে দিয়ে এমন একটি অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে যা প্রতিটি মানুষের অধিকার সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দেয়। ইসলামী অর্থব্যবস্থা মূলত এক আল্লাহ, পরকালের বিশ্বাস ও বিশ্বাসের সাথে সাথে ব্যাপক মানব কল্যাণার্থে প্রতিষ্ঠিত। আর পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র অর্থব্যবস্থা শুধুমাত্র জাগতিক ভোগ-বিলাসের ওপর ভিত্তি করে রচিত। ইসলামী অর্থনীতির মূল উৎস মহান আল্লাহ প্রদত্ত আর পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র মানবরচিত বলে ইতোমধ্যেই অন্যান্য অর্থনৈতিক মতবাদের ওপর ইসলামী অর্থনীতির শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বব্যাপী প্রমাণিত হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতি কিয়ামত অবদি তার আলোর বিচ্ছুরণ ছড়াতে থাকবে। তাই ইসলামী অর্থব্যবস্থার রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা। নিম্নে ইসলামী অর্থব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বের কারণগুলো বিবৃত হলো :

৪.৩.১ ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মাকাসিদ আশ্-শরী'আহর বাস্তবায়ন

ইসলামী শরী'আহতে অর্থনীতিকে আলাদা কোনো বিষয় মনে করা হয় না; বরং এটিকে ইসলামী জীবনব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করা হয়। ইসলামে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নকেও সমান গুরুত্ব দেয়া হয়। সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সার্বিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী অর্থব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে আয় বৈষম্য ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা হ্রাস এবং পূর্ণ বিনিয়োগ, কাম্য উৎপাদন ও ইনসাফপূর্ণ বণ্টন। ইমাম ইবনুল কাইয়িম (র.)-এর মতে ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য হলো^{৫৭০} :

- ক. 'আদল বা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা।
- খ. আল-মাসলাহা আল-'আম্মাহ বা জনস্বার্থ সংরক্ষণ করা।
- গ. জনস্বার্থ ও সুবিচার বিরোধী কাজ প্রতিহত করা।

৪.৩.২ সুদের বিলোপ

সুদ সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে সব ধরনের সুদ হারাম। ইসলামী অর্থব্যবস্থা একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা হওয়ায় এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা, শিল্প-কল-কারখানা স্থাপন, বৈদেশিক লেনদেনসহ সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সুদ চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।^{৫৭৪} ইসলাম সুদ নিষিদ্ধ করলেও মুনাফা এবং বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে। এখানে বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি নিতে হয়। তাই ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিনিয়োগকারীদের (আমানতকারী) তাদের বিনিয়োগের আনুপাতিক হারে প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক লাভ (বা ক্ষতি)-এর একটি অংশ প্রদানের প্রস্তাব করে। বিনিয়োগকারীদের ক্ষেত্রে, তারা বিনিয়োগ বা আমানতের ওপর যে মুনাফা লাভ করে তা থেকে সুদের দুটি বড় পার্থক্য রয়েছে : কতটা মুনাফা পাওয়া যাবে তা অনিশ্চিত। এর মানে হলো বিনিয়োগকারীদের কী পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই এবং বিনিয়োগকারীকে (পশ্চিমা ধারণায় আমানতকারী) অধিকতর ঝুঁকি নিতে হবে। অন্যদিকে, পশ্চিমা ব্যবস্থায় আমানতকারীর ঝুঁকি কম। কারণ তার মুনাফা নির্ধারিত এবং আমানতকারীদের পুঁজির সামনে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্টেকহোল্ডারদের পুঁজি সবার আগে ঝুঁকির মুখে থাকে।^{৫৭৫}

৪.৩.৩ অংশীদারিত্ব ব্যাংকিং পদ্ধতির প্রবর্তক

বিশ্বব্যাপী প্রভাবশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিশেষত পুঁজিবাদ ব্যক্তি ও বৃহৎ পরিসরে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে অসঙ্গতিকে উৎসাহিত করে। তাই এটা ধরে নেয়া যায় যে সুদ এক পক্ষকে লাভবান, আর অন্য পক্ষকে করে ক্ষতিগ্রস্ত। এটি একান্তভাবে অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে। তাই সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থাকে ইসলামে শোষণমূলক বলা হয়েছে। শোষণ ও অর্থনৈতিক অসমতা সৃষ্টি করে এমন যেকোনো পদ্ধতির নিন্দা করেছে ইসলাম। বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা ভালো করেই জানেন যে আর্থিক অসমতা সমাজে অস্থিরতা বাড়াই এবং সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। আল-কুরআনে বর্ণিত অতুলনীয় নিয়ম হলো অর্থলোলুপতা ও অবৈধ উপায়ে অন্যের সম্পদ দখল সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলা।^{৫৭৬} অর্থনৈতিক মন্দা দূরকরণের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বভিত্তিক (PLS) ব্যাংকিং পদ্ধতি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। ইসলামের এই অংশীদারি অর্থায়ন পদ্ধতি পুরো অর্থব্যবস্থাকে মজবুতি (Substantially) ও স্থিতিশীল অবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত করে এবং অর্থনৈতিক মন্দা দূরীকরণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। 'যদি আর্থিক পুঁজির ওপর সুদের পরিবর্তে মুনাফার অংশীদারিত্ব ব্যবস্থা চালু করা যায়, তবে পুঁজি বিনিয়োগ আরো বেশি শক্তিশালী হবে।' আর্থিক সঙ্কট থেকে বাঁচার

^{৫৭০} উদ্ধৃত: মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাণ্ডজ, পৃ. ৩৪।

^{৫৭৪} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাণ্ডজ, পৃ. ১১৯।

^{৫৭৫} ফ্রেডারিক ডি পেরি ও শেহেরাজাদে এস. রেহমান, প্রাণ্ডজ, পৃ. ৭৮।

^{৫৭৬} মুহাম্মদ ইরফান, ঝুঁকি শেয়ারমূলক অর্থায়নের প্রসারে শরী'আহ উপদেষ্টাদের ভূমিকা, ইসলামী ব্যাংকিং, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ডিসেম্বর ২০১৪), পৃ. ৩৫।

ক্ষেত্রে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অধিকতর কল্যাণকর প্রতীয়মান হয়। ভালো ব্যবস্থাপনা ও যুক্তিযুক্ত তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থাকে একটি শ্রেষ্ঠ নমুনা হিসেবে চিহ্নিত করে ‘ইকনোমিস্ট’ বলেছে, পাশ্চাত্য আধুনিক যুগেও ইসলামের কাছ থেকে ইকুইটি ব্যাংক বা অংশীদারিত্বের ব্যাংকব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিতে পারে।^{৫৭৭} ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার স্থিতিশীলতা ও সাফল্যের মূলে রয়েছে ইসলামী শরী‘আহর অংশীদারি পদ্ধতি। প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় আমনতকারীরা নির্দিষ্ট হারে সুদ পাবে কিন্তু তারা কোনো ঝুঁকি গ্রহণ করবে না। আবার ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে নির্দিষ্ট হারে সুদ গ্রহণ করবে, কিন্তু কোনো ঝুঁকি গ্রহণ করবে না। এখানে সকল ঝুঁকি ঋণগ্রহীতার। আমনতকারী ও ব্যাংক উভয়েই সর্বাধিক মুনাফা পেতে আগ্রহী কিন্তু ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নয়। ফলে সমাজের অর্থপ্রবাহ অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যবহারের সম্ভাবনা বেশি, যা কল্যাণ অর্থনীতির লক্ষ্য নয়। এ প্রসঙ্গে বিশ্বখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ ড. এম. উমর চাপড়া বলেন, ‘ক্ষতি বহনের বিষয়টি অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে বৃহত্তর শৃঙ্খলা আনয়নে সাহায্য করতে পারে। এ ধরনের শৃঙ্খলা ব্যতীত আমনতকারীরা তাদের ব্যাংক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সতর্ক হবে না এবং ব্যাংকসমূহও ঋণদানের ব্যাপারে সতর্ক পদক্ষেপ নাও নিতে পারে। ফলে যে কোনো উদ্দেশ্যে ঋণদানের পরিমাণ অত্যধিক বেড়ে যেতে পারে। এতে করে শুধু অর্থনৈতিক পদ্ধতিতেই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে না বরং দুঃপ্রাপ্য সম্পদ ফটকাবাজারি ও অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যবহারেরও সম্ভাবনা দেখা দেবে।’^{৫৭৮}

৪.৩.৪ করযে হাসানার প্রবর্তন

‘করযে হাসানা’ মানে উত্তম ঋণ। এই ঋণ প্রদান করা হয় ব্যক্তির সাময়িক প্রয়োজন পূরণের জন্য। কখনো কখনো সচ্ছল উপার্জনক্ষম সং ব্যক্তিরও এরূপ ঋণের প্রয়োজন হতে পারে। ইসলামী সমাজের একটি অনন্য কল্যাণাদর্শ। সমাজে করযে হাসানার প্রচলন থাকলে বিপদের সময় কাউকে সহায়-সম্মল বিক্রি করতে হয় না বা সুদের ভিত্তিতে ঋণ নিতে হয় না। পৃথিবীর বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক ‘করযে হাসানা’ হিসাব পরিচালনা করে থাকে। সুদভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের দর্শনে করযে হাসানার ধারণা অনুপস্থিত ও অকল্পনীয়।^{৫৭৯}

৪.৩.৫ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সামাজিক উন্নয়ন সমন্বিত করা ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য। এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় ছাড়া সুস্থ উন্নয়ন (balanced development) সম্ভব নয়। ইসলামী ব্যাংক প্রকল্প বাস্তবায়নে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেয়। ইসলামী ব্যাংক কোন প্রকল্প নির্বাচনে এর সম্ভাব্য আর্থ-সামাজিক অবদান বিশেষভাবে মূল্যায়ন করে। ব্যক্তির অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে সমষ্টির অর্থাৎ সর্বসাধারণের উন্নয়নকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যকেও ইসলামী ব্যাংক নিশ্চিত করতে চায়।^{৫৮০} ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য হলো ব্যক্তির কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তার ও তার পরিবারের ভরণ-পোষণের সুযোগ সৃষ্টি করা। ফলে সমাজে সুস্থ ও কল্যাণধর্মী পরিবেশ সৃষ্টি সহজ হয়।^{৫৮১} ড. এম. উমর চাপড়ার মতে, ইসলামী ব্যাংক একটি Multipurpose ব্যাংক। শুধুমাত্র সুদের উচ্ছেদ ও বিলোপ সাধন ইসলামী ব্যাংকের কাজ নয়। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের নৈতিক, চারিত্রিক ও মানসিক বিকাশ সাধন এবং হালাল-হালাল মান্য করে বৈধ সীমার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ ইসলামী ব্যাংকের মূলনীতি ও কর্মকৌশল। ইসলামী ব্যাংক তার এ সকল কর্মসূচী ও কর্মকৌশলের মাধ্যমে ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের একটি মুখ্য প্রতিষ্ঠানরূপে কাজ করে।^{৫৮২}

৪.৩.৬ যুগপৎ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জন

অর্থ সম্পদের মূল মালিক ও যোগানদাতা মহান আল্লাহ। মানুষ আমনতদার এবং ব্যবহারকারী বা ভোক্তা মাত্র। অতএব মানুষ সম্পদের উৎপাদন, উপার্জন এবং ভোগ ব্যবহার করবে আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছা মারফিক। মানুষের আর্থ সামাজিক বিষয়াদি তার বিশ্বাস, আদর্শ ও মূল্যবোধের সাথে একীভূত ও অবিভাজ্য। সুতরাং তার আর্থ-সামাজিক বিষয়াদির উন্নয়ন ও ইতিবাচক নির্দেশনার ভিত্তি হবে তার বিশ্বাস, আদর্শ এবং শরী‘আহ তথা কুরআন ও সুন্নাহ। তাই ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ‘আদল, ইনসাফ, সুবিচার ও ভারসাম্যপূর্ণ বন্টন দ্বারা সকল মানুষের কল্যাণ সাধন বা মানবকল্যাণ নিশ্চিত করে থাকে। এ অর্থব্যবস্থা উৎপাদন, উপার্জন ও উন্নয়নমুখী। ইসলামী অর্থব্যবস্থার সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো ইসলামী শরী‘আহর উদ্দেশ্যাবলি বাস্তবায়ন।^{৫৮৩} সুতরাং ইসলামী অর্থব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব হলো, তাকওয়ার ভিত্তিতে দুনিয়ায় সুন্দর, স্বচ্ছন্দ্য ও সৌহার্দ্যপূর্ণ জীবন

^{৫৭৭} উদ্ধৃত: শাহ আব্দুল হান্নান, ইসলামী অর্থনীতি : দর্শন ও কর্মকৌশল, (ঢাকা: দি পাইওনিয়ার, ২০১১ খৃ.), পৃ. ৫০।

^{৫৭৮} উদ্ধৃত: মুহাম্মদ শরীফ হোসাইন, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব, দৈনিক সংগ্রাম, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২১ বছর পূর্তি সংখ্যা, ২৩ জুলাই ২০০৪, পৃ. ৯১।

^{৫৭৯} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।

^{৫৮০} প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।

^{৫৮১} প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২-১২৩।

^{৫৮২} উদ্ধৃত: প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

^{৫৮৩} শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮।

যাপনের মাধ্যমে আখিরাতের চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করা। অর্থাৎ, যুগপতভাবে বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সাধন করা।^{৫৮৪}

৪.৩.৭ হিফয আল-মাল বা সম্পদ সংরক্ষণ পদ্ধতি

হিফয আল-মাল বা সম্পদ সংরক্ষণ বলতে বুঝায় চুরি, ডাকাতি ও অন্যান্য সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ থেকে সম্পদ রক্ষা করা, ন্যায়নীতি ও সম্ভ্রষ্টির ভিত্তিতে সম্পদ অর্জন ও লেনদেন পরিচালনা করা এবং এমন হাতে তা আমানত রাখা যে হাত তা সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করে। আবার আল্লাহ তা'আলা সম্পদ অর্জনের যেসব পস্থা-পদ্ধতি হালাল করেছেন, তার বাইরে গিয়ে মানুষের সম্পদ গ্রাস না করাও হিফয আল-মালের অন্তর্ভুক্ত।^{৫৮৫} ইমাম আল-গাজালি (র.) ও আশ-শাতিবি (র.) উভয়েই হিফয আল-মাল বা সম্পদ সংরক্ষণকে পাঁচটি মৌলিক উদ্দেশ্যের^{৫৮৬} সর্বশেষ উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন।^{৫৮৭} তাই ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মানুষের সম্পদ সংরক্ষণের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়।

৪.৩.৮ সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণের প্রতি উৎসাহ প্রদান

সম্পদ সংরক্ষণের একটি পদ্ধতি হলো মানুষের হাতে অলসভাবে পড়ে থাকা অর্থ-সম্পদ একত্র করে মূলধন গঠন করা। ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণ থেকে শুরু করে শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সকল অগ্রগতির ক্ষেত্রে অতীব প্রয়োজনীয় বস্তু হলো পুঁজি। আর পুঁজি যোগাড় করার মোক্ষম পদ্ধতি হলো সঞ্চয় করা। কিন্তু ব্যক্তিগত পুঁজি বা গচ্ছিত অর্থ দিয়ে বড় আকারের ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা বড় ধরনের শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজি একত্র করে বৃহৎ পুঁজি গঠন করা। তাই ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।^{৫৮৮} আর্থিক সফট সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পদ পুঞ্জীভূত করা বৈধ নয় কিন্তু মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মূলধন গঠনের উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করা বৈধ। সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন গঠনের ক্ষেত্রে কুরআনের নির্দেশনা হলো : ‘আর তোমার হাত তোমার গ্রীবায আবদ্ধ করে একেবারে ব্যয়কুষ্ঠ হয়ো না আবার তা সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত করে একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না। তাহলে তুমি নিন্দিত ও নিঃশ্ব হয়ে পড়বে।’^{৫৮৯} কুরআনের উল্লিখিত আয়াত থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও আয়বৈষম্য সৃষ্টি করা, মানুষের ওপর নিজের অবৈধ প্রভাব বিস্তার করার মতো কোনো অসৎ উদ্দেশ্য না থাকলে সম্পদ অর্জন ও সঞ্চয় করা সওয়াবের কাজ। এ কারণে নবী-রাসূল, সাহাবি, তাবেয়ি ও ইসলামের জন্য নিবেদিত ব্যক্তিবর্গ সৎ উদ্দেশ্যে সম্পদ অর্জন করেছেন। এ বিষয়ে তাফসিরে কুরতুবিতে উল্লিখিত কিছু বর্ণনা^{৫৯০} এখানে তুলে ধরা হলো :

ক. আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা.) মৃত্যুর সময় বিপুল সম্পদ রেখে যান।

খ. হযরত ত্বালহা (রা.) মৃত্যুর সময় তিনশ উটের বোঝা পরিমাণ সম্পদ রেখে যান।

গ. হযরত জুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.) আড়াই লাখ টাকার সমপরিমাণ সম্পদ উত্তরাধিকারস্বরূপ রেখে যান।

ঘ. হযরত সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রা.) চারশত স্বর্ণমুদ্রা রেখে যান, যার বর্তমান মূল্য প্রায় দশ-বারো লাখ টাকা।

ইসলামে ‘আমানত’ পরিভাষাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ তার মূল্যবান অর্থকড়ি নিরাপদে অন্যের কাছে আমানত রাখে। এভাবে মানুষের হাতে বিক্ষিপ্ত ও অলসভাবে পড়ে থাকা অর্থ-সম্পদ একত্র করে মূলধন গঠনপূর্বক তা সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনীতির চাকা সচল রাখা যায়।^{৫৯১}

৪.৩.৯ সঞ্চালনের মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণের নির্দেশ

ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদ সংরক্ষণের আরো একটি পদ্ধতি হলো একে আটক না রেখে এর স্বাভাবিক সঞ্চালন নিশ্চিত করা। সমাজের কতিপয় ব্যক্তির হাতে উৎপাদনের উপকরণসমূহের কেন্দ্রীভূত হওয়া ইসলামী শরী'আহর উদ্দেশ্য-লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে সম্পদ থাকার পরিবর্তে সুষম বন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের সকলের হাতে সম্পদের আবর্তনই শরী'আহর উদ্দেশ্য।^{৫৯২}

^{৫৮৪} Abdur Raquib, *Ibid*, p. 42.

^{৫৮৫} মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার, *মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ ও ইসলামের সৌন্দর্য*, প্রাণ্ড, পৃ. ২০৪।

^{৫৮৬} পাঁচটি মৌলিক উদ্দেশ্য হলো : ক. বিশ্বাস (আল-ঈমান)-এর সংরক্ষণ, খ. জীবন (আল-নফস)-এর সংরক্ষণ, গ. বংশধর (আল-নসল)-এর সংরক্ষণ, ঘ. সম্পত্তি (আল-মাল)-এর সংরক্ষণ এবং বুদ্ধিমত্তা (আল-আকুল)-এর সংরক্ষণ।

^{৫৮৭} উদ্ধৃত : ড. এম. উমর চাপড়া, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari'ah*, (জেদ্দা: ইসলামিক রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ২০০৭ খৃ.), পৃ. ৪৮।

^{৫৮৮} মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার, *মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ ও ইসলামের সৌন্দর্য*, প্রাণ্ড, পৃ. ২০৭।

^{৫৮৯} আল-কুরআন, ১৭:২৯।

^{৫৯০} ড. মাওলানা ইমরান আশরাফ উসমানী, *প্রাণ্ড*, পৃ. ৯-১০।

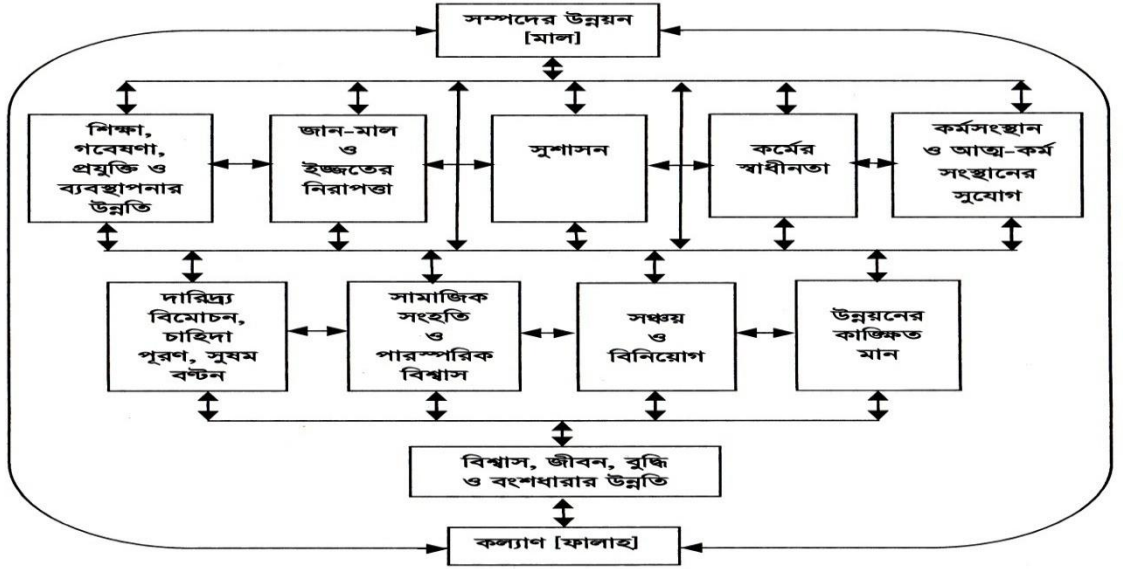
^{৫৯১} মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার, *মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ ও ইসলামের সৌন্দর্য*, প্রাণ্ড, পৃ. ২০৮।

^{৫৯২} *প্রাণ্ড*, পৃ. ২০৯।

৪.৩.১০ সম্পদ অর্জন ও এর উন্নয়নের মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ

মানুষের বৈধ চাহিদা পূরণ ও তাকে সুখ-স্বচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপনের সুযোগ করে দেয়ার ক্ষেত্রে সম্পদের বিকল্প নেই। এ জন্য ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সম্পদ অর্জন, এর উন্নয়ন সাধন ও সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সম্পদকে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সুযোগ ও সামর্থ্য থাকার পরও সম্পদ অর্জন না করার অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা। এ জন্য ফরয ইবাদতসমূহ সম্পাদনের পরই প্রত্যেক মুসলিমের প্রধান দায়িত্ব হালাল রিযিক অর্জন করা।^{৫৯০} আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অতঃপর যখন সালাত আদায় শেষ হয়ে যায় তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর তা'আলার অনুগ্রহ (রিযিক) সন্ধান করো।'^{৫৯১} 'এবং আমি দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোকময়, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ (রিযিক) সন্ধান করতে পারো।'^{৫৯২} ড. এম. উমর চাপড়া সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে^{৫৯৩} যে চিত্রের (চিত্র নং ৪) মাধ্যমে তুলে ধরেছেন তা হলো:

চিত্র ৪: সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া



৪.৩.১১ অর্থনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় আমানত গ্রহণ এবং আমানতী অর্থ খাটানো-এ দুটিই হচ্ছে ব্যাংকের প্রধান কাজ। ইসলামী ব্যাংক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আমানত গ্রহণ করে এবং অংশদারির শর্তে বিনিয়োগকারীদের মূলধন যোগান দেয়। অর্থনৈতিক অবস্থার গতি-প্রকৃতি তথা অর্থনৈতিক অবস্থার ওঠা-নামার সাথে বিনিয়োগকারীগণ বেশি লাভ অর্জন করলে ব্যাংকের লাভ বেড়ে যায় এবং আমানতকারীগণও অধিক হারে লাভ পায়; কিন্তু বিনিয়োগকারীদের লোকসান হলে ব্যাংক সে লোকসানের আনুপাতিক অংশ বহন করে এবং আমানতকারী ও শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে তা বন্টন করে দেয়। এ ব্যবস্থায় বিনিয়োগকারী, ব্যাংক ও আমানতকারী সকলের আয়ই পরিবর্তনশীল ও নমনীয়। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে কাজ করে আমানতকারী ও বিনিয়োগকারীর অংশীদার হিসেবে অর্থনৈতিক কাজ-কারবার সক্রিয় ও নমনীয় ভূমিকা পালন করে।^{৫৯৭}

৪.৩.১২ ঋণের বাজার বিলুপ্তিসাধন

সুদী ব্যাংকব্যবস্থায় অন্যান্য পণ্যের ন্যায় অর্থকেও একটি পণ্য এবং সুদের হারকে অর্থের দাম মনে করা হয়। অতঃপর মুদ্রা-বাজার বা ঋণ-বাজারে সুদের বিনিময়ে অর্থ বা ঋণের কেনা-বেচা করা হয়। বাজারে সুদের হার বাড়লে ঋণের চাহিদা হ্রাস পায় এবং ঋণযোগ্য (Loanable Fund) তহবিলের যোগান বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে সুদের হার কমলে ঋণের চাহিদা বাড়ে এবং ঋণযোগ্য তহবিলের যোগান হ্রাস পায়। এভাবে যে সুদের হারে ঋণের চাহিদা ও ঋণযোগ্য তহবিলের যোগান সমান হয়, সে সুদের হারকে বলা হয় ভারসাম্য বা নির্ধারিত সুদের হার। এই নির্ধারিত হারে সুদ প্রদানে সক্ষম ঋণ-

^{৫৯০} প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০।

^{৫৯১} আল-কুরআন, ৬২ : ১০।

^{৫৯২} আল-কুরআন, ১৭ : ১২।

^{৫৯৩} উদ্ধৃত: মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার, মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ ও ইসলামের সৌন্দর্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১।

^{৫৯৭} ড. ইরাজ টোটেসিয়ান, কম্প্যারেটিভ এনালাইসিস অব ইনভেস্টমেন্ট ইন ক্যাপিটালিস্টিক এ্যান্ড ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম আন্ডার সারটেনটি এ্যান্ড রিস্ক কন্ট্রোল (ইরান: সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান, ১৯৯৪ খৃ.), পৃ. ৫।

গ্রহীতাদেরই ঋণ দেয়া হয় এবং যারা এ হারে সুদ প্রদানে অক্ষম তারা ঋণ পায় না। এভাবে সুদের হার ঋণের অসীম চাহিদা এবং সসীম যোগানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় সুদকে সম্পূর্ণ রহিত করা হয় এবং সুদের ভিত্তিতে ঋণ বেচাকেনার পরিবর্তে মুনাফার ভিত্তিতে পণ্য-সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় এবং মুনাফার অংশের ভিত্তিতে কায়কারবারে আর্থিক পুঁজি যোগান দেয়া হয়। এ ব্যবস্থায় অর্থ বা ঋণের বাজার বিলুপ্তি হয়^{৬৯৮} এবং গোটা বাজার পুঁজি বাজারে পরিণত হয়। এতে ইসলামী ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে মুনাফার অংশ দেয়ার শর্তে মুদারাবা আমানত গ্রহণ করে এবং মুনাফায় অংশ নেয়ার শর্তে মুদারাবা বা মুশারাকা ভিত্তিতে বিনিয়োগকারীদের পুঁজি যোগান দেয়।^{৬৯৯} বস্ত্ত আমানতকারী বা পুঁজি-মালিকগণ ব্যাংকের কাছ থেকে এবং ব্যাংক বিনিয়োগকারীর নিকট থেকে যে হারে মুনাফা গ্রহণ করে, তা আমানতকারী ও ব্যাংকের জমা ও আসলের ওপর নির্ধারিত হার নয়; বরং অর্জিত মুনাফার অনুপাত মাত্র। একটি হচ্ছে আমানতকারী ও ব্যাংকের মধ্যে নির্ধারিত অনুপাত; আর একটি হচ্ছে ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীর মধ্যে নির্ধারিত অনুপাত। সুবিধার জন্য এই উভয় অনুপাতকেই লাভের শতকরা অংশ অর্থাৎ ব্যাংকের লাভের (মূলধনের নয়) শতকরা এতভাগ ব্যাংক পাবে হিসেবে প্রকাশ করা হয়। আমানত গ্রহণ এবং বিনিয়োগ বরাদ্দের সময়ে প্রকৃত মুনাফা কত তা আমানতকারী, ব্যাংক এবং বিনিয়োগকারী কারোরই জানা থাকে না। তাই সম্ভাব্য মুনাফার ভিত্তিতেই উদ্যোক্তা ও ব্যাংক এবং ব্যাংক ও আমানতকারীর মুনাফা অনুপাত স্থির করা হয়। অবশ্য বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের চাহিদা এবং যোগানের মাধ্যমে এ উভয় হার নিরূপিত হয়।^{৭০০} উল্লেখ্য যে, সম্ভাব্য মুনাফার নির্ধারিত অনুপাত বিনিয়োগ বরাদ্দের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ভূমিকা পালন করে। উৎপাদনশীলতার বিচারে যে সব বিনিয়োগকারী নির্ধারিত অনুপাতে মুনাফা দিতে সক্ষম বিবেচিত হয়, তারা বিনিয়োগ সুবিধা লাভ করে এবং যারা এ অনুপাতে মুনাফা দিতে ব্যর্থ হয়, তারা বিনিয়োগ পায় না। কিন্তু বাস্তবে কোন কারবারের প্রকৃত মুনাফা যদি ক্রমাগতভাবে সম্ভাব্য মুনাফার চেয়ে কম হতে থাকে, তাহলে সে কারবারের জন্য ভবিষ্যতে পুঁজি সংগ্রহ করা কঠিন হবে অথবা আদৌ সম্ভব হবে না। অপরদিকে কোন কারবারের প্রকৃত মুনাফা যদি সম্ভাব্য মুনাফার চেয়ে বেশি হয়, তাহলে সে কারবারের পক্ষে ভবিষ্যতের মূলধন যোগাড় করা সহজ হবে। বরং বলা যায়, যে কারবারে বিনিয়োগোত্তর মুনাফা যত বেশি হবে, সে কারবার তত বেশি বিনিয়োগ সুবিধা লাভ করবে। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগোত্তর মুনাফা চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে।^{৭০১} ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ব্যাংক ছাড়াও অন্যান্য আর্থিক ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান লভ্যাংশের ভিত্তিতে অর্থায়ন করে।^{৭০২}

৪.৩.১৩ মূলধনের ব্যয় শূন্য হয়

সুদী ব্যাংকব্যবস্থায় ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে গৃহীত আমানতের ওপর নির্ধারিত হারে যে সুদ দেয় তা ব্যাংকের ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্যান্য ব্যয়ের সাথে এ সুদ পরিশোধ করার পর উদ্বৃত্ত আয় থাকলে ব্যাংকের লাভ হয়; আর উদ্বৃত্ত আয় না থাকলে বা আসল খোয়া গেলে ব্যাংকের লাভ হয় না বা লোকসান হয়। অনুরূপভাবে ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণের ওপর ঋণ গ্রহীতা নির্ধারিত হারে যে সুদ দেয়, তা পুঁজির ব্যয় হিসেবে পণ্যের উৎপাদন খরচের অন্তর্ভুক্ত হয়। উৎপাদনকারী অন্যান্য ব্যয়ের সাথে সুদ পরিশোধ করার পর লাভ করতে পারে।^{৭০৩} কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থায় ব্যাংক বিনিয়োগকারীর নিকট থেকে যে আয় গ্রহণ করে তা বিনিয়োগকারীর উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে शामिल হয় না; বরং অন্যান্য উৎপাদন ব্যয় পরিশোধ করার পর যে উদ্বৃত্ত আয় থাকে, উৎপাদনকারী তার নির্ধারিত অংশ ব্যাংককে দেয়। উৎপাদনকারীর উদ্বৃত্ত বেশি হলে ব্যাংকের অংশের আয় বেশি হয়, কম হলে ব্যাংকও কম আয় পায়। আর যদি উদ্বৃত্ত নেতিবাচক হয়, তাহলে ব্যাংকের আয়ও নেতিবাচক হয়। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় পুঁজির ব্যয় শূন্য হয়।^{৭০৪}

৪.৩.১৪ সঞ্চয় ও পুঁজিগঠনের গতি বৃদ্ধি পায়

সঞ্চয় থেকে পুঁজি গঠিত হয়; আর সঞ্চয় নির্ভর করে আয়ের ওপর সুদী ব্যবস্থায় সুদের হারের বাধার দারুণ বিনিয়োগ ও উৎপাদন পূর্ণতার স্তরে পৌঁছতে পারে না বলে বিনিয়োগকারী, ব্যাংক আমানতকারী সকলেরই আয় সুদমুক্ত ব্যবস্থার তুলনায় কম হয়। তাছাড়া সুদী ব্যাংক আমানতকারীদের যে সুদ দেয়, দ্রব্যমূল্যের ওপর সুদ প্রদান করা ভোক্তা জনসাধারণের আয়ও হ্রাস পায়। সুদের হারে বিরূপ প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি এবং দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির ফলে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়; অন্যদিকে সুদ মন্দা সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষেত্রে স্থবিরতা নিয়ে আসে ও আয় বৃদ্ধির পথকে প্রায় রুদ্ধ করে দেয়।

^{৬৯৮} প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

^{৬৯৯} অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।

^{৭০০} মুহাম্মদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, ইকোনমিক্স অব প্রফিট শেয়ারিং ইন ফিসক্যাল পলিসি এ্যান্ড রিসোর্স এ্যালোকেশন ইন ইসলাম, (জেদ্দা: ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর রিসার্চ ইন ইসলামিক ইকোনমিক্স, ১৯৮৩ খৃ.), পৃ. ১৬৭।

^{৭০১} ড. এম. উমর চাপড়া, ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যাংক ব্যবস্থা ও মুদ্রানীতির রূপরেখা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

^{৭০২} অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮।

^{৭০৩} প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮।

^{৭০৪} ড. ইরাজ টোন্সিয়ান, কম্প্যারেটিভ এনালাইসিস অব ইনভেস্টমেন্ট ইন ক্যাপিটালিস্টিক এ্যান্ড ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম আন্ডার সারটেনটি এ্যান্ড রিস্ক কন্ট্রোল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

সুতরাং সুদী ব্যাংক ব্যবস্থায় সঞ্চয় ও পুঁজি গঠনের গতি শ্লথ ও মছুর হয়ে আসে।^{৬০৫} কিন্তু ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় সুদের অনুপস্থিতি এবং অংশীদারিভিত্তিক অর্থায়নের ফলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়; আমানতকারী, ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীদের আয় বৃদ্ধি পায়; বেকার সমস্যা হ্রাস পায়; জনগণের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বেড়ে যায়। ফলে সুদ ব্যবস্থার তুলনায় ইসলামী ব্যবস্থায় সঞ্চয় ও পুঁজি গঠনের গতি বেশি হয়। ইসলামী মূল্যবোধের বাস্তবায়ন ও গতিকে আরো শক্তিশালী করে তোলে।^{৬০৬} ইসলাম বৈধ পথে আয় উপার্জনে যেমন উৎসাহিত করেছে, ব্যয়ের ক্ষেত্রে তেমনি মধ্যম পস্থা বা মিতব্যয়িতার পথ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া বিলাসিতামূলক ব্যয়, অপচয় এবং অপব্যবহারকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। ইসলামের এই নির্দেশ পালন করা হলে সঞ্চয় ও পুঁজি গঠনের গতি অধিকতর দ্রুত হবে, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।^{৬০৭}

৪.৩.১৫ বিনিয়োগ বরাদ্দ দক্ষতাপূর্ণ হয়

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ঋণ বরাদ্দের অদক্ষ ও বৈষম্যমূলক মানদণ্ড সুদকে সম্পূর্ণ পরিহার করে বিনিয়োগ বরাদ্দের মানদণ্ড হিসেবে মুনাফার অংশ বা অনুপাতকে গ্রহণ করা হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফার অংশই হচ্ছে ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস, অন্যদিকে বিনিয়োগের লোকসানই হচ্ছে ব্যাংকের লোকসানের প্রধান কারণ।^{৬০৮} ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রকল্প বা কারবারের উৎপাদনশীলতা এবং লাভজনীনতাই আসল বিবেচ্য। কারবারে লাভ হলে পুঁজি ও লাভ ফেরত আপনা থেকেই নিশ্চিত হয়। অংশীদার হিসেবে কারবারের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় ব্যাংকের অংশগ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও তদারকীও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যথায় অংশীদারিকারবারে যদি সত্যিই লোকসান হয়, তাহলে লাভতো দূরের কথা, সাকুল্য মূলধন ফেরত নেয়ারও প্রশ্ন ওঠে না। এ ব্যবস্থায় জামানত তেমন কাজে লাগে না। তবে বিনিয়োগকারীর বা অপর অংশীদারের গাফিলতি, ত্রুটি বা চুক্তির শর্ত ভঙ্গের দরুন কারবারে লোকসান হলে ব্যাংকের পুঁজি ফেরত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জামানত গ্রহণ করা যেতে পারে।^{৬০৯} ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় সম্ভাব্য সকল উপায়ে গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইয়ের পর কারবার বা প্রকল্পের উৎপাদনশীলতা ও লাভজনীনতা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর লাভজনীনতার ক্রমানুসারে কারবার ও প্রকল্পসমূহ সাজিয়ে নেয়া হয় এবং সর্বোচ্চ লাভজনক কারবার থেকে শুরু করে ক্রমে নিম্ন থেকে নিম্নতর লাভজনক কারবারে মূলধন যোগান দেয়া হয়। এ ব্যবস্থায় অনুৎপাদনশীল ও লাভজনক খাতে বিনিয়োগ বরাদ্দের কোন সুযোগই নেই। সুতরাং পুঁজি কেবল উৎপাদনশীল খাতে প্রবাহিত হয় এবং জাতীয় উৎপাদনকে বাঞ্ছিত স্তরে পৌঁছাতে সাহায্য করে। সুদী ব্যবস্থার তুলনায় ইসলামী ব্যবস্থায় বিনিয়োগ বরাদ্দ নিঃসন্দেহে অধিক দক্ষতাপূর্ণ ও উৎপাদনশীল হয়।^{৬১০}

৪.৩.১৬ ঝুঁকিবহুল বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং বিনিয়োগ, উৎপাদন ও মুনাফা বেশি হয়

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় উদ্যোক্তাদের একা লোকসানের বোঝা বহন করতে হয় না, বরং লোকসান হলে ব্যাংকও উদ্যোক্তাদের সাথে লোকসানের আনুপাতিক অংশ বহন করে। আর বিনিয়োগ যদি মুদারাবা পদ্ধতিতে হয়, তাহলে আর্থিক লোকসানের সাকুল্য বোঝা ব্যাংকই বহন করে। ব্যাংকের দিক থেকে সুবিধা এই যে ব্যাংক এর যে কোন লোকসানের বোঝা একা বহন করে না, বরং অসংখ্য আমানতকারীর মধ্যে লোকসান বণ্টন করে দেয়। ফলে এ ব্যবস্থায় লোকসান যত বড়ই হোক, বহুসংখ্যক লোক মিলে বহন করার কারণে প্রত্যেকের জন্য সে বোঝা হয় খুবই হালকা এবং সহনীয়। সুতরাং ইসলামী ব্যবস্থায় বিনিয়োগকারী ও ব্যাংকের জন্য ঝুঁকিবহুল বিনিয়োগ করায় সাহস বেশি থাকে এবং সুদী ব্যবস্থার তুলনায় এরূপ বিনিয়োগ বেশি হয়।^{৬১১} ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সুদী ব্যাংকব্যবস্থার তুলনায় বিনিয়োগ, উৎপাদন ও মুনাফা বেশি হয়। এ ব্যবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত পুঁজির প্রান্তিক আয় ইতিবাচক থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিনিয়োগকারীর মোট মুনাফা বাড়তে থাকে এবং পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা শূন্য হলে মুনাফা সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে। এ সর্বোচ্চ মুনাফা পূর্বনির্ধারিত অনুপাত অনুসারে ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীর মধ্যে বণ্টন করা হয়। ফলে উভয়ের মুনাফা হয় সর্বাধিক। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় পুঁজি প্রান্তিক দক্ষতা শূন্যে পৌঁছার পূর্বে বিনিয়োগ বন্ধ করা হলে বিনিয়োগকারীর মোট মুনাফা সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে না এবং ব্যাংকের প্রাপ্ত অংশও সর্বাধিক হয় না। অপরদিকে এই ব্যবস্থায় পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা শূন্যে পৌঁছার পর বিনিয়োগ আরো বাড়ানো হলে

^{৬০৫} অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯।

^{৬০৬} ড. এম. উমর চাপড়া, ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যাংক ব্যবস্থা ও মুদারাবার রূপরেখা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।

^{৬০৭} অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০।

^{৬০৮} প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০।

^{৬০৯} প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১।

^{৬১০} প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১।

^{৬১১} প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২।

বিনিয়োগকারীর মোট মুনাফা কমে যায় এবং ব্যাংকের অংশও কমে আসে।^{৬১২} সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগ পূর্ণ হয়, উৎপাদন হয় সর্বোচ্চ এবং মুনাফা হয় সর্বাধিক।^{৬১৩}

৪.৩.১.৭ বিনিয়োজিত পুঁজি আদায় সহজতর হয় ও অর্থনৈতিক অস্থিরতাহ্রাস পায়

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় বিনিয়োগ বরাদ্দের প্রধান মানদণ্ড হচ্ছে কারবারের উৎপাদনশীলতা ও লাভজনীনতা। সুতরাং যতক্ষণ কারবারের উৎপাদনশীলতা ও লাভ বহাল থাকে, ততক্ষণ লাভের নির্ধারিত অংশসহ আসলের কিস্তি পরিশোধ করা বিনিয়োগকারীর পক্ষে অতি সহজ হয়। অতঃপর অর্থনৈতিক অবস্থার ওঠানামার কারণে যদি কারবারে লোকসান হয়, তাহলেও কোন অসুবিধা হয় না, কারবার মুদারাবা পদ্ধতিতে হলে আর্থিক লোকসানের সাকুল্য বোঝা ব্যাংক বহন করে এবং বিনিয়োগকারীর অবস্থা পূর্বের তুলনায় কেবল এতটুকু খারাপ হয় যে কারবারে নিয়োজিত তার শ্রম ও সময় বৃথা যায়, এর অতিরিক্ত আর কিছুই তাকে হারাতে হয় না। কারবার যদি মুশারাকা পদ্ধতিতে হয়, তাহলে উদ্যোক্তাকে কেবল তার নিজ পুঁজির আনুপাতিক হারে লোকসান বহন করতে হয় এবং এর দায়িত্বও তার পুঁজির পরিমাণ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে, এর অধিক বোঝা তার ওপর কখনো চাপে না। এ ব্যবস্থায় বিনিয়োগকারীকে তার কারবারের অভ্যন্তরীণ আয় প্রবাহের সাথে সংগতি রেখে ব্যাংকের লাভ লোকসান ও আসল পরিশোধ করতে হয় বলে তার পক্ষে এ দায়িত্ব পালন সহজতর হয় এবং সফট সৃষ্টির কোন আশঙ্কা থাকে না।^{৬১৪} ইসলামী অর্থব্যবস্থায় অংশীদারিভিত্তিতে বিনিয়োগ করা হয় এবং কারবারে নীট ফলাফলই অংশীদারদের মধ্যে বন্টন করা হয়। এ ব্যবস্থায় প্রচলিত নিয়ম-প্রথা, সুবিচার এবং অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিনিয়োগকারী ও ব্যাংকের মধ্যে মুনাফা বন্টনের হার নির্ধারণ করা হয় এবং এ হার সুদের হারের ন্যায় ঘনঘন ওঠানামা করে না। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় লভ্যাংশ কেবল লাভ হলেই দিতে হয়। সুতরাং সুদের তুলনায় অংশীদারিবিনিয়োগের বোঝা হালকা হয় এবং কারবারের ঝুঁকিহ্রাস পায়। এ অবস্থা কারবার পতনের সংখ্যাহ্রাস করে এবং অর্থনীতিতে অস্থিরতা কমিয়ে আনে।^{৬১৫} বস্তুতঃ লাভ-লোকসানের অংশীদারিভিত্তিতে পরিচালিত ব্যাংকব্যবস্থায় সুদের ফলে সৃষ্ট অস্থিরতাহ্রাস পায়, উৎপাদনশীল দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগে সুস্থতা প্রবাহিত হয় এবং বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়।^{৬১৬} ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় উৎপাদন এবং পণ্যসামগ্রীর সাথে অসামঞ্জস্যশীল অর্থ সরবরাহ করা সম্ভব নয়। সুতরাং ইসলামী ব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হবার আশঙ্কা তেমন থাকে না।^{৬১৭}

৬১২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২-২৩৩।

৬১৩ বাদল মুখার্জী, থিওরী অব গ্রোথ অব এ ফার্ম ইন জিরো ইন্টারেস্ট রেইট ইকোনমি, (জেদ্দা: ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর রিসার্চ ইন ইসলামিক ইকোনমিক্স, ১৯৮৪ খৃ.), পৃ. ৬৫-৬৬।

৬১৪ অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩-২৩৪।

৬১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭।

৬১৬ বাদল মুখার্জী, থিওরী অব গ্রোথ অব এ ফার্ম ইন জিরো ইন্টারেস্ট রেইট ইকোনমি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।

৬১৭ অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬।

জনকল্যাণে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা

- ৫.১ জনকল্যাণের ধারণা ও জনকল্যাণে ইসলামী ব্যাংকিং
- ৫.২ জনকল্যাণে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার মূলনীতি
- ৫.৩ ইসলামী ব্যাংকিং-এ জনকল্যাণে শরী'আহর দিকনির্দেশনা
 - ৫.৩.১ মাকাসিদ আশ্-শরী'আহর প্রয়োগ
 - ৫.৩.২ শরী'আহ পরিপালন ও শরী'আহ আইনের অনুসরণ
 - ৫.৩.৩ ইসলামী শরী'আহর লক্ষ্য অর্জনে কর্ম-পরিকল্পনা
 - ৫.৩.৪ ইসলামী অর্থায়নে মাকাসিদ আশ্-শরী'আহ পরিপালন
- ৫.৪ ভারসাম্যপূর্ণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা : গ্রাহকদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি
- ৫.৫ টাকার কারবার নয় পণ্যের ব্যবসা
- ৫.৬ ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ: মানবতার কল্যাণে নিবেদিত এক মহান উদ্যোগ
- ৫.৭ ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচী ও প্রকল্প
- ৫.৮ প্রকৃত পণ্যে (রিয়াল ইকোনমি) অর্থায়ন

যায্যুহাত মফহাদ

পঞ্চম অধ্যায়

জনকল্যাণে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বমানবতার অখণ্ড কল্যাণের জন্য। বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রয়োজনীয়তা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তীব্রভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। ক্রমেই এ প্রয়োজনীয়তা আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রবলতর হয়ে চলছে। একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকে বিশ্ব অর্থনীতির বাঁক বদল, নজিরবিহীন মন্দা, সুদী কারবারের নির্লজ্জ ব্যর্থতা, ইউরোপ-আমেরিকার ব্যাংকিং সেক্টরের চরম দেউলিয়াত্ব সুদবিহীন ইসলামী ব্যাংকিং-এর শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। আল-কুরআনে বর্ণিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক ধারণার মধ্যে রয়েছে সামাজিক ন্যায়বিচার, যা থেকে ব্যাষ্টিক অর্থনৈতিক পর্যায়ে সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বিস্তার ঘটে। ১৯৪০-এর দশকের মাঝামাঝি মালয়েশিয়ায় এবং ১৯৫০-এর দশকের শেষ দিকে পাকিস্তানে ক্ষুদ্রাকারে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হয়। আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিং-এর সূচনা পর্বে মিসরে ১৯৬৩ সালে আহমেদ এল-নাজ্জার মিট-ঘামার সেভিংস ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭০-এর দশক জুড়ে বেশ কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বলতে গেলে এর সবগুলোই মধ্যপ্রাচ্যে। প্রচলিত সুদী অর্থব্যবস্থার বিপরীতে মানবজাতির ওপর গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে ইসলামী অর্থব্যবস্থার। কেননা মাত্র ৪ যুগ আগে ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত মিসরের রাজধানী কায়রোর শহরতলী মিটগামারে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার যে বীজ রোপিত হয়েছিল আজ তা ফুলে, ফলে সুশোভিত এক বিশাল মহীরুহ। মুসলিম দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিভিন্ন অমুসলিম দেশেও ইসলামী ব্যাংকিং সম্প্রসারিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় পশ্চিমা দেশগুলোতেও ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। ১৯৭৮ সালে প্রথম ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা নিয়ে লুক্সেমবার্গে হাজির হয় একটি প্রতিষ্ঠান (পরে এর নতুন নামকরণ করা হয় ইসলামিক ফিন্যান্স হাউজ)। এর কিছু দিনের মধ্যে ডেনমার্কের কোপেনহেগেন-এ প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামিক ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল।^{১০৭} ২০০৪ সালে ইউরোপে জার্মানির স্যাঙ্কোনি-আনহল্ট রাজ্য প্রথম শরী'আহসম্মত বন্ড ইস্যু করে।^{১০৮} যা বর্তমানে ইসলামী দুনিয়ার বাইরেও ইস্যু ও বিক্রি করা হচ্ছে। এর স্বীকৃতি হিসেবে গ্লোবাল ফিন্যান্স ম্যাগাজিন চালু করে ওয়ার্ল্ড'স বেস্ট ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন অ্যাওয়ার্ড। ইসলামী রিটেইল ব্যাংকগুলো এখন মধ্যপ্রাচ্যসহ মুসলিম বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক কেন্দ্রগুলোতে ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী সম্পদ ব্যবস্থাপকরা বিচরণ করছেন।^{১০৯} কানেকটিকাট রাজ্যের শরী'আহ ক্যাপিটালকে যুক্তরাষ্ট্রের সেরা ইসলামী আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে গ্লোবাল ফিন্যান্স।^{১১০}

আধুনিক বিশ্বে ব্যাংকিং জগতে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা একটি সুপরিচিত বাস্তবতা। আরব উপসাগরীয় দেশগুলো আর্থিকভাবে শক্তিশালী এবং ক্রমেই আরো বড় হচ্ছে।^{১১১} ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব মালয়েশিয়ার হাসান জুবাইর^{১১২} মনে করেন প্রচলিত ব্যাংকিং-এর তুলনায় এই শিল্পের বিকাশ দ্রুত হয়েছে।^{১১৩} ১৯৯০-এর দশক নাগাদ ১০টির মতো ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৫ সাল নাগাদ এর সংখ্যা দাঁড়ায় ১২০টি।^{১১৪} মালয়েশিয়ায় ইসলামী সিকিউরিটিজের পরিমাণ দাঁড়ায় মোট প্রাইভেট ডেট সিকিউরিটিজের প্রায় ৪২%-এর মতো এবং মোট বন্ডের প্রায়

^{১০৭} ফ্রেডারিক ভি পেরি ও শেহেরাজাদে এস. রেহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭৩; মোহাম্মদ আরিফ, ইসলামিক ব্যাংকিং, এশিয়ান-প্যাসিফিক ইকোনমিক লিটারেচার, (নিউজার্সি: উইলী-ব্ল্যাকওয়েল, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ খৃ.), খ. ২, পৃ. ৪৬-৬২।

^{১০৮} Government mulls issuing Islamic bonds, রয়টার্স, ২৩ এপ্রিল ২০০৭।

^{১০৯} ফ্রেডারিক ভি পেরি ও শেহেরাজাদে এস. রেহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩; ম্যালকোলাম ডি. নাইট, *The Growing Importance of Islamic Finance in the Global Financial System*, ৬ ডিসেম্বর ২০০৭, ফ্রাঙ্কফুর্টে ২য় ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড ফোরামে দেয়া বক্তৃতা, পৃ. ২।

www.bis.org/speeches/sp071210.htm

^{১১০} ফ্রেডারিক ভি পেরি ও শেহেরাজাদে এস. রেহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩; Islamic Financial Institutions Awards 2008, অ্যানুয়াল সার্ভে: ইসলামিক ফিন্যান্স, গ্লোবাল ফিন্যান্স, (নিউইয়র্ক: জোসেফ গ্যাইররাপুটো, জুন ২০০৮ খৃ.), পৃ. ৩৮।

^{১১১} ফ্রেডারিক ভি পেরি ও শেহেরাজাদে এস. রেহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫; অনিতা হাওসের, Profits With Principles, গ্লোবাল ফিন্যান্স, (নিউইয়র্ক: জোসেফ গ্যাইররাপুটো, জুলাই-আগস্ট, ২০০৬), পৃ. ২৩।

^{১১২} ফ্রেডারিক ভি পেরি ও শেহেরাজাদে এস. রেহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫; হাসান জুবাইর, Islamic Finance Education at Graduate Level: Current Positions and Challenges, মিউনিখ পার্সোনাল RePEc আর্কাইভ, পেপার নং ৮৭১২, মে ২০০৮। <http://mpira.ub.uni-muenchen.de/8712/>

^{১১৩} ফ্রেডারিক ভি পেরি ও শেহেরাজাদে এস. রেহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫; হাসান জুবাইর, "Islamic Finance Education at Graduate Level: Current Positions and Challenges", Ibid.

^{১১৪} ফ্রেডারিক ভি পেরি ও শেহেরাজাদে এস. রেহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩; সাইদএল-ফাকহানি, ও এম. কবির হাসান, Performance of Islamic Mutual Funds, ইকোনমিক রিসার্চ ফোরাম, ১২তম বার্ষিক সম্মেলন, কায়রো, মিসর, ডিসেম্বর ২০০৫।

২৫%।^{১১৫} ইসলামী ব্যাংকিংয়ের দ্রুত প্রবৃদ্ধির ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন নেই। ১৯৮৫ সালে যে বাজার ছিল মাত্র ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের, ১৯৯৪ সালে তা দাঁড়ায় ৬০ বিলিয়ন ডলারে। ২০০৫ সালের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতায় সম্পদের পরিমাণ ৫০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়।^{১১৬} ২০১২ সালে ইসলামী ব্যাংকগুলোর সম্পদের পরিমাণ ছিল ১.৭৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৪ সালের শেষ নাগাদ ২.১ ট্রিলিয়ন ডলারের অধিক সম্পদ সৃষ্টি করেছে; যা প্রচলিত ব্যাংকিং অর্থনীতির ২ শতাংশের মতো। ২০১৬ সালের শেষ নাগাদ বৈশ্বিক ইসলামিক আর্থিক সম্পদের পরিমাণ ৫ ট্রিলিয়ন ডলার এবং ২০২০ সালে ৬ ট্রিলিয়ন ডলারে দাঁড়াতে পারে ধারণা করা হচ্ছে।^{১১৭} আন্তর্জাতিক নিরীক্ষা সংস্থা ‘আর্নস্ট এ্যান্ড ইয়ং’-এর মতে, বিশ্বের আর্থিক সেবা শিল্পের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৭ শতাংশ হলেও ইসলামী ব্যাংকের প্রবৃদ্ধির হার হচ্ছে ২০ শতাংশ।^{১১৮} ‘স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুরস’-এর মতে বিগত ১০ বছর ধরে ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রবৃদ্ধি ছিল প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে অনেক বেশি।^{১১৯} মোদি ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেস-এর মতে ইসলামী অর্থায়ন বাজারের সবচেয়ে দ্রুতবর্ধনশীল প্রোডাক্ট হলো সুকুক যা প্রতি বছর ৩৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ২০১০ সালের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০ বিলিয়ন ডলারে উঠিত হয়।^{১২০} ২০০৬ সাল পর্যন্ত কেবল দুই বৃহৎ ইসলামী ব্যাংক-দুই ইসলামিক ব্যাংক ও সৌদি আরবের আল-রাজি ব্যাংক-এর প্রত্যেকটির পুঁজির পরিমাণ ছিল ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি।^{১২১} ১০টি বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রের সম্মিলিত জিডিপি ১.২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বিশ্ব জিডিপির ২.৭%।^{১২২}

অর্থনীতিতে ভারসাম্য বজায় রাখার মাধ্যমে মানুষের জীবনকে বোঝা-বন্ধন থেকে মুক্ত করা ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য। এজন্য সামাজিক কাঠামোর পুনর্গঠন করার লক্ষ্যে ইসলাম সুদ নিষিদ্ধ করেছে। ইসলাম সুদের কোন আর্থিক ভূমিকা স্বীকারই করে না। ‘রিবা’ বা সুদের বিলোপ আর্থিক ব্যবস্থার পুনর্নির্ন্যাসের শুধু ইঙ্গিতই করে না, বরং মৌলিকভাবে সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ইসলামী আদর্শের ছাঁচে পুনর্গঠন বুঝায়। সুদের বিলোপ সাধনের পাশাপাশি ইসলাম যাকাত ও অন্যান্য ট্রান্সফার পেমেন্টের মাধ্যমে সম্পদ জনগণের মাঝে সঞ্চারিত ও প্রবাহিত করার যে ব্যবস্থা করেছে, তার মুকাবিলায় এমন আরেকটি ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্যকোন মতবাদ, চিন্তা বা দর্শনে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা সুদের বিলোপ সাধন, যাকাতব্যবস্থার মডেল স্থাপন এবং সম্পদ বন্টনের এমন একটি প্রক্রিয়া, যা বিশ্ববাসীর সামনে এক অসামান্য সম্ভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত করেছে। ইসলামী ব্যাংকিং হলো বিশ্ববাসীর জন্য ইসলামের কল্যাণের মাঝে প্রবেশ করার একটি সদর দরজা। এ ব্যাংকব্যবস্থা বিশ্ববাসীর জন্য এবং বিশ্বের অর্থনৈতিক চিন্তাবিদদের জন্য এমন একটি মঞ্চ, যেখানে দাঁড়িয়ে তারা বিশ্ববাসীকে ‘দারিদ্র্য সংস্কৃতি’ ও ‘দারিদ্র্যের দোষখ’ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে নিশ্চিত আশ্বাস ও আশার বাণী শোনাতে পারেন।^{১২৩} তাই সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থা শুধু বস্তুবাদী আর অনৈসলামিকই নয় বরং তা অনৈতিক, অমানবিক ও অস্বাভাবিক। সুদী ব্যাংকিং খাত বিগত কয়েকশ’ বছর মানবজাতিকে অর্থনৈতিকভাবে ধ্বংসের অতলে ডুবিয়ে মেরেছে। আর এর জন্য বেশি দূর যাওয়ার দরকার নেই, শুধু ইউরোপ-আমেরিকা ও তাদের প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকগুলো দেখলেই হয়। সাম্প্রতিক বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা মুহূর্তেই কোটি মানুষকে পথের ভিখারি করে তোলার নেপথ্যে কাজ করেছে এ সুদী ব্যাংকব্যবস্থা। এসব ব্যাংক ঋণের পাথরচাপা দিয়ে অসংখ্য মানুষকে আত্মহত্যার জন্য বাধ্য করেছে। সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থা ঋণগ্রহীতাকে অপচয়ে অভ্যস্ত করেছে। তাই সেখানে নেই কোন নৈতিক বাধ্যবাধকতা। ক্রেডিট কার্ডের দাপটে রাতারাতি অসংখ্য গ্রাহককে দেউলিয়া করে ছেড়েছে এ অর্থব্যবস্থা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইসলামী ব্যাংকিং-এর এ সাফল্যের পটভূমিতে ২০১২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ‘স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওরস’-এর এক সেমিনারে বলা হয়, ‘ইসলামী ব্যাংকিং ইতোমধ্যে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রকৃত বিকল্প হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। মূলত চলমান বৈশ্বিক

- ^{১১৫} ফ্রেডারিক ভি পেরি ও শেহেরাজাদে এস. রেহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪; মোহাম্মদ এল কুরশি, *Islamic Finance Gears Up*, *ফিন্যান্স অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট*, (নিউইয়র্ক: আইএমএফ, ডিসেম্বর, ২০০৫ খৃ.), খ. ৪২, সংখ্যা ৪, পৃ. ১-১০।
- ^{১১৬} ফ্রেডারিক ভি পেরি ও শেহেরাজাদে এস. রেহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪; *Islamic Finance Market Turns to Securitization*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১।
- ^{১১৭} উদ্ধৃত: মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনাগত সাফল্য, *ইসলামী ব্যাংক পরিক্রমা*, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, এপ্রিল ২০১৩ খৃ.), পৃ. ৪-৫।
- ^{১১৮} ফ্রেডারিক ভি পেরি ও শেহেরাজাদে এস. রেহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫; উদ্ধৃত: মুহাম্মদ মুনীরুল হক, ‘প্রয়োজন ইসলামিক ফাইন্যান্স এডুকেশন, *ইসলামিক ফাইন্যান্স*, (ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকিং অব বাংলাদেশ, জুন ২০১১ খৃ.), ৭ম সংখ্যা, পৃ. ২২; রহমাতুল্লাহ খন্দকার, *বিস্ময়কর এক ব্যাংকিং সিস্টেম*, *প্রাগুক্ত*, এন্সলেজ : ৬ এপ্রিল ২০১২।
- ^{১১৯} ফ্রেডারিক ভি পেরি ও শেহেরাজাদে এস. রেহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪; ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল আউটলুক ২০০৬: ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস রেটিংস, *স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওরস*, (নিউইয়র্ক: স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওরস ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এলএলসি, সেপ্টেম্বর ২০০৭ খৃ.) পৃ. ৮।
- ^{১২০} ফ্রেডারিক ভি পেরি ও শেহেরাজাদে এস. রেহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪; <http://www.nbr.org/research/activity.aspx?id=370>; *Islamic Financial Institutions Awards 2008*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮।
- ^{১২১} ফ্রেডারিক ভি পেরি ও শেহেরাজাদে এস. রেহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪; অনিতা হাওসের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩।
- ^{১২২} ফ্রেডারিক ভি পেরি ও শেহেরাজাদে এস. রেহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪; *বিশ্বব্যাংকের উপাত্ত (বিশ্ব উন্নয়ন সূচক)*, বিশ্বব্যাংক: ওয়াশিংটন ডিসি, ২০০৬।
- ^{১২৩} শাহ আবদুল হান্নান, *ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা*, (ঢাকা: দি পাইওনিয়ার, ২০১১ খৃ.), পৃ. ২৮-২৯; মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১।

আর্থিক সঙ্কটে বিপর্যস্ত প্রচলিত অর্থায়ন পদ্ধতির যোগ্যতার বিকল্প হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে ইসলামী অর্থায়ন শিল্প।^{৭২৪} ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার এই সফলতার অন্যতম কারণ হচ্ছে, ইসলামী ব্যাংক একদিকে যেমন মানবতার ঘণ্যতম শত্রু সুদকে বর্জন করে চলে, অন্যদিকে এর অন্তর্নিহিত শক্তি, নীতি, আদর্শ, কার্যক্রম-সবকিছুই মানবতার কল্যাণ সাধনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা ইসলামী শরী‘আহর আলোকে পরিচালিত; আর ইসলামী শরী‘আহর সাধারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে ‘মাসালিহুল ইবাদ’ তথা মানবতার দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ। মানুষের কল্যাণ অর্জনে শরী‘আহ যে সকল মৌলিক নীতির উল্লেখ করেছে তার যথার্থ প্রতিফলন ঘটে ইসলামী ব্যাংকের কর্মকাণ্ডে। আন্তর্জাতিক সাময়িকী ‘ইকোনমিস্ট’ ১৯৯৪ সালের ৬ আগস্ট সংখ্যায় ‘সার্ভে অব ইসলাম’ নামক প্রতিবেদনে উল্লেখ করে: ‘গত কয়েক শতকের মাঝে ইসলামের বড় সাফল্য হলো ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন, যা পাশ্চাত্যও গ্রহণ করতে পারে।’^{৭২৫} ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার অভিন্ন ও অভীষ্ট লক্ষ্য হলো অর্থনীতিতে আদল ও ইনসাফ কয়েম করার মাধ্যমে মানবতার কাজে নিয়োজিত রাখা। তাই জনকল্যাণে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার রয়েছে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এর পরিধি ব্যাপক ও বিশাল। জনকল্যাণে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার ভূমিকা ও কার্যক্রমকে নিম্নরূপ :

৫.১ জনকল্যাণের ধারণা ও জনকল্যাণে ইসলামী ব্যাংকিং

Oxford Dictionary তে Philanthropy এর অর্থ বলা হয়েছে, ‘Kindness and good deeds inspired by concern for people’s welfare’^{৭২৬} ‘মানবতার কল্যাণ’ বা জনস্বার্থ (People’s welfare) বুঝাতে ইসলামে মাসলাহা (مصلحة), বহুবচনে ‘মাসালিহ’ পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম-এর মতে মাসলাহা হচ্ছে, ‘সংরক্ষণ সীমার মধ্যে থেকে ফায়দা বা উপকারিতা লাভ এবং ক্ষতির প্রতিরোধ করা।’^{৭২৭} ইমাম আল-গাজালির মতে, ‘Maslahah is essentially an expression for the acquisition of benefit or the repulsion of injury or harm.’^{৭২৮} ইসলামে মানবকল্যাণের ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক। এখানে পার্থিব কল্যাণের পাশাপাশি পরকালীন কল্যাণকে প্রাধান্য দেয়া হয়। এজন্য আল্লাহ তা‘আলা মানবজাতিকে দোয়া শিখিয়েছেন, ‘আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর আর আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর।’^{৭২৯} জনকল্যাণে ইসলামী ব্যাংকিং-এর বিভিন্ন দিক ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ তুলে ধরেছেন। আল-মাওয়াদী’র মতে, জনকল্যাণে অর্থব্যবস্থায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর^{৭৩০} প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে :

১. বাজার তদারকি করা।
২. সঠিক ওজন নিশ্চিত করা
৩. প্রতারণা রোধ করা
৪. ব্যবসায়ী ও কারিগরদের লেনদেনে শরী‘আহর নিয়ম-কানূনের অনুসরণ নিশ্চিত করা।

আল-গাজালী বলেন, শরী‘আহর উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে তাদের আকীদা-বিশ্বাস, জীবন, বুদ্ধিবৃত্তি, সন্তান-সন্ততি ও সম্পদের সংরক্ষণ করা। তাঁর মতে, যা কিছু এই পাঁচটি বিষয়ের সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান করে তা-ই জনস্বার্থ বলে গণ্য এবং সেটাই কাম্য। সাধারণভাবে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য যতটুকু আয় করা দরকার, তারচেয়ে বেশি বা কম আয় করার চেষ্টা করা উচিত নয়। ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে থাকবে আসবাবপত্র, বিয়ে ও সন্তান পালন আর কিছু সম্পত্তি। রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণের জীবনধারাই ছিল গাজালীর কাছে আদর্শ। তাঁর মতে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপার্জন করে তা মজুদ রাখা, গরীব ভাইদের সহায়তা না করা জুলুমের নামান্তর।^{৭৩১}

ইবনে তাইমিয়া অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পূর্ণ স্বাধীনতার সুরক্ষা এবং ব্যক্তিগত সম্পদ নৈতিকভাবে ব্যবহারের তাকীদ দিয়েছেন। তিনি লেনদেনের সকল চুক্তি ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে সম্পাদনের পরামর্শ দেন। চুক্তিবদ্ধ অংশীদারগণ স্বেচ্ছায় সব শর্ত মেনে চলবেন। এ ক্ষেত্রে কোন রকম জোর জুলুম বা জবরদস্তি থাকবে না। এরূপ নীতি মেনে চললেই বাজারদর ন্যায্য হবে এবং বাজারে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। ন্যায্য বাজার-দামের ওপর তিনিই প্রথম বিস্তারিত আলোকপাত করেন। তিনি বিভিন্ন ধরনের অংশীদারিত্ব সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির কয়েকটি বিষয় হলো:

^{৭২৪} উদ্ধৃত: মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনাগত সাফল্য, ইসলামী ব্যাংক পরিক্রমা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

^{৭২৫} প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

^{৭২৬} A S Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, (UK: Oxford University Press, 1995), P. 867.

^{৭২৭} উদ্ধৃত: মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামী শরীয়াতের উৎস, (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৬ খৃ.), পৃ. ১৪৭।

^{৭২৮} উদ্ধৃত: আহমদ আল রাইসুনি, নাজারিয়াল মাকাসিদ ইনদাল ইমাম আল শাতিবি, (রিয়াদ: দারাল আলামিয়াহ কিতাবাল ইসলামী, ১৯৯২ খৃ.), পৃ. ৪১-৪৫।

^{৭২৯} আল-কুরআন, ২:২০১।

^{৭৩০} উদ্ধৃত: মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

^{৭৩১} প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩২।

১. নাগরিকদের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। বায়তুলমাল হতেই এই উদ্যোগ নিতে হবে। কর্মসংস্থানের সুযোগ ছাড়া বেকারত্ব দূর হবে না।
২. রাষ্ট্র যাকাত আদায় করবে। আদায়কৃত যাকাত এবং কর ও শুল্ক থেকে জনগণের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ না হলে সরকার ধনীদের ওপর আরো কর আরোপ করবে। তাতেও ব্যয় সংকুলান না হলে তাদের কাছ থেকে ঋণ নেবে। তারপরও ঘাটতি থেকে গেলে ধনীদের উদ্বৃত্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করবে।
৩. বাজার তদারকি তথা ভোক্তার জন্য মূল্যনিয়ন্ত্রণ এবং সেইসাথে ব্যবসায়ীর ন্যায্য মুনাফা নিশ্চিত করা সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। বাজারে ন্যায্যসঙ্গত প্রতিযোগিতা বজায় রাখার দায়িত্বও সরকারের। জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে মূল্যনিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মুনাফাখোরী বন্ধ করতে হবে। সেইসাথে ব্যবসায়ীদের ন্যায্য মুনাফার দিকেও নয়র রাখতে হবে।
৪. প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'আল-হিসবাহ'র ধারণা অর্থনীতির ইতিহাসে ইবনে তাইমিয়ার মৌলিক চিন্তার ফসল। একচেটিয়া কারবার, মজুদদারী, মুনাফাখোরী, ফটকাবাজারী, ওজনে কারচুপি প্রভৃতি জনস্বার্থবিরোধী কাজ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে 'আল-হিসবাহ' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। 'আলহিসবাহ' প্রতিষ্ঠান সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে অপরিহার্য দ্রব্যসামগ্রীর যোগান নিশ্চিত করবে, শিল্প, ব্যবসা ও অন্যান্য সেবা তদারকি করবে, দ্রব্যের মান ও পরিমাপ যাচাই করবে এবং মজুদদারী, মুনাফাখোরী, জুয়া ও সুদের কারবারসহ অর্থনৈতিক অপরাধসমূহ দমন করবে।^{৭৩২}

ইবনুল কাইয়িম-এর মতে, শরী'আহর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের জ্ঞানগত উৎকর্ষ সাধন এবং তার ইহজাগতিক ও পরকালীন কল্যাণ-সাধন। সার্বিক ন্যায়বিচার, দয়া, সমৃদ্ধি ও জ্ঞানের মধ্যে এই কল্যাণ নিহিত। কোন সমাজে ন্যায়বিচারের পরিবর্তে জুলুম, দয়ার পরিবর্তে কঠোরতা, কল্যাণের পরিবর্তে কার্পণ্য আর জ্ঞানের বদলে মুর্থতা প্রবল হলে সেখানে শরী'আহর উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। তাঁর অর্থনীতি-চিন্তার প্রধান লক্ষ্য ছিলো :

১. সুবিচার (আদল) প্রতিষ্ঠা করা।
২. জনস্বার্থ (আল-মাসলাহা আল-আম্মাহ) সংরক্ষণ করা।
৩. জনস্বার্থ ও সুবিচারবিরোধী কাজ (সাদ আল-যারি'আহ) প্রতিহত করা।

আল-শাতিবি শরী'আহর প্রকৃত উদ্দেশ্য (মাকাসিদ আশ শরী'আহ) কিভাবে হাসিল হবে, তার পদ্ধতি ও কর্ম-কৌশল সম্পর্কে তিনি মূল্যবান আলোচনা করেছেন। শরী'আহর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের দৃষ্টিতেই তিনি রাষ্ট্রের ভূমিকা নিরূপণ করেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকারমূলক চারটি^{৭৩৩} কাজ হলো :

১. যাকাত প্রতিষ্ঠা করা।
২. জীবনের পাঁচটি মৌলিক চাহিদা পূরণ করা।
৩. সম্পত্তি সংরক্ষণ, সম্পদের অপচয় রোধ ও অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করা থেকে বিরত রাখা।
৪. নেশা জাতীয় যাবতীয় উপকরণ এবং বিচারবোধ বিনষ্টকারী সব দ্রব্যের উৎপাদন, বিপণন ও ভোগ নিষিদ্ধ করা।

তিনি মানুষের চাহিদা বা প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার অনুযায়ী তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেন:

১. অপরিহার্য (জরুরিয়াত),
২. প্রয়োজনীয় (হাজিয়াত),
৩. উৎকর্ষমূলক (তাহসিনিয়াত)।^{৭৩৪}

তাঁর মতে, সকল নাগরিকের জরুরি বা অত্যাৱশ্যকীয় পাঁচটি চাহিদা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারমূলক দায়িত্ব। মানুষের এই পাঁচটি মৌলিক প্রয়োজন নিশ্চিত ও হিফায়ত করার মধ্যেই পার্থিব জীবনের শান্তি ও সফলতা এবং আখিরাতে মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত। এই পাঁচটি মৌলিক চাহিদা ও অধিকার হলো :

১. বিশ্বাস (আল-দ্বীন)-এর সংরক্ষণ,
২. জীবন (আল-নফস)-এর সংরক্ষণ,
৩. বংশধর (আল-নসল)-এর সংরক্ষণ,
৪. সম্পত্তি (আল-মাল)-এর সংরক্ষণ এবং
৫. বুদ্ধিমত্তা (আল-আকুল)-এর সংরক্ষণ।^{৭৩৫}

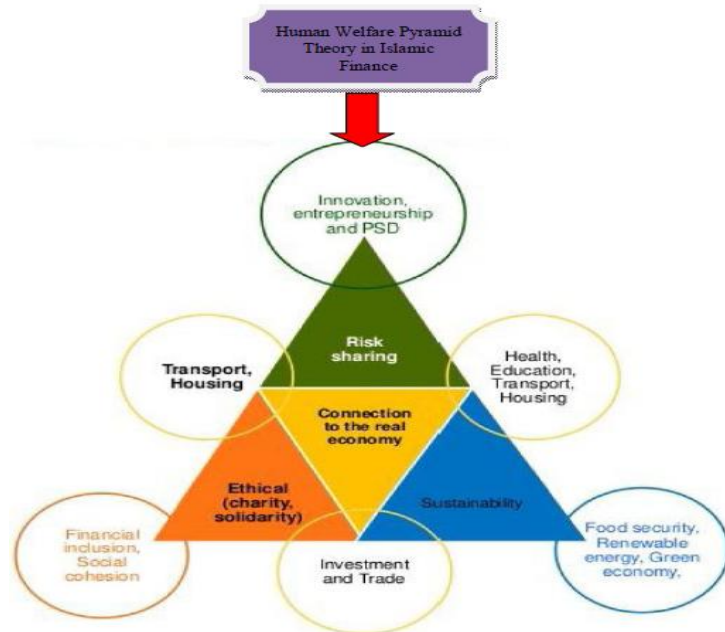
তাই ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংকিং জনকল্যাণমূলক কাজকে প্রাধান্য দিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। ওহির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার কল্যাণ একেবারেই সার্বজনীন। বর্তমানে দুনিয়াব্যাপী অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক অর্থায়নের অন্যতম উৎস হিসেবে শরী'আহভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে

৭৩২ প্রাণ্ড, পৃ. ৩৩-৩৪।
 ৭৩৩ প্রাণ্ড, পৃ. ৩৫।
 ৭৩৪ প্রাণ্ড, পৃ. ৩৫।
 ৭৩৫ প্রাণ্ড, পৃ. ৩৫।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পর শরী‘আহুভিত্তিক ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব আরো বেড়েছে। কেননা ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা অন্তর্নিহিতভাবে নৈতিক মূল অর্থনৈতিক ভিত্তিসমূহ বিকাশে অত্যন্ত সহায়ক। দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত পৃথিবী গড়তে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার বিকল্প নেই। ব্যাংকিং কার্যক্রমকে প্রকৃত জনকল্যাণে নিয়োজিতকরণ, আর্থিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণভাবে সুদমুক্তকরণ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে ন্যায়নীতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও সর্বোপরি অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধনে সত্যিকার অর্থে গণমুখী, মানবিক ও কল্যাণমুখী ব্যাংকিং কার্যক্রম শুধুমাত্র ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় রয়েছে।^{৭৩৬} ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কল্যাণ ও অকল্যাণের বিষয়গুলো নৈতিকতার আলোকে পরিচালিত হয়। কল্যাণধর্মী ব্যাংকিং-এর ধারণা তথা বণ্টনমূলক সুবিচার, ঝুঁকি বণ্টন, ফটকাবাজিমুক্ত, সমাজের জন্য কল্যাণকর ও উৎপাদনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রমই কল্যাণমুখী ব্যাংকিং-এর নিশ্চয়তা প্রদান করে। ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কিছু নীতিমালা পেশ করেছে, যার অন্যতম হলো সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, সদিচ্ছা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও ন্যায়বিচার। অপরদিকে নিষিদ্ধ ও বর্জনীয় কার্যাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উলেখযোগ্য হচ্ছে মজুদদারি, ওজনে কম দেয়া, মুনাফাখোরি, মিথ্যা প্রচারণা, চুক্তি ভঙ্গ, সুদ, ভেজাল মিশ্রণ, কারসাজি, প্রতারণা ইত্যাদি। এ ধরনের নিষিদ্ধ কার্যাবলী কবির গুনাহ। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় এসব বিষয় পুঞ্জানুপুঞ্জরূপে অনুসরণ করে বিধায় প্রকৃত মানব কল্যাণ নিশ্চিত হয়।^{৭৩৭}

কল্যাণের ব্যাংকিং হলো সে ধরনের ব্যাংকব্যবস্থা যার কার্যক্রমের ক্ষেত্র বা আওতা সার্বজনীন মানব কল্যাণ নিশ্চিত করাকে মুখ্য উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে। আমানত সংগ্রহের প্রোডাক্ট উদ্ভাবনে যেমন সামাজিক ও মানব কল্যাণকে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়, তেমনি বিনিয়োগ কার্যক্রমেও সর্বপ্রকার সামাজিক ক্ষতিকর খাতকে পরিহার করে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য প্রয়োজনীয় খাতে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিনিয়োগ করা হয়। যেমন, নেশাজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন ও উৎপাদনের সহায়ক উপকরণ আমদানিতে বিনিয়োগ কল্যাণধর্মী ব্যাংকিং হতে পারে না। বিনিয়োগে হালাল খাত বিবেচনা কল্যাণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই ইসলামী ব্যাংকের মোহর একাউন্ট, ক্যাশ ওয়াক্ফ একাউন্ট, হজ একাউন্ট, কৃষি একাউন্ট, স্কুল একাউন্ট, পথশিশু একাউন্ট, গার্মেন্টকর্মী একাউন্ট ইত্যাদি কল্যাণ নির্দেশক ব্যাংকিং ডিপোজিট প্রোডাক্ট। আর পল্লী বিনিয়োগ প্রকল্প হতে পারে মানবকল্যাণ আর অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাংকিং-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।^{৭৩৮} ইসলামের আর্থ-সামাজিক মূলনীতির আলোকে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার চেতনা ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রেরণারূপে কাজ করেছে। ইসলামী শরী‘আহুর নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবার কারণে এ ব্যাংকের সকল লেনদেন সুদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্ত এবং সেই সাথে আর্থ-সামাজিক সুবিচার ও মানুষের সার্বিক উন্নয়ন এ ব্যাংকব্যবস্থার লক্ষ্য।^{৭৩৯} জনকল্যাণে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার কল্যাণকর দিক নিচের চিত্রের (চিত্র নং ৫) মাধ্যমে তুলে ধরা হলো:

চিত্র ৫: ইসলামী ব্যাংকিং-এর মানবকল্যাণ পিরামিড



৭৩৬ শাহ আবদুল হান্নান, ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

৭৩৭ মো: রকিব উদ্দিন, মানব কল্যাণে ইসলামী ব্যাংকিং, দৈনিক ভোরের ডাক, ২৮ মে, ২০১৪, পৃ. ৪।

৭৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

৭৩৯ মো: রকিব উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থার পার্থক্য নীতিগত এবং মৌলিক। ইসলামী ব্যাংকের কর্মধারাও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র লক্ষ্য ও অনন্য কর্মকৌশলের মধ্য দিয়ে এ ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকাশ ঘটে এবং শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় ফুটে ওঠে।^{১৪০} মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে দরদি মনোভাব নিয়ে পরিচালিত ব্যাংকিং কার্যক্রমই মানবিক ও কল্যাণকর। সে মোতাবেক জনগণের দোরগোড়ায় আর্থিক সেবা পৌঁছে দেয়া ও উৎসাহমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে বৃহৎ জনগণকে ব্যাংকিং বলয়ে আনয়ন, প্রযুক্তির আধুনিকায়ন, অবক্ষয় রোধে নৈতিক জাগরণ, অনগ্রসর ও অবহেলিত অঞ্চলের জনগণের জন্য ক্ষুদ্র (এসএমই) বিনিয়োগ ও কৃষি উন্নয়নে পৃষ্ঠপোষকতা কল্যাণ লক্ষ্যে পথ এগুতে সহায়তা করে। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা সমাজের নিম্ন আয়ের মানুষের আর্থ-সামাজিক সেবা প্রাপ্তির পথকে সুগম করেছে। স্বনির্ভরতা অর্জন ও দারিদ্রসীমা থেকে বের হওয়ার ক্ষেত্রেও ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা সহায়তা করেছে।

৫.২ জনকল্যাণে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার মূলনীতি

ইসলামী ব্যাংক তার নীতি, কর্মসূচী ও কর্মধারার মাধ্যমে যেসব মৌলিক আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য হাসিল^{১৪১} করতে চায় তা হলো :

১. শরী'আহ মোতাবেক সকল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা।
২. সম্পদের ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যায়, অবিচার, জুলুম, শোষণ ও বৈষম্য দূর করা।
৩. অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনের অন্য সব ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় ভারসাম্য আনয়ন।
৪. মানব সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদের সুষ্ঠু ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ, তাদের দুঃখ মোচন ও জীবন-মানের উন্নয়ন।
৫. সুদের সর্বনাশা কুফল থেকে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে মুক্ত করা এবং আয়ের উৎস হিসেবে শ্রমের মর্যাদা পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা।
৬. ব্যাংকব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বার্থকেন্দ্রিক ভাবধারার মূলোৎপাটন করে ব্যাপ্তিক ও সামষ্টিক কল্যাণের আদর্শ কায়ম করা।
৭. ব্যাংকিং কার্যক্রমকে জনকল্যাণের লক্ষ্যে পরিচালিত করা।
৮. বিনিয়োগ কার্যক্রমে ইসলামী নীতির অনুসরণ করার কারণে কেবলমাত্র মুনাফাকে অগ্রাধিকার দানের পরিবর্তে সমাজের সাধারণ চাহিদার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিনিয়োগ খাতের অগ্রাধিকার নিরূপণ করা।
৯. স্বল্প আয়ের লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।
১০. মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
১১. অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।
১২. ইসলামী অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
১৩. সামষ্টিক কল্যাণ ও সমন্বিত উন্নয়ন ও জাতীয় স্বার্থের পাহারাদারী করা।

৫.৩ ইসলামী ব্যাংকিং-এ জনকল্যাণে শরী'আহর দিকনির্দেশনা

৫.৩.১ মাকাসিদ আশ্-শরী'আহর প্রয়োগ

ইসলামী শরী'আহর উদ্দেশ্য হিসেবে কল্যাণের ধারণাটি মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের কাছে অতীব গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.) বলেছেন, 'ইসলামী শরী'আহ এসেছে কল্যাণ অর্জন ও তার পূর্ণতা সাধন এবং অকল্যাণ দূরীভূত ও তার হ্রাসকরণের জন্য।'^{১৪২} ইবনুল কাইয়িম (র.) বলেন, ইসলামী শরী'আহর পুরোটাই সুবিচারপূর্ণ, সবটাই আল্লাহর মেহেরবানি, গোটা শরী'আহই কল্যাণ ও হিকমত। সুতরাং যেখানে সুবিচার নেই জুলুম আছে, দয়া-মমতা নেই কঠোরতা আছে, কল্যাণ নেই অকল্যাণ আছে এবং প্রজ্ঞা নেই নির্বুদ্ধিতা বা বোকামি আছে, তার সাথে শরী'আহর কোনো সম্পর্ক নেই।'^{১৪৩} ইমাম শাতিবি (র.) বলেন, 'শরী'আহ প্রণীত হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য।'^{১৪৪} ইয়্য ইবনে আবদিস সালাম (র.) বলেন, 'শরী'আহর পুরোটাই হলো কল্যাণ।'^{১৪৫} মানুষের কল্যাণসাধন ও ক্ষতিবর্জনের ক্ষেত্রে মাকাসিদ আশ্-শরী'আহর দৃষ্টিভঙ্গি চিত্রের (চিত্র নং ৬)^{১৪৬} মাধ্যমে দেখানো যায় :

^{১৪০} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, ৮৫।

^{১৪১} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩-৮৪; ড. মো. ইব্রাহীম খলিল, ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা, (ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০১১ খৃ.), পৃ. ৪৫-৪৯।

^{১৪২} মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার, মাকাসিদ আশ্-শরী'আহ মানবকল্যাণ, উন্নয়ন ও অধিকার, ইসলামী ব্যাংকিং, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০১৫), পৃ. ৯১।

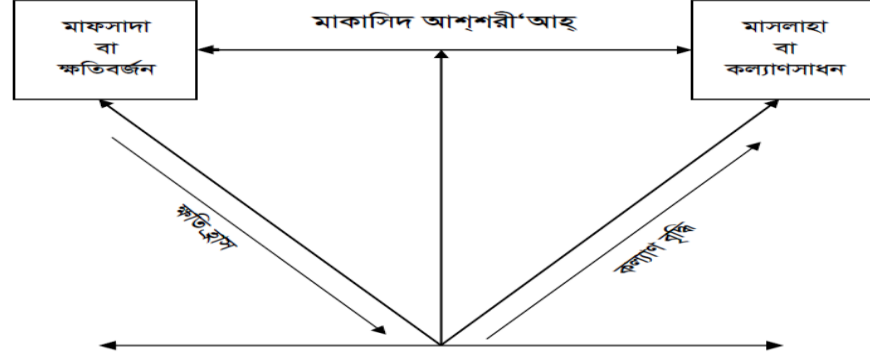
^{১৪৩} উদ্ধৃত: প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

^{১৪৪} উদ্ধৃত: প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

^{১৪৫} উদ্ধৃত: প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

^{১৪৬} প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

চিত্র ৬: মাকাসিদ আশ্-শরী'আহ বাস্তবায়ন চিত্র



মাকাসিদ আশ্-শরী'আহ-এর শাব্দিক অর্থ শরী'আহর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। ইসলামী শরী'আহ প্রণেতা স্বয়ং আল্লাহ। মহান আল্লাহ তা'আলার কোন কিছুই উদ্দেশ্যহীন নয়। শরী'আহর প্রতিটি বিধানের পিছনে রয়েছে কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যগুলোকেই মাকাসিদ আশ্-শরী'আহ বলা হয়। শরী'আহর লক্ষ্য হচ্ছে জনকল্যাণ করা।^{১৪৭} ইসলামী ব্যাংক-এর সকল কার্যক্রমে (যেমন: ডিপোজিট সংগ্রহ, বিনিয়োগ প্রদান, পাওনা আদায়, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন, মালিক-কর্মচারী সম্পর্ক, গ্রাহক সেবা, শেয়ার হোল্ডার, পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট অন্য সকল পক্ষের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণসহ প্রতিটি বিষয়েই মাকাসিদ আশ্-শরী'আহ তথা শরী'আহর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত) মাকাসিদ আশ্-শরী'আহ বাস্তবায়নের প্রতি যথাযথ গুরুত্বারোপ করা হয়, যাতে ইসলামী শরী'আহর নীতিমালা পরিপালনের মাধ্যমে শরী'আহ প্রণেতা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করে দুনিয়া ও আখিরাতের সামগ্রিক কল্যাণ লাভ করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন, 'এরপর আমি তোমাকে রেখেছি দ্বীনের এক বিশেষ শরী'আহর ওপর। অতএব, তুমি এর অনুসরণ কর এবং অজ্ঞদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না।'^{১৪৮} ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগের খাত নির্ধারণের ক্ষেত্রে মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো ক্রম অধাধিকারের ভিত্তিতে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে প্রথম গুরুত্ব পায় 'জরুরিয়াত', এরপর 'হাজিয়াত'। এসব চাহিদা ক্রমানুসারে পূরণের পর 'তাহসানিয়াত' (বিলাসদ্রব্য)-এ বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে। সম্পদ বন্টনের এ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি মানবকল্যাণের গ্যারান্টি।^{১৪৯}

৫.৩.২ শরী'আহ পরিপালন ও শরী'আহ আইনের অনুসরণ

ইসলামী শরী'আহতে এমন কতগুলো মৌলিক ও চিরন্তন নিয়মনীতি রয়েছে, যা অনুসরণ করার কারণেই মূলত ইসলামী ব্যাংকিং-এর অগ্রগতির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। ইসলাম ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুদ, ফটকাবাজি, জুয়া, প্রতারণা, অস্বচ্ছতা ইত্যাদি করেছে। ইসলামের এই নিষিদ্ধ উপাদানগুলোই পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ব্যাপকভাবে অনুশীলিত হয়ে থাকে, যে কারণে পুঁজিবাদী অর্থনীতি অনিবার্যভাবে মন্দার দিকে এগিয়ে যায়। সাবপ্রাইম মর্টগেজ ক্রাইসিস থেকে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা সূচিত হয়েছে। কিন্তু সাবপ্রাইম মর্টগেজ ক্রাইসিস সৃষ্টির কারণ কী, তা অনুসন্ধান জরুরি। বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. কবির হাসান দেখিয়েছেন, সাবপ্রাইম মর্টগেজ ক্রাইসিস সৃষ্টির মূলে যেসব উপাদান সক্রিয় ছিল সেগুলো হলো : 'সুদ, ঋণ বিক্রয়, সিকিউরিটাইজেশন, দুর্নীতি, ফটকাবাজি, ডেরিভেটিভস, শর্ট সেলিং ইত্যাদি।'^{১৫০} সাবপ্রাইম মর্টগেজ ক্রাইসিস সৃষ্টির ওই উপাদানগুলো মূলত পুঁজিবাদী অর্থনীতির অত্যাৱশ্যকীয় সরঞ্জাম। একটি টেকসই ও স্থিতিশীল অর্থনীতির জন্য এ সরঞ্জামগুলো অনেকটা আত্মঘাতী শত্রুর মতো। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় ইসলামী শরী'আহর নিষিদ্ধ পূর্বোক্ত উপাদানগুলো যেমন প্রয়োগ করা হয় না, তেমনি এমন কতগুলো শরী'আহসম্মত ব্যবসায়িক উপাদান অনুশীলন করা হয়, যা ব্যাংকব্যবস্থাসহ গোটা অর্থনীতিকে সমৃদ্ধি ও ভারসাম্যের দিকে নিয়ে যায়। তাই বলা যায়, ইসলামী শরী'আহর অনুশীলনই ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার সাফল্যের মূল কারণ।^{১৫১} ইসলামী শরী'আহর নীতি-পদ্ধতি অনুসরণই সত্যিকার মানব কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে। সুদের কারবার সমাজে অকল্যাণ ও অস্থিতিশীলতা ডেকে আনে। তাই সুদের বিপরীতে প্রকৃত ব্যবসা-বাণিজ্যের কারবারই উৎপাদনশীলতার পরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রকৃত উন্নয়ন ঘটাতে পারে। আর সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকিংয়ে যৌক্তিক ওয়েটেজ-এর আলোকে মুদারাবা নীতিমালার ভিত্তিতে বেকলমাত্র বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফার নির্দিষ্ট অংশ বণ্টন করা হয়। আর বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফা নির্দিষ্ট না হওয়ায় মুনাফার হারও নির্দিষ্ট নয়।

^{১৪৭} শাহ আবদুল হান্নান, ইসলামী অর্থনীতি : দারিদ্র্য বিমোচন, নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ খৃ.), পৃ. ৪৫।

^{১৪৮} আল-কুরআন, ৪৫:১৮।

^{১৪৯} উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিনিয়োগ নির্দেশিকা, প্রাণ্ডজ, পৃ. ১৫-১৬।

^{১৫০} উদ্ধৃত: রহমাতুল্লাহ খন্দকার, বিস্ময়কর এক ব্যাংকিং সিস্টেম, প্রাণ্ডজ, এপ্রিল ২০১২।

^{১৫১} প্রাণ্ডজ।

এখানেই সুদ ও মুনাফায় প্রচলিত ও ইসলামী ব্যাংকিং-এর মধ্যে অন্যতম পার্থক্য।^{৭৫২} ইসলামী ব্যাংক তার জমা গ্রহণ ও বিনিয়োগ কার্যক্রমে এবং অন্য সকল কর্মকাণ্ডে শরী'আহর নীতি অনুসরণ করে। এ ব্যাংক সুদ গ্রহণ কিংবা প্রদান করে না। সুদের উচ্ছেদ এবং প্রকৃত ব্যবসায়ের প্রচলন এ ব্যাংকের অন্যতম মূলনীতি। এ ব্যাংক শ্রমকে আয়ের উৎসরূপে বিবেচনা করে। ইসলামী ব্যাংক শরী'আহর দৃষ্টিতে বৈধ লেনদেনেই শুধু অংশ নেয়। মুনাফা নয়, সামাজিক লাভের প্রসঙ্গকে বিনিয়োগ কার্যক্রমে অগ্রাধিকার দেয়। আর্থিকভাবে লাভজনক কোন ব্যবসা সামাজিক বিবেচনায় অকল্যাণকর হলে ইসলামী ব্যাংক তাতে অংশ নেয় না। শরী'আহর দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ কোন খাতে লেনদেন থেকে এ ব্যাংক বিরত থাকে।^{৭৫৩}

সুদভিত্তিক প্রচলিত ব্যাংকিং কল্যাণের পরিবর্তে সমাজে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে। তাই প্রকৃত বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন, বেচাকেনা, আয় বৃদ্ধি, মৌলিক চাহিদা পূরণ, পর্যায়ক্রমে জীবনমানের উন্নয়ন ইত্যাদি কল্যাণের পথ নির্দেশ করে।^{৭৫৪} শরী'আহর আল-ওয়াদিয়া নীতির ভিত্তিতে চলতি হিসাব পরিচালিত হয়। লাভ-লোকসান অংশীদারী জমা হিসাব (সঞ্চয়ী হিসাবের বিকল্প) ও লাভ-লোকসান অংশীদারী মেয়াদী জমা হিসাব (স্থায়ী জমা হিসাবের বিকল্প) পরিচালিত হয় মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে। ইসলামী ব্যাংক তার বিনিয়োগ কার্যক্রমে শরী'আহর মুদারাবা, মুশারাকা, মুরাবাহা, মুয়াজ্জাল, সালাম, শিরকাতুল মিলক প্রভৃতি নীতি অনুসরণ করে।^{৭৫৫} কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সুদভিত্তিক অন্যান্য ব্যাংকের সাথে এমনকি আন্তর্জাতিক সুদভিত্তিক ব্যাংকসমূহের সাথে লেনদেনেও ইসলামী ব্যাংক সুদ পরিহার করে। জনগণকে ব্যাংকিং লেনদেনে ইসলামী শরী'আহর নীতি অনুসরণে ইসলামী ব্যাংক উদ্বুদ্ধ ও সাহায্য করে।^{৭৫৬} ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম শরী'আহর বিধান মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে কি না তা তদারক করার জন্য রয়েছে শরী'আহ কাউন্সিল। বিশ্বের প্রতিটি ইসলামী ব্যাংক শরী'আহ কাউন্সিলের তদারকির অধীন। ব্যাংকের সকল প্রকার চুক্তি সম্পাদন ও কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে পূর্বাঙ্কে শরী'আহ কাউন্সিলের অনুমোদন নিতে হয়। শরী'আহ কাউন্সিল ব্যাংকের সকল কার্যক্রমে ইসলামী শরী'আহ সংক্রান্ত যথার্থতা তদারক করে এবং এ ব্যাপারে নিয়মিত পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করে। ইসলামী ব্যাংক শরী'আহর নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কি না তা দেখার জন্য শরী'আহ কাউন্সিল সরাসরিভাবে নিরীক্ষা কার্যক্রম (অডিট) পরিচালনা করে।^{৭৫৭}

৫.৩.৩ ইসলামী শরী'আহর লক্ষ্য অর্জনে কর্ম-পরিকল্পনা

ইসলামী ব্যাংক শুধু স্বল্পবিত্ত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের মাঝেই বিনিয়োগ করবে না। বরং বিত্তহীনদের মাঝেও এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে। ইসলামী ব্যাংকের সুদমুক্ত ভোগ্যঋণ এবং অংশীদারীভিত্তিক উৎপাদন ঋণের সমন্বয়ে গঠিত হয় সম্পূর্ণ অর্থায়ন (Total Financing), যার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন হয় এবং যা সারা পৃথিবীর জন্য একটি বিস্ময়কর অনুকরণীয় আদর্শ। এছাড়া আধুনিক ব্যাংকিং জগতে এটি এক অনন্য সংযোজন।^{৭৫৮} আর ইসলামী ব্যাংক যেহেতু ইসলামী শরী'আহ মোতাবেক পরিচালিত। সেহেতু শরী'আহ বাস্তবায়নে ইসলামী ব্যাংক কাজ করে। এখানে ড. এম. উমর চাপড়া'র বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য:

'Human will being requires a balanced satisfaction of both the material and the spiritual needs of the human personality. The spiritual need is not satisfied merely by offering prayers; it also requires the moulding of individual and social behaviour in accordance with the Shariah, which is designed to ensure the realisation of the maqasid al- Shariah (the goals of Shariah) two of the most important of which Socio-economic justice and the well-being of all God's creatures.' অর্থাৎ 'ইসলামী শরী'আহর লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের কল্যাণ নিশ্চিতকরণ। মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ কুরআন সূন্যাহর নির্দেশের আলোকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জাতি, ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ বয়স এলাকা নির্বিশেষে সকল মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ, আয় ও সম্পদ বন্টনে ভারসাম্য ও সমতা স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনই হচ্ছে শরী'আহর অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য।'^{৭৫৯}

^{৭৫২} মো: রকিব উদ্দিন, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪।

^{৭৫৩} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৯৬; উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিনিয়োগ নির্দেশিকা, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৪।

^{৭৫৪} মো: রকিব উদ্দিন, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪।

^{৭৫৫} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাণ্ডক্ত, ৯৬।

^{৭৫৬} প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৯৬।

^{৭৫৭} প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৯৬।

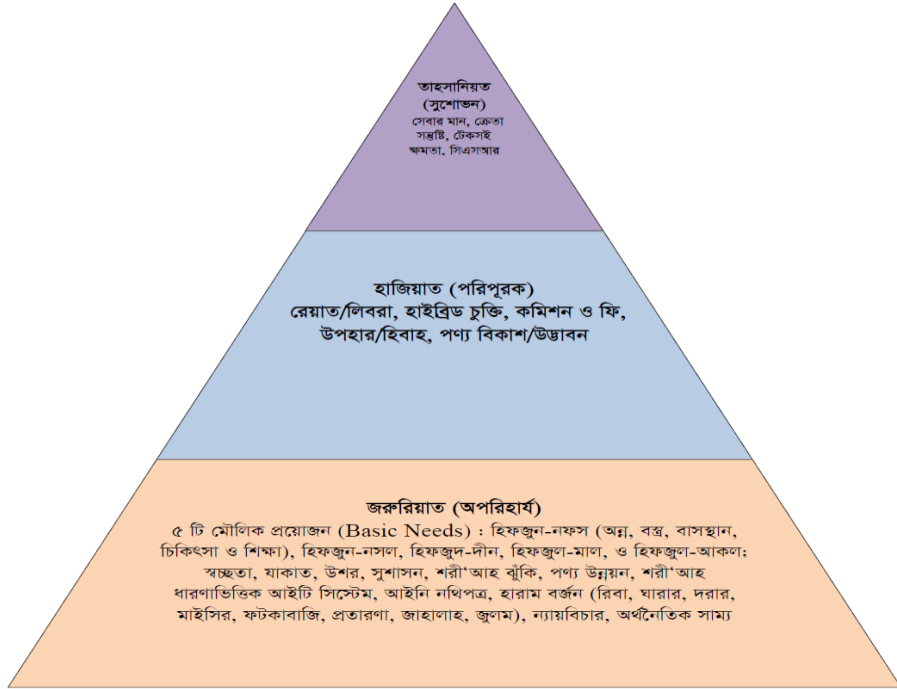
^{৭৫৮} মোহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং : সমস্যা ও সম্ভাবনা, ইসলামী ব্যাংকস্ সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড জার্নাল, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪১-৪২।

^{৭৫৯} ড. এম. উমর চাপড়া, হোয়াট ইজ ইসলামিক ইকনোমিস্ট্রি, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৩; উদ্ধৃত: মোহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং : সমস্যা ও সম্ভাবনা, ইসলামী ব্যাংকস্ সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড জার্নাল, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪৩।

৫.৩.৪ ইসলামী অর্থায়নে মাকাসিদ আশ্-শরী'আহ পরিপালন

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মাতৃবিজ্ঞান হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি। ইসলামী অর্থনীতির ধারণা যেসব বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলো হচ্ছে : অর্থনৈতিক কল্যাণ, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়বিচার, উপার্জনের সুখম বন্টন, সমাজকল্যাণের আওতায় থেকে ব্যক্তি স্বাধীনতা।^{৭৬০} এসব লক্ষ্য নেয়া হয়েছে একটি কল্যাণমূলক সমাজ গঠনের জন্য, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি ও সংস্থা অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে ন্যায়বিচার, সমতা ও স্বাধীনতার প্রতি। এসব লক্ষ্যের কোনোটিই কেবল মুনাফা বা বস্তগত অর্জনের জন্য নয়, বরং সেখানে থাকবে পরকালের চিন্তা। তাই ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ভিত্তিগুলো ইহকাল ও পরকালের মধ্যে ভারসাম্যমূলক একটি জীবনগঠনের অভিসারী। এটি অর্জন করা যেতে পারে মাকাসিদ আল-শরী'আহ ও সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে।^{৭৬১} ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের পণ্য তৈরি করে মাকাসিদে শরী'আহর কাঠামোর মধ্যে থেকে সামগ্রিক কল্যাণ ও বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে; কেবলই বস্তসমূহের আইনগত দিকের ওপর আলোকপাত করে নয়। এ প্রসঙ্গে দুসুকি ও আবু জায়েদ বলেন, মাকাসিদ আশ্-শরী'আহ বাস্তবায়নে যে বিষয়টির বিরাট ব্যঞ্জনা রয়েছে, তাকে গুরুত্ব দিতে হবে, বিশেষত একটি আর্থিক কাঠামো গঠনের বেলায়। এর অন্যথা হলে ইসলামী ব্যাংকগুলো হয়ে পড়বে বাকসর্বস্ব। প্রচলিত ব্যাংকগুলোর সঙ্গে এর বাস্তবিক কোনো তফাৎ থাকবে না।^{৭৬২} মুসলিম অর্থনীতিবিদদের অনেকেই ইকুইটিভিভিক উপাদানের পক্ষপাতী। তারা বৃহত্তর সমাজকল্যাণমূলক দায়িত্ব ও ধর্মীয় অঙ্গীকারেরও পক্ষে বলেন, যাতে মাকাসিদ আল-শরী'আহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্পদের সুখম বন্টন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন করা যায়।^{৭৬৩} ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় ঝুঁকি ও লাভ অংশীদারীত্বের মাধ্যমে সততাকে উৎসাহিত করার বিষয়টি দৃশ্যমান হয়।^{৭৬৪} এই ব্যাংকব্যবস্থা বস্তগত বিষয়াদি এবং লেনদেনের বৈধতা এবং ঝুঁকি ভাগাভাগি বৈশিষ্ট্যকে সমন্বয় করে আর্ভিত। ইসলামী অর্থায়ন তথা ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় মাকাসিদ আশ্-শরী'আহ প্রয়োগ পিরামিড নিচের চিত্রে (চিত্র নং ৭) দেয়া হলো :

চিত্র ৭: মাকাসিদ আশ্-শরী'আহ প্রয়োগ পিরামিড



- ৭৬০ তাওফিক আল-মুবারক ও ড. নূর মোহাম্মদ ওসমানী, ইসলামী ব্যাংকিংয়ে মাকাসিদে শরী'আহ ও মাসলাহা প্রয়োগ, ইসলামী ব্যাংকিং, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০১৫), পৃ. ৭৭।
- ৭৬১ প্রাণ্ডজ, পৃ. ৭৭।
- ৭৬২ প্রাণ্ডজ, পৃ. ৭৭; আশিরাহফ ওয়াজিদি দুসুকি এবং আবদুল আজিম আবু জায়েদ, অ্যা ক্রিটিকাল অ্যাপ্রোইজাল অন দ্য চ্যালঞ্জেস অব রিয়ালাইজিং মাকাসিদ আল-শরী'আহ ইন ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিন্যান্স, আইআইইউএস জার্নাল অব ইকোনমিকস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, (মালয়েশিয়া: ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া, ২০০৭ খৃ.), খ. ১৫, সংখ্যা ৪, পৃ. ১৪৩-১৬৫।
- ৭৬৩ তাওফিক আল-মুবারক ও অন্যান্য, প্রাণ্ডজ, পৃ. ৭৭; কে. আহমদ ও এ. আহমদ, ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইন ইসলামিক পারসপেকটিভ রিভিজিটেড, রিভিউ অব ইসলামিক ইকোনমিকস, (লিচেস্টার: ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইউকে, ২০০০ খৃ.), সংখ্যা ৯, পৃ. ৮৩-১০২; ইসলামিক ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং: দ্য চ্যালঞ্জ অ্যান্ড প্রসপেক্ট, রিভিউ অব ইসলামিক ইকোনমিকস, (লিচেস্টার: ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইউকে, ২০০০ খৃ.), সংখ্যা ৯, পৃ. ৫৭-৮২; এম. এন. সিদ্দিকী, ইস্যুজ ইন ইসলামিক ব্যাংকিং, (লিচেস্টার: ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইউকে, ১৯৮৩ খৃ.), পৃ. ২৫।
- ৭৬৪ নূরআসলিন্দা আবদুল আরিস, রোহানা ওসমান ও রাফিদাহ মোহাম্মদ আজলি, ইসলামী অর্থায়নে মাকাসিদে শরী'আহ ও মুসলিম মনীষীদের ভাবাদর্শ, ইসলামী ব্যাংকিং, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০১৫), পৃ. ৫০।

ইসলামী অর্থায়ন নীতিমালার প্রয়োগ এবং শরী'আহর প্রতি এর আনুগত্য দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থনীতির স্থিতিশীলতায় সাহায্য করতে পারে।^{৭৬৫} ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থায় আইনগত ও সামাজিক এই উভয় চাহিদা পূরণ করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। লেনদেনের আইনি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মাকাসিদ আশ্-শরী'আহর অর্থ হলো বিনিময়ের উদ্দেশ্যে অর্জন হওয়া। এর মধ্যে রয়েছে মালিকানার অধিকার সংরক্ষণ, মালিকানার অধিকারের সাথে পাওনার সামঞ্জস্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, সম্পত্তির অধিকারের সাথে বাস্তব জীবনে কার্যকলাপের সাথে লেনদেনের যোগসূত্র স্থাপন, বিক্রির মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তর করার অধিকার, ঋণ বিক্রিতে বিধিনিষেধ ইত্যাদি। সে অনুযায়ী ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শরী'আহর রূপরেখা ও নির্দেশনা অনুযায়ী লেনদেন চুক্তি সম্পাদনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সামাজিক প্রেক্ষিত থেকে সামাজিক দায়বদ্ধ কার্যক্রমের সম্পৃক্ততা পরীক্ষা করে মূল্যায়ন এবং মার্কেট সেগমেন্ট দ্বারা পণ্যের সামাজিক চাহিদা ও প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পারে।^{৭৬৬}

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় পণ্য, সেবা অথবা পরিচালনার দিক দিয়ে ব্যবসা চালানোর ব্যাপারে যে সিদ্ধান্তই নিক না কেন তাতে মাকাসিদ আশ্-শরী'আহ প্রয়োগযোগ্য। সব সিদ্ধান্তগত প্রক্রিয়া এবং প্রশাসনের প্রধান ফোকাস হলো অগ্রাধিকারের ধারণা। প্রতিটি মাসলাহা (জরুরিয়াত, হাজিয়াত ও তাহসিনিয়াত) একটি অপরটিকে সমর্থন করে। এই মডেল ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন শিল্পের ব্যবস্থাপনা এবং এর বিভিন্ন অংশে প্রয়োগ করা হয়।^{৭৬৭} মাকাসিদ শরী'আহ ইসলামী অর্থব্যবস্থা, বিশেষ করে ব্যাংকিং খাত সম্পর্কিত আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থার সুফল সামাজিক দায়িত্ব পালনের পর্যায় অতিক্রম করে সম্পদ মালিকানায় ধনী-দরিদ্র ব্যবধান কমানো এবং দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখে। অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জনের পাশাপাশি এটি সামাজিক ন্যায়বিচার ও কল্যাণ অর্জনকে সহজ করতে পারে। আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ও ঘরোয়া অবকাঠামো-এ দু'য়ের পাশাপাশি শিল্পের নিয়ন্ত্রক ও তত্ত্বাবধানকারীদের সমর্থন ও সহযোগিতায় একটি স্থিতিশীল অর্থনীতির দিকে অগ্রযাত্রা সম্ভব হবে।^{৭৬৮} মাকাসিদে শরী'আহর চাহিদা হলো ইসলামী ব্যাংকগুলো শরী'আহ যে পূণ্য ও নৈতিক মান নির্ধারণ করেছে তা অনুসরণ করবে।^{৭৬৯} প্রতিষ্ঠানগুলো এটি অনুসরণ করবে আর ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব ও অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখবে। যেমন, শরী'আহর অনেক নিষেধাজ্ঞা সবার স্বার্থ রক্ষা ও সমসুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং সমাজের শান্তি সংহতি সংরক্ষণের স্বার্থে করা হয়েছে বলে মনে করতে হবে, যা মাকাসিদ শরী'আহর লক্ষ্য। মাকাসিদে শরী'আহ ইসলামের সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ। ইসলামকে খণ্ডিত নয় বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান এবং সমন্বিত দিকনির্দেশনা হিসেবে দেখা আবশ্যিক। এর লক্ষ্য হলো দুনিয়া ও আখেরাতে ব্যক্তি ও সমাজ সবার কল্যাণ হয় এমন এক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।^{৭৭০} সামাজিক ন্যায়বিচার, সম্পদ ও আয়ের সুষম বণ্টন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করাসহ ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমাজের কল্যাণসাধনের দায়বদ্ধতা ও ধর্মীয় কর্তব্য পালনকে যেন সর্বদা অগ্রাধিকার দেয়া হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। সম্মিলিতভাবে এটি ইসলামী অর্থায়নের নির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। এই মূল্যবোধ শরী'আহর চৌহদ্দির মধ্যে বজায় থাকে যার প্রকাশ শুধু লেনদেনের মুহুর্তেই সীমিত থাকে না একই সাথে সমাজে তা শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো ভূমিকা পালন করে।^{৭৭১}

ইসলামী অর্থায়নে বিশেষত ব্যাংকিং খাতে মাকাসিদ শরী'আহর সমান্তরাল ধরনের জনস্বার্থ ও সমাজকল্যাণে কাজ করার মতো ব্যবস্থা রয়েছে। এগুলো হলো : করপোরেট সামাজিক দায়িত্ব (সিএসআর), সেবার মান, গ্রাহক সন্তুষ্টি, জনসাধারণ বা স্টেকহোল্ডারদের সচেতনতা ও উপলব্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুদ্রঋণ এবং দাতব্য কাজ।^{৭৭২} জাসের আউদার'র এক সমীক্ষায় মাকাসিদে শরী'আহর মূলনীতিগুলো পরিচালন ও পদ্ধতিগত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।^{৭৭৩} সেই সমীক্ষার কারণ হলো সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে সঙ্কোচনের দৃষ্টিভঙ্গি, নৈতিকতার চেয়ে আক্ষরিক, বহুমুখিতার চেয়ে একমুখিতা, পরম উদ্দেশ্যের চেয়ে নৈমিত্তিক বিবেচনা আর সার্বিক উদ্দেশ্য ও ইসলামী আইনের মূলনীতির কার্যকারিতার অভাব দৃশ্যমান হয়ে ওঠা। তার সমীক্ষায় মাকাসিদ শরী'আহর তত্ত্বকে ধ্রুপদী ও বর্তমান জুরিডিক্যাল তত্ত্বকে মূল্যায়নের জন্য দর্শনগত ও মৌল কর্মপদ্ধতিগত উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এতে বিশ্লেষণের নতুন পদ্ধতির

৭৬৫ প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৫০।

৭৬৬ প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫।

৭৬৭ প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫।

৭৬৮ প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫।

৭৬৯ প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫; ডব্লিউ. দুসুকি এবং এস. বউহেরউয়া, *দি ফ্রেমওয়ার্ক অব মাকাসিদ আল-শরী'আহ অ্যান্ড ইটস ইমপ্লিকেশন অন ইসলামিক ফিন্যান্স*, (কুয়ালালামপুর : ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব অ্যাডভান্সড ইসলামিক স্টাডিজ, ২০১১ খৃ.), পৃ. ২০।

৭৭০ নূরআসলিন্দা আবদুল আরিস ও অন্যান্য, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫; এ. ডব্লিউ. দুসুকি, ইসলামী পুঁজিবাজারের ইকুইটিভিতিক সুক্ক কাঠামোতে কি শরী'আহর উদ্দেশ্য স্পষ্ট নয়? *জার্নাল অব ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস মার্কেটিং*, (ইউকে: প্যালগ্রেভ ম্যাকমিলান, ২০১০ খৃ.), পৃ. ৩-১০।

৭৭১ নূরআসলিন্দা আবদুল আরিস ও অন্যান্য, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫।

৭৭২ প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫।

৭৭৩ জাসের আউদা, *মাকাসিদ শরী'আহর আইনি দর্শন : একটি নিয়মানুগ পদ্ধতি*, (লন্ডন: ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক খাট (২০০৮), পৃ: ১ ও ৩৪৮।

সংজ্ঞায়নের জন্য সিস্টেম তত্ত্ব তৈরি করা হয়েছে।^{১৭৪} ইসলামী অর্থায়নে মাকাসিদে শরী'আহ সম্পর্কিত অন্যান্য গবেষণায় মধ্যে রয়েছে, করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতায় মাকাসিদে শরী'আহর প্রয়োগ,^{১৭৫} স্টেকহোল্ডার পরিপ্রেক্ষিত,^{১৭৬} ইসলামী পুঁজিবাজার,^{১৭৭} ও ইসলামী ব্যাংকিং পণ্য।^{১৭৮} এসব গবেষণায় পাওয়া যায় যে, যদি ইসলামী ব্যাংকিংয়ে ইসলামী ক্ষুদ্র অর্থায়নের মাধ্যমে মাকাসিদে শরী'আহ প্রাধান্য পায়।^{১৭৯} তাই বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের অর্থায়নে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অর্থনীতি একটি দেশের মূল চালিকা শক্তি আর অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে ব্যাংক। ভ্রাতৃত্ব ও ইনসাফের নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার সকল নীতি, পদ্ধতি ও কার্যক্রম মানুষকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথে চালিত ও উদ্বুদ্ধ করে; যা একটি ন্যায়াভিত্তিক কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত। মাকাসিদ আশ্-শরী'আহ বা শরী'আহর লক্ষ্য বাস্তবায়নে ইসলামী ব্যাংক নিজস্ব কর্মনীতি অনুসরণ করে। তার মধ্যে রয়েছে^{১৮০}:

১. শরী'আহ মোতাবেক সব কাজ পরিচালনা করা।
২. আর্থিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণভাবে সুদমুক্ত করা।
৩. ব্যাংকিং কার্যক্রমকে জনকল্যাণে নিয়োজিত করা।
৪. ব্যক্তি লাভের পরিবর্তে সমাজের সাধারণ চাহিদার ভিত্তিতে বিনিয়োগ খাতের অগ্রাধিকার নিরূপণ করা।
৫. ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে ন্যায়নীতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা।
৬. স্বল্প আয়ের লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।
৭. মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
৮. অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।
৯. ইসলামী অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

৫.৪ ভারসাম্যপূর্ণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা : গ্রাহকদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি

ইসলামী ব্যাংকে মুদারাবা পদ্ধতিতে জমাকারীগণ বিনিয়োগের ঝুঁকি বহন করে। অন্যদিকে সুদী ব্যাংকে জমাকারী কোন ঝুঁকি বহন করে না। মূল জমা পূর্বনির্ধারিত সুদসহ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা ভোগ করে। প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় আমানতকারী ও ব্যাংক উভয়েই সর্বাধিক মুনাফা পেতে আগ্রহী কিন্তু ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নয়। ফলে সমাজের অর্থপ্রবাহ অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার ও অর্থনৈতিক মন্দার আশঙ্কা বেশি। সাম্প্রতিক বিশ্ব অর্থনৈতিক মহামন্দা ছিল মূলত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতা।^{১৮১} আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা অংশীদারিভিত্তিক ব্যাংকিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। অংশীদারি পদ্ধতির মূল নীতি হলো, 'ঝুঁকির সাথে লাভ এবং লাভের সাথে ঝুঁকি।'^{১৮২} এই নীতির আলোকে অর্থায়নকারীকেও ঝুঁকি বহন করতে হয়। ফলে ঝুঁকি শুধু উদ্যোক্তার প্রতি বর্তায় না। এভাবে লাখ লাখ আমানতকারী ও শেয়ারহোল্ডার লোকসান নিলে প্রত্যেকের ভাগে লোকসানের পরিমাণ কমই হয়, যা বহন করা প্রত্যেকের জন্য সহজ এবং কেউ দেউলিয়া হয় না। এ জন্য ড. নাজাতুলাহ সিদ্দিকী বলেছেন, 'মুনাফায় অংশীদারি পদ্ধতি দেউলিয়ার বিপরীতে রক্ষাকবচ।'^{১৮৩} এই নীতির আলোকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় ঝুঁকি বহনে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের অংশগ্রহণ আর্থিক ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনয়ন করে, এবং জনকল্যাণ নিশ্চিত হয়।^{১৮৪}

^{১৭৪} নূরআসলিন্দা আবদুল আরিস ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫।

^{১৭৫} এ. ডব্লিউ. দুসুকি এবং এন. ইরওয়ানি, মাকাসিদ আল-শরী'আহ, মাসলাহা অ্যান্ড করপোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি, আমেরিকান জার্নাল অব ইসলামিক সোস্যাল সায়েন্স, (ভার্জিনিয়া: ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ২০০৭ খৃ.), খ. ২৪, সংখ্যা ১, পৃ. ১-২৫।

^{১৭৬} নূরআসলিন্দা আবদুল আরিস ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫।

^{১৭৭} প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫; এ. ডব্লিউ. দুসুকি, ইসলামী পুঁজিবাজারের ইকুইটিভিত্তিক সুকূক কাঠামোতে কি শরী'আহর উদ্দেশ্য স্পষ্ট নয়? জার্নাল অব ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস মার্কেটিং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-১০।

^{১৭৮} এইচ. আহমেদ, মাকাসিদ আল-শরী'আহ অ্যান্ড ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল প্রভাঙ্ক : এ ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাসেসমেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ইসলামিক ফিন্যান্স, (কুয়ালালামপুর: ইন্টারন্যাশনাল শরী'আহ রিসার্চ একাডেমি ফর ইসলামিক ফিন্যান্স, ২০১১ খৃ.), খ. ১, পৃ. ১৪৯-১৬০।

^{১৭৯} উদ্ধৃত: নূরআসলিন্দা আবদুল আরিস ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫।

^{১৮০} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের কর্মনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

^{১৮১} ড. মোরতেজা হায়দারি, ইসলামী ব্যাংকিং বনাম প্রচলিত ব্যাংকিং: মহামন্দা উত্তর কার্যক্রম, অনুবাদ: মেহেদী হাসান, ইসলামী ব্যাংকিং, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জানুয়ারি ২০১৪ খৃ.), পৃ. ৩১।

^{১৮২} উদ্ধৃত: ড. মুহাম্মদ মুস্তাফা আয-জুহাইলী, আল-কাওয়াইদুল ফিক্‌হিয়াহ্ ওয়া তাতিবিকাতুহা ফিল-মাযাহিবিল আরবা'আহ, (দামেস্ক: দারুল ফিক্‌র, ২০০৬ খৃ./১৪২৭ হি.), খ. ১, পৃ. ৫৪৩। (মূল ইবারত হচ্ছে, الغنم بالغرم والغرم بالغنم)।

^{১৮৩} উদ্ধৃত: রহমাতুল্লাহ খন্দকার, বিস্ময়কর এক ব্যাংকিং সিস্টেম, প্রাগুক্ত।

^{১৮৪} (এ প্রসঙ্গে বিশ্বখ্যাত ইসলামি অর্থনীতিবিদ ড. এম. উমর চাপড়া বলেন, 'ক্ষতি বহনের বিষয়টি অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে বৃহত্তর শৃঙ্খলা আনায় সাহায্য করতে পারে। এ ধরনের শৃঙ্খলা ছাড়া আমানতকারীরা তাদের ব্যাংক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সতর্ক হবে না এবং ব্যাংকগুলোও ঋণদানের ব্যাপারে সতর্ক পদক্ষেপ না-ও নিতে পারে। ফলে যেকোনো উদ্দেশ্যে ঋণদানের পরিমাণ অত্যধিক বেড়ে যেতে পারে। এতে করে শুধু অর্থনৈতিক পদ্ধতিতেই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে না বরং দুঃপ্রাপ্য সম্পদ ফটকাবাজারি ও অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যবহারেরও সম্ভাবনা দেখা দেবে।') <http://pchelpinebd.com/Islam/archives/1741>।

৫.৫ টাকার কারবার নয় পণ্যের ব্যবসা

ইসলামী ব্যাংক টাকার ব্যবসা করে না, পণ্যের কারবারে নিয়োজিত থাকে। কেবল টাকার বেচাকেনা কোনো কারবার হতে পারে না। কম দামে টাকা কিনে তা বেশি দামে বিক্রি করার মাধ্যমে টাকাকে পণ্য হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রকৃতপক্ষে টাকা পণ্য নয়, টাকার ভূমিকা হলো বিনিময়ের মাধ্যম, পরিমাণ, মান ও ভাণ্ডারের। বিনিময়ের মাধ্যম মাত্র।^{১৮৫} মুশারাকা পদ্ধতি ছাড়াও মুরাবাহা, মুয়াজ্জল, সালাম, ইজারা, ভাডায় ক্রয় প্রভৃতি পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ করে থাকে। সুদমুক্ত এসব পদ্ধতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, ব্যাংক কাউকে সরাসরি টাকা লগ্নি করে না। পণ্যের মাধ্যমে ব্যাংক এসব বিনিয়োগ পরিচালনা করে। টাকা লগ্নি করে বিনিময়ে বাড়তি টাকা গ্রহণ সুদের মধ্যে গণ্য হয়। কিন্তু পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা করে যে অর্থ অর্জিত হয়, তা লাভ। টাকার নিজস্ব কোন উৎপাদন ক্ষমতা নাই। মানুষের কোন প্রয়োজনেই টাকা প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারে না। এটি একটি মাধ্যম, একটি পরিমাপ, একটি মানদণ্ড এবং একটি ভাণ্ডারের ভূমিকা পালন করে মাত্র। তাই ইসলাম অর্থকে পণ্য হিসেবে গণ্য করে না। টাকার বিনিময়ে টাকা বেশি বা কম গ্রহণ-প্রদানকেও ইসলাম অনুমোদন করে না।^{১৮৬} সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর আসল পরিচয় হলো, তারা টাকার ব্যবসায়ী। টাকাকেই তারা পণ্যের মতো বেচা-কেনা করে। তাদের এই কার্যক্রমকে সক্রুটিস আখ্যা দিয়েছেন ‘জালিয়াতি’। আর কার্ল মার্কস-এর ভাষায় এ ধরনের ব্যাংকাররা হলো ‘ডাকাত’, ‘সিঁদেল চোর’, ‘বিকট শয়তান’। ব্যাংকিং ব্যবসায়-এর নামে পরিচালিত এ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক জালিয়াতি ও চৌর্যবৃত্তির মূলোৎপাটনের জন্য ইসলামী ব্যাংক আপোসহীন যুদ্ধে লিপ্ত।^{১৮৭}

৫.৬ ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ: মানবতার কল্যাণে নিবেদিত এক মহান উদ্যোগ

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় প্রকল্প বা কারবারের উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে অর্থায়ন করা হয় বলে এ ব্যবস্থায় ছোট-বড় কারবারের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ ঘটে এবং মাসলাহা বা জনকল্যাণ নিশ্চিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহ দরিদ্র ও দুর্বল জনগোষ্ঠীকে অর্থায়নের মাধ্যমে মানবতার কল্যাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। তাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যাপক আকারে ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।^{১৮৮} ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ধারণা ইসলামী নীতিমালা থেকে উৎসারিত এবং এটি হলো সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ এক ধরনের বিনিয়োগ। সেসব বিনিয়োগকারী কেবলমাত্র হালাল বা সমাজের জন্য কল্যাণকর বিবেচিত ইসলামী বিধিসম্মত প্রকল্পে তাদের সম্পদকে কাজে লাগাতে চায় তারা ইসলামী ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাতে বিনিয়োগ করে।^{১৮৯} ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ এমন প্রকল্পের সাথে বিনিয়োগকারীকে সংশ্লিষ্ট হবার সুযোগ এনে দেয় যা দারিদ্র্য দূরীকরণে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারে এবং যেটি অনেক দেশে দারিদ্র্য দূর করার ক্ষেত্রে এখন অবদান রাখছে।^{১৯০} ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রাথমিকভাবে দরিদ্রদের অথবা ইসলামী শরী‘আহ নির্ধারিত বিশেষ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আর্থিক সেবা দেয়ার উপর নির্ভর করে।^{১৯১} এটি ক্ষুদ্র অর্থায়ন এবং ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থা এ দুটি বিকাশমান খাতকে একসাথে প্রতিনিধিত্ব করে। এটি শুধুমাত্র দরিদ্রদের সহায়তা করার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনই পূরণ করে না একইসাথে ইসলামের স্বল্প সুবিধাপ্রাপ্তদের প্রতি সহানুভূতির যে সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে তার অংশ হিসাবে দরিদ্রদের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের মাধ্যমে আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়টিও নিশ্চিত করে।^{১৯২} দারিদ্র্য নিরসনে ইসলাম ৩ ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে। যথা:

১. ইতিবাচক পদক্ষেপ,
২. প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং
৩. পরিশোধনমূলক কার্যক্রম।^{১৯৩}

^{১৮৫} মো: রকিব উদ্দিন, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪।

^{১৮৬} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৯২; উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিনিয়োগ নির্দেশিকা, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৩।

^{১৮৭} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৯২।

^{১৮৮} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ: দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১০৬; Toseef Aziz and Dr. Abdul Rahim Abu Baker, *Is Islamic Microfinance More Desirable? A Question, in Islamic Microfinance Enterprise : Untapped Potential*, Edited by Dr. Saad Al-Harran, (Kuala Lumpur: A. S. Noordeen, 2014), pp. 22-24.

^{১৮৯} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ: দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১০২; Toseef Aziz and Dr. Abdul Rahim Abu Baker, *Is Islamic Microfinance More Desirable? A Question, in Islamic Microfinance Enterprise : Untapped Potential*, Edited by Dr. Saad Al-Harran, *Ibid*, pp. 22-24. প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১০২।

^{১৯০} ড. এম. কবির হাসান ও আলী আশরাফ, যাকাত, আওকাফ ও ক্ষুদ্র ঋণদান কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের একটি সমন্বিত মডেল, অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন সম্পাদিত, *দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম*, (ঢাকা: ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ২০০৯ খৃ.), পৃ. ১০৮।

^{১৯১} প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১০৩।

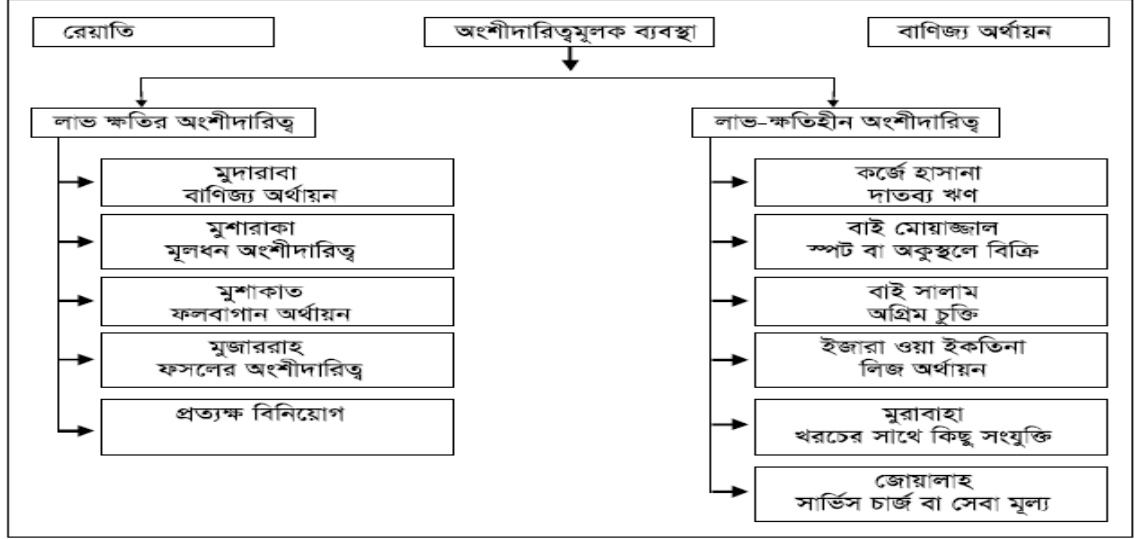
^{১৯২} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ: দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১০২।

^{১৯৩} ড. এম. কবির হাসান ও আলী আশরাফ, যাকাত, আওকাফ ও ক্ষুদ্র ঋণদান কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের একটি সমন্বিত মডেল, অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন সম্পাদিত, *দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৮০।

৫.৭ ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচী ও প্রকল্প

বিশ্বব্যাপী উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগকে একটি জনপ্রিয় ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করা হচ্ছে। সার্বিকভাবে ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের পরিমাণ ২০১২ সালে ২শ কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছে। এর নৈতিক নীতি এবং সুদের উপর ইসলামের বিধি নিষেধের কারণে অব্যাহতভাবে বিকশিত হচ্ছে এটি। অবশ্য বিশ্বে যে ক্ষুদ্র ঋণ রয়েছে ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের অঙ্ক তার মাত্র ১ শতাংশ। আবার ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ৫০ শতাংশই হলো ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের (আরডিএস) আওতায় দেয়া ক্ষুদ্র বিনিয়োগ।^{১৯৪} নিম্নে ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যবস্থায় অর্থায়ন পণ্যের^{১৯৫} একটি চিত্র (চিত্র নং ৮) তুলে ধরা হলো:

চিত্র ৮: ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যবস্থায় অর্থায়ন পণ্য



৫.৮ প্রকৃত পণ্য (রিয়েল ইকোনমি) অর্থায়ন

রিয়েল ইকোনমি (পণ্য সামগ্রী, বাড়ি, গাড়ি, জমি, মেশিন, কারখানা ইত্যাদি দৃশ্যমান বস্তুর সাথে সম্পর্কিত) -এর চেয়ে ফাইন্যান্সিয়াল ইকোনমি (আর্থিক মূল্য রয়েছে এমন ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য কাণ্ডে দলিল যার মূল্য সাধারণত জনসাধারণের ইচ্ছায় উঠানামা করে।) এর মূল্যবৃদ্ধি অর্থনীতিতে সঙ্কট সৃষ্টি করে। তাই ইসলামী ব্যাংক প্রকৃত পণ্য, সেবা ক্রয়-বিক্রয় বা ভাড়ার ভিত্তিতে অর্থায়ন করে থাকে। যেমন, বাই' মুরাবাহা (ক্রয়মূল্যের উপর নির্ধারিত ও সম্মত লাভ যোগ করে পণ্য বিক্রয় করাকে বাই মুরাবাহা বলা হয়। অন্যদিকে পণ্য ক্রয়ের অঙ্গীকারের ভিত্তিতে ব্যাংকের মাধ্যমে কোন পণ্য ক্রয় করাকে 'ব্যাংকিং মুরাবাহা' বলা হয়)^{১৯৬}, বাই' মুয়াজ্জাল (বাই' মুয়াজ্জাল হলো সে ক্রয় বিক্রয় যাতে পণ্যটি নগদে ও মূল্য বাকীতে (বিলম্বে) পরিশোধ করা হয়)^{১৯৭}, বাই' সালাম (অগ্রিম মূল্য পরিশোধের বিপরীতে ভবিষ্যতে সরবরাহের শর্তে পণ্য ক্রয় করাকে বাই' সালাম বলে)^{১৯৮}, ইসতিসানা' (অর্ডারি মালের ক্রয়-বিক্রয়কে বাই' ইসতিসানা' বলা হয়। সাধারণত কোন জিনিস তৈরি বা নির্মাণ করার জন্য কোন দক্ষ কারিগরের সঙ্গে কোন ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ হওয়া), ইজারা (স্থায়ী প্রকৃতির সম্পদ ক্রয় বা তৈরী করে নির্ধারিত ভাড়ার বিনিময়ে অন্যকে ব্যবহার করতে দেয়াই হচ্ছে ইজারা পদ্ধতি), সুকুক (সুকুক শব্দে অর্থ আর্থিক বিল, সার্টিফিকেট, চেক) ইত্যাদি। ইসলামী ব্যাংক টাকার বেচাকেনা করে না। পণ্যের বেচাকেনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ফলে ব্যাংকিং কার্যক্রমে কোনো সমস্যা হয় না। পণ্য নিয়ে কেনাবেচা করা হয় বলেই এখানে সম্পদের বৃদ্ধি সৃষ্টি হওয়ার কোনো জায়গা নেই। সারা বিশ্বে আর্থিক খাতে যে সমস্যা হয়েছে তার আসল কারণ হলো সুদী ব্যাংকগুলো টাকার বেচাকেনা করে। এজন্য নানা ধরনের টাকার বাজার সৃষ্টি হয়েছে। অযৌক্তিকভাবে নানা প্রক্রিয়ায় মুদ্রার মূল্য বাড়িয়ে বৃদ্ধি সৃষ্টি করা হয়। এ ধরনের বৃদ্ধি সৃষ্টি করার কোনো ইখতিয়ার ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতিতে নেই। এ কারণে ইসলামী

^{১৯৪} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ: দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাণ্ড, পৃ. ১০২।

^{১৯৫} প্রাণ্ড, পৃ. ১০৫ ও ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, মাইক্রো ফাইন্যান্স ও ইসলাম, (ঢাকা: নাজিফা-ছকিনা-বারী ফাউন্ডেশন, ২০১২ খৃ.), পৃ. ৬৮-৬৯।

^{১৯৬} Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), Bahrain, শরী' আহ স্ট্যান্ডার্ড, স্ট্যান্ডার্ড নং-৮, ২০০২ খৃ., পৃ. ১৩২।

^{১৯৭} আলী হায়দার আমীন আফিন্দী, প্রাণ্ড, খ. ১, পৃ. ১১৪।

^{১৯৮} Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), শরী' আহ স্ট্যান্ডার্ড, স্ট্যান্ডার্ড নং. ৮, প্রাণ্ড, পৃ. ১৮০।

ব্যাংকব্যবস্থায় কোনো ধরনের জালিয়াতি বা কেলেঙ্কারি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।^{৭৯৯} ইসলাম ব্যাংকব্যবস্থার সাফল্যের আরেকটি প্রধান কারণ হলো, বাস্তব লেনদেন বা রিয়েল ট্রানজেকশন পদ্ধতির প্রয়োগ। যেসব ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক অংশীদারি পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করতে পারে না, সেসব ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। সুদের বিনিময়ে ঋণ দান ইসলামে নিষিদ্ধ। অর্থঋণ দিয়ে কৃত্রিম উপাদান সৃষ্টির পরিবর্তে প্রকৃত লেনদেন ও উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিকে অনুমোদন করেছে। ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির অনুশীলনে ইসলামি ব্যাংকের প্রতিটি লেনদেন হয় বস্তনিষ্ঠ ও উৎপাদনশীল।^{৮০০} ইসলামী ব্যাংক প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে যুক্ত থেকে তাদের বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে। আর ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির এমন কতগুলো শর্ত ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা প্রত্যেকটি লেনদেনকে বস্তনিষ্ঠ করে তোলে। ক্রয়-বিক্রয়ের শর্তাবলির^{৮০১} মধ্যে রয়েছে :

- ক. পণ্য নির্দিষ্ট হওয়া।
 - খ. ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে পারস্পরিক সম্মতি থাকা।
 - গ. পণ্যটির ব্যবহার বৈধ হওয়া।
 - ঘ. শর্তহীনভাবে বিক্রি করা।
 - ঙ. বিক্রয়মূল্য সুনির্দিষ্ট হওয়া।
 - চ. বিক্রিতব্য পণ্যটি দৃশ্যমান অথবা বিবরণযোগ্য হওয়া।
 - ছ. পণ্য বিক্রেতার অধিকারে আসার আগে তা বিক্রয় করা বৈধ নয়। তাই বিক্রিতব্য মালের ওপর বিক্রেতার মালিকানা বহাল থাকা।
 - জ. বিক্রিতব্য মাল হস্তান্তরযোগ্য হওয়া।
 - ঝ. পণ্যের ঝুঁকি শুধু ক্রেতাকেই বহন করতে হবে না, পণ্য যার অধিকারে থাকবে ঝুঁকি তাকে বহন করতে হবে।
 - ঞ. লেনদেন অবশ্যই প্রকৃত হতে হবে এবং পণ্য ক্রেতার কাছে হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে হতে হবে।
 - ট. অস্তিত্বহীন, অজ্ঞাত ও হস্তান্তর অযোগ্য বস্তু ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।
 - ণ. বাই‘আল-‘ঈনা (বাই ব্যাক) না হওয়া।
- ক্রয়-বিক্রয়ের এসব শর্ত কৃত্রিম লেনদেন কমিয়ে দেয় এবং ঝুঁকি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়। এ ছাড়া সঠিকভাবে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হওয়ার বিনিয়োগ গ্রহীতার দেউলিয়া ঝুঁকি এবং ব্যাংকের খেলাপি ঝুঁকি কমে যায়, ফলে ব্যবসার ক্ষেত্রে সার্বিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারণে ইসলামী ব্যাংক তারল্য সঙ্কটে পড়ে না। অন্যদিকে নন-পারফরমিং অ্যাসেট কমে যাওয়ার কারণে ব্যাংকের প্রবৃদ্ধির হার ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পায়।^{৮০২}

৭৯৯ দৈনিক মানবকণ্ঠ, ২৪ এপ্রিল ২০১৩, পৃ. ৪।

৮০০ রহমাতুল্লাহ খন্দকার, বিস্ময়কর এক ব্যাংকিং সিস্টেম, প্রাণ্ডজ।

৮০১ মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও অন্যান্য, প্রাণ্ডজ, পৃ. ৪৭; রহমাতুল্লাহ খন্দকার, বিস্ময়কর এক ব্যাংকিং সিস্টেম, প্রাণ্ডজ।

৮০২ প্রাণ্ডজ।

বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণ ও প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় এর প্রভাব

৪৪ অধ্যায়

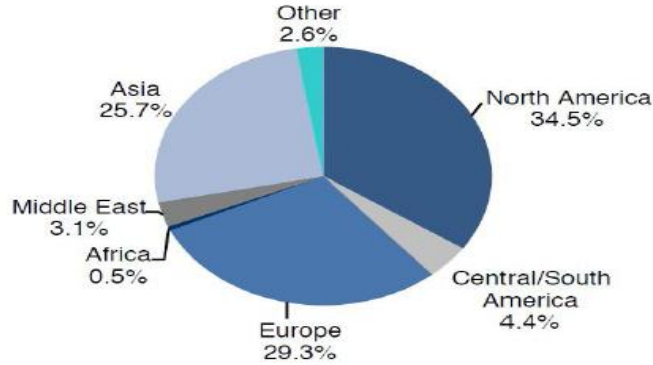
৬.১ বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণ, ক. অর্থনৈতিক মন্দার পরিচয়, খ. বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার ইতিহাস, গ. বৈশ্বিক আর্থিক মন্দার কারণ, এক. পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির দুর্বলতা, দুই. সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার চূড়ান্ত পরিণতি, তিন. উদ্ভূত অর্থ (Derivative)-এর অনর্থ ও কৃত্রিম লেনদেনের ছড়াছড়ি, চার. সাব-প্রাইম মর্টগেজ সঙ্কট, ক. সাব-প্রাইম মর্টগেজ ঋণ, খ. সিকিউরিটাইজেশন (Securitization), গ. মর্গেজ বেকড বন্ড (Mortgage Backed Bond), পাঁচ. ক্রেডিট ডিফল্ট সোয়াপ (CDS), ছয়. ফটকাবাজি, জুয়া, প্রতারণা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি, সাত. সম্পদের অসম বণ্টন ও আয় বৈষম্য, আট. রিয়েল এস্টেট ব্যবসার পতন, ক. যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ভ্রান্ত আবাসন নীতি, খ. যুক্তরাষ্ট্রে আবাসন বাবল বা বুদবুদ, নয়. ঋণ নির্ভর অর্থব্যবস্থা, ক. ঋণ নির্ভর বৈশ্বিক অর্থনীতির অসারতা, খ. অপরিণামদর্শী ও মাত্রাতিরিক্ত ঋণের বিস্তৃতি, গ. ঋণ বিক্রয় (Sale of Debt), ঘ. ঋণের বিস্ফারণ, ঙ. যুক্তরাষ্ট্রে কিস্তিতে ঋণ গ্রহণের ব্যাপক প্রবণতা, চ. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ সংকোচন নীতি, দশ. লগ্নিয়ানে মহাস্থবিরতা, ক. স্থবিরতা ও লগ্নি, খ. স্থবিরতা থেকে লগ্নিয়ান, গ. একচেটিয়া লগ্নি পুঁজি, ঘ. পুঁজির লগ্নিয়ান ও সঙ্কট, এগার. স্থবিরতার পাল্টা ও লগ্নিয়ানের ভিত্তি হিসেবে বাড়ি বুদবুদ, ক. বুদবুদের পাঁচটি পর্ব, ১. প্রথম পর্ব : অদ্ভূত অর্থ, ২. দ্বিতীয় পর্ব : ঋণ বিস্তার, ৩. তৃতীয় পর্ব : ফটকাবাজির বাতিক, ৪. চতুর্থ পর্ব : দুর্দশা, ৫. পঞ্চম পর্ব : আতঙ্ক ও ধ্বস, খ. লগ্নিয়ানে সঙ্কট, বার. যা নেই তা বিক্রয় (Short Selling), তের. যুক্তরাষ্ট্রে সুদের হার কমে যাওয়ায় আয়ের চেয়ে ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি, চৌদ্দ. এক হয়ে যাওয়া ও কেনা, পনের. লেভারেজ (Leverage) বুদবুদ, ষোল. রিয়েল ইকোনমির মূল্য ও কৃত্রিম মুদার আশংকাজনক বৃদ্ধি, সতের. হেজফান্ড (Hedge Fund) ম্যানেজারদের ভূমিকা, আঠার. ভোগবাদী দর্শন, নিয়ন্ত্রনহীন মুক্তবাজার ফর্মুলা ও অনিয়ন্ত্রিত বিশ্বায়ন, উনিশ. বন্ধনহীন অর্থনৈতিকতা, বিশ. কর্তব্যজ্ঞিদের লোভ, বহুমাত্রিক বোনাস ও অলস সঞ্চয়, একুশ. স্বচ্ছতা, জবাবদিহীতার অভাব, বাইশ. মুনাফা সর্বোচ্চকরণের দর্শন, তেইশ. আমেরিকার যুদ্ধশ্রীতি, চব্বিশ. ব্যাংকগুলোর তত্ত্বাবধানের অভাব, পঁচিশ. মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রনহীনতা, ছাব্বিশ. নব্য উদার আদর্শের অনিয়ন্ত্রিত অনুশীলন, সাতাশ. ঝুঁকির ব্যবস্থাপনা এবং পুঁজি বরাদ্দের ভুলনীতি, ক. নিয়ন্ত্রণমুক্তকরণ ও বিনিয়োগ ব্যাংকসমূহের কাছে ব্যাংকসমূহের ঝুঁকি স্থানান্তর, খ. ঝুঁকির ব্যবস্থাপনা এবং পুঁজি বরাদ্দে ব্যর্থতা, আটাশ. বিশেষজ্ঞদের মতে বৈশ্বিক আর্থিক মন্দার কারণ, ক. বিচারপতি তাকী উসমানী, খ. ড. এম. উমর চাপড়া, গ. মি. বার্নেক (Mr. Bernake), ঘ. এম. ফরিদ উদ্দিন আহমদ, ঙ. নোবেল বিজয়ী মার্কিন অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ, চ. জি-২০-এর ব্যাখ্যা, ৬.২ প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব, ক. আর্থিক সঙ্কটের প্রত্যক্ষ প্রভাব, ৬.২.১ আর্থিক সঙ্কটের প্রভাবের স্বরূপ, খ. আর্থিক সঙ্কটের পরোক্ষ প্রভাব, ৬.২.২ পুঁজিবাদের পতন, ৬.২.৩ প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি, ৬.২.৪ মন্দায় যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থায় ধ্বস ও বিশ্ব অর্থনীতির ওপর এর প্রভাব, ক. যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সঙ্কট, ৬.২.৪.১ যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থায় ধ্বস, খ. যুক্তরাষ্ট্রে তারল্য সঙ্কট, গ. মন্দায় ব্যাংকব্যবস্থার ওপর প্রভাব, এক. বাণিজ্যিক ব্যাংক বন্ধ ও দেউলিয়া ঘোষণা, দুই. পাল্টা চক্রাকৃতির ব্যাংকব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অর্থনীতিবিদগণ, ঘ. বেকারত্বের হার বৃদ্ধি, ঙ. বাজার ব্যবস্থায় মন্দা, চ. প্রেক্ষাপট : ডটকম ত্র্যাশ (২০০১-০২), ছ. অর্থনৈতিক মন্দা মার্কিন মধ্যবিত্তদের গভীর সঙ্কটে ফেলেছে, জ. সঙ্কট উদ্ধার প্রচেষ্টা : 'বেলআউট' প্রণোদনা প্যাকেজ ও অন্যান্য পদক্ষেপ, ঝ. মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভ্রান্ত উদ্ধার নীতি, ক. ইউরোপে আর্থিক সঙ্কট, ৬.২.৪.২ বিশ্ব অর্থনীতির ওপর মন্দার প্রভাব, খ. অর্থনৈতিক মন্দার কবলে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল, গ. পতনোন্মুখ বিশ্ব জিডিপি, ঘ. বিশ্বে দ্রুতগতিতে বাড়ছে কর্মহীনতা, ঙ. সুদের হার হ্রাস : পুনর্জন্মে লুকানো পুনর্ধ্বংসের বীজ

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণ ও প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় এর প্রভাব

বীয়ার স্টার্নের দুটি হেজ ফান্ড ভেঙ্গে পড়ার মধ্য দিয়ে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা ২০০৭ সালের জুলাই মাসে শুরু হয়।^{৮১১} ১৯২৯ সালের মহামন্দার পরে একে সবচেয়ে খারাপ অর্থনৈতিক ধ্বস বলে অভিহিত করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিবিদ ও নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার কলামিস্ট পল ক্রুগম্যান ২০০৮ সালের শেষভাগে বলেন, ‘এ সঙ্কট ‘দ্বিতীয় মহামন্দা’র আশঙ্কা জাগিয়ে তোলে।’^{৮১২} এই মহা আর্থিক সঙ্কটকে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের (ফেড) সাবেক চেয়ারম্যান এ্যালান গ্রীনস্প্যান ‘শত বছরে একবার ঋণ সুনামি’ হিসেবে আখ্যায়িত করলেও এ সঙ্কট সহজাত ঘটনা নয়, তা ঐতিহাসিক ঘটনা।^{৮১৩} এ সঙ্কটের আগে পুরো একসারি ছোট ছোট অর্থনৈতিক ধাক্কা লাগে, সেগুলোর মাত্রা বাড়তে থাকে। এটি ঘটে বিগত দু’দশক ধরে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : ১৯৮৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে শেয়ার বাজারে ধ্বস, ১৯৮০’র দশকের শেষভাগে ও ১৯৯০’র দশকের প্রথমভাগে সঞ্চয় ও ঋণ সঙ্কট, ১৯৯০’র দশকে জাপানী আর্থিক সঙ্কট ও গ্রেট স্ট্যাগনেশন বা মহা স্থবিরতা, ১৯৯৭-৯৮ সালে এশীয় আর্থিক সঙ্কট ও ২০০০ সালে নয়া অর্থনীতি (ডটকম) ধ্বস।^{৮১৪} ১৯৩৭ সালের আর্থিক রিসেশন বা অধঃগতির সে সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি প্রবলভাবে নেমেছে, বেকারত্ব হঠাৎ বেড়ে উঠেছে ১৪ থেকে ১৯ শতাংশে। শেয়ার বাজারে ১৯২৯ সালের ধ্বসের প্রায় এক দশক পরে কর্মশক্তির প্রায় ২০ শতাংশ ছিল কর্মহীন।^{৮১৫} মহাদেশভিত্তিক বৈশ্বিক আর্থিক সম্পদের বিবরণ (চিত্র নং ৯) থেকে মন্দা আক্রান্ত হওয়ার পর কোন মহাদেশের কি অবস্থা হয়েছে তার চিত্র পাওয়া যায়।

চিত্র ৯: বৈশ্বিক আর্থিক সম্পদ (২০১০)^{৮১৬}



এপ্রিল ২০০৭ সালে নিউ সেঞ্চুরী লিমিটেড নামের সর্ববৃহৎ সাব-প্রাইম মার্গেজ ব্যাংককে দেউলিয়া ঘোষণার মধ্য দিয়ে মার্কিন অর্থনীতিতে সঙ্কটের লক্ষণ দেখা দেয়। এক মাসের মধ্যে প্রায় ২৫টি সাব-প্রাইম ব্যাংক দেউলিয়া ঘোষিত হয়। এ মার্গেজ বন্ড বাজারের পরিমাণ ছিল ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলার, বন্ড বাজারের পরিমাণ ছিল ৫১ ট্রিলিয়ন ডলার, শেয়ার বাজারের পরিমাণ ছিল ৪৮ ট্রিলিয়ন ডলার এবং এসবের বিপরীতে ডেরিভেটিভস বাজারের পরিমাণ ছিল ৫০০ ট্রিলিয়ন ডলার। ফেব্রুয়ারি ২০০৮ এ Citi Group Credit মার্কেটে লোকসান করে প্রায় ৪০.৭ বিলিয়ন ডলার। এর ফলশ্রুতিতে HSBC ব্যাংক এর ক্ষতির পরিমাণ ১৫.৫ বিলিয়ন ডলার ও Merrill Lynch এর ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১.৭ বিলিয়ন। সেপ্টেম্বর

^{৮১১} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, মহা আর্থিক সঙ্কট : কারণ ও পরিণতি, অনু : ফারুক চৌধুরী, (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০১১ খৃ.), পৃ. ১১১।

^{৮১২} উদ্ধৃত : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩; ড. এস. এম. আলী আকাস, ২০০৮-০৯ সালের বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ: ইসলামী ব্যাংকিং কি এর প্রতিকারক বিকল্প, মুহাম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত, অর্থনীতি গবেষণা, (ঢাকা: এ জেড কম্পিউটার এন্ড আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ২০১০ খৃ.), সংখ্যা ১১, পৃ. ৫৩।

^{৮১৩} উদ্ধৃত : জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

^{৮১৪} প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

^{৮১৫} প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

^{৮১৬} Baljeet Kaur Grewal, A Constraints on Growth in Islamic Finance, *IFSB 4th PUBLIC LECTURE ON FINANCIAL POLICY AND STABILITY*, (Kuala Lum Pur: IFSB, 2011), P. 6.

২০০৮-এ ১৮৪ বছরের পুরনো পঞ্চম বৃহত্তম মার্কিন ব্যাংক Lehman Brothers দেউলিয়া ঘোষিত হয়। এ ধারাবাহিকতায় অর্থনৈতিক সঙ্কট ভয়াবহভাবে ছড়িয়ে পড়ে।^{৮১৭}

৬.১ বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণ

ক. অর্থনৈতিক মন্দার পরিচয়

মন্দা শব্দের আভিধানিক অর্থ অবনতি, হ্রাস, পণ্য-দ্রব্যের মূল্য বা ক্রয়-বিক্রয়ের হ্রাস ইত্যাদি।^{৮১৮} মন্দার ইংরেজি প্রতিশব্দ Depression, Recession ইত্যাদি। Depression এর আভিধানিক অর্থ, 'Period when there is little economic activity and many people are poor or without jobs. অর্থাৎ, এমন সময় যখন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হ্রাস পায় এবং বহুলোক দারিদ্র্য ও বেকারত্বের শিকার হয়।'^{৮১৯} Recession এর সংজ্ঞাও প্রায় অনুরূপ।^{৮২০} অর্থনৈতিক মন্দার পরিণতি মাইকেল রোবোথামের ভাষায়:

'Many past borrowers are rendered bankrupt; homes are repossessed, businesses are ruined and millions are thrown out of work.' অর্থাৎ, অর্থনৈতিক মন্দার মাধ্যমে অসংখ্য ঋণগ্রহীতাকে দেউলিয়া বানানো হয়, বেশমার লোককে বাড়িঘর থেকে উৎখাত করা হয়, ব্যবসা-বাণিজ্যকে ধ্বংস করা হয় এবং লাখ লাখ লোককে বেকারত্বের অভিশাপের মধ্যে ঠেলে দেয়া হয়।^{৮২১}

মন্দাবস্থা কোন নির্দিষ্ট দেশের গণ্ডি পেরিয়ে অন্যান্য দেশেও সংক্রমিত হলে তাকে বলে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা।^{৮২২}

অর্থনীতিবিদ্যা অনুযায়ী দীর্ঘ সময় ধরে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ধীর গতি অথবা বাণিজ্যিক আবর্তন-এর সংকোচনকে মন্দা বলা হয়।^{৮২৩} মন্দার সময় বড় অর্থনৈতিক সূচকগুলোর ধরন একই রকম থাকে। এ সময় জাতীয় গড় আয় (গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট বা GDP), চাকরি, বিনিয়োগ সংক্রান্ত ব্যয়, উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার, পারিবারিক আয়, ব্যবসায়িক লাভ এবং মুদ্রাস্ফীতি, এ সব কিছুই অনেক কমে যায়; দেউলিয়া হয়ে যাওয়া এবং বেকারত্বের হার বেড়ে যায়। মন্দাকালীন সময়ে সরকার নানা প্রকার সম্প্রসারণমূলক কাজকর্ম যেমন, বৃহদাকার অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করে। টাকার জোগান বৃদ্ধি ও সরকারি খরচ বৃদ্ধি করে এবং করের পরিমাণ কমিয়ে মন্দা মোকাবিলার চেষ্টা করে। ১৯৭৫ সালে নিউইয়র্ক টাইমস-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানবিদ জুলিয়াস শিঙ্কিন মন্দা পরিস্থিতি সনাক্ত করার জন্য বেশ কয়েকটি মূল বিধির কথা বলেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলো 'জাতীয় গড় আয়ের দুটি নিম্নমুখী ত্রৈমাসিক পর্ব।'^{৮২৪} সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাগুলোও পরিবর্তিত হয়ে যায়।^{৮২৫} এবং বর্তমানে মন্দা বলতে বোঝায় এমন একটি সময়কাল যখন অন্তত দুটি ত্রৈমাসিক পর্বে জাতীয় গড় আয় (প্রকৃত অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ঋণাত্মক হার) কমে যায়।^{৮২৬} অনেক অর্থনীতিবিদ ১২ মাসের মধ্যে বেকারত্বের পরিমাণ ১.৫% বৃদ্ধিকে মন্দা বলে চিহ্নিত করেন।^{৮২৭}

খ. বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার ইতিহাস

১৯২৯ সালে আমেরিকার শেয়ারবাজার পতনের মাধ্যমে শুরু হওয়া অর্থনৈতিক সঙ্কট^{৮২৮} ইতিহাসে 'মহামন্দা' (Great Depression)^{৮২৯} হিসেবে বহুল আলোচিত। এর আগে ১৬৩৭ সালে নেদারল্যান্ডের 'টিউলিপ ম্যানিয়া'^{৮৩০} এবং ১৮৩৭

^{৮১৭} Hassan Mobeen Alam and others, Islamic Banking: Insulation against US Credit Crisis, *International Journal of Business and Social Science*, (USA: Center for Promoting Ideas, 2011) Vol.2 No.10, p.198.

^{৮১৮} শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, (ঢাকা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৮ খৃ.), পৃ. ৫৬০।

^{৮১৯} A. S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (UK: Oxford University Press,), P. 312.

^{৮২০} Recession এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'A period of economic decline in a country, with reduced trade and industrial activity and many people unemployed.' (কোন দেশের আর্থিক অবস্থা পতনের কাল যখন ব্যবসা ও শিল্পোৎপাদন হ্রাস পায় এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়)। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭২।

^{৮২১} Michael Rowbotham, *The Grip of Death- A Study of Modern Money*, John Carpenter, England 1998, P-27-28.

^{৮২২} উদ্ধৃত: বিচারপতি তাকী উসমানী, *সুদ নিষিদ্ধ: পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

^{৮২৩} Merriam, *Recession*, Webster Online Dictionary, accessed on 19 November, 2008; *Recession definition*, Encarta World English Dictionary, (North America: Microsoft Corporation, 2007), accessed on 19 November 2008. (উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ)।

^{৮২৪} Julius Shiskin, *The Changing Business Cycle*, 01 December, 1974, New York Times, p. 222.

^{৮২৫} Achuthan Lakshman & Anirvan Banerji, *The risk of redefining recession*, 7 May, 2008, CNN.

^{৮২৬} Financial Check Glossary, (Bloomberg.com, 2000); *Recession definition*, (Business Dictionary.com 2007-2008), accessed on 19 November, 2008.

^{৮২৭} <http://clubtrotto.com.au/2008/11/23/what-is-the-difference-between-a-recession-and-a-depression/> .

^{৮২৮} হায়দার আকবর খান রনো, মহামন্দার সঙ্কট : পুঁজিবাদের মৃত্যুঘণ্টা, *সাণ্ডাহিক ২০০০*, এপ্রিল ২০০৯, পৃ. ৩৩-৪০; পল এম সুইজি, *ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং রিভিজিটেড, মাস্থলি রিভিউ*, (নিউইয়র্ক : মাস্থলি রিভিউ প্রেস, মার্চ ১৯৮২ খৃ.), ৩৩তম বর্ষ, সংখ্যা ১০, পৃ. ১-১০।

সালে আমেরিকার হাউজিং সেক্টরে সৃষ্ট আতঙ্ক^{৮৩১} ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে।^{৮৩২} তবে বিশেষজ্ঞদের মতে ১৯২৯ (১৯২৯-৩০) সালের মহামন্দার পর বর্তমান সময়ের মত এত বড় সঙ্কট বিশ্ব অর্থনীতিতে আর সৃষ্টি হয়নি।^{৮৩৩} যুক্তরাষ্ট্রে ২০০৭ সালের ডিসেম্বর থেকে যে আর্থিক মন্দা শুরু হয় তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব দীর্ঘতম অর্থনৈতিক মন্দা রূপ লাভ করে।^{৮৩৪} এ মন্দাকে ১৯২৯-৩০ (Great depression 1929-1933) এর মন্দার চেয়েও বিপজ্জনক বলে অভিহিত করেছেন অর্থনীতিবিদগণ। নোবেল বিজয়ী পল ক্রুগম্যান বলেছেন, এ মন্দার সাথে ১৮৭০-এর দশকে ইউরোপ ও আমেরিকার শুরু হওয়া স্থবিরতা এবং ১৯৩০-এর দশকের স্থবিরতার মিল রয়েছে।^{৮৩৫} তিনি ১৮৭০-এর দশকে শুরু হওয়া স্থবিরতাকে বলেছেন লং ডিপ্রেসন বা দীর্ঘ মন্দা। আর ১৯৩০-এর দশকের স্থবিরতাকে গ্রেট ডিপ্রেসন বা মহা মন্দা হিসেবে অভিহিত করেছেন। ক্রুগম্যান লিখেছেন, আমরা এখন তৃতীয় একটি মন্দার মধ্যে রয়েছি। অনেক অনেক প্রবল মহা মন্দার মতো না হয়ে এটা হয়তো হবে দীর্ঘ মন্দার মতো। তবে বিশ্ব অর্থনীতিতে এবং বেকারত্বে শ্বাসরোধ হয়ে আসা মিলিয়ন মিলিয়ন জীবন থেকে এ মন্দা বিপুল মাশুল নেবে।^{৮৩৬} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ বলেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে উর্ধ্বমুখী করতে সাহায্য করেছে লগ্নিয়ান, অর্থাৎ পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভরকেন্দ্র উৎপাদন থেকে লগ্নিতে ফিরে যাওয়া। এভাবেই পুঁজিবাদ আটকা পড়েছে এমন এক অবস্থায়, যাকে ‘স্থবিরতা-লগ্নিয়ান ফাঁদ’ নামে অভিহিত করা হয়।^{৮৩৭}

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫৪ এবং ১৯৯০-৯১ সালে ঠ-আকারের মন্দা দেখা দিয়েছিল। অর্থাৎ প্রথমে সংক্ষিপ্ত এবং তীব্র সংকোচন এবং তারপরে দ্রুত এবং দীর্ঘ সময় ধরে কার্যকরী ছিল। ১৯৭৪-৭৫ সালে এসেছিল ট-আকারের (প্রলম্বিত) মন্দা, এবং ১৯৪৯ ও ১৯৮০-৮২ সালে দেখা দিয়েছিল ড-আকারের বা দ্বৈত অর্থাৎ একবার নেমে আবার উঠে আবার নেমে যাওয়া মন্দা। ১৯৯৩-৯৪ সালে জাপানে যে মন্দা এসেছিল, তা ছিলো ট-আকারের এবং ১৯৯৭-৯৯ সালের মধ্যে তার ৯টি ত্রৈমাসিক পর্বের ৮টি সংকোচনকে খ-আকারের বলা যেতে পারে। ১৯৯৭-৯৮ সালে কোরিয়া, হংকং এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ট-আকারের মন্দা আসে, যদিও থাইল্যান্ডের পর পর আটটি ত্রৈমাসিক পতনকে খ-আকারের বলা যেতে পারে।^{৮৩৮} ১৮৫৪ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে ১৭ মাসের সংকোচন ও ৩৮ মাসের সম্প্রসারণ মোট ৩২ টি সম্প্রসারণ ও সংকোচন চক্র কার্যকরী হয়েছে। তবে ১৯৮০ সাল থেকে একটি অথবা তার বেশি^{৮৩৯} আর্থিক ত্রৈমাসিক সময়সীমায় মাত্র আটটি ঋণাত্মক অর্থনৈতিক বিকাশ দেখা গিয়েছে এবং তার মধ্যে চারটি সময়সীমাকে মন্দা হিসেবে গণ্য করা হয়। অর্থনীতিবিদদের মত অনুযায়ী, ১৮৫৪ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে ১৭ মাসের সংকোচন ও ৩৮ মাসের সম্প্রসারণ অর্থাৎ মোট ৩২ টি সম্প্রসারণ ও সংকোচন চক্র কার্যকরী হয়েছে। তবে ১৯৮০ সাল থেকে একটি অথবা তার বেশি আর্থিক ত্রৈমাসিক সময়সীমায় মাত্র আটটি ঋণাত্মক অর্থনৈতিক বিকাশ দেখা গিয়েছে এবং তার মধ্যে চারটি সময়সীমাকে মন্দা হিসেবে গণ্য করা হয়:

১. ১৯৮১ সালের জুলাই থেকে ১৯৮২ সালের নভেম্বর : ১৪ মাস।
২. ১৯৯০ সালের জুলাই থেকে ১৯৯১ সালের মার্চ : ৮ মাস।
৩. ২০০১ সালের মার্চ থেকে ২০০১ সালের নভেম্বর : ৮ মাস এবং
৪. ২০০৭ সালের ডিসেম্বর থেকে বর্তমান পর্যন্ত : বর্তমান।

^{৮২৯} ১৯২৯ সালের মহামন্দার ব্যাপারে বিশ্বখ্যাত অনলাইন বিশ্বকোষ উইকিপিডিয়ায় বলা হয়েছে: The best-known depression was the Great Depression, which affected most national economies in the world throughout the 1930s. This depression is generally considered to have begun with the Wall Street Crash of 1929, and the crisis quickly spread to other national economies. Between 1929 and 1933, the gross national product of the United States decreased by 33% while the rate of unemployment increased to 25%. The probable causes of the Great Depression include the loose money policies of the Federal Reserve and the misallocation of capital based on easy and inexpensive credit. (http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_depression) .

^{৮৩০} টিউলিপ ফুলের উৎপাদন, বেচাকেনা এবং এ সম্পর্কিত ঝুঁকিকে ঘিরে সৃষ্টি হয় ইতিহাসের ১ম ফটকা বুদ্ধ যা ‘টিউলিপ ম্যানিয়া’ হিসেবে বিখ্যাত।

(<http://www.fairloanrate.com/2009/07/14/top-ten-financial-crises-in-world-economic-history/>)

^{৮৩১} ১৮৩৭ সালের অর্থনৈতিক সংকটের ব্যাপারে উইকিপিডিয়ায় বলা হয়েছে, ‘The bubble burst on May 10, 1837 in New York City, when every bank stopped payment in gold and silver coinage. The Panic was followed by a five-year depression, with the failure of banks and record high unemployment levels.’

(http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_depression).

^{৮৩২} যেমন, রাশিয়ান অর্থনৈতিক সঙ্কট (১৯৯৮), এশিয়ান অর্থনৈতিক সঙ্কট (১৯৯৭-১৯৯৯), জাপানিজ এসেট প্রাইজ বাবল (১৯৮৬-১৯৯০), আমেরিকার সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সঙ্কট (১৯৮০-১৯৯০), সুইডেনের অর্থনৈতিক সঙ্কট (১৯৯০-১৯৯৪) ইত্যাদি।

^{৮৩৩} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১; হায়দার আকবর খান রনো, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৪০।

^{৮৩৪} ড. এস. এম. আলী আকাস, প্রাগুক্ত, সংখ্যা ১১, পৃ. ৫৩।

^{৮৩৫} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

^{৮৩৬} পল ক্রুগম্যান, দি থার্ড ডিপ্রেসন, নিউইয়র্ক টাইমস, ২৮ জুন ২০১০, পৃ. ৭।

^{৮৩৭} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

^{৮৩৮} http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indicators/2001/default.asp, accessed on 1 November 2010.

^{৮৩৯} <http://www.bea.gov/national/xls/gdpchg.xls>, accessed on 19 November 2012.

গত তিনটি মন্দার ক্ষেত্রে NBER-এর সিদ্ধান্ত পর পর দুটি ত্রৈমাসিক ক্ষেত্রে আর্থিক পতনের সংজ্ঞার সঙ্গে মোটামুটিভাবে একমত হয়েছে। ২০০১ সালের মন্দার ক্ষেত্রে দুটি পর পর ত্রৈমাসিক পতন না হলেও এই মন্দা হওয়ার আগে পর্যায়ক্রমে দুটি পতন ও ক্ষীণ বৃদ্ধির হার দেখা যায়।^{৮৪০}

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ন্যাশনাল ব্যুরো অফ ইকনমিক রিসার্চ (NBER)-এর বিজনেস সাইকল ডেটিং কমিটি (ব্যবসায়িক আবর্তনের সময় নির্ধারণক সমিতি)-কে সাধারণভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মন্দা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ বলে মনে করা হয়। NBER-এর মন্দার সংজ্ঞা এই রকম : ‘কয়েক মাসের বেশি সময় ধরে দেশ জুড়ে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ যেমন, প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি, প্রকৃত ব্যক্তিগত আয়, চাকরি (সংস্থাগত বেতন তালিকার বাইরের), শিল্প উৎপাদন এবং পাইকারি খুচরা বিক্রয় ইত্যাদির উল্লেখযোগ্য হ্রাস দেখা দিলে তাকে মন্দা বলা হবে।’^{৮৪১} সুতরাং অর্থনৈতিক মন্দা পরিভাষাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটি এমন একটি বিভিন্নমুখী অবস্থা যেখানে কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা সম্পত্তি হঠাৎ করে বড় ধরনের মূল্যপতনের শিকার হয়।^{৮৪২} প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক মন্দা হলো এমন একটি বিপর্যস্ত ও অনাকাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যেখানে ব্যাংকগুলোতে অর্থের তারল্য দারুণভাবে কমে যায়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দেউলিয়া হতে থাকে এবং শেয়ারমার্কেটে ধ্বস নামে। বিনিয়োগ কমে যায়, বেকারত্ব বেড়ে যায়। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার একটি তালিকা নিচের সারণী-১ তে দেখানো হলো :

সারণী ১: বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার তালিকা

ক্রমিক	সাল	অর্থনৈতিক মন্দা
১	১৯১০	সাংহাই রাবার স্টক মার্কেট সঙ্কট (Crisis)।
২	১৯২৯-৩৩	বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক মহা মন্দা (Great Depression)।
৩	১৯৭৩	স্টক মার্কেটে বিশৃঙ্খলার কারণে তেলের মূল্য আকাশচুম্বী হয়েছিল।
৪	১৯৮০	ল্যাটিন আমেরিকায় ঋণ সঙ্কট (Debt Crisis)।
৫	১৯৮৭	স্টক মার্কেটের ইতিহাসে এক দিনের সর্বনিম্ন দরপতন। এ দিনটিকে Black Monday বলা হয়।
৬	১৯৮৯-৯১	যুক্তরাজ্যের সঞ্চয় ও ঋণ সঙ্কট।
৭	১৯৯০	জাপানে সম্পত্তির মূল্যপতন।
৮	১৯৯২-৯৩	ইউরোপীয় বিনিময় হার পদ্ধতিতে ফটকামূলক আক্রমণ। এ দিনটিকে Black Wednesday বলা হয়।
৯	১৯৯৪-৯৫	ফটকাবাজি ও ঋণ অনাদায়ের কারণে ম্যান্সিকোতে অর্থনৈতিক মন্দা।
১০	১৯৯৭-৯৮	অর্থের অবমূল্যায়ন ও ব্যাংকিং সংকটের কারণে এশিয়ায় অর্থনৈতিক মন্দা।
১১	২০০১	ইন্টারনেট কোম্পানিগুলোর ফটকাবাজির কারণে সৃষ্ট ডট-কম বাবল (Dot-com Bubble) সঙ্কট।
১২	২০০৭-০৯	২০০৭-০৯-এর বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা। বিংশ শতাব্দীর পরবর্তীতে এটি একটি বড় ধরনের অর্থনৈতিক মন্দা।

গ. বৈশ্বিক আর্থিক মন্দার কারণ

অর্থনীতিবিদগণ বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণ নানাভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। অধ্যাপক জন কেনেথ গ্যালব্রেকের মতে, যুক্তরাষ্ট্রে আয়ের অসম বণ্টন, কয়েকটি কোম্পানি কর্তৃক কুক্ষিগত ক্ষমতা, ব্যাংক ব্যবস্থার ত্রুটি এসবের দ্বারা বিশ্বমন্দা ঘনীভূত হয়।^{৮৪৩} অব্যাহতভাবে আমানত প্রত্যাহার, পুঁজি নিয়ে সরে পড়া এবং ব্যাংকিং খাতের ব্যর্থতা এ মন্দার অন্যান্য কারণ। ব্যাংক সম্পর্কিত পর্যাণ্ড বিধি-বিধানের অভাব এবং তত্ত্বাবধান ছাড়া আর্থিক উদারীকরণের জন্য ১৯৯৫ সালে প্যারাগুয়ের ব্যাংকিং সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল। The Bank for International Settlement (BIS)-এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৮ অনুযায়ী ২০০৭ অর্থনৈতিক মন্দার প্রধান কারণ হলো, ‘ব্যাংকগুলোর অবিবেচনাপ্রসূত ও অতিরিক্ত ঋণ প্রদান।’^{৮৪৪}

^{৮৪০} <http://www.bea.gov/national/xls/gdpchg.xls>, accessed on 19 November 2013.

^{৮৪১} Business Cycle Expansions and Contractions, National Bureau of Economic Research, accessed on 19 November, 2008.

^{৮৪২} en.wikipedia.org/wiki/Financial_crisis, accessed on 19 November 2013.

^{৮৪৩} প্রাণ্ড, পৃ. ১৫৬।

^{৮৪৪} The Bank for International Settlements (BIS) একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা। এটি কেন্দ্রীয় ‘ব্যাংকসমূহের ব্যাংক’ হিসেবে (bank for central banks) হিসেবে কাজ করে। ১৯৩০ সালের ১৭ মে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাটি বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এর হেড অফিস সুইজারল্যান্ডের বাসেল-এ।

Subprime Mortgage Crisis, Open Market Economy, Sale of Debt, Securitization, CDS, Interest ইত্যাদিকে ২০০৭-০৯-এর বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রত্যক্ষ ও প্রাথমিক কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন ড. এম. উমর চাপড়াসহ অন্যান্য অর্থনীতিবিদগণ।^{৮৪৫} দীর্ঘকাল ধরে অতিরিক্ত ও অপরিণামদর্শী ব্যাংক ঋণকেই এ সঙ্কটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।^{৮৪৬} এ থেকে প্রশ্ন ওঠে, এ ধরনের একটি বাজে চর্চা থেকে কিভাবে তাদের ফেরানো যায়। এটা শুধু অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে দুর্বল করে না বরং তাদের সুদূর প্রসারী লক্ষ্যকেও নষ্ট করে দেয়। তিনটি কারণে এ ধরনের কর্মকাণ্ড সম্ভব হয়। প্রথমত, লাভ-ক্ষতি ভাগ করে নেয়ার মতো ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে বাজারে শৃঙ্খলার অভাব। দ্বিতীয়ত, কাল্পনিক লাভের আশায় বিভিন্ন ধরনের বিকল্পে বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, বিশেষ করে ‘ক্রেডিট ডিফল্ট সোয়াপস’ (সিডিএস)। তৃতীয়ত, বিপদে পড়লে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিশ্চিতভাবে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে-এমন একটি ধারণা। এটা তাদের বিপদ কাটাতে সাহায্য করবে-এমন ভাবনা নিয়ে পথচলা বিপদে পড়ার জন্য যথেষ্ট।^{৮৪৭}

কৃত্রিম মুনাফা, ফটকাবাজি, সম্পদের কেন্দ্রীকরণ (concentration), স্বেচ্ছাচারী ভোগবিলাস, স্বার্থপরতা, নৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদির কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দায় আক্রান্ত হয়ে বারবার সর্বস্বান্ত হয়েছে বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষ। পুঁজিবাদের ইতিহাসে অর্থনৈতিক বিপ্ল ঘটিয়েছে অন্যান্য যে ঘটনা, সেগুলোর অধিকাংশ থেকে আলাদা করে দেখা হয় তিরিশের দশকের মহা মন্দাকে। এ নামটি কখনো অন্যভাবে লেখা হয় না। সে মহা মন্দার পর থেকে এ যাবৎকাল পর্যন্ত সবচেয়ে ভয়াবহ আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে কেউ কেউ ইতোমধ্যে সাম্প্রতিক সঙ্কটকে (২০০৭-২০০৯) ‘মহা আর্থিক সঙ্কট’ নামে অভিহিত করেছেন।^{৮৪৮} আশি বছর আগে ১৯২৯ সালে শেয়ার বাজার ধস আর মহা মন্দার মতই এই মহা আর্থিক সঙ্কট ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে এক সন্ধিক্ষণ তুলে ধরে।^{৮৪৯} তাই বলা যায়, মানবতার জন্য ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র উভয়তন্ত্রই অপমানজনক ও লজ্জাকর। কোন তন্ত্রই মানুষকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেয় নি। উৎপাদনের হাতিয়ার হিসেবে সেরা মানুষকে ব্যবহার করেছে। আল্লাহর শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সম্মান দেয়নি। সুতরাং মার্কিন এ ঋণ সঙ্কটের বহুবিধ কারণ রয়েছে। সুদভিত্তিক লেনদেন মার্কিন অর্থনৈতিক সঙ্কটের অন্যতম হেতু। মার্কিন নাগরিকগণের বিলাসিতামূলক ব্যয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যেমন সুদভিত্তিক ঋণ দায়ি তেমনি মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির ফলে উৎপাদনশীল খাতের বিনিয়োগ হ্রাসের পিছনেও তা কার্যকর। পাশাপাশি ক্লাসিক্যাল ক্যাপিটালিজম নাগরিকগণের লোভ, একচেটিয়া মুনাফা ও অর্থ পুঞ্জীভূতকরণের মনোভাব সৃষ্টি করে। এতে অর্থনীতিতে সঙ্কট সৃষ্টি হয়।^{৮৫০} বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার উল্লেখযোগ্য কারণগুলো নিম্নরূপ:

এক. পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির দুর্বলতা

মন্দার মূল কারণ হলো নীতিহীন ক্লাসিক্যাল ক্যাপিটালিজম; যা লোভ, বস্তুবাদ, মুনাফা ও অর্থের পুঁজার ওপর দাঁড়ানো।^{৮৫১} নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ Maurice Allias বলেন,

‘The capitalist economy system is depending on certain concepts and rules which are the main cause of its collapse.’ অর্থাৎ, পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা এমন কতিপয় ধারণা ও নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত যা এর পতনের মূল কারণ।^{৮৫২}

আমেরিকার অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের বাহ্যিক কারণ হিসেবে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ের পতন ও বন্ধকী কোম্পানিগুলোর দেউলিয়াকে দায়ী করা হলেও এ বিপর্যয়ের মূল কারণ পুঁজিবাদের ত্রুটিযুক্ত অর্থনৈতিক পদ্ধতি। কেননা এ মহা মন্দা কোন প্রাকৃতিক দুর্ভোগ কিংবা কোন জঙ্গি হামলার কারণে ঘটেনি। ঘটেছে অর্থনৈতিক পদ্ধতির স্বয়ংক্রিয় ধসের কারণে। চাহিদা

(BIS এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট-<http://www.bis.org>) 78th Annual Report of BIS, released on 30 June 2008, p. 3.

^{৮৪৫} হায়দার আকবর খান রনো, *প্রাণ্ডুজ*, পৃ. ৩৩-৪০।

^{৮৪৬} আদেল আহমেদ, বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কট: ইসলামী দৃষ্টিকোণ, *ইসলামী ব্যাংকিং*, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০১৪), পৃ. ১০০।

^{৮৪৭} আদেল আহমেদ, *প্রাণ্ডুজ*, পৃ. ১০১।

^{৮৪৮} জেমস পেট্রাস, *দি গ্রেট ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস*, কাউন্টারপাঞ্চ.কম, ২৫-২৬ আগস্ট ২০০৭, (<http://www.counterpunch.com>); হুজ টু ব্লো ফর দি গ্রেট ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস?, *টেলিগ্রাফ*, ১৮ আগস্ট ২০০৮, (<http://www.telegraph.co.uk>.)

^{৮৪৯} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, *প্রাণ্ডুজ*, পৃ. ১২।

^{৮৫০} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, মহা আর্থিক সঙ্কট : কারণ ও পরিণতি, অনু : ফারুক চৌধুরী, (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০১১ খৃ.), পৃ. ৪১; শাহ আব্দুল হান্নান, বিশ্ব অর্থব্যবস্থার দু’টি প্রধান সমস্যা ও এর সমাধান, সময়২৪.কম, (<http://www.shomoy24.com/index.php/2009-10-11-12-31-26>, accessed on 27 January 2014.)

^{৮৫১} শাহ আব্দুল হান্নান, বিশ্ব অর্থব্যবস্থার দু’টি প্রধান সমস্যা ও এর সমাধান, *প্রাণ্ডুজ*,

(<http://www.shomoy24.com/index.php/2009-10-11-12-31-26/27-2009-10-11-12-27-38/2892-2009-12-04-21-09-32>), এক্সেস: ৪ ডিসেম্বর ২০০৯।

^{৮৫২} <http://knol.google.com/k/prof-dr-amgad-mohammed-rabie-hamed/the-international-financial-system/yjz2w4zqxavw/21#>. এক্সেস: ৩ ডিসেম্বর ২০১১।

এবং সরবরাহের প্রতিযোগিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত মুক্তবাজার ফর্মুলা ও অনিয়ন্ত্রিত বিশ্বায়নের মাধ্যমে ধনী রাষ্ট্রগুলো কর্তৃক দরিদ্র দেশের অর্থনীতি গ্রাসের নীতি বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার একটি অন্যতম কারণ।^{৮৫০} পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মূলনীতিগুলোর মধ্যে ‘রাষ্ট্রের অনুপস্থিতি (Laissez-fair)’ ও ‘মুনাফা সর্বোচ্চকরণ’ গুরুত্বপূর্ণ। Laissez-fair-এর অর্থ হলো ‘করতে দাও’। অর্থাৎ, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িতদেরকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দাও। ‘মুক্তবাজার অর্থনীতিতে অদৃশ্য হস্ত বা বাজার প্রক্রিয়াই সবকিছুর নির্ধারক।’^{৮৫১} আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট রিগ্যান ও প্রধানমন্ত্রী থ্যাচার বলেছেন, উন্মুক্ত তথা উদার অর্থনীতি (Free Economy) বা বেসরকারিকরণ একমাত্র অর্থনৈতিক মুক্তি আনতে পারে। তারা এই বলে জোর দিয়েছিলেন যে, বেসরকারিকরণ বা উদার অর্থনীতি হলে এর ঠাণ্ডা ও মিষ্টি জল চুইয়ে চুইয়ে আশির্বাদ হিসেবে প্রত্যেক পরিবারে পৌঁছাবে।^{৮৫২} পুঁজিবাদের এসব বৈশিষ্ট্যের আলোকে আমেরিকায় বাজার ব্যবস্থার ওপর থেকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল না, যা অর্থনৈতিক মন্দা ডেকে আনে। বিশ্ব প্রচার মাধ্যমসমূহ বাজারে অর্থনীতির শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে বলে সমস্বরে চিৎকার শুরু করে দিয়েছিল।^{৮৫৩} আজ পুনরায় সেই চিৎকার শোনা যাচ্ছে আমেরিকায়।

আর্থিক মন্দা পুনরায় পুঁজিবাদের ব্যর্থতাকেই প্রমাণ করেছে। মন্দা মূলতঃ পুঁজিবাদের অনিবার্য পরিণতি। ১৯৬৬ সালে পল বারান ও পল সুইজি যুক্তি দেখান যে, ‘একচেটিয়া পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বাভাবিক অবস্থা হচ্ছে স্থবিরতা।’^{৮৫৪} ‘একচেটিয়া পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিপুল উৎপাদনশীলতা আর এর সাথে কতিপয় মূল্য নির্ধারণ বিপুল ও বর্ধমান উদ্বৃত্ত তৈরি করে। এ উদ্বৃত্ত এত বিপুল হয়ে ওঠে যে, সেটা শুষে নেয়ার ক্ষমতা ভোগ ও বিনিয়োগের স্বাভাবিক পথগুলোতে অর্থনীতি থাকেনা।’^{৮৫৫} পল বারান ও পল সুইজি বলেন, এর ফলে কার্যকর চাহিদা রয়ে যায় অপরিপূর্ণ। এমনকি সরকারের বেসামরিক ব্যয় যোগ করলেও তা অপরিপূর্ণ রয়ে যায়। সরকারের বেসামরিক ব্যয় একচেটিয়া পুঁজিবাদে রাজনৈতিকভাবে চাপের মুখে থাকে। কারণ, তা মুনাফার জগতে ব্যক্তি মালিকের প্রবেশ করার ক্ষেত্রে বাঁধার মুখে থাকে। ফলে ব্যবস্থাটি সামরিক ব্যয়, বিক্রয় প্রয়াসের বিস্তার, ফটকাবাজি ধরনের লগ্নি প্রভৃতির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অপচয় সৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এগুলো তেজী করার জন্য বাইরের উপাদান হিসেবে কাজ করে উৎপাদন বাড়ায়। তবে কালক্রমে তেজী করার এসব উপাদান অর্থনীতিকে সমর্থন দিতে অপরিপূর্ণ প্রমাণিত হয়। তাই অর্থনীতিকে সচল রাখতে বাইর থেকে আরো আরো শক্তি যোগাতে হয়।^{৮৫৬} কিনসের মতে, পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে লগ্নির স্ব-বিরোধী ভূমিকা রয়েছে। তিনি ১৯২৯ সালে শেয়ার বাজার ধসের বিষয়টি ব্যাখ্যা করার সময় এ বিষয়টি উত্থাপন করেন।^{৮৫৭} আধুনিক কর্পোরেশনের বিকাশ আধুনিক লগ্নির বিকাশের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আধুনিক লগ্নির মধ্যে রয়েছে শিল্প সিকিউরিটির বা বন্ধকীপত্রের বাজার এবং গোটা অর্থনীতিতে ঋণকে প্রদত্ত বর্ধিত ভূমিকা। কিনস বলেন, খোদ শেয়ার বাজার প্রধানতঃ হচ্ছে উৎপাদনে বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট নিজেদের ঝুঁকি কমাতে বিনিয়োগকারীদের চেষ্টার ফসল। সম্পদের ওপর কাণ্ডজে দাবি করার অপেক্ষাকৃত সহজে হস্তান্তরযোগ্য। তবে বিষয়টি একবার ঘটে যাওয়ার পরে পুঁজিবাদ ক্রমবর্ধমানভাবে দুটি দিক ধারণ করে। মূল্য নির্ধারণের ভিন্ন ভিন্ন দুটি কাঠামোর মধ্যে এর প্রতিফলন ঘটে। এ দুটি কাঠামো হচ্ছে: উৎপাদিত সামগ্রীটির বস্ত্রগতভাবে নির্ধারিত মূল্য এবং লগ্নি সম্পদের নির্ধারিত মূল্য। এ দুটির প্রতিটিই কাজ করে পৃথকভাবে। কিনস যুক্তি দেখান যে, যদি কর্পোরেশনগুলোর দীর্ঘ মেয়াদি সম্পদগুলোকে বিনিয়োগকারীদের জন্য স্বল্প মেয়াদি লগ্নি অঙ্গীকারে রূপান্তরিত করা হয়, তাহলে সম্পদের ওপর কাণ্ডজে দাবি নিয়ে ফটকাবাজির কাছে অর্থনীতি বেশি বেশি করে জিম্মি হয়ে পড়বে, যা তৈরি করতে থাকবে অস্থিরতা ও স্থিতিহীনতা।^{৮৫৮}

জন মেনার্ড কিনস ১৯৩০ এর মহামন্দার গোড়ার দিকে এ বিষয়টি সম্পর্কে লিখেছেন, এ পৃথিবীতে বহু ধরনের প্রকৃত সম্পদ রয়েছে। এগুলো নিচ্ছেন পুঁজিবাদী ধন-সম্পদ। যেমন: ভবন, নানা পণ্যের মজুদ, প্রস্তুত ও পরিবহণের পর্যায়ে নানান সমাগ্রী, এমন আরো। তবে এসব সম্পদের নামমাত্র মালিকরা এগুলোর অধিকারী হওয়ার জন্য মাঝে মাঝে অর্থ ঋণ নিয়েছেন, তা নয়। উপযুক্তভাবেই ধন-সম্পদের প্রকৃত মালিকদের দাবি রয়েছে প্রকৃত সম্পদের ওপরে নয়, অর্থের ওপরে। এ ‘লগ্নি’র উল্লেখযোগ্য অঙ্ক ঘটে ব্যাংকব্যবস্থার মাধ্যমে। ব্যাংককে ঋণ দেন অর্থ-জমাদানকারীগণ। ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নেন খরিদদাররা। প্রকৃত সম্পদ কেনার জন্য এ লগ্নি হিসেবে খদ্দেরদের অর্থ ঋণ দেয় ব্যাংক। এ দুয়ের, ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা দেয় ব্যাংকব্যবস্থা। প্রকৃত সম্পদ ও ধন-সম্পদের মালিকদের মধ্যে অর্থের এই

^{৮৫০} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৫১।

^{৮৫১} প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৫১; আনু মুহাম্মদ, অর্থনৈতিক মন্দা ও পুঁজির উন্মাদনা, দৈনিক প্রথম আলো, ২৭ অক্টোবর, ২০০৮, পৃ. ১১।

^{৮৫২} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৫১।

^{৮৫৩} বিচারপতি তাকী উসমানী, সুদ নিষিদ্ধ: পাকিস্তান সুপ্রিমকোর্টের ঐতিহাসিক রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

^{৮৫৪} পল এ বারান ও পল এম সুইজি, মনোপলি ক্যাপিটাল : এন এসে অন দি এমেরিকান ইকোনমিক এন্ড সোস্যাল অর্ডার, (নিউইয়র্ক : মাছলি রিভিউ প্রেস, ১৯৬৬ খৃ.), পৃ. ১০৮।

^{৮৫৫} জন কেনেথ গলব্রেথ, দি গ্রেট ক্রেশ, (বস্টন : হটন মিফলিন, ১৯৭৯ খৃ.), পৃ. ১৫৬।

^{৮৫৬} পল এ বারান ও পল এম সুইজি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯-২২২।

^{৮৫৭} উদ্ধৃত: রবার্ট পলিন, কনট্রাস অব ডিসেস্ট, (নিউইয়র্ক : ভার্সো, ২০০৩ খৃ.), পৃ. ১৪-১৬।

^{৮৫৮} উদ্ধৃত: জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

পর্দা স্থাপন আধুনিক বিশ্বের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।^{৮৬২} কিনস মনে করেন, আধুনিক লগ্নি কাঠামো কিছুকাল পরপর উৎপাদন থেকে সম্পদ বাজারকে বিচ্ছিন্ন করে এবং ফটকাবাজির বৃদ্ধিগুণে ও সে সর্বের পরে বৃদ্ধি ফেটে যাওয়া সমগ্র ব্যবস্থাটিকে স্থিতিহীন করতে পারে। এ পুরোটাই আরো খারাপ হয়েছে অর্থের পর্দাটির কারণে এবং অদম্য বিনাশী শক্তির এই ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে ব্যাংকব্যবস্থাকে টেনে আনার ফলে। তিনি ‘জেনারেল থিওরী’ বইতে উল্লেখ করেন, প্রতিষ্ঠানের অব্যাহত প্রবাহে বৃদ্ধি হিসেবে ফটকাবাজরা কোনো ক্ষতি হয়তো করতে পারবেনা। তবে ফটকাবাজির ঘূর্ণাবর্তে প্রতিষ্ঠান যখন বৃদ্ধি হয়ে পড়ে তখন অবস্থাটি হয়ে পড়ে গুরুতর।^{৮৬৩} মিনস্কি বলেন, পুঁজিবাদ একটি ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা, এর বিকাশধারা বিঘ্নিত না হলে এটা কিছুকাল পরে পরে নিয়ে যাবে গভীর মন্দায় এবং দারিদ্র্যকে করবে স্থায়ী।^{৮৬৪} ম্যাগডফ ও সুইজি একচেটিয়া পুঁজিবাদের স্থবিরতা নিয়ে দীর্ঘকাল গবেষণা করে তারা বলেন যে, পুঁজিবাদের স্থবিরতা ১৯৬০ এর দশকের মধ্যভাগেই দেখা দেয়, আর তা ১৯৭০ এর দশকে প্রবল হয়। এটা যুক্তরাষ্ট্রে পুঁজিবাদে আর্থিক খাতের ভূমিকায় বড় ধরনের পরিবর্তনের শর্তাবলী তৈরি করে। পুঁজি পুঁজিভবন প্রক্রিয়ায় মাঝারি মাপের সাহায্যকারী হওয়ার বদলে আর্থিক খাত পর্যায়ক্রমে হয়ে ওঠে চালিকা শক্তি। প্রধান চলক, উৎপাদনমুখী বিনিয়োগে দুর্বলতা থাকার কারণে প্রবৃদ্ধির জন্য ফটকাবাজিমূলক লগ্নি হয়ে ওঠে দ্বিতীয় স্থানীয় ধরনের চলক। এর ফলে ঋণ বৃদ্ধির প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়। তা ফটকাবাজির মছবকেও ছাড়িয়ে যায়। ইতিহাসের হিসেব অনুসারে ফটকাবাজির মছব ঘটে ব্যবসা চক্রের শীর্ষ অবস্থার সময়ে। কিন্তু এটা হয়ে উঠলো অর্থনীতির একটি স্থায়ী, প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়া বৈশিষ্ট্য। উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সুযোগের স্থবিরতা থাকা সত্ত্বেও উদ্ভূতের জন্য লাভজনক জায়গা খোঁজে পুঁজি। এর সাথে যোগ হয় একটি বিশ্বাস। সে বিশ্বাসটি হচ্ছে যে, সম্পদের মূল্য সার্বিকভাবে কেবল একটি দিকেই যায়, আর সে দিকটি হচ্ছে ওপর দিক। এ দুয়ে মিলে তৈরি হয় দীর্ঘকালব্যাপী লগ্নি বিস্ফোরণ। ব্যবস্থাটি চালু থাকার জন্য একসারি লগ্নি বৃদ্ধির ওপর বেশি বেশি করে নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এই সারিবাঁধা লগ্নি বৃদ্ধিগুণের মধ্যে পূর্বতনটির চেয়ে পরবর্তীটি বড়। এসব নতুন ঘটনার ফলে পুঁজির বড় ধরনের অবমূল্যায়নের ভূত আগের যে কোন সময়ের চেয়ে প্রবলভাবে বুলতে থাকে মাথার ওপরে। এর পাশাপাশি গুটি গুটি পায়ে স্থবিরতা এগিয়ে আসার প্রক্রিয়াকে ঠেকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয় লগ্নি বিস্ফোরণ। অথচ লগ্নি তখন পৌঁছেছে প্রবল শক্তিতে মহাকাশসম স্তরে।^{৮৬৫}

সাম্প্রতিক বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার বাহ্যিক কারণ হিসেবে রিয়েল এস্টেট ব্যবসার পতনকে দায়ী করা হলেও এ মন্দা ঘটেছে মূলত ত্রুটিযুক্ত পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বয়ংক্রিয় ধসের কারণেই। অর্থনৈতিক মন্দার কবল থেকে পুঁজিবাদের ডুবোজাহাজকে টেনে তোলার জন্য বারবারই গ্রহণ করা হয়েছে নানা পদক্ষেপ। কিন্তু এ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে সাময়িকভাবে কিছুটা উপশম হলেও দীর্ঘমেয়াদে এর কোনো প্রভাব নেই। বারবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে পুরাতন অবস্থান। অর্থনীতির শরীরে বিপর্যয় প্রতিরোধকারী উপাদান না থাকলে বাহির থেকে কিছু ভিটামিন ও জীবাণুনাশক প্রবেশ করিয়ে তাকে বেশি দিন বাঁচিয়ে রাখা যায় না। তাই মন্দাকে চিরতরে নির্মূলের জন্য প্রয়োজন অর্থনীতির পদ্ধতিগত পরিবর্তন এবং এর জরায়ু থেকে মন্দার জ্ঞান চিরতরে নির্মূলকরণ। যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের হার সরকারি হিসেব অনুসারে প্রায় ১০ শতাংশ। ২০০৭-০৯ সালের মন্দার প্রাথমিক পর্যায়ের ছ’মাসের বেশি সময় ধরে বেকারের হার সরকারি হিসেব অনুসারে ৪৪ শতাংশে গিয়ে ঠেকে, যা নজীরবিহীন। রেকর্ড সংখ্যক মানুষ সরকারি খাদ্য সহায়তা এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে খাবার ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নেয়। রাজস্ব কমতে থাকায় বিপুল বাজেট ঘাটতির মুখে যুক্তরাষ্ট্রের অনেক অঙ্গরাজ্য ও নগর কর্তৃপক্ষ কর্মী ছাঁটাই করে, কমিয়ে দেয় স্কুল ও সামাজিক কর্মসূচিগুলোর তহবিল।^{৮৬৬} ম্যাগডফ ও সুইজির যুক্তি অনুসারে একচেটিয়া পর্দা পুঁজিবাদের উভয় সঙ্কটের সার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে স্থবিরতা ও লগ্নিায়নের মাঝে গড়ে ওঠা ‘স্থায়ী মিলনের’ মধ্যে। (ব্যবস্থাটিকে ফুলিয়ে রাখার জন্য সাময়িক ব্যয়সহ বিভিন্ন উদ্দীপকের সাথে) লগ্নিায়ন ছাড়া অর্থনীতি টিকে থাকতে পারেনা এবং অবশেষে এটিকে সাথে নিয়েও অর্থনীতি টিকে থাকতে পারে না।^{৮৬৭} গত তিন দশকে পুঁজিবাদের সবচেয়ে বড় শক্তিটি হলো লগ্নিায়ন। যাকে বলা হয় ‘একচেটিয়া লগ্নি পুঁজি।’ ১৯৬০ এর দশকের শেষভাগ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির (এবং সামগ্রিকভাবে অর্থসর পুঁজিবাদের) বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে ঋণ ও ফটকাবাজির বিস্তার। এটাই হয়ে উঠেছে প্রধান মাধ্যম, যার সাহায্যে ব্যবস্থাটি গভীর অতি মন্দায় ডুবে যাওয়া এড়াতে পেরেছে, অথচ এ মাধ্যমটি ব্যবস্থাটিকে অন্তস্থলে থাকা স্থবিরতা প্রবণতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম করে তোলেনি। মার্কস দেখিয়েছেন যে, তেজীকালে পুঁজি অতি প্রসারিত হবেই এবং এরপরে যে সঙ্কট আসবে তাতে সে পুঁজির একাংশের অবমূল্যায়ন ঘটবে, যেটা অবস্টিংশকে লাভজনক অবস্থায় এবং পুঁজিভবন ও

^{৮৬২} জন মেনার্ড কিনস, এসজ ইন পারসুয়েশন, (নিউইয়র্ক : হারকোর্ট ব্রেস এন্ড কোম্পানি, ১৯৩২ খৃ.), পৃ. ১৬৯।

^{৮৬৩} জন মেনার্ড কিনস, *দি জেনারেল থিওরী অব এমপ্লয়মেন্ট, ইন্টারেস্ট এন্ড মানি*, (লন্ডন : ম্যাকমিলান, ১৯৭৩ খৃ.), পৃ. ১৫৯।

^{৮৬৪} উদ্ধৃত: ফিলিপ এরস্টিস ও ম্যালকম সয়ার, *এ বায়োগ্রাফিক্যাল ডিকশনারি অব ডিজেন্টিং ইকোনমিস্টস্*, (নর্দাম্পটন : এডওয়ার্ড এলগার, ২০০০ খৃ.), পৃ. ৪১১।

^{৮৬৫} পল এম সুইজি ও হ্যারি ম্যাগডফ, *দি ডায়নামিক্স অব ইউএস ক্যাপিটালিজম*, (নিউইয়র্ক : মাহুলি রিভিউ প্রেস, ১৯৭২ খৃ.), পৃ. ৭-২৯।

^{৮৬৬} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড মগডফ, *প্রাণ্ডু*, পৃ. ৭।

^{৮৬৭} ম্যাগডফ ও সুইজি, *স্ট্যাগনেশন এন্ড দি ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্লোশন*, *দি ক্যাসিনো সোসাইটি*, বিজনেস উইক, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫, পৃ. ১৪৩।

সম্পসারণ প্রক্রিয়ায় ফিরে যেতে সক্ষম করে তুলবে। এভাবে ‘পুঁজি অতি উৎপাদনে’র ফলে সঙ্কট গুলো দেখা দেবে। তাই মার্কস লিখেছেন, ‘পুঁজি নিজেই পুঁজিবাদী উৎপাদনের প্রকৃত বাধা।’^{৮৬৮} পুঁজিবাদ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ক্রমবর্ধমানভাবে স্থবিরতার মধ্যে পড়ার অবস্থায় পৌঁচাচ্ছিল; এই বাস্তবতা ফ্রেডারিক এঙ্গেলস কয়েকবার উল্লেখ করেন। তিনি লেখেন, স্থবিরতা চলে কয়েক বছর; যতক্ষণ না পুঞ্জীভূত পণ্যরাজি অবশেষে ছেকে বেরিয়ে যায়, মূল্য কমবেশি অবমূল্যায়িত হয়, যতক্ষণ না উৎপাদন ও বিনিময় পর্যায়ক্রমে আবার চলতে শুরু করে..। (যেটি) মরিয়া লাফ দিয়ে দিয়ে যাত্রা শেষ করে সেখানেই, যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল, সেই সংকটের অবসহায়-বিপন্নতায়, আর অপচয় হয় ও পাইকারীভাবে ধ্বংস হয় উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদিত সামগ্রী।^{৮৬৯}

দুই. সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার চূড়ান্ত পরিণতি

সুদী লেনদেনই বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রধান কারণ।^{৮৭০} সুদের কারণে অর্থনীতিতে মারাত্মক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। নিম্ন সুদের হার বিলাসিতামূলক ব্যয় বাড়ায় এবং মুদ্রাস্ফীতিকে ফাঁপিয়ে তোলে; আবার সুদের হার বাড়ানো হলে উৎপাদনশীল খাতেও বিনিয়োগ হ্রাস পায়। ফলে অর্থনীতিতে দারুণ মন্দা দেখা দেয়। পবিত্র কুরআনে সুদের এই ধ্বংসাত্মক পরিণতির কথাই বর্ণিত হয়েছে।^{৮৭১} সুদ অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টির প্রধান উপাদান। অর্থনীতিতে যখন তেজীভাব থাকে তখন সুদের হার বৃদ্ধি পায়। ফলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন কমে যায়, শ্রমিক ছাঁটাই হয় এবং অর্থনৈতিক মন্দার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আবার পুঁজির চাহিদা কমে গেল ব্যাংক সুদের হার কমিয়ে দেয়। ফলে উদ্যোক্তাগণ ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়। এ কারণে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় ও মন্দা কেটে যায়। এভাবে বারবার মন্দা ও তেজীভাবের আবর্তন কোন অর্থনীতির জন্য কল্যাণকর নয়। সুদ ও সুদের হারের বদৌলতে ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্প ব্যবস্থা স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ গতিতে চলার পরিবর্তে একটি ব্যবসায়িক চক্রের (Trade cycle) পড়ে যায়। ফলে তা বারবার মন্দার শিকারে পরিণত হয়।^{৮৭২} সুদ উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে ভোক্তার ক্রয়মূল্যে প্রবেশ করে এবং যখন দ্রব্যমূল্য ভোক্তার ক্রয় ক্ষমতা ছাড়িয়ে যায়, তখন মন্দা থেকে মহা মন্দা দেখা দেয়।^{৮৭৩} একই কারণে বিনিয়োগ, শেয়ার, পণ্য ও মুদ্রা বাজারে দারুণ অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার শিকার হয় দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ মিলটন ফ্রিডম্যান বলেছেন, সুদের হারের অনিশ্চিত ও অনির্ধারিত ওঠানামার ফলে যে কোন দেশের অর্থনীতিতে মারাত্মক অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে।^{৮৭৪} ২০০৮ সালের এক জরিপ মতে, একেকজন আমেরিকানের জিম্মায় গড়ে ১৩ টি করে ক্রেডিট কার্ড রয়েছে।^{৮৭৫} উচ্চ সুদের হারে এসব ক্রেডিট কার্ড (Overdraft) এর ব্যাপক ছড়াছড়ি কার্ডহোল্ডারকে গভীর দেনার মধ্যে নিমজ্জিত করে।

ব্যাংকব্যবস্থায় সুদ গরীব জনগোষ্ঠীর জন্য কখনো কল্যাণকর প্রমাণিত হয়নি। পুঁজির অবাধ এবং অবৈধ ব্যবহারের ফলে সম্পদের পাহাড় গড়তে সুযোগ সৃষ্টি হয় এখানে। গরীব জনগোষ্ঠীর প্রতি যথার্থ দায়িত্ব পালনে এ ব্যবস্থা মোটেই উপযোগী নয়। মানুষে মানুষে বৈষম্য ও শ্রেণি বিদ্বেষ সৃষ্টি করে সুদ। লোভ ও নৈতিক অবক্ষয়ের মাধ্যমে সমাজে অসম প্রতিযোগিতা শুরু হয় সুদের মাধ্যমে। ফলে শিল্পায়নে বাধার সৃষ্টি হয়। সুদী ব্যাংকগুলো সিকিউরিটি এন্ড প্রপিটারিবিটি এর নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। প্রয়োজনীয় সম্পদ দরিদ্র মানুষের মাঝে আবর্তিত হওয়ার পরিবর্তে ধনীদেবের মাঝে আবর্তিত হতে থাকে। জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন (Hman Development Report of UN 1993) অনুযায়ী ১৯৯৩ সালে বিশ্বের মোট জিএনপি এর পরিমাণ ছিল ২৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার যার মধ্যে ১৮ ট্রিলিয়ন ডলার এসেছিল উন্নত বিশ্বের দেশগুলো থেকে। আর বাকী ৫ ট্রিলিয়ন ডলার এসেছিল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো থেকে যাদের জনসংখ্যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৮০%। প্রায় তিন দশক আগে পৃথিবীর দরিদ্রতম ২০% জনগণের কাছে ছিল মোট আয়ের ২.০৩%, ২০০৮-এ তা দাঁড়িয়েছে ১.৪% এ। অপরদিকে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ২০% জনগণের কাছে ছিল মোট আয়ের ৭০%, যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৩ সালে দাঁড়ায় ৮৫%-এ। ২০০৮-এ পৃথিবীর ৪৫% জনগণের আয়ের সমান অর্থের মালিক মাত্র ৩৫৮টি ধনী পরিবার। অপরদিকে বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্টেও একই ধরনের চিত্র ভেসে ওঠে। বিশ্ব ব্যাংকের ২০০০ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে দেখা যায় পৃথিবীর ৫৭% জনগণের (যারা ৬৩ টি দরিদ্র দেশে বাস করে) আয় পৃথিবীর মোট আয়ের ৬%। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে চরম দরিদ্র লোকের সংখ্যা মোটেও কমেনি। ১৯৮৯ -১৯৯৯ সালে উন্নয়নশীল

^{৮৬৮} কার্ল মার্কস, *ক্যাপিটাল*, (নিউইয়র্ক : ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৯৬৭ খৃ.), খ. ৩, পৃ. ২৫০ ও ২৫৯।

^{৮৬৯} এঙ্গেলস, *সোশ্যালিজম : ইউটোপিয়ান এন্ড সায়েন্টিফিক*, (নিউইয়র্ক : ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, খৃ. ১৯৭৮), পৃ. ৬৪।

^{৮৭০} বিচারপতি তাকী উসমানী’র ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ বসুন্ধরা রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা-এর বিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আলিম-উলামাদের জন্য আয়োজিত ‘ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং’ বিষয়ক সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা।

^{৮৭১} <http://prothom-aloblog.com/users/base/myousufs/52>.

^{৮৭২} আল-কুরআন, ২:২৭৬।

^{৮৭৩} ড. ফরিদউদ্দিন আহমাদ, *সুদ বনাম ব্যবসা-বাণিজ্য : ইসলামী দৃষ্টিকোণ, দৈনিক সংগ্রাম*, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২১ বছর পূর্তি সংখ্যা, ২৩ জুলাই ২০০৪, পৃ. ৩৩০।

^{৮৭৪} ড. এম. এ. মান্নান, *ইসলামী অর্থনীতি : তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, (ঢাকা: ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৩ খৃ.), পৃ. ৮।

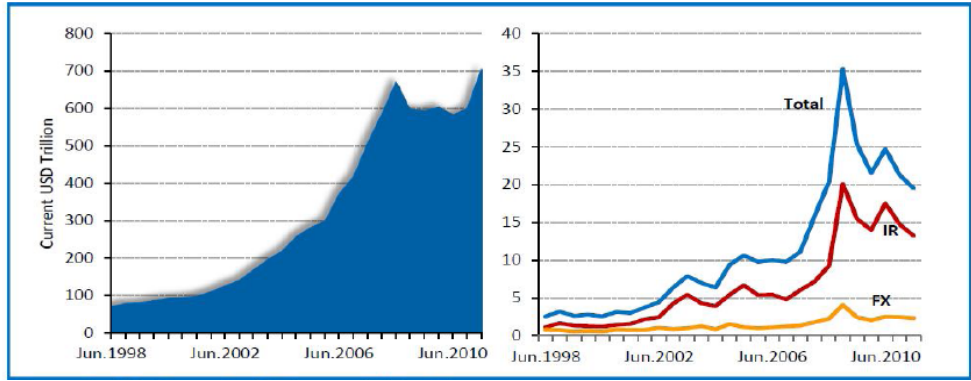
^{৮৭৫} http://sites.google.com/site/manthansaYmayiki2/2008_so_2.

দেশসমূহের উন্নয়ন হার ছিল ১.২% যা পূর্ববর্তী যে কোন বছরের তুলনায় অনেক কম।^{৮৭৫} এ থেকে বোঝা যায় যে, সামাজিক শান্তি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে সুদভিত্তিক ব্যাংকিং-এ তেমন কোন কল্যাণমুখী ব্যবস্থা নেই। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো উন্নয়নশীল ও অনুন্নত বিশ্ব। সুদী ব্যবস্থায় পরিচালিত এসব দেশ কাজক্ষত উন্নয়ন সাধনে সমর্থ হয়নি। সুদের ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যাংকগুলো শহর কেন্দ্রিক হওয়ায় গ্রামীণ এলাকায় প্রাতিষ্ঠানিক শূন্যতা পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে এ সমস্যা প্রকট হয়ে উঠছে। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. কিনস শিল্লায়ন ও মুদ্রাস্ফীতি কমানোর উদ্দেশ্যে সুদকে শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসার পরামর্শ দিয়েছেন। এর অর্থই হলো সুদবিহীন উৎপাদনমুখী ও লাভ-লোকসান অঙ্কীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার কথাই প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিলেন ড. কিনস।

তিন. উদ্ভূত অর্থ (Derivative)-এর অনর্থ ও কৃত্রিম লেনদেনের ছড়াছড়ি

পুঁজিবাদে ব্যাংকের অর্থ বা আমানত সৃষ্টির ক্ষমতা রয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ‘নাই’ (Nothing) থেকে অর্থ সৃষ্টি করে। বাজারে প্রচলিত মোট অর্থের সিংহভাগই ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট কৃত্রিম অর্থ এবং সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত ঋণমুক্ত (Debt-free) অর্থের পরিমাণ খুবই কম। এক গণনায় দেখা গেছে যে, ‘বিশ্বে সর্বমোট ১৫০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের অধিক পরিমাণ উদ্ভূত অর্থ (Derivative) রয়েছে। অথচ বিশ্বের সর্বমোট ১৮৮টি দেশের GDP হচ্ছে মাত্র ৩০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার।^{৮৭৬} ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট এই ভিত্তিহীন উদ্ভূত অর্থ বিশ্ব বাজারে ফটকা কারবারের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। ড. এম. উমর চাপড়ার মতে, অর্থনৈতিক পণ্য ও সেবার মূল্যের চেয়ে ১০ ট্রিলিয়ন বেশি মার্কিন ডলারের ঋণ সৃষ্টি করা হয়েছে।^{৮৭৭} এ বিশাল ঋণের বস্তগত ও বাস্তব ভিত্তি না থাকাতে ঋণের বাজারে বিপর্যয় (Credit Crunch) সৃষ্টি হয়েছে (চিত্র নং ১০)।

চিত্র ১০: প্রচলিত উদ্ভূত অর্থ (Derivative) পণ্যের নমিনাল মূল্য (বামে) এবং বাজার মূল্য (ডানে)^{৮৭৮}



লগ্নি ফটকাবাজার বিস্ফোরণ ঘটায় ক্ষেত্রে ডেরিভেটিভ ও হেজ ফাণ্ডগুলোও ভূমিকা রাখে। বৈদেশিক মুদ্রা ও সুদের হারের ডেরিভেটিভ চুক্তি নিয়ে দৈনিক বেচাকেনা ২০০১ সালের এপ্রিল মাস থেকে ২০০৮ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে আনুমানিক ৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২.৪ ট্রিলিয়ন ডলার। শেয়ার বাজারের প্রতিষ্ঠানগত তালিকা বহির্ভূত ডেরিভেটিভসমূহের আনুমানিক পরিমাণ ২০০৬ সালের জুন মাসের শেষ নাগাদ ছিল ২৮৩ ট্রিলিয়ন ডলার। এই পরিমাণটি হচ্ছে পৃথিবীতে এক বছরে উৎপাদিত সকল সামগ্রী ও সেবার ছ’গুণ। ডেরিভেটিভের কর্মকাণ্ডের অব্যাহত গতি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায় আরেকটি তথ্য থেকে। তথ্যটি হচ্ছে : ২০০৬ সালের প্রথমার্বে ঋণ ডেরিভেটিভের বিশ্ব বাজার ৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৬ ট্রিলিয়ন ডলার। এ বাজার গত চার বছর ধরে (২০০৬ সালের পূর্ববর্তী) বছরে একশ শতাংশের বেশি হারে বেড়েছে।^{৮৭৯} কিছু বিশ্লেষক ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান অ্যালান গ্রীনস্প্যান, অর্থমন্ত্রী রবার্ট রুবিন এবং এস.ই.সি. চেয়ারম্যান আর্থার লেভিটের মতই ডেরিভেটিভস হিসেবে পরিচিত আর্থিক উপকরণ নিয়ন্ত্রণ না করার পক্ষপাতি।^{৮৮০} এসব বিশ্লেষকদের মতে এটি হচ্ছে একটি সুনির্দিষ্ট ধরনের ডেরিভেটিভের ধস যা মর্টগেজ সমর্থিত সিকিউরিটি এবং এটি ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক সঙ্কটের সৃষ্টি করেছিল। এটা ছিল অ্যালান গ্রীনস্প্যানের কার্যক্রম এবং

^{৮৭৫} মুহাম্মদ নুরউদ্দিন কাওছার, পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বৈশ্বিক আর্থিক মহামন্দা: ইসলামী অর্থব্যবস্থাই একমাত্র প্রতিষেধক, আলোর দ্বীপ, (ঢাকা: লুমিনাস স্টুডেন্ট ওয়েল ফেয়ার ফাউন্ডেশন, মে ২০১১ খৃ.), পৃ. ১৪।

^{৮৭৬} বিচারপতি তাকী উসমানী, সুদ নিষিদ্ধ: পাকিস্তান সূত্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

^{৮৭৭} ড. মাহমুদ আহমাদ, টাকার গন্ধ, (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, ২০০৯ খৃ.), পৃ. ২২।

^{৮৭৮} Islamic Finance in OIC Member Countries, OIC Outlook Series, May 2012, Ibid, Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for IslaYmic Countries, P. 3.

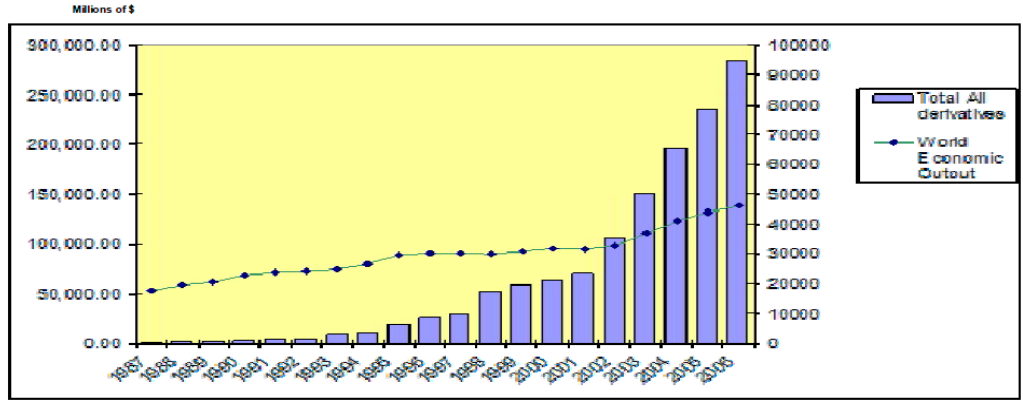
^{৮৭৯} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

^{৮৮০} অ্যাঙ্কন ফেইওলা, এলেন নাকাশিমা এবং জিল ড্রু, কি ভুল হয়েছিল, ওয়াশিংটন পোস্ট, ১৫ অক্টোবর ২০০৮।

নিষ্ক্রিয়তা যা ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি করেছে যা গোটা বিশ্বে ভয়াবহ অর্থনৈতিক সুনামির ধ্বংসাত্মক ছোবল রেখে চলেছে। এটর্নি টিমথি ডি, নাইয়েগেল একথা লিখেছেন। তিনি আরো বলেন, গ্রীনস্প্যান হচ্ছেন বহু অর্থনৈতিক সমস্যার রূপকার যে সব সমস্যা গোটা বিশ্বে বিরাট বিস্ফোরণের সৃষ্টি করেছে।^{৮৮১}

অর্থের নিজস্ব কোন উপযোগ নেই। কিন্তু পুঁজিবাদে অর্থকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। একজন ব্যবসায়ী যেমন কেনা দামের চেয়ে বেশি দামে কোন পণ্য বিক্রয় করতে পারে তেমনি অর্থের মালিকও অর্থকে তার Face Value-এর চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রয় করতে পারে। এভাবে অর্থ দিয়ে অর্থ লাভের প্রচেষ্টা যে কোন অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। প্রতিদিন পৃথিবীব্যাপী যে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার লেনদেন হয় তার শতকরা ৯৫ ভাগই হচ্ছে কৃত্রিম লেনদেন। এর সঙ্গে প্রকৃত লেনদেনের (Real Transaction) কোন সম্পর্ক নেই। দৈনিক প্রায় ১.২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমমূল্যের অর্থ বিনিময় হচ্ছে যা বিশ্ব বাণিজ্যমূল্যের পঞ্চাশ গুণের অধিক। এ লেনদেনের শতকরা ৯৫ ভাগই হচ্ছে ফটকামূলক। ১৯৯০ সালে বৃটেনের প্রাচীনতম ব্যাংক ব্যারিংস-এর পতনে এটাই দেখা গেছে।^{৮৮২} অর্থকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করাকে ১৯৩০-এর মন্দার কারণ হিসাবে দায়ী করেছিল মন্দার কারণ চিহ্নিত করণের জন্য গঠিত 'Economic Crises Committee'। BIS^{৮৮৩} এর সর্বশেষ হিসাবানুযায়ী, বিশ্বে মোট Derivatives এর পরিমাণ (সিডিএস-এর ৫৪.৬ ট্রিলিয়ন ডলারসহ) আনুমানিক ৬০০ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি, যা আকারে বিশ্ব অর্থনীতির চেয়ে প্রায় দশগুণ। বিশ্বে মোট ইকোনমিক আউটপুট ও ডেরিভেটিভ এর পরিমাণ নিচের চিত্রে (চিত্র নং ১১) দেখানো হয়েছে।

চিত্র ১১: বিশ্বের মোট সম্পদ বনাম ডেরিভেটিভ (১৯৮৭-২০০৬)^{৮৮৪}



চার. সাব-প্রাইম মর্টগেজ সঙ্কট

ক. সাব-প্রাইম মর্টগেজ ঋণ

সাব-প্রাইম মর্টগেজ হলো এমন এক ধরনের ঋণ, যা এমন ঋণগ্রহীতাকে প্রদান করা হয়েছে যার যথেষ্ট সামর্থ্য নেই এবং অতীতে ঋণ গ্রহণের পর তা পরিশোধের রেকর্ড যার দুর্বল।^{৮৮৫} এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমেরিকার জনগণের মধ্যে আবাসন চাহিদা তীব্রতর হয়। ব্যাপক চাহিদার কারণে সেখানে ফ্ল্যাট ব্যবসায় খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এ সময় ব্যাংকগুলো ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য যাচাইবাছাই না করে সহজ শর্তে যাকে-তাকে বাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ প্রদান করে। সামর্থ্যের অভাবে ঋণগ্রহীতা যথা সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে পারেনি। আবার ওভার ভ্যালুয়েশন করে ফ্ল্যাটের মূল্য বেশি দেখানো হয়েছিল বলে তা বিক্রয় করেও মূল টাকা আদায় করা সম্ভব হয়নি। এ কারণে ঋণদাতা ও ঋণের ওপর ইস্যুকৃত বিভিন্ন সিকিউরিটিতে বিনিয়োগকারীগণ ক্রমাগতভাবে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ফলে সৃষ্টি হয় অর্থনৈতিক মন্দা। সাব-প্রাইম মর্টগেজ ক্রেইসিস থেকে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা সূচিত হয়েছে। কিন্তু সাব-প্রাইম মর্টগেজ ক্রেইসিস সৃষ্টির কারণ কী, তা অনুসন্ধান জরুরি। ড. কবির হাসান দেখিয়েছেন যে, সাব-প্রাইম মর্টগেজ ক্রেইসিস সৃষ্টির মূলে যেসব উপাদান সক্রিয় ছিল সেগুলো হলো :

❖ সুদ,

^{৮৮১} এটর্নি টিমথি ডি, নাইয়েগেল, গ্রীনস্প্যান ফিঙ্গার প্রিন্টস অল ওভার এনডিউরিং মেস, আমেরিকান ব্যাংকার, অক্টোবর ১৭, ২০০৮।

^{৮৮২} বিচারপতি তাকী উসমানী, সুদ নিষিদ্ধ: পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

^{৮৮৩} The Bank for International Settlements (BIS) একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। এটি কেন্দ্রীয় 'ব্যাংকসমূহের ব্যাংক' হিসাবে (bank for central banks) হিসেবে কাজ করে। ১৯৩০ সালের ১৭ মে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাটি বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এর হেড অফিস সুইজারল্যান্ডের বাসেল-এ। (<http://www.bis.org>).

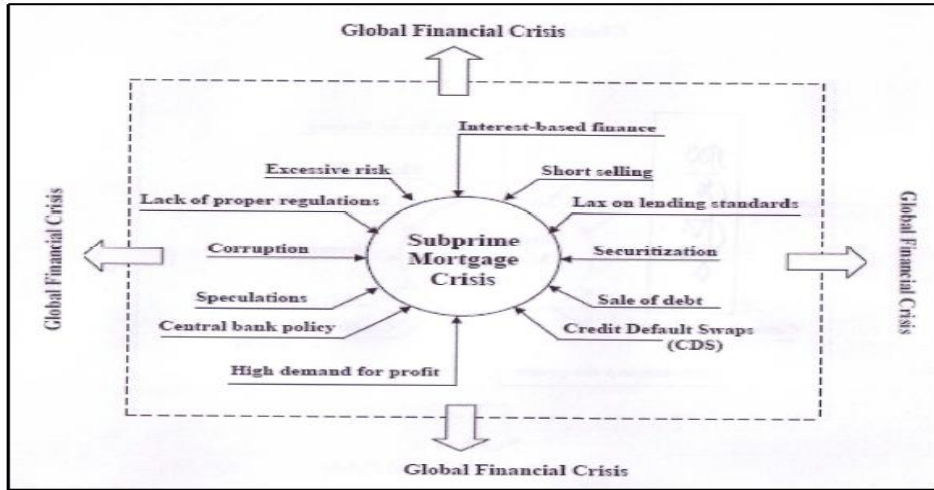
^{৮৮৪} <http://www.safehaven.com/article-7104.htm>, accessed on 15 January 2010.

^{৮৮৫} www.investopedia.com, accessed on 25 February 2015.

- ❖ ঋণ বিক্রয়,
- ❖ সিকিউরিটাইজেশন,
- ❖ দুর্নীতি,
- ❖ ফটকাবাজি,
- ❖ অবাধ অর্থনীতি,
- ❖ ডেরিভেটিভস ও
- ❖ শর্ট সেলিং।

সাব-প্রাইম মর্টগেজ ক্রাইসিস সৃষ্টির উক্ত উপাদানগুলো মূলত পুঁজিবাদী অর্থনীতির অত্যাৱশ্যকীয় সরঞ্জাম বা tool (চিত্র নং ১২)। একটি টেকসই ও স্থিতিশীল অর্থনীতির জন্য এ সরঞ্জামগুলো অনেকটা আত্মঘাতী শত্রুর মতো। এগুলোর ধারাবাহিক ব্যর্থতার অনিবার্য পরিণতিই হলো বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা।^{৮৮৬}

চিত্র ১২: সাব-প্রাইম মর্টগেজ ক্রাইসিস-এর ফলে মন্দার সৃষ্টি^{৮৮৭}



বর্তমান সময়ে যুক্তরাষ্ট্র এই সঙ্কটে ভুগছে যা অতিরিক্ত হঠকারী ঋণের একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। ‘ঋণ রূপান্তর’ মডেলের অর্থাৎ পদ্ধতি এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুখ্য ও তা থেকে সৃষ্ট ঋণকে মিশিয়ে বন্ধক প্রদানকারী সব কিছুকেই এক কাতারে নিয়ে আসা হয়। এই মিশিয়ে ফেলা ঋণ বা ‘কোলেটারাইজড ডেবট অবলিগেশন’ (সিডিও) বিক্রির মাধ্যমে ঋণ খেলাপি হওয়ার সব ঝুঁকি সর্বশেষ ক্রেতার ঘাড়ে চাপানো হয়। অথচ সে সাধারণভাবে এই দায়ভার বহনে অনিচ্ছুক। এরপর এ ধরনের ঋণ কেনাটা (আন্ডাররাইটিং) আর লাভজনক থাকেনি। পরিণামে ঋণের পরিমাণ এর গুণগত মানের চেয়ে গুরুত্ব পেতে থাকে এবং সাব-প্রাইম ঋণ গ্রহিতা ও ফটকাবাজীদের কাছে ঋণের পরিমাণ দ্রুত বাড়তে থাকে (সারণী নং ২)। এর সঙ্গে যুক্ত হয় অন্যায্য ও প্রতারণামূলক ঋণ। যেগুলো অনেক ক্ষেত্রে সঠিকভাবে যাচাই করা হয়নি। বাজারে শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থাও এক্ষেত্রে কাজে আসেনি। বাজার তত্ত্বাবধায়করা প্রতারণার বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে যথাযথভাবে তাদের কাজ করতে ব্যর্থ হন।^{৮৮৮} ফলে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশে অনেক ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে গেছে অথবা সরকারি সাহায্য নিয়ে টিকে আছে। কিছু ব্যাংক জাতীয়করণও করা হয়েছে। এটা বাজারে এক অনিশ্চিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে এবং ঋণ সঙ্কটকে আরও দীর্ঘায়িত করে। ফলে যোগ্য ব্যাংকগুলোরও পক্ষেও অর্থলগ্নীকারী পাওয়া কঠিন হয়ে যায়। পরিস্থিতি দেখে সবার মধ্যে একটা লুকানো ভয় কাজ করতে শুরু করে।^{৮৮৯}

^{৮৮৬} জন বেলানি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাণ্ডজ, পৃ. ৪৫-৫১; এম. কবির হাসান, গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস: কজেজ, কনসিকুয়েন্সেস এন্ড রিমেডিস, অর্থনীতি গবেষণা, মুহাম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত, অর্থনীতি গবেষণা, (ঢাকা: এ জেড কম্পিউটার এন্ড আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ২০১০ খৃ.), সংখ্যা ১১, পৃ. ৪৩।

^{৮৮৭} এম. কবির হাসান, প্রাণ্ডজ, সংখ্যা ১১, পৃ. ৪৩।

^{৮৮৮} আদেল আহমেদ, প্রাণ্ডজ, পৃ. ১০১।

^{৮৮৯} প্রাণ্ডজ, পৃ. ১০১।

সারণী ২: আমেরিকায় সাব-প্রাইম লোনের বিস্তৃতি^{৮৯০}

সাল	মোট মর্টগেজ লোন (বিলিয়ন ডলার)	প্রাইম লোন (বিলিয়ন ডলার)	গাব-প্রাইম লোন (বিলিয়ন ডলার)	মোট লোনের কত শতাংশ সাব-প্রাইম
১৯৯৪	৭৭৩.১০	৭৩৮.১০	৩৫	৪.৫০
১৯৯৭	৮৫৯.১০	৭৩৪.১০	১২৫	১৪.৫০
২০০০	১০৪৮	৯১০	১৩৮	১৩.২০
২০০৩	৩৯৪৫	৩৬১০	৩৩৫	৮.৫০
২০০৪	২৯২০	২৩৮০	৫৪০	১৮.৫০
২০০৬	২৯৮০	২৩৮০	৬০০	২০.১০

দীর্ঘ মন্দার ভীতি ক্রেডিট কার্ড প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন ও ডেরিভেটিভ ডিলারদের খেলাপির দিকে নিয়ে যায়। যখন অতিরিক্ত হটকারী ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতা ঠিকমতো ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় তখন 'কোলেটারালাইজড ডেট অবলিগেশন' নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠানগুলো খেলাপি হওয়া থেকে রেহাই পেতে সুরক্ষা চায়। এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ হিসেবে 'হেজ ফান্ড' দেয়া হয়। এ ধরনের সুরক্ষা তহবিল কেবল প্রকৃত ক্রেডিটরের কাছে গেলে কোন সমস্যা ছিল না। কিন্তু বাস্তবে এই সুরক্ষা তহবিল নিয়ে শুরু হয় ফটকাবাজি এবং দফায় দফায় তা চলতে থাকে।^{৮৯১} আমেরিকানরা নতুন নতুন বাড়ি কিনতে থাকেন। বর্তমান বাড়িগুলো দিয়ে নতুন নতুন বন্ধকী ঋণ নিতে থাকেন। তাদের বাড়ির যে দাম তারচেয়ে বেশি অনুপাতে বন্ধকী ঋণ নেন। এছাড়াও যাদের প্রকৃতপক্ষে বাড়ি কেনার সামর্থ্য ছিল না তাদের জন্য নতুন নতুন ধরনের বন্ধক ব্যবস্থা দাঁড় করানো হলো (অপেক্ষাকৃত চড়া হারের সুদে 'সাব-প্রাইম' বন্ধক; এগুলোকে এমন রূপ দেয়া হলো যে, দেখে মনে হতে থাকলো এগুলো সাধারণ মধ্য)। এসব বন্ধক ব্যবস্থার মধ্যে ছিল : কয়েক বছর সুদের হার থাকবে খুব কম, এরপরে সুদের হার হয় বিন্যাসযোগ্য বা এমন বন্ধক, যেখানে বাড়ির দামের পুরোটাই ঋণ দেয়া হয়। সুদের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলে এবং সে সম্ভাবনা বাস্তবে রয়েছে, পূর্ববর্তী ঋণের ব্যয় অনেক খানার জন্যই যন্ত্রণাকর হয়ে ওঠে, ক্রমবর্ধমানভাবে বন্ধকীর জন্য বাড়ি হাতছাড়া হয়, দেউলিয়া হওয়ার ঘটনা ঘটে, ক্রেডিট কার্ডে ঋণের ওপর লেট ফি ও হার বৃদ্ধি পায়। যারা বিন্যাসযোগ্য সুদের হারে বন্ধক ঋণ নিয়েছিলেন, বাড়ির দামের পুরোটাই ঋণ করেছিলেন, তাদেরকে অধিকতরহারে বন্ধক ঋণের সুদ পরিশোধ করতে হচ্ছে। আবার একই সাথে কোনো কোনো জায়গায় বাড়ির দাম কমে যাচ্ছে। ফলে তারা দ্বিমুখী সমস্যায় পড়ছেন।^{৮৯২} ফ্লোরক্রোজার বা নিষ্ক্রয়-সমাপ্তি অর্থাৎ বাড়ি বন্ধকের অর্থ পরিশোধ করতে না পারায় বাড়িটি ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়ে নেয়ার ঘটনা ২০০৬ সালে নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। এমনকি যাদের ক্রেডিট রেটিং বা ঋণযোগ্যতা ভাল তাদের মধ্যেও এ ঘটনা ঘটেছে। তবে এ ধরনের বন্ধক থেকে বন্ধক-দালালরা, মূল ঋণদাতা ব্যাংকগুলো, ঋণ বন্টনকারীরা এবং ভাল মানের ঋণের সাথে এ ধরনের ঋণ এক সাথে একটি গাঁটের মত করে এগুলোর ক্রেতা 'হেজ ফান্ড' ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা অনেক অর্থ বানিয়ে নেয়। বিজনেস উইক পত্রিকা বলছে, 'এ খেলায় হাতে অর্থ না থাকা মালিকরা ছাড়া সবাই জেতে।'^{৮৯৩} আর্থিক সঙ্কট সৃষ্টির কারণ হিসেবে 'সাব-প্রাইম ট্রাইসিস'^{৮৯৪} ব্যাপকভাবে আলোচিত। Subprime মানে Prime (মুখ্য) নয়, তার কাছাকাছি কিছু। আমেরিকার ফ্যানি মে (Fannie Mae)^{৮৯৫}-এর মাপকাঠি^{৮৯৬} অনুযায়ী ঋণ পরিশোধে পুরোপুরি সক্ষমতা (অর্থাৎ ১. ক্রেডিট স্কোর ৬২০-এর ওপরে; ২. মোট আয়ের ৪৫

^{৮৯০} এডওয়ার্ড এম গ্রামলিচ (২০০৪) এবং জয়েন্ট ইকনমিক কমিটি (২০০৭) এর তথ্য অবলম্বনে সারণীটি প্রস্তুত করেছেন জিতেন নন্দী, কলকাতা; http://sites.google.com/site/manthansamayiki2/2008_so_2.

^{৮৯১} আদেল আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

^{৮৯২} জন বেলামি ফস্টার ও ফেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

^{৮৯৩} উদ্ধৃত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

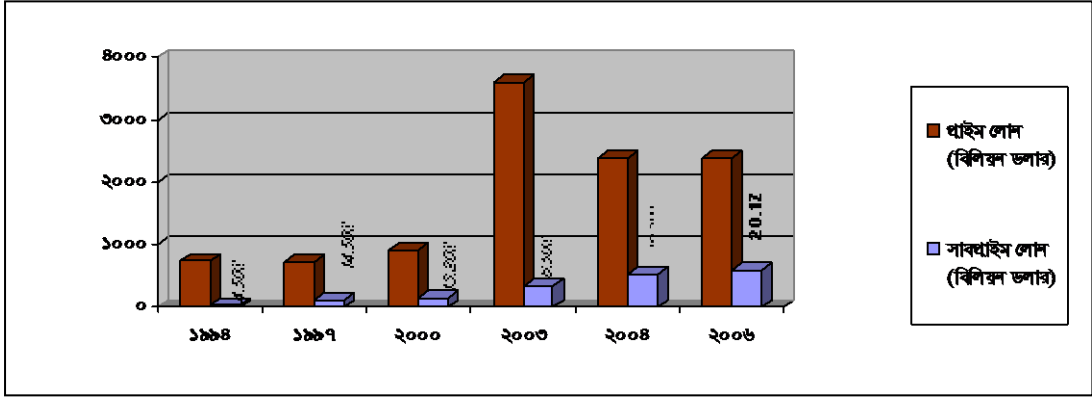
^{৮৯৪} সাবপ্রাইম মর্টগেজ এর সংজ্ঞায় ইনভেস্টোপিডিয়ায় বলা হয়েছে, A subprime mortgage is a type of loan granted to individuals with poor credit histories (often below 600), who, as a result of their deficient credit ratings, would not be able to qualify for conventional mortgages. Because subprime borrowers present a higher risk for lenders, subprime mortgages charge interest rates above the prime lending rate. (<http://www.investopedia.com/A4/answers/07/subprime-mortgage.asp>).

^{৮৯৫} Fannie Mae নামে পরিচিত The Federal National Mortgage Association (FNMA) ১৯৩৮ সালের মহামন্দার সময়ে প্রতিষ্ঠিত একটি যৌথ অংশীদারি কোম্পানি। প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশ্বখ্যাত অনলাইন বিশ্বকোষ উইকিপিডিয়ায় বলা হয়েছে, The corporation's purpose is to purchase and securitize mortgages in order to ensure that funds are consistently available to the institutions that lend money to home buyers. (http://en.wikipedia.org/wiki/Fannie_Mae).

^{৮৯৬} আমেরিকায় ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রে প্রাইম রেট একটি সূচক হিসেবে কাজ করে। 'ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল' এই রেট প্রকাশ করে। একে সূচক হিসেবে ধরে নিয়ে সেখানে অন্যান্য ঋণ যেমন স্টুডেন্ট লোন, হোম লোন, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদির ক্ষেত্রে সুদের হার ঠিক করা হয়। আমেরিকার 'ফেডারেল ন্যাশনাল মর্টগেজ এসোসিয়েশন' ফ্যানি মে-এর মাপকাঠি অনুযায়ী প্রাইম ঋণগ্রহীতা হচ্ছেন: ১. যেসব ঋণ

শতাংশের বেশি ঋণের দায় মেটাতে খরচ হবে না এবং ৩. ১০% ডাউন পেমেণ্ট দেয়ার যোগ্যতা) রাখে না-এমন ঋণগ্রহীতা হচ্ছেন সাবপ্রাইম। ১% সুদের যুগে সাধু, অবসাধু পন্থায় অযোগ্য (সাবপ্রাইম) লোকদেরকে ব্যাপকভাবে ঋণ দেয়ার ফলে আমেরিকার অর্থনীতিতে সৃষ্টি হয়েছে গভীর সঙ্কট। মার্কিন ও বৃটিশ সরকার ফিন্যানশিয়াল ইন্ডাস্ট্রির নিয়ম-কানুন শিথিল করে সর্বনাশের বীজ বপন করেছিল। এছাড়া মার্কিন সরকারের Community Reinvestment Act^{৮৯৭} ব্যাংকগুলোকে সাব-প্রাইম ঋণগ্রহীতাদের ঋণদানে বাধ্য করেছিল। নিম্নে সঙ্কট পূর্ববর্তী প্রাইমলোন ও সাব-প্রাইমলোনের তুলনামূলক চিত্রে বর্তমান সাব-প্রাইম ক্রাইসিসের কারণ অনুধাবন করা যায় (চিত্র নং ১৩)।

চিত্র ১৩: আমেরিকায় সাব-প্রাইম লোনের বিস্তৃতি^{৮৯৮}



স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওরস-এর ভাষ্য মতে, ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মর্টগেজ রেট-এর উর্ধ্বমুখী সমন্বয়ের কারণে খেলাপি বেড়ে যায় এবং যুক্তরাষ্ট্রে আবাসন মূল্য ২০০৬ সালের সর্বোচ্চ অবস্থান থেকে ২০%-এর বেশি পড়ে যায়।^{৮৯৯} এরপর সাব-প্রাইম এবং অ্যাডজাস্টেবল রেট মর্টগেজ-এ খেলাপি হার দ্রুত গতিতে বাড়তে থাকে। বড় বড় যেসব অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান ঋণ নিয়ে সাব-প্রাইম এমবিএস-এ ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করেছিল আবাসন মূল্য কমে যাওয়ায় সেগুলো গুরুতর ক্ষতির সম্মুখীন হয়। আবাসনের দাম মর্টগেজ লোন-এর চেয়েও নিচে নেমে যায়। এতে বাড়ির মালিকদের জন্য অধিবসহণের সুযোগ (বন্ধকি চুক্তি অনুযায়ী সম্পত্তি দখলের অধিকার প্রয়োগ) নেয়াই আর্থিকভাবে লাভজনক হয়ে দাঁড়ায়। দাম অব্যাহতভাবে কমতে থাকলে 'অ্যাডজাস্টেবল রেট মর্টগেজ'-এর আওতাভুক্ত ঋণগ্রহীতারা সুদের ক্রমবর্ধমান হারের সঙ্গে যুক্ত উচ্চতর পরিশোধ এড়াতে আর পুনঃঅর্থায়ন করতে পারলেন না।^{৯০০} স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওরস-এর এক গবেষণায় জানা যায়, এতে খেলাপি আরো বেড়ে যায়। ২০০৮ সালে ঋণদাতারা প্রায় ২৩ লাখ সম্পত্তির বিরুদ্ধে অধিবসহণ মামলা করে, যা ছিল ২০০৭ সাল থেকে ৮১% বেশি। ২০০৮ সালের আগস্টের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সব মর্টগেজ-এর ৯.২% হয় ক্রটিপূর্ণ ঘোষণা, না হয় অধিবসহণ করা হয়। এক বছরের মাথায় এ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪.৪%।^{৯০১}

খ. সিকিউরিটাইজেশন (Securitization)

আমেরিকার বিনিয়োগ ব্যাংকগুলো সবচেয়ে বেশি দিয়েছিল ঋণপূর্ণ সাব-প্রাইম লোন। এই লোনের বিপরীতে ইস্যু করা হয়েছিল বিভিন্ন সিকিউরিটি। যখন ঋণগুলোর মেয়াদোত্তীর্ণ হলো তখন এর বিপরীতে ইস্যু করা সিকিউরিটিগুলো ঋণিতে পড়ে গেল। এ সময় লোকজন সিকিউরিটিজে নতুন বিনিয়োগ করার পরিবর্তে তারা ক্রয়কৃত পুরাতন সিকিউরিটিগুলো বিক্রয় করে অর্থ উঠিয়ে নিতে শুরু করল। এক সঙ্গে বিপুল অর্থ পরিশোধে ব্যাংকগুলো হিমশিম খেল। অবশেষে তারা

গ্রহীতার ক্রেডিট স্কোর ৬২০-এর ওপরে; ২. যাদের মোট আয়ের ৪৫ শতাংশের বেশি ঋণের দায় মেটাতে খরচ হবে না এবং ৩. বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মূল্যের ১০% ডাউন পেমেণ্ট দিতে সক্ষম-এমন ব্যক্তি।

^{৮৯৭} Community Reinvestment Act (CRA) একটি আমেরিকান আইন। যার মূল বক্তব্য হল, বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং সংগঠিত প্রতিষ্ঠান স্থানীয় এলাকার নিম্ন ও মধ্যবিত্তসহ বিভিন্ন শ্রেণী-গোষ্ঠীর চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ দিতে হবে। কংগ্রেস ১৯৭৭ সারে আইনটি পাশ করে। (http://en.wikipedia.org/wiki/Community_Reinvestment_Act)। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন এই আইনের কারণে ব্যাংকগুলো ঋণ পরিশোধে অক্ষম এমন স্থানীয় লোককে ঋণ দিতে বাধ্য হয়েছে।

^{৮৯৮} http://sites.google.com/site/manthansa/mayiki2/2008_so_2

^{৮৯৯} উদ্ধৃত: মাইকেল বাসলার, আর্থিক সঙ্কট : পশ্চিমা বনাম ইসলামী ব্যাংকিং, ইসলামী ব্যাংকিং, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ডিসেম্বর ২০১৪), পৃ. ১১৬; National Trend of Home Price Declines Continues Through the Third Quarter of 2008 According to the S&P/Case-Shiller Home Price Indices, স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওরস, ২৫ নভেম্বর ২০০৮, পৃ. ১।

^{৯০০} মাইকেল বাসলার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬-১১৭।

^{৯০১} উদ্ধৃত: প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬-১১৭; National Trend of Home Price Declines Continues Through the Third Quarter of 2008 According to the S&P/Case-Shiller Home Price Indices, স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওরস, ২৫ নভেম্বর ২০০৮, নিউ ইয়র্ক।

নিজেদেরকে দেউলিয়া ঘোষণা করতে বাধ্য হলো। বাজার বিশ্লেষকগণ মনে করেন এসব সিকিউরিটিজ ইস্যুর সময় ঝুঁকির মাত্রা যথাযথভাবে নির্ণয় করা হয়নি।^{৯০২}

গ. মর্গেজ বেকড বন্ড (Mortgage Backed Bond)

ঋণের ওপর তৈরি বাড়ি বিক্রি করার জন্য আমেরিকায় রয়েছে নিলামকৃত সম্পত্তি বাজার। ২০০৭ সালের দিকে এই ধরনের বাজারে প্রদান করা ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলার। যা মার্কিন জিডিপি (GDP) প্রায় এক-দশমাংশ। এভাবেই Subprime-Mortgage Bank-গুলো আরো বেশি মুনাফা করার জন্য ঝুঁকির পরিমাণ চিন্তা না করে বিনিয়োগ করতে থাকলো।^{৯০৩} পশ্চিমা অর্থব্যবস্থায় বর্তমান সঙ্কট যে কারণে এত প্রকট হয়েছে তার মূলে রয়েছে মর্গেজ বেকড বন্ড (Mortgage Backed Bond)।^{৯০৪} বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক ব্যাংক (মানুষের সঞ্চয় কৃত অর্থ) মিচুয়াল ফান্ড প্রতিষ্ঠান (সাধারণ মানুষের বিনিয়োগকৃত অর্থ), পেনশন ফান্ড প্রতিষ্ঠান (চাকুরীজীবীদের পেনশনের কিস্তির অর্থ), বীমা প্রতিষ্ঠান (সাধারণ মানুষের বীমা পলিসির কিস্তি হতে প্রাপ্ত অর্থ) এই মর্গেজ বেকড বন্ড তৈরি করতে থাকে। এর মাধ্যমে বাজারে আরো বেশি অর্থায়নের সুযোগ তৈরি হয়। শুধুমাত্র এই ধরনের মার্কিন প্রতিষ্ঠানই নয় বরং ইউরোপ, এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, প্রাচ্য ও অস্ট্রেলিয়াসহ সারা বিশ্বের বিভিন্ন বড় বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠান এই ধরনের ঋণপত্রে বিনিয়োগ শুরু করে। লক্ষ্যণীয়, যে সকল প্রতিষ্ঠান এই মর্গেজ বন্ড কিনছে তারা মোটেও জানতে পারছে না যে মার্কিন এই মর্গেজ ব্যাংকগুলো কোথায়, কি পরিমাণে এবং কত ঝুঁকিতে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করেছে। আর কতইবা এই মর্গেজ বাজারের প্রকৃত ঝুঁকির পরিমাণ। Credit Rating প্রতিষ্ঠানসমূহ মর্গেজ ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপকদের যোগসাজসে এই সেক্টরের বিনিয়োগ ঝুঁকির পরিমাণ প্রকৃত ঝুঁকির পরিমাণ থেকে কম বলে রিপোর্ট বের করতে থাকে। সাধারণ মানুষ যারা বীমা প্রতিষ্ঠানে টাকা দেয় বীমা পলিসির জন্য; যারা পেনশন ফান্ড কোম্পানিতে মাসিক কিস্তি দেয় বৃদ্ধ অবস্থায় পেনশন পাবার জন্য; যারা ব্যাংকে টাকা জমা দেয় ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সমস্যা হতে মুক্ত থাকার জন্য, তাদের পক্ষে এই সব বিনিয়োগের ঝুঁকি জানা একদমই অবসম্ভব।^{৯০৫}

২০০৭-০৯ মন্দাকালীন যেহেতু সাব-প্রাইম ব্যাংকের ইস্যুকৃত মর্গেজ বেকড বন্ড ঝুঁকিপূর্ণ ছিল, Federal National Mortgage Association বা সংক্ষেপে Fannie Mac/FNMA এই ঝুঁকির পরিমাণ কমানোর জন্য এই সব ঋণ পত্রের বিনিময় গ্যারান্টি প্রদান করে নতুন ঋণপত্র বিক্রি শুরু করে। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় Credit SWAP। যেহেতু Fannie Mac একটি মার্কিন সরকারি প্রতিষ্ঠান, যা বাংলাদেশের House Building Finance Corporation (BITBFC) এর মত, তাই এই প্রতিষ্ঠানটির গ্যারান্টির বিপরীতে ইস্যুকৃত মর্গেজ বেকড বন্ড আস্তে আস্তে বাজারে জনপ্রিয় হতে থাকলো। ২০০৭ সালে এই বাজারের মোট মূল্য দাঁড়ায় ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলার। এখানে লক্ষ্যণীয়, যে প্রতিষ্ঠানটি এই গ্যারান্টি প্রদান করলো তার নিজের আর্থিক অবস্থাই নাজেহাল। ২০০৭ সালের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৮৮২.৫ বিলিয়ন ডলার। অথচ নিজস্ব মূলধন হলো মাত্র ৪৪ বিলিয়ন ডলার। এইভাবে SWAP এর মাধ্যমে Fannie Mac প্রাইভেট মর্গেজ ব্যাংকগুলোকে আরো বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ঋণ বিক্রির মাধ্যমে ব্যবসা করার জন্য উৎসাহিত করলো।^{৯০৬} তাছাড়াও শেয়ারবাজার, বন্ডবাজার, বিভিন্ন ধরনের ঋণপত্র, margin trading, ডেরিভেটিভস ও হেজফান্ড ইত্যাদি জটিল কাণ্ডে সম্পত্তির মাধ্যমে এই সেক্টরে প্রকৃত সম্পত্তির মূল্যের তুলনায় অধিক হারে ঋণ তৈরি-বিক্রয় শুরু হলো। ২০০৭ সালে এ বাজারের পরিমাণ ছিল ১.৭ ট্রিলিয়ন ডলার। অথচ এর বিপরীতে অধিক পরিমাণ ঋণ বিক্রির ফলে ঋণ বাজারের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫১ ট্রিলিয়ন ডলার, শেয়ারবাজারের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৮ ট্রিলিয়ন ডলার এবং এসবের বিপরীতে ডেরিভেটিভস বাজারের পরিমাণ ছিল ৫০০ ট্রিলিয়ন ডলার। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সেই একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের কোন ব্যক্তির একটি বাড়ি তৈরির বিষয়কে কেন্দ্র করে বাণিজ্যিক ব্যাংক, মর্গেজ ব্যাংক, সাব-প্রাইম মর্গেজ ব্যাংক নিলামে বাড়ি

^{৯০২} রহমাতুল্লাহ খন্দকার, বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় ইসলামিক ফাইন্যান্স, ইসলামিক ফাইন্যান্স, (ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকিং অব বাংলাদেশ, মে ২০১০ খৃ.), সংখ্যা ৬, পৃ. ১৫।

^{৯০৩} বিশ্বব্যাপী পুঁজি বাজারের ধ্বস, পুঁজিবাদের ব্যর্থতা এবং খিলাফতের সমাধান, রিটার্নঅবইসলাম.ব্লগপোস্ট.কম, এক্সেস: ২ সেপ্টেম্বর, ২০১২; http://returnofislām.blogspot.com/2012/09/blog-post_9300.html

^{৯০৪} উদাহরণস্বরূপ, একটি সাব-প্রাইম মর্গেজ ব্যাংক কয়েকজনকে গৃহঋণ দিয়েছে। যার বিপরীতে জামানত হল নির্মিতব্য গৃহটি এবং ধরা যাক সব মিলিয়ে ঋণ দিয়েছে ২ কোটি ডলার। এখন মর্গেজ ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানটি এই ঋণের বিপরীতে মাসিক বা ত্রৈমাসিক বা অর্ধ-বাৎসরিক বা বাৎসরিক কিস্তি পাবে। যার মাধ্যমে ঋণ আদায় হবে। এখন প্রতিষ্ঠানটি আরো বেশি অর্থ বিনিয়োগ করার জন্য এই প্রাপ্য কিস্তির (ভবিষ্যতে পাবার) বিপরীতে অন্যের কাছ থেকে (যেমন: প্রাইম মর্গেজ ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক ব্যাংক ইত্যাদি) কাছ থেকে বিভিন্ন ঋণ দলিল বিক্রি করে আরো ঋণ গ্রহণ করল। আর এই নতুন ঋণপত্র তৈরিতে মর্গেজ লোন থেকে প্রাপ্ত কিস্তি হতে সুদ প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেয়। এর ফলে ঋণ কিস্তি একটি ত্রয় বিক্রয়ের সামগ্রী হয়ে পড়ে। একেই বলা হয় মর্গেজ বেকড বন্ড (Mortgage Backed Bond)।

^{৯০৫} বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাজারের ধ্বস, পুঁজিবাদের ব্যর্থতা এবং খিলাফতের সমাধান, প্রাগুক্ত।

^{৯০৬} প্রাগুক্ত।

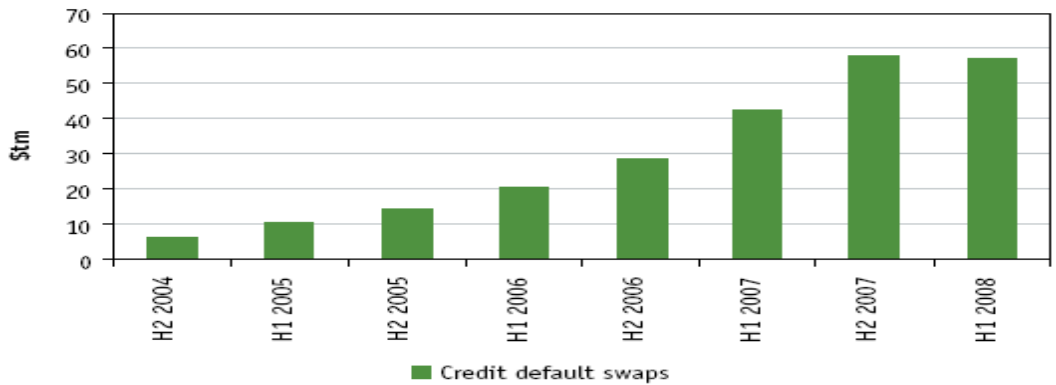
বিক্রির বাজার, পেনশন ফান্ড, মিউচুয়াল ফান্ড, লিজিং ফার্ম, বীমা প্রতিষ্ঠানসহ সবাই কিভাবে ব্যবসা করছে। আর সুদ হচ্ছে এই সমস্ত ব্যবসায়ের মূল অনুসর্গ।^{৯০৭}

আর্থিক মন্দার সময়ে ২০০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি অন্যান্য দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যখন বুঝতে পারে তারা ইউএস-এর মার্গেজ বাজারে বিনিয়োগকৃত টাকা উদ্ধার করতে পারবে না তখন তারাও বন্ড বাজারে বিক্রি আরো বাড়িয়ে দিল। আস্তে আস্তে এর প্রভাব শেয়ার বাজারেও পড়তে থাকে। ব্যাপকহারে শেয়ার এবং Derivative securities বিক্রির ফলে একে একে বিভিন্ন বন্ড ও শেয়ার বাজারে দাম কমতে শুরু করে এবং বিভিন্ন বড় বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যাপকহারে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। পশ্চিমা Central bank-গুলো মাত্র ৪৮ ঘন্টা সময়ের মধ্যে প্রায় ৩০০ বিলিয়ন ডলার নগদ অর্থ আর্থিক বাজারে সরবরাহের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করলো। যেহেতু মার্গেজ বন্ড বাজারের পরিমাণ ছিল ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলার, বন্ড বাজারের পরিমাণ ছিল ৫১ ট্রিলিয়ন ডলার, শেয়ার বাজারের পরিমাণ ছিল ৪৮ ট্রিলিয়ন ডলার এবং এসবের বিপরীতে ডেরিভেটিভস বাজারের পরিমাণ ছিল ৫০০ ট্রিলিয়ন ডলার তাই শুরু হলো ভয়াবহ অর্থনৈতিক সঙ্কট। অনেক ব্যাংক দেউলিয়ার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। যাদের মাঝে রয়েছে বৃটেনের Northern Rock, সুইজারল্যান্ডের USB, ১৮৫ বছরের পুরাতন আমেরিকান ব্যাংক Lehman Brothers. এই সমস্যার ফলে USA, Japan, UK, Germany, France, ইটালি, অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের অনেক দেশে প্রকৃত উৎপাদন কমে গেছে। মার্গেজ লোন নিয়ে করা বাড়িগুলো নিলামে উঠছে। USA-তে প্রত্যেক দশ সেকেন্ডে ১টি বাড়ি নিলামে বিক্রি হয়, যার দাম ২০১১ সালের তুলনায় প্রায় ৬৭% কমে গেছে। বিলাস পণ্যের ভোগ কমে গেছে। মন্দা পরবর্তী USA-তে গাড়ি বিক্রি কমে গেছে প্রায় ৭৮%, দাম কমেছে প্রায় ৪০%। চীনে অনেক ফ্যাক্টরী বন্ধ হয়ে গেছে, কারণ ক্রেতারা তাদের ক্রয় ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। বাংলাদেশেও প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার গার্মেন্টস বাজারের পতন পরিলক্ষিত হয়েছে। আমেরিকার প্রায় বড় বড় ৭০০ কোম্পানি নতুন অর্ডারতো দূরে থাক, পুরাতন অর্ডারগুলোও তুলে নিচ্ছে।^{৯০৮}

পাঁচ. ক্রেডিট ডিফল্ট সোয়াপ (CDS)

Credit Default Swap (CDS) হলো এক ধরনের ক্রেডিট ডেরিভেটিভ কিংবা দুই পক্ষের মাঝে সম্পাদিত এক ধরনের চুক্তি, যেখানে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে কিস্তিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষ এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তৃতীয় পক্ষ ব্যর্থ হলে সে প্রথম পক্ষকে তার পাওনা পরিশোধ করে দেবে। প্রথম পক্ষকে buyer, দ্বিতীয় পক্ষকে seller এবং তৃতীয় পক্ষকে বলা হয় reference entity। ঋণের ঝুঁকি স্থানান্তরের ক্ষেত্রে বিগত ৭ বছরে (২০০৪ সাল থেকে) আমেরিকায় CDS খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল (চিত্র নং ১৪)।^{৯০৯}

চিত্র ১৪: CDS-এর আউটস্ট্যান্ডিং প্রবৃদ্ধি^{৯১০}



CDS মূলত ইস্যুরেপ পলিসির মতো। এর পেছনের বাস্তব কোন সম্পদের অস্তিত্ব থাকে না। এর দ্বারা ফটকাবাজি করে বিশ্বব্যাপী ঋণের ঝুঁকি স্থানান্তর করা হয়। Subprime Mortgage Crisis-এর পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে CDS-এর বিপর্যয়

^{৯০৭} প্রাগুক্ত।

^{৯০৮} প্রাগুক্ত।

^{৯০৯} রহমাতুল্লাহ খন্দকার, বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় ইসলামিক ফাইন্যান্স, প্রাগুক্ত, সংখ্যা ৬, পৃ. ১৫।

^{৯১০} Miranti Kartika Dewi & Ilha'ym Reza Ferdian, *Isla'ymic Finance: A Therapy for Healing the Global Financial Crisis*, www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2009/10/Isla'ymic-Finance-A-Therapy-for-Healing-the-Global-Financial-Crisis.pdf.

শুরু হয়। সাব-প্রাইম মার্গেজ^{১১১} বাজার বেশি লাভজনক হওয়ায় বড় বড় ব্যাংকগুলো এতে নানান উপায়ে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে আরো বেশি অর্থায়ন এবং বেশি মুনাফা অর্জনের সুযোগ গ্রহণ করে। ক্রেডিট ডেরিভেটিভস (Credit Derivatives)^{১১২} নামক চুক্তির মাধ্যমে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান তার বন্ধকী সম্পত্তি অন্য কোন জামিনদারের নিকট বিক্রি না করেই সমস্ত ঝুঁকিসমেত ঋণের স্বত্ব Mortgage backed Security (MBS)^{১১৩} আকারে হস্তান্তর করার বিধান করে। আর্থিক ক্ষেত্রে নানা উদ্ভাবনের ফলে ব্যাংক বা ঋণদাতা সংস্থা 'সিকিউরিটাইজেশন' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আইনগতভাবে এই হস্তান্তর চালিয়ে যেতে পারত। অথচ এমন পরিস্থিতিতে বাড়িঘরের ভবিষ্যৎ দামের ওপর অনুমান করে SWAP^{১১৪} নামে এক ধরনের ফটকা কারবার গড়ে তুলেছিল। এতে ব্যাংকের বিনিয়োগ ঝুঁকি আরো বৃদ্ধি পেয়ে যায়। The Bank for International Settlements (BIS)-এর বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, দীর্ঘ সময় ধরে মাত্রাতিরিক্ত ও অবিবেচনাপ্রসূত ঋণের বিস্তার এ সঙ্কটের মূল কারণ।^{১১৫} তাছাড়া ড. আবুল হাসান এর মতে, রিয়েল ইকোনমি^{১১৬} এর চেয়ে ফাইন্যান্সিয়াল ইকোনমি^{১১৭}-এর মূল্যবৃদ্ধি অর্থনৈতিক সংকটের কারণ।

ছয়. ফটকাবাজি, জুয়া, প্রতারণা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি

পশ্চিমা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোতে ফটকামুখী প্রবণতার ব্যাপক বৃদ্ধি বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কটের অন্যতম কারণ।^{১১৮} অর্থনীতিবিদ কিনসের মতে, উৎপাদন সংস্থার প্রবাহমান শ্রোতের ওপর ফটকাবাজির বৃদ্ধি তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু সংস্থাটি যদি নিজেই ফটকাবাজির ঘূর্ণিপাকে বৃদ্ধিতে পরিণত হয় তখনই বিপদ দেখা দেয়।^{১১৯} মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঠিক এই ঘটনাটিই ঘটেছে। পুঁজিবাদে ফটকাবাজি, জুয়া ও হাউজি একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। এগুলোর মাধ্যমে একপক্ষ সহজেই আঙ্গুল ফুলে কলাগাছে রূপান্তরিত হয় এবং অন্য পক্ষ নিমিষেই নিঃস্ব হয়ে যায়। দেখা যায় যে, বৈদেশিক মুদার বিনিময় মার্কেট, শেয়ারমার্কেট সবকিছুর মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে জুয়া ও ফটকাবাজি রয়েছে, যা অর্থনৈতিক সঙ্কটকে ত্বরান্বিত করেছে।^{১২০} যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ি বন্ধক দিয়ে লোন প্রদানের জন্য ব্যাংকের পাশাপাশি বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, যারা শুধু বাড়ি বা অন্যান্য সম্পদ বন্ধক রেখে লোন দেয়। যেমন, ফেনি মে, বিয়ার স্টিয়ার্নস, ইন্ডিম্যাক প্রভৃতি নির্বিচার লোন দেয়ার ফলে টাকা খাটাতে অসমর্থ লোকজন বাড়িঘর হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছিল। আর এটি করেছে সাব-প্রাইম বন্ধকী লোনের মাধ্যমে। সাব-প্রাইম লোন (Sub-Prime loan) হলো যে সব লোকজনের অর্থনৈতিক অবস্থা মাঝে মধ্যে খারাপ হয়েছে নেই এমন লোকদের লোন দেয়া। তবে এতে বন্ধকী জিনিসের দাম যেমন কম ধরা হয়, তেমনি সুদের হারও থাকে বেশি। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিকল্পনা ছিল কিস্তি দিতে না পারলেই তাদের বাড়িঘর বাজেয়াপ্ত করা হবে। আর এ বাজেয়াপ্ত করণ নীতি নির্মমভাবে পরিহাস করেছে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সাথেও। কারণ হাউজিং ব্যবসায় ধ্বস নামার কারণে যে বাড়িগুলো তারা বাজেয়াপ্ত করেছে তা পানির দামের পর্যায়ে চলে এসেছে। রোজ নামে এক মহিলা ব্যবসায়ী বলেছেন: 'আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো লোন প্রদানে অসমর্থ লোকদের বাড়ি বাজেয়াপ্ত করে অধিক দামে বিক্রি করতে চেয়েছিল কিন্তু দেখা গেল নিজেদের প্যান্টই খুলে পড়ে গেছে।' পল ক্রেইগ বলেন, 'বাজার নয়, লোভকে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। বাজারকে লোভের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।'^{১২১}

ঋণ বিস্ফোরণের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে লগ্নি ও লগ্নি ফটকাবাজির বৃদ্ধি এত ঘটেছে যে, যার জুড়ি পাওয়া যায় না। আর যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ক্রমবর্ধমানভাবে ঋণের উচ্চহার দিয়ে উদ্দীপিত হয়েছে। পুঁজিবাদী উৎপাদনে 'প্রকৃত' অর্থনীতিতে (অর্থাৎ যেখানে প্রকৃতপক্ষে কিছু উৎপাদন হয় বা সেবা দেয়া হয়) নতুন বিনিয়োগ থেকে মুনাফা করা আরো কাঠন হয়ে পড়লে স্থবিরতা মোকাবেলায় পুঁজির বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে একটি হচ্ছে লগ্নি ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো। এর সাথে

^{১১১} Subprime মানে Prime (মুখ্য) নয়, তার কাছাকাছি কিছু। আমেরিকার Fannie Mae এর মাপকাঠি অনুযায়ী ঋণ পরিশোধে পুরোপুরি সক্ষমতা রাখে না-এমন ঋণগ্রহীতা হচ্ছেন সাবপ্রাইম। ১% সুদের যুগে সাধু, অবসাধু পন্থায় অযোগ্য (সাবপ্রাইম) লোকদেরকে ব্যাপকভাবে ঋণ দেয়ার ফলে আমেরিকার অর্থনীতিতে সৃষ্টি হয়েছে গভীর সঙ্কট।

^{১১২} ক্রেডিট ডেরিভেটিভ হচ্ছে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি স্থানান্তরের একটি চুক্তি।

^{১১৩} বেশি অর্থ বিনিয়োগ করার জন্য প্রাপ্য কিস্তির (ভবিষ্যতে পাবার) বিপরীতে অন্যের (যেমন: প্রাইম মার্গেজ ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক ব্যাংক ইত্যাদি) কাছ থেকে বিভিন্ন ঋণ দলিল বিক্রি করে আরো ঋণ গ্রহণ করা।

^{১১৪} A swap is a derivative in which two counterparties exchanges certain benefits of one party's financial instrument for those of the other party's financial instrument. The benefits in question depend on the type of financial instruments involved.

^{১১৫} www.tor.cn, BIS প্রতিবেদনের ভাষায়, 'The fundamental cause of today's problems in the global economy is excessive and imprudent credit growth over a long period.'

^{১১৬} পণ্য সামগ্রী, বাড়ি, জমি, মেশিন, কারখানা ইত্যাদি দৃশ্যমান বস্তুর সাথে সম্পর্কিত।

^{১১৭} আর্থিক মূল্য রয়েছে এমন ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য কাগজে দলীল যার মূল্য সাধারণত জনসাধারণের ইচ্ছায় উঠানামা করে।

^{১১৮} হায়দার আকবর খান রনো, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৪০।

^{১১৯} প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৪০।

^{১২০} জন বেলানি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৬১।

^{১২১} উদ্ধৃত: মো: মতিয়ার রহমান, বৈশ্বিক মহা মন্দা উত্তরণের উপায় ও বাংলাদেশের করণীয়, মুহাম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত, অর্থনীতি গবেষণা, (ঢাকা: এ জেড কম্পিউটার এন্ড আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ২০১০ খৃ.), সংখ্যা ১১, পৃ. ১১১।

থাকে প্রতারণা ভরা নানা অপকৌশল। অর্থনীতির অবশিষ্টাংশ থেকে উদ্ধৃত মূল্য আত্মসাৎ করার জন্য এসব করা হয়।^{৯২২} আর্থিক মন্দাকালীন ২০০৭-০৯-এ স্টক বা শেয়ার, ফিউচার, ডেরিভেটিভস, কারেন্সিসহ সব ধরনের আর্থিক দলিলের মাধ্যমে ফটকাবাজার ব্যাপ্তি সত্যিই অবাক করে দেয়। শেয়ারবাজার আর মুদ্রা বাণিজ্য বিশাল বিশাল জুয়াখানার চেয়ে ভিন্ন রূপ নিয়েছে সামান্যই; সেখানে লেনদেনের সংখ্যা ও মূল্য এত বেড়েছে যে, তার সাথে আনুপাতিক বিচারে মূল অর্থনীতির কোন মিল নেই। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, নিউইয়র্ক শেয়ারবাজারে ১৯৭৫ সালে দৈনিক ১৯ মিলিয়ন বা এক কোটি ৯০ লাখ শেয়ার বিক্রি হতো। এ সংখ্যা ১৯৮৫ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ১০৯ মিলিয়ন। তা ২০০৬ সালের মধ্যে বৃদ্ধি পায় ১৬০০ মিলিয়নে, যার মূল্য ছিল ৬০ বিলিয়ন ডলারের বেশি।^{৯২৩} এর চেয়েও বেশি বিশ্ব মুদ্রা বাজারে দৈনিক বাণিজ্য। এ পরিমাণ ১৯৭৭ সালে ছিল দৈনিক ১৮ বিলিয়ন ডলার। তা ২০০৬ সালে দাঁড়ায় গড়ে দৈনিক ১.৮ ট্রিলিয়ন ডলার! এর অর্থ দাঁড়ায় ডলারের হিসেবে মুদ্রা বাণিজ্যের পরিমাণ প্রতি ২৪ দিনে সমগ্র বিশ্বের বার্ষিক জিডিপির সমান হয়ে ওঠে। মুদ্রা ফটকাবাজি বিশেষভাবে আকর্ষণীয়।^{৯২৪}

সাম্প্রতিক বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কটের আরেকটি কারণ মার্কিন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে অর্থনীতিতে ফটকামুখী প্রবণতার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি।^{৯২৫} তবে এটি শুধু ফটকাবাজারি ফল নয়। বরং এ সঙ্কট দীর্ঘমেয়াদি কাঠামোগত কারণেও ঘটেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার দীর্ঘকাল ধরে হ্রাস পাওয়ার এবং আর্থিক নাজুক অবস্থা ও অস্থিরতার মধ্যে এর প্রতিফলন ঘটেছে।^{৯২৬} পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার কেন্দ্রে ধনী দেশগুলোতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার দশকের পর দশক ধরে কমেছে। যুক্তরাষ্ট্রে গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার মুদ্রাস্ফীতির সাথে সমন্বয় করে দেখা যায় ১৯৬০-এর দশকে ৪.৪ শতাংশ থেকে ১৯-এর দশকে ৩.৩ শতাংশে, ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে ৩.১ শতাংশে এবং ২০০০-এর দশকে (২০০ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত) ১.৯ শতাংশে হ্রাস পায়। ‘প্রকৃত অর্থনীতি’তে গভীর অর্থনৈতিক স্থবিরতার এ অবস্থায় অতিরিক্ত পুঁজি প্রবাহিত হয় লগ্নি খাতে। দ্রুত মুনাফার প্রত্যাশায় তা সেখানে যায়। এর ফলে দুর্বল হতে থাকা অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর তৈরি হয় এক বিশাল লগ্নি ওপরকাঠামো। সম্পদ সৃষ্টির কর্মকৌশল হিসেবে ফটকাবাজি লগ্নির ওপর এই অবলম্বনের ফলে দৃশ্যত শূন্য থেকে দেখা যায় বিপুল কৃত্রিম মুনাফা (এবং পুঁজিপ্রাপ্তি), অথচ তার সাথে পণ্য অর্থনীতির কোন বাস্তব সম্পর্ক থাকে না।^{৯২৭} এমন পরিস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রবৃদ্ধি ঘটানোর জন্য দরকার হয়ে পড়ে খানায়, কর্পোরেট খাতে, সরকারে বিপুল থেকে বিপুলতর ঋণ। একই সাথে বেলুনের মতো ফুলে ওঠা গোটা ঋণের জন্য দরকার হয়ে পড়ে তার মধ্যে অব্যাহতভাবে নগদ অর্থ ঢোকানো। শ্রেফ অনিবার্য ধ্বস ঠেকানোর জন্যই তা করতে হয়। বেলুনের মতো হয়ে ওঠা এ ঋণ পনজি^{৯২৮} বা জুয়াচুরি লগ্নির চরিত্র নেয়। এর ফলে আক্ষরিক অর্থে ঋণের বিস্ফোরণ ঘটে। তা ২০০৭ সালে পৌঁছায় অকল্পনীয় স্তরে, যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপির ৩৫০ শতাংশে।^{৯২৯}

সাত. সম্পদের অসম বণ্টন ও আয় বৈষম্য

সম্পদের অসম বণ্টন বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার অন্যতম কারণ। মন্দার সূতিকাগার আমেরিকার ১% এর লোক বর্তমানে সেদেশের ৪০% সম্পদের মালিক।^{৯৩০} শাহ আবদুল হান্নানের মতে, পুঁজিবাদের অনিবার্য ফল হিসেবে বিশ্বের সম্পদ এখন মাত্র শ’ খানেক মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির হাতে পুঞ্জীভূত হয়ে গেছে।^{৯৩১} আমেরিকায় অর্থনৈতিক মন্দার পূর্ববর্তী সময়ে আয় বৈষম্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিত্তবানদের তোষণ করা ছিল রুশ প্রশাসনের মূল বৈশিষ্ট্য। যুক্তরাষ্ট্রের তিনজন শীর্ষ শিল্পপতির মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৪৮টি স্বল্পোন্নত দেশের মিলিত GDP-এর চেয়ে বেশি। মন্দার পূর্ববর্তী ৭ বছরে বিত্তবানদের আয় বেড়েছে ৬শ’ ৭০ বিলিয়ন ডলার। আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় ১ শতাংশ মানুষের আয় সবচেয়ে দরিদ্র ৫০ শতাংশ মানুষের আয়ের চেয়ে বেশি। মন্দার প্রাক্কালে দরিদ্র মানুষের আয় কমলেও ওয়াল স্ট্রিটের শীর্ষ নির্বাহীদের বেতন-ভাতা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছিল। কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগকৃত পুঁজি লাভসহ ফিরে আসাটা নির্ভর করে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বিক্রয় হওয়ার ওপর। কিন্তু জনগণের ক্রয়ক্ষমতা না থাকলে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী অবিক্রীত থেকে যায়। এভাবে চলতে চলতে এক সময় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো দেউলিয়ায় নিপতিত হয়। ওয়াল স্ট্রিট ২০০০ সালের মার্চ থেকে ২০০২ সালের অক্টোবর এর মধ্যে ফেটে যাওয়ায় শেয়ার বাজার মূল্যে যে লোকসান হয়, তার অর্ধেক (স্ট্যান্ডার্ড এন্ড পুওরস ফাইভ হান্ড্রেডের হিসেব অনুসারেও) দু’বছর পরে আবার অর্জিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ

^{৯২২} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

^{৯২৩} প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭; <http://www.nyse.com>।

^{৯২৪} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

^{৯২৫} হায়দার আকবর খান রনো, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

^{৯২৬} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

^{৯২৭} প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

^{৯২৮} পনজি নামে এক ব্যক্তি কার্যত জুয়াড়ির মতো করে লাভ দেখায়, সে অনুসারে এ নাম।

^{৯২৯} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

^{৯৩০} <http://one-simple-idea.com/DebtAndMoney.htm>, accessed on 20 March 2015.

^{৯৩১} শাহ আবদুল হান্নান, বিশ্ব অর্থব্যবস্থার দু’টি প্রধান সমস্যা ও এর সমাধান, প্রাগুক্ত।

১৯৮৫ সালে ছিল জিডিপি প্রায় দ্বিগুণ। দু'দশক পরে তা দাঁড়ায় প্রায় সাড়ে তিনগুণ এবং তা সারা পৃথিবীর ৪৪ ট্রিলিয়ন ডলার জিডিপি প্রায় সমান হয়ে ওঠে। বৈদেশিক মুদ্রার গড় দৈনিক লেনদেনের পরিমাণ ১৯৮৯ সালে ছিল ৫৭০ বিলিয়ন ডলার। তা ২০০৬ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ২ দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন ডলার। বিশ্ব ঋণ ডেরিভেটিভ বাজার (ঋণ ঝুঁকি হস্তান্তর বাজার) ২০০১ সাল থেকে বছরে ১০০ শতাংশের বেশি হারে বেড়েছে। নয়া সহস্রাব্দের শুরুতে ঋণ ডেরিভেটিভ নিয়ে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কিন্তু তা ২০০৬ সালের প্রথমার্ধে ফুলে-ফেঁপে ওঠে ২৬ ট্রিলিয়ন ডলারে।^{৯০২}

বিপুল পরিমাণ লগ্নি সম্পদের মালিকানা সুস্পষ্টভাবে পুঁজিপতি শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রধান নির্ধারক বিষয়। লগ্নি সম্পদ ও আয়ের ক্ষেত্রে সমাজে ওপর ও নিচের স্তরের মধ্যে পার্থক্য এখন গগণচুম্বি। যুক্তরাষ্ট্রে ২০০১ সালে লগ্নি সম্পদের (মালিক বসবাস করে এমন বাড়িতে ইকুইটি এর অন্তর্ভুক্ত নয়) মালিক শীর্ষ ১ শতাংশের হাতে জনসংখ্যার নিচের স্তরের ৮০ শতাংশের হাতে থাকা সম্পদের চারগুণের বেশি সম্পদ ছিল যুক্তরাষ্ট্রে জনসংখ্যার সবচেয়ে ধনী ১ শতাংশের হাতে ছিল ১ দশমিক ৯ ট্রিলিয়ন ডলার দামের শেয়ার, এ পরিমাণ বাকি ৯৯ শতাংশের হাতে থাকা শেয়ারের প্রায় সমান।^{৯০৩} যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক দশকগুলোতে আয় বৈষম্য এত বেড়েছে যে, ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের চেয়ারম্যান বেন এস বার্নানকে ২০০৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি 'দি লেবেল এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন অব ইকোনমিক ওয়েলবিং' শীর্ষক এক বক্তৃতায় 'প্রকৃত মজুরির ক্ষেত্রে ব্যাপকতর বৈষম্যের দীর্ঘ মেয়াদি প্রবণতার' ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বার্নানকে বলেন, 'আয় বন্টন স্তরের শীর্ষ ১ শতাংশ খানায় কর প্রদান-পরবর্তী আয়ের অঙ্ক ১৯৭৯ সালে ৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০০৪ সালে দাঁড়ায় ১৪ শতাংশ।' সবচেয়ে ধনী ৬০ জন আমেরিকান ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আনুমানিক ৬৩০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পদের মালিক ছিল। এ পরিমাণ পূর্ববর্তী বছর থেকে প্রায় ১০ শতাংশ বেশি।^{৯০৪}

সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, বৈষম্য দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া ব্যবস্থাটির একচেটিয়া-লগ্নি পুঁজি পর্বের অন্তর্জাত প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। ফটকাবাজি বৃদ্ধি যাতে না ফাটে, সে জন্য বৃদ্ধির বাড়াতে থাকা বজায় রাখতে নতুন নগদ অর্থ ঢালার জন্য লগ্নি ওপর-কাঠামোর চাহিদা দৃশ্যত অন্তর্হীন। এর জন্য দরকার তীব্রতর শোষণ এবং আয় ও সম্পদের আরো অবসম বন্টন। এটা সার্বিক স্থবিরতা সমস্যা তীব্রতর করে।^{৯০৫} বাড়ি নিয়ে ফটকাবাজি হয়ে উঠেছে স্থবিরতা-লগ্নিয়ান গতিশীলতার একটি কেন্দ্রীয় দিক। এটা প্রকৃত মজুরি স্থবির থাকলেও বাড়ি মালিকদেরকে তাদের জীবনযাত্রা পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বজায় রাখার সুযোগ দিয়েছে। বাড়ির বর্ধমান ইকুইটির বিপরীতে ঋণ নিয়ে তারা এটা করার সুযোগ পেয়েছেন। পলিন লিখেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের খানাগুলোর মজুরি এক জায়গায় স্থির থাকা বা কমে যাওয়া শুরু হওয়ায় জীবনমান বজায় রাখার মাধ্যম হিসেবে ঋণের ওপর খানাগুলোর নির্ভরশীলতা বেড়ে যাওয়ায় বিষয়টি প্রায় সবার আগে চিহ্নিত করেন' ম্যাগডফ ও সুইজি।^{৯০৬} কিন্তু গত মন্দার পর থেকে সুদের অল্প হার বাড়ি নিয়ে প্রকৃত ফটকাবাজিকে উৎসাহিত করেছে, আর তা ফুলিয়ে তুলেছে বাড়ি বৃদ্ধি। আজ বাড়ি বৃদ্ধিতে খোঁচা লাগার বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে অস্থিতির একটি প্রধান উৎস হয়ে উঠেছে। ভোক্তা ঋণের সুদ ও মূল্যের একাংশ পরিশোধের পরিমাণ বাড়ছে। এর পাশাপাশি ভোক্তারা উপরিউক্ত সুদাসল পরিশোধে নির্ভর করেছিলেন বাড়ির যে মূল্য বৃদ্ধির ওপর সেটা এখন মিলিয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ১৪৯টি মেট্রোপলিটন এলাকার মধ্যে অর্ধেকের বেশি এলাকায় ২০০৬ সালের শেষ তিন মাসে একটি পরিবার থাকার মত বাড়ির দাম পড়েছে।^{৯০৭} 'ফর্বেস ফোর হাজ্জেড' নামে আমেরিকার সবচেয়ে ধনী যে চারশ' জনের তালিকা তৈরি করা হয়, সেই চারশ' লোকের হাতে থাকা সম্পদের পরিমাণ বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার নিচের দিকে বাস করা অর্ধেক সংখ্যক মানুষের কাছে থাকা সম্পদের সমান। সিটি গ্রুপের একদল বিশ্লেষক সম্প্রতি বলেছেন যে, সম্পদ ও আয় বন্টনের হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশে অবস্থা মাথার দিকে এত ভারী যে, এসব দেশের অর্থনীতিকে 'প্লুটোনোমি' বা অত্যন্ত ধনাঢ্যদের অর্থনীতি হিসেবে অভিহিত করা যায়। এই অর্থনীতিতে শ্রেণির ক্ষুদ্র অঙ্ক গুলো ক্রমবর্ধমানভাবে সমাজের সম্পদের বিপুল অঙ্ক নিয়ন্ত্রণ করে।^{৯০৮}

^{৯০২} ডাউ হেনউড, *আফটার দি নিউ ইকোনমি*, (নিউইয়র্ক : দি নিউ প্রেস, ২০০৫ খৃ.), পৃ. ২৩১; জেরাল্ড এ এপস্টেন, সূচনা, জেরাল্ড এ এপস্টেন সম্পাদিত, *ফাইন্যান্সিয়াল ইজেশন এন্ড দি ওয়ার্ল্ড ইকোনমি*, (নর্দাম্পটন : এডওয়ার্ড এলগার, ২০০৫ খৃ.), ৪; গ্যারি জে শিনাসি, *সেফগার্ডিং ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলাটি*, (ওয়াশিংটন ডিসি : আইএমএফ, ২০০৬ খৃ.), পৃ. ২২৮-২৩২।

^{৯০৩} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, *প্রাণ্ডু*, পৃ. ৮৭; এডওয়ার্ড এন উফ, *চেঞ্জস ইন হাউজহোল্ড ওয়েলথ ইন দি নাইনটিন এইটিজ এন্ড নাইনটিন নাইনটিজ ই দি ইউএস*, (নিউইয়র্ক: দি লেডি ইকোনমিক্স ইন্সটিটিউট অব বার্ড কলেজ, মে ২০০৪ খৃ.), ওয়ার্কিং পেপার নং. ৪০৭।

<http://www.levy.org>.

^{৯০৪} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, *প্রাণ্ডু*, পৃ. ৮৭।

^{৯০৫} *প্রাণ্ডু*, পৃ. ৮৭।

^{৯০৬} উদ্ধৃত : জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, *প্রাণ্ডু*, পৃ. ৮৭।

^{৯০৭} *প্রাণ্ডু*, পৃ. ৮৭-৮৮।

^{৯০৮} *দি রিচেস্ট পিপল ইন এমেরিকা*, ম্যাথু মিলার ডানকান গ্রীনবার্গ সম্পাদিত, (ইউএসএ : ফর্বেস, ২০০৯ খৃ.), আর্থার বি কেনিকেল, পন্ডস এন্ড স্ট্রিমস : *ওয়েলথ এন্ড ইনকাম ইন দি ইউএস, নাইনটিন এটটি নাইন টু টু থাউজেন্ড সেভেন*, ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ড

আট. রিয়েল এস্টেট ব্যবসার পতন

ক. যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ভ্রান্ত আবাসন নীতি

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নীতি সর্বদা নিজস্ব মালিকানাতে উৎসাহিত করে। সেই ১৯৩২ সালে প্রেসিডেন্ট হার্বার্ট হুভার এক ভাষণে বলেছিলেন, ‘আমাদের সবসময় এমন মানুষ প্রয়োজন যাতে নিজস্ব মালিকানা উৎসাহিত হয়।’ তখন থেকেই সরকারি নীতিতে এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা হচ্ছে। সরকারি নীতি হলো, অধিক সংখ্যক নাগরিক যেন অন্যের বাড়িতে ভাড়া থাকার পরিবর্তে নিজ বাড়ির মালিক হয়। তাই বাড়ির মালিক হওয়ার জন্য সেখানে সরকারি হোম মর্টগেজ ও বিশেষ কর রেয়াত কর্মসূচি রয়েছে। ১৯৯৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাড়ির মালিক এমন নাগরিক সংখ্যা ৬২% থেকে ৭০%-এ উন্নীত করতে এক নিবিড় কর্মসূচি গ্রহণ করে। এরই ফল ক্লিনটন প্রশাসনের ‘ন্যাশনাল হোমওনারশিপ স্ট্র্যাটেজি’। ওই কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল ‘বাড়ি কেনার মতো অর্থের অভাব রয়েছে অথবা ডাউনপেমেন্ট দেয়ার মতো আয় নেই এমন নাগরিকদের সহায়তার জন্য সৃজনশীল অর্থায়ন কর্মকৌশল গ্রহণ। এই সরকারি নীতি বাড়ির চাহিদা বাড়িয়ে দিয়ে বাজার পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করে। মর্টগেজ পাওয়ার জন্য ইতঃপূর্বে যে ‘ক্রেডিট স্ট্যান্ডার্ড’ ছিল নতুন নীতিতে তা শিথিল করা হয়। এটা ব্যাংক ও মর্টগেজ কোম্পানিগুলোর জন্য অধিক ঝুঁকির আশঙ্কা সৃষ্টি করলেও ফেনি মে ও ফ্রেডি ম্যাক-এর মতো আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এ ধরনের সাব-প্রাইম মর্টগেজ মূল প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কিনে নিতে এগিয়ে আসে। এতে অন্তর্নিহিত ঝুঁকি প্রথম মর্টগেজ সৃষ্টিকারীর কাছ থেকে আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে স্থানান্তরিত হয়। পরিশেষে এরা মর্টগেজগুলো প্যাকেজে পরিণত করে তা বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে বিক্রি করে দেয়।^{৯৩৯} ২০০০ সালের পর এই প্রচেষ্টা তিনটি ক্ষেত্রে তীব্র হয়ে ওঠে :

প্রথমত: ফেডারেল রিজার্ভ-এর ‘ইন্টারেস্ট রেট পলিসি’ নিম্নমুখী হয় এবং ‘ধারের মূল্য’ (cost of borrowing) ইতিহাসের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে।

দ্বিতীয়ত: বাড়ি কেনার সামর্থ্য নেই এমন মানুষও যেন বাড়ির মালিক হতে পারেন সে জন্য সরকার বিশেষ ঋণ কর্মসূচি গ্রহণ করে। এবং

তৃতীয়ত: বেসরকারি সংস্থাগুলো তাদের নিরাপত্তা ঝুঁকি ও মূল্যের যে হিসাব করেছিল তা হয় অতিমাত্রায় উদার এবং এগুলোর জামানত ছিল মর্টগেজ।^{৯৪০}

দি ইকনোমিস্ট-এর ভাষ্য মতে, ১৯৯৭ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে গতানুগতিক আবাসনের মূল্য ১২০%-এরও বেশি বেড়ে যায়।^{৯৪১} আবাসনের এই চড়ামূল্যের সময় অনেক বাড়ির মালিক বাড়ি কেনার পেছনে নতুন করে অর্থ বিনিয়োগ করে। এটা করা হয় দ্বিতীয় মর্টগেজ গ্রহণের মাধ্যমে। সহজ শর্তে দীর্ঘমেয়াদি লোন প্যাকেজিং, মার্কেটিং ইনসেন্টিভ-এর কারণে আবাসন মূল্য বেড়ে যায়। তখন ঋণগ্রহণকারীদের মনে এমন ধারণা জন্মে যে তারা নিকট ভবিষ্যতে আরো অনুকূল শর্তে পুনঃঅর্থায়ন করতে সক্ষম হবে। এতে তারা কঠিন সব মর্টগেজ গ্রহণে উৎসাহিত হয়। অর্থায়ন বাজারে ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকাররা ‘অ্যাসেট অ্যান্ড মর্টগেজ ব্যাকড সিকিউরিটিজ’ (এবিএস এবং এমবিএস) এবং কোলেটারালাইজড ডেট অবলিগেশনস (সিডিও) সৃষ্টি করে। যা অটোলোন-এর পরিবর্তনশীল হার, ক্রেডিট কার্ড, মর্টগেজ পেমেন্ট এবং আবাসনের মূল্য থেকে তাদের মুনাফা আদায় করে নেয়। ক্রেডিট রেটিং এজেন্সিগুলো এসব সিকিউরিটিকে ‘নিরাপদ রেটিং’ হিসেবে ঘোষণা করে।^{৯৪২} ফলে অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলো সাব-প্রাইম ঋণ প্রদানের জন্য বিনিয়োগ তহবিল লাভে সক্ষম হয়। এতে ‘হাউজিং বাবল’ আরো স্ফীত হয় এবং সেই সাথে অত্যন্ত উঁচু মাত্রায় ‘ফি’ সৃষ্টি করে। ২০০৪ সাল পর্যন্ত সৃষ্ট সব মর্টগেজ-এর ক্ষেত্রে ‘অ্যাডজাস্টেবল রেট মর্টগেজ’ ১০%-এর নিচে থাকে। এরপর তা বেড়ে ২০%-এর কাছাকাছি পৌঁছে এবং ২০০৬ সাল জুড়ে এ অবস্থা চলতে থাকে।^{৯৪৩}

খ. যুক্তরাষ্ট্রে আবাসন বাবল বা বুদবুদ

ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক আউটলুক-এর মতে, যুক্তরাষ্ট্রের আবাসন খাতের এই ধ্বংস বৈশ্বিক আবাসন খাতের ‘বাবল’টি ফাটিয়ে দেয়। এতে রিয়েল এস্টেট খাতের দামের সঙ্গে যুক্ত সিকিউরিটিগুলোর দামও পড়ে যায়। সারা বিশ্বে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যাংক সলভেন্সি, ঋণপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কমে যাওয়া, তারল্য সঙ্কট এবং

ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক আউটলুক-২০০৯-১৩, ২০০৯, পৃ. ৫৫ ও ৬৩; অজয় কাপুর, নিয়াল ম্যাকলেয়ড এবং নরেন্দ্র সিং, *প্লুটোনোমি : বায়িং লান্ডারি এন্ড প্রেসিডেন্ট গ্লোবাল ইমব্যালেন্সেস*, সিটি গ্রুপ রিসার্চ, ১৬ অক্টোবর ২০০৫,

(<http://www.scribd.com/doc/6674234/citigroup-Oct-16-2005-Plutonomy-Report-Part1>);

রিভিউজিং প্লুটোনোমি : দি রিচ গেট রিচার, সিটি গ্রুপ রিসার্চ, ৫ মার্চ ২০০৬,

(<http://www.sevibd.com/doc/6674229/citigroup-Mar-5-2006-Plutonomy-Report-Part-2.>)

^{৯৩৯} মাইকেল বাসলার, *প্রাণ্ডজ*, পৃ. ১১৫-১১৬।

^{৯৪০} *প্রাণ্ডজ*, পৃ. ১১৬।

^{৯৪১} উদ্ধৃত: *প্রাণ্ডজ*, পৃ. ১১৬।

^{৯৪২} *প্রাণ্ডজ*, পৃ. ১১৬।

^{৯৪৩} *প্রাণ্ডজ*, পৃ. ১১৬; বি. বারনানকি, ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব শিকাগোর ৪৩তম বার্ষিক সম্মেলনে ব্যাংক কার্টামো ও প্রতিযোগিতা বিষয়ে বক্তৃতা, বোর্ড অব গভর্নর্স অব ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম, শিকাগো, ইলিনয়, ১৭ মে ২০০৭।

বিনিয়োগকারীদের আস্থা বিনষ্ট হওয়া-এ সবগুলো বিষয় বিশ্বের শেয়ারবাজারে প্রভাব ফেলে। ফলে ২০০৮ সালের শেষ ও ২০০৯ সালের শুরুর দিকে শেয়ারের ব্যাপক দরপতন ঘটে। ঋণ পাওয়া কঠিন হয়ে যায় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমে যাওয়ায় এ সময়টিতে বিশ্বব্যাপী অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ধীর হয়ে পড়ে।^{৯৪৪} যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ি বুদবুদ, তার সাথে দাম বৃদ্ধি এবং বাড়ি পুনঃলগ্নি ও ব্যয় বাড়ছিল দশকের পর দশক ধরে। শেয়ার বাজার ২০০০ সালে গলে পড়া ও তার পরের বছরের মন্দা থেকে অর্থনীতি উদ্ধার পাবার ক্ষেত্রে বুদবুদসহ উল্লিখিত বিষয়গুলো একটি বড় কারণ।^{৯৪৫} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড মগডফ বলেন, ব্যবসার বিনিয়োগ জোরদার না হলে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়বে। ফটকাবাজার বুদবুদগুলো এ বাস্তবতা বিভিন্নভাবে দূরে সরিয়ে রাখতে বা আড়াল করতে পারে, কিন্তু পুরোপুরি তা অতিক্রম করতে পারেনা। তবে অতিপুঞ্জিবন ও অতি উৎপাদন ক্ষমতা আটকে রেখেছে বিনিয়োগ। ফলে সম্ভাব্য ফল হচ্ছে অব্যাহত ধীর প্রবৃদ্ধি, ঋণ আরো বেড়ে ওঠা এবং আর্থিক ব্যবস্থা গলে পড়ার সম্ভাব্যতা। চড়া শোষণ ও ক্রমহ্রাসমান বিনিয়োগের অবস্থায় সহজেই পড়ে যায়, এমন পরিপক্ক পুঁজিবাদী অর্থনীতি অবশেষে কেবল ফেটেই যেতে পারে, এমন নানা বুদবুদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ছাড়া অন্য কোনোভাবে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারে, এমন কোনো অলৌকিক পন্থা নেই।^{৯৪৬} ১৯৪০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ৪৪% লোকের নিজস্ব বাড়ি ছিল, ১৯৬০ সালে তা হয়েছে ৬২% আর বর্তমানে প্রায় ৭০% এর বেশি লোক বাড়ির মালিক। আর এই বাড়ির মালিকানা পাবার প্রবৃদ্ধি হয়েছে ঋণ নিয়ে। বর্তমানে প্রায় ২০% যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের সম্পত্তি হতে দায় বেশি। আর অধিকাংশ দায়ই দীর্ঘমেয়াদী, যা পরিশোধ করতে হয়ত অনেকেরই সারা জীবন পেরিয়ে যায়। বৃটেনের GDP হল ২.৭ ট্রিলিয়ন ডলার। অথচ বৃটেনের জাতীয় ঋণ হল ১১.৫ ট্রিলিয়ন ডলার, যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে GDP ১৩.৮ ট্রিলিয়ন ডলার, National debt ১২.৮ ট্রিলিয়ন ডলার। Service based Industry এবং বিলাসজাত পণ্য ও সেবার ব্যবহারের কারণে তাদের এই অবস্থা। সম্পদ বৃদ্ধির জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের পুঁজি বাজারের উদ্ভব ঘটালো। বিশ্বব্যাপী বন্ড মার্কেটের সাইজ হলো ৪৫ ট্রিলিয়ন, Stock market এর মোট সাইজ হলো ৫১ ট্রিলিয়ন এবং এসব সিকিউরিটিজের ওপর নির্ভর করে গঠিত ডেরিভেটিভস বাজারের সাইজ হলো ৫০০ ট্রিলিয়ন, যা মার্কিন প্রকৃত অর্থনীতির ৩০ গুণ, আর বিশ্ব অর্থনীতির প্রায় ১২ গুণ। অর্থাৎ, পুরো বিশ্বকে ১২ বার বিক্রয় করা হলেও এই ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয়।^{৯৪৭}

নয়. ঋণ নির্ভর অর্থব্যবস্থা

ক. ঋণ নির্ভর বৈশ্বিক অর্থনীতির অসারতা

অধিকাংশ উন্নত দেশ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঋণের তলায় ডুবে গেছে। এ ঋণের পরিমাণ অনেক দেশের GDP-এর পরিমাণ ছাড়িয়ে গেছে। দেখা যায় যে, ১৯৯৭ সালে যুক্তরাজ্যে গৃহস্থালি (Household) ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে তাদের মোট বার্ষিক আয়ের শতকরা ১০০ ভাগে উন্নীত হয়েছে।^{৯৪৮} বিশ্বব্যাপী এই ঋণ নির্ভর ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত রয়েছে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মূল কারণ। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি মূলত দেউলিয়া অর্থনীতি। ওখানকার জনজীবন ও অর্থনীতি নিতান্তই Credit Card নির্ভর। ফলে তাদের জীবন হয়ে পড়ে দায়-নির্ভর। একটি দেশের জনজীবন সঞ্চয় নির্ভর না হয়ে দায় নির্ভর হলে ওই দেশের অর্থনীতি কোনভাবেই Sustainable হতে পারে না। আমেরিকা-ইউরোপের দেশগুলোতে ঋণদানকারী হাজার হাজার আর্থিক প্রতিষ্ঠান পথে-ঘাটে বলতে গেলে দোকান খুলেই অপেক্ষা করছে।^{৯৪৯} সঙ্কট সৃষ্টি পেছনে ঋণদানকারী এ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রাচুর্য ও তাদের সহজলভ্য ঋণও অনেকাংশে দায়ী। আফ্রিকা ও এশিয়ার দরিদ্র দেশগুলোর অর্থনৈতিক দুর্াবস্থার জন্য ঋণ ও সহায়তার নামে দাতাদের শোষণ এবং প্রচলিত শোষণমূলক ক্ষুদ্রঋণ অনেকাংশে দায়ী। বিশ্বে খাদ্যাভাবে থাকা মানুষের ৬৫ শতাংশের বাস ছয়টি দেশে। দেশগুলো হল: ভারত, চীন, ডেমোক্রেটি রিপাবলিক অব কঙ্গো, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান ও ইথিওপিয়া।^{৯৫০}

খ. অপরিণামদর্শী ও মাত্রাতিরিক্ত ঋণের বিস্তৃতি

BIS^{৯৫১}-এর বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, আর্থিক সঙ্কটের মূল কারণ হচ্ছে, দীর্ঘ সময় ধরে মাত্রাতিরিক্ত ও অবিবেচনাপ্রসূত ঋণের বিস্তার।^{৯৫২} এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে ভোক্তার আয়সীমার ৫-৬ গুণ ঋণ প্রদান করা হয়েছিল।^{৯৫৩}

^{৯৪৪} উদ্ধৃত: মাইকেল বাসলার, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১১৬-১১৭; ওয়ার্ল্ড ইকনমিক আউটলুক, সঙ্কট ও পুনরুদ্ধার, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, (নিউইয়র্ক: আইএমএফ, এপ্রিল ২০০৯)।

^{৯৪৫} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড মগডফ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৭।

^{৯৪৬} প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৯।

^{৯৪৭} অকুপাই ওয়ালস্ট্রিট আন্দোলনের প্রেক্ষাপট: মার্কিন পুঁজিবাদের সাম্প্রতিক সঙ্কট, দৈনিক যুগান্তর, ২২ অক্টোবর, ২০১১, পৃ. ১০।

^{৯৪৮} বিচারপতি তাকী উসমানী, সুদ নিষিদ্ধ: পাকিস্তান সুপ্রিমকোর্টের ঐতিহাসিক রায়, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৭৯।

^{৯৪৯} মহিউদ্দিন আহমদ, ক্যাপিটালিজমের ধস ও রাষ্ট্রের ভূমিকা, তাইয়েব.কম, এক্সেস: ১৫ ডিসেম্বর ২০১৪।

(<http://taiyabs.com/2008/10/3786>)

^{৯৫০} হাফিজুর রশীদ, খাদ্যাভাবে শত কোটি মানুষ, দৈনিক প্রথম আলো, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ. ৬।

^{৯৫১} The Bank for International Settlements (BIS) একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা। এটি কেন্দ্রীয় 'ব্যাংকসমূহের ব্যাংক' হিসাবে (bank for central banks) হিসেবে কাজ করে। ১৯৩০ সালের ১৭ মে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাটি বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এর হেড অফিস সুইজারল্যান্ডের বাসেল-এ।

ড. এমাজউদ্দীন আহমদ উল্লেখ করেন, বিশ্বের মোট সম্পদের বিপরীতে বিভিন্ন পর্যায়ে ঋণের পরিমাণ প্রায় দেড়শ গুণ। যুক্তরাষ্ট্রে এর পরিমাণ ২৭০ গুণ।^{৯৪} অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টির এটি একটি বড় কারণ। সরকারি ও ব্যক্তি মালিকানা খাতে ঋণ সৃষ্টিও অর্থনীতিকে তেজী করে। ব্যাংকব্যবস্থায় ব্যাংকগুলো ঋণগ্রহিতাদের কাছ থেকে সুদ ও আসল সংগ্রহ করতো আর সেটার একাংশ দিতো সঞ্চয়কারীদের। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংকগুলো নিজেরাই বিশাল ঋণগ্রহিতা হয়ে উঠে। ঋণ করা অর্থ দিয়ে অর্থ বানানোর চেষ্টায় সব ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোই এখন বিপুল ঋণ করে। ফটকাবাজির জন্য নেয়া আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর এ ঋণ উৎপাদন ক্ষেত্রে সামান্যই উদ্দীপক ভূমিকা পালন করে বা মোটেই করে না। ওই পুঁজি দিয়ে আরো উৎপাদনশীল অন্যান্য কাজে যত মানুষকে নিয়োজিত করা যেতো, সে তুলনায় ফটকাবাজি প্রক্রিয়ায় অনেক কম মানুষ নিয়োগ করা যায় (যেমন, প্রতি শত-কোটি ডলার ঋণ করে সেই অর্থে পরিচালিত ফটকাবাজি অনুসারে যদি হিসাব করা হয়)। ঋণের অর্থ দিয়ে এসব লেনদেন থেকে যে মুনাফা হয়, সেটা কারখানায় বা সেবা খাতে কদাচিৎ বিনিয়োগ করা হয়। অথচ কারখানা বা সেবা খাত কর্মসংস্থান করতে পারে। উল্টো এ ধরনের ফটকাবাজি থেকে করা মুনাফা সাধারণত বিভিন্ন ধরনের আরো ফটকাবাজির মাধ্যমে আরো মুনাফার বা ধনীদেব বিলাসী জীবন-যাপনের জন্য ব্যবহার করা হয়। এর ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আর্থিক প্রসারের প্রধান সুবিধাভোগীদের মধ্যে নব ধন-প্রাচুর্যের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে স্থবিরতা দেখা গেছে।^{৯৫} অর্থ দিয়ে অর্থ বানানোর, মার্কেসের সূত্র অনুসারে এম-এম', চেষ্টায় ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় নতুন নতুন পথ বের করে লগ্নি (ব্যাংক, বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান, বীমা কোম্পানি ও ভূ-সম্পত্তি কোম্পানিগুলোর জোট)। এভাবেই লগ্নি কেবল যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিভিন্ন অঙ্ক কে জোড়া লাগানোর 'আঠা' আর ব্যবস্থাটিকে স্বচ্ছন্দে চলার জন্য লুব্রিকেটিং 'তেল', তা নয়; পরিপক্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে প্রধান কর্মকাণ্ডও হয়ে ওঠে লগ্নি। যুক্তরাষ্ট্রের সকল ঋণের প্রায় এক তৃতীয়াংশের খাতক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো। এগুলো মিলেই হয়েছে সবচেয়ে বড় ঋণ খাত। এটা তো ঠিকই যে, লগ্নি আরো অর্থ বানানোর চেষ্টায় এ সকল ঋণ নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬০ এর দশকে সকল অভ্যন্তরীণ মুনাফার প্রায় ১৫ শতাংশ ছিল লগ্নি খাতের মুনাফা। এটা ২০০৫ সালে পৌঁছলো ৪০ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছে।

গ. ঋণ বিক্রয় (Sale of Debt)

ঋণ বিক্রয় অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টির একটি কারণ। পুরাতন ব্যবস্থায় ব্যাংক কাউকে বাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ দিয়ে ঋণের বিপরীতে বাড়িটি মর্টগেজ হিসাবে গ্রহণ করে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত ঋণ সুদ-আসলে আদায় করে। কিন্তু আমেরিকার ব্যাংক ব্যবস্থায় চলছিল এক অভিনব পদ্ধতি। সেখানে ব্যাংকগুলো ঋণের অর্থ দীর্ঘদিন যাবৎ আদায় না করে ঋণগুলোকে তৃতীয় পক্ষের কাছে সামান্য লাভে বিক্রয় করে দিত। এই তৃতীয় পক্ষ ছিল আমেরিকার Investment Bank। ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের দায়িত্ব ছিল ঋণ আদায় করা। কিন্তু তারা ঋণ আদায় না করে লোন রিকভারি এজেন্সির কাছে হস্তান্তর করে দিত। এভাবে ঋণ বিক্রয় বা স্থানান্তরের কারণে ঋণ পরিশোধের প্রবণতা দারুণভাবে হ্রাস পায়।^{৯৬} মন্দার সূতিকাগার মার্কিন পুঁজি বাজারে ছিল একটার পর একটা ফটকা কারবার।^{৯৭} ক্রেডিট ডেরিভেটিভ (Credit Derivatives)^{৯৮} নামক চুক্তির মাধ্যমে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান তার বন্ধকী সম্পত্তি অন্য কোন জামিনদারের নিকট বিক্রি না করেই সমস্ত ঋণসম্মত ঋণের স্বত্ব 'Mortgage backed Security (MBS)'^{৯৯} আকারে হস্তান্তর করার বিধান

BIS এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট-<http://www.bis.org>.

৯৫২

78th Annual Report of BIS, released on 30 June 2008, p. 3.

৯৫৩

BIS প্রতিবেদনের ভাষায়, 'The fundamental cause of today's problems in the global economy is excessive and imprudent credit growth over a long period.' (www.tor.cn).

৯৫৪

ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, অর্থনৈতিক মন্দায় বিকৃত রাজনীতি, তাইয়েব.কম, এক্সেল: ১৫ ডিসেম্বর ২০১৪।

<http://taiyabs.wordpress.com/2008/10/25/emajuddin/>

৯৫৫

জন বেলামি ফস্টার ও ফেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৪৬।

৯৫৬

প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৫১।

৯৫৭

প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৪৬।

৯৫৮

ক্রেডিট ডেরিভেটিভ হচ্ছে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের ঋণ স্থানান্তরের একটি চুক্তি। বিশ্বখ্যাত অনলাইন বিশ্বকোষ Investopedia-এর ভাষায়, Privately held negotiable bilateral contracts that allow users to manage their exposure to credit risk. Credit derivatives are financial assets like forward contracts, swaps, and options for which the price is driven by the credit risk of economic agents (private investors or governments). (<http://www.investopedia.com/terms/c/creditderivative.asp>).

৯৫৯

Investopedia-এর ভাষায় Mortgage Backed Security বা (MBS) হচ্ছে, 'A type of asset-backed security that is secured by a mortgage or collection of mortgages. These securities must also be grouped in one of the top two ratings as determined by a accredited credit rating agency, and usually pay periodic payments that are similar to coupon payments. Furthermore, the mortgage must have originated from a regulated and authorized financial institution.' Mortgage Backed Security বা MBS 'mortgage-related security' এবং 'mortgage pass through' হিসেবেও পরিচিত। <http://www.investopedia.com/terms/m/mbs.asp>.

ছিল। আর্থিক ক্ষেত্রে নানা উদ্ভাবনের ফলে ব্যাংক বা ঋণদাতা সংস্থা ‘সিকিউরিটাইজেশন’^{৯৬০} প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আইনগতভাবে এই হস্তান্তর চালিয়ে যেতে পারত। বাড়িঘরের ভবিষ্যৎ দামের ওপর অনুমান করে গড়ে উঠেছিল SWAP^{৯৬১} নামে এক ধরনের ফটকা কারবার। সুদের ওঠা-নামার ওপর নির্ভর করে তৈরি হয় Interest Rate SWAP। এমন আরেকটি ফটকা ব্যবসার নাম Credit Default SWAP (CDS)। এ সবেসঙ্গে যুক্ত হয় Option নামে আরেকটি ফটকা কারবার।^{৯৬২} অতিরিক্ত তারল্যের প্রভাবে বাড়ি, গাড়ি, স্থাবর সম্পত্তির পাশাপাশি বিচিত্র সব সামগ্রী (যেমন পেইন্টিং, এন্টিক ইত্যাদি)-এর দামও আকাশে ওঠে যায়। যেমন ২০০৬ সালে আমেরিকায় একটি চিত্রকর্ম (জ্যাকসন পোলকের ‘No. 5, 1948’) ইতিহাসের সব রেকর্ড ভেঙ্গে বিক্রি হয় ১৪০ মিলিয়ন ডলারে।^{৯৬৩}

ঘ. ঋণের বিস্ফারণ

পশ্চিমা ব্যাংকগুলো তাদের মুনাফা বৃদ্ধি করতে অতিমাত্রায় ঋণ দেয়। তারা তাদের আমানতকারীদের সুদসহ আমানত পরিশোধের বিষয়টি নিশ্চিত করতে চায়। এটি ঋণের অবসুস্থ বিস্তার ঘটায় এবং অত্যধিক লিভারেজ সৃষ্টি করে, কম দরকারি ঋণ সৃষ্টি করে, সাধের বাইরে জীবন কাটাতে বাধ্য উৎসাহিত করে।^{৯৬৪} সহজ ঋণপ্রাপ্যতা সরকারি খাতের উচ্চঋণ প্রোফাইল এবং বেসরকারি খাতে সাধ্যবহির্ভূত জীবনযাত্রা আর উচ্চপর্যায়ের বিকল্পকে সম্ভব করে তোলে। এটিই আবার আর্থিক ভঙ্গুরতা এবং ঋণ সঙ্কটের কারণ হয়। ঝুঁকি অঙ্কীদারিত্ব না থাকায় ঋণের সহজপ্রাপ্যতা এবং এর ফলে ঋণের উল্লসফন বৃদ্ধি আর্থিক বাজারে বিশৃঙ্খলার কারণ হয়।^{৯৬৫} ২০০৭ সালে শুরু হওয়া বর্তমান আর্থিক সঙ্কটের ফলে পশ্চিমা ব্যাংকগুলোকে উদ্ধারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপকে তিন থেকে চার ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে হয়েছে। আর্থিক সঙ্কট অর্থবাজারকে সীমিত করে ফেলেছে। আর সম্পত্তি ও স্টকের মূল্যহ্রাস ঘটিয়েছে। একই সাথে ব্যাংকের ব্যর্থতা বেড়েছে এবং বৈশ্বিক অর্থনীতি ও আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ে উদ্বেগের বিস্তৃতি ঘটেছে। এ সব কিছু পশ্চিমা সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থায় মৌলিকভাবে ভুল কিছু রয়ে গেছে মর্মে একটি অস্বস্তিকর অনুভূতি তৈরি করেছে।^{৯৬৬}

ম্যাগডফ ও সুইজি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে ঋণের সম্প্রসারণ ঘটেছে অর্থনৈতিক তৎপরতা (বর্ধিত মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি দিয়ে পরিমাপ করা) চেয়ে অনেক বেশি। তবে দেখা গেল যে, তারা ১৯৮০’র দশকের শুরু থেকে মাঝামাঝি সময় যেটা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, সেটা অর্থনীতিতে ঋণের নজিরবিহীন জোয়ারের অশুভ পূর্বলক্ষণের গোড়ার দিক।^{৯৬৭} অর্থনীতিতে বকেয়া ঋণ বৃদ্ধি এবং এর নিচে থাকা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যকার পার্থক্যই সত্যিই চমকে দেয়ার

^{৯৬০} Securitization হচ্ছে, কোন সম্পদকে ঋণের বিপরীতে সিকিউরিটি হিসেবে রূপান্তরের প্রক্রিয়া। *Investopedia*-এ বলা হয়েছে, ‘Securitization is the process of taking an illiquid asset, or group of assets, and through financial engineering, transforming them into a security.’

<http://www.investopedia.com/A¼/answers/07/securitization.asp>.

wikipedia-এ বলা হয়েছে, Securitisation, in its most basic form, is a method of financing assets. Rather than selling those assets "whole," the assets are combined into a pool, and then that pool is split into shares. Those shares are sold to investors who share the risk and reward of the performance of those assets. (<http://en.wikipedia.org/wiki/Securitization>)। Mortgage Backed Security (MBS) হচ্ছে, securitization এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

^{৯৬১} A swap is a derivative in which two counterparties exchange certain benefits of one party's financial instrument for those of the other party's financial instrument. The benefits in question depend on the type of financial instruments involved. Specifically, the two counterparties agree to exchange one stream of cash flows against another stream. These streams are called the *legs* of the swap. The swap agreement defines the dates when the cash flows are to be paid and the way they are calculated. Usually at the time when the contract is initiated at least one of these series of cash flows is determined by a random or uncertain variable such as an interest rate, foreign exchange rate, equity price or commodity price. (<http://en.wikipedia.org/wiki/Swap>).

^{৯৬২} জন বেলানি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, *প্রাণ্ড*, পৃ. ৪৫-৫২।

^{৯৬৩} A Pollock Is Sold, Possibly for a Record Price, *The New York Times*, 2 November, 2006, প্রতিকারি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, জ্যাকসন পোলকের চিত্রকর্মটি প্রকাশ্য নিলামে ১৪০ মিলিয়ন ডলারে (বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় ৯৮০ কোটি টাকায়) ক্রয় করেন Fintech Advisory Ltd. নামক একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক David Martinez.

^{৯৬৪} ড. এম. উমর চাপড়া, *বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কট : তীব্রতা কমাতে ও ভবিষ্যৎ পুনরাবৃত্তি রোধে সাহায্য করতে পারে ইসলামী অর্থায়ন*, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সঙ্কট বিষয়ে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের গ্লোবাল ফোরামে উপস্থাপনার জন্য প্রস্তুতকৃত নিবন্ধ, ২০০৮, পৃ. ৪।

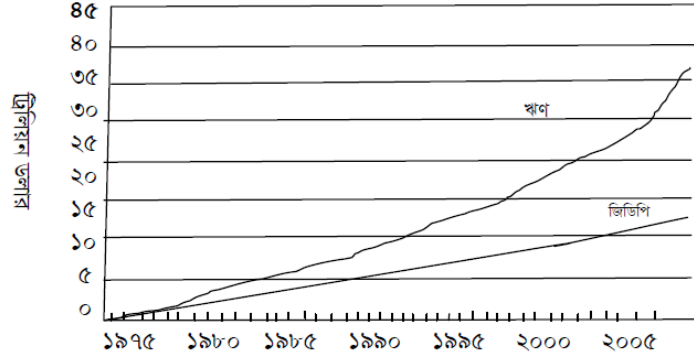
^{৯৬৫} *প্রাণ্ড*, পৃ. ৫।

^{৯৬৬} নিকো পি সোয়ার্জ, ওডিরিল ওটো ইতুমেলং, ওয়ার্থকি, আনিসা জিলাবদিন ও আর কুমার, সুদ প্রহেলিকা : ইসলামী ব্যাংকিংয়ের নৈতিক আবেদন, *ইসলামী ব্যাংকিং*, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, এপ্রিল ২০১৫), পৃ. ১৯।

^{৯৬৭} যুক্তরাষ্ট্রের মোট ঋণের ক্ষেত্রে সরকারি ঋণের পরিমাণ গণ্য করার সময়ে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোর ঋণ অন্তর্ভুক্ত হয়। এসব সংস্থার মধ্যে রয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা সংস্থা বা সোশ্যাল সিকিউরিটি এডমিনিস্ট্রেশন। এ ঋণের পরিমাণ বর্তমানে ৩ ট্রিলিয়ন ডলার। এটা কেন্দ্রীয়

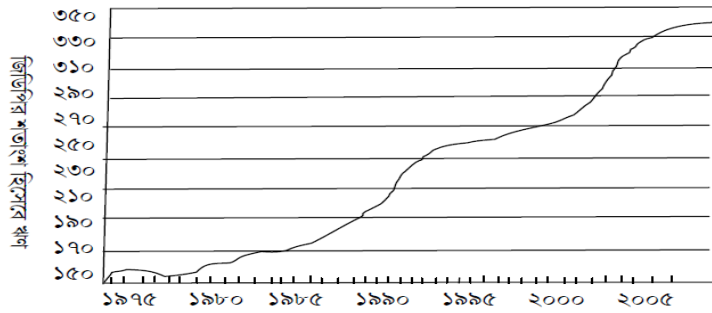
মতো। বকেয়া ঋণ ১৯৭০ এর দশকে ছিল যুক্তরাষ্ট্রের বার্ষিক অর্থনৈতিক তৎপরতার (জিডিপি) প্রায় দেড়গুণ। এটা ১৯৮৫ সালের মধ্যে জিডিপির প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ওঠে (চিত্র নং ১৫)। মোটামুটি এ সময়ে বিষয়টির দিকে ক্রমবর্ধমানভাবে নজর দেয়া হয়।^{৯৬৮}

চিত্র ১৫: জিডিপি মোট ঋণ^{৯৬৯}



যুক্তরাষ্ট্রের মোট ঋণ ২০০৫ সালের মধ্যে দেশটির জিডিপির প্রায় সাড়ে তিনগুণ হয়ে ওঠে (চিত্র নং ১৬)। এ পরিমাণ বিশ্বের জিডিপির ৪৪ ট্রিলিয়ন বা ৪৪ লাখ-কোটি ডলারের চেয়ে খুব একটা কম ছিল না। যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ ১৯৭০ এর দশকের শেষভাগ থেকে প্রায় অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেলেও জিডিপির তুলনায় ঋণ বৃদ্ধির বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৮১-৮৮ সালে। এরপরে তা আবার ঘটে ১৯৯৭-২০০৫ সালে। ১৯৮০'র দশকে জিডিপির তুলনায় ঋণ সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায় যে খাতগুলোতে, সেগুলো ছিল আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ও সরকারি ঋণ। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণ ১৯৮১-৮৮ সালে জিডিপির ২২ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৪২ শতাংশ। আর এ সময়ে সরকারি ঋণ জিডিপির ৪৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পায় ৬৯ শতাংশে। দ্বিতীয় ঋণ বিস্ফোরণের সময় অর্থাৎ ১৯৯৭-২০০৫ সালে আর্থিক ব্যবসার ঋণ জিডিপির শতাংশ হিসেবে আরো বৃদ্ধি পায়। তা জিডিপির ৬৬ শতাংশ থেকে বিস্ফোরণ ঘটে ১০০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। এই দ্বিতীয় পর্বের খানা ঋণও বৃদ্ধি পায়। তা জিডিপির শতাংশ হিসেবে বৃদ্ধি পায় ৬৭ শতাংশ থেকে ৯২ শতাংশ। এর প্রধান কারণ বাড়ি তৈরির তেজী অবস্থার সময়ে বাড়িতে পুনঃলগ্নি এবং ক্রেডিট কার্ডে বর্ধিত ঋণ। অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণ বাড়ছে।^{৯৭০}

চিত্র ১৬: যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনীতির শতাংশ হিসেবে মোট ঋণ^{৯৭১}



ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল লিখেছে, কর্পোরেশনগুলো গত ক বছর ধরে দ্রুত গতিতে ঋণ করছে। অন্য কোম্পানি কেনা, বর্ধমান পুঁজি ব্যয় এবং বেশি লভ্যাংশ দেয়ার জন্য শেয়ার মালিকদের চাপ এবং শেয়ার কিনে নেয়ার এক চেউয়ের মধ্যে মধ্যে এ ঋণ বাড়ছে। ...অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণ বছরের প্রথম তিন মাসে সমাপ্ত ১২ মাসে বেড়ে ৬.৩% বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৫ ট্রিলিয়ন ডলার। এটা হচ্ছে ৫ বছরের মধ্যে বার্ষিক ঋণ বৃদ্ধিও সর্বাধিক হার। ঋণ ২০০৫ সালে ১২ মাস হিসাবে গড়ে

সরকারের মোট ঋণের প্রায় ৪২ শতাংশ। বিশ্বসতভাবে এ ঋণ সরকারের কাছে সরকারের ঋণ হলেও বাস্তবে এটি নির্দিষ্ট জনগণের কাছে ঋণ।

^{৯৬৮} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

^{৯৬৯} প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

^{৯৭০} ম্যাগডফ ও সুইজ, স্ট্যাগনেশন এন্ড দি ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্লোশন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩-১৪৪।

^{৯৭১} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

৫.১% হারে বৃদ্ধি পায়। এ হার ২০০৪ সালে ছিল ২.৭%...^{৯২} আর্থিক এই বিস্ফোরণের অভিজ্ঞতা যেসব কর্পোরেশনের হয়েছে সেগুলোর মধ্যে যে কেবল অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তা নয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এদেরকে ছাড়িয়ে গেছে এদের আর্থিক প্রতিপক্ষরা। ঋণের বিস্ফোরণ যে কেবল নিরঙ্কুশ সংখ্যার হিসেবে ঘটেছে এবং দেশের অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির তুলনায় নাটকীয়ভাবে বেড়েছে, তা নয়; এর গঠন-প্রকৃতিও উল্লেখযোগ্যভাবে পাল্টেছে। আর্থিক খাতের ঋণ ছিল ১৯৭০ এর দশকের গোড়ার দিকে যুক্তরাষ্ট্রের মোট ঋণের প্রায় ১০ শতাংশ। তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৫ সালে দাঁড়ায় মোট ঋণের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।^{৯৩} সার্বিক ঋণ বাড়ছে আর বাড়ছে। কিন্তু অর্থনীতিতে এর উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া কম বলেই দেখা যাচ্ছে। ম্যাগডফ ও সুইজি বলেন, পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে স্থবিরতার দিকে যে প্রবল গতি, তা প্রশমন করা যায় না। আর পরিসংখ্যানটি হচ্ছে, ঋণ সৃষ্টি বা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে একবারে নির্ভুল সম্পর্ক না থাকলেও ১৯৭০ এর দশকে জিডিপিতে বৃদ্ধি ছিল প্রতি ডলার ঋণ বৃদ্ধির মধ্যে প্রায় ৬০ সেন্ট। আর ২০০০ দশকের গোড়ার দিকে তা হ্রাস পায়। প্রতি ডলার নতুন ঋণের মধ্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির অঙ্ক দাঁড়ায় ২০ সেন্টের কাছাকাছি।^{৯৪}

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ (ফেড) এর সাবেক চেয়ারম্যান অ্যালান গ্রীনফ্যান ২০০৫ সালের জুন মাসে কংগ্রেসে বলেছিলেন, ‘আমার ধারণা অর্থনীতির ইতিহাসের একবারে গোড়ার দিক থেকে আমরা শিখেছি যে, মোটামুটি পরিমাণে ঋণ অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার বাড়ায় ও জীবনমান উন্নীত করে। কিন্তু অতিরিক্ত ঋণ তৈরি করে অত্যন্ত গুরুতর সব সমস্যা।’ এমবিজি ইনফরমেশন সার্ভিসেসের প্রধান অর্থনীতিবিদ চার্লস ডব্লিউ ম্যাকমিলিয়ন আরো চাঁচাছোলাভাবে বলেছিলেন, ‘নজিরবিহীনমাত্রায় ঋণের ওপর অর্থনীতির বর্ধমানভাবে নির্ভরতা টিকে থাকতে পারে না। এটা স্পষ্ট। এটা ঝামেলাও তৈরি করে। ...গুরুতর প্রশ্নগুলো হচ্ছে যে, চলতি বেসামাল অবস্থা কখন ও কিভাবে সামাল দেয়া হবে এবং পরিণতি কি দাঁড়াবে?’^{৯৫} ২০০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের খানাগুলো তাদের ঋণের সুদ প্রদান, ইত্যাদি বাবদ সার্ভিস হিসেবে কর প্রদান পরবর্তী বা ব্যয়যোগ্য আয়ের ১৩.৭৫ শতাংশ খরচ করেছে, যা রেকর্ড হার। যারা মজুরি পান তাদের আয় বাড়েনি বা বাড়লেও সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অবস্থায় ২০০৫ সালের জুলাই মাস থেকে ২০০৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত মানুষ আয়ের চেয়ে ১.১ ট্রিলিয়ন ডলার বেশি খরচ করেছেন। এই ব্যক্তিগত নেতিবাচক সঞ্চয় হার মহামন্দার পরে এত বছরের মধ্যে নজিরবিহীন। যুক্তরাষ্ট্রের খানা ঋণ ২০০৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর সমাপ্ত ঐ বছরের নয় মাসে পৌঁছায় ১১.৪ ট্রিলিয়ন ডলারে, যা রেকর্ড। এর আগে ১৯৮৫ সালে এ ঋণ সবচেয়ে দ্রুতহারে বেড়েছিল। মোট খানা ঋণ ২০০৬ সালের মার্চ মাসের শেষে দাঁড়িয়েছিল ১১.৮ ট্রিলিয়ন ডলার।^{৯৬}

শেয়ার বাজার ২০০০ সালে ভেতর থেকে ধসে গেলে বা চুপসে পড়লে ফেডারেল রিজার্ভ (ফেড) যে ব্যবস্থা নেয়, সেটা খানা ঋণ দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেতে ভূমিকা পালন করে। অর্থনীতিকে গভীর মন্দায় পড়া থেকে ঠেকাতে সুদের হার ফেড কমিয়ে দেয়। এটি এতই কমায় যে যাকে ঐতিহাসিকভাবে নিম্নহার বলা যায়। তখনই খানাসমূহ বাড়ি, গাড়ি ও ক্রেডিট কার্ডে ঋণ নেয়া শুরু করে। খানা বন্ধকী ঋণ ২০০০ সাল থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে বৃদ্ধি পায় ৭৫ শতাংশ। বাড়ি মালিকরা পুনঃলগ্নি করায় ও আরো বড় বন্ধকী ঋণ নেয়ায় এটা ঘটে। বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য তারা বাড়ি বন্ধক দিয়ে অর্থ নেন। বাড়ি তৈরির রমরমা ব্যবসায় নতুন নতুন লোক অঙ্ক নিতে থাকায় বাড়ি বিক্রি হতে থাকে অনেক চড়া দামে। যাদের ঋণযোগ্যতা অপেক্ষাকৃত কম তাদের কাছে এসব বিক্রি হতে থাকে। এর প্রতিক্রিয়ায় শেয়ার দামের বুদ্ধিবুদ্ধ সারে গিয়ে হলো বাড়ি দামের বুদ্ধিবুদ্ধ। এটা অর্থনীতিকে উদ্দীপিত করলো। ব্যক্তি মালিকানায় বাড়িকে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৫ সালে ব্যক্তি মালিকানায় মোট বিনিয়োগের ৩৬ শতাংশ দাঁড়ালো। এ পর্যায়ে বিনিয়োগ ১৯৫৮ সালের পরে আর দেখা যায়নি। উল্লেখ্য, অটোমোবাইলাইজেশন বা গাড়িয়ানের দ্বিতীয় জোয়ারের ফলে ১৯৫৮ সালে নগর উপকণ্ঠগুলোতে বাড়ি তৈরি র রমরমা অবস্থা দেখা গিয়েছিল।^{৯৭}

ঙ. যুক্তরাষ্ট্রে কিস্তিতে ঋণ গ্রহণের ব্যাপক প্রবণতা

যুক্তরাষ্ট্রে কিস্তিতে ঋণ গ্রহণের প্রবণতা বেড়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সেই সব ঋণ যেগুলোর অর্থ পরিশোধ করতে হয় নির্দিষ্ট পরিমাণে ও নির্দিষ্ট শর্তে। এ ধরনের ঋণের মধ্যে রয়েছে গাড়ি কেনার ঋণ ও ছাত্রদের নেয়া ঋণ। এ দুটি ক্ষেত্র হচ্ছে কিস্তি ঋণের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে বৃহত্তর। যার গড় পরিমাণ ২০০১-০৪ সালে বৃদ্ধি পায় ১৮.২ শতাংশ।^{৯৮} কম আয়ের

^{৯২} প্রাণ্ডজ, পৃ. ৪৮।

^{৯৩} জন বেলামি ফস্টার ও ফেড ম্যাগডফ, প্রাণ্ডজ, পৃ. ৪৫-৪৬।

^{৯৪} ম্যাগডফ ও সুইজি, স্ট্যাগনেশন এন্ড দি ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রোশন, প্রাণ্ডজ, পৃ. ১৪৩-১৪৪।

^{৯৫} প্রাণ্ডজ, পৃ. ৫০।

^{৯৬} প্রাণ্ডজ, পৃ. ৫০।

^{৯৭} প্রাণ্ডজ, পৃ. ৫১।

^{৯৮} বোর্ড অব গভর্নর্স অব দি ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম, রিসেন্ট চেঞ্জেস ইন ইউএস ফ্যামিলি ফাইন্যান্সেস : রিজাল্টস্ ফ্রম দি ২০০১-০৪ সার্ভে অব কনজুমার ফাইন্যান্সেস, ফেডারেল রিজার্ভ বুলেটিন, ২০০৬ খৃ., পৃ. ২৮।

www.federalreserve.gov/pubs/bulletin/2006/financesurvey.pdf/

পরিবারগুলো লুপ্তনমূলক ঋণে আবদ্ধ হয় বেশি। এসব ঋণের মধ্যে রয়েছে বেতন প্রদানের দিনে দেয়া ঋণ, গাড়ি কেনার ঋণ, সাবপ্রাইম বন্ধক ঋণ ইত্যাদি। আর্থিক দুর্দশার বর্তমান আবহে এসব ঋণের পরিমাণ দ্রুত বাড়ছে। সেন্টার ফর রেসপন্সিবল লেন্ডিং লিখেছে :

গড়পড়তা গাড়ির ঋণে সুদের হার শতকের কোঠায়, তা শোধ করতে হয় এক মাসের মধ্যে, গাড়ির দামের চেয়ে অনেক কম পরিমাণে দেয়া হয়। ...খুব স্বল্প মেয়াদের পরে একবার বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে তা পরিশোধ করতে হয়। তাই প্রায় ক্ষেত্রে খাতক ঋণের পুরো অর্থ নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ করতে পারেনা। ফলে ঋণ বারবার 'গড়িয়ে নিতে' হয়। এভাবে অনেক খাতককে মূল ঋণের পরিমাণের চেয়ে বেশি অর্থ পরিশোধ করতে হয়। খাতক বারবার অর্থ দিতে ব্যর্থ হলে ঋণদাতা গাড়ি দ্রুত নিয়ে নিতে পারে।^{৯৭}

খানাগুলোতে ক্রমবর্ধমান আর্থিক দুর্গতি তৈরি করেছে ঋণ আদায়কারীর একটি বাহিনী। এর সাথে রয়েছে বেশ কিছু কোম্পানি, যাদের ব্যবসা অপরিশোধিত ঋণ কেনা ও সংগ্রহ করা। এ ধরনের কোম্পানির সংখ্যা ১৯৯৬ সালে ছিল গোটা ১২, যা ২০০৫ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় অর্ধ সহস্রাধিক। ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকার মতে, এ অবস্থার ফলে 'কর্মস্থলে বিব্রতকর সব টেলিফোন আসে। জেল খাটানোর, এমনকি সহিংসতার হুমকি দেয়া হয়। ব্যাংক একাউন্ট থেকে এমনভাবে অর্থ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়, যা যথার্থ নয়। ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ভোক্তারা এক ধরনের কোম্পানির গালিগালাজ করার কৌশলের ব্যাপারে অভিযোগ করছেন, আর এ কোম্পানিগুলো হচ্ছে ঋণ আদায়কারীর একটি নতুন জাত।^{৯৮} বর্ধমান খানা ঋণের সার্বিক প্রেক্ষাপটে বাড়ির নিশ্চয়তা দিয়ে ঋণ গ্রহণের দ্রুত বৃদ্ধি সবচেয়ে বড় সামষ্টিক অর্থনৈতিক তাৎপর্যের বিষয় এবং এটাই ঋণ বৃদ্ধির এ ব্যবস্থাকে এত দ্রুত ফুলিয়ে তুলছে। বাড়ির মালিকরা খরচ মেটাতে ও ক্রেডিট কার্ডের পাওনা শোধ করতে তাদের বাড়ি থেকে নিজ অঙ্ক বা ইকুইটি ক্রমবর্ধমান হারে তুলে নিচ্ছেন। এর ফলে ২০০৫ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে নতুন ছাফা বাড়ি বন্ধক ঋণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ১.১১ ট্রিলিয়ন ডলার, যা বকেয়া বন্ধক ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ৮.৬৬ ট্রিলিয়ন ডলারে। এ পরিমাণ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপির ৬৯.৪ শতাংশ।^{৯৯}

চ. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ সংকোচন নীতি

জোসেফ স্টিগলিজ উল্লেখ করেছেন, ঋণ সংকোচন নিয়ে যে সব বিষয়ের প্রতি দোষারোপ করা হয় তার মধ্যে রয়েছে, ভুল ফেডারেল নীতি, নিয়ন্ত্রণমুক্তকরণ বা তথাকথিত ঋণের গৌণ উপকরণের খারাপ সৃজনশীলতা এবং যেটি শেষ তবে ক্ষুদ্রতম নয় সেটি হচ্ছে, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং পুঁজি বরাদ্দে আর্থিক ব্যবস্থার ব্যর্থতা আর নিয়মমাফিক অদক্ষতা। এটি হচ্ছে সুদভিত্তিক প্রচলিত অর্থব্যবস্থার ভঙ্গুরতা যা ব্যবসায়িক চক্রকে ত্বরান্বিত করার অভ্যন্তরীণ কারণ।^{১০০} ঋণগ্রহীতার অনিশ্চিত নগদ প্রবাহের মোকাবেলায় নির্দিষ্ট অর্থ পরিশোধের অঙ্গীকারসমূহের মধ্যে এটি হচ্ছে বিস্তৃতি (স্প্রেড), যখন অর্থনীতি বুম থেকে মন্দায় পতিত হয় যে সময় সেটি বিস্তৃতি লাভ করে। এর তাৎপর্য হচ্ছে, সুদভিত্তিক প্রচলিত ব্যাংকগুলো ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে বকেয়া পাওয়া উদ্ধারে বেপরোয়া হয়ে ওঠে যার ফলে ইতোমধ্যেই রুগ্ন শিল্প হিসেবে চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানগুলো খেলাপি ঋণের কারণে বিক্রি করা যায় না বা ফোরক্লোজারের শিকার হয়। অন্যান্য স্বচ্ছল শিল্পগুলোকে ফোরক্লোজারের লাইনে নিয়ে আসে, এসব ইউনিট থেকে সংগৃহীত তহিবল ইতোমধ্যে রুগ্ন হিসেবে বিবেচিত ইউনিটে স্থানান্তরিত করা হয়।^{১০১} যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ বাজার এবং অর্থনীতির অবস্থা সম্পর্কিত সর্বশেষ একটি নিবন্ধে নুরিয়েল রুবিনি বড় কিন্তু তুলনামূলকভাবে অজ্ঞাত পরিচয় কিনেসীয় পরবর্তী অর্থনীতিবিদ হাইম্যান মিনস্কির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ঋণ চক্র দ্বারা চালিত সম্পদের বৃদ্ধির (অ্যাসেট বাবল) একটি মডেলই হচ্ছে অর্থনীতিতে মিনস্কির প্রধান অবদান। তার মতে, অর্থনৈতিক ও আর্থিক স্থিতিশীলতার সময়কাল বিনিয়োগকারীদের সত্যিকার ঝুঁকিহ্রাস এবং পুনরায় উদ্দেশ্য সাধনের একটি প্রক্রিয়ার দিকে চারিত করে। বিনিয়োগকারীরা অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করতে শুরু করে এবং ফলে সম্পদের মূল্য তারা খুব বেশি বাড়িয়ে ফেলে।^{১০২} এই উদ্দেশ্য সাধনের প্রক্রিয়ায় ৩ ধরনের বিনিয়োগকারী ও ঋণগ্রহীতা রয়েছে। প্রথমত: সুস্থ অথবা হেজ ঋণগ্রহীতা যারা তাদের নিজস্ব নগদ অর্থ প্রবাহ থেকে সুদ ও আসল পরিশোধ করতে পারে। দ্বিতীয়ত: 'ফটকা ঋণগ্রহীতা' যারা কেবলমাত্র তাদের নগদ অর্থের প্রবাহ থেকে সার্ভিস সুদ পরিশোধ করে থাকে। এসব ফটকামূলক ঋণগ্রহীতার জন্য প্রয়োজন তরল পুঁজি বাজার যা তাদের পুনঃঅর্থসংস্থান এবং তাদের ঋণকে রোল ওভারের সুযোগ দেবে, কেননা এ ছাড়া তারা তাদের ঋণের আসল অর্থের সার্ভিস চার্জ দিতে সক্ষম হবে না। পরিশেষে 'পঞ্জি ঋণগ্রহীতা' রয়েছে যারা না সুদ দিতে পারে আর না ঋণের আসল অর্থ পরিশোধ করতে পারে। তাদের পনজি ঋণগ্রহীতা এ কারণেই বলা হয়

^{৯৭} কার টাইটেল লেন্ডিং, দি সেন্টার ফর রেসপন্সিবল লেন্ডিং এন্ড দি কনজুমার ফেডারেশন অব এমেরিকা, প্রবেশ: ১৪ এপ্রিল ২০১৪। www.responsiblelending.org.

^{৯৮} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

^{৯৯} প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬; হাউজহোল্ড ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশনস: কিউ ফোর টু থাউজেন্ড ফাইভ, ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট সেন্টার, প্রবেশ: ১৯ মার্চ ২০০৬। (<http://www.fmcenter.org>)

^{১০০} উদ্ধৃত: ড. এস.এম. আলী আকাস, প্রাগুক্ত, সংখ্যা ১১, পৃ. ৬৪।

^{১০১} প্রাগুক্ত, সংখ্যা ১১, পৃ. ৬৪।

^{১০২} উদ্ধৃত: প্রাগুক্ত, সংখ্যা ১১, পৃ. ৬৪।

যে তাদের ঋণের দায়ের পুনঃঅর্থসংস্থানের জন্য তারা যে সম্পদ বিনিয়োগ করে সেই সম্পদের ক্রমবর্ধমান মূল্য বিদ্যমান থাকার তাই তাদের প্রয়োজন।^{৯৮৫}

মিনস্কি ঋণ চক্র মডেলের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, পরিদর্শক ও নিয়ন্ত্রক উভয়ের ক্ষেত্রে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে ঋণের মানসমূহ শিথিল করা যারা ঋণ স্ফীতির (বুম) বা বুবুদের (বাবল) সময় দূরদর্শীতামূলক নিয়ম কানুন এবং পরিদর্শন এড়াতে পন্থাসমূহ খুঁজে বের করেছিল। মর্টগেজের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে ঋণ মানসমূহ শিথিল করার মিনস্কি তত্ত্ব সাম্প্রতিক মর্টগেজ ঋণ চক্রে দেখা গেছে। মর্টগেজভিত্তিক ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা পুরোপুরিভাবে দায়িত্বহীন ঋণ গ্রহণ চর্চাকে যথাসম্ভব কমানোর চেষ্টা করে সেটি একটি বিরাট ধরনের আবাসন ও মর্টগেজ বুদবুদের দিকে চালিত করে যার এখন বিস্ফোরণ ঘটেছে। এই বিস্ফোরণ পরবর্তী বিষাক্ত বজের মধ্যে রয়েছে, চলতি বছরে যারা ব্যবসা গুটাতে বাধ্য হয়েছেন এরকম ৫০ জনের বেশি সাব-প্রাইম ঋণগ্রহীতা, কর্তব্যে অবহেলার উচ্চহার, সাব-প্রাইমের ভিত্তিতে ঋণ খেলাপ ও ফোরক্লোজার, নিয়ার প্রাইম ও অপ্রচলিত মর্টগেজ, এবং ১৯৩০'র দশকের মহামন্দার পরে গত কয়েক দশকের মধ্যে সব চেয়ে বড় আবাসন মন্দা।^{৯৮৬} যেক্ষেত্রে গার্ডস্ট্রয় খাতে পুনরায় উদ্দেশ্য সাধনের একটি প্রক্রিয়া শুরু হয় সে অবস্থায় অতি সাম্প্রতিককালে পুনরায় উদ্দেশ্য সাধনের প্রক্রিয়া কর্পোরেট ও আর্থিক ব্যবস্থায় বিস্তৃতি লাভ করে। কর্পোরেট খাতে ঋণদানের সস্তা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত সেখানে ইকুইটি থেকে ঋণের দিকে ব্যাপকভাবে গমন যা অর্থ প্রদানের দ্বারা সম্পদ পরিত্যাগের একটি সুবিধাজনক ফর্ম গ্রহণ করে, বিক্রেতাকর্তৃক শেয়ার পুনরায় ক্রয় এবং সাবেক সরকারী কোম্পানিগুলোর বেসরকারীকরণ। পুনরায় উদ্দেশ্য সাধনের এই প্রক্রিয়া ওই ইকুইটি বা সম্পদ বুদবুদকে জোরদার করে; আরো এল.বি.ও.'র প্রত্যাশা সংঘটিত হয়, অনেক ফার্মের ইকুইটি মূল্যায়ন উচ্চতর থেকে উচ্চতর হতে থাকে। সম্প্রতি বাড়াবাড়ি সংঘটিত হয়, ৪০-৫০% এর প্রিমিয়ার ফর্ম বা ফার্মসমূহের স্টক মূল্যের ওপর উচ্চতর মূল্য পরিলক্ষিত হয় যেটা ছিল উদ্দেশ্য সাধনের প্রক্রিয়ায় একটি টেকওভার টার্গেট। এর সঙ্গে গত কয়েক বছরে নিল্ল থ্রুডের কর্পোরেট বন্ডসমূহ ('জাঙ্ক বন্ডসমূহ' ধরনের বিনিয়োগ থ্রুডের নিচের বন্ডসমূহ) ইস্যুকরণ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। যে ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ 'পনজি' ঋণগ্রহীতাগণ কর্পোরেট ব্যবস্থায় সাধারণভাবে দেখা যায় না, সেখানে ফটকামূলক ঋণগ্রহীতাদের ব্যাপকভাবে দৃষ্টিগোচর হয় যারা তাদের ঋণের অব্যাহত পুনঃঅর্থসংস্থানের ওপর নির্ভরশীল এবং এখানে তার ওপর নির্ভর করে থাকে।^{৯৮৭}

দশ. লগ্নিয়ানে মহাশ্বরিতা

ক. শ্বরিতা ও লগ্নি

হারি ম্যাগডফ ও পল সুইজি বলেছিলেন, 'পুঁজিবাদের সার্বিক অর্থনৈতিক ঝাঁক শ্বরিতার দিকে।' তারা ১৯৭০ এর দশক ও ১৯৮০ এর দশকে একসারি প্রবন্ধে ও বইতে এ কথা বলেন। শ্বরিতার দিকে পুঁজিবাদের এ ঝাঁকের প্রধান কারণ লাভজনক বিনিয়োগের সুযোগ কম থাকা। উৎপাদনমুখী অর্থনীতিতে ('প্রকৃত অর্থনীতি' বা রিয়্যাল ইকোনমি) কম বিনিয়োগ অর্থ ভবিষ্যতে স্বল্পতর প্রবৃদ্ধি।^{৯৮৮} এ সম্পর্কে মার্কস লিখেছেন, বিনিয়োগ ক্ষেত্রগুলো না থাকায় অর্থাৎ উৎপাদনের শাখাগুলোতে উদ্ভূতের এবং ঋণ পুঁজির অতি-সরবরাহের কারণে নব পুঞ্জীভবন যদি নিজের নিয়োগে সমস্যায় পড়ে, তাহলে ঋণ প্রদানযোগ্য এই মুদ্রা পুঁজির আধিক্য নেহাৎই পুঁজিবাদী উৎপাদনের সীমাবদ্ধতাগুলো তুলে ধরে..এর প্রসারের নিয়মের ক্ষেত্রে একটি বাধা অন্তর্নিহিত, অর্থাৎ পুঁজি হিসেবে নিজেকে আদায় করতে পারে, পুঁজির তেমন সীমা।^{৯৮৯} শ্বরিতার অর্থ এটা নয় যে, কোনো প্রবৃদ্ধি হয় না। বরং অর্থনীতি সচল থাকে, তবে নিজ সম্ভাবনার চেয়ে অনেক কম পর্যায়ে, উৎপাদিকা ক্ষমতা অব্যবহৃত থাকে এবং এই অব্যবহৃত থাকার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য, বেকারত্ব ও উপযুক্ত কাজ না পাওয়ার হার থাকে কাৎপর্যাপ্ত। বিগত ৩০ বছরে শিল্প ক্ষমতা গড়ে ৮১ শতাংশ ব্যবহৃত হয়েছে। আর গত ৫ বছরে এ গড় ছিল ৭৭ শতাংশ।^{৯৯০} শ্রম ব্যবহারের দিক থেকে দেখা যায়, সরকারি হিসেব অনুসারে র যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের হার ২০০৬ সালের জুলাই মাসে ছিল তুলনামূলকভাবে কম, ৪.৮ শতাংশ। তবে ব্যুরো অব লেবার স্ট্যাটিসটিস্টিক্সের 'শ্রম ব্যবহারের বিকল্প পরিমাপ' থেকে দেখা যায় যে, সম্ভাব্য কর্মশক্তির প্রায় ৮% কর্মহীন বা উপযুক্ত কাজহীন। আর ২০০০ সাল থেকে এ শ্রম অঙ্ক গ্রহন কমেছে। যা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ পরবর্তীকালে প্রায় নজিরবিহীন।^{৯৯১} বিগত মন্দাগুলো শেষ হওয়ার পর থেকে প্রকৃত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে গড় বৃদ্ধি ছিল একবারে মস্তুর। ফ্রয়েড নরিস উল্লেখ করেন, বিগত নয়টি মন্দার পরে এখন অর্থনীতিতে মন্দা শেষ হওয়ার সময়ের তুলনায় গড়ে ১১.৯% অধিক চাকুরি রয়েছে। কিন্তু গত মন্দার শেষ হওয়ার তুলনায় এখন

^{৯৮৫} প্রাগুক্ত, সংখ্যা ১১, পৃ. ৬৪।

^{৯৮৬} প্রাগুক্ত, সংখ্যা ১১, পৃ. ৬৪।

^{৯৮৭} প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

^{৯৮৮} পল এম সুইজি ও হারি ম্যাগডফ, *দি ডায়নামিক্স অব ইউএস ক্যাপিটালিজম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩।

^{৯৮৯} কার্ল মার্কস, *ক্যাপিটাল*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫০৭।

^{৯৯০} জন বেলানি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

^{৯৯১} স্টেফানি আরনসন, *দি রিসেন্ট ডিক্রাইন ইন লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট এন্ড ইউস ইমপ্লিকেশন ফর পটেনশিয়াল লেবার সাপ্লাই, ক্রিকিংস পেপার অব ইকোনমিক একটিভিটি*, (ইউএসএ: ক্রিকিংস প্রেস, ২০০৬ খৃ.), সংখ্যা ১, পৃ. ৬৯-১৩৪।

(২০০৬ সালের আগস্ট মাসে) মাত্র ৩.৫% বেশি চাকুরি রয়েছে।^{৯৯২} অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে মৃদু মন্দা থেকে পুনরুদ্ধার হওয়ার তিন বছরের মাথায় স্থবিরতার তাৎপর্যপূর্ণ সব চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তি হচ্ছে মুনাফা করার উদ্দেশ্য ও অনন্ত পুঁজি পুঞ্জীভবন। তাই এগুলো যখন মোটামুটি চড়া হারে প্রসারিত হয় না, তখনই বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। এসব সমস্যার মধ্যে রয়েছে চড়া বেকারত্ব, উপযুক্ত কাজহীন মানুষের চড়া হার থেকে শুরু করে ঘন ঘন মন্দা, শেয়ারবাজারে ধস, মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা সংকোচন।^{৯৯৩} স্থবিরতার দিকে পুঁজিবাদের যে ঝোঁক, তা কাটাতে কয়েকটি ব্যবস্থা নেয়া হয়। এ ব্যাপারে ম্যাগডফ ও সুইজি বলেছেন, ‘স্থবিরতার দিকে ঝোঁক এ ব্যবস্থার সহজাত, এর গভীরে প্রোথিত, এটি অবিরাম কাজ করে চলেছে। এর পাশ্চাত্য ঝোঁকগুলো ভিন্ন ভিন্ন ধরনের, সবিরাম এবং (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ) স্বয়ং সীমিত।’^{৯৯৪} উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীতে একচেটিয়া পুঁজিবাদের উত্থান শিল্প-কারখানার সিকিউরিটি বা বন্ধকীপত্র অর্থাৎ শেয়ার বাজার প্রবর্তনের সাথে হাতে হাত ধরে এগিয়েছে। শেয়ার, বন্ড বা ঋণপত্র ও অন্যান্য লগ্নি ব্যবস্থাকে উৎপাদনে বিনিয়োগের জন্য সঞ্চয় (বা উদ্বৃত্ত) একত্রে জড়ো করার একটি ধরন হিসেবে চিরাচরিতভাবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এমন হয় কদাচিৎ। কারণ শেয়ারবাজার ও অন্যান্য লগ্নি বাজার দিয়ে যা যায়, তার খুব সামান্যই যায় উৎপাদনমুখী অর্থনীতিতে বিনিয়োগের জন্য। শেয়ার বাজারকে কেন্দ্র করে কর্পোরেট লগ্নি ও ব্যাংকিং-এর সাথে জড়িত ব্যাপক ও জটিল লগ্নি ব্যবস্থার বিকাশ হচ্ছে উৎপাদনে বিনিয়োগের সাথে যুক্ত ঝুঁকি কমাতে বিনিয়োগকারীদের অভিপ্রায়ের একটি ফসল বা উৎপাদিত দিক। সম্পদের ওপর ‘কাগজী’ বা পত্রগত দাবি বজায় রাখতে এটি করা হয়। এ ধরনের কাগজী দাবি নগদ এবং সহজে হস্তান্তরযোগ্য। আর এ দিক থেকে এটা কর্পোরেশনের দখলে থাকা ‘প্রকৃত’ সম্পদ থেকে ভিন্ন।^{৯৯৫} কিনস ‘দি জেনারেল থিওরী’ বইতে লেখেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মুদ্রা মজুদ বা ঋণ দেয়ার কাজে সম্পদ নিয়োজিত করার জন্য এটা ব্যক্তির সামনে খোলা থাকে ততক্ষণ সম্পদকে সহজে মুদ্রায় রূপ দেয়া যায়। এমন বাজার সংগঠিত করা ছাড়া বিকল্প প্রকৃত পুঁজি সম্পদ ক্রয়কে যথেষ্ট পরিমাণে আকর্ষণীয় করা যায় না।^{৯৯৬}

কিন্তু পুঞ্জীভবনের জন্য এটা যে দ্বন্দ্ব তৈরি করে তা সুদূর প্রসারী। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে ম্যাগডফ ও সুইজি ‘প্রোডাকশন এন্ড ফাইন্যান্স’ বা ‘উৎপাদন ও লগ্নি’ শীর্ষক নিবন্ধে বলেছেন, ‘কর্পোরেট সিকিউরিটিসমূহ তারল্য বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। অর্থাৎ এগুলোকে তাৎক্ষণিকভাবে নগদ অর্থে রূপান্তর করা যায়। কর্পোরেশনগুলোর ভৌত সম্পদেরাজির প্রকৃতিগত কারণেই এগুলোর এ বৈশিষ্ট্য কখনো হতে পারে না। আর একবার এ পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ার পরে বিভিন্ন ব্যবস্থা ও বাজারের বিস্তৃতির পথ খুলে গেল এবং এ যাবৎকালের যে কোনো বিচারে সেটা আক্ষরিকভাবে অবসীম হারে বিস্তৃত হলো।’^{৯৯৭} পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই দ্বন্দ্বের ওপর আলোহপাত করে কিনস ১৯৩১ সালে উল্লেখ করেন যে, উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ‘ধনের প্রকৃত মালিকদের (কর্পোরেশনগুলো বলা যেতে পারে) দাবি আছে প্রকৃত সম্পদের ওপর নয়, তবে মুদ্রার ওপর..। প্রকৃত সম্পদ ও ধন মালিকদের মধ্যে মুদ্রার এই পর্দা থাকা আধুনিক বিশ্বের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।’^{৯৯৮} পুঞ্জীভবনের এমন দ্বৈত ব্যবস্থা ফটকাবাজার এবং আরো স্তরে স্তরে সাজানো ও বাড়তি শক্তি নিয়ে সক্রিয় লগ্নি ব্যবস্থার উত্থান ঘটাতে বাধ্য। এমন পরিস্থিতিতে কিনস-এর এ কথাটি প্রায়ই উদ্ধৃত করা হয় যা তিনি এমনভাবে উল্লেখ করেন, বিপদটি হচ্ছে যে, ‘ফটকাবাজার ঘূর্ণিশ্রোতে উদ্যোগ হয়ে পড়ে বুদ্ধবুদ্ধ।’^{৯৯৯} সুইজি ‘দি টায়াক্স অব ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপিটাল’ বা ‘লগ্নি পুঁজির বিজয়’ শীর্ষক নিবন্ধে লিখলেন :

‘তেজী করার নতুন একটি ব্যবস্থা খুব দরকার হয়ে পড়লো এবং এটার উত্থান ঘটলো। এর যে উত্থান ঘটবে সেটি আগে থেকে অনুমান করা যায় নি। এমন এক ধরনের এর উত্থান ঘটলো যেটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে মজবুতভাবে থাকা প্রবণতাগুলোর যুক্তিসঙ্গত প্রকাশ।’^{১০০০}

বিনিয়োগ-সম্বন্ধী উদ্বৃত্তের জন্য উৎপাদনমুখী অর্থনীতিতে লাভজনক জায়গা না পেয়ে কর্পোরেশনগুলো বা পুঁজিপতির লগ্নি ফটকাবাজার মাধ্যমে নিজেদের মুদ্রা পুঁজি বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করে। এর পাশাপাশি লগ্নি ব্যবস্থা তার ‘সামগ্রীগুলোর’ জন্য বর্ধিত চাহিদা দেখে লগ্নির নতুন নতুন ব্যবস্থা হাজির করে। এগুলো এত ধরনের যে, তাতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। লগ্নির এসব ব্যবস্থার মধ্যে ছিল কয়েক ধরনের শেয়ার ফিউচার, অপশন, ডেরিভেটিভ ও হেজ ফান্ড ইত্যাদি। এর ফল দাঁড়ালো

^{৯৯২} উদ্ধৃত: জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

^{৯৯৩} প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

^{৯৯৪} পল এম সুইজি ও হ্যারি ম্যাগডফ, স্ট্যাগনেশন এন্ড দি ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্লোশন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

^{৯৯৫} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

^{৯৯৬} জন মেনার্ড কিনস, দি জেনারেল থিওরী অব এমপ্লয়মেন্ট, ইন্টারেস্ট এন্ড মানি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০-৬১।

^{৯৯৭} হ্যারি ম্যাগডফ ও পল এম সুইজি, প্রোডাকশন এন্ড ফাইন্যান্স, মাসুলি রিভিউ, (নিউইয়র্ক : মাসুলি রিভিউ প্রেস, মে ১৯৮৩ খৃ.), ৩৫তম বর্ষ, সংখ্যা ১, পৃ. ১-১৩।

^{৯৯৮} জন মেনার্ড কিনস, এসেজ ইন পারসুয়েশন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯।

^{৯৯৯} জন মেনার্ড কিনস, দি জেনারেল থিওরী অব এমপ্লয়মেন্ট, ইন্টারেস্ট এন্ড মানি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯।

^{১০০০} উদ্ধৃত : জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

এটাই যে, ১৯৮০ এর দশকের মধ্যে একটি লগ্নি অবকাঠামো মাথা তুললো। এ লগ্নি অবকাঠামো ক্রমবর্ধমানভাবে আত্মঘাতী হয়ে উঠলো।^{১০০১}

স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদন থেকে আলাদাভাবে লগ্নির এই নিজস্ব ক্ষমতা নিরঙ্কুশ নয়, আপেক্ষিক ধরনের। লগ্নির রমরমা থেকেই ‘নিউ ইকোনমি’ বা ‘নয়া অর্থনীতি’ নামে একটি ধারণা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লো ১৯৯০-এর দশকের শেষভাগে। লগ্নির রমরমাকালে মনে হলো যেন ফটকাবাজি ধরনের লগ্নি উৎপাদনে থাকা তার নোঙর ছিঁড়েছে। ‘নয়া অর্থনীতি’ সংক্রান্ত ধারণাটির শেকড় ছিল একটি ভুল অনুমানের মধ্যে। সেই ভুল অনুমানটি হচ্ছে, অভিকর্ষের নিয়ম স্থগিত হয়েছে। এ ধরনের লগ্নি বৃদ্ধিগুলো অবশেষে ফেটে যায়, যেমন ফেটেছিল ১৯৮৭ ও ২০০০ সালে শেয়ার বাজার ধসে।^{১০০২} কিনসের কাজের ভিত্তিতে হিম্যান মিনস্কি যেটাকে বলেছেন, ‘লগ্নি অস্থিতির হাইপোথিসিস’ সেটা অকাট্য সত্য। সে বক্তব্যটি হচ্ছে যে, অর্থসংক্রান্ত পুঁজিবাদী অর্থনীতি অনিবার্যভাবে ক্রমবর্ধমান হারে আরো নাজুক লগ্নি কাঠামোর দিকে এগিয়ে যায়, অথচ তা মদদ পায় না পুঞ্জিবন প্রক্রিয়ার, আর এভাবেই তা তৈরি করে আর্থিক সঙ্কট।^{১০০৩} এরই প্রতিফলন ঘটায় সম্প্রতি প্রকাশিত ওয়াল স্ট্রীটের কয়েকজন লগ্নি বিনিয়োগকারী ও বিশ্লেষকের এক গুচ্ছ সাক্ষাৎকারের শিরোনাম রাখা হয়েছে, ‘হোয়াট গোজ আপ’ বা যা চূর্ণ হয়। এ যেন নির্মম পরিহাস।^{১০০৪} তবে সবচেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছে ১৯৮৭ সালে শেয়ারবাজার ধসের পর থেকে বিগত দুটি দশকের দিকে তাকিয়ে বলা যায়, এ সময়ে লগ্নি ব্যবস্থা গলে পড়ে যাওয়ার বড় বড় ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে জিডিপির অনুপাতে ঋণের দীর্ঘ মেয়াদি বৃদ্ধি থামাতে পেরেছে সামান্যই। আর্থিক বিস্ফোরণের পরে অল্পকালের বিরতি কয়েকবার ঘটলেও ঋণ গণগচ্ছ হয়েছে দ্রুত গতিতে।^{১০০৫} ‘স্ট্যান্ডার্ড এন্ড পুওরস ফাইভ হানড্রেড’-এর হিসাব অনুসারে, শেয়ার বাজার ২০০২ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে তার মূল্যের প্রায় ৫০ শতাংশ হারায়। তবে এ লোকসানের প্রায় অর্ধেক পরবর্তী দু’বছর শেয়ার বাজার তুলে নেয়।^{১০০৬} এদিকে ঋণ বাড়তে থাকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। শেয়ার বাজার বৃদ্ধি ফেটে যাওয়ায় যে অর্থনৈতিক ধাক্কা লাগে, সেটি সহজ হয়ে ওঠে বাড়ির দামের ক্ষেত্রে ঋণ বৃদ্ধি বড় হয়ে ওঠায়। এ বৃদ্ধি বড় হয়ে ওঠার ভিত্তি ছিল বাড়ি বাজারে ফটকাবাজি। এখন এ বৃদ্ধিকে খোঁচা দিচ্ছে সুদের বর্ধমান হার। এতে ধীর হয়ে পড়ছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি।^{১০০৭} নিঃসন্দেহে অন্যান্য বৃদ্ধি বৃদ্ধি দেখা দেবে শেষমেষ ফেটে যাওয়ারই জন্য। এ সবার কোনোটাই এ ব্যাপারটি বাতিল করে দেয় না যে, আরো বড় আর্থিক ধাক্কা ও ঋণ স্ফীত হ্রাস বা ঋণ চূপসে যাওয়া আরো অস্থায়ী প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে। অর্থাৎ প্রকট ধরনের স্থবিরতা তৈরি করতে পারে, যা পাল্টে দেবে এ খেলার নিয়ম-কানুন। জাপানে ১৯৯০ এর দশকের শুরুতে বড় ধরনের একটি আর্থিক ধস যা তৈরি করতে অবদান রেখেছিল, সেটিকে ‘মহা অস্থিরতা’ নামে অভিহিত করা হয়। দেশটি সেই ধসের ঘূর্ণিপাকে আটকেছিল এক দশকেরও বেশি সময় ধরে।^{১০০৮} কেবল যুক্তরাষ্ট্রে বিরাজমান অবস্থা নয়, বিশ্ব অর্থনীতি ও বিশ্ব আর্থিক ব্যবস্থার ওপর ও অনেকটাই নির্ভর করে। বিশ্ব উৎপাদনে সার্বিকভাবে দেখা দিয়েছে ধীর প্রবৃদ্ধি, উন্নত ক্ষমতা এবং এ যাবৎকালের মধ্যে বৃহত্তর মেরুকরণ। গরিবদের মধ্যে একেবারে গরিবরা (বিশেষ করে আফ্রিকায়) ডুবছেন আতঙ্ককর দুর্দশা আর দ্রুত কমতে থাকা আয়তে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের চলতি হিসাবে ১. দৃশ্যমান বাণিজ্যের (সামগ্রিক আমদানি ও রফতানি) ও অদৃশ্য বাণিজ্যের (বীমা, ব্যাংক, শিপিং, পর্যটনসহ বিভিন্ন সেবা আমদানি ও রফতানি) মধ্যে ভারসাম্য এবং ২. বিদেশি ব্যক্তিবর্গ, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানসমূহকে দেয়া সুদ, মুনাফা ও লভ্যাংশের এবং বিদেশি সূত্র থেকে দেশের ব্যক্তিবর্গ, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানসমূহের দেয়া সুদ, মুনাফা ও লভ্যাংশের মধ্যে ভারসাম্য এর অন্তর্ভুক্ত] ব্যাপক ঘাটতি দেশটিকে করছে বিশ্বের বৃহত্তম ঋণগ্রস্ত দেশ।^{১০০৯}

খ. স্থবিরতা থেকে লগ্নিয়ান

কেনেডির কাউন্সিল অব ইকোনমিক এডভাইজার্স উপদেষ্টা পরিষদের সাবেক সদস্য এবং অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী জেমস টোবিন ১৯৮৪ সালে ‘অন দি এফিশিয়েন্সি অব দি ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম’ শীর্ষক একটি বক্তৃতা দেন। তিনি ‘লগ্নি বাজারগুলোর জুয়াখানা মূলক দিকটি উল্লেখ করে এ বক্তৃতার সমাপ্তি টানেন। টোবিন তার বক্তৃতায় বলেন,

- ১০০১ জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।
 ১০০২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।
 ১০০৩ হিম্যান পি মিনস্কি, ক্যান ‘ইট’ হ্যাপেন এগেন? এসজ ইন ইন্সট্যাবিলাটি এন্ড ফাইন্যান্স, (নিউইয়র্ক : এমইসার্প, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ২৮-২৯।
 ১০০৪ জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫; এরিক জে ওয়েইনার, হোয়াট গোজ আপ: দি আনসেসর্ড হিস্টরি অব মডার্ন অব ওয়াল স্ট্রীট, (নিউইয়র্ক : লিটল ব্রাউন এন্ড কোম্পানি, ২০০৫ খৃ.), পৃ. ১৫-২০।
 ১০০৫ জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।
 ১০০৬ ডগ হেনউড, আফটার দি নিউ ইকোনমি, (নিউইয়র্ক: দি নিউ প্রেস, ২০০৫ খৃ.), পৃ. ২৩১।
 ১০০৭ জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।
 ১০০৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫; মাইকেল এম হাটচিনসন ও ফ্রাংক ওয়েস্টারম্যান, জাপানস্ গ্রেট স্টেগনেশন, (ক্যামব্রিজ : এমআইটি প্রেস, ২০০৬ খৃ.), পৃ. ৩০।
 ১০০৯ জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।

‘একটি অস্বস্তিকর ফিজিওক্রাটসুলভ সংশয় নিয়ে স্বীকার করছি যে..আমাদের সম্পদরাজি বেশি বেশি পরিমাণে চালছি..সামগ্রিক ও সেবা উৎপাদন থেকে অনেক দূরে লগ্নি তৎপরতায়; চালছি এমন সব তৎপরতায় যা এসবের সামাজিক উৎপাদনশীলতার চেয়ে অনুপাতহীনভাবে ব্যক্তি পর্যায়ে বিপুল প্রাপ্তি তৈরি করে। আমার সন্দেহ হয় যে, কম্পিউটারের বিপুল ক্ষমতা জুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে এই ‘কাণ্ডজে অর্থনীতি’র সাথে, এটা করা হচ্ছে কম খরচে একই লেনদেন করার জন্য নয়, লগ্নি বিনিয়োগগুলো ফোলানো-ফাঁপানোর ও সেগুলোকে নানাজাতে রূপ দেয়ার জন্য। হয়ত এ কারণেই উন্নত প্রযুক্তি এ পর্যন্ত গোটা অর্থনীতিতে উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে নৈরাশ্যকর ফল বয়ে এনেছে। আমার আশঙ্কা যে, কিনস তার সময়ে যেভাবে দেখেছিলেন, লগ্নি আয়োজনগুলোর তারল্য ও হস্তান্তরযোগ্যতার সুবিধা পাওয়া যার চরম ফটকাবাজির পথ সহজ করার বিনিময়ে। কিন্তু তা অদূরদর্শিতা ও অদক্ষতা।..লগ্নির ব্যবস্থাবলি স্বল্পকালীন দখলে রাখার ক্ষেত্রে আমাদের আরো বাধা দেয় এবং দীর্ঘ মেয়াদি বিনিয়োগকারীদের বৃহত্তর পুরস্কার দেয়া উচিত বলে কিনস সঠিক পরামর্শ দিয়েছিলেন বলে আমার সংশয় রয়েছে।^{১০১০}

টোবিনের বক্তব্য হচ্ছে যে, প্রকৃত অর্থনীতিতে দীর্ঘ মেয়াদি বিনিয়োগ না করে ক্রমবর্ধমানভাবে ফটকাবাজিমূলক, জুয়াখানার মত নেশায় উদ্বৃত্ত উৎসর্গ করে পুঁজিবাদ অদক্ষ হয়ে উঠছে। তিনি ১৯৭০ এর দশকে একটি প্রস্তাব দেন, যা কালক্রমে ‘টোবিন ট্যাক্স’ নামে পরিচিতি পায়। এটা আন্তর্জাতিক বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত। বিশ্ব অর্থনীতির ভর ফটকাবাজিমূলক লগ্নি থেকে উৎপাদনে ফিরিয়ে এনে বিনিয়োগ জোরদার করা এর লক্ষ্য ছিল।^{১০১১} ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখলে দেখা যায়, স্থবিরতা সবচেয়ে নাটকীয়ভাবে টের পাওয়া যায় ১৯৩০ এর দশকের মহা মন্দার সময়ে। ১৯৭০ এর দশকে স্থবিরতা আবার দেখা দেয়। তা এখনো চলছে। এ হার ১৯৭২-২০০৭ পর্বে ছিল মাত্র ৭৯ দশমিক ৮ শতাংশ (এর সাথে তুলনা করা যায় ১৯৬০-৬৯ পর্বে গড়ে ৮৫ শতাংশের)। এর আংশিক ফল হিসেবে ছাফা বিনিয়োগ (ক্ষয় হওয়া সরঞ্জাম পুনঃস্থাপনের পরে হিসাব করা হয়) হেঁচট খায়।^{১০১২} পুঁজিবাদ তার একচেটিয়া লগ্নি পুঁজি পর্বে স্থবিরতার সবচেয়ে খারাপ দিকগুলো থেকে রেহাই পেতে ঋণ ব্যবস্থা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলার ওপর ক্রমবর্ধমানভাবে নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। এছাড়া লগ্নিয়াননের খোদ এই প্রক্রিয়ায় অন্য কিছুই এই পাক খেয়ে ওপরে ওঠা ক্রটিপূর্ণ চক্র থেকে বেরোনোর পথ দেখায় না। আজ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কেন্দ্রে সাত বছরের মধ্যে দুটি বৃদ্ধি ফেটে যাওয়ার ঘটনা লগ্নিয়াননের সঙ্কটই নির্দেশ করে, যার আড়ালে ওৎ পেতে উঁকিঝুঁকি মারছে গভীর স্থবিরতা, আরো বৃদ্ধি ফুলিয়ে তোলা ছাড়া এখন ফাঁদ থেকে বেরোনোর পথ যেখানে দেখা যাচ্ছে না।^{১০১৩}

গ. একচেটিয়া লগ্নি পুঁজি

সুইজি ১৯৯৫ সালে উল্লেখ করেন, আধিক্যহীন একটি লগ্নি অনুষ্ণের সেবা প্রাপ্ত একটি উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে গঠিত অর্থনীতির পুরনো কাঠামোটি ১৯৭০ এর দশকে যদি থাকেও, তা ১৯৮০ এর দশকের শেষ নাগাদ ‘পথ ছেড়ে দেয় একটি নতুন কাঠামোকে, যে কাঠামোতে বিপুলভাবে প্রসারিত লগ্নি খাত অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করে এবং উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর চেপে বসে।’^{১০১৪} স্থবিরতা ও বিপুল লগ্নি ফটকাবাজি একই ধরনের গভীরে প্রোথিত, অপরিবর্তনীয় অর্থনৈতিক অচলাবস্থার অবিচ্ছেদ্য সবদিক হিসেবে মাথা তোলে।^{১০১৫} এই অবিচ্ছেদ্যতার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে:

১. ভিত্তি হিসেবে থাকা অর্থনীতির স্থবিরতার অর্থ পুঁজিপতিরা তাদের মুদ্রা পুঁজি রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য লগ্নি বাড়িয়ে তোলার ওপরে ক্রমবর্ধমানভাবে নির্ভরশীল ছিল।
২. ভিত্তি হিসেবে থাকা উৎপাদনমুখী অর্থনীতি থেকে পুরোপুরি স্বাধীনভাবে পুঁজিবাদী অর্থনীতির লগ্নি ওপর-কাঠামো সম্প্রসারিত হতে পারে না, তাই ফটকাবাজি বৃদ্ধি ফেটে যাওয়া বারবার ঘটা ও বর্ধমান সমস্যা।^{১০১৬}
৩. লগ্নিয়ানন যতই প্রসারিত হোক, কখনোই উৎপাদনের মধ্যে স্থবিরতা অতিক্রম করতে পারে না।^{১০১৭}

^{১০১০} জেমস টোবিন, *অন দি এফিশিয়েন্সি অব দি ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম*, (ইউকে: লয়েডস্ ব্যাংক রিভিউ, ১৯৮৪ খৃ.), সংখ্যা ১৫৩, পৃ. ১৪-১৫।

^{১০১১} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২।

^{১০১২} ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রডাকশন এন্ড ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজেশন, *ফেডারেল রিজার্ভ স্ট্যাটিসটিক্যাল রিলিজ*, জি. ১৭, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৮, <http://www.federalreserve.gov/release/g17/current/default.htm>; জন বেলামি ফস্টার, *দি লিমিটস অব ইউএস ক্যাপিটালিজম* : সারপ্রাস ক্যাপাসিটি এন্ড ক্যাপাসিটি সারপ্রাস, অনু : ফস্টার এবং হেনরিক সেলায়ফার, *দি ফলটারিং ইকোনমি*, (নিউইয়র্ক : মাস্‌হলি রিভিউ প্রেস, ১৯৮৪ খৃ.), পৃ. ২০৭।

^{১০১৩} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭।

^{১০১৪} পল এম সুইজি, *দি ইকোনমিক রিমিনিসেন্স্, মাস্‌হলি রিভিউ*, (নিউইয়র্ক : মাস্‌হলি রিভিউ প্রেস, মে ১৯৯৫ খৃ.), ৪৭তম বর্ষ, সংখ্যা ১, পৃ. ৮-৯।

^{১০১৫} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫।

^{১০১৬} *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫; হিম্যান পি. মিনস্কি, *ক্যান ইট হ্যাপেন? এসজ ইন ইন্সট্যাবিলাটি এন্ড ফাইন্যান্স*, (নিউইয়র্ক : এমইশার্প, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ১০-১৩।

^{১০১৭} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫।

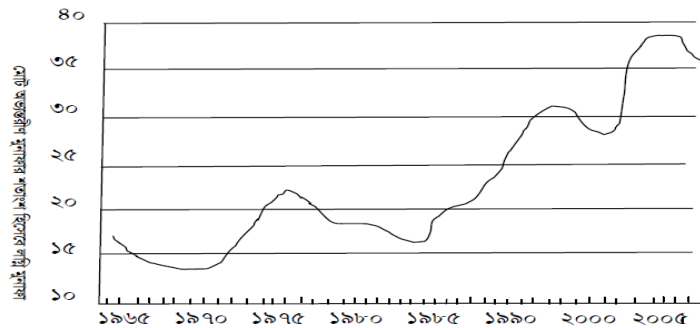
লগ্নিয়ায়নের নতুন আবশ্যিকতাসমূহ পালনের জন্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ভূমিকা রূপান্তরিত করা হয়। ঋণ প্রাপ্তির শেষ ভরসা হিসেবে রাষ্ট্রের ভূমিকা, স্বল্প সময়ের মধ্যে তারল্য যোগানোর দায়িত্ব, এ ব্যবস্থায় পুরোপুরি অঙ্গীভূত করে নেয়া হয়। শেয়ার বাজার ১৯৮৫ সালে ধসে যাওয়ার পরে ফেডারেল রিজার্ভ গোটা ইকুইটি বাজারের ব্যাপারে খোলাখুলিভাবে এমন নীতি নেয়, যে নীতিটি ‘এত বড় যে তা ব্যর্থ হতে পারে না।’ তবে এই নীতিটি ২০০০ সালে শেয়ার বাজারের খাড়া পতন ঠেকাতে পারে নি।^{১০১৮}

ঘ. পুঁজির লগ্নিয়ায়ন ও সঙ্কট

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে সাম্প্রতিক প্রবৃদ্ধির অধিকাংশটুকু উস্কে দিয়েছিল যে বাড়ি বৃদ্ধি, সেটি ফেটে যেতেই অথবা সার্বিক একটি আর্থিক সঙ্কট ও বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মছরতা ছিল অবশ্যজ্ঞাবী ফল। চড়া ঝুঁকির ঋণ ব্যবস্থাপনার নয়া লগ্নি ‘আলকেমি’ বা ধাতুকে সোনা বানানোর অপরসায়ন যাদেরকে দলে টানতে পারেনি এবং ফটকাবাজার বিপুল মুনাফা দেখে কর্পোরেট জগৎ যেভাবে অন্ধ হয়েছিল, সেভাবে যারা অন্ধ হননি তাদের সবার কাছে অনেক বছর ধরেই সতর্ক সংকেতগুলো ছিল স্পষ্ট। একচেটিয়া লগ্নি পুঁজির দীর্ঘ মেয়াদি বাঁকা যাত্রাপথ এতই স্থিতিহীন যে, পুঁজি কঠোরভাবে মুছে ফেলেই কেবল অবশেষে এটা সমাধান করা যায়। তাই মার্কস বলেছিলেন, ‘খোদ পুঁজিই পুঁজিবাদী উৎপাদনের প্রকৃত বাধা।’ এ ধরনের ধ্রুস নামলে কি ঘটর সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি সে বিষয়ে কোনো সংশয় ছিল না। তা হচ্ছে, ‘স্থবিরতার গভীরতর, দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা।’^{১০১৯} যা ঘটলো সেটি হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের বাড়ি বৃদ্ধি ফেটে গিয়ে তা একসারি প্রতিক্রিয়া ঘটালো। সে সারি বাঁধা প্রতিক্রিয়ায় ছিল বাড়ির দাম স্থির থাকা ও তারপরে পড়ে যাওয়া, খেলাপী বন্যা এবং আর্থিক ব্যাধি সংক্রমিত হওয়া ও যুক্তরাষ্ট্রে ভোগ কমে যাওয়ায় বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক সঙ্কট।^{১০২০}

সাব-প্রাইম বন্ধক বাজার ২০০৭ সালের জুলাই মাসে ধসে পড়ার পর থেকে আর্থিক দুর্দশা ও আতঙ্ক এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, তা নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। তা যে কেবল দেশ থেকে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে তা নয়, লগ্নি বাজারগুলোতে তা ছড়িয়েছে, একের পর এক খাতকে তা সংক্রমিত করেছে। এসবের মধ্যে রয়েছে : বিন্যাসযোগ্য হারের বন্ধক, বাণিজ্যিক পত্র (স্বল্প মেয়াদি কর্পোরেট ঋণ), বন্ড ইনসিওরার, বাণিজ্যিক বন্ধকী ঋণ, কর্পোরেট বন্ড, গাড়ি ঋণ, ক্রেডিট কার্ড ও শিক্ষার্থী ঋণ।^{১০২১} ব্যাংকগুলো হেজ ফান্ডগুলো, মুদ্রা বাজারগুলো, সবাই পড়েছে হামলার মুখে। যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদনের অবস্থা আগে থেকেই কম জোর ছিল। তাই লগ্নির এই পাক খুলে যাওয়া ‘প্রকৃত’ অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে বেশি সময় নেয় নি। দেখা গেল : কর্মসংস্থান কমেছে, ভোগ ও বিনিয়োগ কম জোর হয়ে পড়েছে, উৎপাদন ও মুনাফা কমেছে। ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান অ্যালান গ্রীনস্ফ্যান ২০০৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি বলেন, ‘ঠিক এখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবৃদ্ধি শূন্য। আমরা স্থির দাঁড়িয়ে আছি।’^{১০২২} পল এম সুইজি এক দশকের কিছুকাল আগে বলেছিলেন, ‘পুঁজি পুঞ্জীভবন প্রক্রিয়ার লগ্নিয়ায়ন’ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল শক্তি হয়ে উঠেছে।^{১০২৩} ব্যবস্থাটিতে যে রূপান্তর এটিকে নিয়ে এসেছে তা প্রতিফলিত হয় মোট মুনাফার অনুপাতে লগ্নি মুনাফার দ্রুত বৃদ্ধির মধ্যে, যা ঘটছে ১৯৭০ এর দশক থেকে (চিত্র নং ১৭)।

চিত্র ১৭: মোট অভ্যন্তরীণ মুনাফার শতাংশ হিসেবে লগ্নি মুনাফা (পাঁচ বছরের চলমান গড়) ^{১০২৪}



- ^{১০১৮} রবার্ট ডব্লিউ প্যারেন্ট, দি লেট নাইনটিন নাইনটিজ ইউএস বাবল, জেরার্ড এ এপস্টেন সম্পাদিত, ফাইন্যান্সিয়ালাইজেশন এন দি ওয়ার্ল্ড ইকোনমি, (নার্দাম্পটন: এডওয়ার্ড ইলগার, ২০০৫ খৃ.), পৃ. ১৩৬-১৩৮।
- ^{১০১৯} কার্ল মার্কস, ক্যাপিটাল, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৫০।
- ^{১০২০} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪।
- ^{১০২১} প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।
- ^{১০২২} প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪; এলান গ্রীনস্ফ্যান, ইউএস রিকভারি মে টেক লসার দেন ইউজুয়াল, রয়টার্স, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৮।
- ^{১০২৩} পল এম সুইজি, মোর (অর লেস) অন গ্লোবালাইজেশন, মাস্থলি রিভিউ, (নিউইয়র্ক : মাস্থলি রিভিউ প্রেস, সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ খৃ.), ৪৯তম বর্ষ, সংখ্যা ৪, পৃ. ৩।
- ^{১০২৪} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

বাস্তবতা হচ্ছে যে, পুঁজির এ ধরনের লগ্নিয়ায়ন বড় থেকে আরো বড় সব বুদ্ধবুদ্ধে রূপ নিচ্ছে, যেগুলো ঘন ঘন যাচ্ছে, তৈরি করছে আরো ধ্বংসকর প্রতিক্রিয়া, প্রতিবার ফেটে যাওয়ার সময় গভীরতর স্থবিরতার আশঙ্কা তৈরি করছে অর্থাৎ পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ধীর প্রবৃদ্ধি এবং অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা ও বেকারত্ব, উপযুক্ত কাজের অভাব বৃদ্ধি এবং এ জন্য এটি বড় ধরনের তাৎপর্যপূর্ণ একটি পরিবর্তন।^{১০২৫}

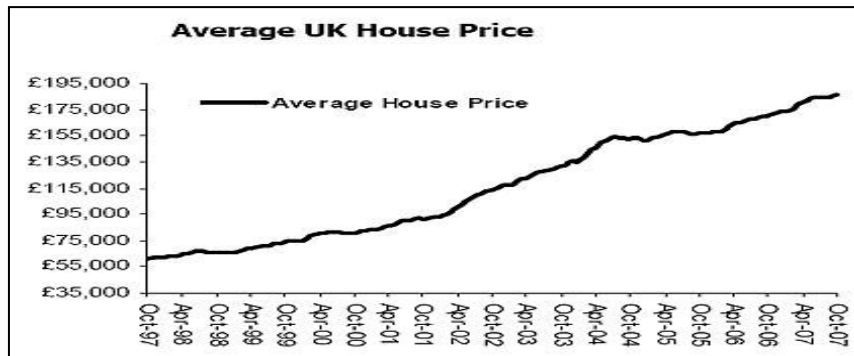
এগার. স্থবিরতার পাঁচটা ও লগ্নিয়ায়নের ভিত্তি হিসেবে বাড়ি বুদ্ধবুদ্ধ

ক. বুদ্ধবুদ্ধের পাঁচটি পর্ব

স্থবিরতার পাঁচটা ও লগ্নিয়ায়নের একটি ভিত্তি হিসেবে বাড়ি বুদ্ধবুদ্ধ এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের খানাগুলোর মৌলিক ভালো থাকার সাথে বাড়ি বুদ্ধবুদ্ধ এত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত যে, বর্তমানে বাড়ি দুর্বলতা দ্রুত অর্থনৈতিক অধঃগতি ও ব্যাপক আর্থিক বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারে। সুদের হার আরো বাড়লে তা স্থবিরতার একটি বিষাক্ত চক্র তৈরি করার ক্ষমতা রাখে অথবা এমনকি বাড়ির দাম কমতে থাকা ও ভোক্তা ঋণের সুদ-আসল পরিশোধের অনুপাত বাড়তে থাকার ফলে খেলাপি হওয়ার বন্যা নামতে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে ভোগ বিশ্ব অর্থনীতিতে চাহিদার মূল উৎস। এই বাস্তবতা ও সম্ভাবনা তৈরি করে যে, উপরিউক্ত অবস্থা ঘটলে তা আরো বিশ্বায়িত সঙ্কট তৈরির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে।^{১০২৬}

শেয়ার বাজারে ২০০০ সালে ব্যাপক পতনকে গুরুতর অর্থনৈতিক পতনের পূর্বলক্ষণ মনে করা হলেও ব্যবসার লোকসানগুলোকে আড়াল করা হয় এবং ব্যাপকতর অর্থনৈতিক বিপ্লবগুলোকে কমিয়ে আনা হয় ভূ-সম্পত্তির বা দালান-কোটা-জমির বুদ্ধবুদ্ধ দিয়ে, যা ২০০১ সালে নিয়ে যায় এমন মন্দায়, যেটি ছিল তুলনামূলক ক্ষুদ্রতর। এটিকে ম্যাক্রোম্যাভেন্স নামের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত লগ্নি বিশ্লেষক স্টেফানি পমবয় ২০০২ সালে সঙ্গতভাবেই নাম দিলেন ‘দি গ্রেট বাবল ট্রান্সফার’ বা ‘বুদ্ধবুদ্ধের মহাস্থানান্তর’। বুদ্ধবুদ্ধের এই স্থান পরিবর্তন ঘটনায় বাড়ি বন্ধক বাজারে একটি ফটকাবাজি বুদ্ধবুদ্ধ শেয়ার বাজার বুদ্ধবুদ্ধ ফেটে যাওয়ার ক্ষতি অলৌকিকভাবে পূরণ করে।^{১০২৭} সুদের কম হার ও ব্যাংকগুলোর প্রয়োজনীয় সংরক্ষিত তহবিলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবর্তনের (এর ফলে আরো তহবিল পাওয়া যায়) সুযোগে পুঁজি হয়ে পুঁজি ব্যাপকভাবে প্রবাহিত হয় বাড়ি বাজারে, বন্ধকি ঋণ গগণলেহি হয়ে ওঠে, বাড়ির দাম বাড়ে এবং অল্পকালের মধ্যে শুরু হয় মহা ফটকাবাজি। এর ফলে যা ঘটলো সেটা পুঁজিবাদের গোটা ইতিহাসে ফটকাবাজি বুদ্ধবুদ্ধগুলোর মৌলিক প্যাটার্ন বা ধরন অনুসরণ করে। এ ধরনটি সম্পর্কে চার্লস কিম্বলবার্গার ‘ম্যানিয়াজ, প্যানিক্স এন্ড ক্র্যাশেশ’ বইতে বলেছেন, ‘এক অদ্ভুত অর্থ, ঋণ বিস্তার, ফটকাবাজির বাতিক, দুর্দশা আর ধ্বংস বা আতঙ্ক এভাবেই ঘটলো।’^{১০২৮} আমেরিকার আবাসন খাত থেকে মূলত সংকটের সূত্রপাত।^{১০২৯} ঋণগ্রহীতার সামর্থ্য যাচাই না করেই ঢালাওভাবে ব্যাংক ঋণ প্রদান এক পর্যায়ে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনে (চিত্র নং ১৮)।

চিত্র ১৮: যুক্তরাজ্যে বাড়ির মূল্যবৃদ্ধি (অক্টোবর ১৯৯৭-অক্টোবর ২০০৭)^{১০৩০}



^{১০২৫} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

^{১০২৬} প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

^{১০২৭} স্টেফানি পমবয়, দি গ্রেট বাবল ট্রান্সফার, ম্যাক্রোম্যাভেন্স, এক্সজ: ৩ এপ্রিল ২০০২, (http://www.macromavens.com/reports/the_great_bubble_transfer.pdf.)

^{১০২৮} উদ্ধৃত: হুয়ান ল্যাভা, ডিকস্ট্রাকটিং দি ফ্রেডিট বাবল, ম্যাটারহর্ন ক্যাপিটাল ম্যানেজম্যান্ট ইনভেস্টর আপডেট, থার্ড কোয়ার্টার, ২০০৭, <http://www.matterhorncap.com/pdf/3q2007.pdf>.; চার্লস পি কিম্বলবার্গার ও রবার্ট এলিবার, ম্যানিয়াজ, প্যানিক্স এন্ড ক্র্যাশেশ, (নিউজার্সি: জন উইলি এন্ড সন্স, ২০০৫ খৃ.), পৃ. ৪৭-৫০।

^{১০২৯} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৫২; ড. এম. কবির হাসান কর্তৃক ১৭ জানুয়ারি ২০০৯, তারিখে ‘পলিসি রিসার্চ ইনেশিয়েটিভ’ (পিআরআই) আয়োজিত ‘বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা: বাংলাদেশের জন্য শিক্ষা’ শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় উপস্থাপিত প্রবন্ধ।

^{১০৩০} <http://www.swindonweb.com/home/?m=455&s=456&ss=0&c=1461>

১. প্রথম পর্ব : অদ্ভূত অর্থ

নতুন একটি বাজার, বৈপ্লবিক নতুন একটি প্রযুক্তি, উদ্ভাবিত একটি সামগ্রি ইত্যাদি হতে পারে এক অদ্ভূত অর্থ।^{১০৩১} এ ক্ষেত্রে অদ্ভূত অর্থটি হচ্ছে ‘কোলেটারালাইজড ডেট অবলিগেশন’ (সিডিও) বা ‘বন্ধকীকৃত ঋণ পরিশোধ বাধ্যবাধকতা’ নামে অভিহিত নতুন একটি লগ্নি ব্যবস্থার বা ইন্সট্রুমেন্টের মাধ্যমে বন্ধকী ঋণের সিকিউরিটাইজেশন বা জামিনীকরণ। ব্যাংকগুলো ১৯৭০ এর দশক থেকে একক বন্ধকী ঋণগুলো টানছে আর আবাসিক বন্ধকের সমর্থনপুষ্ট জামিন তৈরি করতে এসব ঋণের মাধ্যমে প্রাপ্ত নগদ অর্থ কাজে লাগাচ্ছে। জামিনকৃত এসব ঋণ পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে সিএমও (কোলেটারালাইজড মর্টগেজ অবলিগেশন বা বান্ধবীকৃত বন্ধক পরিশোধ বাধ্যবাধকতা) রূপে নতুন করে গাঁট বাঁধা হয়। ট্রাঙ্ক বা কোম্পানির শেয়ারসমূহের এক-একটি গুচ্ছ নিয়ে তৈরি হয় সিএমও। ধারাক্রমে প্রতি গুচ্ছবদ্ধ শেয়ারের ঋণের আসল বা মূল অর্থ পরিশোধ করার জন্য এটা করা হয়। সবচেয়ে আগে পরিশোধ করা হয় সবচেয়ে বড়গুচ্ছের অর্থ। এভাবেই ক্রমানুসারে চলে। ব্যাংকগুলো ১৯৯০-এর দশকে, বিশেষ করে দশকটির শেষভাগে সিডিও তৈরি শুরু করে। এসব সিডিওতে অন্যান্য ধরনের ঋণের সাথে কম ঝুঁকি, মাঝারি ঝুঁকি ও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ (সাব-প্রাইম) বন্ধকগুলোকে একসাথে মেশানো হয়।^{১০৩২} তখন খেলাপীর ঝুঁকির মধ্যে পড়ে এসব গুচ্ছ, সবচেয়ে নিম্নস্তরের গুচ্ছটি উর্ধ্বতন গুচ্ছটির আগে শুষ্ক নেয় সব খেলাপী। এভাবেই চলে। ঋণ দেয়ার তিনটি প্রধান সংস্থার নতুন এসব সিডিও’র উচ্চতর পর্যায়ের গুচ্ছগুলোকে বিনিয়োগ মান অনুসারে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে। এ ক্ষেত্রে মনে করা হয়েছিল যে, লোন পোর্টফোলিও বা ঋণ পত্রকোষকেস ভৌগলিক ও খাতগতভাবে ছড়িয়ে দিলে এবং ঝুঁকিকে ‘ফালি ফালি ও চৌকো চৌকো’ করে কেটে ফেললে বিনিয়োগের এসব বাহনের মধ্যে একেবারে নিচের স্তরের গুচ্ছগুলো ছাড়া সব গুচ্ছই নিরাপদ বাজি হয়ে ওঠবে। অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের সিডিওগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরের ও বৃহত্তম পর্যায়ের গুচ্ছগুলো সম্ভাব্য সর্বোত্তম মান অর্জন করতো। এটা করা হতো খেলাপীর বিরুদ্ধে ‘বীমাকৃত’ হওয়ার জন্য ঋণপত্র ইস্যুকারী একটি কোম্পানিকর্তৃক ব্যবস্থার মাধ্যমে। এই গোটা ব্যাপারটি বন্ধকী ঋণের বিশাল প্রসারিত এক বাজার তৈরি করেছিল। এটা অল্প দিনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেয় তথাকথিত ‘সাব-প্রাইম’ ঋণ গ্রহীতাদের, যাদের ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত ইতিহাস মন্দ বা আয় কম এবং এ জন্য যারা বন্ধক বাজারের বাইরে ছিল। আর এসব ঋণ ব্যবস্থার জন্য ঋণ সংক্রান্ত উচ্চমান অর্জন করে এসব ঋণপত্রের ব্যাংক মালিকরা এগুলোকে বিশ্বব্যাপী নয়া লগ্নি বাজারগুলোতে দ্রুত ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষমতা অর্জন করে।^{১০৩৩}

বাড়ি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ব্যাংকগুলো প্রতিষ্ঠিত ব্যালেন্সশীট বহির্ভূত সব বহির্গমন পথ। এগুলো ‘স্ট্রাকচার্ড ইনভেস্টমেন্ট ভেহিকেল’ (এসআইভি) বা ‘কাঠামোবদ্ধ বিনিয়োগ মাধ্যম’ হিসেবে পরিচিত। এসব মাধ্যম কার্যত ব্যাংক নিজেসাই। সিডিওগুলোকে ধারণ করার জন্য এগুলোকে দাঁড় করানো হয়েছে। এই বিশেষ সত্তাগুলো সিডিওসমূহ কেনার জন্য অর্থ চালতো বা লগ্নি করতো স্বল্প মেয়াদি তহবিলের জন্য বাণিজ্যিক কাগজী বাজার থেকে অর্থ নিয়ে। এর অর্থ দাঁড়চ্ছে যে, দীর্ঘ মেয়াদি জামানতপত্র বিনিয়োগের জন্য এরা স্বল্প মেয়াদি তহবিল ঋণ করছে। বিনিয়োগকারীদের আবার আশ্বস্ত করার জন্য ব্যাংকগুলোর সাথে ‘ঋণ খেলাপ রদবদল’ বা ‘ক্রেডিট ডিফল্ট সোয়াপ’ ব্যবস্থা করা হতো। এতে ব্যাংক অব আমেরিকাসহ বড় বড় ব্যাংক যুক্ত থাকতো। এর পাশাপাশি এসআইভিসমূহ (এ ক্ষেত্রে রদবদল বা সোয়াপ ক্রেতার) বছরে চারবার অর্থ দিতো। এসআইভিগুলো যদি দেখে যে, তাদের সম্পদ কমে যাচ্ছে ও ঋণ শুকিয়ে যাচ্ছে এবং খেলাপী হতে বাধ্য হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো (রদবদল বিক্রেতার) অধিকতর অর্থ দেবে বলে প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে বছরে চারবার অর্থ দেয়া হতো। অন্যান্য কারণের সাথে এগুলো মিলে ব্যাংকগুলোকে ঝুঁকির মুখে রেখে দেয়, অথচ এই ঝুঁকিই তারা অন্য কোথাও সরিয়ে দিয়েছিল বলে মনে করেছিল।^{১০৩৪}

২. দ্বিতীয় পর্ব : ঋণ বিস্তার

যে কোনো সম্পদ মূল্য বৃদ্ধির খোরাক যোগাতেই দরকার হয় ঋণ বিস্তার। আর ঋণ বিস্তারের অর্থ হচ্ছে জনসাধারণ বা কর্পোরেশনগুলোর আরো ঋণ নেয়া। শেয়ার বাজার বৃদ্ধির ফেটে যাওয়ার পরে বাড়ি বৃদ্ধির সুদের একেবারে কম হার এবং ব্যাংকগুলোর প্রয়োজনীয় সংরক্ষিত তহবিলের বিধির রদবদল প্রসারিত করে ঋণ ইতিহাস নির্বিশেষে সকল ধরনের ঋণ গ্রহীতার ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ। ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ড সুদের হার কমানো শুরু করে ২০০১ সালের জানুয়ারি মাসে। পরপর ১২ দফায় এ হার কমানো হয়। প্রধান প্রধান ফেডারেল তহবিলগুলোর সুদের হার ৬ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০০৩ সালের জুন মাসে নিয়ে আসা হয় ১ শতাংশে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে এত কম হার ছিল।^{১০৩৫} এর ফলে যে বাড়ি বৃদ্ধির

^{১০৩১} চার্লস পি কিম্বলবার্গার ও রবার্ট এলিবার, *ম্যানিয়াজ, প্যানিক্স এন্ড ক্র্যাশেশ*, (নিউজার্সি : জন উইলি এন্ড সন্স, ২০০৫ খৃ.), পৃ. ৪৭-৫০।

^{১০৩২} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, *প্রাপ্ত*, পৃ. ৯৬।

^{১০৩৩} *প্রাপ্ত*, পৃ. ৯৬-৯৭।

^{১০৩৪} *প্রাপ্ত*, পৃ. ৯৭।

^{১০৩৫} *প্রাপ্ত*, পৃ. ৯৮; হিস্টরিক্যাল চেঞ্জস অব দি টার্গেট ফেডারেল ফান্ডস এন্ড ডিসকাউন্ট রেটস্, *ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্ক*, নিউইয়র্কফেড.ওআরজি, প্রবেশ: ১৫ অক্টোবর ২০১৪,

<http://www.newyorkfed.org/markets/statistics/dlyrates/fedrate.html>

হলো, তাতে বাড়ির দাম বেড়ে গেলেও তা সস্তায় লগ্নি বন্ধকী ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা বাড়িয়ে তুললো। সুদের হার অবসারণভাবে কম হওয়া, আর তার সাথে দীর্ঘতর বন্ধক মিলে মাসে পরিশোধের পরিমাণ দাঁড়ালো সাধের মধ্যে। দাম যখন দ্রুত বেড়ে চলছিল তখনও এমন হলো। এরপরেও মাসে মাসে পরিশোধের পরিমাণ যদি সাধের বাইরে থাকে, সে ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে পরিশোধের পরিমাণ আরো কমায় উদ্ভাবিত হলো। উদ্ভাবিত উপায় প্রায় ক্ষেত্রে সুদের রূপ নিত। একটি সুনির্দিষ্ট প্রারম্ভিক সময়ের পরে এ হার আগের স্তরে নেয়া হতো। সাধারণত এ প্রারম্ভিক সময়টি হতো তিন থেকে পাঁচ বছর বা আরো কম। তাই আসলের একটুও শোধ না করে এবং প্রায় কোনো সুদ না দিয়ে নতুন ক্রেতার এমনি আরো চড়া দামে এখন থেকে বাড়ি কিনতে পারতো।^{১০৩৬} সাব-প্রাইম বন্ধকী ঋণের অনেকটাই ছিল বাড়ির অনুমিত মূল্যের শতভাগ। সাব-প্রাইম ঋণের উদ্যোক্তারা এ ধরনের ঋণ যত বেশি সম্ভব দিয়ে একসাথে গাঁট বাঁধতো। তারপরে নতুন করে গাঁট বাঁধা বা একত্র করা ঋণগুলো দ্রুত বিক্রি করে দেয়া হতো অন্যদের কাছে। আর অবশ্যম্ভাবীভাবেই দ্রুত ফাঁপিয়ে তোলা বাড়ি কেনার খরচের মধ্যে থাকতো অনায়াসে পাওয়া যায় এমন অর্থকড়ি বিপুল পরিমাণে। এটা থাকতো বিভিন্ন কমিশন ও ফী হিসেবে। বন্ধক ও দালালি ‘শিল্পে’ বিপুল সংখ্যক লুণ্ঠনজীবী দালালের ঝাঁক এটা পেতো। ‘বন্ধক সমর্থিত জামানতে সাব-প্রাইম বন্ধকের পরিমাণ ২০০০ সালে ৫৬ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ২০০৫ সালে চূড়ায় উঠে দাঁড়ায় ৫০৮ বিলিয়ন ডলার।^{১০৩৭}

৩. তৃতীয় পর্ব : ফটকাবাজারি বাতিক

ফটকাবাজারি বাতিকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঋণের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া এবং একই দ্রুততায় এর গুণগত মান পতন। লগ্নি সম্পদ কেনার কাজে বিপুলভাবে ঋণ করা হয়, কিন্তু এই লগ্নি সম্পদ থেকে কত আয় হবে তা বিবেচনা করা হয় না, এসব সম্পদের দাম কত বাড়তে পারে, নিছক সেই অনুমান করা হয়। এটাকেই হিম্যান মিনস্কি বলেছেন, ‘পনজি ফাইন্যান্স’ বা ‘মহা ফটকাবাজারি’।^{১০৩৮} সাব-প্রাইম বন্ধক বা লগ্নির দিক থেকে ‘বিষাক্ত আবর্জনা’র সাথে ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় সিডিওগুলো ক্রমবর্ধমানভাবে এই ফ্রুপদ রূপ নেয়।^{১০৩৯} বন্ধকী ঋণদাতারা ও সাবপ্রাইম ঋণ গ্রহীতারাই কেবল এই প্রবল উন্মাদনায় মেতে উঠলেন, তা নয়। ভূ-সম্পত্তি ফটকাবাজারদের ক্রমেই বিশাল হতে থাকা একটি দল আরো চড়া দামে বিক্রির উদ্দেশ্যে বাড়ি কেনার ব্যবসায় মেতে ওঠে। অনেক বাড়ি মালিকও তাদের বাড়ির দাম দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়াকে স্বাভাবিক ও স্থায়ী মনে করা শুরু করেন। তারা আবার লগ্নি করার এবং তাদের বাড়ি থেকে নগদ মূল্য প্রত্যাহার করার জন্য সুদের কম হারের সুবিধা নেন। অধিকাংশ কাজের লোকের মজুরি একই স্তরে স্থির থাকলেও ভোগের মাত্রা বজায় রাখা বা বাড়িয়ে তোলার এটাই ছিল পথ। বৃদ্ধি যখন খুব বড় হয়ে উঠলো, সে সময় কেবল ২০০৫ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে নয়া বন্ধক ঋণ গ্রহণ বৃদ্ধি পেলে ১ দশমিক ১১ ট্রিলিয়ন ডলার; এতে বকেয়া বন্ধক ঋণ দাঁড়ালো সব মিলিয়ে ৮ দশমিক ৬৬ ট্রিলিয়ন ডলার। এ পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপি ৬৯ দশমিক ৪ শতাংশ।^{১০৪০}

৪. চতুর্থ পর্ব : দুর্দশা

লগ্নি বাজারের চলার পথে হঠাৎ পরিবর্তন ঘটলে দুর্দশা নেমে আসে। সুদের হার বাড়তে থাকায় বাড়ি বৃদ্ধি প্রথমবারের মত খোঁচা খায় ২০০৬ সালে। সুদহার বৃদ্ধি সাবপ্রাইমের তেজী এলাকাগুলোতে বাড়ির দাম চলার পথ উল্টে দেয়। যে ঋণ গ্রহীতার বাড়ির দাম দ্রুত বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগযোগ্য বন্ধক হার নতুন করে নির্ধারিত হওয়ায় আগেই বাড়ি পুনঃলগ্নি বা বিক্রির জন্য সুদের কম হারের ওপর নির্ভর করছিলেন, তারা হঠাৎ দেখলেন যে বাড়ির দাম পড়ছে আর বন্ধক পরিশোধের দাঁতাল চাকা ওপর দিকে ঘুরছে। এই দাঁতাল চাকা এক দিকে ঘুরলে অন্য দিকে পেছনে যায় না। বিনিয়োগকারীদের মধ্যে উদ্বেগ শুরু হলো যে, কয়েকটি অঞ্চলে বাড়ি বাজার যে শীতল হচ্ছে তা গোটা বন্ধক বাজারে ছড়িয়ে পড়বে এবং গোটা অর্থনীতিকে সংক্রমিত করবে। এমন দুর্দশার ইঙ্গিত পাওয়া গেল ঋণ রদবদলের সার্বিকভাবে বৃদ্ধিতে। বিনিয়োগকারীদের রক্ষা এবং ঋণের মান নিয়ে ফটকাবাজারি করার জন্য তৈরি হয়েছিল ঋণ রদবদল ব্যবস্থা। তা ২০০৭ সালের প্রথমার্ধে ৪৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। আনুমানিক ৪২ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন ডলার ঋণ রক্ষায় এটি ঘটলো।^{১০৪১}

৫. পঞ্চম পর্ব : আতঙ্ক ও ধ্বস

লগ্নি বৃদ্ধির চূড়ান্ত স্তর ধ্বস ও আতঙ্ক হিসেবে পরিচিত। এ সময় দেখা যায় ‘গুণগত মানের দিকে পালিয়ে যাওয়ার’ চেষ্টায় সম্পদরাজি দ্রুত বিক্রি করে দেয়া হয়। নগদ অর্থ আবার রাজা হয়ে ওঠে। প্রাথমিক যে ধ্বস বাজার কাঁপিয়ে

^{১০৩৬} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাণ্ড, পৃ. ৯৮।

^{১০৩৭} হ্যান ল্যাভা, ডিকস্ট্রাকটিং দি ক্রেডিট বাবল, ম্যাটারহর্ন ক্যাপিটাল ম্যানেজম্যান্ট ইনভেস্টর আপডেট, থার্ড কোয়ার্টার, ২০০৭, <http://www.matterhorncap.com/pdf/3q2007.pdf>।

^{১০৩৮} হিম্যান পি মিনস্কি, ক্যান ‘ইট’ হ্যাপেন এগেন? এসজ ইন ইস্ট্যাবিলাটি এন্ড ফাইন্যান্স, প্রাণ্ড, পৃ. ২৮-২৯।

^{১০৩৯} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাণ্ড, পৃ. ৯৯।

^{১০৪০} হাউজহোল্ড ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন : কিউ ফোর থাউজেন্ড ফাইভ, ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটস সেন্টার, ১৯ মার্চ ২০০৬, এক্সেস: ২২ নভেম্বর ২০১৩, <http://www.fmcenter.org>।

^{১০৪১} গ্লোবাল ডেরিভেটিভস্ মার্কেট এক্সপ্যান্ডস টু ফাইভ হানড্রেড সিগ্টিন ট্রিলিয়ন ডলার, ব্রুমবার্গ, কম, এক্সেস: ২২ নভেম্বর ২০০৯।

দিয়েছিল, সেটা ঘটেছিল ২০০৭ সালের জুলাই মাসে। সে সময় বীয়ার স্টার্নের দুটি হেজ ফান্ড সংকুচিত হয়ে পড়ে। এ দুই হেজ তহবিলে ছিল প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলারের বন্ধক সমর্থিত জামানতপত্র। এর মধ্যে একটি তহবিল হারায় নিজ মূল্যের ৯০ শতাংশ। অপরটি পুরোপুরি গলে পড়ে। যখন দেখা গেল যে, এ হেজ ফান্ডগুলো তাদের সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করতে পারছে না তখন ইউরোপ, এশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রে অবসংখ্য ব্যাংক তাদের কাছে থাকা বিষাক্ত সাব-প্রাইম বন্ধকের কথা স্বীকার করতে বাধ্য হলো। লগ্নি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ভীতি ছড়ানো শুরু হলো আর ঋণ গুড়োগুড়ো হয়ে ভেঙ্গে পড়তে থাকলো প্রবলভাবে। এসব লগ্নি প্রতিষ্ঠানের একটি নিশ্চিত ছিল না যে, অন্যটির কাছে কি পরিমাণ বিষাক্ত আবর্জনা আছে। ঋণ গুড়োগুড়ো হয়ে ভেঙ্গে পড়ে সে সব গুড়ো একটু একটু করে বাণিজ্যিক কাণ্ডজে বাজারে ঢুকে পড়ায় ব্যাংকের উদ্যোগে গঠিত এসআইভিগুলোতে তহবিল যোগানোর মূল উৎস কাটা পড়ে গেল। এ ঘটনা ঋণ খেলাপ রদবদলের ফলে কয়েকটি বড় ব্যাংকের অত্যন্ত বিপুল ঝুঁকির মধ্যে থাকার বিষয়টি সামনে তুলে ধরলো। এ সময়ের একটি প্রধান ঘটনা ছিল বৃটেনের বন্ধক ঋণদাতা নর্দার্ন রকে লালবাতি জ্বলা, এরপরে সেটাকে তহবিল দিয়ে উদ্ধার করা এবং জাতীয়করণ করা। এ ব্যাংকটিই ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হয়ে ওঠে এক শতাব্দীর মধ্যে প্রথম ব্রিটিশ ব্যাংক, যার অভিজ্ঞতা হলো যে, খন্ডেররা দৌড় দিলো ব্যাংকে, ব্যাংক থেকে সারি বেঁধে সঞ্চয় তুলে নিতে। যুক্তরাষ্ট্রে বন্ড বীমা করেছিল যারা, তারাও চুপসে যেতে শুরু করলো। বন্ধক সমর্থিত সিকিউরিটিতে ঋণ রদবদলে বীমা করার কারণে এমন ঘটলো। এমন ঘটনা পুঁজির প্রতি বিশেষভাবে হুমকি তৈরি করে।^{১০৪২}

এই আর্থিক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সারা পৃথিবীতে। আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীরা যুক্তরাষ্ট্রে বন্ধক সমর্থিত সিকিউরিটির ফটকাবাজার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এরই প্রতিফলন হচ্ছে বিশ্বে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া আর্থিক আতঙ্ক। ব্যাপকভাবে ভয় দেখা দিলো যে, বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নেমে আসবে ২ দশমিক ৫ শতাংশে বা আরো নিচে। এটা হচ্ছে অর্থনীতিবিদদের কাছে বিশ্ব মন্দা।^{১০৪৩} বিশ্ব লগ্নি বাজারগুলোতে ছড়িয়ে পড়লো যে ভয় তার অনেকাংশে কারণটি ছিল ব্যবস্থাটির জটিলতা ও অস্পষ্টতা; যে ব্যবস্থায় কারোই জানা ছিল না যে, লগ্নি বিষাক্ত আবর্জনা কোথায় মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিলের দিকে শুরু হলো আতঙ্কপীড়িত দ্রুত ছড়োছড়ি এবং ঋণ দেয়াও গেল একেবারে কমে।^{১০৪৪} ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল ২০০৮ সালের ১৯ জানুয়ারি খোলাখুলি ঘোষণা করলো যে, আর্থিক ব্যবস্থা প্রবেশ করেছে 'দি প্যানিক স্টেজে' বা 'আতঙ্কের পর্বে'।^{১০৪৫} ঋণের শেষ ভরসার ভূমিকা নিয়ে ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ড উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ব্যবস্থাটির মধ্যে ফেডারেল তহবিল ঢেলে সাড়া দিলো, ফেডারেল তহবিলের হার ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৪ দশমিক ৭৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে নিয়ে এলো ৩ শতাংশে। আর সুদের হার আরো কমানো হবে বলে আশা করা হতে থাকলো। অর্থনীতি তেজী করার জন্য ফেডারেল সরকার দেড়শ বিলিয়ন ডলারের গাঁট নিয়ে হাজির হলো। কিন্তু সঙ্কট থামাতে কোন পদক্ষেপই কাজে আসেনি। এ সংকটের ভিত্তি রয়েছে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলারের বন্ধক বাজারের অস্বচ্ছলতার মধ্যে। এরপর নতুন নতুন ধাক্কা লাগে। সর্বোপরি বাড়ি বৃদ্ধ ফেটে যাওয়ার ঘটনা চাপের মধ্যে থাকা আর্থিক অবস্থাকে ভুগল করে দিয়েছে, আর যুক্তরাষ্ট্রের ভোক্তাদের করেছে বিপুলভাবে ঋণগ্রস্ত। এই ভোক্তাদের কেনাকাটার পরিমাণ জিডিপির ৭২ শতাংশ।^{১০৪৬}

খ. লগ্নিয়ানে সঙ্কট

মর্গান স্ট্যানলি এশিয়ার চেয়ারম্যান স্টেফান রচের ভাষায়, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে 'সস্তা ঋণের দানবীয় বৃদ্ধি.. যেখানে একটি বৃদ্ধি তৈরি করেছে আরেকটি বৃদ্ধি' এবং এমন ধরনটির জন্যই অবসংখ্য ভাষ্যকার যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনীতির নিন্দা করেছেন। রচ অন্যত্র বলেছেন, 'আমেরিকার বৃদ্ধিগুলো বড় হয়ে উঠেছে যে, এসব বৃদ্ধিতে সংক্রমিত প্রকৃত অর্থনীতির বিভিন্ন অঙ্ক।' খানা ঋণ বেড়েছে ব্যয়যোগ্য ব্যক্তি আয়ের ১৩৩ শতাংশে, আর লগ্নি কর্পোরেশনগুলোর ঋণ পৌঁছেছে অন্তর আকাশ স্তরে এবং সরকারি ও অ-লগ্নি কর্পোরেট ঋণ অব্যাহতভাবে বাড়ছে।^{১০৪৭} ভিত্তিমূলে থাকা অর্থনীতির তুলনায় ভোক্তা, কর্পোরেট ও সরকারি ঋণের এই বিস্ফোরণ (বাড়ি বৃদ্ধি ২০০৫ সালে সবচেয়ে বড় হয়ে ওঠে, সে সময় জিডিপির ৩০০ শতাংশের বেশি) অর্থনীতিকে একই সাথে ওপরে তুলেছে ও নিয়ে গেছে বর্ধমান অস্থিতিশীলতায়।^{১০৪৮} এটিকে মূলধারার ভাষ্যকাররা প্রায়ই বিপুল ভোগ, বিপুল ঋণ ও ক্রমনিঃশেষিত ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের সাথে যুক্ত একটি জাতীয় স্নায়ুপীড়া হিসেবে গণ্য করেন এবং এই বিপুল ভোগ, বিপুল ঋণ ও ক্রমনিঃশেষিত ব্যক্তিগত সঞ্চয় সম্ভব হয়েছে বিদেশ থেকে পুঁজি প্রবেশ করানোর কারণে আর এ পুঁজি নিজেই প্রবেশে অনুপ্রাণিত হয়েছে ডলারের আধিপত্যের কারণে।

^{১০৪২} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০; বন্ড ইনস্যুরার উজ মে মিন ইন্ড অব লুপহোল, রয়টার্স, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৮।
^{১০৪৩} গ্লোবাল রিসেশন রিস্ক গ্রোজ এজ ইউএস 'ড্যামেজ' স্প্রেডস, ব্লুমবার্গ.কম, ২৮ জানুয়ারি ২০০৮, এক্সেজ: ২২ জানুয়ারি ২০১৪।
^{১০৪৪} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০-১০১।
^{১০৪৫} প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।
^{১০৪৬} উদ্ধৃত: প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।
^{১০৪৭} উদ্ধৃত: প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।
^{১০৪৮} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

লগ্নিয়ামনে উৎপাদনের সহায়ক সেবক হিসেবে লগ্নির ঐতিহ্যগত ভূমিকা উল্টে গেছে; এখন উৎপাদনের ওপর আধিপত্য করছে লগ্নি।^{১০৪৯} ম্যাগডফ ও সুইজি যুক্তি দেখান যে, লগ্নিয়ামন প্রবণতার মূলে রয়েছে প্রকৃত অর্থনীতির গভীরে থাকা স্থবিরতা যা পুঁজিবাদের স্বাভাবিক অবস্থা।^{১০৫০} তারা বলেন, যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশ ও জাপানসহ পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বাভাবিক পথ হচ্ছে দ্রুত প্রবৃদ্ধির বদলে স্থবিরতা। এ প্রেক্ষাপটে বর্তমানে কিছুকাল পরে দেখা দেয়া সম্ভবত গুলো দ্রুততর গতিতে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় সাময়িক সব বিঘ্ন নয়, বরং এসব সম্ভবত পুঁজি পুঞ্জিভবনের ক্ষেত্রে গুরুতর ও বর্ধমান দীর্ঘ মেয়াদী সব বাধার দিকেই নির্দেশ করে।^{১০৫১}

বার. যা নেই তা বিক্রয় (Short Selling)

বর্তমান অর্থনৈতিক মন্দার আরেকটি কারণ Short Selling^{১০৫২} (এমন সম্পদ বিক্রয় যা বিক্রেতার মালিকানায নেই)। শর্ট সেল হলো কোন পণ্যের ওপর মালিকানা ও দখল ব্যতীতই তা বিক্রয় করে দেয়া।^{১০৫৩} শেয়ার মার্কেটে এর প্রচলন রয়েছে। শেয়ার বিনিয়োগকারী মুনাফার আশায় এটিকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে। মূল্য বৃদ্ধির কারণে শেয়ারের চাহিদা বেড়ে গেলে এবং শেয়ার বিনিয়োগকারীর নিকট চাহিদার পরিমাণ শেয়ার না থাকলে তিনি অন্যের নিকট থেকে শেয়ার ধার নিয়ে বাজারদরে ক্রেতার নিকট বিক্রয় করে দেয়। পরবর্তীতে কম দামে বাজার থেকে শেয়ার ক্রয় করে ধার পরিশোধ করে। মন্দাকালীন যুক্তরাষ্ট্রের SEC ৯০০ স্টকের শর্ট সেলিং বন্ধ করে দিয়েছিল।^{১০৫৪} এই ক্রান্তিকালে শর্ট সেল বন্ধ না করা হলে পড়তি দামে কোম্পানিগুলো তাদের শেয়ার বিক্রয় করতে পারত। নিজেদেরকে দেউলিয়া ঘোষণা করতে হতো না।

তের. যুক্তরাষ্ট্রে সুদের হার কমে যাওয়ায় আয়ের চেয়ে ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি

যুক্তরাষ্ট্রে আয়ের চেয়ে ভোগ ব্যয় অধিকতর অনেক দ্রুত বাড়ছে বলেই তার ফলে খরচযোগ্য আয় অনুপাতে সার্বিক ভোক্তা ঋণ বেড়েছে। নিচের সারণীতে (সারণী নং ৩) দেখা যায় যে, ভোক্তার খরচযোগ্য আয় ও বকেয়া ভোক্তা ঋণের অনুপাত গত তিন দশকে দ্বিগুণের বেশি হয়েছে। এ অনুপাত ১৯৭৫ সালে ছিল ৬২ শতাংশ। তা ২০০৫ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ১২৭ শতাংশ। ঐতিহাসিকভাবে স্বল্প সুদ হার এ বৃদ্ধির আংশিক কারণ। সুদের হার অল্প থাকার কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঋণের সুদ দেয়া সহজতর হয়েছে। (তবে সুদের হার এখন বাড়ছে।) ১৯৮০ সাল থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত ঋণ সুদের অনুপাত দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। তা ১৯৯০ এর দশকের মধ্যভাগে খুব বৃদ্ধি পায় এবং তারপর থেকে সামান্য বিঘ্ন ছাড়া এ বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।^{১০৫৫}

সারণী ৩: বকেয়া ভোক্তা ঋণ ও খরচযোগ্য আয়ের অনুপাত (বিলিয়ন বা শত কোটি ডলারে)^{১০৫৬}

সাল	ভোক্তা ঋণ	ভোক্তার খরচযোগ্য আয়	খরচযোগ্য আয়ের % হিসেবে ঋণ
১৯৭৫	৭৩৬.৩	১১৮৭.৪	৬২.০
১৯৮০	১৩৯৭.১	২০০৯.০	৬৯.৫
১৯৮৫	২২৭২.৫	৩১০৯.৩	৭৩.০
১৯৯০	৩৫৯২.৯	৪২৮৫.৮	৮৩.৮
১৯৯৫	৪৮৫৮.১	৫৪০৮.২	৮৯.৮
২০০০	৬৯৬০.৬	৭১৯৪.০	৯৬.৮
২০০৫	১১৪৯৬.৬	৯০৩৯.৫	১২৭.২

দ্রষ্টব্য : খরচযোগ্য আয় হচ্ছে কর প্রদানের পর।

^{১০৪৯} প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২-১০৩।

^{১০৫০} হ্যারি ম্যাগডফ ও পল এম সুইজি, প্রোডাকশন এন্ড ফাইন্যান্স, *মাস্কুলি রিভিউ*, প্রাগুক্ত, ৩৫তম বর্ষ, সংখ্যা ১, পৃ. ১১-১২।

^{১০৫১} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪।

^{১০৫২} (Short Selling) শর্ট সেলিং (shorting বা going short হিসেবেও পরিচিত) এর সংজ্ঞায় উইকিপিডিয়ায় বলা হয়েছে, 'The practice of selling assets, usually securities, that have been borrowed from a third party (usually a broker) with the intention of buying identical assets back at a later date to return to the lender.' ([http://en.wikipedia.org/wiki/Short_\(finance\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Short_(finance))).

^{১০৫৩} বিচারপতি তাকী উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫।

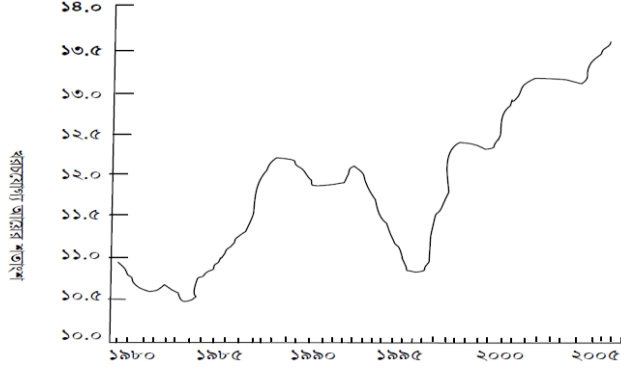
^{১০৫৪} নাসিম আহমেদ, বেপরোয়া বিনিয়োগ ব্যাংকের দায়, *মাসিক ব্যাংকার*, নভেম্বর ২০০৮, পৃ. ২০-২১।

^{১০৫৫} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১।

^{১০৫৬} প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১; বোর্ড অব গভর্নর্স অব দি ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম, ফ্লো অব ফান্ডস্ একাউন্টস্ অব দি ইউনাইটেড স্টেটস, হিস্টোরিক্যাল সিরিজ এন্ড এ্যানুয়াল ফ্লোজ এন্ড আউটস্ট্যান্ডিংজ, ফোর্থ কোয়ার্টার ২০০৫ (৯ মার্চ, ২০০৬), <http://www.federalreserve.gov/releases/Z1/current>.

নিচের রেখাচিত্র (চিত্র নং ১৯) থেকে দেখা যায় যে, ১৯৮০ সাল থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত ঋণ সুদের অনুপাত দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। তা ১৯৯০ এর দশকের মধ্যভাগে খুব বৃদ্ধি পায় এবং তার পরে থেকে সামান্য বিঘ্ন ছাড়া এ বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।^{১০৫৭}

চিত্র ১৯: ভোক্তাদের ঋণের সুদ, ইত্যাদি পরিশোধের অনুপাত (খরচযোগ্য আয়ের অনুপাতে সুদ, ইত্যাদি পরিশোধ)^{১০৫৮}



বাড়ির দাম আকাশচুম্বি হওয়া সত্ত্বেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাড়ি মালিকদের ইকুইটি/খানা স্থাবর সম্পত্তি অনুপাত হ্রাস পাওয়া অব্যাহত থাকে। এ অনুপাত ১৯৮০-৮৯ সালে ৬৮ শতাংশ থেকে কমে ১৯৯০-৯৯ সালে দাঁড়ায় ৫৯ শতাংশ এবং ২০০০-০৫ সালে তা হ্রাস পায় ৫৭ শতাংশে।^{১০৫৯} বাড়ির দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে বন্ধকি ঋণের যেসব ধরনের ঝুঁকি বেশি সেগুলোরও উদ্ভব ঘটে। লেফট বিজনেস অবজার্ভার সাময়িকীর সম্পাদক ডাউ হেনউড দি নেশন পত্রিকায় লেখেন :

একটা সময় ছিল যখন একটি বাড়ি কেনার জন্য মোটাসোটা পরিমাণে নগদ অর্থ দিতে হতো। কিন্তু তা আর লাগে না। ২০০৫ সালে মাঝামাঝি স্তরে প্রথমবারের একজন ক্রেতাকে দিতে হতো বিক্রয় মূল্যের মাত্র ২ শতাংশ, আর ৪৩ শতাংশকে কোনোই নগদ অর্থ দিতে হতো না। ২০০৪ ও ২০০৫ সালে নতুন বন্ধকের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছিল বিন্যাসযোগ্য হারে। ইতঃপূর্বের শীর্ষ পর্যায়গুলোতে সুদের হার ছিল প্রায় আবর্তন উচ্চ স্তরে। তাই বিন্যাসযোগ্য বন্ধকগুলো কেবল একটি পথেই বিন্যাস করা হতে পারে : উর্ধ্ব দিকে।^{১০৬০}

চৌদ্দ. এক হয়ে যাওয়া ও কেনা

এক কোম্পানি কিনে নিচ্ছে আরেক কোম্পানিকে, এক কোম্পানি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তি মালিকানায় থাকা বিনিয়োগ ফার্মগুলো কিনছে কর্পোরেশনগুলোকে। এসবের অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ শক্তি-সুবিধা (ঋণ) জড়িত। ফলে ব্যবস্থাটিতে সমগ্র ঋণের মধ্যে যোগ হয় আরো ঋণ। ফোর্বস ডট কম-এ ২০০৫ সালে একটি নিবন্ধে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে লেখা হয়, কর্মকাণ্ডের (শক্তি-সুবিধা নিয়ে অন্য প্রতিষ্ঠান কেনা) উন্মাদনা সেই বাস্তবতার প্রতি সম্মান, যে বাস্তবতায় বিনিয়োগকারীরা দীর্ঘ মেয়াদি ট্রেজারি বন্ড থেকে পাওয়া লাভের চেয়ে বেশি লাভ পাবার মত যে কোনো ধরনের লেনদেনকে আপন করে নেয়।^{১০৬১} ২০০৬ সালে একীভূত হওয়া ও কিনে নেয়ার মোট মূল্য ৩ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। এটা ছিল ২০০০ সালের উন্মাদনার সর্বোচ্চ পর্যায়ে।^{১০৬২} স্ট্যান্ডার্ড এন্ড পুওরস-এর তথ্য অনুসারে, ২০০৬ সালের পূর্ববর্তী তিন বছরে প্রধানতঃ ব্যক্তি মালিকানাধীন ইকুইটি মালিকদের লভ্যাংশ দেয়ার জন্য কোম্পানিগুলো ৬৯ বিলিয়ন ডলার ঋণ করেছে। এর পরবর্তী ৬ বছরে এর পরিমাণ ছিল ১০ বিলিয়ন ডলার।^{১০৬৩} আর ২০০৬ সালের জুলাই মাসে বিভিন্ন কোম্পানি বিক্রি হয়েছে ২০০ বিলিয়ন ডলারের। এ পরিমাণটি হচ্ছে গোটা ২০০৪ সালে বিক্রির পরিমাণের দ্বিগুণ। প্রকৃতপক্ষে পুঁজি নিজের হাতে থাকা বিপুল উদ্ভূত নতুন উৎপাদন ক্ষমতায় বিনিয়োগ করছে না, তা বিনিয়োগ করছে কোম্পানি কিনে নেয়ার কাজে, সম্পদের ওপর আর্থিক অধিকার বাড়ানোর লক্ষে এটা করছে। কোম্পানি কিনে নেয়ার এ সাধ্য একই সাথে তৈরি করছে আরো ঋণ আর ফটকাবাজীদের জন্য বিপুল মুনাফা। আর্থিক শক্তি এভাবে বাড়িয়ে নিয়ে তারা যে কোম্পানিগুলো কিনে নেয়, সেগুলো নতুন শেয়ার ছাড়ার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে বিক্রি করে দেয়ার আগে সেগুলোকে আরো লাভজনক বানানো

^{১০৫৭} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩০-৩১।

^{১০৫৮} প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩২।

^{১০৫৯} হাউজহোল্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডিকেটর্স, বোর্ড অব গভর্নর্স, ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম, ফ্লো অব ফান্ডস, ২০০৬।

^{১০৬০} উদ্ধৃত: জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৫।

^{১০৬১} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৫৯-৬০; স্মোকিন এলবিওজ, ফোর্বস.কম, এক্সেল: ২৫ এপ্রিল ২০১৬, (http://forbes.com/2005/11/17/lbo-buyouts-banks-loans-ex_lm_11181ob.html)

^{১০৬২} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৬০।

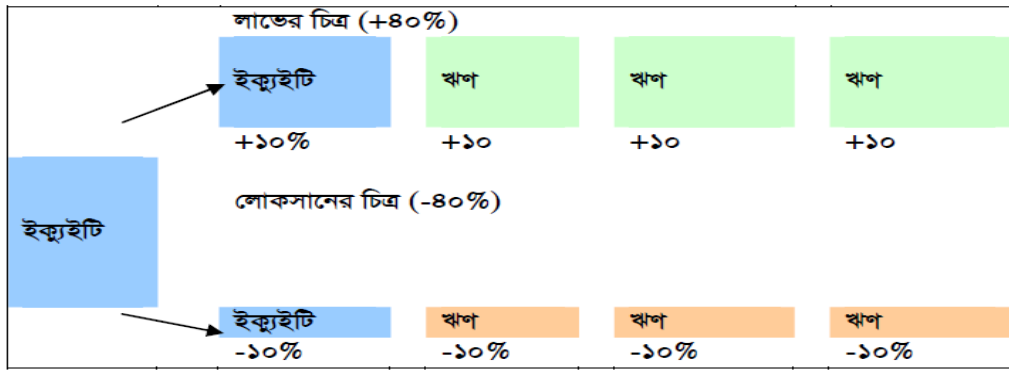
^{১০৬৩} প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৬০।

হয় কি-না, সেটি বিতর্কের বিষয়। যা নিয়ে বিতর্ক নেই তা হলো, কিনে নেয়া ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানিগুলো বোঝাই থাকে ঋণে।^{১০৬৪} ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল লিখেছে, আইপিও বা ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং-এর মাধ্যমে শেয়ার বিক্রি করছে যেসব কর্পোরেশন, সেগুলোর ২০ শতাংশ এমনকি আইপিও'র মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের পরেও বুক ভ্যালু বা হিসাবমত মূল্যের ক্ষেত্রে চোখে পড়ার মত ঘাটতি বয়ে বেড়ায়। এর অর্থ দাঁড়ায় যে, এসব কোম্পানি যদি শেয়ার বিতরণের দিন বিলোপ করা হয়, তাহলে শেয়ারহোল্ডার বা শেয়ার মালিকরা কিছুই পাবেন না। বিপুল ঋণগ্রস্ত কোম্পানিগুলোর অধিকাংশ শেয়ার জনসাধারণকে দেয়া হয়েছে ব্যক্তি মালিকানাধীন ইকুইটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।^{১০৬৫}

পনের. লেভারেজ (Leverage) বৃদ্ধি

লেভারেজ^{১০৬৬} Return on equity (ROE)^{১০৬৭} বাড়ানোর সহজ উপায় হিসেবে পাশ্চাত্য দেশগুলোতে এক জনপ্রিয় শব্দ। ১ টাকা মূলধন তো ৩০ টাকা লেভারেজ বা ঋণ করা। চমৎকার ROE, শেয়ারের দাম আকাশচুম্বী, আর বছর শেষে বোনাস। সেই লেভারেজ এর বৃদ্ধিই ফেটে গেল ২০০৮ সালে (চিত্র নং ২০)।

চিত্র ২০: লেভারেজ বৃদ্ধি^{১০৬৮}



শোল. রিয়েল ইকোনমির মূল্য ও কৃত্রিম মুদ্রার আশংকাজনক বৃদ্ধি

ড. আবুল হাসান^{১০৬৯} এর মতে, রিয়েল ইকোনমি^{১০৭০}-এর চেয়ে ফাইন্যান্সিয়াল ইকোনমি^{১০৭১}-এর মূল্য মূল্যবৃদ্ধি অর্থনৈতিক সংকটের অন্যতম কারণ। সাম্প্রতিককালে বিশ্বে অর্থনৈতিক ধসের কারণ প্রসঙ্গে বিচারপতি তাকী উসমানী বলেন, 'সুদী পদ্ধতির মাধ্যমে গোটা দুনিয়ায় সম্পদের তুলনায় কৃত্রিম মুদ্রার আশংকাজনক বৃদ্ধি ঘটেছে।'^{১০৭২} এ ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য (চিত্র নং ২১ ও সারণী নং ৪) ও যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা প্রায় একইরকম। যুক্তরাষ্ট্রের কৃত্রিম অর্থের পরিমাণ সম্পর্কে প্যাট্রিক জে.এস কারম্যাক এবং বিল স্ট্রিল বলেন,

^{১০৬৪} প্রাণ্ড, পৃ. ৬১।

^{১০৬৫} উদ্ধৃত: প্রাণ্ড, পৃ. ৬১।

^{১০৬৬} Leverage শব্দের সাধারণ অর্থ ধার দেনা। বিশ্বখ্যাত অনলাইন বিশ্বকোষ Investopedia-এ বলা হয়েছে:

1. The use of various financial instruments or borrowed capital, such as margin, to increase the potential return of an investment.

2. The amount of debt used to finance a firm's assets. A firm with significantly more debt than equity is considered to be highly leveraged.

Leverage is most commonly used in real estate transactions through the use of mortgages to purchase a home. (<http://www.investopedia.com/terms/l/leverage.asp>).

^{১০৬৭} ROE এর সংজ্ঞায় বিশ্বখ্যাত অনলাইন বিশ্বকোষ Investopedia-এ বলা হয়েছে:

The amount of net income returned as a percentage of shareholders equity. Return on equity measures a corporation's profitability by revealing how much profit a company generates with the money shareholders have invested.

<http://www.investopedia.com/terms/r/returnonequity.asp>

^{১০৬৮} Understanding Leverage.

<http://betterexplained.com/articles/understanding-debt-risk-and-leverage/>

^{১০৬৯} Dr. Abul Hassan is Coordinator of the Islamic Economics Unit, The Islamic Foundation, UK.

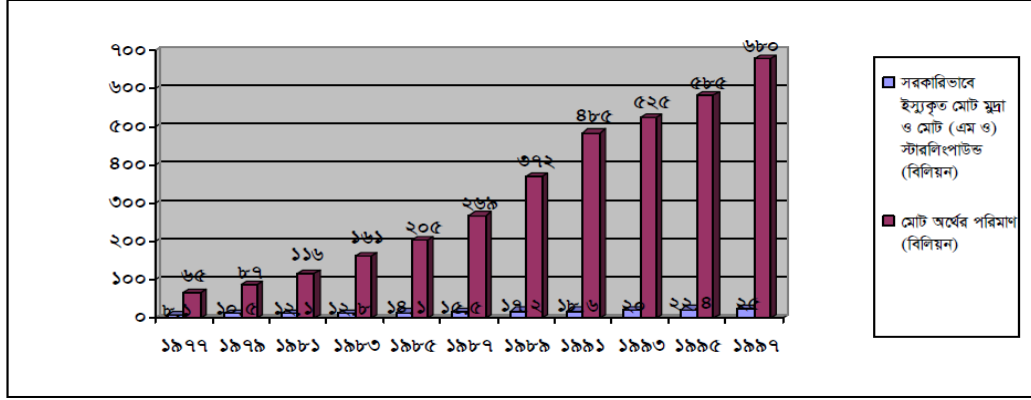
^{১০৭০} পণ্য সামগ্রী, বাড়ি, গাড়ি, জমি, মেশিন, কারখানা ইত্যাদি দৃশ্যমান বস্তুর সাথে সম্পর্কিত।

^{১০৭১} আর্থিক মূল্য রয়েছে এমন ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য কাগজে দলীল যার মূল্য সাধারণত জনসাধারণের ইচ্ছায় উঠানামা করে।

^{১০৭২} উদ্ধৃত: ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং, দৈনিক আমার দেশ, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯, পৃ. ১। (১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯-এ সেন্ট্রাল শরী'আহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকিং অব বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত 'ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং' বিষয়ক সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা।)

‘Through fractional reserve lending, banks create far in excess of 90% of the money, and therefore cause over 90% of our inflation.’ অর্থাৎ, আংশিক রিজার্ভভিত্তিক ঋণের মাধ্যমে ব্যাংকগুলো মোট অর্থের শতকরা ৯০% বেশি অর্থ সৃষ্টি করে। সুতরাং শতকরা ৯০% মুদ্রাস্ফীতি তারাই ঘটিয়ে থাকে।^{১০৭৩}

চিত্র ২১: যুক্তরাজ্যে ব্যাংক সৃষ্ট অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি (১৯৭৭-১৯৯৭)^{১০৭৪}



সারণী ৪: যুক্তরাজ্যে ব্যাংক সৃষ্ট অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির একটি বিবরণ^{১০৭৫}

সাল	সরকারিভাবে ইস্যুকৃত মোট মুদ্রা ও মোট (এম ও) স্টারলিংপাউন্ড (বিলিয়ন)	মোট অর্থের পরিমাণ (বিলিয়ন)	মোট অর্থ সরবরাহের মধ্যে প্রকৃত ঋণমুক্ত অর্থের %
১৯৭৭	৮.১	৬৫	১২%
১৯৭৯	১০.৫	৮৭	১২%
১৯৮১	১২.১	১১৬	১০.৫%
১৯৮৩	১২.৮	১৬১	৭.৯%
১৯৮৫	১৪.১	২০৫	৬.৮%
১৯৮৭	১৫.৫	২৬৯	৫.৮%
১৯৮৯	১৭.২	৩৭২	৪.৬%
১৯৯১	১৮.৬	৪৮৫	৩.৮%
১৯৯৩	২০.০	৫২৫	৩.৮%
১৯৯৫	২২.৪	৫৮৫	৩.৮%
১৯৯৭	২৫.	৬৮০	৩.৬%

সতের. হেজফান্ড (Hedge Fund) ম্যানেজারদের ভূমিকা

যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সদস্য এলিজাহ কামিংস সম্প্রতি সেদেশের পঁচজন^{১০৭৬} হেজফান্ড ম্যানেজার^{১০৭৭} সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, তাদের ‘ঈশ্বরের চাইতেও বেশি অর্থ রয়েছে।’^{১০৭৮} এই বিশাল অংকের অর্থ কোন উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ

^{১০৭৩} বিচারপতি তাকী উসমানী, সুদ নিষিদ্ধ: পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।

^{১০৭৪} ব্যাংক অব ইংল্যান্ড এর সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন Michael Rowbotham, The Grip of Death- A Study of Modern Money, John Carpenter, England 1998, p. 13.

^{১০৭৫} Ibid, p. 13.

^{১০৭৬} A Pollock Is Sold, Possibly for a Record Price, The New York Times, 2 November 2006. (যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি ৫ জন হেজফান্ড ম্যানেজারের কথা মিডিয়াতে আলোচিত হয়েছে। এরা হলেন, জর্জ সোরস, জিম সিমস, ফিলিপ ফ্যালকন, এবং কেন গ্রিফিন। এদের প্রথম জন জর্জ সোরস ১৯৯২ সালে মালয়েশিয়ার রিংগিতের পতন ঘটিয়েছিল। ২০০৭ সালে ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশে এসেছিল তথাকথিত পণ্ডিত তার ওপেন সোসাইটির উদ্বোধন করতে। সেখানে এক মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী দুই অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ অমর্ত্য সেন, মুহাম্মদ এবং ব্র্যাক এর ফজলে হাসান আবেদ। গ্রামীন ব্যাংক এবং ব্র্যাক জর্জ সোরস ফান্ড থেকে অনুদান পেয়ে থাকে।)

করা হয় না। এরা স্টক মার্কেট, বড় বড় কোম্পানি, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান কিংবা কোন দেশের মুদ্রা বা ভোগ্যপণ্য (খাদ্যদ্রব্য, জ্বালানি, তেল, খনিজ ইত্যাদি) টার্গেট করে ফটকাবাজারির মাধ্যমে মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে মার্কেট থেকে নগদ টাকা কামিয়ে নেয়। পরিণামে কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠান পথে বসে।^{১০৭৯} বর্তমানে পৃথিবী জুড়ে যে ভয়ানক অর্থনৈতিক মন্দা চলছে এর পেছনে এই হেজফান্ড ম্যানেজারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন। বিশ্বজুড়ে ১০,০০০ (দশ হাজার) এর মতো হেজফান্ড রয়েছে; যা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপ, জাপান হয়ে ইন্ডিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এরা ২.৩ ট্রিলিয়ন ডলারের মালিক। এই ফান্ডগুলো পরিচালনার দায়িত্বে থাকে একেকটি ফার্ম, যা সাধারণত ব্যক্তি মালিকানাধীন। এই ফান্ডগুলো বিশ্বের ধনী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিপুল মুনাফার লোভ দেখিয়ে প্রলুব্ধ করে তাদের ফার্মে বিনিয়োগ করার জন্য। এর জন্য তাদের ফীও আকাশচুম্বী। ৫ মিলিয়ন ডলারের কম বিনিয়োগ তারা গ্রহণ করে না। তাদের সর্বনিম্ন ফী হলো মাত্র ২ লক্ষ ডলার। এই ফান্ডগুলো কাজ করে অত্যন্ত গোপনে সাধারণ জনগণ এবং মিডিয়ার নজরের বাইরে থেকে।^{১০৮০} তবে হেজফান্ডগুলো তাদের এই বিশাল অংকের অর্থ কোনো শিল্প, কৃষি, ব্যবসা বা অন্য কোনো উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে না। বিভিন্ন দেশের স্টক মার্কেট, বড় বড় কোম্পানি এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর নজর রাখে তাদের এজেন্টরা। মার্কেটের ভেতরের খবর পাওয়ার জন্য তাদের নিজস্ব ইনফর্মেশন সোর্স আছে। হেজফান্ড ম্যানেজাররা এসব তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তাদের টার্গেট ঠিক করে। এই টার্গেট হতে পারে কোনো একটি বা একাধিক কোম্পানি, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কোনো দেশের মুদ্রা বা ভোগ্যপণ্য (খাদ্যদ্রব্য, জ্বালানি তেল, খনিজ ইত্যাদি), এমন কি কোনো দেশ। তারা তাদের সিক্রেট সার্কেলের অন্যান্য ফান্ড ম্যানেজারদের সাথে যোগসাজসে টার্গেটের বিরুদ্ধে বাজী ধরে এবং মিডিয়াতে তাদের কেনা মার্কেট বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী করে (speculation) স্টক মার্কেটে কৃত্রিম অস্থিরতা সৃষ্টি করে। মার্কেট প্রভাবিত হলে তারা শর্ট সেলিং (Short selling) করে মার্কেট থেকে নগদ মাল কামিয়ে নেয় এবং পরিণামে কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান বা দেশ পথে বসে। এ যেন পানি ঘোলা করে মাছ ধরা।^{১০৮১}

১৯৯২ সালে ব্রিটিশ পাউন্ড, ১৯৯৭ সালে মালয়েশিয়ান মুদ্রা রিংগিত এর পতন, ২০০৮ সালে বিশ্বব্যাপী খাদ্যের উচ্চমূল্য, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি ও পতন এবং সর্ব সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্রের রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় ধস এবং একে কেন্দ্র করে বিশ্বের বড় বড় ব্যাংকগুলোর সাব-প্রাইম মার্গেজ বাণিজ্যের কারণে ব্যাংকগুলোর দেউলিয়া হয়ে যাওয়া; এর সবগুলোর পেছনেই এসব হেজফান্ডের সরাসরি যোগসূত্র রয়েছে। এসব ফান্ড মালিকদের কাছে বিশাল মুনাফাই একমাত্র লক্ষ্য। তাদের এসব ফটকাবাজারির কারণে সমাজ, রাষ্ট্র এবং পৃথিবীর মানুষের ভাগ্যে বিপর্যয় নেমে এলে তা নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে তাদের ওপর কোনো দেশেরই সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। যদিও যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যে সব অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারি শক্তিশালী সংস্থা রয়েছে। কিন্তু রহস্যজনকভাবে হেজ ফান্ডের পরিচালকেরা বরাবরই এই রাডারের বাইরে থেকে গেছে। পাশ্চাত্যের ৯৯.৯৯% মানুষ এক বছর আগেও হেজফান্ডের অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। পত্র-পত্রিকা এবং টেলিভিশন মিডিয়াতেও তাদের সম্পর্কে কোনো খবর খবর প্রচারিত হতো না; যদিও হেজ ফান্ডগুলো ১৯৫৫ সাল থেকেই কাজ করে আসছে। হেজফান্ডের এই পাঁচ মহারথীর ২০০৭ সালে উপার্জন ছিল ১২.৬ বিলিয়ন পাউন্ড। এই পাঁচ কালপ্রিটের অন্যতম জ্ঞান পাপী জর্জ সোরস বিশ্বের অর্থনৈতিক মন্দার পেছনে হেজফান্ডের ভূমিকা প্রায় স্বীকার করে নিয়ে বলেন, অর্থনীতির বাজারে যে কৃত্রিম ফানুস তৈরি হয়েছিল তা এখন ফেটে গেছে। একটি গুরুতর মন্দা এখন অবশ্যম্ভাবী এবং একটি অর্থনৈতিক সংকোচনের সন্ধাননা উড়িয়ে দেয়া যায় না।^{১০৮২} যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক হেজফান্ডসমূহ, যেগুলোর বর্তমান সম্পদ প্রায় ১.২ ট্রিলিয়ন ডলার, বিপুল পরিমাণ পুঁজি অল্প সময়ের মধ্যে বিনিয়োগ করে, আবার তা সরিয়ে নেয়। অনুমান করা হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রে দৈনিক শেয়ার বাণিজ্যের প্রায়

১০৭৭ উইকিপিডিয়ার ভাষ্যানুযায়ী হেজফান্ড হচ্ছে, 'an investment fund open to a limited range of investors that undertakes a wider range of investment and trading activities than long-only investment funds, and that, in general, pays a performance fee to its investment manager. Every hedge fund has its own investment strategy that determines the type of investments and the methods of investment it undertakes. Hedge funds, as a class, invest in a broad range of investments including shares, debt and commodities. 'As the name implies, hedge funds often seek to hedge some of the risks inherent in their investments using a variety of methods, most notably short selling and derivatives.'

(http://en.wikipedia.org/wiki/Hedge_fund.);

সৌরভ কামাল, ঈশ্বরীর চেয়ে ধনী : বিশ্বের অর্থনৈতিক মন্দা তৈরি র পাঁচ কালপ্রিট, প্রিয়.কম,

<http://priyo.com/blog/kay/16308>, এক্সেস: ১৬ জানুয়ারি ২০১৬। (বিশ্বজুড়ে ১০ হাজারের মত হেজ ফান্ড রয়েছে রয়েছে যা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপ, জাপান হয়ে ইন্ডিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এরা ২.৩ ট্রিলিয়ন ডলারের মালিক।)

১০৭৮ সৌরভ কামাল, প্রাগুক্ত। একই প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২০০৮-০৯ সালে বিশ্বব্যাপী বড় বড় ব্যাংকগুলো ধসে পড়া সত্ত্বেও হেজফান্ডের এই পাঁচ মহারথীর উপার্জন ছিল ১২.৬ বিলিয়ন পাউন্ড।

১০৭৯ জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৫১।

১০৮০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৫১; সৌরভ কামাল, প্রাগুক্ত।

১০৮১ সৌরভ কামাল, প্রাগুক্ত।

১০৮২ জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৫১; সৌরভ কামাল, প্রাগুক্ত।

অর্ধেক করে এসব তহবিল। এগুলোর আয় বিপুল হলেও এসব তহবিল যে বড় বড় সুযোগ নিচ্ছে, সে বড় সুযোগগুলোর পেছনেই রয়েছে অনেক বিপদ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, হেজফান্ড অমরাহু এডভাইজর্স সেপ্টেম্বর মাসের এক সপ্তাহের মধ্যে লোকসান দেয় ছ'বিলিয়ন ডলার। এ পরিমাণটি হচ্ছে এ তহবিলের ব্যবস্থাপনাবীন সম্পদের অর্ধেক।^{১০৮৩} নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় এ বিষয়ে লেখা হয় : যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম হেজ ফান্ডগুলোর অন্যতমটিতে বিপুল পরিমাণ লোকসান আবার উদ্বেগ তৈরি করেছে। গোপন ধরনের নিয়ন্ত্রণহীন এসব বিনিয়োগ শরিকানা প্রতিষ্ঠানের বড় বড় বাজী ব্যাপক আর্থিক বিশৃঙ্খলা ঘটাতে পারে।^{১০৮৪} 'গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্টের' ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় আইএমএফ নির্বাহী পর্ষদের পরিচালকগণ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে, হেজফান্ডগুলো ও ডেরিভেটিভগুলোর দ্রুত বেড়ে ওঠা আর্থিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে প্রভাব প্রতিক্রিয়া ফেলতে পারে এবং যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ধীর হলেও এই অর্থনীতির বাড়ি বাজার শীতল হলে তা ব্যাপকতরভাবে 'আর্থিক ক্ষেত্র উত্তাল' করতে পারে। এটা আবার বহুগুণে বেড়ে যেতে পারে অপ্রত্যাশিতভাবে ধাক্কা লেগে।^{১০৮৫}

আঠার. ভোগবাদী দর্শন, নিয়ন্ত্রণহীন মুক্তবাজার ফর্মুলা ও অনিয়ন্ত্রিত বিশ্বায়ন

পশ্চিমাদের মধ্যে 'Instant Gratification'^{১০৮৬} বা 'তাৎক্ষণিক তৃপ্তিলাভ'-এর প্রবণতা খুব বেশি। আর তাদের এই ভোগ-বিলাসে ফুয়েল যুগিয়েছে বিভিন্ন ব্যাংক-বীমা আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এক পর্যায়ে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতাই সৃষ্টি করেছে অর্থনৈতিক মন্দা।^{১০৮৭} বিলাসদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে উদ্যোক্তাগণ এর উৎপাদনের প্রতি বেশি মনোযোগী হয় এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন কমিয়ে দেয়। ফলে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রীর অভাবে সাধারণ মানুষ মারাত্মকভাবে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।^{১০৮৮} আমেরিকায় স্বল্পসংখ্যক মানুষের হাতে অধিকাংশ সম্পদ রয়েছে। তারা অতিমাত্রায় ভোগবিলাসে আসক্ত হয়ে পড়েছে। ভ্রমণ, বিনোদন ও ক্রীড়াকৌতুকের নামে ব্যয় করছে বিপুল পরিমাণ অর্থ, করছে জমকালো আনন্দ অনুষ্ঠান। খাবারদাবার, পোশাক ও জীবনের সর্বত্র চলছে বিলাসিতা ও অপচয়। এই লাগামহীন ভোগবিলাস অর্থনীতিকে মন্দার কবলে ঠেলে দেয়। বিস্তারনের অলংকারাদি, পোশাকপরিচ্ছদ, বাড়িঘর ও পানাহারের বিলাসী উপকরণ ও নারী সৌন্দর্য চর্চার ন্যায় অতি সূক্ষ্মানুভূতির বিষয়ে জড়িয়ে পড়ার পরিণামে সৃষ্ট অর্থনৈতিক বিপর্যয় এক অঞ্চলে থেকে অন্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে গোটা পৃথিবীর মানুষ এ বিপর্যয়ের দায়ভারে ধ্বংসের শিকারে পরিণত হবে। বিশ্ব অর্থনীতির বর্ধমান লগ্নিয়ান অনুন্নত দেশগুলোতে ব্যাপকতর শাস্ত্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে এবং বাড়িয়েছে আর্থিক নির্ভরতা। নব লাগাম ছাড়া বিশ্বায়নের নীতিগুলোর মধ্য দিয়ে এটা ফুটে উঠেছে। এর একটি সুনির্দিষ্ট উদাহরণ হচ্ছে ব্রাজিল। এ দেশটিতে গত কয়েক দশক ধরে বিশ্ব একচেটিয়া-লগ্নি পুঁজির আধিপত্যধীনে অর্থনীতির সবচেয়ে অবগ্রাধিকার দেয়া কাজটি হচ্ছে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং বিদেশি ঋণ পরিশোধ করা। এ ঋণ আইএমএফসহ আন্তর্জাতিক পুঁজির কাছে। এর ফল হলো আর্থিক মাপকাঠিতে 'অর্থনৈতিক দিক থেকে মৌলিক বিষয়গুলো' আরো ভালো হলো। তবে এ ক্ষেত্রে সঙ্গে থাকলো সুদের চড়া হার, বি-শিল্পায়ন, অর্থনীতির ধীর প্রবৃদ্ধি এবং বিশ্ব রপ্তানি প্রায়শ দ্রুত চলাচলের ফলে ক্রমবর্ধমান নাজুক অবস্থা।^{১০৮৯}

পুঁজির লগ্নিয়ান আরো অনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা তৈরি করেছে। বিশ্ব আর্থিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছুটা স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব যাদেরকে দেয়া হয়েছে তাদের আশঙ্কা আজ সহজে বুঝতে পারা যায়। ১৯৯৭-৯৮ সালে এশীয় আর্থিক সঙ্কট, ২০০০ সালে 'নয়া অর্থনীতি'র বৃদ্ধি ফেটে যাওয়া এবং ২০০১ সালে আর্জেন্টিনার বৈদেশিক ঋণ খেলাপী হয়ে পড়ার প্রেক্ষিতে ২০০০ দশকের গোড়ার দিকে আইএমএফ 'গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট' নামে একটি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ছাপা শুরু করে। ব্যবস্থাটির বর্ধমান অস্থিতি ও উবে যাওয়ার মত অবস্থা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেয়ার জন্য ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনটির বিভিন্ন সংখ্যা বেশি পড়তে হবে না। ফটকাবাজি বৃদ্ধিগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বাড়তে থাকা একবার থেমে গেলে এগুলো ফেটে যায়। লগ্নি কাঠামো যত ভঙ্গুর হয়ে ওঠে ততই অব্যাহতভাবে ঝুঁকি বাড়তে থাকে এবং লগ্নি ব্যবস্থায় আরো আরো

^{১০৮৩} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

^{১০৮৪} উদ্ধৃত: জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

^{১০৮৫} দি গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট, (ওয়ালিংটন ডিসি : আইএমএফ, মার্চ ২০০৩ খৃ.), পৃ. ১-৩ এবং সেপ্টেম্বর ২০০৬, পৃ. ৭৪-৭৫।

^{১০৮৬} মানুষের কাজক্ষত কোনকিছু পাওয়ার জন্য ধৈর্যধারণ করে অপেক্ষা করা একটা ভাল গুণ হিসেবে বিবেচিত। যাকে ইংরেজিতে impulse control, will power, self control ইত্যাদি পরিভাষায় অভিহিত করা হয়। উক্ত গুণ যাদের মধ্যে অনুপস্থিত তারা ই instant gratification বা তাৎক্ষণিক তৃপ্তিলাভের চিন্তায় বিভোর থাকে।
<http://en.wikipedia.org/wiki/Gratification>

^{১০৮৭} ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত।

^{১০৮৮} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৫১।

^{১০৮৯} ড্যানিয়েলা ম্যাগালহায়েস পেটস ও লেদা মারিয়া পাউলানি, দি ফাইন্যান্সিয়াল গ্লোবালাইজেশন অব ব্রাজিল আন্ডার লুলা, *মাছলি রিভিউ*, (নিউইয়র্ক : মাছলি রিভিউ প্রেস, ফেব্রুয়ারি ২০০৭ খৃ.), ৫৮তম বর্ষ, সংখ্যা ৯, পৃ. ৩২-৪৯; ফ্যাব্রিকো অরগাস্টো ডি লোইভেইরা ও পাওলো নাকাতিনি, দি ব্রাজিলিয়ান ইকোনমি অন্ডার লুলা, *মাছলি রিভিউ*, (নিউইয়র্ক : মাছলি রিভিউ প্রেস, ফেব্রুয়ারি ২০০৭ খৃ.), ৫৮তম বর্ষ, সংখ্যা ৯, পৃ. ৩২-৪৯।

নগদ অর্থ ঢালা প্রবলভাবে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ‘গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট’-এর প্রতিটি সংখ্যাই ‘ঝুঁকি বিমুখতার’ ভূতের উল্লেখে ভরা। এই ‘ঝুঁকি বিমুখতা’ লগ্নি বাজারগুলোকে হুমকি দিচ্ছে বলে মনে করা হয়।^{১০৯০}

উনিশ. বন্নাহীন অনৈতিকতা

পশ্চিমাদের বন্নাহীন অনৈতিকতাই তাদের পতন ঘটিয়েছে। জানা যায়, শুধু গ্রোট ব্রিটেনেই প্রতি বছর প্রায় ২৪ বিলিয়ন ডলার মূল্যের মদ বিক্রি হয়, যা বাংলাদেশের এক বছরের বাজেট বরাদ্দের চেয়ে কয়েকগুণ।^{১০৯১} নৈতিকতা হলো ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে উৎপাদন ও বিনিময় সম্পর্ক গড়ে তোলার ভিত। এটি ক্রমাগতভাবে লঙ্ঘিত হলে উৎপাদন ও বিনিময়ে ধ্বস নামে, ধ্বস নামে ব্যাংক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়। নীতিহীনতার প্রসারই ব্যবসা ও ব্যাংকিং-এ দুর্বৃত্তায়ন সৃষ্টি করে। নীতিহীন দুর্বৃত্তায়ন যতদিন মুনাফা পিচ্ছিল পথ মসৃণ করে ততদিন উদ্যমী ব্যাংকার নীতিসিদ্ধ সেবা দিতে ব্যর্থ হন। এটি বর্তমান বিশ্ব আর্থিক সঙ্কটের এক ধ্রুপদী উদাহরণ।^{১০৯২} তাই চূড়ান্ত বিচারে দেখা যায়, অনেক কারণের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে নৈতিকতার অবক্ষয়।

বিশ. কর্তাব্যক্তিদের লোভ, বহুমাত্রিক বোনাস ও অলস সঞ্চয়

‘আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবস্থাপক ও বোর্ডের কর্তাব্যক্তিদের লোভের ফল’^{১০৯৩} এই মন্দা। জি-২০^{১০৯৪} নেতৃত্ববৃন্দের মতে, অতিরিক্ত ঝুঁকিপূর্ণ খাতে বিনিয়োগের বিনিময়ে অত্যধিক বোনাসের প্রেক্ষিতেই সাম্প্রতিক বিশ্ব মন্দার ঘটনা ঘটেছে।^{১০৯৫} ডলারে বিনিয়োগ কম ঝুঁকিপূর্ণ মনে করায় সারা বিশ্ব থেকে পাহাড়সম অর্থ আসে ডলারের দেশ আমেরিকায়। আর এই অলস সঞ্চয়কে লাভজনক খাতে খাটানোর জন্য শুরু হয় বেপরোয়া ঋণদান। ঋণের অর্থ যথাসময়ে ফেরৎ না আসায় সৃষ্টি হয় সঙ্কট।^{১০৯৬} মার্কিন কলামিস্ট জ্যাসেন মিলার যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সঙ্কটের কারণ লিখতে গিয়ে বলেন :

‘আমাদের ভোগবাদীতা; লোভ এবং মোহ এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, ডলারই জীবনের একমাত্র মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ালো। ডলারের জন্য ভোগবাদী এসব লোক করতে পারে হেন কাজ নেই। বিশাল গাড়ী, বিশাল বাড়ি, ফাস্টফুড, লিপস্টিক, নারী, ভায়াগ্রা আমেরিকান আইডলের জন্য আমরা আমাদের আত্মাকে বিক্রি করে দিয়েছি। প্রয়োজনতো দূরের কথা ভোগ করার ক্ষমতা নেই এমন সম্পদেরও আমরা পাহাড় গড়তো লাগলাম। মূল্যবোধের চেয়ে সম্পদকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা শুধু লোভ ও স্বার্থ দ্বারা তাড়িত হলাম এবং অর্থ ও শক্তির পূজারী হলাম।’^{১০৯৭}

একুশ. স্বচ্ছতা, জবাবদিহীতার অভাব

বর্তমান মন্দার ব্যাপারে যুক্তরাজ্যের আর্থিক কমেন্টেটর পিটার ওয়ারবারটনের নিম্নোক্ত ভবিষ্যৎবাণী স্মরণযোগ্য, ‘ঋণ ও পুঁজির বাজার দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে; কিন্তু এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নেই বললেই চলে। ভয়াবহ বিস্ফোরণের জন্য প্রস্তুত হও যা পাশ্চাত্যের আর্থিক ব্যবস্থার ভিতকে উলটপালট করে দিবে।’^{১০৯৮}

^{১০৯০} উদ্ধৃত: জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ প্রাণ্ডজ, পৃ. ৮৯-৯০।

^{১০৯১} <http://www.firozmahboobka.com/international/209-capitalism-in-recession.html>, accessed on 16 November 2008.

^{১০৯২} অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, নৈতিকতা, ব্যাংকিং ও পেশাজীবীর দায়বদ্ধতা, মাসিক ব্যাংকার, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ৫-৮।

^{১০৯৩} শাহ আব্দুল হান্নান, বিশ্ব অর্থব্যবস্থার দু’টি প্রধান সমস্যা ও এর সমাধান, প্রাণ্ডজ।

^{১০৯৪} ২০ টি অর্থনীতি (১৯ টিদেশ এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন) এর অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ক্ষ্যাংকের গভর্নরদের নিয়ে গঠিত একটি গ্রুপ। যা G-20, G20, এবং Group of Twenty নামে পরিচিত। জার্মান এবং কানাডিয় অর্থমন্ত্রীর উদ্যোগে ১৯৯৯ সালে গ্রুপটি গঠিত হয়। সদস্য দেশগুলো হল: আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, চায়না, ফ্রান্স, জার্মানি, ইন্ডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইটালি, জাপান, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, তুর্কি, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র। এর বর্তমান চেয়ারম্যান দক্ষিণ কোরিয়া। (<http://www.g20.org/>) এবং (http://en.wikipedia.org/wiki/G-20_major_economies.)

^{১০৯৫} ২৪-২৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৯-এ যুক্তরাষ্ট্রের পিটার্সবার্গে অনুষ্ঠিত জি ২০ এর শীর্ষবৈঠক শেষে প্রকাশিত ‘পিটার্সবার্গ ঘোষণা’ নেতৃত্ববৃন্দ ব্যাংকিং খাতে কড়া কড়াকড়ি ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বিশ্ব নেতৃত্ববৃন্দ এই বিষয়ে একমত পৌঁছেছেন যে, ব্যাংক নির্বাহীদেরকে বহুমাত্রিক বোনাস দেয়ার প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে। তাছাড়া ব্যাংক কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতার উল্লেখযোগ্য অঙ্ক পরিশোধ বিলম্বিত করে তা তাদের বিনিয়োগ পারদর্শিতার সাথে শর্তযুক্ত করতে-এমন দাবি উঠেছে পিটার্সবার্গ বৈঠকে।

ডয়েতসে বেলে জার্মান বেতার তরঙ্গ-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট।

(<http://www.dw-world.org/dw/article/0,,4725811,00.html>)

^{১০৯৬} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাণ্ডজ, পৃ. ৪৫-৫২।

^{১০৯৭} উদ্ধৃত: মো: মতিয়ার রহমান, প্রাণ্ডজ, সংখ্যা ১১, পৃ. ১১২।

^{১০৯৮} Peter Warburton, *Debt and Delusion*, (London: 1999), p.161. (The credit and capital markets have grown too rapidly, with too little transparency and accountability. Prepare for an explosion that will rock the western financial system to its foundation).

বাইশ. মুনাফা সর্বোচ্চকরণের দর্শন

ব্যবসায়ীর কাছে মুনাফার চেয়ে বড় কোন কথা নেই। জনকল্যাণের প্রতি জ্ঞেপ না করে পুঁজিপতির মুনাফা অর্জনের অবসুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। পুঁজিবাদে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়াই বড় কথা এবং এ লক্ষ্যে সুদ, জুয়া ও ফটকাবাজি সবই বৈধ মনে করা হয়। মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে এই বেপরোয়া সীমলঙ্ঘন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের আরো একটি কারণ। যুক্তরাষ্ট্রে মন্দার আগে বিনিয়োগ ব্যাংকগুলো মুনাফার জন্য ব্যাপক ঝুঁকি নিয়েছিল। বিনিয়োগ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ বোনাসের জন্য লালায়িত হয়ে নৈতিক দায়িত্ব পায়ে ঠেলে দিয়েছিলেন।^{১৯৯} মোটা অঙ্কের বোনাসের জন্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাহীদেরকে মোটা বিড়াল বলে আখ্যায়িত করেছিলেন ওবামা।^{১১০০}

তেইশ. আমেরিকার যুদ্ধপ্রীতি

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ওয়ার্ল্ড ওয়াচ ইন্সটিটিউট এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে, ‘যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্রের জোরে বিশ্ব জয় করতে গিয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম দেনাদার দেশে পরিণত হয়েছে।’^{১১০১} সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে আমেরিকা গায়ের জোরে ইরাক ও আফগানিস্তানে দখল পেতে গিয়ে ব্যাপক অর্থ ব্যয় করে। এককভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ব্যয়ই বিশ্বের অন্যসব দেশের মোট সামরিক ব্যয়ের সমান। এ ছাড়া নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী চীনের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ব্যয় সাতগুণ বেশি। ফলে নিজ দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি তেমন একটা গুরুত্ব দিতে পারেনি। তাই দেখা যায় যে, জর্জ বুশের ৮ বছরের শাসনে দেশটির ৬০ লাখ মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণি হতে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হয়েছে। শ্রমিকদেরকে কারখানার কাজ ফেলে লাইনে দাঁড়িয়ে জরুরি খাবার সংগ্রহ করতে হচ্ছে। ৭০ লাখেরও বেশি মার্কিনী তাদের স্বাস্থ্যবীমা হারিয়েছে। ৪০ লাখ মানুষ তাদের অবসর ভাতা হতে বঞ্চিত হয়েছে।^{১১০২} আমেরিকার এ যুদ্ধপ্রীতির কারণে নিজের অর্থনীতিতে যেমন বিপর্যয় টেনে এনেছে তেমনি বিশ্ব অর্থনীতিকেও মন্দার দিকে ঠেলে দিয়েছে। ২০০৮ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক যুদ্ধে ব্যয় হয়েছে ৬০০ (ছয়শত) বিলিয়ন ডলার এবং এ খরচ ২ লক্ষ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে মার্কিন প্রশাসন থেকে আভাস দেয়া হয়েছে। ইরাকে প্রতিদিন মার্কিন সরকারকে খরচ করতে হচ্ছে ২ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। এ বিপুল ব্যয় বহন করতে যুক্তরাষ্ট্রে এখন ক্লান্ত এর প্রভাব পড়েছে সে দেশের অর্থনীতির ওপর। এভাবে খরচ হচ্ছে আফগান যুদ্ধের ক্ষেত্রেও বিপুল পরিমাণ অর্থ। পল ক্রেইগ বলেন, ‘বিশ্ববাসী কি আমেরিকার জন্য একটি ব্লাঙ্ক চেক রেখে দিয়েছে যে আমেরিক একের পর এক ভুল করতে থাকবে আর টাকা নিয়ে যাবে এবং আমেরিকার ভুলের বিস্তার করে যাবে। মার্কিন ভুলের কারণেই ইউরোপীয়রাও আজ আফগানিস্তানে ডুবতে বসেছে।’^{১১০৩}

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এ পর্যন্ত ১০টি মন্দা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যার সবগুলোকেই মার্কিন পুঁজিবাদ বিভিন্ন উপায়ে কোন রকমে সামাল দিয়ে দিয়ে এ পর্যন্ত এসেছে। সামরিকায়ন, যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের বিস্তার, রাষ্ট্রীয় আর্থিক সহায়তা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, শ্রমিক ছাঁটাই, মজুরী হ্রাস ইত্যাদি নানান উপায়ে বিভিন্ন সময় পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই সঙ্কট উত্তোরণ ঘটানো হয়েছে। কিন্তু এবারের সঙ্কট ভিন্ন। ইতঃপূর্বে কাজে লাগানো কৌশলগুলোর কোনটাই যেন কাজ করছেন এবার। কয়েক হাজার বিলিয়ন ডলারের রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা প্যাকেজ মার্কিন ফাইন্যান্সিয়াল অর্থনীতিতে ঢালা হয়েছে। ইরাক ও আফগানিস্তানের দুই দুইটা যুদ্ধে আরো কয়েক হাজার বিলিয়ন ডলার খরচ করা হয়েছে। কিন্তু ফলাফল কি? আগস্ট ২০০৭ থেকে জুন ২০০৯ পর্যন্ত বড় বড় কর্পোরেশনগুলোকে বেইল আউট এর জন্য খরচ করা অর্থের মাধ্যমে প্রাথমিক ভাগে পুরোপুরি পতনের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হলেও পরের দুই বছর অর্থাৎ জুন ২০০৯ থেকে জুলাই ২০১১ পর্যায়ের দেখা যায় গোটা অর্থনীতি থমকে যায়।^{১১০৪} আফগানিস্তান ও ইরাক যুদ্ধের ঠিক আগের পাঁচ বছরে (২০০০ সাল পর্যন্ত) বিনিয়োগের তুলনায় সামরিক ব্যয় ছিল গত সিকি শতাব্দীর মধ্যে সবচেয়ে কম। কিন্তু তা হলেও সেটা ছিল ব্যক্তি মালিকানাধীন মোট বিনিয়োগের প্রায় এক-চতুর্থাংশ এবং ব্যবসা বিনিয়োগের এক তৃতীয়াংশ। গত পাঁচ বছরে যুদ্ধ পুরোদমে চলার সময় সামরিক ব্যয় তাৎপর্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে গৃহ নির্মাণ খাতে তেজী অবস্থাতেও ২০০১-২০০৫ সালে সরকারিভাবে উল্লিখিত সামরিক ব্যয় ছিল ব্যক্তি মালিকানাধীন মোট বিনিয়োগের ২৮ শতাংশ। এ হার পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে ভিন্ন নয়। তবে আবাসিক খাতে বিনিয়োগ বাদ দিলে বিগত পাঁচ বছরের সরকারি সামরিক ব্যয়বরাদ্দ ছিল ব্যক্তি মালিকানাধীন অনাবসিক মোট বিনিয়োগের ৪২ শতাংশ।^{১১০৫}

^{১০৯৯} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

^{১১০০} দৈনিক আমার দেশ, ১৬ জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ২।

^{১১০১} উদ্ধৃত: এম এ খালেক, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সঙ্কট কোন দেশকেই রেহাই দেবে না, পাক্ষিক অর্থজগত, বর্ষ ৮, সংখ্যা ৬, নভেম্বর ২০০৮, পৃ. ৫।

^{১১০২} এম এ খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-৬।

^{১১০৩} মো: মতিয়ার রহমান, প্রাগুক্ত, সংখ্যা ১১, পৃ. ১১২; জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

^{১১০৪} প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪; অকুপাই ওয়ালস্ট্রিট আন্দোলনের প্রেক্ষাপট: মার্কিন পুঁজিবাদের সাম্প্রতিক সঙ্কট, দৈনিক যুগান্তর, ২২ অক্টোবর, ২০১১, পৃ. ১০।

^{১১০৫} জেমস সাইফার, দি বেসিক ইকোনমিক্স অব রিআরমিং এমেরিকা, মাস্থলি রিভিউ, (নিউইয়র্ক : মাস্থলি রিভিউ প্রেস, নভেম্বর ১৯৮১ খ.), ৩৩তম বর্ষ, সংখ্যা ৬, পৃ. ১১-২৭।

চব্বিশ. ব্যাংকগুলোর তত্ত্বাবধানের অভাব

ব্যাংকগুলো কোথায় কিভাবে ঋণ দিচ্ছে তা তত্ত্বাবধান করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব। কিন্তু আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেনি। ফলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো মুনাফার নেশায় যেখানে-সেখানে ঋণ প্রদান করেছে। যথাসময়ে সে ঋণ আর ফিরে আসেনি। একটি শক্তিশালী, কার্যকর ও গতিশীল আর্থিকনীতি ও যথার্থ তত্ত্বাবধানের অভাবে অর্থনৈতিক মন্দা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। IMF ও World Bank-এর অতিমাত্রায় নজরদারির কারণে স্বল্পোন্নত ও কম উন্নয়নশীল দেশগুলো অর্থনৈতিক মন্দার শিকার হয়নি। কিন্তু যাদের অর্থে IMF ও World Bank চলে তাদের আর্থিক শৃঙ্খলার ওপর নজর রাখার সাহস প্রতিষ্ঠানগুলো দেখায়নি।^{১১০৬}

পঁচিশ. মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রনহীনতা

আমেরিকার প্রশাসনের নব্য রক্ষনশীলবাদীরা চেয়েছিল মুক্তবাজারের নামে বাজার ব্যবস্থার ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রন সম্পূর্ণরূপে তুলে নিতে এবং গণহারে বিরুদ্ধীকরণ। সে জন্য বুশের শাসনামলের শুরুতে পাইকারী হারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন, বেসরকারীখাতে ছেড়ে দেয়া হয়। তেমনি সুযোগ দেয়া হয় ব্যাংকের ছাতার মতো অজস্র আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওপর ক্লিনটন, প্রশাসনের যেটুকু নিয়ন্ত্রন ছিল তাও চলে যায় বুশ প্রশাসনের সময়ে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কি করছে, জনগনকে প্রতারণিত করছে কিনা সে ব্যাপারে কোন ধরনের নিয়ন্ত্রন এবং দেখাশুনার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এ সুযোগে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো লিপ্ত হয় চরম স্বেচ্ছাচারিতায়। অতি লোভের বশবর্তী হয়ে তারা ব্যাপক হারে লোন দিতে থাকে মানুষকে। কিন্তু সে লোন নিয়ে তাদের টাকা খাটানোর ক্ষমতা আছে কিনা, লোন ফেরত দানের সমর্থ তাদের আছে কিনা সেসব বিবেচনা না করে তারা সবাইকে গণহারে লোন দিতে থাকে। লোনের টাকায় এসব লোকজন বিলাসী জীবনে গা ভাসালো এবং কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হল। ফলে বন্ধক দেয়া জমি বাড়িঘর বাজেয়াপ্ত ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো, পথে বসল ঋণগ্রহীতারা।^{১১০৭}

ছাব্বিশ. নব্য উদার আদর্শের অনিয়ন্ত্রিত অনুশীলন

যা কিছু পরে ঘটেছে সেটা বিশ্ব বাণিজ্য সম্পর্কের ইগালিটারিয়ান (সব নাগরিকের জন্য সমঅধিকার মতবাদ) পুনর্গঠন ছিল না, তবে ১৯৭০'র দশকে একটি নব্য উদার আদর্শের উত্থান ঘটে যা বিশ্বের উত্তর এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে মতৈক্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রিগান অর্থনীতি এবং থ্যাচারের মতবাদ এবং বিশ্বের দক্ষিণের কাঠামোগত সমন্বয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনেক উদারপন্থী সঙ্কটের পূর্বেই তার সংঘটনের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তারা এসব মতবাদের সমালোচনা করছেন যেগুলোতে বলা হচ্ছে, অবাধ বাজার সঙ্কট সৃষ্টির কারণ। তারা যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন, খিন এয়ার থেকে ফেডারেল রিজার্ভের মুদ্রা মুদ্রণ এবং কমিউনিটি রিইনভেস্টমেন্ট অ্যাক্টই হচ্ছে সঙ্কটের প্রাথমিক কারণ। ওপরন্তু যে কারণে সঙ্কট কে নিয়ন্ত্রনে রাখা যায়নি সে ব্যাপারে ঋণগ্রহীতাদের কিছুই করার ছিল না এবং কল্পনামূলক প্যাকেজিং এবং সৃজনশীল বিপণন কৌশলসমূহের ব্যাপারে সব কিছুই করার ছিল যার আশ্রয় নিয়েছিল ঋণ সৃষ্টিকারীরা। নতুনের নাগাল ধরার অনুরোধ বিবেচনা করলে এবং অতীতের দিকে দৃষ্টি ফেরালে আমরা দেখতে পাই, লোভের দ্বারা ঋণের অর্থসংস্থানের অসুস্থ পদ্ধতি চালিত হয়েছিল। সঞ্চয়ে অঙ্ক গ্রহণের আহ্বান জানানো সহজ বলেই প্রতীয়মান হয়-যদিও সেটি অনৈতিক মুনাফা থেকেই সৃষ্ট যার উদ্ভব অতিরিক্ত তারল্য থেকে এবং প্রধান প্রধান কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো বৈশ্বিক অর্থ বাজারসমূহে ওই অতিরিক্ত তারল্য প্রবিত্ত করেছে। অর্থনীতিকে একটি বড় অঙ্কের তারল্য সরবরাহ, ফটকা জোরদার করা এবং আবাসন সঙ্কট সৃষ্টির জন্য এফ.ই.ডি.'র প্রতি দোষারোপ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ২০০০ সালের মার্চে উট কম বাবল এর বিস্ফোরণ ঘটে এবং যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির ওপর ওই ধ্বংসের একটি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। ৯৮/১১'র হামলা এই প্রক্রিয়ার আরো অবগতি ঘটায় যার ফলশ্রুতিতে অর্থ বাজারগুলো সাময়িকভাবে বন্ধ হয়। এর ফলে এফ.ই.ডি. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে জোরদার করতে সুদের হার হ্রাস করে। এ সময় সুদের হার বৃদ্ধি পেতে শুরু করে এবং ২০০৪ সালে সুদের হার ১% থেকে ২০০৬ সালে ৫.২৫% এ পৌঁছে যায়।^{১১০৮}

সাতাশ. ঝুঁকির ব্যবস্থাপনা এবং পুঁজি বরাদ্দের ভুলনীতি

ক. নিয়ন্ত্রণমুক্তকরণ ও বিনিয়োগ ব্যাংকসমূহের কাছে ব্যাংকসমূহের ঝুঁকি স্থানান্তর

একটি বৃহত্তর পরিসরে বলা যায়, ১৯৭০'র দশকে যুক্তরাষ্ট্রে এবং বিশ্বের অর্থব্যবস্থার রূপান্তরের দ্বারা নিয়ন্ত্রণমুক্ত শক্তির মধ্যে সঙ্কটের পদচিহ্ন খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। তার পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক খাত খুবই নিয়ন্ত্রিত ও স্থিতিশীল আর্থিক ব্যবস্থার একটি উদাহরণ হিসেবে বিদ্যমান ছিল। এই ব্যবস্থায় ব্যাংকগুলো আধিপত্য করতো, আমানতের হার নিয়ন্ত্রন করা হত, ক্ষুদ্র ও মাঝারি আমানতের গ্যারান্টি দেয়া হত, আমানত এবং ঋণের সুদের হারের পার্থক্য দ্বারা ব্যাংকের মুনাফা

^{১১০৬} অসিত সরকার, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা এবং বাংলাদেশের প্রস্তুতি, *পাক্ষিক অর্থজগত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

^{১১০৭} মো: মতিয়ার রহমান *প্রাগুক্ত*, সংখ্যা ১১, পৃ. ১১১-১১২।

^{১১০৮} ড: এস.এম. আলী আকাস, *প্রাগুক্ত*, সংখ্যা ১১, পৃ. ৬২।

নির্ধারিত হত এবং ব্যাংকগুলোকে সিকিউরিটিজের ব্যবস্থা এবং বীমা প্রবিধানের মত অন্যান্য ক্ষেত্রে বিচরণ করা হতে নিয়ন্ত্রণ করা হত। নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার যুগের অনেক বৈশিষ্ট্য^{১০৯} রয়েছে:

প্রথমত: শুরুতে ব্যাংকগুলো প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের পরিধির বাইরে গিয়ে মার্চেন্ট ব্যাংকিং এবং বীমার ক্ষেত্রে তাদের কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত করে। তারা হয়তো ওই পন্থায় সেটা করে যেখানে একটি হোল্ডিং কোম্পানি বিভিন্ন ধরনের আর্থিক ফার্মে বিনিয়োগ করে অথবা যেখানে বহুবিধ সেবাদানের প্রস্তাব দানকারী সার্বজনীন ব্যাংকে তাদের নিজেদের রূপান্তর ঘটানোর মাধ্যমে তারা ওই কার্যের সম্প্রসারণ ঘটায়।^{১১০}

দ্বিতীয়ত: ব্যাংকিং কার্যক্রমের মধ্যে ফোকাসের ক্ষেত্রে একটি ক্রমিক পরিবর্তন ঘটে। নীট সুদের ব্যবধান থেকে আয় সৃষ্টি সরিয়ে বিভিন্ন আর্থিক সেবার জন্য যে সব ফী ও কমিশন চার্জ করা হয় তার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করা হয়।^{১১১}

তৃতীয়ত: এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি বিষয় হচ্ছে, একই সঙ্গে ব্যাংকিং কার্যক্রমের ফোকাসের মধ্যে একটি পরিবর্তন। সেক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণ সরবরাহ এবং সম্পদ সৃষ্টি করতো যার দ্বারা তারা ভবিষ্যতে আয়ের একটি শ্রোতধারা সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দিত সেখানে তারা আর ওই সব সম্পদ ধরে রাখলোনা, বরং তারা পুল সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেদের পুনর্গঠন করলো, ওই সব পুলকে সিকিউরিটি দ্বারা পূর্ণ করলো এবং ওই সব সিকিউরিটি একটি ফী'র বিনিময়ে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী এবং পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপকদের কাছে বিক্রি করলো। ব্যাংকগুলো একটি ফী'র বিনিময়ে ঝুঁকি হস্তান্তর করলো এবং যারা সে সব ঝুঁকি কিনলো তারা তা থেকে দীর্ঘ মেয়াদ শেষে লাভ (রিটার্ন) পাওয়ার আশায় অপেক্ষা করতে থাকলো। এসব কাঠামো সামগ্রীর অনেকটাই ছিল জটিল গৌণ সামগ্রী (ডেরিভেটিভস), যার সঙ্গে জড়িত ঝুঁকি নিরূপণ করা ছিল দুর্লভ ব্যাপার। ঝুঁকি নিরূপণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল বেসরকারী রেটিং এজেন্সিগুলোর কাছে। ওই সব এজেন্সিকে এসব উপকরণের ঝুঁকির স্তর অনুযায়ী অর্থ পরিশোধ করা হত এবং ঝুঁকির প্রোফাইলে পরিবর্তনের জন্য নিয়মিতভাবে তাদের তদারকি করা হতো।^{১১২}

চতুর্থত: আর্থিক উদারিকরণ একটি ক্রমবর্ধমান বিশ্বজনীন আর্থিক স্তরসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে, ওই সব স্তরের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। বিনিয়োগ ব্যাংক, হেজফান্ড এবং বেসরকারী ইকুইটি ফার্মের মত যেখানে আইন-কানুন হালকা থাকে আর্থিক কোম্পানি গুলো নিজস্ব ক্ষুদ্র অঙ্কের পুঁজির ওপর নির্ভর করে বড় অঙ্কের ঋণ করতে পারে এবং জটিল সামগ্রী সৃষ্টি করতে সুবিধাজনক বিনিয়োগ গ্রহণ করতে পারে যা এক্সচেঞ্জ নয় বরং কাউন্টারের মাধ্যমে প্রায়ই সম্পন্ন হতে পারে।^{১১৩}

যেক্ষেত্রে আর্থিক কাঠামোর অনেক স্তরকে স্বাধীন হিসেবে দেখা যায় এবং কিভাবে ও কাদের কাছ থেকে তারা তাদের পুঁজি (যেমন, ক্ষুদ্র আমাতনকারীগণ, পেনশন ফান্ড বা হাই নেট ওয়ার্থ ব্যক্তিবর্গ) পায় তার ওপর নির্ভর করে তারা পৃথকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তারা এমনভাবে সমন্বিত হয় যা সর্বদাই স্বচ্ছ নয়। যেসব ব্যাংক তাদের কম নিয়ন্ত্রিত কর্মকাণ্ড থেকে উচ্চতর লাভ অর্জন করার লক্ষ্যে বিনিয়োগ ব্যাংকের কাছে ঋণ সম্পদ বিক্রি করে এবং ওই সব বিনিয়োগ ব্যাংকের কাছে ঋণ দেয় বা বিনিয়োগ করার মাধ্যমে ঝুঁকি স্থানান্তরের দাবি করে যে সব বিনিয়োগ ব্যাংক হেজফান্ডের কাছে গৌণ সম্পদ বিক্রি করে, সেগুলো এসব ফান্ডের মুখ্য ব্রোকার হিসেবে কাজ করে এবং তাদের ঋণ সরবরাহ করে। ঋণ ঝুঁকির স্থানান্তরের অর্থ এটা নয় যে ঝুঁকি অদৃশ্য হয়ে গেছে বা তার কিছু অঙ্ক এ ধরনের ঝুঁকি উদঘাটনের কারণে অবলুপ্ত হয়েছে। বিতর্কের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে যে মত এসেছে সেটি হচ্ছে, বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ক্ষেত্রে আর্থিক খাত খুব বেশি জটিল হয়ে পড়েছে, এখানে যা কিছু প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আত্মনিয়ন্ত্রণ।^{১১৪} এসএন্ডএল সঙ্কটের সময় একটি কম নিয়ন্ত্রিত এবং অধিকতর জটিল আর্থিক কাঠামো বিদ্যমান ছিল, ১৯৯০'র দশকের শেষে সেটি সে স্থানে দেখা গেল। এ ধরনের একটি সমন্বিত ব্যবস্থায় যা তার নিজের ফটকামূলক সম্পদের পিরামিড নির্মাণে সক্ষম, এর অধীনস্থ তারল্যে যে কোন ধরনের বৃদ্ধি অথবা তার ঋণগ্রহীতাদের বিশ্বের যে কোন সম্প্রসারণ (অথবা উভয়টি) একটি ফটকামূলক আগাম ক্রয়ের ক্ষেত্রে শক্তি যোগায়। কম সুদের হারে ঋণ প্রাপ্তির সহজ সুযোগ আবাসন ব্যবসায় তেজীভাব সৃষ্টি করে, এর পরিবর্তে সেটি আবাসন মূল্যের ক্ষেত্রে স্ফীতি সৃষ্টি করে যা আবাসন খাতে আরো বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে। ২০০১ থেকে ২০০৭ সালের শেষে গার্হস্থ্য এবং কর্পোরেট খাতে রিয়াল এস্টেট মূল্য ১৪.৫ ট্রিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পায়। অনেকে ধারণা করছেন যে এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে।^{১১৫}

১০৯ প্রাণ্ডক্ত, সংখ্যা ১১, পৃ. ৬২-৬৩।
 ১১০ প্রাণ্ডক্ত, সংখ্যা ১১, পৃ. ৬২-৬৩।
 ১১১ প্রাণ্ডক্ত, সংখ্যা ১১, পৃ. ৬৩।
 ১১২ প্রাণ্ডক্ত, সংখ্যা ১১, পৃ. ৬৩।
 ১১৩ প্রাণ্ডক্ত, সংখ্যা ১১, পৃ. ৬৩।
 ১১৪ প্রাণ্ডক্ত, সংখ্যা ১১, পৃ. ৬৩।
 ১১৫ প্রাণ্ডক্ত, সংখ্যা ১১, পৃ. ৬৩।

খ. ঝুঁকির ব্যবস্থাপনা এবং পুঁজি বরাদ্দে ব্যর্থতা

আসল সত্য হচ্ছে এই যে যুক্তরাষ্ট্রের সাব-প্রাইম সফট মর্টগেজ বাজারে বা সাব-প্রাইম মর্টগেজের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলেনি, তবে আর্থিক ব্যবস্থার মৌলিক কাঠামো যা ঋণ পাওয়ার যোগ্যতার ক্ষেত্রে ওভারএস্টিমেট এবং ঝুঁকির ব্যাপারে আন্ডারপ্রাইসিং প্রদান করেছে। উল্লেখ্য, ঋণদানকে খুই সস্তা করার জন্য ওই ব্যবস্থাকে কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে, উচ্চতর মুনাফা লাভের ক্ষেত্রে যা অতিরিক্ত ঝুঁকির দিকে ধাবিত করেছে। ২০০৮ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর দি গার্ডিয়ান পত্রিকায় জোসেফ স্টিগলিজের যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে তা প্রাধান্যযোগ্য। তিনি বলেন, আমেরিকার আর্থিক ব্যবস্থা দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে : সে দুটি হচ্ছে, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং পুঁজি বরাদ্দ। সার্বিকভাবে শিল্পের যা কিছু করা উচিত ছিল সেটা করছেন। আর এর নিয়ন্ত্রনমূলক কাঠামোর মধ্যে এটাকে অবশ্যই পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হবে। এটা দুঃখজনক যে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থায় সর্বাধিক খারাপ উপাদানের অনেকগুলোই অবশিষ্ট বিশ্বে রফতানি হয়েছে। এসব কিছুই সৃজনশীলতার নামে করা হয়েছে এবং যে কোন নিয়ন্ত্রনমূলক উদ্যোগের বিরোধিতা এই যুক্তিতে করা হয়েছে যে এটি সৃজনশীলতাকে অবদমিত করবে। ঠিক আছে, তারা সৃজন করছেন, কিন্তু সেই পথে তারা সৃজন করছেন না যে পথে সৃজন করলে অর্থনীতি শক্তিশালী হতে পারতো। আমেরিকার সেবা এবং উজ্জ্বলতম ব্যক্তিবর্গের অনেকেই মান এবং নিয়ম-কানুন লাভের লক্ষ্যে নিজেদের মেধা খাটাচ্ছেন যাতে অর্থনীতির দক্ষতা এবং ব্যাংকব্যবস্থার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে তারা সাফল্য অর্জন করা থেকে অনেক দূরে রয়েছে। আর আমরা যারা বাড়ির মালিক, শ্রমিক, বিনিয়োগকারী, করদাতা, অর্থাৎ সবাই তার মূল্য পরিশোধ করছি।^{১১১৬}

আটাশ. বিশেষজ্ঞদের মতে বৈশ্বিক আর্থিক মন্দার কারণ

ক. বিচারপতি তাকী উসমানী

বিচারপতি তাকী উসমানীর মতে বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক মন্দার প্রধান কারণগুলো^{১১১৭} নিম্নরূপ :

১. ঋণের ক্রয়-বিক্রয়।
২. মালিকানাহীন বস্তু বিক্রয়।
৩. যা হস্তগত নয় তা বিক্রয়।

খ. ড. এম. উমর চাপড়া

ড. এম. উমর চাপড়ার মতে বর্তমান সফটের প্রধান ৩টি কারণ^{১১১৮}:

১. সাধারণত ব্যয়বহুল জীবনযাপন (Living Beyond means)।
২. দীর্ঘ সময়ব্যাপী মাত্রাতিরিক্ত ও অনৈতিক ঋণের বিস্তৃতি ও জুয়া (Excessive and imprudent expansion of credit over a long period and gambling)।
৩. সর্বপ্রধান কারণ হচ্ছে, সুদভিত্তিক ঋণ (The main and major cause is taking loan on interest)।

তিনি অন্য এক প্রবন্ধে আর্থিক সফট তৈরির পিছনে ৩টি বিষয় কাজ করে বলে মনে করেন :

'There are three factors that make this possible. One these is the inadequate market discipline in the financial system resulting from the absence of profit and loss sharing (PLS). The second is the mind-boggling expansion in the size of derivatives, particularly credit default swaps (CDS), which are claimed to provide protection to lenders against default. The third is the " Too big to fail" concept which tends to give an assurance to big banks that the central bank will definitely come to their rescue and not allow them to fail.' অর্থাৎ, 'প্রথমতঃ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অপরিাপ্ত বাজার ব্যবস্থাপনা, যা লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্বের অনুপস্থিতির ফলাফল। দ্বিতীয়তঃ গঠন আকারে ঋণ প্রদানে মনের ইতস্ততা বৃদ্ধি, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ঋণ বিনিময়ের অক্ষমতা বা অনুপস্থিতি। যেগুলোকে দায়ী করা হয় ঋণখেলাপীদের বিরুদ্ধে দাতাদের সরবরাহের সংরক্ষণ হিসেবে। তৃতীয়তঃ 'যত বড় তত ক্ষতি'র

^{১১১৬} জোসেফ স্টিগলিজ, ভগ্নমির ফল: অর্থখাতে অসততা আমাদের এখানে টেনে এনেছে, আর আমাদেরকে সফট মুক্ত করার দিকনির্দেশনা দেয়ার ব্যাপারে ওয়াশিংটনকে অপ্রস্তুত মনে হচ্ছে, *দি গার্ডিয়ান*, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ. ১০-১১।

^{১১১৭} বসুন্ধরা রিসার্চ সেন্টার-এর বিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ তারিখে আলিম-উলামাদের সম্মানে আয়োজিত 'ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং' বিষয়ক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রদত্ত বক্তৃতায় বিচারপতি তাকী উসমানী এ মন্তব্য করেন।
<http://prothom-aloblog.com/users/base/myousufs/52>, এক্সেজ: ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯।

^{১১১৮} Dr. M. Umer Chapra, The global financial crisis: can Islamic Finance help minimize the severity and frequency of such a crisis in the future?, *unctad.org*, pp. 3-5,
[Unctad.org/meetings/en/Contribution/gsd_sd_2012-02-25_bp_chapra_en.PDF](http://unctad.org/meetings/en/Contribution/gsd_sd_2012-02-25_bp_chapra_en.PDF);

ধারণা, যা কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বড় ব্যাংকগুলোকে এই আশ্বাস প্রদান করা যে, অবশ্যই তাদেরকে সঙ্কট থেকে উদ্ধারে এগিয়ে আসবে এবং তাদের কোন ক্ষতি হতে দিবে না।^{১১১৯}

গ. মি. বার্নেক (Mr. Bernake)

'The Board of Governors of the Federal Reserve System' এর Chairman Mr. Bernake এর মতে, 'Far too much of lending in recent years was neither responsible nor prudent.. In addition, abusive, unfair, or deceptive lending practices led some borrowers into mortgages that they would not have chosen knowingly.'^{১১২০}

অর্থাৎ, সাম্প্রতিক বৎসরগুলোতে অত্যধিক ঋণ প্রদান এ অবস্থার জন্য দায়ী ছিল না বা মিতব্যয়ীও না। তিনি এর সাথে আরো যুক্ত করেন যে, বন্ধকীতে (Mortgage) কিছু কিছু ঋণদাতার খারাপ বা প্রতারণাপূর্ণ ঋণ প্রদান চর্চা তাদের এমন পথে পরিচালিত করেছে যে, তারা সজ্ঞানে কিছু স্থির বা পছন্দ করতে পারেনি। তাই Market ব্যবস্থাপনায় অস্থিরতা বিরাজ করছে।^{১১২০}

ঘ. এম. ফরিদ উদ্দিন আহমদ

বিশিষ্ট ইসলামী ব্যাংকার এম. ফরিদ উদ্দিন আহমদ অর্থনৈতিক মন্দার পিছনে দশটি কারণ^{১১২১} উল্লেখ করেছেন :

- Excusive and imprudent lending by Banks and financial Institutions. অর্থাৎ অর্থপ্রতিষ্ঠানগুলোর অপরিচিত ও অপরিণামদর্শী সুদে অর্থ ধার দেয়া।
- Inadequate market discipline in the financial system. অর্থাৎ অর্থব্যবস্থার অপযাপ্ত বাজার ব্যবস্থাপনা।
- Mind boggling expansion of the size of derivatives, specially credit default swaps (CDS). অর্থাৎ ক্ষুদ্রাকারে মনের ইস্ততা বৃদ্ধি; বিশেষভাবে লেনদেন, ঋণ শোধ করার মত অর্থ বা সক্ষমতার অনুপস্থিতি।
- False concept too big to fail. অর্থাৎ মিথ্যা ধারণা-যত বড় তত ক্ষতি।
- False sense of immunity from losses. অর্থাৎ ক্ষতি থেকে মুক্তির ভূয়া দৃশ্য বা প্রদর্শনী।
- Excessive leverage. অর্থাৎ Equity এর তুলনায় ঋণ বেশি দেয়া।
- Severe credit crunch. অর্থাৎ ঋণের দাঁতভাঙ্গা জোয়ার এর মত খনন প্রবাহ।
- Socialization of the Originate to distribute mode of financing. অর্থাৎ বণ্টনের নিমিত্তে উৎপাদন কে বন্ধকীকরণ।
- Transaction involving speculation and gambling. অর্থাৎ লেনদেনের জয়া ও অনিশ্চয়তার সাথে সম্পৃক্ত হওয়া।
- Greed. অর্থাৎ অতিরিক্ত লোভ।

ঙ. নোবেল বিজয়ী মার্কিন অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ

জোসেফ স্টিগলিজ লিখেছেন, বাজার অর্থনীতি শুধু তখনই কাজে করে, যখন সেখানে জবাবদিহিতা ও নিয়মনীতি থাকে। সঙ্কট উত্তরণের জন্য সাধারণ মানুষের ট্রাস্টের টাকা ব্যবহার করা হচ্ছে এবং লাখ লাখ মানুষ ঋণের দায়ে বাড়িঘর হারিয়ে যখন পথে বসছে, তখন দেউলিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা একেকজন ধনকুবেরে পরিণত হয়েছেন। তিনি আরো বলেন, আজ আমরা শিখলাম যে বাজার নিজে নিজে নিয়ন্ত্রিত হয় না। বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে বাজারে হস্তক্ষেপ এবং একের পর এক আর্থিক প্রতিষ্ঠান আবার সরকার কর্তৃক কিনে নেয়াই তার প্রমাণ। অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও ইতিহাস অনেক আগেই করেছে যে বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রন দরকার আছে।^{১১২২}

^{১১১৯} ড. এম. উমর চাপড়া, *Global financial crisis and lthe IslaYmic financial System*, মুহাম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত, অর্থনীতি গবেষণা, (ঢাকা: গ্লোবাল মিডিয়া কমিউনিকেশন, ২০০৮ খ.), সংখ্যা ১০, পৃ. ২৩।

^{১১২০} প্রাণ্ডজ, পৃ. ২৩।

^{১১২১} M. Farid Uddin Ahmed, A few words on economic scenario Business plan and strategy for Business Development, *Annual Business Conference Book*, (Dhaka: IBBL, 2010), p. 11 .

^{১১২২} মো: মতিয়ার রহমান, প্রাণ্ডজ, সংখ্যা ১১, পৃ. ১১২।

চ. জি-২০-এর ব্যাখ্যা

২০০৮ সালের ১৫ নভেম্বর অর্থ বাজার এবং বৈশ্বিক অর্থনীতি বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণায় জি-২০-এর নেতৃবৃন্দ আর্থিক মন্দার জন্য নিম্নোক্ত কারণসমূহ উল্লেখ করেছেন :

‘শক্তিশালী বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির সময়কাল ক্রমবর্ধমান পুঁজির প্রবাহ এবং এই দশকের প্রথম ভাগে দীর্ঘায়িত স্থিতিশীলতা, ঝুঁকির পূর্ব উপলব্ধিতে ব্যর্থতা, বাজার অংশীদারগণের উচ্চতর মুনাফার প্রত্যাশা, যথাযথ পরিশ্রমের অভাব। একই সময়ে দুর্বল আন্ডাররাইটিং মানসমূহ, দোষমুক্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অনুশীলন, ক্রমবর্ধমান হারে জটিল ও অস্বচ্ছ আর্থিক সামগ্রী, এবং পরবর্তীতে পদ্ধতিতে খেরাসত দেয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি করতে অতিরিক্ত সুযোগ প্রদান। কিছু উন্নত দেশে নীতি নির্ধারকগণ, নিয়ন্ত্রকগণ এবং পরিদর্শকবৃন্দ অর্থ বাজারে গড়ে উঠা ঝুঁকিকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে এবং তা নিরসন করতে পারেননা, তারা আর্থিক সৃজনশীলতার গতি বজায় রাখেন অথবা অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রকের কার্যক্রমের নিয়মাবদ্ধ শাখা বিস্তারের বিষয়টি বিবেচনা করেন।’^{১১২৩}

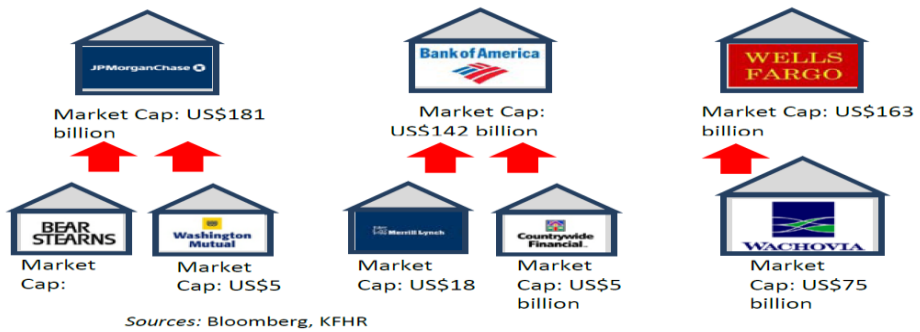
৬.২ প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব

৬.২.১ আর্থিক সঙ্কটের প্রভাবের স্বরূপ

ক. আর্থিক সঙ্কটের প্রত্যক্ষ প্রভাব

২০০৭-০৮ সালের আর্থিক সঙ্কট বহু সংখ্যক সরাসরি প্রভাব ফেলেছে। ২০০৭ সালের ১৯ জুলাই জোস শিল্লীয় গড় রেকর্ড পরিমাণ উঁচুতে পৌঁছায় অর্থাৎ ক্রোজিংয়ের সময় প্রথম বারের মত ১৪০০০ এর ওপরে ওঠে। ২০০৭ সালের ১৫ আগস্ট ডাউ ১৩,০০০ পয়েন্টের নীচে পড়ে এবং ওই বছরে ৫০০ নেতিবাচক ভূমি অতিক্রম করে। বিশ্বের প্রত্যেক বাজারে একই রকম দরপতন হয়, বিশেষ করে ব্রাজিল ও কোরিয়ায় সব চেয়ে বেশি করে আঘাত হানে। মর্টগেজ ঋণদাতাগণ এবং গৃহ নির্মাণ শোচনীয় অবস্থার মধ্যে পড়লো, কিন্তু লোকসান বিভিন্ন খাতের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়লো, এর মধ্যে রয়েছে সব চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প, যেমন ধাতব সামগ্রী ও খনিজ বিষয়ক কোম্পানিসমূহ, তাদের ঋণ প্রদান বা মর্টগেজের সঙ্গে সবচেয়ে অস্পষ্ট সম্পর্ক ছিল।^{১১২৪} এই সঙ্কট অর্থ বাজারে আতঙ্কের সৃষ্টি করলো এবং ঝুঁকিপূর্ণ বন্ডসমূহ থেকে অর্থ তুলে নিতে বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করলো। আর্থিক প্রাপ্তি সংক্রান্ত বাজারগুলোতে ধ্বসের প্রেক্ষিতে ভবিষ্যত পণ্যের ব্যাপারে আর্থিক ফটকা খেলা বিশ্বের খাদ্যের মূল্য সঙ্কটের কারণ ঘটায় এবং ‘পণ্যদ্রব্যের সুপার সাইকেল’ এর কারণে তেলের মূল্য বৃদ্ধি পায়। দ্রুত মুনাফাকামী অর্থ বাজারের ফটকা ব্যবসায়ীরা ইকুইটি ও মর্টগেজ বন্ড থেকে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার অপসারণ করে, এগুলোর কিছু খাদ্য ও কাঁচামালে বিনিয়োগ করা হল।^{১১২৫} আর্থিক সঙ্কট মার্কিন ব্যাংক ও বাজার ব্যবস্থায় কি প্রভাব ফেলে তার একটি চিত্র (চিত্র নং ২২) নিচে দেয়া হলো।

চিত্র ২২: সঙ্কট পরবর্তী মার্কিন অর্থব্যবস্থা^{১১২৬}



২০০৮ সালের মধ্যভাগের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রে প্রধান ৩টি শেয়ার সূচক (দি ডাউ জোস ইন্ডাস্ট্রিয়াল এভারেজ, নাসডাক, এবং এসএন্ডপি ৫০০) একটি সমন্বয়িত বাজারে প্রবেশ করলো। ২০০৮ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর একটু ধ্বসের কারণে সূচকগুলো ২০০১ সালের সপ্তমাসী হামলার পরে সবচেয়ে বড় ধরনের দরপতন ঘটায়। সেদিন বিনিয়োগ ব্যাংক লেহম্যান ব্রাদার্সের দেউলিয়া ঘোষণাই ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ ছাড়া মেরিল লিঞ্চ ৫০ হাজার কোটি ডলারের বিনিয়োগ ব্যাংক অব এ্যামেরিকা’র সঙ্গে একীভূত হতে বাধ্য হয়। শেষ পর্যন্ত বীমাকারী অ্যামেরিকান ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপের টিকে থাকার ব্যাপারে উদ্বেগ সৃষ্টির কারণে সেই দিন শেয়ার বাজারে ৬০% এর বেশী দরপতন হয়। এসব ঘটনা পড়ে থাকা পণ্য সামগ্রী সস্তা দরে বিক্রি করার মত অবস্থা সৃষ্টি করে। গোটা বিশ্বে এ রকমই প্রত্যক্ষ করা

^{১১২৩} ড. এস.এম. আলী আক্বাস, প্রাণ্ড, সংখ্যা ১১, পৃ. ৬১।

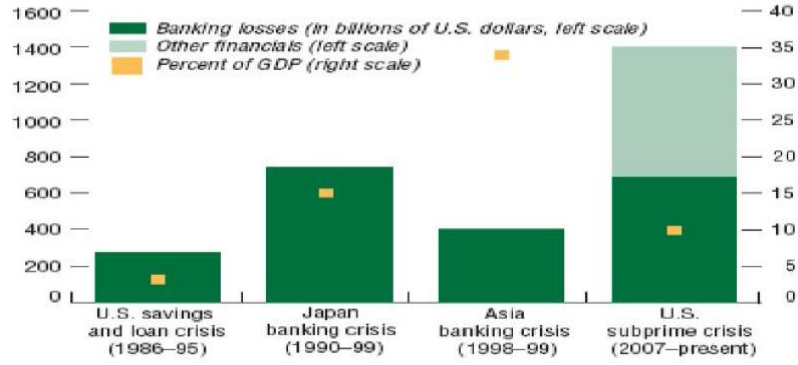
^{১১২৪} প্রাণ্ড, সংখ্যা ১১, পৃ. ৫৬।

^{১১২৫} প্রাণ্ড, সংখ্যা ১১, পৃ. ৫৬।

^{১১২৬} Baljeet Kaur Grewal, *Ibid*, P. 8.

গেল। যা হোক ডাউ জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল সূচক ৫০৪ পয়েন্টে (৪.৪%) পড়ে যায়, আর এসএন্ডপি ৫০০ সূচক ৫৯ পয়েন্ট (৪.৭%) পড়ে যায়।^{১১২৭} এশিয়া ও ইউরোপের বাজারগুলোতেও একই রকমের বড় ধরনের দরপতন ঘটে। ২০০৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর ২২৮-২০৫ ভোটে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদ ৭০ হাজার কোটি ডলারের বেইলআউট পরিকল্পনার প্রতি অনুমোদন দেয়। সাম্প্রতিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে এর ফলাফল ছিল শেয়ার বাজারের জন্য বিপর্যয় সৃষ্টিকারক। এসময় ডাউ জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাডভান্স সূচক মারাত্মক ৭৭৭ পয়েন্ট (৭.০%) এর ক্ষতির মুখে পড়ে। সেই দিন পর্যন্ত সেটি ছিল সব চেয়ে খারাপ পয়েন্ট লসের ঘটনা। নাসডাক ৯.১% দরপতন ঘটায় এবং এসএন্ডপি ৫০০ পড়ে গেল ৮.৮%-এ। উভয়টি ১৯৮৭ সালের শেয়ার বাজার ধ্বসের পরে সব চেয়ে বড় ধরনের ক্ষতির শিকার হল।^{১১২৮} এ সময় আরো ধারণা করা হল যে তথাকথিত বেইলআউট প্যাকেজের প্রতি মার্কিন কংগ্রেসের অনুমোদনের পরেও যুক্তরাষ্ট্রের অনেক ব্যাংকে ধ্বস নামবে এবং তার ফলে তাদের কর্মকাণ্ড বন্ধ হবে। নিচের চিত্রে (চিত্র নং ২৩) আর্থিক সঙ্কটের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে:

চিত্র ২৩: আর্থিক সঙ্কটের তুলনা (১৯৮৬-বর্তমান)^{১১২৯}



ধারণা করা হয়, আর্থিক সঙ্কটের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে শতাধিক ব্যাংক তাদের দরজা বন্ধ করবে। এর একটি মারাত্মক প্রভাব অর্থনীতি ও ভোক্তাদের ওপর পড়বে। ধারণা করা হয়, এই সঙ্কট থেকে মুক্তি পেতে যুক্তরাষ্ট্রের বহু বছর সময় লাগবে।^{১১৩০}

খ. আর্থিক সঙ্কটের পরোক্ষ প্রভাব

সাব-প্রাইম সঙ্কট ধারাবাহিকভাবে অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রভাবের সৃষ্টি করে। আবাসনের দরপতন ভোক্তাদের জন্য কম সম্পদ রেখে দিল, যা ভোগের ওপর নিম্নমুখী চাপ সৃষ্টি করলো। কিছু সংখ্যালঘিষ্ট গোষ্ঠী একটি উচ্চতর অনুপাতের সাব-প্রাইম ঋণ পেল এবং অসমাপনাতিক স্তরের বন্ধকী সম্পত্তি ছাড় করার অধিকার হরণের (ফ্লোরক্লোজার) অভিজ্ঞতা অর্জন করলো। অগ্নিসংযোগসহ বাড়ি সংশ্লিষ্ট অপরাধ বৃদ্ধি পেল। আর্থিক খাতে চাকুরি হারানো তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠলো। ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে ৬৫,৪০০ লোক চাকুরি হারায়। অনেক বাড়িটয়া নির্দোষ হওয়ার পরেও মন্দার শিকার হল, তাদের বাড়ির মালিকের বন্ধকী সম্পত্তি ছাড় করার অধিকার হরণের (ফ্লোরক্লোজার) কারণে বিনা নোটিশে সাধারণতঃ তাদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হল। হঠাৎ ঋণের অভাবও মোটর গাড়ি বিক্রি হঠাৎ হ্রাস পাওয়ার কারণ হল। ফোর্ড মোটর গাড়ির বিক্রি ১ বছর আগে তুলনায় ২০০৮ সালের অক্টোবরে ৩৩.৮% হ্রাস পেল। জেনারেল মোটরস এর বিক্রি ১৫.৬% হ্রাস পেল এবং টয়োটা বিক্রি কমে গেল ৩২.৩%। ২০০৮ সালের শেষ ভাগে প্রতি ৫টি গাড়ির ১টির ডিলারশীপ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ধারণা করা হচ্ছিল।^{১১৩১}

৬.২.২ পুঁজিবাদের পতন

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বারবার ঘুরেফিরে আসে মন্দা। মন্দা থেকে উত্তরণের জন্য নিতে নানা পদক্ষেপ। অর্থনীতির ওপর আরোপ করতে হয় নিয়ন্ত্রণ। নিয়ন্ত্রণ ছাড়া পুঁজিবাদ অচল। তাহলে পুঁজিবাদ কি স্বাধীনভাবে চলতে অক্ষম? অথচ স্বাধীনতাই ছিল পুঁজিবাদের মূলকথা। মন্দায় ক্ষতিগ্রস্ত কোম্পানির ইকুইটি সরকার কর্তৃক কিনে নেয়ার অর্থই হলো পুঁজিবাদী নীতির বরখোলাফ করা। নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি বিবেচনায় আনলে কোথাও পুঁজিবাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না।

^{১১২৭} ড. এস.এম. আলী আক্বাস, প্রাগুক্ত, সংখ্যা ১১, পৃ. ৫৬।

^{১১২৮} প্রাগুক্ত, সংখ্যা ১১, পৃ. ৫৬।

^{১১২৯} Abdul Ghafoor Awan, *COMPARISON OF ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING IN PAKISTAN*, (Lahore: Islamia University, November 14, 2009), P. 2.

^{১১৩০} ড. এস.এম. আলী আক্বাস, প্রাগুক্ত, সংখ্যা ১১, পৃ. ৫৬।

^{১১৩১} ড. এস.এম. আলী আক্বাস, প্রাগুক্ত, সংখ্যা ১১, পৃ. ৫৬।

এজন্য কৌতুক করে বলা হয় যে, 'Capitalism did not fail' and that is simple because 'We haven't had Capitalism.' অর্থাৎ, 'পুঁজিবাদ ব্যর্থ হয়নি'—এর সরল কারণ হলো, 'আমরা কখনো পুঁজিবাদের অস্তিত্ব পাইনি।'^{১১৩২} নোবেল পুরস্কারবিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ ই. স্টিগলিৎজ মন্দা প্রতিকারে যুক্তরাষ্ট্রের গৃহীত পদক্ষেপের সমালোচনা করে বলেছেন, নকল পুঁজিবাদের নতুন এই ধারায় ব্যর্থতা অনিবার্য। কেননা, সেখানে লোকসান একটি সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া এবং লাভ হচ্ছে বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া। সেখানকার অর্থনীতিতে কোন শৃঙ্খলা নেই।^{১১৩৩} বাজার অর্থনীতি অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় উৎকৃষ্ট বলে বাজার অর্থনীতির দেশগুলো আত্মতৃপ্তি প্রকাশ করেছে। কিন্তু 'অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও সামষ্টিক অর্থনীতির ভারসাম্যহীনতা, অর্থনীতির ঘন ঘন ওঠানামা, উচ্চ হারের মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব, অতিরিক্ত বাজেট ও বাণিজ্য ঘাটতি এবং বৈদেশিক মুদ্রা, পণ্য ও শেয়ার বাজারের পরিবর্তনশীলতার মাধ্যমে তাদের ব্যর্থতা আরো সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।'^{১১৩৪}

২০০৮ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর লেহম্যান ব্রাদার্স এর দেউলিয়া হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক সঙ্কট একটি সঙ্কটজনক পর্যায়ে পৌঁছে। এসময় প্রসিদ্ধ আমেরিকান ও ইউরোপীয় ব্যাংকগুলোতে ধ্বস নামে এবং বিপর্যস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে উদ্ধারের জন্য আমেরিকান ও ইউরোপীয় সরকারগুলোর প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ২০০৮ সালে জরুরি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলকরণ বিধি পাস হয় এবং ইউরোপীয় দেশগুলোতে প্রধান প্রধান ব্যাংকগুলোতে পুঁজি সরবরাহ করা হয়। এরপরে আইসল্যান্ড নিজেদের প্রায় দেউলিয়া ঘোষণা করে। ইউরোপের অনেক আর্থিক প্রতিষ্ঠানও তারল্য সমস্যার সম্মুখীন হয়। এ কারণে পর্যাণ্ড অনুপাতে তাদের মূলধন সংগ্রহের প্রয়োজন দেখা দিল। এই সঙ্কট যখন দেখা দিল সে সময় গোটা বিশ্বের শেয়ারবাজারে দরপতন ঘটলো। আর সঙ্কটকে নিয়ন্ত্রনে রাখতে বৈশ্বিক আর্থিক নিয়ন্ত্রকরা সমন্বিত প্রচেষ্টা চালালেন। যুক্তরাষ্ট্রের সরকার অবসম্পাদনকারী কোল্যাটারাল ও সম্পদ ক্রয় করার চেষ্টা চালালো এবং এজন্য ৫৭ হাজার কোটি ডলার প্রদান করতে চাইলো। কিন্তু ওই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ভেটো দিল যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস, কেননা ওয়ালস্ট্রিটের বিনিয়োগ ব্যাংকারদের উদ্ধারের জন্য করদাতাদের অর্থ ব্যবহার করার বিরুদ্ধে রিপাবলিকানদের একটি গোষ্ঠী ওঠে পড়ে লাগলো। শেয়ারবাজারে শেয়ারের দাম একেবারেই পড়ে গেল। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ৭০ হাজার কোটি ডলারের উদ্ধার পরিকল্পনা সংশোধন করলো এবং শেষ পর্যন্ত সেটার প্রতি অনুমোদন ছিল। দুর্ভাগ্যবশত বাজার অভিমত (মার্কেট সেন্টিমেন্ট) অব্যাহতভাবে পড়ে যেতে থাকে এবং বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থা প্রায় ধ্বস পড়ে। এসময় বাজার চূড়ান্ত রকমের দুঃখবান্দী হয়ে যায়। ব্রিটিশ সরকার আর্থিক ব্যবস্থায় মূলধন প্রবিষ্ট করতে ৫০০ বিলিয়ন পাউন্ডের একটি উদ্ধার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ব্রিটিশ সরকার অধিকাংশ বিপর্যস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করে। অনেক ইউরোপীয় সরকার এবং মার্কিন সরকারও সেটাকে অনুসরণ করে। সম্প্রতি বাজার স্থিতিশীল হয়েছে। এছাড়া তেলের জন্য হ্রাসকৃত চাহিদা এবং বৈশ্বিক মন্দা সংযুক্ত থাকায় তেলের পড়তে থাকা মূল্য ২০০০'র দশকে সৃষ্ট জ্বালানি সঙ্কটকে সাময়িক সমাধানে নিয়ে আসে।^{১১৩৫}

যেহেতু ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরে আর্থিক বিষয়ে আতংকের সৃষ্টি হয় সে সময় 'ফ্লাইট টু কোয়ালিটি' (মান সম্পন্ন পণ্যের দিকে প্রত্যাবর্তন) এর আওয়াজ ওঠে। কেননা বিনিয়োগকারীরা যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বন্ড, স্বর্ণ ও ডলার এবং ইয়েনের মত শক্তিশালী মুদ্রার নিরাপত্তা চাইতে থাকে। এই মুদ্রা সঙ্কট আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে বিঘ্নিত করার হুমকি দেয় এবং বিশ্বের সব মুদ্রার ওপর শক্তিশালী চাপ সৃষ্টি করে। যেসব দেশের মুদ্রা চাপের মধ্যে আছে বা প্রায় ধ্বস নেমেছে যাদের মুদ্রায় তাদের প্রয়োজনের তুলনায় আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সীমিত সম্পদ ছিল।^{১১৩৬} ২০০৭ সালের গ্রীষ্মে শুরু হওয়া বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটে সব দেশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সঙ্কট নিরসনে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রকৃত মূলধন সংগ্রহ করে তারল্য বাড়ানোর চেষ্টা চালায়। এতে ঋণগ্রহীতার আর্থিক ও প্রকৃত বাজারে (রিয়ল মার্কেট) আরো কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। তারল্য সঙ্কট ও ঋণ স্বল্পতার কারণে বিনিয়োগকারী ও উৎপাদনকারীরা তাদের উৎপাদন প্রকল্পগুলো বন্ধ করে দেয় ও নতুন প্রকল্প স্থগিত করতে বাধ্য হয়। এতে ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলোতে বেকারত্ব সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। সঙ্কট শুরু ও কঠিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি হাজির হওয়ার পর মার্কিন ডলারের দরপতন ঘটে। এর বিপরীতে তেলের দাম বৃদ্ধি পায়। নিম্ন পর্যায়ের অর্থনৈতিক অনমনীয়তার কারণে বাজারের চাহিদা কমিয়ে আনতে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এতে প্র মে তেলের দাম হঠাৎ বৃদ্ধি পেলেও পরে ইউরোপে সংকটের বিস্তার ও বিশ্বব্যাপী তেলের চাহিদার প্রভাবে তা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এরপর শুরু হয় সমস্যার দ্বিতীয় পর্যায়। ইউরো অঞ্চলে সঙ্কট ছড়িয়ে পড়ার পর ডলারের বিপরীতে ইউরোর মূল্য বাড়ে। এতে তেলের দাম কমতে শুরু করে। দেখা যায়,

^{১১৩২} Kabir Hassan, The Global Financial Crisis and the Islamic Finance Solution, *secrtic.org*, www.secrtic.org/images/news/image/presentation, accessed on 12 March 2015.

^{১১৩৩} জোসেফ ই. স্টিগলিৎস, ধনীদের স্বার্থ রক্ষার 'মার্কিন সমাজতন্ত্র', *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ১০ জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ১০।

^{১১৩৪} ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাণ্ড*, পৃ. ২৮।

^{১১৩৫} স্ট্রেট অয়েল প্রাইসেস ফল অ্যাজ গুস্টাভ হিটস, স্কাই নিউজ, সেপ্টেম্বর ২, ২০০৮; ড: এস.এম. আলী আক্বাস, *প্রাণ্ড*, সংখ্যা ১১, পৃ. ৫৫।

^{১১৩৬} ড. এস.এম. আলী আক্বাস, *প্রাণ্ড*, সংখ্যা ১১, পৃ. ৫৫।

২০০৮ সালের জানুয়ারিতে যেখানে প্রতি ব্যারেল তেলের দাম ছিল ১৪৭ মার্কিন ডলার, ২০০৮ সালের শেষের দিকে তা প্রায় ৪০ ডলার কমে আসে।^{১১৩৭} ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ হ্রাস, পণ্য ও ভোগ্য সেবার (কনজাম্পশন সার্ভিস) স্বল্প চাহিদা-সার্বিক চাহিদাকে একেবারে নিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আসে এবং সর্বাঙ্গিক অর্থনৈতিক সঙ্কট শুরু হয়। মধ্যপ্রাচ্যে বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের প্রভাব সংক্ষেপে নিচে তুলে ধরা হলো :

১. তেল থেকে আয় কমে যায়।
২. বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা সৃষ্টি হয়।
৩. বিদেশী বিনিয়োগ কমে যায়।
৪. ইউরোপ ও আমেরিকায় মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয়।
৫. আঞ্চলিক পুঁজিবাজার থেকে বিশ্ব পুঁজিবাজারে যোগদান থেকে নেতিবাচক প্রভাব দেখা যায়।
৬. মার্কিন ডলারের দর ওঠানামার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

মধ্যপ্রাচ্যের তেলনির্ভর অর্থনীতির দেশগুলোকে অন্যান্য দেশ থেকে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। তেলনির্ভর অর্থনীতির দেশগুলোতে সঙ্কটের আঘাত লাগে সবচেয়ে বেশি। এসব দেশের তেল রপ্তানি আয় ৮ থেকে ১০ শতাংশ কমে যায়।^{১১৩৮}

৬.২.৩ প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি

আর্থিক মন্দায় ২০০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত ধারার বহুসংখ্যক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের মর্টগেজ ও মর্টগেজ-ব্যাংকড সিকিউরিটির ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এই সঙ্কট বিশ্বজুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে এবং আর্থিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার ব্যর্থতার কারণেই মূলত মর্টগেজ সঙ্কটের সৃষ্টি এবং এটা ছিল অতিমাত্রায় ঋণগ্রহণ এবং ক্রেডিটপূর্ণ আর্থিক কৌশলের ফল। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে ২০০০ সাল-পূর্ব পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। মর্টগেজ-এর নিম্নহারের কারণে ব্যাংক ঋণের চাহিদা নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায়। পরবর্তীতে আবাসনের মূল্য ব্যাপকভাবে বেড়ে গেলে বাড়ির মালিকরা অতি ধনী হয়ে পড়েন।^{১১৩৯} তখন বহু মালিক তাদের বাড়িগুলো জামানত হিসেবে ব্যবহার শুরু করেন এবং তাদের বাড়ির ইকুইটি বিনিময়ে নগদ অর্থ পেতে দ্বিতীয় মর্টগেজ নিতে শুরু করেন। এতে মর্টগেজ সঙ্কট দেখা দেয়। এই পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে এবং বিশ্বজুড়ে আর্থিক সঙ্কট সৃষ্টি করে।^{১১৪০} এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় অস্থিতিশীলতার কিছু কারণ তুলে ধরেন সিমন্স। তিনি বলেন, আসল ক্রেডিট হচ্ছে সঙ্কট যখন সৃষ্টি হলো তখন আয় কমে যায়। তখন রিজার্ভ বাড়াতে ব্যাংকগুলো ঋণ নিতে শুরু করে। অন্য ব্যাংকের ক্ষতি করেই প্রতিটি ব্যাংক এ কাজ করতে থাকে। ফলে অনেক ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে পড়ে। শতভাগ রিজার্ভের পক্ষে মত দেন সিমন্স। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে অর্থ সঞ্চালনের ওপর সরকারের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। মিল্টন ফ্রেডম্যান তার ‘আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য একটি কর্মসূচি’ শীর্ষক প্রকাশনায় ফ্রাঙ্কশনাল রিজার্ভ-এর কারণে ঋণ সম্প্রসারণ পর্যালোচনাকালে সুপারিশ করেন যে, বিদ্যমান ব্যবস্থা নতুন আরেকটি ব্যবস্থার মাধ্যমে বদলে ফেলতে হবে। নতুন ব্যবস্থায় ১০০ শতাংশ রিজার্ভ সংরক্ষণের প্রয়োজন হবে। লুইগ ফন মিজেন্জ, ফ্রেডরিখ এ. হায়েক ও জেমস টোবিন-এর মতো বিংশ শতাব্দীর বহুসংখ্যক স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ একপর্যায়ে এসে ব্যাংকে উত্থাপিত ডিমান্ড ডিপোজিট-এর ওপর ১শ শতাংশ রিজার্ভ সংরক্ষণ পুরোপুরি সমর্থন করেন।^{১১৪১} অতি সম্প্রতি পোলক^{১১৪২} তার ‘কোল্যাটেরালাইজড মানি : অ্যান আইডিয়া হুজ টাইম কাম এগেইন’ শীর্ষক নিবন্ধে একই ধরনের ব্যাংকব্যবস্থা সমর্থন করেন। তার দৃষ্টিভঙ্গি হলো : কেবল অর্থে নয়, বাজারমূল্য রয়েছে এমন সম্পদের মাধ্যমেও রিজার্ভ সংরক্ষণ করতে হবে। যাতে তা সহজে নগদ অর্থে রূপান্তর ঘটানো যায়।^{১১৪৩}

‘সনাতন ব্যাংকিং-এর পতন’ শীর্ষক গবেষণাপত্রে এডওয়ার্ড ও মিশকিন যুক্তি দেন যে সনাতন ব্যাংকব্যবস্থার পতন ঘটবে। কারণ, এগুলো ঋণ নেয় এবং ‘শর্ট-ডেট ডিপোজিট’ ইস্যু করে সেগুলোর তহবিল যোগান দেয়। লেখকদ্বয় মনে করেন, চিরাচরিত ব্যাংকব্যবস্থা অধিকতর মুনাফার লোভ দেখিয়ে ব্যাংকগুলোকে বড় রকমের ঝুঁকি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে আর্থিক স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিতে পারে। ব্যাংকগুলো অধিক সংখ্যক ঝুঁকিপূর্ণ ঋণ গ্রহণ অথবা উচ্চলাভের আশা দেখায় কিন্তু অতিমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ-এমন ‘অপ্রচলিত’ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে ওই অবস্থার সৃষ্টি করে।^{১১৪৪} হাউজিং বাবল বা

^{১১৩৭} মোরতেজা হায়দারি, *প্রাণ্ডজ*, পৃ. ৩০।

^{১১৩৮} *প্রাণ্ডজ*, পৃ. ৩১।

^{১১৩৯} ড. নিসার আহমদ, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা : ব্যবসায়িক ঝুঁকিতে অংশীদারিত্ব, ইসলামী ব্যাংকিং, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ডিসেম্বর ২০১৪), পৃ. ৯৮।

^{১১৪০} *প্রাণ্ডজ*, পৃ. ৯৮।

^{১১৪১} উদ্ধৃত: ড. নিসার আহমদ, *প্রাণ্ডজ*, পৃ. ৯৮।

^{১১৪২} Alex J. Pollock, *Collateralized Money: An Idea Whose Time Has Come Again, Challenge*, (New York: Routledge, August-September, 1992), Vol. 35, Issue 5, p. 62.

^{১১৪৩} ড. নিসার আহমদ, *প্রাণ্ডজ*, পৃ. ৯৮-৯৯।

^{১১৪৪} উদ্ধৃত: *প্রাণ্ডজ*, পৃ. ৯৯।

আমেরিকার আবাসন খাত থেকে মূলত সংকটের সূত্রপাত। ঋণগ্রহীতার সামর্থ্য যাচাই না করেই ঢালাওভাবে ব্যাংক ঋণ প্রদান এক পর্যায়ে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনে। NINJA মানে No Income, No Jobs or Assets। ঋণগ্রহীতার চাকুরি, আয়-উপার্জন, ধন-দৌলত কোনটাই নেই। এমন লোককে যখন বাড়ি কেনার জন্য ঋণ প্রদান করা হয় সেটাকে বলে NINJA Loan।^{১১৪৫} বিগত ৫ বছরে যুক্তরাষ্ট্রে এমন অবসংখ্য লোকের কাছে NINJA Loan এর মাধ্যমে বাড়ি বিক্রি করা হয়েছে এবং অকর্মণ্য লোকও NINJA Loan নিয়ে বাড়ি কিনেছে। বর্তমান অর্থনৈতিক মন্দার জন্য আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও এর সাবেক চেয়ারম্যান অ্যালান গ্রীনস্প্যান^{১১৪৬} কে ব্যাপকভাবে দায়ী করা হয়। কারণ, অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ার সময়েও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। সর্বোপরি ২০০৭ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে ঋণের ভারে নাজুক হয়ে ৪৯২ টি ব্যাংক বন্ধ হয়ে যায়।^{১১৪৭} যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের হার সর্বোচ্চ স্তরে (৯ দশমিক ৮ শতাংশে) পৌঁছে। বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের কারণে তরুণ জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। ২০১১ সালে সারাবিশ্বে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী প্রায় সাড়ে সাত কোটি তরুণ বেকার থেকে যায়।^{১১৪৮} ডব্লিউএফপি প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০৯ সালে নতুন করে ১০ কোটি লোক দারিদ্র্যের শিকার হয়। ২০০৮ সালের মন্দায় প্রথমবারের মতো ব্যক্তিগত ব্যয়ের পরিমাণে হ্রাস ঘটে। এতে নিয়োগকর্তারা ৫৩৩,০০০ জন কর্মীকে ছাঁটাই করেন, যা ৩৪ বছরের ইতিহাসে এক মাসে সর্বোচ্চ ছাঁটাইয়ের দৃষ্টান্ত। ২০০৯-এর মন্দার পর রাষ্ট্রীয় খাতে ৬ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়। কয়েক লাখ কর্মী কাজ করলেও বেতন দেয়ার সুযোগ পায়নি।^{১১৪৯}

৬.২.৪ মন্দায় যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থায় ধ্বস ও বিশ্ব অর্থনীতির ওপর এর প্রভাব

৬.২.৪.১ যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থায় ধ্বস

ক. যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সঙ্কট

বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ আমেরিকার বর্তমান অর্থনৈতিক মন্দার আদি সূত্রপাত প্রায় এক দশক আগে। ২০০৭-এর অর্থনৈতিক মন্দায় আমেরিকার স্বপ্নরাজ্যে ধ্বস নামে এবং অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় বন্ধকী প্রতিষ্ঠান Fannie Mae ও Freddie Mac দেউলিয়া হয়ে পড়ে। ৯ অক্টোবর ২০০৭-এ মার্কিন শেয়ারসূচক গত পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্নে নেমে আসে। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৭-এর এক দিনেই আমেরিকার জনগণ শেয়ারবাজারে হারিয়েছে ৭ শত বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং শুধু সেপ্টেম্বর মাসেই চাকুরি হারায় ১৫৯০০০ মানুষ। মন্দায় ২০০৮ সালে ৪০টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ২০০৯ সালে ৯৮টি মার্কিন ব্যাংক এবং ১৪টি Credit Union বন্ধ হয়ে যায়। প্যারিসে শেয়ারসূচক ৮.৪ ও জার্মানিতে ৯.১ শতাংশ কমে যায়। মন্দার কারণে দ্রব্যমূল্য ও তেলের দাম বৃদ্ধিসহ নানা প্রতিকূল অবস্থায় জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। বিশ্বের বড় বড় শেয়ারবাজারে ধ্বস শুরু হয়ে যায়। অস্বাভাবিকভাবে শেয়ারের মূল্য কমে যেতে থাকে। দেশে দেশে অর্থনৈতিক সেষ্ট্রে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আমেরিকার মানুষের মনে নেমে আসে চরম উদ্ভিগ্নতা। ২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র আবাসন বাজার সংশোধন, সাব-প্রাইম মর্টগেজ সঙ্কট এবং ডলারের মূল্যের হ্রাসের মধ্যে প্রবেশ করে।^{১১৫০} ২০০৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ৬৩ হাজার লোক চাকুরি হারায়, ৫ বছরের মধ্যে এটি ছিল রেকর্ড সখ্যক লোকের চাকুরিচ্যুতির ঘটনা।^{১১৫১} ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর ১ লাখ ৫৯ হাজার লোক চাকুরি হারায়। এর ফলে ২০০৮ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতি মাসে গড়ে ৮৪ হাজার লোক চাকুরি হারিয়েছে।^{১১৫২} ২০০৮ সালের প্রথম দিকে অনেক পর্যবেক্ষক মনে করছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের মন্দা শুরু হয়েছে। বীয়ার স্টিয়ার্নস এর ধসের সরাসরি ফলাফল হিসেবে বৈশ্বিক অন্তর্দৃষ্টিতে ধারণার চেয়ে বেশি খারাপ মন্দা অর্থাৎ ৪০% এর সম্ভাবনা ধরা পড়লো (ধ্বসের আগে যা ২৫% ছিল)। এ ছাড়া আর্থিক বাজারের বিশৃঙ্খলা আভাস দিল যে সঙ্কট ধীর ও সংক্ষিপ্ত হবেনা। ২০০৮ সালের মার্চে ফেডারেল রিজার্ভের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অ্যালান গ্রীনস্প্যান বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ২০০৮ সালের আর্থিক সঙ্কটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালের সব চেয়ে

^{১১৪৫} আমেরিকার HCL Finance কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি ঋণ প্রডাক্টের নাম NINJA Loan। আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি ২০০০ সালে আমেরিকার হাউজিং বাবল এর সময় বিপুল পরিচিতি লাভ করে এবং ২০০৭ সালে আমেরিকায় সাব প্রাইম ক্রাইসিস এর ব্যাপক কুখ্যাতি অর্জন করে। (<http://sevencastles.spaces.live.com/blog/cns!7C5A2F3DB6C97D9A!22292.entry>)।

^{১১৪৬} ১৯২৬ সালে আমেরিকার এক ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণকারী এলান গ্রীনস্প্যান ১৯৮৭ সালের ১১ আগস্ট প্রেসিডেন্ট রেগান কর্তৃক ফেডারেল রিজার্ভ এর ১৩তম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ, বিল ক্লিনটন এবং জর্জ ডব্লিউ বুশের আমলেও তিনি স্বপদে বহাল ছিলেন। ৩১ শে জানুয়ারি ২০০৬-এ অবসর গ্রহণের পর বর্তমানে তিনি তার প্রতিষ্ঠিত 'গ্রীনস্প্যান এসোসিয়েট এলএলসি' এর মাধ্যমে advisor হিসেবে কাজ করছেন। (http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Greenspan)

^{১১৪৭} [http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_bank_failures_in_the_United_States_\(2008-present\)](http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_bank_failures_in_the_United_States_(2008-present)), accessed on 27 january, 2014.

^{১১৪৮} ড. আতিউর রহমান, টেকসই উন্নয়ন কৌশল : প্রেক্ষিত বাংলাদেশের কর্মসংস্থান, মুহাম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত, অর্থনীতি গবেষণা, (ঢাকা: আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, মার্চ ২০১৫ খৃ.), সংখ্যা ১৫, পৃ. ৫।

^{১১৪৯} উদ্ধৃত: আমেরিকায় ঋণ সঙ্কট, দৈনিক যুগান্তর, ১১ অক্টোবর ২০১৩, পৃ. ৭।

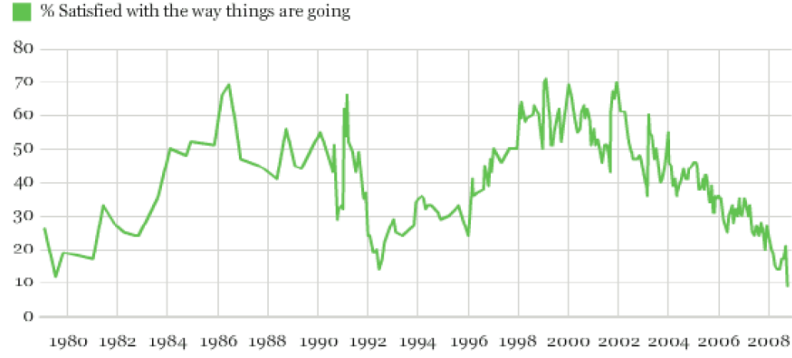
^{১১৫০} ড. এস.এম. আলী আক্বাস, প্রাণ্ডক্ত, সংখ্যা ১১, পৃ. ৫৪।

^{১১৫১} জিনিন এভার্সা, এমপ্লোয়ার্স স্লাশ সিক্সটিথ্রি থাউজেন্ড জব্‌স ইন ফেব্রুয়ারি, মোস্ট ইন ফাইভ ইয়ার্স, ফিডিং রেশিশন ফিয়ার্স, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, এপ্রিল: ৭ মার্চ, ২০০৮।

^{১১৫২} ড. এস.এম. আলী আক্বাস, প্রাণ্ডক্ত, সংখ্যা ১১, পৃ. ৫৪।

কঠিন সঙ্কট হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ২০০৮ সালের ৬ অক্টোবর মুডিজ কর্তৃক প্রকাশিত এক সমীক্ষায় দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের ৩৮১ টি বৃহত্তম মেট্রোপলিটন এলাকার দু-তৃতীয়াংশ ও ২৮ টি অঙ্গরাজ্যে মন্দা দেখা দিয়েছে।^{১১৫৩} এক জরিপে (চিত্র নং ২৪) দেখা যায় আমেরিকার মানুষের জীবনে তৃপ্তি সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে।^{১১৫৪}

চিত্র ২৪: আমেরিকায় সর্বদা ভোজ্য তৃপ্তি থাকে সর্বনিম্ন ৯%^{১১৫৫}



খ. যুক্তরাষ্ট্রে তারল্য সঙ্কট

২০০৭-২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সঙ্কট কে মিডিয়ায় প্রথম দিক ‘ঋণ সংকুচিত হওয়া’ বা ‘ঋণ সঙ্কট’ আখ্যা দেয়া হয় যার সূচনা হয় ২০০৭ সালের আগস্টে। সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের সিকিউরিটি ভিত্তিক মার্কেটের মূল্যের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থা নষ্ট হয়েছিল, যার ফলশ্রুতিতে তারল্য সঙ্কট সৃষ্টি হয় যার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ এবং ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক মার্কিন পুঁজি ও অর্থ বাজারে উল্লেখযোগ্য অর্থ সরবরাহ করে। টি.ই.ডি.^{১১৫৬} বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। এটি সাধারণত অর্থনীতিতে উপলব্ধি করা একটি ঋণ ঝুঁকির সূচক; যা ২০০৭ সালের আগস্টে নিশ্চিত হয় এবং ১ বছর ধরে পরিবর্তনশীল থাকে, তারপর ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে আরো শক্তিশালী হয়। যদিও সঙ্কট সৃষ্টির জন্য সাধারণত আমেরিকার আবাসন ধসকে উল্লেখ করা হয়, কিন্তু আর্থিক চুক্তিসমূহের ক্ষেত্রে জটিলতা ও অতিরিক্ত সুবিধা প্রদানের কারণে আর্থিক ব্যবস্থা পর্যাণ্ডভাবে সুরক্ষিত ছিল না। এর একটি উদাহরণ ছিল ঋণ প্রাপ্তিমূলক-ঋণ খেলাপের আকস্মিক আক্রমণ (সিডিএস), যা খেলাপের বিরুদ্ধে ঋণগ্রহীতাকে বীমা দিয়েছিল। নিজস্বভাবে তাদের তৈরি করা হয়েছিল, নিয়ন্ত্রকদের আওতার বাইরে তারা লেনদেন করেছিল।^{১১৫৭} শিখিল অবলেনখন (আন্ডারাইটিং) মানসমূহের অধীনে অতিরিক্ত ঋণ, যা যুক্তরাষ্ট্রের আবাসনে অলীক বিষয়ের একটি খাঁটি ছাপ বা হলমার্ক, বিশাল সংখ্যক সাব-প্রাইম মার্কেটের ক্ষেত্রে প্রদত্ত হয়েছিল। এসব উঁচু ঋণ জামিন প্রদানের দ্বারা ঝুঁকিমুক্ত করা যাবে বলে ধারণা করা হয়েছিল। অবশ্য এর দ্বারা ঝুঁকিমুক্ত করা যায়নি বরং এই কৌশল নিষ্ফল প্রমাণিত হয়েছে। এসব জামিন দান স্কিমের ব্যর্থতার ক্ষতি পরিণামে আবাসন বাজার ও আবাসন ব্যবসায়ের একটি বিরাট অঙ্ককে বিপথে পরিচালিত করে এবং তারই ফলশ্রুতিতে সাব-প্রাইম মার্কেট সঙ্কট শুরু হয়। বন্ধকী সম্পত্তি খালাসের অধিকার হরণের (ফোরক্লোজার) দ্রুততর হার একটি বিরাট সংখ্যক বাড়ির বাজারে পড়ে থাকার কারণ হয়েছিল। বাড়ির এই অতিরিক্ত সরবরাহ পার্শ্ববর্তী বাড়ির মূল্য হ্রাস করেছিল যেগুলো ফোরক্লোজার বা পরিত্যক্ত হওয়ার শিকারে পরিণত হয়েছিল। পরিণামে একটি আর্থিক সঙ্কট সৃষ্টির জন্য ওই অতিরিক্ত সরবরাহ দায়ী হয়।^{১১৫৮}

গ. মন্দায় ব্যাংকব্যবস্থার ওপর প্রভাব

এক. বাণিজ্যিক ব্যাংক বন্ধ ও দেউলিয়া ঘোষণা

সারাবিশ্বে অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০০৭-২০০৮ সালে ৪৯ টি বাণিজ্যিক ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হওয়ার মূল কারণ হিসেবে বাড়ি ঘরের দাম কমে যাওয়ায় গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে ঋণের থেকে প্রাপ্য অর্থের ক্ষতিকে দায়ী করা হয়েছে। তার ওপরে বেকারের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় বহুলোক ব্যাংকগুলো থেকে নেয়া ঋণের টাকা ফেরত দিতে পারে নি। মন্দার কারণে ২০০৯ সালে ১৪০টি, ২০১০ সালে ১৫৭টি এবং ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত ২২টি সহ

^{১১৫৩} উদ্ধৃত: প্রাণ্ডজ, সংখ্যা ১১, পৃ. ৫৪।

^{১১৫৪} ড: এস.এম. আলী আক্বাস, প্রাণ্ডজ, সংখ্যা ১১, পৃ. ৫৪-৫৭।

^{১১৫৫} www.digitaljournal.com, accessed on 10 March 2015.

^{১১৫৬} The TED spread is the difference between the interest rate on the three-month US Treasury bill (T-bills) and the three-month LIBOR।

^{১১৫৭} ড: এস.এম. আলী আক্বাস, প্রাণ্ডজ, সংখ্যা ১১, পৃ. ৫৫।

^{১১৫৮} প্রাণ্ডজ, সংখ্যা ১১, পৃ. ৫৫।

মন্দা পরবর্তী সময়ে আমেরিকায় প্রায় ৪০০টি ব্যাংক বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।^{১১৫৯} আমেরিকার সঙ্কটাপন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়।

দুই. পাল্টা চক্রাকৃতির ব্যাংকব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অর্থনীতিবিদগণ

মিনস্কি উপরিলিখিত ঋণ চক্রের রুবিনি ব্যাখ্যা গত ৩টি ক্রেডিট বুম এবং অ্যাসেট বাবলস এ (এর মধ্যে রয়েছে, ২০০৮ সালের অক্টোবরে সংঘটিত সাম্প্রতিক একটি বুম ও বাবলস) প্রয়োগ করা হয়েছে যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ করা যায় : (ক) ওই ৩টি ঋণ চক্র শুরু হয়েছে অর্থনৈতিক বুন্দের সঙ্গে সঙ্গে এবং মন্দার সঙ্গে তার অবসান ঘটেছে। এর অর্থ, প্রতিটি ঋণ চক্র ব্যবসায়িক চক্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত রয়েছে যার তাৎপর্য হচ্ছে, অর্থনীতির প্রতিটি বুম ও তুরান্বিত মন্দা বা ডিপ্রেসনের পরে আর্থিক খাতের সঙ্কট রিয়াল সেক্টরে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে। অন্য কথায় বলা যায়, রিয়াল সেক্টরের ওপর আর্থিক খাতের একটি চক্রাকৃতিপন্থী (প্রো-সাইক্লিক্যালিটি) প্রভাব রয়েছে এবং ঋণগ্রহীতাদের অনিশ্চিত নগদ অর্থ প্রবাহের বিপরীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধের অঙ্গীকারের মাধ্যমে সেটা কাজ করে, গতানুগতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে অসম চুক্তিমূলক অনুশীলন যা ঋণ খেলাপ, ফোরক্লোজার এবং গভীর মন্দাকে তুরান্বিত করে এবং প্রত্যেক বার ব্যবসায়িক চক্রের আরো অবনতি ঘটায়।^{১১৬০} ২০০৮ সালের ২৪-২৫ নভেম্বর নিউইয়র্কে ‘একবিংশ শতাব্দীতে একটি আন্তর্জাতিক মুদ্রাসংক্রান্ত ও আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা : সংস্কারের কর্মসূচী’ শীর্ষক সম্মেলনে জার্মানীর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (ডুয়েশ বুনডেস ব্যাংক) আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থা ডিভিশনের প্রধান এরিক হ্যারব্রেস্ট বলেন, আই.এম.এফ.’র প্রধান দায়িত্ব হবে, সত্যিকার অর্থনীতি এবং আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যকার ইন্টারঅ্যাকশনকে বিশ্লেষণ করা এবং আর্টিফিকেল ও এর কনসালটেশন এবং ‘ই.এস.এ.পি’র প্রেক্ষিতে পরিদর্শনমূলক মানসমূহ এবং ঝুঁকির স্থিতিশীলতা বিশেষভাবে তদারকি করা। সম্মেলনে উপস্থিত কিছু অঙ্ক গ্রহণকারী যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন, ‘ব্যাংক-২ প্রো-সাইক্লিক্যালিটি এবং প্রি-পিলার ব্যবস্থার (সর্বনিম্ন পুঁজি চাহিদা, পরিদর্শনমূলক পর্যালোচনা এবং বাজার শৃংখলা) যে উন্নয়ন সাধন করেছে তা অপরিপূর্ণ। এক্ষেত্রে দূরদর্শীতামূলক নিয়ম কানুনকে প্রো-সাইক্লিক্যাল হওয়ার চাইতে অ্যান্টি-সাইক্লিক্যাল হতে হবে। সত্যিকার চ্যালেঞ্জ ব্যাংকিংয়ের প্রো-সাইক্লিক্যালিটির মধ্যেই রয়েছে, পুঁজি ব্যবস্থার প্রো-সাইক্লিক্যালিটির মধ্যে নেই। এটি অর্থদাতা এবং ঋণগ্রহীতার মধ্যে চুক্তিমূলক দায়সমূহ এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংস্কার সাধনের দাবি জানায় যাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রো-সাইক্লিক্যাল চরিত্র অপসারণের ব্যাপারে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।^{১১৬১}

ঘ. বেকারত্বের হার বৃদ্ধি

মন্দায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আমেরিকা। বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক শক্তি এ দেশটির লাখ লাখ লোক বেকার হয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের হার সরকারি হিসেব অনুসারে প্রায় ১০ শতাংশ। ২০০৭ সালের মন্দা পরবর্তী ছ’মাসের বেশি সময় ধরে বেকারের হার সরকারি হিসেব অনুসারে ৪৪ শতাংশ, যা নজীরবিহীন। রেকর্ড সংখ্যক মানুষ সরকারি খাদ্য সহায়তা এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে খাবার ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নেয়। মন্দার প্রভাবে সারা বিশ্বের পুঁজিবাদী দেশগুলোর শেয়ার বাজারে ধ্বস নেমেছে। যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের হার (চিত্র নং ২৫) বেড়ে গত ২৬ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে (৯ দশমিক ৮ শতাংশে) পৌঁছেছে (অক্টোবর ২০০৯)।^{১১৬২} ডব্লিউএফপিআর প্রতিবেদনানুযায়ী, ২০০৯ সালে নতুন করে ১০ কোটি লোক দারিদ্র্যের শিকার হয়েছে।^{১১৬৩} মন্দার প্রভাবে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলেও বেড়ে চলছে রেকর্ড পরিমাণ বেকারত্ব।^{১১৬৪} একই সাথে বাড়ছে সরকারি ঋণ। যুক্তরাজ্য সরকারের নেয়া ঋণের পরিমাণ বেড়ে নভেম্বর ২০০৯-এ দুই হাজার ত্রিশ কোটি পাউন্ড স্টারলিংয়ে দাঁড়িয়েছে।^{১১৬৫} বিশ্বায়নের এই যুগে একদেশ আরেক দেশের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে বিপর্যয় শুধু আমেরিকায় সীমিত থাকছে না; ছড়িয়ে পড়েছে গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি, ইতালি, জাপান, স্পেন, ফ্রান্সসহ উন্নত বিশ্বের প্রায় সবদেশে।^{১১৬৬}

^{১১৫৯} মুহাম্মদ নুরউদ্দিন কাওছার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

^{১১৬০} ড. এস.এম. আলী আক্বাস, প্রাগুক্ত, সংখ্যা ১১, পৃ. ৬৪-৬৫।

^{১১৬১} প্রাগুক্ত, সংখ্যা ১১, পৃ. ৬৫।

^{১১৬২} বিবিসি অবলম্বনে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে দৈনিক প্রথম আলো, ৪ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ. ৭। (প্রতিবেদনটিতে আরো বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে টানা ২১ মাস ধরে কর্মসংস্থানের হার কমে আসছে। ২০০৭ সালের ডিসেম্বর থেকে প্রবল অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত (অক্টোবর ২০০৯) যুক্তরাষ্ট্রে ৭৬ লাখ থেকে ১ কোটি ৫১ লাখ চাকরি হারিয়েছেন।)

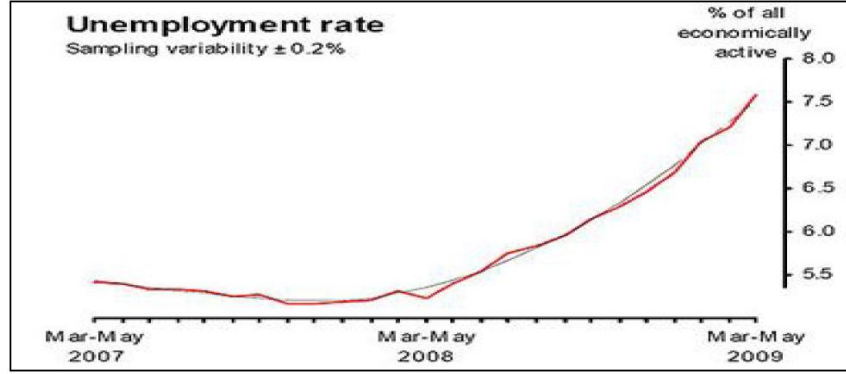
^{১১৬৩} উদ্ধৃত: দৈনিক প্রথম আলো, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ. ৬।

^{১১৬৪} দৈনিক প্রথম আলো, ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ. ৭। (মন্দার প্রভাবে এশিয়ার প্রধান ও বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি জাপানে বেকারত্বের হার বেড়ে ৫.৭ শতাংশে পৌঁছেছে। যেটি সে দেশের জন্য একটি রেকর্ড। বিশ্ব অর্থনীতির আরেক শক্তি যুক্তরাজ্যের প্রতি ছয় ঘরে এখন গড়ে একজনেরও বেশি লোক কর্মহীন। এদিকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান উন্নত অঞ্চল ইউরো জোনেও বর্তমানে বেকারত্বের হার ৯.৫ শতাংশ। যা গত ১০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। অন্যদিকে গোটা ইউরোপের ২৭টি দেশ নিয়ে গঠিত ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) বর্তমানে গড় বেকারত্বের হার ৯ শতাংশ)।

^{১১৬৫} যুক্তরাজ্য সরকারের নিউ ঋণ বাড়ার রেকর্ড, দৈনিক প্রথম আলো, ২১ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ. ১১।

^{১১৬৬} দৈনিক আমারদেশ, ২৩ মে ২০০৯, পৃ. ৯।

চিত্র ২৫: আমেরিকায় বেকারত্ব বৃদ্ধি (মার্চ-মে ২০০৭-মার্চ-মে ২০০৯)^{১১৬৭}



জুলাই ২০১১ থেকে আবার পতনের দিকে ধাবিত হয় মার্কিন অর্থনীতি। বছরের প্রথম ভাগে প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র ০.৪% এবং কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি ছিল শূন্য। গোটা শ্রমিক বাহিনীর প্রায় ৫ ভাগের ১ ভাগ অর্থাৎ ৩ কোটি শ্রমিক হয় একেবারে বেকার অথবা অর্ধ বেকার। সরকারি হিসেবেই পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ও ক্ষমতাবান দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪ কোটি ৬০ লাখ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছে। এরই মধ্যে আবার নয়া উদারনৈতিক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক নিয়মে রোল উঠেছে রাষ্ট্রের ব্যয় সংকোচনের। ২০০৯ থেকে এখন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় খাতে ৬ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়েছে। উইসকোনসিন, ওহাইও, ইন্ডিয়ানা, আরিজোনা, মিশিগান সহ অনেক রাজ্যে সরকারি খাতে শ্রমিক সংগঠন ভেঙে দেয়া হয়। সেখানে দরিদ্রদের অর্থ ও খাদ্য সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা, মেডিকেশ্যর, মেডিএইড, ছাত্রদেরকে শিক্ষা সহায়তাসহ সকল প্রকার সামাজিক নিরাপত্তামূলক প্রোগ্রাম বাতিল করা হয়েছে। অর্থাৎ কর্পোরেট ফাইন্যান্সিয়াল প্রভুদেরকে বেইল আউট করার বেলায় যে রাষ্ট্রের অর্থের অভাব হয়না সেই রাষ্ট্রই আবার ব্যয় সংকোচনের নামে দরিদ্র জনগণের মৌলিক অধিকারগুলো কেড়ে নেয়। আপাত অর্থে এরকম একটি পরিস্থিতিই অকুপাই ওয়ালস্ট্রিট আন্দোলনের বাস্তবতা তৈরি করে, যে আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিলো কর্পোরেট আমেরিকার ফাইন্যান্সিয়াল প্রভুদের ক্ষমতা খর্ব করা।^{১১৬৮}

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মন্দা কেটে যাওয়ার সাধারণ লক্ষণ হলো জমে থাকা পণ্য নতুন করে বিক্রি শুরু হয়, ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগ হয়, উৎপাদন চক্র চালু হয়, ছাঁটাই করা শ্রমিকদেরকে আবার নিয়োগ দিতে শুরু করে মালিকগণ। ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায় সাধারণত রিকভারি শুরু হওয়ার পর ৩ থেকে ৪ মাস লাগে কর্মসংস্থানের সংখ্যা সঙ্কট-পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসতে। কিন্তু সাম্প্রতিককালের মন্দাগুলোতে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। ১৯৯১ সালের মন্দার সময়ই এই মৌলিক পরিবর্তনের সকল লক্ষণ দেখা যায়। তখন রিকভারি শুরু হওয়ার পর ১৮ মাস লেগেছিল সঙ্কট-পূর্ব অবস্থায় আসতে। প্রাথমিক অবস্থায় বিষয়টি পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদদের উদ্ভিগ্ন করে তুললেও ডটকম বাবল বা কম্পিউটার-ইন্টারনেট-স্যাটেলাইট-টেলিকমিউনিকেশন-সফটওয়্যার ইত্যাদি প্রযুক্তিগত বিকাশের মাধ্যমে মন্দা কাটানোর নেশায় তারা সেটা ভুলেও যায়। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই ২০০০-২০০১ সালে এসে ডটকম বাবল এর বিস্ফোরণ ঘটে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে আবারও ধ্বস নামে। শত শত কোম্পানি যেগুলো ৯০ দশকের ডটকম বাবলে করে বাতাসে ভাসছিল একেবারে পথে বসে যায়। প্রযুক্তি পণ্যের অতি-উৎপাদনের ফলে যে সঙ্কট শুরু হয় সেটা গৃহায়ণ, গাড়ি, শিল্প, ইলেক্ট্রনিক্সসহ গোটা অর্থনীতিরই সাধারণ সঙ্কটে পরিণত হয়। কিন্তু এই মন্দার চেয়েও ভয়ংকর বিষয় হলো মন্দা পরবর্তীতে ২০০১-২০০৪ সালে যে রিকভারি হয়, সেই রিকভারি ১৯৯১ সালের রিকভারির চেয়েও ধীরগতিতে কর্মসংস্থান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে ১৮ মাসের জায়গায় সেবার পুরো ৪৮ মাস লাগে সঙ্কট-পূর্ব অবস্থায় ফিরে যেতে। কিন্তু যে পদ্ধতিতে এই মন্দার উত্তোরণ ঘটানো হয় সেটা পরবর্তীতে ২০০৭ সালে শুরু হওয়া মন্দার প্রেক্ষিত তৈরি করে দিয়েছিল, যার জের এখনও চলছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ গোটা পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে।^{১১৬৯}

ঙ. বাজার ব্যবস্থায় মন্দা

খুচরা বিক্রয়ে মন্দাভাব কাটছে না যুক্তরাষ্ট্রে। ২০০৮-০৯ সালের পর থেকেই বিক্রি কমে এসেছে সেখানকার মাল্টিব্র্যান্ড রিটেনল চেইনগুলোর। টানা নয় প্রান্তিকে লোকসান দেখানোর পর মুনাফার ধারায় ফিরতে অলাভজনক বিক্রয়কেন্দ্রগুলো বন্ধ করার পাশাপাশি কর্মী ছাঁটাই করে দেশটির দ্বিতীয় বৃহত্তম রিটেনল চেইন জেসি পেনি। কর্মী ছাঁটাই করে আরেক রিটেইল কোম্পানি সিয়াসও। যুক্তরাষ্ট্রের ২০টি অঙ্গরাজ্যে তাদের মোট ৩৩টি স্টোর বন্ধ করে দেয়ার ঘোষণা দেয় জেসি

^{১১৬৭}

<http://www.ablemesh.co.uk/thoughtsdepressionof2010.html>.

^{১১৬৮}

অকুপাই ওয়ালস্ট্রিট আন্দোলনের প্রেক্ষাপট: মার্কিন পুঁজিবাদের সাম্প্রতিক সঙ্কট, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

^{১১৬৯}

প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

পেনি। পাশাপাশি ছাঁটাই করা হবে ২ হাজারের মতো কর্মী, যা তাদের মোট কর্মীসংখ্যার ২ শতাংশ। প্রধান নির্বাহী মাইক আলম্যান বলেছেন, ‘অলাভজনক স্টোরগুলো বন্ধ করে দিতে হচ্ছে কোম্পানিকে।’ আর্থিক বিপর্যয় ও উদ্ভূত মন্দায় উন্নত অন্যান্য দেশের মতো যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ চাহিদা কমে এসেছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে। জেসি পেনির মতো প্রায় সব খুচরা বিক্রেতারই বিক্রি কমে গেছে যুক্তরাষ্ট্রে। জিডিপির সমানুপাতে ঘুরে দাঁড়াতে পারছে না তারা। মুনাফার ধারায় ফিরতে প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি ব্যয়সংকোচনেও জোর দিচ্ছে কোম্পানিগুলো। যুক্তরাষ্ট্রের আরেক রিটেইল জায়ান্ট মেসিসও আড়াই হাজারের মতো কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণা দিয়েছে। অলাভজনক পাঁচটি বিক্রয়কেন্দ্র বন্ধ করে দেয়ারও সিদ্ধান্ত নেয় তারা। উত্তর আমেরিকার অন্যতম রিটেনল চেইন সিয়াসও কানাডায় দেড় হাজারের বেশি কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ২০১৩ সালে ৭ দশমিক ৪ শতাংশ বিক্রি কমে যাওয়ার কথা জানিয়েছে তারা। জেসি পেনি দুই বছর ধরে টানা লোকসান দেখিয়ে আসছে। চলতি প্রান্তিকেও ২০ কোটি ডলারের মতো লোকসানের আশঙ্কা করছে তারা।^{১১৭০}

চ. প্রেক্ষাপট : ডটকম ত্র্যাশ (২০০১-০২)

৯০-এর দশকের শেষভাগে ইন্টারনেট এবং আইটি নির্ভর নতুন নতুন কোম্পানির শেয়ারকে ঘিরে সৃষ্ট ডটকম বুদবুদ (dotcom bubble)^{১১৭১} থেকেই আজকের অবস্থার আদি সূত্রপাত। ২০০১-০২ সালে সেই বুদবুদ ফেটে গিয়ে আমেরিকার অর্থনীতিতে নেমে আসে এক লঘু কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী মন্দা।

ছ. অর্থনৈতিক মন্দা মার্কিন মধ্যবিত্তদের গভীর সঙ্কটে ফেলেছে

গভীর সঙ্কটে নিমজ্জিত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবিত্ত শ্রেণি। অর্থনৈতিক মন্দা কেড়ে নিয়েছে তাদের দু’চোখের স্বপ্ন। অর্থনৈতিক মন্দার এক বছর পর ন্যাশনাল পোস্ট বলেছে, প্রতি পাঁচজন আমেরিকানের একজন হয় বেকার নয়তো অর্ধ-বেকার। প্রতি নয়জনে একজন ক্রেডিট কার্ডের ন্যূনতম বিল পরিশোধ করতে পারছেন না এবং প্রতি মাসে ১ লাখ ২০ হাজার পরিবার সর্বশাস্ত হচ্ছে। ন্যাশনাল পোস্ট আরো জানাচ্ছে, ৫ কোটি আমেরিকানের কোন স্বাস্থ্য বীমা নেই, ৩ কোটি ২০ লাখ আমেরিকান সরকার নির্ধারিত কমমূল্যে খাবার গ্রহণ করে এবং ১ কোটি ৫২ লাখ লোক কর্মহীন। পত্রিকাটি বলছে, বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কটের ঝুঁকি ও বাস্তবতায় বড়ো বেশি রূপান্তর ঘটে গেছে আমেরিকান স্বপ্নের আর মধ্যবিত্ত শ্রেণির। এদিকে মার্কিন বাণিজ্য বিভাগের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০ বছর আগের তুলনায় মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রা এখন অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির সমৃদ্ধি ও আরাম আয়েশের প্রতীক যুক্তরাষ্ট্রের শহরতলীগুলো দিনদিনই শ্রমহীন হয়ে পড়ছে। এখন সেখানে দারিদ্র্যের প্রভাব প্রকট আকার ধারণ করেছে। ২০০০ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সেখানে দারিদ্র্য বেড়েছে ২৫ শতাংশ। শহরতলীগুলোতে এখন দেশের এক-তৃতীয়াংশ দরিদ্রের বসবাস। এদিকে আমেরিকার মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশেরও বেশি অর্থাৎ প্রায় ৯ কোটি ১৬ লাখ লোক এখন দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে।^{১১৭২}

জ. সঙ্কট উদ্ধার প্রচেষ্টা : ‘বেলআউট’ প্রণোদনা প্যাকেজ ও অন্যান্য পদক্ষেপ

বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, বৈশ্বিক অর্থনীতির চলমান সঙ্কট কাটাতে ২০০৯ সালের প্রথম অর্ধবৎসরে প্রায় ১১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমান বেলআউট^{১১৭৩} প্যাকেজ ব্যয় করা হয়েছে।^{১১৭৪} এর মধ্যে সঙ্কটের সূতিকাগার যুক্তরাষ্ট্র ব্যয় করেছে ৩ দশমিক ৬ ট্রিলিয়ন ডলার।^{১১৭৫} দেশের পার্লামেন্টে পাস করার পরও বুশের ৭০০ বিলিয়ন ডলারের ‘বেইল আউট’ বিল মার্কিন জনমনে আস্থা তৈরি করতে পারেনি।^{১১৭৬} বিলটিতে বুশ যেদিন অনুমোদন দিয়েছেন, সেদিন অর্থাৎ, ৩ অক্টোবর ২০০৭-এ নিউইয়র্ক স্টক মার্কেটে দরপতন ঘটেছিল ১৫৭ পয়েন্টের। বিলটি হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে পাস হওয়ার একদিন আগে, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৭ পতন ঘটেছিল ৭৭৭ পয়েন্টের। মহামন্দা কাটিয়ে ওঠার উদ্দেশ্যে মার্কিন কংগ্রেসে

^{১১৭০} আমেরিকায় আর্থিক মন্দা: বন্ধ হয়ে গেছে বহু চেইনশপ, *দৈনিক আল ইহসান*, ১৯ জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৫।

^{১১৭১} ‘dot-com bubble’ কে ‘I.T. bubble’ বলেও আখ্যায়িত করা হয়। JaYmes K. Galbraith and Travis Hale (2004). Income Distribution and the Information Technology Bubble. University of Texas Inequality Project Working Paper.

^{১১৭২} অর্থনৈতিক মন্দা মার্কিন মধ্যবিত্তদের গভীর সংকটে ফেলেছে, *দৈনিক সংগ্রাম*, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ৯।

(http://www.dailysangraYm.com/news_details.php?news_id=25189)

^{১১৭৩} *Business Dictionary*-এর ভাষ্যানুযায়ী বেল আউট (bailout) এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

‘A bailout is an act of giving capital to a company in danger of failing in an attempt to save it from bankruptcy, insolvency, or total liquidation and ruin; or to allow a failing company to fail gracefully without spreading contagion.’ <http://en.wikipedia.org/wiki/Bailout>, accessed on 12 December 2015.

^{১১৭৪} সঙ্কট উত্তরণের জন্য আমেরিকায় মাথাপিছু ব্যয় করা হয়েছে ১০ হাজার ডলার, *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৭।

^{১১৭৫} প্রাণ্ডা। [বিবিসির সূত্রে প্রথম আলোতে প্রকাশিত প্রতিবেদনটিতে আরো বলা হয়েছে, সঙ্কট উত্তরণের জন্য আমেরিকায় মাথাপিছু ব্যয় করা হয়েছে ১০ হাজার ডলার বাংলাদেশী টাকায় যা প্রায় আট লাখ টাকা। (প্রতি ডলার ৮০ টাকা হিসেবে)।]

^{১১৭৬} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, *প্রাণ্ডা*, পৃ. ১৩৭-১৩৮।

৭০০ বিলিয়ন তথা ৭০ হাজার কোটি ডলারের বেইল আউট প্রস্তাব পেশ করার পক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছেন, সফট যেহেতু ‘অভূতপূর্ব’ সেহেতু সফট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যও অভূতপূর্ব ব্যবস্থাই নিতে হবে। হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে ২৬৩-১৭১ ভোটে বিলটি পাস হয় ১ অক্টোবর ২০০৮। মন্দা আক্রান্ত হওয়ার পর ২০০৮ সালের শুরু দিকে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে ১৮০ বিলিয়ন ডলার নিয়ে প্রথমে এগিয়ে এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ। কিন্তু এতেও শেয়ারবাজারের অস্থিরতা ও পতন ঠেকানো যায়নি। শুধু তাই নয়, এরপর ফেডারেল রিজার্ভ দুই দফায় আরো ১০০ বিলিয়ন বা ১০ হাজার কোটি ডলার যোগান দেয়ার পরও পরিস্থিতি অবনতির দিকেই এগিয়ে যায়। অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা বলেন, বেইলআউট কোনে জাদুমন্ত্রের মতো কাজ করেনি। বরং সত্য হচ্ছে, মার্কিন অর্থনীতি ভয়ংকর ও কঠিন মন্দার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সেখান থেকে বেরিয়ে আসা সহজ নয়। যুক্তরাজ্য, চীনসহ ইউরোপীয় দেশগুলোতেও শত শত বিলিয়ন ডলারের বেইলআউটের ঘোষণা দেয়া হয়েছে, কিন্তু তা কোনো কাজে আসে নি।^{১১৭৭} ধারাবাহিক মন্দায় নিমজ্জিত মার্কিন সরকার ১৭ অক্টোবর ২০১৩-এ ঋণ নেয়ার উর্ধ্বসীমা শেষ হয়ে যাওয়ায় সরকারি কর্মকাণ্ড চালু রাখা ও ঋণের সর্বোচ্চ সীমা বাড়ানোর বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছে বিল পাস করে দেশটির কংগ্রেস। এর ফলে প্রায় বন্ধ হয়ে যেতে বসা আমেরিকার সরকারি খাত শেষ পর্যন্ত আবার সচল হয়। বিলটি পাসের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ঋণসীমা ১০ দশমিক পাঁচ ট্রিলিয়ন থেকে বেড়ে ১৬ দশমিক সাত ট্রিলিয়ন করা হয়।^{১১৭৮} মার্কিন কংগ্রেসের উভয় কক্ষ এই উর্ধ্বসীমা না বাড়ালে পরদিন থেকে দেশের মধ্যে-বাইরে সরকারের দেয় অর্থ দিতে ব্যর্থ হতো মার্কিন সরকার। মার্কিন সরকার প্রচুর পরিমাণ ঋণ নিয়েই দেশের মধ্যে সরকারি ব্যয় এবং বিদেশে নানা দায়বদ্ধতা মিটিয়ে থাকে। ঋণ নেয়ার একটি উর্ধ্বসীমাও আইন মোতাবেক স্থির আছে। এই উর্ধ্বসীমা এখন ১৬.৬৯ ট্রিলিয়ন ডলার।^{১১৭৯}

৬. মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভ্রান্ত উদ্ধার নীতি

অর্থনীতিবিদ জেমস কে. গ্যালব্রেইথ সম্প্রতি লিখেছেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক-এর প্রথম নিয়মটি হচ্ছে, জাহাজটি ডুবতে শুরু করা মাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংকাররা অবশ্যই প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে জাহাজটি উদ্ধার করবে।^{১১৮০} মহা মন্দার পরে আর দেখা যায় নি, এমন মাত্রার একটি আর্থিক সঙ্কটের মুখে ফেডারেল রিজার্ভ ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্ব স্ব দেশের অর্থ মন্ত্রণালয়ের মদদপুষ্ট হয়ে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ‘প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে উদ্ধার করছে।’ বন্ধক সমর্থিত সিকিউরিটি নিয়ে বিপুল ফটকাবাজিতে লিগু বীয়ার স্টার্শের দুটি হেজফান্ড বা লোকসান রোধ তহবিলের ধসে পড়া ইঙ্গিত দেয় ঋণ গুড়াগুড়া হয়ে ভেঙ্গে পড়ার বড় ধরনের ঘটনার। সেটা ২০০৭ সালের জুলাই মাস। সেই শুরু। তারপর থেকে লগ্নি ভেতর থেকে চুপসে যেতে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ড ও অর্থ মন্ত্রণালয় ব্যাপারটা থামানোর জন্য সব চেষ্টা চালায়। তারা শত শত বিলিয়ন ডলার দিয়ে সয়লাব করে দেয় লগ্নি খাত আর দরকার হলে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার ঢালার প্রতিশ্রুতি দেয়। তারা এমন পর্যায়ে এবং এত ধরনের ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করতে থাকে যে, তার নিজের নেই।^{১১৮১} ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ড চেয়ারম্যান বেন বার্নানকে ও তৎকালীন অর্থমন্ত্রী হেনরি পলসন ২০০৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় কড়া নাটকীয় ভঙ্গিতে কংগ্রেসে হাজির হলেন আর ধাঁধা লাগা হতবাক আইন প্রণেতাদেরকে নাটকের সেই অঙ্কে বলা হলো, সিনেটর ক্রিস্টোফার ডেডের ভাষায়, ‘আমাদের আর্থিক ব্যবস্থা পুরোপুরি গলে পড়তে আক্ষরিক অর্থেই আর মাত্র ক’দিন বাকি আছে, যার প্রভাব পড়ছে দেশে ও সারা পৃথিবীতে।’ এর পরপরই লগ্নি কাঠামো উদ্ধারে ৭০০ বিলিয়ন ডলারের জরুরি পরিকল্পনা পলসন পেশ করলেন। এ পরিকল্পনা অনুসারে লগ্নি প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতে থাকা কার্যত মূল্যহীন বন্ধক-সমর্থিত সিকিউরিটিগুলো (এগুলোকে ‘বিষাক্ত আবর্জনা’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়) কেনার জন্য সরকারি তহবিল ব্যবহার করা হবে বলে বলা হলো।^{১১৮২} ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে সাব-প্রাইম মর্টগেজ সফট থেকে সৃষ্ট বৈশ্বিক আর্থিক সফট মোকাবেলায় মার্কিন সরকার ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি ব্যাপকভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে, এরপরে ওই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বা না করতে ‘ওয়ান অফ’ বা ‘কেস বাই কেস’ পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যেমন : ২০০৮ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপের জন্য ৮৫ হাজার কোটি ডলারের তারল্য সুবিধা প্রদান, ফেনি মে’র দায়িত্বভার ফেডারেল সরকারের গ্রহণ এবং লেহম্যান ব্রাদার্স এর দেওলিয়াত।^{১১৮৩}

২০০৯ সালের ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি জি-৭’র অর্থমন্ত্রীগণ এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নররা রোমে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে বৈশ্বিক অর্থনীতি এবং অর্থ বাজারকে স্থিতিশীল রাখার প্রতি তাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানের ব্যাপারে একমত হন। একই সঙ্গে সংরক্ষণমূলক পদক্ষেপ না নেয়া এবং নতুন নতুন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকতেও তারা রাজি

^{১১৭৭} দৈনিক প্রথম আলো, ১৫ ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ৭।

^{১১৭৮} আমেরিকায় সমঝোতা: আরো বেশি ঋণ নিয়ে চলবে মার্কিন সরকার, *বেঙ্গলিনিউজটোয়েন্টিফোর.কম*, ১৭ অক্টোবর, ২০১৩, এক্সেস: ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫।

^{১১৭৯} আমেরিকায় ঋণ সফট, *দৈনিক যুগান্তর*, ১১ অক্টোবর ২০১৩, পৃ. ১৮।

^{১১৮০} জেমস কে গ্যালব্রেথ, *দি প্রিভেট স্টেট*, (নিউইয়র্ক : দি ফ্রি প্রেস, ২০০৮ খৃ.), পৃ. ৪৮।

^{১১৮১} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, *প্রাণ্ড*, পৃ. ১১১-১১২।

^{১১৮২} *প্রাণ্ড*, পৃ. ১১২।

^{১১৮৩} ড. এস.এম. আলী আক্বাস, *প্রাণ্ড*, সংখ্যা ১১, পৃ. ৬৫।

হন। যুক্তরাষ্ট্রের বিশৃঙ্খল অর্থনীতিকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে সে দেশের কংগ্রেস যখন বারাক ওবামার ৭৮ হাজার ৭শ' কোটি ডলারের উদ্দীপক প্যাকেজের প্রতি অনুমোদন দেয় সে সময় জি-৭'র বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মার্কিন অর্থমন্ত্রী টিমোথি গেইথনার ওই সপ্তাহেরই প্রথম দিকে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংকগুলোকে উদ্ধারের জন্য ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের বেইলআউট পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এরপরেই ওবামার উদ্দীপক প্যাকেজ ছাড়া হয়।^{১১৮৪} অর্থনীতিতে স্বাভাবিক ঋণ প্রবাহের পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে পরিচালিত কার্যকলাপের পরে প্রয়োজনীয় ৩টি দৃষ্টিভঙ্গি^{১১৮৫} গ্রহণ করা হয় :

১. গতানুগতিক এবং নতুন করে সৃষ্ট উৎপাদন এবং স্থাপনার মাধ্যমে তারল্য ও তহবিল বৃদ্ধি করা।
 ২. উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন সংক্রান্ত রিপোর্ট অনুসারে পুঁজির ভিত্তিকে মজবুত করা; এবং
 ৩. ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের ব্যাপারে প্রণালীসম্মত সমাধানের পথ সুগম করা। বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থার প্রতি পূর্ণআস্থা পূর্ণপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে জি-৭ অঙ্গীকার করেছে।
- মার্কিন অর্থনীতিবিদ পল স্যামুয়েলসন এর তত্ত্ব^{১১৮৬} অনুযায়ী বাজারে টাকার প্রবাহ বাড়িয়ে মন্দা মোকাবেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক মন্দা প্রতিরোধের জন্য গৃহীত অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে শেয়ার ব্যবসা থেকে কর কর্তন,^{১১৮৭} অভ্যন্তরীণ ব্যয় কমানো।

৬.২.৪.২ বিশ্ব অর্থনীতির ওপর মন্দার প্রভাব

ক. ইউরোপে আর্থিক সঙ্কট

ক্রমবর্ধমান তেলের মূল্য বৃদ্ধি এবং ঋণ সঙ্কটের কারণে যুক্তরাজ্যের অর্থনীতিও মন্দার শিকার হয়। ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের গভর্নর মার্টিন কিং বলেন, ২০০৯ সালের প্রথম কোয়ার্টারের পরে একটি অনিয়মিত কোয়ার্টার এবং ২টি নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি দেখা দিতে পারে। ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে স্প্যানিশ ব্যাংক গ্রুপো স্যান্টান্ডার ব্রিটিশ ব্যাংক ব্রাডফোর্ড অ্যান্ড বিংলিং'র ২ হাজার কোটি পাউন্ডের সঞ্চয় ব্যবসার স্বল্প গ্রহণ করে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার দ্বারা সৃষ্ট বহুজাতিক পর্যায়ে দরপতনের কারণে ২০০৮ সালের প্রথম কোয়ার্টারে আয়ারল্যান্ডের জিডিপি ১.৫ শতাংশ এবং ২০০৯ সালে ০.৪ শতাংশ সংকুচিত হয়। এর ফলে মন্দার মধ্যে প্রবেশকারী ইউরো জোনের প্রথম সদস্য দেশ হলো আয়ারল্যান্ড। ৫১০ কোটি ইউরো ঋণের পুণরায় অর্থসংস্থান করতে ব্যর্থ হওয়ায় স্পেনের নির্মাণ কোম্পানি মার্টিঙ্গা-ফেডেসা নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করে। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে স্পেনে বাড়ির মূল্য ২০ শতাংশ পড়ে যায়। ডয়েশ ব্যাংক বলে, তারা ২০১১ সালে সত্যিকার বাড়ির মূল্য ৩৫ শতাংশ পড়ে যাওয়ার আশংকা করে। রফতানির ফরমাইশ হ্রাসের কারণে ২০০৮ সালের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে জার্মান অর্থনীতি বেশি করে হলে ১.৫ শতাংশ সংকুচিত হয়। ইটালি ও গ্রীসের শিল্প উৎপাদন গত বছরে ৬.৬ শতাংশ হ্রাস পায়। ২০০৮ সালের মে মাসে জার্মানির শিল্প উৎপাদন ২.৪ শতাংশ হ্রাস পায়, যা এক দশকের মধ্যে সব চেয়ে দ্রুততম হার। ইটালিতে ফিয়াট কোম্পানি তাদের কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে এবং টুরিন, মেলফি, ইমোলা ও সিসিলির কারখানাগুলোতে সাময়িক লে-অফ ঘোষণা করে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণে প্রতি ২ মাসে ইটালিতে মোটর গাড়ির বিক্রি প্রায় ২০ শতাংশ পড়ে যায়। ফরাসী অর্থনীতি ০.৩ শতাংশ সংকুচিত হয়। ফিনল্যান্ডের অর্থনীতি ৯.২% সংকুচিত হয় এবং নেদারল্যান্ড ২০০৮ সালের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে শূন্য প্রবৃদ্ধি প্রদর্শন করে।^{১১৮৮} ১৯৩০-এর দশকের যুক্তরাষ্ট্রের মতো গ্রিসও এখন মহামন্দার কবলে। মার্চ ২০১১ ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সঙ্গে করা চুক্তির আওতায় ১৩০ বিলিয়ন ইউরো ঋণসহায়তা প্যাকেজের বিনিময়ে বেঁধে দেয়া শর্ত শিথিল করার দাবি জানিয়েছে এথেন্স। দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক মন্দাজর্জরিত গ্রিসে ইইউ ও আইএমএফ-এর ঋণসহায়তা প্যাকেজের শর্তানুযায়ী কর বাড়ানো, ব্যয়সঙ্কোচন ও মজুরী কমানোর কারণে ঐ বছরের শেষ নাগাদ জিডিপি পঞ্চমবারের মতো কমে যায়। আর ২০১২-এর প্রথম তিন মাসে বেকারত্বের হারও বেড়ে রেকর্ড ২২ দশমিক ৬ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০০৮ সালে মন্দার পর থেকে প্রতিবছরই গ্রিসের জিডিপি কমছে।^{১১৮৯} এথেন্সের মহা মন্দার বিষয়টি তুলে ধরে জার্মান ম্যাগাজিন 'দার স্পিগেল' এক প্রতিবেদনে বলেছে, আইএমএফ হয়ত গ্রিসকে আর কোনো আর্থিক সহায়তা দেবে না। তবে জার্মান ও গ্রিসের অর্থমন্ত্রীরা

^{১১৮৪} প্রাণ্ডজ, সংখ্যা ১১, পৃ. ৬৫।

^{১১৮৫} প্রাণ্ডজ, সংখ্যা ১১, পৃ. ৬৫।

^{১১৮৬} দৈনিক সমকাল, ১২ জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ৮। (পল স্যামুয়েলসন এর মতে, মন্দার কবল থেকে অর্থনীতিকে উদ্ধার করতে হলে আগে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে হবে। এজন্য তাদের আয় বাড়িয়ে চাহিদার সৃষ্টি করতে হবে এ কাজে বাজারে বাড়তে হবে টাকার প্রবাহ।)

^{১১৮৭} দৈনিক প্রথম আলো, ১৫ ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ৭।

^{১১৮৮} ড. এস.এম. আলী আক্কাস, প্রাণ্ডজ, সংখ্যা ১১, পৃ. ৫৬-৫৭; মুহাম্মদ নূরউদ্দিন কাওছার, পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বৈশ্বিক আর্থিক মহামন্দা: ইসলামী অর্থব্যবস্থাই একমাত্র প্রতিষেধক, আলোর দ্বীপ, (ঢাকা: লুমিনাস স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, মার্চ ২০১১ খৃ.), পৃ. ১৯।

^{১১৮৯} মহামন্দার কবলে গ্রিস, বাংলাবার্তা.ডিকে, এক্সেস: ২৫ জুলাই ২০১২, (<http://www.banglabarta.dk/details.php?cid=7&id=3345>)

এ প্রতিবেদনের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।^{১১৯০} খ্রিস ২০০২ সাল থেকে মন্দার গ্লানি বয়ে আসছে। বর্তমানে খ্রিসের অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ শোচনীয়। ২০০৮ থেকে এ পর্যন্ত খ্রিসের অর্থনীতি ২৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এরই মধ্যে খ্রিস ২৪ হাজার কোটি ইউরো ঋণ নেয়।^{১১৯১}

খ. অর্থনৈতিক মন্দার কবলে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল

২০০৭-০৯ সালের মন্দার প্রভাবে বিশ্ব অর্থনীতির রক্তক্ষরণে টালমাটাল হয়ে ওঠে বিশ্বের প্রথমসারির ৫২টি পুঁজিবাজার। দুর্ঘটনা এড়াতে বন্ধ করে দেয়া হয় বৃহৎ পুঁজিবাজারসমূহের লেনদেন। অর্থনীতির সূচক নিম্ন গতিতে ধাবমান হওয়ায় দেউলিয়া ঘোষণা করে বন্ধ হয়ে গেছে অসংখ্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান। দৈনিক শত শত কর্মচারী ছাঁটাই করা হয়। মন্দায় উন্নত বিশ্ব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তার একটা বিরাট প্রভাব পড়ে উন্নয়নশীল বিশ্বে। ফলে বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা দেখা দেয়।^{১১৯২} মন্দা শুরু পর থেকে বিশ্বব্যাপী আমানতকারীরা তাদের ব্যাংক ডিপোজিট তুলে নেয়ায় মন্দার পর থেকে গত কয়েক বছরে আমেরিকা, ইউরোপসহ সারাবিশ্বে শত শত ব্যাংক ও ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট বন্ধ হয়ে যায়। গাড়ি ও আবাসন শিল্পে ধ্বস নামে। লাখ লাখ বাড়ি অবিক্রিত অবস্থায় পড়ে থাকে। সাধারণ নাগকদের আয় কমে যাওয়ায় ভোগপণ্যের বিক্রি কমে যায়। রফতানি হ্রাস পায়। সব মিলিয়ে ভয়ানক এক অবস্থার সৃষ্টি হয় বিশ্বজুড়ে।^{১১৯৩} যুক্তরাষ্ট্রের সাব-প্রাইম মর্টগেজ বাজারে ধ্বস এবং শিল্পোন্নত অন্যান্য দেশের অর্থনীতিতে আবাসন^{১১৯৪} খাতে পাল্টা উন্নয়নের একটি তরঙ্গায়িত প্রভাব গোটা বিশ্বের ওপর পড়ে। উপরন্তু বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থার অন্যান্য দুর্বলতা প্রকট হয়ে পড়ে। কিছু আর্থিক সামগ্রী ও উপকরণ এতটাই জটিল ও প্রভাবশালী হয়ে পড়ে যে যখন বিষয়গুলো প্রকাশিত হওয়া শুরু করে, এসময় গোটা ব্যবস্থার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের পতন শুরু হয়। এই সমস্যার ব্যক্তি এতটাই মারাত্মক হয় যে বিশ্বের বৃহত্তম আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কয়েকটিতে ধ্বস নামে। অন্যান্যদের তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিম্ন মূল্যে ক্রয় করেছে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভ্রাট দেশগুলোর সরকার ব্যাপকভিত্তিক পরিকল্পনা এবং অবশিষ্ট বিশালাকৃতির ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য উদ্ধার প্যাকেজ গ্রহণ করেছে। ইউরোপে বহু সংখ্যক প্রধান প্রধান আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ধ্বস নামে বা কোন কোন প্রতিষ্ঠানকে উদ্ধারের প্রয়োজন হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কিছু দেশ জাতীয়করণের দিকে অগ্রসর হয় অথবা জনগণের জন্য আশ্বাস প্রদানের চেষ্টা চালায়। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, ১০০% জনগণের সঞ্চয়ের গ্যারান্টি বা বড় বড় ব্যাংকগুলোর মধ্যে ব্রোকারের চুক্তি সম্পাদনে সহায়তা প্রদান যাতে ধ্বস বন্ধের নিশ্চয়তা দেখা যায়।^{১১৯৫} খাদ্য মূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি শিল্পোন্নত দেশগুলোর আর্থিক অস্থিতিশীলতা ও অনিশ্চয়তার একটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া উন্নয়নশীল বিশ্বে পড়ে।

দি থার্ড ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্ক নোটস নামের আঙ্কটাড রিপোর্টটির সংক্ষিপ্তসার করা হলে দেখা যায়, সঙ্কটের প্রভাব গোটা বিশ্বে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহের ওপরে পড়েছে, কেননা ওই সব দেশ পণ্য আমদানি এবং রফতানির জন্য শিল্পোন্নত দেশগুলোর নির্ভরশীল।^{১১৯৬} আন্তর্জাতিক পণ্য বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের আধিক্য থেকে সৃষ্ট উল্লেখযোগ্য বহিস্চ আঘাত পণ্য নির্ভর অর্থনীতিগুলোকে প্রকটিত করে তোলে। অনিয়ন্ত্রিত আর্থিক ও পণ্য বাজারের ফলাফল সম্পর্কে ব্যাপক অসন্তোষ রয়েছে, যা পণ্য উৎপাদনকারীদের জন্য বিশ্বস্ত মূল্য সংকেত প্রেরণে ব্যর্থ হয়।^{১১৯৭} অস্ট্রেলিয়ায় ৩ বছরের মধ্যে প্রথম বারের মত ২০০৮ সালের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে আবাসনের মূল্য পড়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ায় ভোগকারীর আস্থা জুলাইয়ে ১৬ বছরের মধ্যে সর্বনিম্নে পৌঁছায় এবং খুচরা মূল্য ২০০৮ সালের জুনে ১ শতাংশ হ্রাস পায়। জাপানে ২০০৮ সালের জুনে প্রায় ৫ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মত রফতানি হ্রাস পায় ১.৭ শতাংশ। রফতানি হ্রাস এবং আমদানি বৃদ্ধি জাপানের বাণিজ্যিক উদ্ধৃতি ১২৮ কোটি ডলার হ্রাস করে। ২০০৮ সালের আর্থিক মন্দায় এশিয়ার আর্থিক সঙ্কট অভ্যন্তরীণ বাজারে হোম অ্যাপ্লাইয়ালসেস-এর ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের সঙ্গে মধ্য জুনের হ্রাসের পরে প্রথম বারের মত দক্ষিণ কোরিয়ার স্যামসাং ইলেক্ট্রনিক্স কোম্পানির বিক্রি হ্রাস পেতে দেখা যায়। সিঙ্গাপুরের অর্থনীতি দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধরনের সংকোচন অর্থাৎ ৬.৬ শতাংশ পতন হয়। ২০০৮ সালে শেয়ারবাজারে ২৬ শতাংশ দরপতন এবং অবনতিশীল প্রবৃদ্ধির কারণে তাইওয়ান শত শত কোটি ডলারের ব্যয় ও কর কর্তনের ঘোষণা দেয়।

^{১১৯০} উদ্ধৃত: মহামন্দার কবলে খ্রিস, বাংলাবার্তা.ডিকে, এক্সেস: ২৫ জুলাই ২০১২, (<http://www.banglabarta.dk/details.php?cid=7&id=3345>)

^{১১৯১} বিশ্ব মন্দা পুনরুদ্ধারে অর্থনীতিকে হতে হবে টেকসই ও শক্তিশালী, এউপার্জন.কম, এক্সেস: ১০ ডিসেম্বর, ২০১৩, (<http://www.ayuparjon.com/>)

^{১১৯২} জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড মগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

^{১১৯৩} মো: মতিয়ার রহমান, প্রাগুক্ত, সংখ্যা ১১, পৃ. ১১১।

^{১১৯৪} ১৯৯০-এর দশকের শেষভাগ থেকে জাপানে আবাসন মূল্য অব্যাহতভাবে হ্রাস পেতে থাকে। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রুটন ও অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে আবাসনের মূল্য ১৯৯৫ সাল থেকে স্থিতিশীলভাবে বৃদ্ধির পর ২০০৫ সালের শুরু থেকে পূর্ববর্তী অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং ২০০৫ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পেতে বুম পিরিয়ডে পৌঁছে যায়।

^{১১৯৫} ড. এস.এম. আলী আক্বাস, প্রাগুক্ত, সংখ্যা ১১, পৃ. ৫৪।

^{১১৯৬} প্রাগুক্ত, সংখ্যা ১১, পৃ. ৫৭।

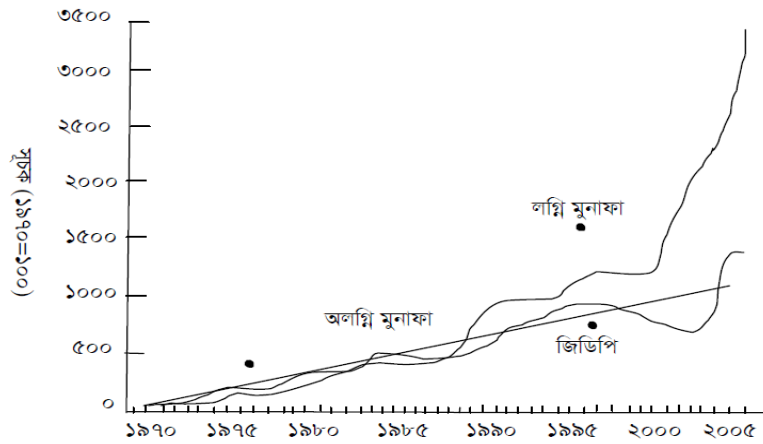
^{১১৯৭} প্রাগুক্ত, সংখ্যা ১১, পৃ. ৫৭।

সাব-প্রাইম সফট ধারাবাহিকভাবে অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রভাবের সৃষ্টি করে। আবাসনের দরপতন ভোক্তাদের জন্য কম সম্পদ রেখে দেয়, যা ভোগের ওপর নিম্নমুখী চাপ সৃষ্টি করে। ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে ৬৫,৪০০ লোক চাকুরি হারায়। ফোর্ড মোটর গাড়ির বিক্রি ১ বছর আগে তুলনায় ২০০৮ সালের অক্টোবরে ৩৩.৮% হ্রাস পায়। জেনারেল মোটরস-এর বিক্রি ১৫.৬% হ্রাস পায় এবং টয়োটা বিক্রি কমে গেল ৩২.৩%।^{১১৯৮} ২০০৮ সালে বাংলাদেশ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ১ লাখের বেশি লোক কাজ হারিয়ে দেশে ফিরেন। সউদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও মালয়েশিয়াসহ প্রধান প্রধান শ্রম বাজারে চাহিদা হ্রাসের কারণে ২০০৯ সালের প্রথম কোয়ার্টারে বাংলাদেশীদের জন্য বৈদেশিক কর্মসংস্থান ৩৮ শতাংশ হ্রাস পায়। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে তীব্র অর্ডার সংকটে পড়েছে বাংলাদেশের ৭৫ ভাগ গার্মেন্ট কারখানা।^{১১৯৯}

গ. পতনোন্মুখ বিশ্ব জিডিপি

জিডিপির অনুপাতে পুঞ্জীভূত ঋণভারের এই বৃদ্ধি অর্থনীতিকে বিশেষ করে আর্থিক খাতকে বিপুলভাবে তেজী করে, বিপুল লগ্নি মুনাফা খাওয়ায় এবং পুঁজিবাদের বর্ধমান লগ্নিয়ায়ন স্পষ্ট করে তোলে। জিডিপি বৃদ্ধির হারে লগ্নি ও অ-লগ্নি মুনাফা বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়। এটা শুরু হয় ১৯৭০ সালে। তাই ১৯৯০-এর দশকের শেষভাগে মনে হলো লগ্নি স্বয়ম্ভু। যুক্তরাষ্ট্রের লগ্নি কর্পোরেশনগুলোর মুনাফা বাড়তে থাকলো যেন ‘স্ট্রাটোসফিয়ারের’ দিকে অর্থাৎ উর্ধ্বাকাশে, মনে হলো জাতীয় আয় বৃদ্ধিও সাথে এর সম্পর্ক নেই। কর্পোরেশনগুলো খেলা করছিল সেখানে, যেটা হয়ে উঠেছিল বিশাল এক ‘ক্যাসিনো’ বা জুয়াখানা। সেখানে খেলা করে কর্পোরেশনগুলো অরো আরো বাড়তি শক্তি যোগ করছিল একটি কৌশলে। সেটা হচ্ছে, কর্পোরেশনগুলো প্রায়ই তাদের মালিকানাধীন প্রতি ডলার হাতে নিয়ে বাজি ধরতো ধার করে নেয়া ৩০ বা আরো বেশি ডলারের। তাদের বাজি যতক্ষণ সফল হতো ততক্ষণ অসসাধারণ চড়া হারে তাদের মুনাফা হওয়ার ব্যাখ্যা ছিল এ কৌশলের মধ্যে। লগ্নির এই বাড়বাড়ন্ত অবশ্যই সীমাবদ্ধ ছিল না কেবল যুক্তরাষ্ট্রে। এ ছিল এক বিশ্বায়িত রূপ। জিডিপির অনুপাতে পুঞ্জীভূত ঋণভারের এই বৃদ্ধি অর্থনীতিকে বিশেষ করে আর্থিক খাতকে বিপুলভাবে তেজী করে, বিপুল লগ্নি মুনাফা খাওয়ায় এবং পুঁজিবাদের বর্ধমান লগ্নিয়ায়ন স্পষ্ট করে তোলে। দ্রুততর হওয়া লগ্নিয়ায়ন সংশ্লিষ্ট মুনাফার ছবিটি নিচের চিত্রে (চিত্র নং ২৬) দেখানো হয়েছে।^{১২০০}

চিত্র ২৬: জিডিপির তুলনায় লগ্নি ও অ-লগ্নি মুনাফা বৃদ্ধি (১৯৭০=১০০)^{১২০১}



^{১১৯৮} ড. এস.এম. আলী আক্বাস, প্রাগুক্ত, সংখ্যা ১১, পৃ. ৫৬-৫৭; মুহাম্মদ নূরউদ্দিন কাওছার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

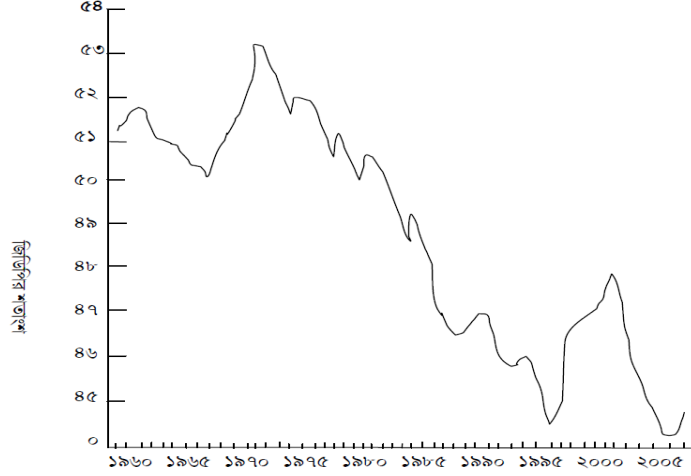
^{১১৯৯} প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯; জসিম উদ্দিন হারুন, ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ১৬ জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ১; ড. এস.এম. আলী আক্বাস, প্রাগুক্ত, সংখ্যা ১১, পৃ. ৫৮।

^{১২০০} প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।

^{১২০১} প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

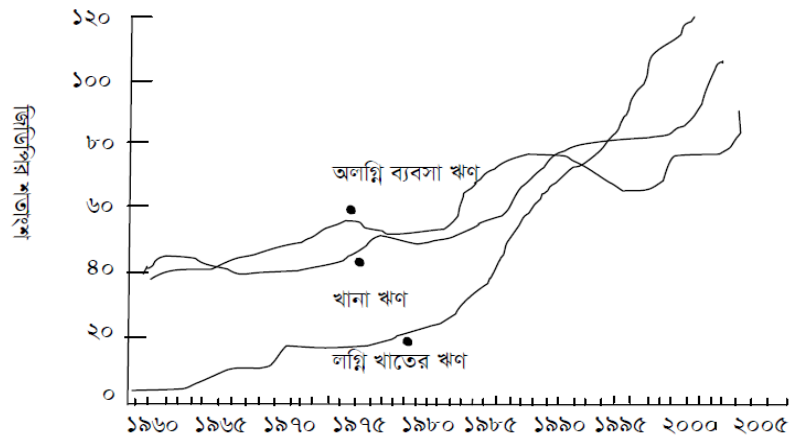
নিচের চিত্রে (চিত্র নং ২৭) ১৯৬০-এর দশক থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত জিডিপিতে মজুরী ও বেতনের ভাগ দ্রুত কমে যাওয়ার ব্যাপারটি তুলে ধরে।^{১২০২}

চিত্র ২৭: জিডিপির শতাংশ হিসেবে মজুরী ও বেতন^{১২০০}



সম্পদের ওপর ফটকাবাজারি অধিকার আড়াল করে ফেলে বিশ্ব উৎপাদন; আবশ্যিকভাবে সেই একই দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে পড়ে গোটা অর্থসর পুঁজিবাদী বিশ্বে ও 'উদীয়মান' বলে কথিত দেশগুলোতে।^{১২০৪} এ অবস্থার দিকে ১৯৮৮ সালে তাকিয়ে ১৯৮৭ সালের শেষের বাজার ধ্বস বর্ষপূর্তিতে 'মাছলি রিভিউ'র সম্পাদক হ্যারি ম্যাগডফ ও পল এম সুইজি দাবি করেন যে, অল্পদিনের মধ্যে হোক আর দেরি করেই হোক কেউই পূর্বাভাষ দিকে পারেন না যে কখন বা ঠিক কিভাবে ঋণের শেষ ভরসার কার্যাবলীকে পরাস্ত করেছিল যে আর্থিক ব্যবস্থা, তার একটি বড় ধরনের সঙ্কট ঘটবে। সোজাসুজি এর কারণ হচ্ছে, গোটা অনিশ্চিত লগ্নি ওপরকাঠামো ততদিনে এমন পর্যায়ে বেড়ে উঠবে যে, সরকারি কর্তৃপক্ষের হাতে থাকা উপায়গুলো ব্যাপক হলেও ধ্বস ঠেকানোর মত পর্যাপ্ত থাকবে না। বিশেষ করে কর্তৃপক্ষ যদি দ্রুত ও যথেষ্ট দৃঢ়কল্পভাবে ব্যবস্থা না নেয়। তখন অর্থনীতিতে গুরুতর সঙ্কট তৈরি করবে।^{১২০৫} তাই জিডিপির অনুপাতে ঋণ গত চার দশকে কতটা বেড়েছিল, তা চিত্রে (চিত্র নং ২৮) দেখা যায়। এর রূপটি ছিল, এ সময়ে পুঁজিবাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঋণ ফুলে ফেঁপে ওঠা।^{১২০৬}

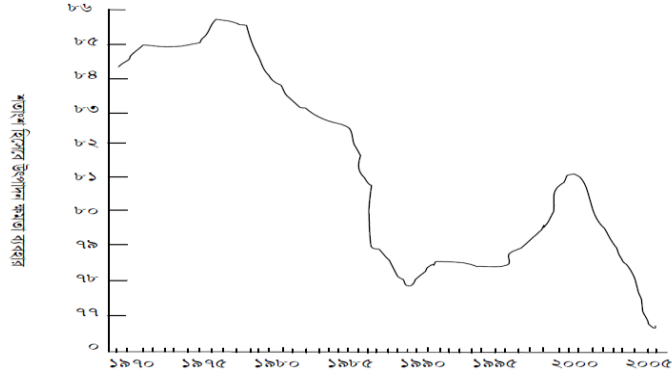
চিত্র ২৮: জিডিপির শতাংশ হিসেবে ব্যক্তি ঋণ^{১২০৭}



- ১২০২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।
 ১২০৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০।
 ১২০৪ উদ্ধৃত: প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩-১২৪।
 ১২০৫ উদ্ধৃত: প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩-১২৪।
 ১২০৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।
 ১২০৭ জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড ম্যাগডফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।

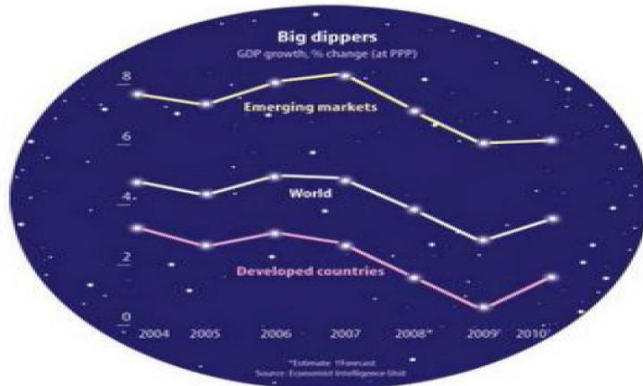
বিগত প্রায় ৩০ বছর ধরে কর্পোরেশনগুলোর নিয়ন্ত্রণে থাকা পেনশন তহবিলগুলো প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের হাতে থাকা অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত ক্রমবর্ধমানহারে ঢালা হয়েছে নতুন ধরনের একগুচ্ছ লগ্নি ব্যবস্থায়। বিপুল অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের সামান্যই ব্যবহৃত হয়েছে বিনিয়োগ সম্প্রসারণে; তা সরল পুনরুৎপাদনের অবস্থায় রয়ে যায়। কর্পোরেশনগুলো তাদের উৎপাদিক সামগ্রীর চাহিদা খুঁজে না পাওয়ায় এবং তার ফলে লাভজনক বিনিয়োগ সুযোগের অভাবের মুখোমুখি হওয়ায় পুঁজি গঠনের প্রক্রিয়া অধিকতর সমস্যাपूर्ण হয়ে ওঠে। তাই এর বাস্তবতা প্রতিফলিত হয় শিল্প-কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহারের দীর্ঘমেয়াদি অবক্ষয়ের মধ্যে। যা নিচের চিত্রে (চিত্র নং ২৯) ফুটে ওঠে।^{১২০৮}

চিত্র ২৯: শিল্প-কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহারের শতাংশগত হিসাব^{১২০৯}



সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জিডিপি শতাংশ হিসেবে বিনিয়োগ থেকে মুনাফা বিযুক্ত হয়ে পড়া এবং এ সময়ে জাতীয় আয়ের অঙ্ক হিসেবে ব্যক্তি মালিকানাধীন অনাবাসিক স্থির বিনিয়োগ তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস পাওয়া, এর পাশাপাশি, জিডিপির অঙ্ক হিসেবে মুনাফা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, ১৯৬০ এর দশকের শেষ দিকে এবং ১৯৭০ এর দশকের শুরুর দিকের পরে তেমন দেখা যায় নি বলে দেখানো হয়েছে। লগ্নিয়ানকে প্রকৃত অর্থনীতিতে স্থবিরতার প্রবণতার ফলে পুঁজির পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা যায়, তাই লগ্নিয়ানের সঙ্কটের অবশ্যজ্ঞাবী অর্থ অগ্রসর পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সহজাত স্থবিরতার পুনঃপ্রকাশ।^{১২১০} অপেক্ষমান লগ্নি ধসের উদাহরণ হিসেবে তারা ‘আড়ম্বর ভরা টোকিও শেয়ার বাজারের’ কথা উল্লেখ করেন। বড় ধরনের লগ্নি সংকোচ ও তার পিছু পিছু আসা গভীর স্থবিরতার সম্ভাব্য প্রারম্ভিকা হিসেবে তারা এটা উল্লেখ করেন। এ বাস্তবতা অল্পকালের মধ্যে দেখা গেল। এর ফলে জাপানে আর্থিক সঙ্কট এবং ১৯৯০-এর দশকের ‘মহা স্থবিরতা’ নেমে আসে। সম্পদ মূল্য এমন পরিমাণে নেমে যায়, যা দু’বছরের জিডিপি চেয়েও বেশি।^{১২১১} তাই মন্দা বিশ্ব জিডিপিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। নিম্নের চিত্রে (চিত্র নং ৩০) তা-ই দেখা যায় :

চিত্র ৩০: পতনের মুখে বিশ্বের জিডিপি^{১২১২}



১২০৮ প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৩১।

১২০৯ প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৩২।

১২১০ প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৩২-১৩৩।

১২১১ হ্যারি ম্যাগডফ ও পল এম সুইজি, *দি ইররিভার্সেবল ক্রাইসিস*, (নিউইয়র্ক : মাহলি রিভিউ প্রেস, ১৯৮৮ খৃ.), পৃ. ৭৬; বারকেট ও হার্ট-ল্যান্ডসবার্গ, *দি ইকোনোমিক ক্রাইসিস ইন জাপান*, *ক্রিটিক্যাল এশিয়ান স্টাডিজ*, (ভার্জিনিয়া: সিএএস, ২০০৩ খৃ.), বর্ষ ৩৫, সংখ্যা ৩, পৃ. ৩৪৭ ও ৩৫৪-৩৬৬; পল ক্রুগম্যান, *ইটজ্ ব্যাক: জাপাস স্লাম্প এন্ড দি রিটার্ন অব দি লিকুইডিটি ট্রাপ*, *ক্রকিংস পেপার্স অন ইকোনোমিক একটিভিটি*, (ইউএসএ: ক্রকিংস প্রেস, ১৯৯৮ খৃ.), সংখ্যা ২, পৃ. ১৪১-১৪২ ও ১৭৪-১৭৮।

১২১২ <http://www.stockmarketguide.in/2009/01/world-economy-in-2009.html>.

ঘ. বিশ্বে দ্রুতগতিতে বাড়ছে কর্মহীনতা

বিশ্ব মন্দার পর থেকে সারা বিশ্বে দ্রুতগতিতে বাড়ছে কর্মহীনতা। এতে উদ্ভিন্ন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)। উদ্বেগের কারণ আরও রয়েছে, শুধু অনুন্নত দেশগুলোতে নয়, উন্নত দেশসমূহেও কর্মহীনতা ক্রমবর্ধমান। আইএলও প্রধান জি. রাইডার ২০ জানুয়ারি ২০১৪ জেনেভায় বিশ্বের কর্মসংস্থান পরিস্থিতির রিপোর্ট প্রকাশ করতে গিয়ে কর্মসংস্থানের করণ চিত্র চেপে রাখতে পারেননি। আইএলও-এর বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০১৩ সালে বিশ্বে বেকারবাহিনীর সঙ্গে নতুন করে পাঁচ মিলিয়ন মানুষ যুক্ত হয়েছেন। অর্থনৈতিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন হচ্ছে বলে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর দাবি সত্ত্বেও ২০১৩ সালে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২০২ মিলিয়ন। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই হারে বাড়তে থাকলে ২০১৮ সাল নাগাদ বিশ্বে বেকার সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ২১৫ মিলিয়নে। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার দশ বছর পরেও বেকারত্বের হার দিন দিন বেড়েই চরছে। আইএলও-এর হিসাবে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বিশ্বে বেকারত্বের হার থাকবে ৬ শতাংশ এবং ২০১৭ সালে মধ্যে বিশ্বে বেকার মানুষের সংখ্যা গিয়ে ঠেকবে ২১ কোটি ৬ লাখে।^{১১১৩} উন্নত দেশগুলোতে এই অবস্থার কারণ হিসাবে দেখানো হচ্ছে অর্থনৈতিক মন্দা একটা বড় সমস্যা। এই সমস্যার মুখে পড়ে ধনতান্ত্রিক দেশের সরকারগুলো সমাজকল্যাণ খাতে ব্যয় ছাঁটাই, শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরী ছাঁটাই করে। সরকারি ক্ষেত্রে ব্যয় কমিয়ে দেয়া হয়। বাজার-মন্দা ও ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসে পণ্য ব্যবহারেও প্রবল ঘাটতি দেখা দেয়। ব্যাংক ঋণের অভাবে ক্ষুদ্র সংস্থাসমূহ মুখ থুবড়ে পড়ে। সামগ্রিক অবস্থার চাপ গিয়ে পড়ে শ্রমিক-কর্মচারী, গরিব-মধ্যবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের ওপর। এর ফলে বিভিন্ন দেশে সামাজিক অস্থিরতা দেখা দেয়।^{১১১৪} যুক্তরাষ্ট্রের ১৭ দশমিক ২ মিলিয়ন পরিবারের মধ্যে প্রতি ৭টি পরিবারের একটি পরিবারে খাদ্য নিরাপত্তা নেই।^{১১১৫}

ঙ. সুদের হার হ্রাস : পুনর্জন্মে লুকানো পুনর্ধ্বংসের বীজ

৯/১১^{১১১৬} এর পর বিপর্যস্ত অর্থনীতিকে চাপা করতে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক^{১১১৭} সুদের হার মাত্র ১%-এ নামিয়ে আনে।^{১১১৮} ফলে ব্যবসায়ী, শিল্পপতিসহ সাধারণ লোকজন ব্যাপকভাবে ঋণ নিতে আগ্রহী হয়ে উঠে। মন্দা কাটাতে জাপানে সুদের হার প্রায় শূন্যে (০.১০%), যুক্তরাজ্যে ০.৫০%^{১১১৯}, ইউরোপে ১%, কানাডায় ও সুইজারল্যান্ডে ০.২৫%, ভারতে ৪.৭৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে।^{১১২০} চীনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক^{১১২১} পঞ্চম বারের মত সুদের হার কমানোর ঘোষণা দিয়েছে।^{১১২২} কিন্তু পুনর্জন্মেই লুকানো ছিল পুনর্ধ্বংসের বীজ। ২০০৭ এর শেষের দিকে অর্থনীতিতে শুরু হয় আবার পতনের পালা। যার প্রভাব পড়ে সারা বিশ্বে।

- ১১১৩ বিশ্বে বেকারের সংখ্যা ২০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে: তৈরি হবে সর্বকালের রেকর্ড, রেডিও তেহরান, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩।
- ১১১৪ মো: মুজাহিদ রানা, বিশ্বের কর্মহীনতা নিয়ে উদ্বেগ, ঢাকাবার্তা ২৪.কম, এক্সেলজ: ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪, (http://dhakabarta24.com/news_details.php?id=3&table_name=editorial#_U_Mtnfvngwo)
- ১১১৫ খন্দকার মহীউদ্দীন আহমদ, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছে গোটা বিশ্ব : যুক্তরাষ্ট্রের ৫০ ভাগ সম্পদ ১ শতাংশের দখলে, সাপ্তাহিক সোনারবাংলা, এক্সেলজ : ৩ নভেম্বর ২০১৫, (http://www.weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=3120#sthash.33709NXG.dpuf)
- ১১১৬ http://en.wikipedia.org/wiki/September_11_attacks)। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর (ইতিহাসে ৯/১১ হিসেবে খ্যাত) সকাল ০৮.৪৬-১০.২৮ পর্যন্ত পরিচালিত সিরিজ বোমা হামলায় আমেরিকার নিউইয়র্কে অবস্থিত ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় এবং প্রায় ৩০০০ মানুষ নিহত হয়। বিশ্বের বৃহৎ ও প্রধান অর্থনীতির দেশ আমেরিকায় এই সন্ত্রাসী হামলার কারণে সারা বিশ্বের অর্থনীতিতে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।
- ১১১৭ Federal Reserve.
- ১১১৮ ৯/১১ এর ঠিক পরে পরেই ফেডারেল রিজার্ভ এর জরুরি মিটিং বসে ১৭ সেপ্টেম্বর। বাজারকে আশস্ত করার লক্ষ্যে গ্রীনস্প্যান সেদিন সুদের হার ৩.৫০% থেকে ৩.০০% এ নামিয়ে দেন। তার মাত্র তিন সপ্তাহ পরেই অক্টোবরের শুরুতে আবার সুদের হার কমানো হয় ২.৫০ পর্যন্ত। এর পরের মাসে সুদের হার নামলো ২.০০%-এ। আর ডিসেম্বরে এসে আরো ০.২৫% কমানো হলো ১.৭৫%। অবশেষে ২০০৩ সালের ২৫ জুন সুদের হার কমিয়ে বিগত ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন ১.০০%-এ। (<http://news.bbc.co.uk/2/hi/7696766.stm>)
- ১১১৯ দৈনিক প্রথম আলো, ১৪ আগস্ট ২০০৯, পৃ. ৭।
- ১১২০ দৈনিক সমকাল, ১২ জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ১৪।
- ১১২১ পিপলস ব্যাংক অব চায়না।
- ১১২২ ডয়েৎসেবেলে জার্মান বেতার তরঙ্গ-এর অফিসিয়াল ওয়েব সাইট: <http://www.dw3d.de/dw>, এক্সেলজ : ২২ ডিসেম্বর ২০০৮।

মন্দা মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর ভূমিকা ও প্রায়োগিক দিক

মন্দা মোকাবেলায়

৭.১ মন্দা মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর ভূমিকা, ৭.১.১ মন্দা মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর তাত্ত্বিক ভূমিকা, ক. 'লেইজে ফেয়ার' ব্যবস্থার অবসান, খ. সম্পত্তির মালিকানায় আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার, গ. আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার ও সামাজিক সুবিচার কায়েম, ঘ. ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অবস্থান ও কল্যাণ, ঞ. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অবস্থান, দুই. সুদমুক্ত মুনাফাভিত্তিক, তিন. মানবকল্যাণ অধিকার, ঊ. সম্পদ উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ, চ. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তদারক, ছ. ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় মূল্যবোধের গুরুত্ব, জ. সম্পদ কুক্ষিগতকরণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, ঝ. যোগান ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা, ঞ. ভোগবিলাস ও অপচয় পরিত্যাগ, ট. ক্ষতি নয় সমন্বিত প্রয়াস, ঠ. ইসলামী ব্যাংকিং-এর শাস্ত্র দর্শন, ড. ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার স্বাতন্ত্র্যবোধ, ঢ. ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় মাকাসিদ আশ্-শরী'আহ, ১. সাধারণ উদ্দেশ্য, ২. প্রায়োগিক উদ্দেশ্য, ক. সঞ্চয় সংগ্রহের ক্ষেত্রে শরী'আহর মাকাসিদ, ৭.১.২ মন্দা মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর ব্যবহারিক ভূমিকা, ক. ইসলামী ব্যাংকের আমানত নীতির, ভূমিকা, ১. সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে আমানত গ্রহণের স্বতন্ত্র নীতি ও পদ্ধতির কার্যকরী ভূমিকা, ২. স্বতন্ত্র আমানত নীতি গ্রাহকের সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, খ. ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতির ভূমিকা, ১. বিনিয়োগের স্বতন্ত্র নীতি ও পদ্ধতি মন্দা প্রতিরোধ সহায়ক, ২. শরী'আহর লক্ষ্য অর্জন ও মানবকল্যাণে বিনিয়োগের বহুমুখীতা, ক. বৈচিত্রময় বিনিয়োগ পদ্ধতির প্রয়োগ, খ. ব্যাপকভিত্তিক জনকল্যাণে লক্ষ্য ক্ষুদ্র ও ব্যাপ্তিক শিল্পে অর্থায়ন, গ. স্থায়ীভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইজারা (Leasing) বা ভাড়ার শর্তে অর্থায়ন, ৩. বিনিয়োগ পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগ, ৪. বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে ভূমিকা, ৫. ক্রম অধিকারের ভিত্তিতে বিনিয়োগ প্রদান, ৬. উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ, ৭. আর্থিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্থনীতিকে সচল ও স্বাভাবিক রাখতে ভূমিকা, ৮. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয়ের রূপরেখা, গ. আমানত ও বিনিয়োগ লেনদেনের কার্যকরী ফলাফল, ১. সকল প্রকার সুদ চিরতরে নিষিদ্ধ, ২. সুদ নিষিদ্ধের যৌক্তিক কারণ, ৩. সুদের বিকল্প ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর ব্যাংকব্যবস্থা, ৪. বাস্তব লেনদেন হওয়ায় অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন, ৫. ইসলামী ব্যাংকিং-এর নৈতিক হুকুমি মন্দা প্রতিরোধের রক্ষাকবচ, ৬. ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত উপায়ে মুনাফা অর্জন ও বণ্টন প্রক্রিয়া, ৭. সকল অবৈধ ও অকল্যাণকর পস্থা-পদ্ধতি নিষিদ্ধ, ক. মূলগত: যা উপার্জন করা হবে তা মূলগতভাবে হালাল হতে হবে, খ. পদ্ধতিগত: যা উপার্জন করবে তা বৈধ পন্থায় হতে হবে, ৮. ধ্বংসাত্মক লোভসর্বস্ব আত্মাহীন ব্যাংকব্যবস্থা থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ, ঘ. ব্যাংকিং-এর সার্বিক কার্যক্রমে শরী'আহ আইন প্রয়োগের যৌক্তিকতা, ১. সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা, ২. সম্পদের সুষম ও সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থার প্রচলন, ৩. CSR বা 'ব্যবসার সামাজিক দায়িত্ব' পালনে অগ্রপথিক, ৪. অর্থের কাজ ও বিনিয়োগ তত্ত্বের যথার্থতা, ৫. সব শ্রেণি-পেশার মানুষের জন্য 'ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন' বা 'আর্থিক অন্তর্ভুক্তি', ৭.২ মন্দা মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রায়োগিক দিক, ৭.২.১ আর্থিক সঙ্কট মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গি, ৭.২.২ ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা তত্ত্ব থেকে অনুশীলনে বেশি মনোযোগী, ৭.২.৩ স্থায়ী ও টেকসই উন্নয়নের রূপকার, ৭.২.৪ ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তাই মন্দা দমনের হাতিয়ার, ৭.২.৫ আর্থিক মন্দা মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর কার্যক্রমের প্রায়োগিক কৌশলসমূহ, ৭.২.৫.১ ইসলামী ব্যাংকিং লেনদেনের শর'ঈ নিয়ম-নীতি, ক. ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা মাকাসিদ আশ্-শরী'আহর আলোকে প্রতিষ্ঠিত ও অনুসৃত, খ. মন্দার মৌলিক অনুষণ নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ কঠোরভাবে বর্জন, ১. সকল কর্মকাণ্ডে সুদী লেনদেন পরিহার করে চলে, ২. ঘারার বা ফটকাবাজি ও প্রতারণার পথ চিরতরে রুদ্ধ, ৩. মাইসির বা জুয়ার কারবার নিষিদ্ধ, ৪. সকল প্রকার জাহালাহ বা অজ্ঞতার পথ বন্ধ, ৫. বাই' আদ-দাইন, বাই' আল-বাতিলা, বাই' আল-ফাসিদ, বাই' আল-ঈনা, ইহতিকার, শর্ট সেলিং ও ফরওয়ার্ড সেলিং নিষিদ্ধ, গ. মন্দা দমনে শরী'আহর আলোকে ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন সম্পর্কিত নীতিমালার প্রয়োগ, ঘ. বাস্তব লেনদেন (Real Transaction) পদ্ধতির প্রবর্তন, ঙ. ইসলামী অর্থব্যবস্থায় অর্থ কোনো পণ্য নয়, বিনিয়োগের মাধ্যম হিসেবেই স্বীকৃত, চ. ঋণের পরিবর্তে ইকুইটি (Equity) ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার প্রবর্তক, ছ. অলীক ও কাল্পনিক নয়, প্রকৃত পণ্যে অর্থায়নের নিশ্চয়তা, জ. ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় প্রতিটি লেনদেনে কার্যকর চুক্তি বাস্তবায়ন, ক. আমানাহ চুক্তি, খ. আমানাহ-হান্দ চুক্তি, গ. মুসাওয়ামাহ চুক্তি, ১. ক্লাসিক্যাল বা চিরায়ত আর্থায়ন চুক্তি, ২. ইসলামী আর্থিক চুক্তির শঙ্কর, ৭.২.৫.২ সঞ্চয় কার্যক্রমের প্রায়োগিক ব্যবহার-বিধিসমূহ, ক. ইসলামী ব্যাংকের আমানত নীতির কার্যকারিতা,

<p>মন্দম অধ্যয়</p>	<p>খ. ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় গ্রাহক সন্তুষ্টি ও আস্থা উন্নতির সোপান, ৭.২.৫.৩ ইসলামী ব্যাংকিং অর্থায়নের প্রায়োগিক কৌশলসমূহ, ক. মানবকল্যাণই বিনিয়োগের চরম ও পরম উদ্দেশ্য, খ. আর্থিক মন্দা প্রতিরোধে বিনিয়োগ পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগ, ১. বিনিয়োগ পদ্ধতিতে মন্দা প্রতিরোধক প্রায়োগিক সাধারণ বিষয়াদি, ২. ইসলামী ব্যাংকিং-এ বিপণন পদ্ধতি যেভাবে মন্দা প্রতিরোধে কাজ করে, ক. ইসলামী ব্যাংকিং-এ বিপণন নৈতিকতা, খ. ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিপণন-মিশ্রণ-এর পাঁচ 'পি', এক. পণ্য বা উৎপাদন প্রক্রিয়া, দুই. পণ্যের মূল্য নির্ধারণ, তিন. পণ্য উন্নয়ন বিধি, চার. স্থান : বিতরণ মাধ্যম, পাঁচ. জনগণ, ৩. ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগ পদ্ধতির ফলপ্রসূ প্রয়োগ যেভাবে মন্দা মোকাবেলায় সক্রিয় থাকে, এক. অংশীদারীভিত্তিক আর্থিক চুক্তির অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তা, দুই. ক্রয়-বিক্রয় ও মুনাফাভিত্তিক অর্থায়ন চুক্তির অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তা, ক. ক্রয়-বিক্রয় বিনিয়োগে বাই' মুরাবাহা ও বাই' মুয়াজ্জাল যেভাবে ভূমিকা রাখে, খ. ক্রয়-বিক্রয় বিনিয়োগে বাই' ইসতিসনা' বিনিয়োগের ভূমিকা, গ. ক্রয়-বিক্রয় বিনিয়োগে বাই' সালাম বিনিয়োগের ভূমিকা, তিন. ভাড়াভিত্তিক অর্থায়ন বা ইজারা চুক্তির অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তা, চার. বিনিয়োগে ঝুঁকি প্রশমনে শরী'আহবান্ধব বাস্তবসম্মত নিয়ম-পদ্ধতি, গ. আর্থিক অস্থিরতা দূরীকরণে সুকুক বা ইসলামী বন্ডের যথাযোগ্য ব্যবহার</p>
---------------------	---

সপ্তম অধ্যায়

মন্দা মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর ভূমিকা ও প্রায়োগিক দিক

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার পুরো কাঠামো বেশকিছু উদ্দেশ্য বা মাকাসিদ-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী অর্থনীতির প্রকৃতি নিয়মাত্মক। এটি শরী‘আহর বিধিবিধান অনুসরণ করে। যেখানে গোটা মানবজাতির কল্যাণকে উৎসাহিত করা হয়। যা তাদের বিশ্বাস, মানবত্ব, মেধা, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও সম্পদ-এর নিরাপত্তাবিধানের সঙ্গে জড়িত। বাজার, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায় ইসলামী ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা মানবতার বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণ করে, আত্মিক শান্তি লালন করে, পরিবার ও সমাজের সংহতি জোরদার করে। ইসলামী অর্থনৈতিক মডেল-এর বাজার ব্যবস্থায় সম্পদ বন্টন ও বরাদ্দ চালিত হয় দু’স্তর বিশিষ্ট ছাকুনির মধ্যদিয়ে। পশ্চিমা মডেলের মতো মুসলমানদের কাছ থেকে তাৎক্ষণিক আত্মতুষ্টিমূলক আচরণ আশা করা হয় না।^{১২৩৩} তাই ব্যাপ্তিক পর্যায়ে ইসলামী অর্থনীতির মডেল পুঁজিবাদি অর্থনীতি ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ইতিবাচক গুণগুলোর সমাবেশ ঘটানোর পাশাপাশি অন্যান্য নেতিবাচক প্রভাব দূর করে। পুরোপুরি বেসরকারি সম্পত্তি ও বাজার ব্যবস্থাভিত্তিক হওয়ায় ইসলামী ব্যবস্থা অন্য দুই ব্যবস্থার ঘাটতিগুলো পূরণ করতে সক্ষমই কেবল নয়, বরং বাধ্যতামূলক যাকাত প্রদানের মাধ্যমে এর রয়েছে সহজাত সমতা ও বিতরণ ক্ষমতা। এর মানে হলো, সম্পদশালীর কাছ থেকে সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে অর্থ স্থানান্তর। প্রবৃদ্ধি অর্জন ও বাজারে এর সুফল বন্টনের পর ইসলামী অর্থনৈতিক মডেল বন্টনের ইস্যুগুলো সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরে।^{১২৩৪} বিভিন্ন পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রয়োগের ফলে আর্থিকখাতগুলো শক্তিশালী হয়। এতদিন যারা প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার বাইরে ছিল তাদেরকে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুসন বা আর্থিক সমেতকরণ জোরদার করে। প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা সুদভিত্তিক হওয়ায় অনেক মুসলমান এই ব্যবস্থা ব্যবহার করেন না। তারা সুদভিত্তিক ব্যাংকিং কার্যক্রম থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখে। এভাবে তারা ব্যাংকিং কার্যক্রমের বাইরে থেকে যায়। তাই তাদের দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম ছড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে এই ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসার জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা।^{১২৩৫}

ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ইসলামের অর্থনৈতিক ও আর্থিক নীতিমালার বাস্তবায়ন করা ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। ইসলামী ব্যাংকিং আর্থিক মধ্যস্থতার এমন এক পদ্ধতি, যা তার লেনদেনে সুদ গ্রহণ ও প্রদান করে না এবং এর কার্যাবলি এমনভাবে পরিচালনা করে, যাতে ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য অর্জন তথা অর্থনীতিতে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়। ইসলামী ব্যাংক অর্থনীতি, আর্থিক লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে বৈষম্য দূরীকরণ, ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা এবং আর্থসামাজিক অবকাঠামো তৈরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কাজ করে।^{১২৩৬} ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার শেকড় ইসলামী নীতিমালার মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত। এখানে সব কার্যক্রম পরিচালিত হয় কঠোর নৈতিকতার ভিত্তিতে। তাই বলা যায়, ইসলামী আর্থিক লেনদেন হলো নৈতিক বিনিয়োগ (ethical investment)। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের নীতি দুটি : লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্ব এবং ইউজারি তথা সুদ লেনদেন নিষিদ্ধ। ইসলামী আইনে সাধারণভাবে আয় বন্টনমূলক ব্যবস্থার অনুমতি রয়েছে। অন্যদিকে সুদ লেনদেনের অনুমতি নেই। সব লেনদেন, বিশেষ করে যেখানে অর্থ লেনদেন নিয়ে বিরোধের বিষয় জড়িত, সেখানে ঐশ্বরিক নির্দেশনা অনুসরণ এবং এর প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠিত। তবে, ইসলামী ব্যাংকিং কেবল রিবার মূলোৎপাতনের কাজে সীমাবদ্ধ নয়, বরং যে কোনো অর্থনৈতিক লেনদেনে সবচেয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ঘারার (ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা), কিমার (ফটকাবাজি), মাইসর (জুয়া) এবং দরার (ক্ষতি) এগুলোও এ ব্যবস্থায় নিষিদ্ধ। তাই আর্থিক লেনদেনের দৃষ্টিতে বৈশিষ্ট্যগুলোর বিলুপ্তি ঘটানোই ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য।^{১২৩৭}

ইসলামী ব্যাংকিং বিধি অনুযায়ী রিবা হচ্ছে সেসব উপাদানের অন্যতম, যা ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থার প্রত্যক্ষ পরিপন্থী।^{১২৩৮} রিবা ছাড়াও ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতিতে হারাম-হালাল, ঘারার, মাইসির ও যাকাতের ধারণা প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত

- ১২৩৩ মো. আব্দুস সালাম, *প্রবৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন: বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা*, অনু: এজাজ হোসেন, ইসলামী ব্যাংকিং, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জানুয়ারি ২০১৪ খৃ.), পৃ. ৯৭।
- ১২৩৪ *প্রাণ্ডজ*, পৃ. ৯৭।
- ১২৩৫ *প্রাণ্ডজ*, পৃ. ৯৭।
- ১২৩৬ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের অন্তর্নিহিত শক্তি ও নৈতিক মান, *দৈনিক বণিক বার্তা*, ২৩ জুন ২০১৩, পৃ. ৪।
- ১২৩৭ আবদুল আজিজ ওলুয়ানিসোলা আবদুল ওহাব, ইসলামী ও প্রচলিত অর্থায়নব্যবস্থা : তুলনামূলক আলোচনা, *ইসলামী ব্যাংকিং*, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, এপ্রিল ২০১৫), পৃ. ১০৯-১১০।
- ১২৩৮ এস. এম. খান, *Islamic Interest Free Banking*, (নিউ ইয়র্ক: আইএমএফ, (১৯৮৬), পৃ. ১; এল. এম. আলাগউদ এবং কে. এম. লুইস, *Handbook of Islamic Banking*, এম. কে. হাসান এবং এম. কে. লুইস সম্পাদিত, *Islamic Critique of Conventional Financing*, (UK: Edward Elgar Publishing, 2007), পৃ. ৩৪; আর. জামান, *Riba and Interest*

হয়।^{১২৩৯} ইসলামী ব্যাংকগুলো ইসলামে নিষিদ্ধ খাতে বিনিয়োগ বা লেনদেন করতে পারে না। যেমন, শূকরের মাংস কিংবা মদজাতীয় পানীয় ব্যবসার অনুমতি শরী‘আহ দেয় না। একইভাবে শরী‘আহ ইসলামী ব্যাংকিংয়ে এমন কোনো লেনদেনের অনুমতি দেয় না যেখানে ফটকাবাজীর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এগুলোকে বলা হয় ঘারার (অনিশ্চয়তা)। ঘারার-এর কারণে ‘জুয়া’ ইসলামে নিষিদ্ধ।^{১২৪০} অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংকিং নীতিতে, একটি ইসলামী সমাজে সম্পদ পুনর্বন্টনে যাকাত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং যেসব দেশে রাষ্ট্র যাকাত সংগ্রহ করে না, সেখানে প্রতিটি ইসলামী ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানকে একটি যাকাত তহবিল গঠন করতে হবে।^{১২৪১} সুদ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এই বিশ্বাসের ওপর ইসলামী ব্যাংকিংয়ের দর্শন প্রতিষ্ঠিত এবং এই ব্যাংক কিভাবে পরিচালিত হবে ইসলামী শিক্ষা তার প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেয়। সুদ নিষিদ্ধ এবং ব্যবসা ও মুনাফা সুরক্ষিত। প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা তার সব ধরনের আর্থিক লেনদেনে সুদভিত্তিক ইন্সট্রুমেন্ট ব্যবহার করে থাকে।^{১২৪২} আল্লাহ বলেছেন: ‘যে সুদ তোমরা (অন্যকে) দিয়ে থাকো, (এই প্রত্যাশায় যে) যাতে মানুষের সম্পদের সাথে মিশে তা বেড়ে যায়, আল্লাহর কাছে তা বাড়ে না। আর যে যাকাত (সাদাকাহ, দান ইত্যাদি) তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দিয়ে থাকো, তা প্রদানকারী আসলে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করে।’^{১২৪৩} আল-কুরআনে আরো বলা হয়েছে: ‘তাদের সুদ গ্রহণ করার জন্য যা গ্রহণ করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল এবং অন্যায়ভাবে লোকদের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য, আমি এমন অনেক পাক-পবিত্র জিনিস তাদের জন্য হারাম করে দিয়েছি, যা পূর্বে তাদের জন্য হালাল ছিল। আর তাদের মধ্য থেকে যারা কাফের তাদের জন্য কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরি করে রেখেছি।’^{১২৪৪}

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় অর্থায়ন হলো ঝুঁকি ভাগাভাগি এবং ঋণ অর্থায়ন (সুদ) নিষিদ্ধের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত একটি অর্থায়ন ব্যবস্থা। ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিজ্ঞা হলো, এমন যে কোনো লেনদেন বেআইনি ঘোষণা যা কোনো ঋণের জন্য ওই ঋণসম্পদের ওপর মালিকানার দাবি স্থানান্তর ছাড়াই সুনির্দিষ্ট মেয়াদে আনুপাতিক হারে লাভ সৃষ্টি করে এবং চুক্তির জন্য ঝুঁকির পুরো দায় অবাধে ঋণগ্রহীতার ওপর চাপিয়ে দেয়। তাই পারস্পরিক বিনিময়কে ঋণভিত্তিক অর্থায়নের একরকম বিকল্প হিসেবে দেখা হয়, যা সম্পদের ওপর অধিকার বিনিময়ের ক্ষেত্র তৈরি করে। ফলে, উভয় পক্ষকে উৎপাদন, পরিবহন ও বিপণনের ঝুঁকি ভাগাভাগি করে নিতে হয়। এতে বিনিময়ের সুফল বেড়ে যায় ও ভোগ হয় সুখম। যা ঝুঁকি ভাগাভাগির মূল ভিত্তি এবং তা জড়িত পক্ষগুলোকে আয়-অস্থিরতার ঝুঁকি দূর করার সুযোগ এনে দেয়।^{১২৪৫} ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় ইসলামী আইনসম্মত (শরী‘আহ) আর্থিক পণ্য জোগান দেয়।^{১২৪৬} প্রচলিত ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল বলে মনে করা হয়। কারণ, এটি মূলত ঋণ ও সুদের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত এবং তা ক্রেডিট মাল্টিপ্লায়ার (credit multiplier) ও অন্যান্য পন্থায় অন্যায্য ঋণ সৃষ্টি করে। তবে, প্রচলিত ঋণ-অর্থায়ন ব্যবস্থার আগে ইকুইটি অর্থায়ন ব্যবস্থা সুপরিচিত ছিল। এরপরও বেশ কিছু কার্যকারণ এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কারণে ঝুঁকি-বণ্টনমূলক চুক্তির বদলে ঋণভিত্তিক চুক্তি আধিপত্য বিস্তার করে। এসব কার্যকারণের মধ্যে ছিল সরকারি ডিপোজিট ইনসিওরেন্স স্কিম, অর্থায়ন চুক্তির আইন ও বিধি এবং কর ব্যবস্থা। ঋণভিত্তিক ব্যবস্থার আওতায় ঝুঁকি-স্থানান্তরকে উৎসাহিত এবং ঝুঁকি-বণ্টনের সুফলকে উপেক্ষা করা হয়। তাই, কোনো দেশের উন্নয়নে প্রাথমিক পর্যায়ে ঝুঁকিতে অংশীদারিত্ব অত্যন্ত জরুরি এবং বেশির ভাগ দেশে একে একটি অধিকতর পরিমিত আন্তর্জাতিক অনুশীলন হিসেবে গণ্য করা হয়।^{১২৪৭}

তাই, ইসলামী আইনের মৌলিক নীতি হলো ঝুঁকি ও ফটকাবাজি নিহিত এমন কোনো শোষণমূলক ও অন্যায্য চুক্তির অনুমতি না দেয়া। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের আওতায় আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে সব অংশীদারকে অবশ্যই ব্যবসার ঝুঁকি ও লাভ-ক্ষতির ভাগিদার হতে হবে এবং মুনাফা পূর্বনির্ধারণের সুযোগ নেই। ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার মূল পার্থক্য হলো বিনিয়োগ ও মুনাফার মধ্যে প্রত্যক্ষ পারস্পরিক সম্পর্ক। এই চেতনা প্রচলিত ব্যবস্থা থেকে একেবারেই ভিন্ন। প্রচলিত

in Islamic Banking: An Historical Review, মোহাম্মদ আরিফ ও মনোয়ার ইকবাল সম্পাদিত, *The Foundations of Islamic Banking Theory, Practice and Education*, (UK: Edward Elgar Publishing, 2011), পৃ. ২২২।

- ^{১২৩৯} এল. এম. আলাগউদ এবং কে. এম. লুইস, Handbook of Islamic Banking, এম. কে. হাসান এবং এম. কে. লুইস সম্পাদিত, *Islamic Critique of Conventional Financing*, (UK: Edward Elgar Publishing, 2007), পৃ. ৩৪।
- ^{১২৪০} এরদেম বাফরা, ইসলামী ব্যাংকিং : সময়ের অর্থমূল্য ও নিষিদ্ধ ‘রিবা’, *ইসলামী ব্যাংকিং*, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, এপ্রিল ২০১৫ খৃ.), পৃ. ৯৪।
- ^{১২৪১} এল. এম. আলাগউদ ও অন্যান্য, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৩৪।
- ^{১২৪২} আবদুল আজিজ ওলুয়ানিসোলা আবদুল ওহাব, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ১০৮।
- ^{১২৪৩} আল-কুরআন, ৩০:৩৯।
- ^{১২৪৪} আল-কুরআন, ৪:১৬১।
- ^{১২৪৫} আবদুল আজিজ ওলুয়ানিসোলা আবদুল ওহাব, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ১০৯; এ. হোসেইন, আই. জামির, এন. ক্রিশেন এবং এম. আব্বাস, দি ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল সিস্টেম অলটারনেটিভ, *ওয়ার্ল্ডফিন্যান্সিয়ালরিভিউ.কম*, এক্সেজ: ১৬ মার্চ ২০১৪। <http://www.worldfinancialreview.com/?p=533>।
- ^{১২৪৬} আবদুল আজিজ ওলুয়ানিসোলা আবদুল ওহাব, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ১০৯; এ. হোসেইন ও অন্যান্য, *প্রাণ্ডক্ত*।
- ^{১২৪৭} আবদুল আজিজ ওলুয়ানিসোলা আবদুল ওহাব, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ১০৯; এ. হোসেইন ও অন্যান্য, *প্রাণ্ডক্ত*।

ব্যবস্থায় মূল লক্ষ্য থাকে শেয়ারহোল্ডারদের সম্পদ সর্বোচ্চপর্যায়ে নিয়ে যাওয়া।^{১২৪৮} আল-কুরআনে বলা হয়েছে : ‘হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং লোকদের কাছে তোমাদের যে সুদ বাকি রয়ে গেছে তা ছেড়ে দাও, যদি যথার্থই তোমরা ঈমান এনে থাকো। কিন্তু যদি তোমরা এমনটি না করো তাহলে জেনে রাখো, এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। এখনো তাওবা করে নাও (এবং সুদ ছেড়ে দাও) তাহলে তোমরা আসল মূলধনের অধিকারী হবে। তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের ওপরও জুলুম করা হবে না।’^{১২৪৯} অন্যদিকে এর মানে এই নয় যে মূল অঙ্কের ওপর যেকোনো ধরনের লাভ ইসলামে নিষিদ্ধ। ইসলামে মুনাফা পুঁজির প্রতিদান হিসেবে স্বীকৃত। ইসলামী শরী‘আহ মেনে কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যবসায় যদি এই পুঁজি খাটানো হয় তবে এর মালিকের জন্য প্রতিদান দাবি করা ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ। আবার লাভ বা প্রতিদান কেবল তখনই দাবি করা যেতে পারে যখন ঝুঁকি বা ক্ষতির আশঙ্কা থাকে বা শ্রম ব্যয় করা হয়।^{১২৫০}

আর্থিক লেনদেনে প্রকৃত পণ্যের (Real Asset) কারবার এবং দরদভিত্তিক মানবিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ব্যাংকবহির্ভূত বঞ্চিত ও অভাবী মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালন ইসলামী ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক বাধ্যবাধকতা। ইসলামী ব্যাংকিং কল্যাণধর্মী ও উৎপাদনমুখী ব্যবস্থারূপে সম্পদ উৎপাদনকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। সেই সাথে কী ধরনের সম্পদ কার জন্য উৎপাদিত হবে এবং সেই উৎপাদিত পণ্যের বণ্টন নীতি কী হবে এটাও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে।^{১২৫১}

ইসলামী ব্যাংকিং ইসলামের বণ্টনমূলক সুবিচারভিত্তিক সুসম অর্থনৈতিক নীতি-আদর্শ ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করে। আর্থিক মধ্যস্থতার এই বিশেষ পদ্ধতি লেনদেনে সুদ গ্রহণ বা প্রদান না করে লেনদেনের সর্বজনবিদিত স্বাভাবিক ও সহজাত পদ্ধতি অনুসরণ এবং সেই সাথে ইসলামী অর্থনীতির ন্যায়বিচারমূলক উদ্দেশ্য অর্জন করতে চায়। এই পদ্ধতির ব্যাংকগুলো বৈষম্য দূরীকরণ, ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা এবং আর্থসামাজিক অবকাঠামো তৈরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।^{১২৫২} ইসলামী ব্যবস্থায় টাকার কৃত্রিম লেনদেনের পরিবর্তে পণ্য বেচাকেনা, ইজারা বা ভাড়া এবং অংশীদারি কারবারের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। সুদমুক্ত লেনদেনের এ স্বতন্ত্র পদ্ধতি অনুসরণ ছাড়াও এই ব্যাংকব্যবস্থার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, নীতি ও কর্মধারায় কল্যাণধর্মী ও বণ্টনমূলক বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করা অপরিহার্য। এভাবেই ইসলামী ব্যাংক আর্থ-সামাজিক সুবিচার কায়েমে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বার্থের ওপর সামাজিক কল্যাণের আদর্শ প্রাধান্য পায়।^{১২৫৩}

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা গুটিকতক মানুষের লোভের (Greed) চাহিদা পূরণে কাজ করে না। সব কিছুর ওপর নিছক আর্থিক লাভকে প্রাধান্য দেয় না। সমাজের সকল মানুষের মৌলিক চাহিদা (Need) পূরণে তাদের জরুরি প্রয়োজন, স্বাচ্ছন্দ্যমূলক প্রয়োজন এবং সৌন্দর্যবর্ধনমূলক প্রয়োজনের মধ্যে ক্রম অগ্রাধিকারের নীতি মান্য করে এ ব্যাংক তার বিনিয়োগ পোর্টফোলিও রূপায়ণ করে। এটা এ ব্যবস্থার বিশেষ কর্মকৌশল এবং আর্থিক কর্মকাণ্ডে ইসলামী নৈতিক শৃঙ্খলার দাবি। এভাবে ইসলামী ব্যাংক সামাজিক উন্নয়নের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমন্বয়সাধন করে।^{১২৫৪} ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বের কারণ দূরীকরণ ও পূর্ণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে। গ্রাহকদের সাথে দাতা-গ্রহীতার বদলে অংশীদারিত্বের সম্পর্কের নীতি অনুসরণের ফলে এ ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রমে প্রকৃত কল্যাণকামিতার গুণগত ও ইতিবাচক প্রভাব স্পষ্ট হয়।^{১২৫৫} ইসলামী শরী‘আহর এই ঐশী দিকনির্দেশনার আলোকে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা পরিচালিত হয় বলে আর্থিক মন্দার কোনো জীবানু এতে প্রবেশ করতে পারে না।

৭.১ মন্দা মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর ভূমিকা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন ব্যবস্থা।’^{১২৫৬} একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের চিরন্তন ও আদর্শ নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানব সমাজের শুধু অর্থনৈতিক নয় সব ধরনের সমস্যা সমাধান হতে পারে। আর তাই ইসলামী অর্থব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ইসলামী ব্যাংকিং-এর রয়েছে

^{১২৪৮} আবদুল আজিজ ওলুয়ানিসোলা আবদুল ওহাব, এ. হোসেইন ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

^{১২৪৯} আল-কুরআন, ২:২৭৮-২৭৯।

^{১২৫০} আবদুল আজিজ ওলুয়ানিসোলা আবদুল ওহাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।

^{১২৫১} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং : সক্ষমতা ও সম্ভাবনার নিরিখে, ইসলামী ব্যাংকিং, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ডিসেম্বর ২০১৪), পৃ. ৫১।

^{১২৫২} প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

^{১২৫৩} প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

^{১২৫৪} প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

^{১২৫৫} প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

^{১২৫৬} আল-কুরআন, ৩:১৯।

শরী‘আহ নির্দেশিত এমন সব নীতিমালা, যা অর্থব্যবস্থা থেকে চিরতরে মন্দা নির্মূল করতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। যার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে ওঠে। মন্দা মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকিং দু‘ভাবে ভূমিকার রাখে :

১. তাত্ত্বিক ভূমিকা; এবং
২. ব্যবহারিক ভূমিকা।

৭.১.১ মন্দা মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর তাত্ত্বিক ভূমিকা

ক. ‘লেইজে ফেয়ার’ ব্যবস্থার অবসান

পুঁজিবাদের মৌল ধারণা ‘Laissez faire laissez passer’ অর্থাৎ, যত খুশি এবং তাড়াতাড়ি সম্ভব বস্তুগত উৎপাদন যন্ত্রের অধিকারী হবার ও মালিক থাকার ব্যাপারে ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন। এভাবে এ নীতি অনুসারীদের মধ্যে সর্বদাই তীব্র প্রতিযোগিতা চলে। এই কঠোর প্রতিযোগিতা স্বভাবতই তাদের মধ্যে অধিকতর অর্ধ-সম্পদের লোভ-লালসা জাগ্রত করে এবং পরিণতিতে বিত্ত-সম্পদের প্রতি তাদের আকর্ষণকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়।^{১২৫৭} দু‘টি ঘটনা ‘লেইজে ফেয়ার’ পুঁজিবাদের ভিত বিশেষ করে রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপ না করার নীতিকে ধসিয়ে দিয়েছিল। ঘটনা দু‘টি হচ্ছে, ১৯৩০-এর দিকে মহা মন্দা এবং সমাজবাদের উত্থান। ঘটনাদ্বয় কিনেসিয়ান বিপ্লব ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। ঘটনা দু‘টি ‘লেইজে ফেয়ার’ পুঁজিবাদের কফিনে শেষ পেরেক হুঁকে দেয়। স্যুমপিটার ও টয়েনবির মতো মার্কসবাদী নয় এমন অনেক অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পুঁজিবাদের মৃত্যুঘণ্টা বাজার কথা ভবিষ্যতদ্বাণী করেছিলেন।^{১২৫৮} ১৯৩০-এর দীর্ঘস্থায়ী মহা মন্দা অর্থনীতিবিদ ‘সে’ এর অর্থনীতির সূত্রের ওপর দীর্ঘকালীন আস্থা বিনষ্ট করে দেয়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, অর্থনীতির নিজে নিজে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধিত হবার বা বিচ্যুতি ঠিক করে আদর্শ স্থানে ফিরে আসার ক্ষমতা নেই। অর্থনৈতিক সংকটকালীন সময়ে বৃটিশ ও অন্যান্য সরকারের লেইজে ফেয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রফেসর কিনস বিস্মিত হয়ে পড়েন। কিনসের ক্লাসিক্যাল পূর্বসূরির উনবিংশ শতাব্দীর পুঁজিবাদী অর্থনীতির কাঠামোকে যেখানে স্বাভাবিক, প্রকৃতিসম্মত, যুক্তিসঙ্গত, চিরকালীন ও সরল অভিধায় অভিষিক্ত করেছিলেন, সেখানে কিনস তার ‘Economic Consequence of the Peace’ গ্রন্থে পক্ষান্তরে ‘লেইজে ফেয়ার’ পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে ‘অস্বাভাবিক, অস্থিতিশীল, জটিল, অনির্ভরযোগ্য ও ভঙ্গুর’ বলে চিহ্নিত করেছেন।^{১২৫৯} তাই এ বিষয়টি রাসুল্লাহ (সা.) এর সে ভবিষ্যতদ্বানীর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি বলেছেন, যারা কোন কিছুকে ভালোবাসে, শেষ পর্যন্ত তারা তারই ভৃত্যে পরিণত হয়। সুতরাং শেষ পর্যন্ত তারা আসলে আর সম্পদের মালিক থাকেনা। সম্পদই তাদের মালিক হয়ে বসে।^{১২৬০} পুঁজিবাদী সমাজে প্রচলিত সম্পদের প্রতি মানবাত্মার এই দাসত্বকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে ইসলামের শিক্ষায় নিন্দা করা হয়েছে এবং এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মানব সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলির মূল কারণ প্রকৃতপক্ষে সম্পদের প্রতি এই দাসসুলভ মনোভাব।

খ. সম্পত্তির মালিকানায় আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার

সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত। এর অন্তর্নিহিত অনুমতি হলো সম্পত্তিতে মানুষের মালিকানা নিরঙ্কুশ, যার তাৎপর্য হলো সে তার সম্পত্তি যেভাবে খুশি ব্যবহারের বৈধ অধিকারী। এমনকি অপব্যহার, অপচয় ও নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারে।^{১২৬১} পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পত্তির মালিক একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা এবং তা ব্যয় ও ব্যবহার একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশিত নিয়মানুযায়ী হতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُخٰسِبِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থাৎ, ‘যা কিছু আকাশসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু জমিনে আছে, সব আল্লাহরই। যদি তোমারা মনের কথা প্রকাশ করো কিংবা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নিবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন। এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দিবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।’^{১২৬২} আর তাই মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর সম্পদ ব্যবহারকারী মাত্র। এজন্য ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মানুষ সমাজের দারিদ্র ও অভাবী শ্রেণিকে উপেক্ষা করে কোন কিছু ভোগের

১২৫৭ ড. এইচ কহরুদ্দীন ইউনুস, প্রাণ্ডজ, পৃ. ১৫-১৬।

১২৫৮ ড. এম. উমর চাপড়া, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাণ্ডজ, পৃ. ৭২।

১২৫৯ জন মেনার্ড কিনস, ইকোনোমিক কনসিকুয়েন্সেস অব দি পিস, (লন্ডন: ম্যাকমিলান এন্ড কোং, ১৯২০ খৃ.), পৃ. ৩; ড. এম. উমর চাপড়া, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাণ্ডজ, পৃ. ৭২।

১২৬০ উদ্ধৃত: ড. এইচ কহরুদ্দীন ইউনুস, প্রাণ্ডজ, পৃ. ১৫-১৬।

১২৬১ ড. মুহাম্মাদ বশির উল্লাহ, বিপর্যস্ত সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা : উত্তরণের পথ ও পদ্ধতি, ইসলামএন্ডলাইফ.ওআরজি, এক্সেল: ৩০ জুলাই ২০১২,

(<http://www.islamandlife.org/present-adipiscing-mi-eget-ipsium-imperdiet-elementum/>)

১২৬২ আল-কুরআন, ২:২৮৪।

ক্ষমতা রাখে না। অপব্যয়, অপব্যবহার বা শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের জন্য আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। মালিকানা যেহেতু আল্লাহর, সেজন্যই সম্পদের যাকাত, উশর, সাদাকা অর্থব্যয় করে হজ্জ করার হুকুম করা হয়েছে। ব্যক্তিগত মালিকানা ধনতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি। এতে ব্যক্তির শ্রম, প্রতিভা এবং বুদ্ধি অনুপাতে উপার্জনের এবং ভোগের অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু যদি রাষ্ট্রশক্তি ব্যক্তিগত মালিকানার নিরাপত্তা প্রদান না করে, ধনতন্ত্র অচল হয়ে পড়বে। আর ব্যক্তি যদি সমাজ-স্বীকৃত ন্যায্য পথে উপার্জিত সম্পদ নির্বিঘ্নে ভোগের অধিকার না পায়, তবে ব্যক্তিগত উপার্জনের প্রতি তার কোন আগ্রহ থাকবে না।^{১২৬০} অথচ ব্যক্তিগত মালিকানার এই নিরাপত্তা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার অন্তর্নিহিত অংশ নয়। তা অর্থনীতি বহির্ভূত রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থারই অংশ। তাই অর্থনীতিতে রাষ্ট্র সক্রিয় ভূমিকা পালন না করলে এত ব্যাপক একটি পুনর্গঠণ সম্ভব নাও হতে পারে। রাষ্ট্রকে অবশ্যই ইসলামের মূল্যবোধ ও লক্ষ্যসমূহের বাস্তব রূপদানের চেষ্টা করতে হবে।^{১২৬১} ইসলামী অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা 'হস্তক্ষেপ' প্রকৃতির নয়, যেখানে 'লেইজে ফেয়ার' পুঁজিবাদের গন্ধ থাকে। বরং এর ভূমিকা ইতিবাচক ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করে সকলের কল্যাণ অর্জনে সহায়তা করা, অর্থনৈতিক যন্ত্রণাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা।^{১২৬২} রাষ্ট্র বরং সামাজিক কল্যাণের সীমারেখার মধ্যে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য বেসরকারি খাতকে সাহায্য ও উদ্বুদ্ধকরণের চেষ্টা করবে। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্রকে জনগণের নৈতিক সচেতনতার ওপর নির্ভর করতে হবে, যাতে সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কার ত্বরান্বিত হয়। রাষ্ট্রকে তার লক্ষ্য অর্জনে মানবসত্তার মধ্যে যথাযথ আন্তঃসংযোগ, মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য একটি যথাযথ কাঠামো সৃষ্টির দায়িত্ব পালন করতে হবে।^{১২৬৩} তাই প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারায় অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কয়েকটি বিষয়ের আওতায় এটি আলোচিত হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম আল-আহকাম-আল সুলতানিয়া (সরকারি বিধিবিধান), মাকাসিদ আশ-শরী'আহ, আল-সিয়াসাহ আশ-শরী'আহ (শরী'আহর রাজনৈতিক নীতি) এবং আল-হিসবাহ (সরকারি হিসাব)।^{১২৬৭}

গ. আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার ও সামাজিক সুবিচার কায়ম

ন্যায়বিচার, দক্ষতা ও সামাজিক সুবিচার কেবলমাত্র একটি যথার্থ বিশোধন কৌশলের মাধ্যমে অর্জন করা যায় না। প্রত্যেক মানুষকে সেভাবে কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করাও প্রয়োজন। পুঁজিবাদের ধারণা হলো : আত্মস্বার্থ একজন মানুষকে তার দক্ষতাকে সর্বোচ্চ সদ্যবহারে উদ্বুদ্ধ করবে এবং সাথে সাথে প্রতিযোগিতা আত্মস্বার্থ উদ্ধারের পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করবে এবং সামাজিক স্বার্থ রক্ষায় সাহায্য করবে।^{১২৬৪} এ্যাডাম স্মিথ তাই মনে করেন, বাজারব্যবস্থা আত্মস্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হবে। সমাজতন্ত্র ব্যক্তি মানুষকে বিশ্বাস করেনি এবং এ ধারণা পোষণ করেছে যে, তার স্বীয়স্বার্থ উদ্ধারের প্রচেষ্টা অবশ্যই সামাজিক স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। অতএব, সামাজিক স্বার্থ রক্ষাকল্পে সম্পদ বরাদ্দ ও বিতরণের ওপর এতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রহিত এবং কঠোর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে।^{১২৬৫} কিন্তু ব্যক্তি মানুষ কর্তৃক স্বীয়স্বার্থ উদ্ধারের প্রচেষ্টা অনিবার্যভাবেই খারাপ নয়। মানব উন্নয়নের জন্য অবশ্যই এটি প্রয়োজন এবং অনুমোদিত না হলে কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই দক্ষতা অর্জনে সফল হবে না। আত্মস্বার্থ উদ্ধারের প্রচেষ্টা কেবলমাত্র তখনই ধ্বংসাত্মক হতে পারে, যখন তা কতিপয় সীমারেখা অতিক্রম করে এবং ব্যক্তি মানুষ তেমন একটি সমাজ সৃষ্টিতে আগ্রহী হয় না, যে সমাজের লক্ষ্য দ্রাঘত্ব ও আর্থ সামাজিক ন্যায়বিচার। বিবেকবান মানুষ কোনো সমাজে তার কাজের যথার্থ প্রতিদান পেতে সক্ষম হলে সাধারণত তার নিজের স্বার্থের জন্য তার সাধ্যমতো কাজ করতে আগ্রহী হয়। তখন প্রশ্ন ওঠে, সমাজের স্বার্থে কাজ করতে কী জিনিস তাকে উদ্বুদ্ধ করে? একজন ভোক্তা কেন সম্পদের ওপর তার দাবি 'মানবতার সীমারেখার মধ্যে' সীমাবদ্ধ রাখবে এবং অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করবে এবং কেন একজন ব্যবসায়ী প্রতিযোগিতাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারবে না এবং প্রশ্নসাপেক্ষ পথে নিজে ধনী হবে না? এখানেই প্রভুর সম্মুখে জবাবদিহিতা এবং পরকালের বিশ্বাস অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়।^{১২৬৬} আত্মস্বার্থ অর্জনের লক্ষ্য যখন ইহকালের চিন্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তখন তা

^{১২৬০} এ. জেড. এম. শামসুল আলম, ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩), পৃ. ২১।

^{১২৬১} Imam Hasan Al-Banna, *Majmu'ah Rasa'il al-Imam al-Shahid Hasan al-Banna*, (Alexandria: Dar al-Da'wah, 1989), p. 262; Muhammad Baqir al-Sadr, *Iqtisaduna*, (Beirut: Dar al-Ta'aruf li al-Matbu'at, 1981), p. 721-22; Muhammad al-Mubarak, *Nizam al-Islam: Al-Iqtisad Mabadi wa Qawa'id al-Ammah*, (Damascus: Dar alOFikr, 1972), p. 106-127; Hasan Turabi, *Principles of Governance, Freedom and Responsibility in Islam*, *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 1987, No. 1, p. 1-11; ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১।

^{১২৬২} প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪-২২৫।

^{১২৬৩} M. Umer Chapra, *Islamic Welfare State and its Role in the Economy*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1979), p. 5-34; ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫।

^{১২৬৪} Rafiq al-Misri, *Usul al-Iqtisad al-Islami*, (Damascus: Dar al-Qalam, 1989), p. 66-84; ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১।

^{১২৬৫} প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯।

^{১২৬৬} উদ্ধৃত: ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯।

^{১২৬৭} ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯।

লোভ, বিবেকহীনতা এবং অন্যের স্বার্থের প্রতি অবজ্ঞা সৃষ্টি করতে বাধ্য। দি ইকনমিস্ট এর ভাষায় ‘যখনই তারা কোনো সুযোগ পায় বিবেকহীন অর্থনৈতিক শক্তিগুলো অন্য সবার ক্ষতির বিনিময়ে নিজেরা সুবিধা নেয়ার চেষ্টা করে। সুতরাং বিভিন্ন প্রকারের বাড়তির কারণে যে শক্তি সাধারণত বাজারকে কার্যকর রাখে, তাই বাজার সমাধানকে ব্যর্থ করে দেয়’।^{১২৭১} সেকুলার তথা ইহলৌকিক সমাজে সচেতনভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালনে আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক ব্যক্তি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না, যেখানে তা তাদের ইহলৌকিক কোনো সুবিধা বয়ে আনে না।^{১২৭২}

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ অর্থাৎ, আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের নির্দেশ দিচ্ছেন।^{১২৭৩} ইসলাম মানুষকে এমন শিক্ষা দিয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নৈতিক মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়; কিন্তু কেউ এর ব্যতিক্রম করলে যাতে তাকে পাকড়াও করা যায় সে জন্য প্রদান করেছেন আল্লাহ সুবিচারপূর্ণ আইন। ন্যায়বিচার ও মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী অর্থনীতিতে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যেই ইসলামের আগমন।^{১২৭৪} ইসলাম মানবসমাজের সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হবে। ইসলামী শরী‘আহর লক্ষ্যবস্তু হলো মানব কল্যাণ (ফালাহ) ও স্বচ্ছন্দময় জীবন (হায়াতে তাইয়েবা)। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজন আর্থ-সামাজিক সুবিচার ও ভ্রাতৃত্ববোধ।^{১২৭৫} ইসলাম মানুষের কাজের একটি দীর্ঘমেয়াদী জীবনদর্শন প্রদান করে, সে সঙ্গে মানুষ এ দুনিয়াতে তার আত্মস্বার্থ অস্বীকার করুক তাও চায় না। এটা বাস্তবসম্মত হতো না। যে মূল্যবোধ এরূপ ব্যবস্থা করে তা ক্রিয়াশীল হয় না। মূলত ইসলাম চায়, কোনো ব্যক্তি তার সকল অপরিহার্য প্রয়োজন শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য পূরণ করুক এবং তার নিজের ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনে দক্ষ হোক এবং তা করতে যেয়ে তার সামগ্রিক কর্মক্ষমতাকে উন্নত করুক। আল্লাহ যেসব ভালো জিনিস দান করেছেন তা পরিহার করার কোনো যুক্তি নেই।^{১২৭৬} এলেক নোভ যথার্থই মন্তব্য করেছেন, ‘যেসব সমাজ কেবল লাভ নিয়েই ব্যস্ত, সেগুলো খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে। আক্ষরিক ও আলংকারিক অর্থে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাবে, যেখানে সাফল্যের প্রধান মানদণ্ড টাকা বানানোই মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।^{১২৭৭} অনুরূপভাবে, জোসেফ স্কামপিটার মন্তব্য করেছেন যে, ‘কোনো সমাজব্যবস্থাই কাজ করতে পারে না, যেখানে প্রত্যেকেই নিজের একক স্বল্পমেয়াদী স্বার্থ ছাড়া অন্য কোনো কিছু দ্বারা পরিচালিত হয় না।^{১২৭৮} ইসলাম ভারসাম্য সৃষ্টির জন্য যা করেছে, তাতে আত্মস্বার্থকে আধ্যাত্মিক এবং দীর্ঘমেয়াদী মাত্রা দিতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি অবশ্যই দুনিয়ায় তার অতি ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রতি নজর দেবে, সেই সঙ্গে চিরস্থায়ী জীবন পরকালের স্বার্থের প্রতিও লক্ষ্য রাখবে।^{১২৭৯} এভাবে মার্কসীয় তত্ত্বে যা অস্বীকার করা হয়েছে ইসলাম তাকে স্বীকৃতি দেয়। ইসলাম লাভ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির মাধ্যমে ব্যক্তির উদ্যোগ, প্রচেষ্টা, দক্ষতা ও কর্ম অভিযানে ব্যক্তির আত্মস্বার্থের অবদানকে স্বীকার করে। অবশ্য ইসলাম লোভ, বিবেকহীনতা ও অন্যদের অধিকার ও প্রয়োজন অবজ্ঞা করার ক্ষতিরকর দিক মোকাবিলা করে, যা পুঁজিবাদী, সমাজতন্ত্রী, সেকুলার স্বল্পমেয়াদী পার্থিব চিন্তাধারার অনিবার্যভাবেই প্রসার ঘটায়। ইসলাম এভাবে ব্যক্তির নিজের গহীন চেতনায় অভ্যন্তরীণ ও স্বনিয়ন্ত্রিত কর্মকৌশল প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে এবং সেই সাথে আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার, মানব ভ্রাতৃত্ব এবং শ্রমের সামনে জবাবদিহিতার বিকাশের ওপর নিরন্তর গুরুত্ব আরোপ করে। বিশ্বাসের এ কাঠামো সামাজিক স্বার্থ উদ্ধারের পথ বন্ধ করতে দৃঢ় উদ্বুদ্ধকারী শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে।^{১২৮০}

ঘ. ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অবস্থান ও কল্যাণ

এক. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অবস্থান

হালাল বা অনুমোদিত উপার্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি ধর্মীয় মর্যাদা আছে। তবে শর্ত হলো তা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিষয়ক ইসলামী রীতি মার্কস সৎ উদ্দেশ্য সম্বলিত হতে হবে এবং যার লক্ষ্য গর্ব-অহংকার প্রকাশ ও সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণ নয়।^{১২৮১} পবিত্র কুরআন,^{১২৮২} মহানবী (সা.)^{১২৮৩}-এর হাদিস এবং অন্যান্য ইসলামী ব্যক্তিবর্গের^{১২৮৪}

- ^{১২৭১} Schools Brief, *The Economist*, 13 December 1986, p. 83; ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯-২২০।
- ^{১২৭২} প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০।
- ^{১২৭৩} আল-কুরআন, ১৬:৯০।
- ^{১২৭৪} আল-কুরআন, ৫৭:২৫। (তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিভাবে ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।)
- ^{১২৭৫} ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।
- ^{১২৭৬} আল-কুরআন, ৭:৩২।
- ^{১২৭৭} Alec Nove, *The Economics of Feasible Socialism*, (London: George Allen & Unwin, 1983), p. 7.
- ^{১২৭৮} Joseph Schumpeter, quoted by W. Brus, *Journal of Comparative Economics*, (Amsterdam: Elsevier, 1980), Vol. 4, p. 53. ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১।
- ^{১২৭৯} প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১।
- ^{১২৮০} প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১-২২২।
- ^{১২৮১} ড. আবুল হাসান এম. সাদেক, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের নৈতিক ও আইনগত নির্দেশনা: ইমাম গাজালীর বিশ্লেষণ, *ইসলামী ব্যাংকিং* (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জুন-২০১৪ খৃ.), পৃ. ৯৩।

বরাত দিয়ে আল-গাজালী এটি প্রমাণ করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অবস্থান ও কল্যাণ এর প্রধান দিকগুলোর^{১২৮৫} সারসংক্ষেপ করা যেতে পারে এভাবে :

প্রথমত: আল্লাহ মানবজাতির কল্যাণের জন্যে সম্পদ দান করেছেন। তাদেরকে তা অর্জন ও ব্যবহারের জন্যে কাজ করতে হবে এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে।

দ্বিতীয়ত: অন্যের ওপর নির্ভরতা থেকে মুক্ত হওয়া, নিজের, পরিবারের পিতা-মাতার, প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের চাহিদা পূরণ এবং অন্যান্য ইসলামী বাধ্য-বাধকতা পূরণ ইত্যাদি আল্লাহ তা'আলার পথে চেষ্টা-সাধনা বলেই বিবেচিত। পরকালীন জীবনে যার মর্যাদা হবে অনেক বেশি, যদি উপার্জনের ইসলামী নীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

তৃতীয়ত: সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণ, গর্ব-অহংকার প্রকাশ এবং অবাঞ্ছিত দ্রব্য-সামগ্রীতে অর্থ ব্যয় ইত্যাদি শয়তানের পথে অর্থ ব্যয় বলেই বিবেচিত। আমর বিল মারুফ বা সং কাজের আদেশ (অন্যকথায় সুনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য) এবং নাহী আনিল মুনকার বা অন্যায় কাজের নিষেধ (অন্য কথায় দুর্নীতি উচ্ছেদ) ইসলামী অর্থনীতিতে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।^{১২৮৬} ঐসব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বা বৃত্তি নিষিদ্ধ, যার উদ্দেশ্য সম্পদ পুঞ্জীভূত করার জন্যে প্রয়োজনতিরিক্ত প্রাপ্তি, ভালো বা জনহিতকর কাজে ব্যয় নয়। কেননা, এর অন্তর্নিহিত অর্থ দাঁড়ায় পৃথিবীকে একজনের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা, যা সর্বপ্রকার অনিষ্টের উৎস। তা সবচেয়ে অনিষ্টকর হয় তখন, যখন একজন তার ঐ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে প্রতারণা, অত্যাচার-নির্যাতন ও জালিয়াতি-দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। অন্যদিকে, কারো উদ্দেশ্য যদি হয় কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টিকে মুক্ত করা, নিজের বা পরিবারের জীবনের চাহিদা পূরণ এবং ভালো ও কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা, তাহলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার চেয়ে তাতে নিয়োজিত হওয়াই শ্রেয়।^{১২৮৭}

দুই. সুদমুক্ত মুনাফাভিত্তিক

বর্তমান প্রেক্ষাপটে সুদভিত্তিক বিশ্ব অর্থনীতির মোকাবেলায় ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম অনুষ্ণ হলো ইসলামী ব্যাংক। এ ব্যাংকিং কার্যক্রমে সুদকে পুরোপুরি বর্জন করা হয়। ইসলামী ব্যাংক শুধু ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ব্যাংকব্যবস্থাকে সুদমুক্ত করে না, বরং ইসলামী নিয়মনীতির মধ্যে ইসলামী অর্থব্যবস্থার ওপরও গুরুত্বারোপ করে। তাই ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থাই সুদী ব্যাংকব্যবস্থার একমাত্র কল্যাণকর বিকল্প। সুদভিত্তিক ব্যাংকিং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতির অন্যতম পরিচায়ক। সুদ মূলধনকে অনুৎপাদনশীল খাতে লাগিয়ে অর্থের প্রবাহ বিনষ্ট করে এবং উৎপাদন ব্যহত করে। উড়ো উইলসন বলেছেন, 'সুদ একটি সম্পূর্ণ অনুৎপাদনশীল খাত।'^{১২৮৮} এর মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় উৎপাদনে বিনিয়োগ-বিপণনে অংশীদার হিসেবে কাজ করে বলে ব্যক্তি সর্বোচ্চ ন্যায়নীতি ও অর্থনৈতিক সুবিচারের সুবিধা লাভ করে। আর এভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি দূরীভূত হওয়ার সাথে সাথে অর্থনীতিতে মন্দাভাব দূর হয়। ইসলামী ব্যাংক মানবতার পক্ষে এক অসাধারণ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। মানবিক বিপর্যয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ইত্যাদি মানবিক কাজে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা অবিরত অর্থ ও তহবিল ব্যয় করে। ইসলামী ব্যাংকে মুনাফার হার নির্ধারিত থাকে। মুনাফা বেশি হলে অর্থ জমাকারীও অধিক হারে মুনাফা পায়। সরাসরি উৎপাদনমুখী বিনিয়োগে জড়িত থাকায় ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যাংকের মুনাফাও বাড়ে। আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায় আমানতকারীর মুনাফার পরিমাণ। ফলে সঞ্চয়কারীর স্বার্থ সবচেয়ে বেশি সংরক্ষিত হয়। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় আয় বৈষম্য তৈরি ও বৃদ্ধি না করে বরং এ বৈষম্য হ্রাস করে। প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে যে লাভ দাঁড়ায় তার সবটুকুর মালিক হয়ব্যবসায়ীরা। ইসলামী ব্যাংকিং-এ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসায় পরিচালিত হয় বলে ব্যবসায়ী লাভের একক মালিক হয় না; বরং আনুপাতিক হারে লাভের একটা অংশ পায় ব্যাংক এবং ব্যাংকের মাধ্যমে সাধারণ আমানতকারীরা। ফলে ব্যাংক ও গ্রাহকের আয় বৈষম্য হ্রাস পেয়ে একটা সহনীয় ও গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নেমে আসে। এজন্য ইসলামী ব্যাংক টাকার ব্যবসা নয়, অংশীদারিত্ব ও পণ্যের ব্যবসা করে।^{১২৮৯}

সুদ মানুষকে কর্মবিমুখ করে। অনায়াসে লভ্য আয় লাভের লোভে মানুষ সুদে টাকা খাটায়। লোকসানের ঝুঁকি থাকায় উৎপাদন ও ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করে না। ফলে বিনিয়োগ কমে। কমে কাজের সুযোগ ও ক্ষেত্র। ইসলামী ব্যাংকিং-এ এমন অনায়াসলব্ধ আয়ের কোনো সুযোগ নেই। এখানে জমাকারীরা যেমন লোকসানের ঝুঁকি বহন করে, তেমনি ব্যাংকও

^{১২৮২} আল-কুরআন, ৬২:১০; আবু হামিদ আল-গাজালী, *ইহইয়ায়ে উলুম আদ-দীন*, প্রাগুক্ত, কিতাব আদ আল-কাসব ওয়া আল-মা'আশ, খ. ২, পৃ. ৭৬১।

^{১২৮৩} আবু হামিদ আল-গাজালী, *ইহইয়ায়ে উলুম আদ-দীন*, প্রাগুক্ত, কিতাব আদ আল-কাসব ওয়া আল-মা'আশ, খ. ২য়, পৃ. ৭৬১।

^{১২৮৪} প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৬২।

^{১২৮৫} প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৬২; ড. আবুল হাসান এম. সাদেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।

^{১২৮৬} আবু হামিদ আল-গাজালী, *ইহইয়ায়ে উলুম আদ-দীন*, প্রাগুক্ত, কিতাব আদ আল-কাসব ওয়া আল-মা'আশ, খ. ২য়, পৃ. ৭৬২-৭৬৪।

^{১২৮৭} প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৬৪-৭৬৬।

^{১২৮৮} উদ্ধৃত: মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন পাটোয়ারী, মানব কল্যাণে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, *বাংলাটাইম.কম*, এক্সেস: ১৮ ডিসেম্বর ২০১৪।

^{১২৮৯} প্রাগুক্ত।

ব্যবসায় বিনিয়োগ করে লোকসানের ঝুঁকি গ্রহণ করে। দ্বি-পাক্ষিক ঝুঁকির কারণে দু'পক্ষই দক্ষতার সাথে পুঁজি খাটিয়ে ব্যবসায় করে বা উৎপাদনে অর্থ বিনিয়োগ করে। ফলে কর্মবিমুখতার পরিবর্তে কর্মতৎপরতা তৈরি হয়। ইসলামী ব্যাংক ঝুঁকিতে অংশগ্রহণ করে মূলতঃ উদ্যোক্তাকে শুধু উৎসাহিতই করে না; বরং ব্যাংক তার অভিজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ও তত্ত্বাবধান দিয়ে গ্রাহকের ব্যবসার সাফল্য নিশ্চিত করতে চায়। কারণ, ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতিতে গ্রাহকের ব্যবসায় সাফল্য ও ব্যর্থতার সাথে ব্যাংকের স্বার্থও জড়ানো থাকে। একের সাফল্য অন্যকে উদ্বুদ্ধ করে। আর এভাবেই শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গতি আসে এবং ব্যাংকের বিনিয়োগ বাড়ে। সুদী ব্যাংক জামানতমুখী। ঋণদানে তাই তারা দক্ষতাকে গুরুত্ব দেয় না। এজন্যেই সুদী ব্যাংকে ঋণখেলাপী সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে। ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষতাকেই সবচেয়ে বড় বিবেচ্য মনে করে। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় দক্ষ হাতে পুঁজি বিনিয়োগ হয় বলে জাতীয় সম্পদের অপচয় হয় না। তাই ইসলামী শরী'আহর মৌলিক দাবি অনুযায়ী সমাজে অনগ্রসর গোষ্ঠীকে এগিয়ে আনা এবং অবহেলিত বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জরুরি মৌলিক চাহিদা পূরণের উপযোগী ব্যবসায়-শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা ও কৃষিক্ষেত্রে অগ্রাধিকারভিত্তিতে অর্থায়ন করার জন্যই ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় কার্যকর ভূমিকা নেয়া হয়। ফলে অর্থনীতিতে মন্দার আশঙ্কা থাকে না।^{১২৯০}

তিন. মানবকল্যাণ অগ্রাধিকার

ইসলামী শরী'আহর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানবকল্যাণ। আর মানবকল্যাণের মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়।^{১২৯১} বর্তমান ব্যাংকিং কার্যক্রমে ঋণদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আর ইসলামী ব্যাংকিং সমাজের মানুষের কল্যাণে সুদবিহীন ঋণদান তথা বিনিয়োগ প্রদান করে থাকে। আর এভাবে সমাজে সুদ প্রথার পরিবর্তে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রচলিত ব্যাংকিং কার্যক্রমে যে কোনো ধরনের ব্যবসায়ের অবাধ বিনিয়োগ করে থাকে। যেমন, মদ, মাদক দ্রব্য, শূকরসহ সকল প্রকার হারাম বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়। অধিকতর ও দ্রুত লাভের নিশ্চয়তায় হারাম পণ্যের ব্যবসায় লিপ্ত হয়। অপরদিকে এর দ্বারা সমাজে ইসলাম নিষিদ্ধ এসব কাজের বিস্তার ঘটে, যা কখনো ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলাম কেবল হালাল পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের নির্দেশ দেয়। তাই সকল দিক থেকে হালাল পণ্যের ব্যবসা করার জন্য ইসলামী ব্যাংকিং কার্যকর ভূমিকা পালন করে।^{১২৯২} ইসলাম সুদ বিরোধী তাই ইসলামী ব্যাংক সুদে টাকা খাটাতে পারে না। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় মুনাফা বা লাভের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে নতুন নতুন শিল্প-কারখানা ও উৎপাদনমুখী নানা প্রকল্পে বিনিয়োগ বা অর্থায়ন করে থাকে। তাছাড়া ইসলামী ব্যাংক কাউকে ঋণ হিসেবে টাকা দেয় না; বরং উদ্যোক্তাদের কার্যক্রমে অর্থ বিনিয়োগ করে। স্বাভাবিকভাবেই এ সকল উদ্যোক্তাদের কার্যক্রম এবং শিল্প-কারখানা ও প্রকল্পসমূহে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাই কর্মমুখী, শ্রমনির্ভর এবং বেকার সমস্যা সমাধানে কার্যকর ব্যাংক হিসেবেও ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। প্রচলিত ব্যাংকসমূহ সাধারণত সুদের প্রতিশ্রুতিতে আমানত সংগ্রহ করে সুদে মূলধন বা ঐ আমানত লগ্নি বা বিনিয়োগ করে। এ জাতীয় আমানত সংগ্রহ ও বিনিয়োগের ফলে প্রকৃত ব্যবসায়িক কার্যক্রম ব্যহত হয়। ফলে অধিক সুদ পরিশোধ করতে ব্যবসায়ীরা তাদের নৈতিকতা বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা এ সকল অব্যবস্থা মোকাবেলার একমাত্র বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা। কেননা এ ব্যাংক সুদে বিনিয়োগ করে না এবং একচেটিয়া লাভ গ্রহণ করে না। বরং উৎপাদনে বিনিয়োগ করে বিপণনে অংশীদার হিসেবে কাজ করে বলে ব্যক্তি সর্বোচ্চ ন্যায্যনীতি ও অর্থনৈতিক সুবিচারের সুবিধা লাভ করে। প্রচলিত ব্যাংকিং কার্যক্রমের লাগামহীন সুদগ্রহণের ফলে ব্যবসায়ীরা মানহীন পণ্য তৈরি করে বা পণ্যের ওপর সুদের বাড়তি মূল্য যোগ করে, ফলে পণ্যের দাম বেড়ে যায়। শ্রমিকের প্রকৃত মজুরী অনেক কমে যায়। ঋণগ্রহীতা তার শ্রম ও মেধা দিয়ে প্রচলিত ব্যাংকের ঋণ উৎপাদনে বিনিয়োগ করে। ব্যক্তির লাভের সিংহভাগ এবং তার শ্রম ও মেধার বেশিরভাগ অর্জন উচ্চহারের সুদের কারণে ব্যাংক শোষণ করে নেয়। ইসলামী ব্যাংক প্রকৃত ব্যবসায় বিনিয়োগ করে লাভের অংশ চুক্তি অনুযায়ী ভাগাভাগি করে নেয়। ফলে শ্রমিক তার ন্যায্য মজুরী পায় এবং পণ্যের দাম সহনীয় পর্যায়ে থাকে।^{১২৯৩}

৬. সম্পদ উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ

সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনকারীর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। তারা মার্কেট ম্যাকানিজম দ্বারা তড়িত হয়ে মুনাফা সর্বোচ্চকরণের লক্ষ্যে যে কোন পণ্য যেকোন পরিমাণ উৎপাদন এবং যে কোনভাবে বণ্টন করার অধিকার রাখে। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান ব্যয়বহুল অশ্লীল বিজ্ঞাপণ। পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মদ, মাদকদ্রব্য, জুয়া, সকল নৈতিকতা বিনাশী উপকরণ, ব্যাপক গণবিধ্বংসী সমরাস্ত্র, সৃষ্টি জীবের জন্য ক্ষতিকারক এমন কোন পণ্য দ্রব্য উৎপাদন

১২৯০ প্রাণ্ড।
১২৯১ প্রাণ্ড।
১২৯২ প্রাণ্ড।
১২৯৩ প্রাণ্ড।

করা যাবে না এবং বণ্টনের ক্ষেত্রে আদল ও ইহসান প্রতিষ্ঠা করতে হবে।^{১২৯৪} সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনকারীর মত ভোক্তার সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত। উপযোগ সর্বোচ্চকরণের লক্ষে সমাজের স্বার্থের প্রতি তোয়াক্কা না করে যে কোন সামগ্রী যে কোন পরিমাণ ভোগের স্বাধীনতা তাদের রয়েছে। লর্ড কিনসের মতে, ভোগ আয়েরই একটি অপেক্ষক।^{১২৯৫} ইসলামী অর্থনীতিতে ভোক্তার পছন্দ নৈতিকতা, আদর্শ ও আধ্যাত্মিকতা দ্বারা পরিচালিত। এক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের দিক নির্দেশনা হলো:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

অর্থাৎ, ‘তুমি একেবারে ব্যয়কুষ্ঠ হয়োনা এবং একেবারে মুক্ত হস্তও হয়োনা। তাহলে তুমি তিরস্কৃত, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে।’^{১২৯৬}

সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় সম্পদ বণ্টন, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিকট জবাবদিহিতার তেমন কোন কথা বলা হয়নি। কিন্তু ইসলামী অর্থব্যবস্থায় দ্বৈত জবাবদিহিতার কথা বলা হয়েছে।^{১২৯৭} আল্লাহ বলেন:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

অর্থাৎ, ‘আল্লাহ তোমাদেরকে যা দান করেছেন তদ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেও না এবং মানুষের প্রতি দয়াশীল হও যেভাবে আল্লাহ তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন।’^{১২৯৮}

বাজারব্যবস্থা দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে সীমিত সম্পদের সুদক্ষ বণ্টন নিশ্চিত করে বলে সামাজিক ডারউইনবাদের দৃষ্টিভঙ্গি। আসলে দেখা যায়, এই ধরনের মূল্যবোধ ও নৈতিকতাহীন পুঁজিবাদী সমাজে অর্থবিত্তের মালিক ভোক্তা শ্রেণির পছন্দ ও চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন হয়ে থাকে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পক্ষপাতহীনভাবে পরিপূর্ণ প্রতিযোগিতা, দক্ষতা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি পূর্বশর্তের কথা বলে এবং তার ভিত্তিতে উৎপাদন ব্যবস্থা দ্বারা সমাজের চাহিদা পূরণ হবার দাবি করে। কিন্তু বাস্তবে এই পূর্বশর্তসূহের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।^{১২৯৯} প্রথমে অনুমান করে নেয়া হয়েছে যে, প্রাথমিক শর্ত হিসেবে সামাজিক ঐকমত্য গড়ে তোলার প্রয়োজন নেই। বরং বিভিন্ন শ্রেণির ভোক্তাগণ স্বতঃপ্রণোদিতভাবেই তাদের চাহিদার ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের মধ্যে সীমিত রাখবে। ফলে ভোক্তার কোনো স্বেচ্ছাচারী চাহিদার সংঘাত দেখা দেবে না। কিন্তু এই ধারণা তিনটি কারণে ভুল প্রমাণিত হয়েছে :

১. যখন কোনো নৈতিক বাধ্যবাধকতা নেই, তখন বিত্তশালীরা নিজেদের খেয়ালখুশি মতো ভোগ্য ও বিলাস সামগ্রী ক্রয় ও ভোগে কেন বিরত থাকবে? এটাই স্বাভাবিক যে সীমিত সম্পদের অপচয় দরিদ্র শ্রেণির ভোগান্তি হবে-এ ধরনের বিবেক দংশনে ভোগার কারণ নেই। ধনিক শ্রেণি দরিদ্র শ্রেণির দুঃখ-দুর্দশার জন্য নিজেদের বিলাস ও অপচয়কে দায়ী না করে বরং গরীব মানুষের অদক্ষতা ও তথাকথিত অকর্মণ্যতাকে দায়ী করে।
২. ভোগলিপ্সা ও প্রয়োজন পূরণ অথবা অত্যাবশ্যিক ও অপ্রয়োজনীয়-এভাবে চাহিদাকে আলাদা করে দেখার কোনো উপায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নেই। বরং এ ধরনের বিভাজন প্রক্রিয়ার কোনো অবকাশ পুঁজিবাদী দর্শনে নেই। যেহেতু এ ধরনের সামাজিক কোনো মূল্যবোধের তাড়না পুঁজিবাদী সমাজে নেই অথবা সমাজের সার্বিক চাহিদার বিচারে কোন দ্রব্যসামগ্রী প্রয়োজনীয় আর কোনগুলো তুলনামূলকভাবে কম প্রয়োজনীয়, তা নির্ধারণ করে দেয়ার বিষয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের কোনো ভূমিকা নেই। তাই ধনিক শ্রেণি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নিজেদের যথেষ্টা ভোগলালসা ও চাহিদা দ্বারা দরিদ্র মানুষকে তাদের ন্যূনতম প্রয়োজন থেকেও বঞ্চিত করে থাকে।
৩. বণিক শ্রেণি তাদের মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলার জন্য পত্রপত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন ও অন্যান্য মাধ্যমে বিজ্ঞাপনী চমক চাপা করে তোলে। বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনী বিজ্ঞাপনী প্রচারণা ভোক্তা শ্রেণির মাঝে এমন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে সক্ষম যে, তার সামাজিক মর্যাদা তার কেনাকাটার ধার ও ভারের দ্বারা বাড়বে বা কমবে। ফলে সে তার মানসিক বিচারবুদ্ধি হরিয়ে ফেলে, চটকদার বিজ্ঞাপনী আকর্ষণের জোয়ারে ভেসে যায়।^{১৩০০} ‘স্ট্যাটাস সিম্বলস’ (Status Symbols) বা সামাজিক মর্যাদা লাভের অন্তহীন প্রতিযোগিতায় সমাজে সৃষ্টি হয় অফুরন্ত চাহিদার নানা প্রকরণ। গ্যালব্রেইথের ভাষায়, ‘ভোক্তা শ্রেণির সকল প্রকার বিজ্ঞাপনী ভাষার মর্মবাণী দ্রব্যসামগ্রী ভোগের মাঝেই রয়েছে আনন্দের সর্বোচ্চ উৎস এবং এটাই হচ্ছে মানুষের অর্জনের সর্বোচ্চ শিখর।’^{১৩০১} ফলে অপ্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যিক নয় এমন সব সামগ্রীর উৎপাদনে বাজার ভরে যায়। বিজ্ঞাপনের প্রভাবমুক্তভাবে ভোক্তা শ্রেণির যখন দ্রব্য সামগ্রী

^{১২৯৪} বিচারপতি তাকী উসমানী, ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি ও ব্যবসায় নীতি, অনু: শামসুল আলম, (ঢাকা: মাকাবাতুল আযহার, ২০১১ খৃ.), পৃ. ৫১; ড. মুহাম্মাদ বশির উল্লাহ, প্রাগুক্ত।

^{১২৯৫} উদ্ধৃত: ড. মুহাম্মাদ বশির উল্লাহ, প্রাগুক্ত।

^{১২৯৬} আল-কুরআন, ১৭:২৯।

^{১২৯৭} ড. মুহাম্মাদ বশির উল্লাহ, প্রাগুক্ত।

^{১২৯৮} আল-কুরআন, ২৮:৭৭।

^{১২৯৯} ড. এম. উমর চাপড়া, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

^{১৩০০} প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫।

^{১৩০১} জন কে. গ্যালব্রেইথ, দি নিউ ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট, (নিউইয়র্ক: নিউ এমেরিকান লাইব্রেরি, ১৯৭২ খৃ.), ১৫৩; এডওয়ার্ড এস. গ্রীনবার্গ ও রিচার্ড ইয়ং, এমেরিকান পলিটিক্স রিকনসিডার্ড, (বেলমন্ট: ওয়াডসওর্থ, ১৯৭৩ খৃ.), পৃ. ৬১।

নির্বাচন ও কেনার স্বাধীনতা থাকে না, তখন ভোক্তা শ্রেণির সার্বভৌমত্ব ও চূড়ান্ত স্বাধীনতার পুঁজিবাদ হাস্যকর বিষয় মাত্র।^{১৩০২}

এ ধরনের পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়া মুনাফার স্বরূপকে স্ফীত করে তোলে ঠিকই, তবে তা দরিদ্র শ্রেণিকে তাদের প্রয়োজন পূরণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার বিনিময়ে। ধনিক শ্রেণির লোক দেখানো এই ভোগবিলাসপূর্ণ কেনাকাটায় ইন্ধন যোগায় বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক এ খাতে ঋণ প্রদান। এ বিষয়ে দানিয়েল বেল এর মন্তব্য, ‘আগে ক্রয়ের পূর্বে মানুষকে সঞ্চয় করতে হতো, আর এখন ক্রেডিট কার্ডের বদৌলতে মানুষের সঞ্চয় না থাকলেও তারা কেনার হিড়িকে নেমে যেতে পারে। ফলে আগে যা কল্পনা করেনি তেমন চাহিদা ও ক্রয়ের নতুন সড়ক খুলে যাচ্ছে।’^{১৩০৩} ফলে একদিকে সকল কেনার ইচ্ছা হয়ত মিটছে না, কিন্তু অপরদিকে অব্যস্তিতভাবে বেড়ে চলেছে ঘাটতি, মুদ্রা সরবরাহের বৃদ্ধি, মুদ্রানীতি ও বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি এবং দুঃসহ বৈদেশিক ঋণ।^{১৩০৪}

প্রচলিত পশ্চিমা অর্থনীতিতে লভ্যাংশ বণ্টনের বিষয়টি বিভিন্ন উৎপাদন খাতে বিভিন্ন উৎপাদন উপকরণের বণ্টনের ন্যায় গুরুত্ব লাভ করেনি। কারণ এটা স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে যে, উৎপাদন উপকরণসমূহের যদি বিভিন্ন উৎপাদন খাতে দক্ষতার সাথে বিলিবণ্টন নিশ্চিত করা যায়, তবে বিভিন্ন উৎপাদন উপকরণসমূহ মোট উৎপাদনে প্রত্যেকে নিজস্ব অবদান অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের প্রাপ্য আয় পেয়ে যাবে। যদি কোনো উৎপাদন উপকরণের আয় উপযুক্ত নীতি অনুযায়ী প্রাপ্ত তার চেয়ে কম দেখা যায়, তবে দীর্ঘমেয়াদে ঠিক মাত্রায় পৌঁছে যাবে। যেহেতু সম্পদ হচ্ছে মানুষের দীর্ঘকালীন সঞ্চয়ের ফসল, তাই অর্থনৈতিক যুক্তি অনুযায়ী সমাজে বিরাজিত বর্তমান সম্পদ বণ্টনের অবস্থানকে ন্যায়সঙ্গত বলা ছাড়া উপায় নেই। অধিকাংশ পশ্চিমা অর্থনীতিবিদ সমাজে সম্পদ বণ্টনের বর্তমান স্থিতাবস্থার পক্ষে অর্থনীতির শাণিত যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।^{১৩০৫} স্যামুয়েলসন স্বীকার করেছেন, ‘সম্পদ ও আয় বণ্টনের নীতি ও তত্ত্ব এখনো স্থিতিশীলতা লাভ করেনি।’^{১৩০৬} অর্থনীতির এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এ ধরনের অবস্থা কেন বিরাজ করছে সে বিষয়ে সঙ্গভাবেই প্রশ্ন তোলা যায়। উৎপাদনশীল অবস্থার প্রান্তিক তত্ত্ব মোট উৎপাদনে প্রত্যেক উৎপাদন উপকরণের অবদান বা হিস্যা কতটুকু তা প্রদর্শনের চেষ্টা করেছে। অপরদিকে ‘প্যারিটো অপটিমালিটি’ তত্ত্ব আয় বণ্টনের বর্তমান স্থিতাবস্থার কোনোরূপ পরিবর্তনের চেষ্টাকে অনাকাঙ্ক্ষিত বলে বর্ণনা করেছে। এ তত্ত্ব অনুযায়ী আয় ও সম্পদের পুনর্বণ্টন ‘প্যারিটো অপটিমালিটি’ অনুযায়ী সমাজের সব মানুষের সর্বমোট যে সুখবোধ থাকে তা বিনষ্ট হবে। বিভিন্ন মানুষের মাঝে উপযোগ-উপভোগের পারস্পরিক তুলনা সম্ভব নয়-এ ধারণায় বিশ্বাসী অর্থনীতিবিদগণ বলেন যে, আয়ের অধিকতর সুখম বণ্টন আয়ের বৈষম্যমূলক বণ্টনের চেয়ে শ্রেয়তর বা অধিকতর কল্যাণকর হতে পারে মর্মে কোনো বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত উপসংহার টানা যায় না।^{১৩০৭} পুঁজিবাদী সমাজে বলবৎ বর্তমান আয় বণ্টনব্যবস্থা প্রকৃতির কঠিন নিয়মের ফল এবং সঙ্গত বলে তারা রায় প্রদান করেন।

তাই সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা কোনো অলীক আদর্শের ভিত্তিতে আয়ের পুনর্বণ্টনের যে কোনো উদ্যোগ শুধু যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে তা নয়, এ প্রচেষ্টা অনাকাঙ্ক্ষিতও বটে। বর্তমান অর্থনৈতিক মতবাদসমূহ সমাজে বলবৎ আয়বণ্টন ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে। আয়ের বিশাল বৈষম্যকে এসব অর্থনীতিবিদগণ প্রকৃতির নিয়ম ও অনিবার্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাদের মতে, অর্থনৈতিক বা সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা একটি অবাস্তব স্বপ্নমাত্র। এ ধরনের ন্যায়পরায়ণতা প্রচেষ্টা বরং সামাজিক দুঃখ-কষ্টকে বৃদ্ধি করবে।^{১৩০৮} এ ধরনের চিন্তাধারার ফলে প্রতীয়মান হয় যে, পুঁজিবাদী হচ্ছে সম্পূর্ণ নৈতিকতাহীনভাবে অন্যায় ও অসঙ্গত।^{১৩০৯} অন্যদিকে পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, ব্যক্তি মানুষের অন্ধস্বার্থপরতা যা বৈষম্যমূলক আয়বণ্টন ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে, তা একটি প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর সামাজিক শক্তি।^{১৩১০} মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদ ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলিয়াম সামনার বলেন, ‘কোটিপতি ব্যক্তিগণ প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল, সমাজের বিশেষ বিশেষ কর্মসম্পাদনের জন্য প্রকৃতি তাদের নির্বাচন করেছে। তারা উচ্চ মুনাফা অর্জন করে এবং বিলাস

১৩০২ হার্ভে লেইবেনস্টেইন, *বিগুড ইকোনোমিক ম্যান*, (ক্যামব্রিজ: হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৬ খৃ.), পৃ. ৫১-৫২।

১৩০৩ দানিয়েল বেল, *দি কালচারাল কন্ট্রাডিকশনস অব ক্যাপিটালিজম*, (নিউইয়র্ক: বেসিক বুকস, ১৯৭৬ খৃ.), পৃ. ২১।

১৩০৪ ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬।

১৩০৫ এলিস রিভলিন, *ইকোনোমিস্টস এট বে, আমেরিকান ইকোনোমিক রিভিউ*, (ইউএসএ: আমেরিকান ইকোনোমিক এসোসিয়েশন, মে ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ৫-৬; আর. লোকাচম্যান, *ইকোনোমিস্টস এট বে*, (নিউইয়র্ক: ম্যাকগ্রো হিল, ১৯৭৬ খৃ.), পৃ. ৯২।

১৩০৬ পল এ. স্যামুয়েলসন, *ইকোনোমিস্টস*, (নিউইয়র্ক: ম্যাকগ্রো হিল, ১৯৮০ খৃ.), পৃ. ৪৯৯।

১৩০৭ স্ট্যানলি লেবেরগট, ইনকাম ডিস্ট্রিবিউশন ২ (সাইজ), *ইন্টারন্যাশনাল এনসাইক্লোপেডিয়া অব দি সোস্যাল সাইন্সেস*, (নিউইয়র্ক: ম্যাকমিলান এন্ড দি ফ্রি প্রেস, ১৯৬৮ খৃ.), খ. ৭, পৃ. ১৪৭; ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮-৬৯।

১৩০৮ জর্জ সুল, *আইডিয়াস অব গ্রেট ইকোনোমিস্টস*, (নিউইয়র্ক: মেনটর, ১৯৫২ খৃ.), পৃ. ৫৩।

১৩০৯ মাইকেল হ্যারিংটন, *টুইলাইট অব ক্যাপিটালিজম*, (লন্ডন: ম্যাকমিলান, ১৯৭৭ খৃ.), পৃ. ৩২০।

১৩১০ জর্জ সুল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩।

ব্যাসনে জীবনযাপন করে। কিন্তু সমাজের কল্যাণের জন্যই সমাজকে এ মূল্য দিতে হবে।^{১০১১} তাদের উচ্চ আয় সঞ্চয় সৃষ্টি করে, উদ্যোগ গ্রহণকে উৎসাহিত করে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। রবার্ট ওয়েন বলেছেন, ‘দরিদ্র ও বেকারগণ তাদের দারিদ্র্য ও নিরাপত্তাহীনতার জন্য দায়ী নন, বরং তারা যান্ত্রিক বাজারব্যবস্থার শিকার।’^{১০১২} কিন্তু পুঁজিবাদের প্রবক্তা অর্থনীতিবিদদের ভাষ্যে রবার্ট ওয়েনের এই বক্তব্যের কোনো প্রতিধ্বনি মেলে না।

দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য সম্পদ ও আয়ের পুনর্বন্টনের ধারণাকে পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। বিকল্প হিসেবে তারা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকে গুরুত্ব দিয়েছেন। অর্থনীতিবিদ প্যারিটো বলেন, ‘যদি জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের চেয়ে মোট আয়ের বৃদ্ধির হার বেশি না হয় তবে আয়ের বৈষম্য কমানো সম্ভব নয়।’^{১০১৩} পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল উভয় শিবিরের অর্থনীতিবিদগণ আয়ের সুসম বন্টনের পরিবর্তে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর জোর দিয়েছেন। খুরো এই ধরনের চিন্তাধারাকে সংক্ষেপে এভাবে বর্ণনা করেছেন, ‘যদি কোনো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় তবে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং সবার জন্য অধিকতর আয়ের পথ সুগম হবে। জনগণ তাদের অধিকতর আয় অর্জনের কারণে বিত্তশালী অবস্থার প্রতি ক্ষেপণ না করেই সুখি থাকবে। সমাজ তখন আর ধন বৈষম্য নিয়ে মাথা ঘামাবে না। শেষ পর্যন্ত অব্যাহত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে আয় বৈষম্যের দূরত্ব ক্রমশ কমে আসবে।’^{১০১৪} এভাবে দেখা যায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রশ্রুতি মাত্রাহীন গুরুত্ব লাভ করেছে এবং একে আয় বৈষম্যহ্রাসের অস্ত্র হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি দরিদ্র জনগণের ভোগের মাত্রা বাড়াতে সক্ষম হলেও তাদের সব অভাব পূরণ করতে পারেনি। অধিক প্রবৃদ্ধি ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। তদানুযায়ী বেড়েছে তাদের ভোগের মাত্রার ব্যবধানও। কোলকো এর মতে, ‘যত দিন আয় বৈষম্য বিরাজ করবে ততদিন ধনী ও দরিদ্র শ্রেণির মাঝে ভোগের বিরাট ব্যবধানও থেকে যাবে।’^{১০১৫} অধিক প্রবৃদ্ধি প্রকৃতপক্ষে ধনিক শ্রেণির বিত্ত ও আয়কে আরো ফাঁপিয়ে তোলে, কেননা বৈষম্য সৃষ্টিকারী সকল প্রকার পুঁজিবাদী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এ অবস্থায় অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। অধিকন্তু প্রবৃদ্ধি কখনো একটানা চলতে থাকে না। প্রবৃদ্ধিতে মাঝে মাঝে দেখা দেয় মন্দা ও বেকারত্ব। এই অর্থনৈতিক মন্দা সবার জন্য ক্ষতিকর হলেও দরিদ্র শ্রেণির ওপর এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক।^{১০১৬}

সমকালীন অনেক পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদ স্বীকার করে নিয়েছেন যে, অর্থনীতির কোনো খাতেই পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা বিরাজ করে না। বরং একচেটিয়া মালিকানা, বৈষম্যমূলক সুযোগ-সুবিধা, বিশেষ বিশেষ শ্রেণির জন্য ব্যাংক ঋণের অবাধ সুযোগ, কোনো বিশেষ খাত বা অঞ্চলে নতুনদের বিনিয়োগের জন্য প্রবেশের ক্ষেত্রে নানা কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি হচ্ছে বাজার অর্থনীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এ অবস্থাই বিদ্যমান সম্পদ ও আয় বৈষম্যের জন্য প্রধানত দায়ী। এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, জবাবদিহি ও দায়বদ্ধতাহীন পুঁজিবাদী সমাজ ও অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে আয়-বৈষম্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ কথাও প্রতিভাত হয়েছে যে, মানুষের কেবলমাত্র কার্যক্ষমতার পার্থক্যের জন্যই আয়-বৈষম্যের সৃষ্টি হয়নি।^{১০১৭} আয়-বৈষম্যের জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী মানবসৃষ্ট পক্ষপাতমূলক নানা অবস্থা। আয়-বৈষম্যের অন্যতম প্রধান বাস্তব কারণ হচ্ছে উৎপাদন উপকরণ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিকানা সমাজের মানুষের মাঝে সুসমভাবে বিস্তৃত ও বণ্টিত নয়। ব্যাংকব্যবস্থাও এ অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা সৃষ্টির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্যই ব্যাংক ঋণের দুয়ার খোলা থাকে। গ্যালব্রেইথের ভাষায়, ‘পরিকল্পিত অর্থনীতিতে বৃহৎ কর্পোরেশনসমূহ বাণিজ্যিক ব্যাংক, ইনসিওরেন্স কোম্পানি ও বিনিয়োগ ব্যাংকসমূহের নিকট আকর্ষণীয় খন্দের।’^{১০১৮} তিনি আরো মন্তব্য করেন, ‘পরিকল্পিত অর্থনীতিতে দেখা যায় যাদের ঋণ নেবার প্রয়োজন নেই, এসব বৃহৎ সংস্থাসমূহই ব্যাংকের সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহভাজন। বিপরীত চিত্র দেখা যায় তারা ব্যাংকের নিকট আকর্ষণীয় খরিদার নয়।’^{১০১৯} বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিকট ব্যাংক ঋণের সহজলভ্যতার ফলে সমাজে ন্যায়পরতার সৃষ্টির পরিবর্তে ঐ সব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সমাজে কাঙ্ক্ষিত ন্যায়পরতার দুয়ার ক্রমাগত অবরুদ্ধ হয়ে কতিপয় ধনিক-বণিক শ্রেণির স্বার্থই ক্রমাগতভাবে চরিতার্থ

- ^{১০১১} উইলিয়াম জি. সামনার, *দি চ্যালেঞ্জ অব ফ্যাক্টস এন্ড আদার এসেজ*, আলবার্ট জি কেলার সম্পাদিত, (নিউ হ্যাভেন: ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯১৪ খৃ.), পৃ. ৯০।
- ^{১০১২} উদ্ধৃতি: জর্জ ডাল্টন, *ইকোনোমিক সিস্টেম এন্ড সোসাইটি*, (কিংস্পোর্ট: কিংস্পোর্ট প্রেস, ১৯৭৪ খৃ.), পৃ. ৭৭।
- ^{১০১৩} স্ট্যানলি লেবেরগট, *প্রাণ্ডজ*, খ. ৭, পৃ. ১৫১; ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, *প্রাণ্ডজ*, পৃ. ৬৯।
- ^{১০১৪} লেস্টার খুরো, *দি ইলুসন অব ইকোনোমিক নেসিসিটি*, সোলো এন্ড অ্যান্ডারসন সম্পাদিত, (নিউইয়র্ক: প্রায়োগার, ১৯৮১ খৃ.), পৃ. ২৫০, ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, *প্রাণ্ডজ*, পৃ. ৬৯।
- ^{১০১৫} গ্যাব্রিয়েল কলকো, *ওয়েলথ এন্ড পাওয়ার ইন এমেরিকা : এন এনালাইসিস অব সোস্যাল ক্লাস এন্ড ইনকাম ডিস্ট্রিবিউশন*, (নিউইয়র্ক: প্রায়োগার, ১৯৬৪ খৃ.), পৃ. ৬৮ ও ১২৬।
- ^{১০১৬} ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, *প্রাণ্ডজ*, পৃ. ৭০।
- ^{১০১৭} জেকব মিনসার, *দি ডিস্ট্রিবিউশন অব লেবার ইনকামস : এ সার্ভে উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু দি হিউম্যান ক্যাপিটাল এ্যাপ্রোচ*, *জার্নাল অব ইকোনোমিক লিটারেচার*, (ইউএসএ: আমেরিকান ইকোনোমিক এসোসিয়েশন, মার্চ ১৯৭০ খৃ.), পৃ. ১-২৬; ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, *প্রাণ্ডজ*, পৃ. ৭১।
- ^{১০১৮} গ্যালব্রেইথ, *ইকোনোমিক্স এন্ড দি পাবলিক পারপাস*, (নিউইয়র্ক: নিউ এমেরিকান লাইব্রেরি, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ১৮৬-১৮৭।
- ^{১০১৯} *প্রাণ্ডজ*, পৃ. ১১-৫০ ও ২৯৭।

হয়েছে। অপরদিকে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যারা সীমাবদ্ধ বেতন ও মজুরি পাচ্ছে, তাদের দুর্গতি বেড়ে চলেছে। কার্ল মার্কস এ সমস্যা এবং এ অবস্থিত অবস্থা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু তিনি ব্যক্তি মালিকানা অবসানের যে অবাস্তব সমাধান বাতলে দিয়েছিলেন তা সমাধানের বদলে অধিকতর সমস্যার জন্ম দিয়েছে।^{১০২০}

ডেভিড রকফেলার একবার সবাইকে স্তম্ভিত করে জানিয়েছিলেন যে, এক ভোটের ফলাফলে দেখা গেছে, প্রতি পাঁচজন ছাত্রের মধ্যে তিনজন ছাত্রই মনে করে যে, বৃহৎ পুঁজিপতি পরিবারগুলো সরকারের লাগাম প্রশাসন ও কংগ্রেসের হাত হতে ছিনিয়ে নিয়েছে। উক্ত ভোটের ফলাফল মিশিগান ইউনিভার্সিটি কর্তৃক পরিচালিত এক গবেষণা জরিপ দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। সেখানে দেখা গেছে, ৫৯% আমেরিকান নাগরিকই মনে করেন যে, কয়েমী স্বার্থবাদী কতিপয় পুঁজিবাদী পরিবারই সরকারকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে।^{১০২১} এমতাবস্থায় আয় ও সম্পদের বৈষম্য নিরসনে অর্থনীতির কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানসমূহের আমূল পরিবর্তন অত্যাৱশ্যক বলে তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। বৈষম্য হ্রাস করতে পারে এমন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি আদর্শিক দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যতীত এ ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রত্যাশা করা যায় না। একই সাথে প্রয়োজন সামাজিকভাবে কাজিষ্ঠ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রতি রাষ্ট্রের শক্তিশালী ইতিবাচক ভূমিকা পালনের সদিচ্ছা। কিন্তু 'লেইজে ফেয়ার' অর্থনীতির স্থলে যে কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রব্যবস্থা পাশ্চাত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা বাঞ্ছিত ফলাফল আনয়নে ব্যর্থ হয়েছে।^{১০২২}

চ. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তদারক

আল-গাজালী ব্যক্তি ও সামাজিক উভয় কল্যাণের জন্যে নৈতিক আচরণ এবং তার পরিশুদ্ধতা সম্পর্কে অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। অর্থনৈতিক সংস্থা-প্রতিষ্ঠানগুলোকে সঠিক ধারায় পরিচালিত করতে (আল-আমর বিল-মারুফ) এবং সেগুলোকে দুর্নীতি বা অসদাচরণ (আল নাহি 'আনিল মুনকার) থেকে বিরত রাখার জন্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তদারক বা পর্যবেক্ষণের বিষয়টি মন্দা মোকাবেলায় ভূমিকা রাখে। তিনি 'কিতাব আল-আমর বিল-মারুফ ওয়া নাহি 'আনিল মুনকার' শিরোনামে সম্পূর্ণ একটি দীর্ঘ অধ্যায়ে একটি হিসাব প্রতিষ্ঠান বা তদারকি বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যার আওতাভুক্ত করা হয়েছে, ভাল কাজের আদেশ ও খারাপ কাজের নিষেধ, ওগুলো বাস্তবায়নের হিসাব প্রতীক, মুহতাসিব বা তদারকি কর্মকর্তার যোগ্যতা ও মান, তদারকি কর্মকাণ্ড, পর্যবেক্ষণাধীন জনসাধারণ, তদারকের প্রকৃতি বা ধরন, তদারকি কাজ বাস্তবায়নের পরামর্শ থেকে শুরু করে তদারকির অবস্থা ও শাস্তি এবং তদারকির রীতি-পদ্ধতিসহ ব্যাপকভিত্তিক বিষয়।^{১০২৩} অর্থনৈতিক অঙ্গনে তিনি এমন কিছু আচরণের ইঙ্গিত দিয়েছেন যেগুলোর ওপর নজর রাখা এবং সংশোধন করা উচিত।^{১০২৪} এসব আচরণের মধ্যে, সাম্প্রতিক বাণিজ্য অঙ্গনে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত পণ্য ও সেবার ত্রুটি গোপন করে রাখার কাজটি খুবই বিপজ্জনক হতে পারে। বিশেষত যখন ওষুধ, খাদ্যদ্রব্য ও যানবাহন বা পরিবহণের ক্ষেত্রে তা করা হয়। যেমন, উৎপাদকরা কোন ওষুধ এবং ময়লা আবর্জনাযুক্ত চিনি ও খাদ্য-দ্রব্যের কথা গোপন রাখলে তা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটি রোগ সৃষ্টি করতে পারে। কোন বিমান তৈরিতে ত্রুটি থাকলে তা অসংখ্য মানুষের জীবনহানির কারণ ঘটতে পারে। বিজ্ঞাপন হিসেবে পরিচিত অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্প্রতি বাণিজ্যিক কার্যক্রমেও ব্যাপকভাবে চলছে মিথ্যা প্রচারণার ব্যবহার। এ আচরণ সর্বজনবিদিত এবং উন্নত দেশগুলোর কিছু কিছু এ ক্ষেত্রে বড় ধরনের ত্রুটি ও অনিয়ম দমন করার জন্যে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।^{১০২৫} অপর একটি অসদাচরণ হচ্ছে ওজন ও মাপে কম দেয়া। অনানুষ্ঠানিক বা খোলা বাজারে খুব সহজেই এ কাজ করা হয়। বর্তমান যুগের আনুষ্ঠানিক বাজার, যেখানে পণ্যদ্রব্য মানসম্মত ও প্যাকেটজাত করা থাকে সেখানেও এ ধরনের অসদাচরণ লক্ষ্য করা যায় পণ্যের গুণগত মান, সংখ্যা বা পরিমাণের তুলনায়। অর্থাৎ পণ্যে ভেজাল উপাদানের মিশ্রণ থাকতে পারে এবং অনুরূপভাবে নির্ধারিত অনুপাতের চেয়ে কম থাকতে পারে। এও এক ধরনের প্রতারণা, যা ক্রেতাদের পক্ষে সহজে যাচাই করা সম্ভব হয় না। যদি কোন ব্যক্তি এ ধরনের কারবার সম্পর্কে অবহিত বা সচেতন থাকে, আল-গাজালীর মতে, তাহলে তার কর্তব্য হলো তা বন্ধ করা অথবা এ ধরনের অপকর্ম বন্ধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে যথাযথ সরকারি কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা। আল-গাজালী লেনদেনকারী পক্ষগুলোকে কোন রকম ব্যর্থতা ও বিরোধে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষার জন্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে চুক্তির ইসলামী আইনগত শর্তগুলো মেনে চলা হচ্ছে কি-না তা লক্ষ্য রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়া কোন নিষিদ্ধ পণ্য যাতে বাজারে

^{১০২০} ড. এম. উমর চাপড়া, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

^{১০২১} রিচার্ড জে. বারনেট ও রোনাল্ড ই. মুলার, গ্লোবাল রিচ : দি পাওয়ার অব দি মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন, (নিউইয়র্ক: গুইনন এন্ড চাসটার ১৯৭৪ খৃ.), পৃ. ২৪।

^{১০২২} ড. এম. উমর চাপড়া, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

^{১০২৩} আবু হামিদ আল-গাজালী, ইহইয়ায়ে উলুম আদ-দীন, প্রাগুক্ত, কিতাব আদ আল-কাসব ওয়া আল-মা'আশ, খ. ৩, পৃ. ১১৯২-১২৮১।

^{১০২৪} প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১২৪৮-১২৪৯।

^{১০২৫} ড. আবুল হাসান এম. সাদেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।

কেনাবেচা না হয় তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব হচ্ছে হিসবাহ প্রতিষ্ঠানের।^{১০২৬} আল-গাজালী 'আমর বিল মারুফ' ও 'নাহি আনিল মুনকার' করণীয়ভুক্ত খারাপ জিনিসগুলোকে (মুনকারাত) অর্থনৈতিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।^{১০২৭}

ছ. ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় মূল্যবোধের গুরুত্ব

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা ইসলামী শরী'আহ কর্তৃক পরিচালিত ইসলামী মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যার ফলে অর্থব্যবস্থায় অনৈতিক কর্মকাণ্ড অনুপস্থিত থাকে এবং আর্থিক মন্দার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। আল-গাজালী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইহইয়ায়ে উলুম আদ-দীন'-এ সে মূল্যবোধগুলোর চমৎকার, যুক্তিসঙ্গত ও দিকনির্দেশনামূলক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সন্তোষজনকভাবে ৭টি শর্ত বিদ্যমান থাকলে তা পুরোপুরি দ্বীনসম্মত হবে। এসব শর্তের একটি উল্লেখযোগ্য ও আকর্ষণীয় বিষয় হলো, তার অর্থনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি এবং জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক কল্যাণসংশ্লিষ্টতার স্থান সবকিছুর ওপরে।^{১০২৮} শর্তগুলো^{১০২৯} নিম্নরূপ :

প্রথমত: অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূচনায় সৎ উদ্দেশ্য অর্থাৎ অন্যের সাহায্যনির্ভরতা থেকে মুক্ত হতে নিজের প্রয়োজন পূরণ করা, দ্বীন অর্জনের জন্যে ব্যয় করা এবং নিজ পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজন পূরণ করা। আল-গাজালী এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক ব্যাখ্যাসহ উদ্দেশ্যের আরো তিনটি দিক উল্লেখ করেছেন। তিনি অর্থনৈতিক বিষয়ে (১) মুসলমানদের কল্যাণ, (২) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে 'আদল ও ইহসান বা ন্যায্য-বিচার ও পরোপকার, এবং (৩) আমর বিল মা'রুফ ওয়া নাহি 'আনিল-মুনাফার (সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ)-এ উদ্দেশ্যগুলোর কথা বিবেচনায় রাখার তাগিদ দিয়েছেন। তাঁর মতে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কারো যদি এ ধরনের আন্তরিক উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে তার এ সংক্রান্ত কাজ বিবেচিত হবে আখিরাতের কাজ হিসেবে। সেই সাথে যদি ঐ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে মুনাফা অর্জন করে তাহলে সেটি হবে তার বাড়তি পাওয়া। আর যদি লোকসান করে, তাহলে আখেরাতে তা ফিরে পাবে। তিনি বলেন, প্রতিটি ব্যক্তি যদি সেই সদিচ্ছা নিয়ে বাজারে প্রবেশ করতো তাহলে অর্থনৈতিক পরিবেশ অত্যন্ত সন্তোষজনক, সুষ্ঠু ও কল্যাণমুখী হতো।

দ্বিতীয়ত: ব্যক্তির মাঝে এ মনোভাব থাকতে হবে যে, সে ব্যবসা বা বাণিজ্যের মাধ্যমে একটা ফরজ আল-কিফায়া (সামাজিক বাধ্য-বাধকতা) পালন করেছে। কারণ শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ করা হলে মানুষের জীবন-জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতএব, তাদের জীবনযাত্রা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যে, জনসাধারণ যেন পরস্পরের সম্পূর্ণ হয়। যদি প্রতিটি লোক একটি মাত্র কাজে নিজেকে কেন্দ্রীভূত করে, তাহলে অন্য কর্মকাণ্ড পরিচর্যাহীন হয়ে পড়বে। ফলে তাদের জীবনযাত্রা ব্যাহত হবে।

তৃতীয়ত: দুনিয়ার বাজারকে আখেরাতে বাজার থেকে দূরে সরিয়ে রাখা কারো উচিত হবে না। আখেরাতে বাজার হচ্ছে মসজিদ। অর্থাৎ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় কারো ইসলামী বাধ্যবাধকতা পালন প্রভাবিত হবে না।^{১০৩০} এর মাধ্যমে আল-গাজালীর ঐ অর্থনৈতিক দর্শনের ওপর পুণরায় গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, অর্থনৈতিক সাফল্য একটি উপায় বা উপকরণ, তা স্বয়ং কোনো লক্ষ্য নয়। উপায় বা উপকরণ লক্ষ্যকে অতিক্রম করতে পারে না।

চতুর্থত: বাজারে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ। এর মাধ্যমে আল-গাজালী জিকর (তাসবীহ বা আল্লাহর ভালো নাম পাঠ) ও তাকওয়া উভয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। জিকর যেহেতু আল্লাহর কিছু পবিত্র নাম স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তাকওয়া মানুষকে অর্থনৈতিক কায়-কারবারে আল্লাহর নিষিদ্ধ ও অনুমোদিত কাজ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করে, তা প্রতারণা, মজুদকরণ ইত্যাদিসহ যাবতীয় অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধ করে দেবে।

পঞ্চমত: কারো এতবেশী অর্থলিপ্সু হওয়া উচিত নয়, যাতে তাকে বাজারে সবসময় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়। আল-গাজালীর মতে, আখেরাতে বাজারের জন্যে কাজ বা ইসলামের জন্যে কর্মকাণ্ড সম্পাদনের লক্ষ্যে যখন কারো পর্যাপ্ত (কিফায়া) অর্থ উপার্জন হয়ে যায়, তখন তার কাজ বন্ধ করা উচিত। অর্থাৎ ঐ পর্যন্তই উপার্জন করা উচিত যতখানি মৌলিক প্রয়োজন।

ষষ্ঠত: একজনকে কেবল নিষিদ্ধ পণ্য বা তার ব্যবসায়িক কারবার থেকে বিরত থাকলে চলবে না, তাকে সন্দেহযুক্ত পণ্য ও কারবার থেকেও দূরে থাকতে হবে। আল-গাজালীর মতে, লোকদেরকে কেবল ফতোয়া বা ইসলামী আইনের বিষয়টি বিবেচনায় নিলেই চলবে না বরং নিজের অন্তরাত্মার কাছেও তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে এবং তাতে যদি কোন ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেয় তাহলে তা থেকে দূরে থাকতে হবে। এখানে প্রতীয়মান হয় যে, আল-গাজালী ইঙ্গিত দিয়েছেন, যে কোন অর্থনৈতিক কায়-কারবারেই ইসলামের মৌল চেতনার অবস্থান ও মর্যাদা সর্বোচ্চ।

১০২৬ উদ্ধৃত: ড. আবুল হাসান এম. সাদেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।

১০২৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪।

১০২৮ উদ্ধৃত: ড. আবুল হাসান এম. সাদেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০; আবু হামিদ আল-গাজালী, ইহইয়ায়ে উলুম আদ-দীন, প্রাগুক্ত, কিতাব আদ আল-কাসব ওয়া আল-মা'আশ, খ. ২, পৃ. ৭৬৪-৭৬৬।

১০২৯ ড. আবুল হাসান এম. সাদেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০-১০১; আবু হামিদ আল-গাজালী, ইহইয়ায়ে উলুম আদ-দীন, প্রাগুক্ত, কিতাব আদ আল-কাসব ওয়া আল-মা'আশ, খ. ২, পৃ. ৭৬৪-৮০৫।

১০৩০ আল-গাজালী এ বিবৃতির সমর্থনে কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করেছেন। আল-কুরআন, ২৪:৩৭।

যেকোন একটি কাজ শরী'আহ্ অনুযায়ী অনুশীলনের মাধ্যমে তাকে শরী'আহ্ সম্মত করা যেতে পারে। কিন্তু কখনো কখনো তা থেকে শরী'আহ্ মৌল চেতনার বিপরীত ফলও আসতে পারে।

সম্পদ: অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড করতে গিয়ে কোন ব্যক্তিকে অনেক পক্ষের সঙ্গে কারবার করতে হয়। তাদের সবার সঙ্গেই সুন্দর ব্যবহার ও যথাযথ আচরণ করতে হবে। আল-গাজালীর মতে, ন্যায়বিচার কল্যাণকামিতা ও ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি ভালোবাসার জন্যে এসব শর্ত একটি মুসলিম অর্থনৈতিক সংস্থার জন্য বাধ্যতামূলক। যদি কেউ ন্যায়বিচার ('আদল)-এর সীমানার মধ্যে অবস্থান করে তাহলে সে 'সালেহীন' বা নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এর সঙ্গে সে যদি কল্যাণময়তা বা 'ইহসান' যুক্ত করে, তাহলে সে 'মোকাররাবীন' বা আল্লাহর নিকটবর্তী লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর সে যদি ওপরে উল্লিখিত শর্তগুলোর ব্যাপারে সন্তুষ্টচিত্ত হয়, তাহলে সে 'সিদ্দিকীন'-এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

জ. সম্পদ কুক্ষিগতকরণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে যেনতেনভাবে মুনাফা সর্বাধিক করাই মূল লক্ষ্য। অন্যদিকে ইসলামী শরী'আহ্য় মুনাফা অর্জন বৈধ কিন্তু মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে গুটিকয়েক লোকের আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার সুযোগ নেই। সম্পদ কতিপয় ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত করার সুযোগ ইসলামী শরী'আহ্য় নেই। ব্যক্তি স্বার্থে নয়, সমাজের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করাই ইসলামী শরী'আহ্র প্রধান লক্ষ্য। ইসলামী ব্যাংকের সকল কার্যক্রমে ইসলামী শরী'আহ্ পরিপালনের চেষ্টা হয় বলেই সেখানে সম্পদ কোনো বিশেষ শ্রেণি বা ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত হওয়ার সুযোগ নেই। প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় বহুসংখ্যক লোকের নিকট থেকে তহবিল সংগৃহীত হয়ে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির হাতে চলে যায়। ফলে সেখানে অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট হয়। আবার এই অল্পসংখ্যক পুঁজিপতি ব্যাংকের টাকা পরিশোধ না করলে তার কুপ্রভাবে বিপুলসংখ্যক আমানতকারীসহ গোটা সমাজ আক্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু ঐ অল্পসংখ্যক পুঁজিপতি ব্যাংকের টাকা খাটিয়ে টাকার পাহাড় জমাতেও এর ভাগ আমানতকারীরা পায় না।

ঝ. যোগান ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা

সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় ধরেই নেয়া হয়েছে মানুষের অভাব অসীম অর্থাৎ চাহিদা অসীম এবং তা পূরণের জন্য যে সম্পদ রয়েছে তা সীমিত অর্থাৎ যোগান সীমিত। সীমিত সম্পদ দ্বারা অসীম অভাব পূরণ করার অব্যর্থ চেষ্টা করাই সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মূল আলোচ্য বিষয়। কিন্তু বাস্তবে কখনোই সীমিত সম্পদ দ্বারা অসীম অভাব পূরণ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সমস্যা কখনোই সমাধান হবে না এটাই বাস্তবতা। যার বাস্তবতা আজ বিশ্ববাসী হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।^{১০০১} সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার জনক এ্যাডাম স্মিথ বলেন, 'মানুষ খুব Greedy (লোভী), তাই তাকে স্বাধীন ছেড়ে দাও, লোভের কারণে কাজ করবে এবং অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত হবে।'^{১০০২} মানুষের দায়িত্ব হলো কল্যাণ অর্জনের জন্য কাজ করা। সব মানুষের আর্থিক প্রয়োজন পূরণ সেই কল্যাণেরই অংশ। যে উপাদান মানুষের জন্য যত বেশি প্রয়োজন, পৃথিবীতে সেগুলো তত বেশি মওজুদ রয়েছে। অক্সিজেন, সূর্যের আলো কিংবা পানির মতো সব অপরিহার্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। মানুষও তার উৎপাদন ও বন্টনে আল্লাহর সৃষ্টি জগতের এই নৈতিক শৃঙ্খলা অনুসরণ ও মান্য করবে। ফলে জীবন সহজ ও সুন্দর হবে। লোভ বা Greed-এর পরিবর্তে প্রকৃত চাহিদা বা Need-কে অগ্রাধিকার দিয়ে দরদ ও দায়িত্ববোধের সাথে সম্পদ উৎপাদন, ভোগ ও ব্যবহার করলে সম্পদ ও চাহিদার টানা পোড়ন কমে যাবে। একজন লোভী মানুষের লোভ বা Greed পূরণ পৃথিবীর সব সম্পদ দিয়েও সম্ভব নয়। কিন্তু সব মানুষের প্রকৃত চাহিদা পূরণে পৃথিবীর সম্পদ পর্যাপ্ত।^{১০০৩} পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থব্যবস্থার কাজ হলো মানুষের ভিতর থেকে Greed (লোভ) বের করা এবং Need পূরণ করা। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় অভাবের স্থলে প্রয়োজন শব্দ ব্যবহার করা হয়। মানুষের প্রয়োজন সীমিত এবং প্রয়োজন পূরণের জন্য সম্পদ পর্যাপ্ত। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ

অর্থাৎ, 'আমি ভূপৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি এবং তার ওপর পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে উৎপাদন করেছি।'^{১০০৪} অতএব, সুপরিমিত বা পর্যাপ্ত সম্পদ দ্বারা সীমিত প্রয়োজন মিটানো সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয় একদিকে সম্পদের পরিপূর্ণ, উপযুক্ত, কার্যকর ব্যবহারের অভাব ও সমাজ ও ব্যক্তির উদ্যোগের অভাব অন্যদিকে মানুষের লাগামহীন চাহিদা। এই লাগামহীন চাহিদা বা প্রয়োজনকে পবিত্র কুরআনে এভাবে টেনে ধরা হয়েছে :

وَأَتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّةً وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبْدِرُوا تَبْدِيرًا إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ- كَفُورًا

^{১০০১} ড. মুহাম্মাদ বশির উল্লাহ, প্রাণ্ডক্ত।

^{১০০২} উদ্ধৃত: প্রাণ্ডক্ত।

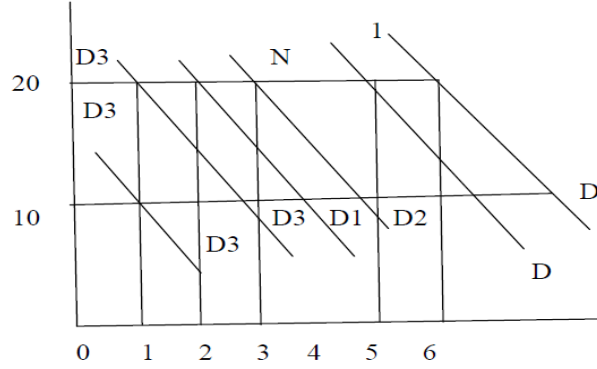
^{১০০৩} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, মাকাসিদে শরী'আহ্র আলোকে ব্যাংকিং ও আমাদের করণীয়, ইসলামী ব্যাংকিং, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০১৫), পৃ. ৪০।

^{১০০৪} আল-কুরআন, ১৫:১৯।

অর্থাৎ, আত্মীয়স্বজনকে তার হক দান কর এবং অভাবগ্রস্থ ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ।^{১৩৩৫} অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, $اَللّٰهُكُمُ التَّكَاثُرُ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ-$ অর্থাৎ, প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে। এমনকি তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও।^{১৩৩৬}

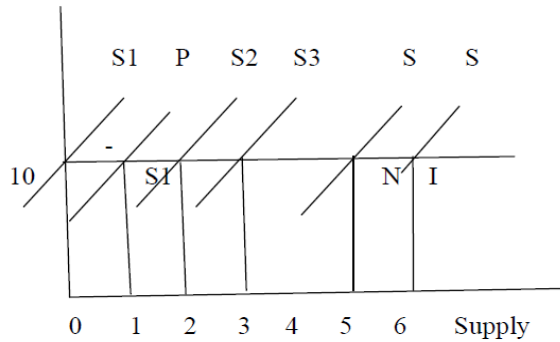
সম্পদের ওপর সীমাহীন চাহিদার তুলনায় সম্পদের আপেক্ষিক স্বল্পতার পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিশোধন কৌশলের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সম্পদের ওপর যত দাবি আছে, তা একটি বিশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেতে হবে। এতে দ্বৈত লক্ষ্য অর্জিত হবে, লভ্য সম্পদ ও চাহিদাকে সমপর্যায় আনা যাবে এবং ঈঙ্গিত আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জিত হবে।^{১৩৩৭} পুঁজিবাদ ভোক্তাদেরকে তাদের নিজ নিজ অগ্রাধিকার অনুসারে সর্বোচ্চ পরিতৃপ্তির লক্ষ্যে যা চায় তাই ভোগ করার অনুমতি দেয়। এ মতবাদ ভোক্তাদের অগ্রাধিকার বিবেচনায় উৎপাদনের যে যে জিনিস ব্যবহার করে তা বাজার নির্ধারিত মূল্যে বিশোধন কৌশল হিসেবে কাজ করে। এ ধরনের মূল্য নির্ধারণ সর্বোচ্চ উপযোগিতা প্রয়াসী ভোক্তা কতটুকু ভোগ করবে এবং সর্বোচ্চ মুনাফা প্রত্যাশী উৎপাদক কী উৎপাদন করবে তা নির্ধারণ করে চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে একটি সমতা আনয়ন করে।^{১৩৩৮} নিম্নে ইসলামী অর্থব্যবস্থায় চাহিদার স্বরূপ কেমন হবে তা চাহিদা রেখার (চিত্র নং ৩১) মাধ্যমে দেখানো হলো:

চিত্র ৩১: ইসলামী অর্থব্যবস্থায় চাহিদা রেখা



ইসলামী অর্থনীতিতে সুপ্ত চাহিদা ও সাধারণ চাহিদার সমষ্টিই হবে ইসলামিক চাহিদা। অতএব ইসলামী চাহিদার সমীকরণ হলো : $ID=ND+PD$ । যেখানে $ID=Islamic\ Demand$, $ND=Normal\ Demand$ এবং $PD=Potential\ Demand$ (সম্ভাব্য বা সুপ্ত চাহিদা)। চাহিদার ন্যায় ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যোগান রেখাও কাজ করে। যা নিম্নে চিত্রের (চিত্র নং ৩২) মাধ্যমে ফুটে ওঠে:

চিত্র ৩২: ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যোগান রেখা



ইসলামী যোগান হলো : $IS=NS+PS$ । যেখানে $IS=Islamic\ Supply$, $NS=Normal\ Supply$ এবং $PS=Potential\ Supply$

^{১৩৩৫} আল-কুরআন, ১৭:২৬-২৭।

^{১৩৩৬} আল-কুরআন, ১০২:১-২।

^{১৩৩৭} ড. এম. উমর চাপড়া, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬।

^{১৩৩৮} প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬।

পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক দর্শন মানুষের অসীম অভাব ও সসীম সম্পদের কথা বলে। অসীম চাহিদার সাথে সসীম সম্পদের ভারসাম্য রক্ষা পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রধান চ্যালেঞ্জ। অন্যদিকে ইসলামী দর্শনে সম্পদের মালিক আল্লাহ অভাবহীন ও অমুখাপেক্ষী। অভাবহীন ও অমুখাপেক্ষী আল্লাহর খলিফা বা ট্রাস্টিরূপে মানুষ তার মালিক ও পালনকর্তার আদেশ ও নিষেধের অনুবর্তী হয়ে সম্পদ অর্জন ও ব্যবহারে ‘আদল’ বা ন্যায়বিচার এবং ‘ইহসান’ বা দয়ার নীতি অনুসরণ করবে। তারা কল্যাণমূলক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা ‘মা’রুফ’ কায়েম করবে। মানুষের জীবনকে বোঝা-বন্ধন ও কষ্ট-যাতনা বা ‘মুনকার’ থেকে মুক্ত করবে। দরদি মানুষরূপে তারা পৃথিবীর সম্পদে সকল মানুষের প্রকৃত চাহিদা পূরণের জন্য অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এর ফলে সম্পদের জোগান ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা সহজ হবে।^{১৩৩৯} পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে নিম্নের ৩টি শর্ত^{১৩৪০} পূরণ করলে তাকে চাহিদা বলে :

ক. দ্রব্য ও সেবা ক্রয়ের প্রতি ক্রেতার প্রবল আকাঙ্ক্ষা।

খ. ক্রয় করার আর্থিক সামর্থ্য।

গ. অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা।

উপর্যুক্ত চাহিদার সংজ্ঞায় আর্থিক সামর্থ্যহীন শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, নারী, মুসাফির, এতিম, মিসকীন ও অভাবীদের পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার আলোচনার শুরুতেই বাদ দেয়া হয়েছে। তাই এই অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে কখনোই সার্বিক মানবকল্যাণ সাধন সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাত, উশর, সাদাকা তুল ফিতর, নফল সাদাকা প্রভৃতির মাধ্যমে উল্লিখিত ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা রয়েছে।^{১৩৪১}

‘পুঁজিবাদের ধ্বংসের বীজ তার মধ্যে নিহিত থাকে’ একথাটি যেমন সত্য তেমনি আজকে সত্যিকার অর্থেই একথা সত্য যে, দৃশ্যমান বিশ্ব মন্দার ক্ষত চলমান পুঁজিবাদী অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ সঙ্কট থেকে সৃষ্ট। কারণ, একদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোক্তাদের হাতে থাকবে না অর্থ, সম্পদ জমা হবে গুটিকয়েক মানুষের হাতে, ভোগের পেয়ালায় হবে সম্পদ অপচয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্কট যত বাড়বে, বিশ্ব সম্পদ বন্টন বৈষম্য যত বাড়বে, মন্দা ততই বাড়বে। এটাই বাস্তবতা। এটাই যথার্থ। মন্দা আবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে বিশ্ব ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন অত্যাবশ্যিক। জোড়া-তালিতে কোন কাজ হবে না। সরে আসতে হবে বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক অবস্থা, ভোগবাদ নির্ভর রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে।^{১৩৪২} সঞ্চয় ও মূলধন সৃষ্টির জন্য ভোগ সংকুচিত করার উদ্দেশ্য দ্বৈত সমস্যার সৃষ্টি করে। ইসলামী আত্মতৃপ্ত ও সামাজিক সাম্যের দ্ব্যর্থহীন দাবি হচ্ছে, সামগ্রিক ভোগ এমনভাবে কমাতে হবে, যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণ কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে বরং তা যেন পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। সীমিত সম্পদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে যদি সকলের চাহিদা পূরণ করার সাথে যুগপৎভাবে মূলধন গঠন করতে হয়, তবে সমাজ যতটুকু বহন করতে পারে কেবল ততটুকু ভোগ সীমিত করা সমীচীন। বিশেষ করে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের প্রচলিত জীবনযাপন পদ্ধতিতে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হবে। এজন্য পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার ন্যায় ভোগকে ব্যক্তি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য পরিণত হওয়াকে অনুমোদন করা যাবে না।^{১৩৪৩} যে সকল দ্রব্য ও সেবা প্রকৃত চাহিদার অন্তর্ভুক্ত সেগুলোর উৎপাদন, আমদানি ও বন্টন সহজীকরণ করা উচিত। বাজারশক্তিকে তার গঠনমূলক ভূমিকা পালন করার সুযোগ দিতে হবে। সরকারের উচিত এ শ্রেণিভুক্ত দ্রব্য ও সেবার সরবরাহ বৃদ্ধির সম্ভব সকল প্রকার সুযোগ সৃষ্টি করা ও প্রয়োজনীয় উৎসাহ প্রদান করা। অর্থনীতিতে সম্পদের প্রবাহ যাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রাধিকারের প্রতিফলন ঘটায় তা নিশ্চিত করার জন্যই এ ব্যবস্থা প্রয়োজন। নৈতিক সংশোধনের মাধ্যমে ভোক্তার অগ্রাধিকার তালিকায় পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। যদি জনসাধারণ তাদের সামাজিক দায়িত্ব ও শ্রুতির সামনে জবাবদিহিতার বিষয়টি বুঝতে পারে, যদি তারা উপলব্ধি করতে পারে যে, দেশের সীমিত সম্পদের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহারের ফলে অন্য লোকেরা তাদের অত্যাব্যশ্যকীয় প্রয়োজন পূরণ করা থেকে বঞ্চিত হবে, তাহলে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই নিজেদের আচরণ পরিবর্তন করে দেবে। এজন্য সমাজের মানবিক কাঠামোর পরিবর্তন প্রয়োজন। একক ব্যক্তি শ্রোতের গতি পরিবর্তন করতে পারে না, বরং তাল মিলাতে বাধ্য হয়।^{১৩৪৪}

ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ধনী ব্যক্তি ও তার সমাজ সমষ্টির মধ্যে ঘনিষ্ঠতার বন্ধন রচনা করে। ভালবাসা, আত্মতৃপ্ত ও পারস্পরিক সহযোগিতাই হয় এর মূল সুর। এভাবে যেখানে শ্রেণি বৈষম্যের যাঁতাকলে ধনী ব্যক্তি গরীব লোকের কাছ থেকে যোজন যোজন দূরে ছিল ক্ষুদ্র বিনিয়োগ সেখানে উভয়কে উচ্চতর সামাজিকতার কাতারে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়।^{১৩৪৫} ইসলামী ব্যাংকের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ অর্থ সম্পদের শ্রোত সৃষ্টি করে এ জাতীয় মহারোগ থেকে সমাজ ও অর্থনীতিকে রক্ষা করে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ফলে বেকার কাজ পায়, উপার্জনহীন লোক বাঁচার তাগাদা পায়, নিঃশ্ব পথিক আপনজনের মাঝে ফিরে আসে।^{১৩৪৬} ইসলামী ব্যাংকের ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগের দ্বারা সমাজের দরিদ্র শ্রেণির হাতে নগদ অর্থ আসে। অর্থের

১৩৩৯ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, মাকাসিদে শরী‘আহর আলোকে ব্যাংকিং ও আমাদের করণীয়, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

১৩৪০ ড. মুহাম্মাদ বশির উল্লাহ, প্রাগুক্ত।

১৩৪১ প্রাগুক্ত।

১৩৪২ ড. আবদুর রহমান খোকন, বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার বাস্তবতা, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ এপ্রিল ২০১৩, পৃ. ৯।

১৩৪৩ ড. এম. উমর চাপড়া, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫।

১৩৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯।

১৩৪৫ মোহাম্মদ সদরুল আমীন রাশেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

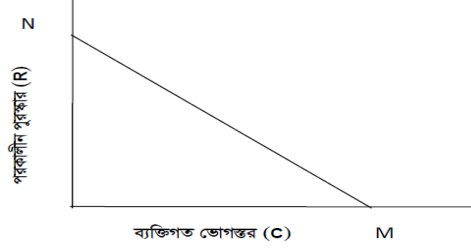
১৩৪৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

তারল্য বৃদ্ধি পায় এবং তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বাড়ে এবং অর্থনৈতিক মন্দা দূর হয়। যেসব ব্যবস্থার মাধ্যমে ধন-সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে পুঞ্জিভূত হয় ইসলাম সেসব বিষয় থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে।^{১০৪৭}

এ৩. ভোগবিলাস ও অপচয় পরিত্যাগ

ইসলাম মানুষকে ভোগবিলাসপূর্ণ জীবনযাপনের পরিবর্তে সহজসরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনে উৎসাহিত করে। ইসলাম শিক্ষা দেয়, ‘মোটোও অপব্যয় করো না, অবশ্যই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।’^{১০৪৮} ইসলামে মানুষ পরকালে বিশ্বাস করে। Anas al-Zarqa-এর মতে, ‘পরকালীন পুরস্কার ও বর্তমান ভোগের মধ্যে একটি বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। পার্থিব অনাকাঙ্ক্ষিত ভোগ যত কম হবে, পরকালের পুরস্কারের পরিমাণ তত বেশি হবে (চিত্র নং ৩৩)।’^{১০৪৯}

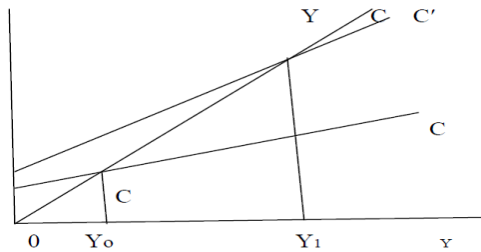
চিত্র ৩৩: ভোগস্তর



ভোগলিপ্সা ও স্বার্থপরতা দূর হলে মানুষ অন্যায়ভাবে সম্পদ অর্জনের জন্য লেগে থাকবে না। অন্যায় পথে সম্পদ অর্জনের চেস্তাই মূলত অর্থনীতিতে মন্দা সৃষ্টি করে। অতএব অর্থনৈতিক মন্দা দূরকরণের জন্য ইসলামের সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর জীবনপদ্ধতি কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা ইসলামের উক্ত সৌন্দর্যকে চমৎকারভাবে ধারণ করে বলে এ আর্থিক ব্যবস্থায় মন্দার কোনো প্রকার অনুপ্রবেশ ঘটে না। ব্যবসা-বাণিজ্য ও সম্পদ অর্জন করার ক্ষেত্রে অবশ্যই যে কোনো ধরণের অপচয় ও অপব্যয় করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আল-কুরআনের ঘোষণা,

وَأْتَاكَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَآئِينَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا الشَّيْطَانِ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا
অর্থাৎ, ‘আর আত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও। আর কোনোভাবেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।’^{১০৫০} অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন, *يٰۤاَيُّهَا آدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ* অর্থাৎ, ‘হে বনী আদম, তোমরা প্রতি সালাতে তোমাদের বেশ-ভূষা গ্রহণ কর এবং খাও, পান কর ও অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।’^{১০৫১} আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন, ‘আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দারা যখন ব্যয় করে, তখন অমিতব্যয় করে না, আবার কার্পণ্যও করে না-এ দুটোর মধ্যবর্তী ভারসাম্যপূর্ণ পথ অবলম্বন করে।’^{১০৫২} আল-কুরআনের উপরিউক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহজ হয় এবং মন্দা সৃষ্টির সম্ভাবনা কমে যায়। মানুষের মাঝে অল্পে তুষ্টির গুণ সৃষ্টি করতে পারলে যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহজ হয় এবং আর্থিক সঙ্কট কমে আসে। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় রয়েছে ভোগ অপেক্ষকের সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা। ইসলামী অর্থনীতিবিদ এম. এ. মান্নান ইসলামী ভোগ অপেক্ষককে চিত্রের (চিত্র নং ৩৪)^{১০৫৩} মাধ্যমে দেখিয়েছেন এভাবে :

চিত্র ৩৪: ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ভোগ অপেক্ষক^{১০৫৪}



- ১০৪৭ আল-কুরআন, ৫৯:৭।
 ১০৪৮ আল-কুরআন, ১৭:২৭।
 ১০৪৯ উদ্ধৃত: ড. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা তত্ত্ব ও প্রয়োগ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।
 ১০৫০ আল-কুরআন, ১৭:২৬-২৭।
 ১০৫১ আল-কুরআন, ৭:৩১।
 ১০৫২ আল-কুরআন, ২৫:৬৭।
 ১০৫৩ উদ্ধৃত: মো: গোলাম আজম আযাদ, মো. গোলাম আজম আযাদ, ইসলামী অর্থনীতি এবং ব্যাংকিং, (ঢাকা: তুবা-উল-জান্নাত, ২০০৯ খৃ.), পৃ. ১৩৯।
 ১০৫৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০।

চিত্রে ভূমি অক্ষে আয় এবং লক্ষ অক্ষে ভোগ ব্যয় বিবেচ্য। C ভোগ রেখাটি যাকাত ও সাদাকা ছাড়া আয়ের সাথে সম্পর্কিত। C' রেখাটি যাকাত+সাদাকা+ত্রাণ সাহায্যসহ আয়ের সাথে সম্পর্কিত। f বিন্দুতে Break Even Points নির্ধারিত হয়েছে। যেখানে Y= একজন ব্যক্তির নিজস্ব আয়ের পরিমাণ।

ট. ক্ষতি নয় সমন্বিত প্রয়াস

অর্থনৈতিক সমস্যাকে মানব জীবনের অন্যান্য সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের একটি কারণ। 'অন্যান্য সব বিষয় ও শাস্ত্রের মাঝে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণকে প্রভাবশালী করার দ্বারা সাংঘাতিক বিপর্যয় ও ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হতে বাধ্য। মানবজীবনের সকল সমস্যা যথাযথভাবে চিহ্নিতকরণ পূর্বক একটি সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমেই কেবল অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা সম্ভব। ইসলাম মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং প্রাত্যহিক ও জৈবিক কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।^{১০৫৫} পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনুসারীগণ মনে করেন, শ্রমিকদের প্রয়োজন অপরূপ না রাখলে তাদের নিকট থেকে আনুগত্য এবং ভালো কাজ আশা করা যায় না। পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্যতম প্রবক্তা ম্যাণ্ডেলভিলের ভাষায়, 'গরীবদের কাছ থেকে কাজ নেবার একটিই পথ আর তা হলো, এদের দরিদ্র থাকতে দাও এবং বেশি বেশি করে পরনির্ভর করে তোল। এদের প্রয়োজন সামান্যই পূরণ করা দরকার। আপন প্রয়োজনে এদের স্বাবলম্বী করে তোলা চরম বোকামী।'^{১০৫৬} ম্যাণ্ডেলভিলের এই একটি মাত্র উক্তিই পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় একজন শ্রমিকের অবস্থা অনুধাবন করার জন্য যথেষ্ট। পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূল কথাই হচ্ছে যেভাবে পারো নিজের অবস্থার উন্নতি করো। তাতে সমাজের কোনো ক্ষতি হলো, নাকি লাভ হলো সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়। আত্মোন্নতি লাভ করতে পারলেই হলো। যিনি এই কাজটি করতে সমর্থ হবেন তিনিই পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সফল বলে প্রতীয়মান হবেন।^{১০৫৭}

ঠ. ইসলামী ব্যাংকিং-এর শাস্ত্রত দর্শন

দর্শনগত দিক থেকে ইসলামী অর্থনীতিতে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি ভিন্ন। অর্থনীতির তিনটি মৌলিক প্রশ্নে ইসলামের উত্তর প্রচলিত অন্যসব মতবাদের মতো নয়। কী উৎপাদন করা হবে?, কীভাবে উৎপাদন করা হবে? এবং কার জন্য উৎপাদন করা হবে? অর্থাৎ উৎপাদনগত সিদ্ধান্ত, ব্যবস্থাপনাগত সিদ্ধান্ত ও বণ্টনগত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। ইসলাম মনে করে মানুষের মৌলিক চাহিদা পাঁচটি বিষয়ের সুরক্ষা করা। এই পাঁচটি বিষয় যথাক্রমে: দীন, প্রাণ, বুদ্ধি, বংশ ও সম্পদ। এই পাঁচটি বিষয় সুরক্ষায় যা না হলেই নয়, তা হলো অত্যাবশ্যিক প্রয়োজন বা জরুরিয়ার। যা হলে একটু উন্নত হয়, তা স্বাভাবিক প্রয়োজন বা হাজিয়াত। আর যা হলে আরো উন্নত ও সুবিধাজনক হয়, তা উন্নতিসাধক বা তাহসানিয়াত। ইসলাম ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকরণ নির্ধারণে এ ধারাক্রম অনুসরণের পরামর্শ দেয়। অনুরূপভাবে মৌলিক চাহিদার পাঁচটি বিষয়ের জন্য ক্ষতিকারক কোনো কিছু অনুমতি ইসলাম দেয় না। তাই ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় মানবতার মৌলিক চাহিদার আলোকে মানব কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এখানে যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে থাকে।^{১০৫৮} তাই ইসলামী অর্থনীতিতে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা মানব কল্যাণের অন্যতম অনুষ্ণ। সমাজ থেকে অকল্যাণের পথ বন্ধ করে কল্যাণের শ্রোতধারা বইয়ে দেয়াই যার চূড়ান্ত লক্ষ্য। ইসলামী ব্যাংকিং-এর চূড়ান্ত লক্ষ্যগুলো হলো :

১. ফালাহ: ব্যক্তির সাফল্য ও কল্যাণ সাধন। আল কুরআনের ভাষায়,
وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ
অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে যে অর্থ সম্পদ দিয়েছেন তার দ্বারা আখিরাতের আবাস (জান্নাত) অনুসন্ধান করো এবং পার্থিব জীবনে তোমার বৈধ (ভোগের) অংশও ভুলে থাকোনা। (মানুষের) কল্যাণ করো, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আর (অর্থ সম্পদ দ্বারা) দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করোনা। বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের আল্লাহ পছন্দ করেন না।^{১০৫৯}
২. ইহসান: মানবতার কল্যাণ সাধন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
অর্থাৎ, সালাত সমাপ্ত হলে জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং (কাজ ও শ্রম দানের মাধ্যমে) আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা, অর্থ-সম্পদ) সন্ধান (সংগ্রহ) করো, আর আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো। আশা করা যায় তোমারা ফালাহ (কল্যাণ) লাভ করবে।^{১০৬০}
৩. 'আদল: সমাজে অর্থ সম্পদের ন্যায্য ও সুসম প্রবাহ সৃষ্টি করা। আল্লাহ বলেন,

^{১০৫৫} ড. এম. এ. হামিদ, ইসলামী অর্থনীতি, (ঢাকা: দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২ খৃ.), পৃ. ২২-২৫।

^{১০৫৬} উদ্ধৃত: এম এ খালেক, পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং শ্রম শোষণের কৌশল, ক্রিটিক.কম, এক্সেস: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, http://critic.com.bd/index.php?s=7&critic=2&category_id=43&news_id=842#sthash.KsmRinr9.dpuf.

^{১০৫৭} প্রাগুক্ত।

^{১০৫৮} শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

^{১০৫৯} আল-কুরআন, ২৮:৭৭।

^{১০৬০} আল-কুরআন, ৬২:১০।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ নিদেশ দিচ্ছেন আদল ও ইহসান করার এবং নিকটাত্মীয়দের দান করার। আর তিনি নিষেধ করছেন অশ্লীলতা, অসৎকর্ম এবং সীমালংঘন থেকে। তিনি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।^{১০৬১}

৪. সমাজে ন্যায়নীতির প্রচলন।

৫. দেশ ও সমাজকে ফিতনা-ফাসাদ তথা ধ্বংসকর কর্মকাণ্ড থেকে রক্ষা করা।^{১০৬২} আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

অর্থাৎ, তোমারা আল্লাহর পথে ব্যয় করো, আল্লাহর পথে খরচ না করে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করোনা। মানুষের প্রতি ইহসান করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহসিনদের (কল্যাণকারীদের) ভালোবাসেন।^{১০৬৩}

ড. ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার স্বাতন্ত্র্যবোধ

ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালিত হয় মানুষের স্বাভাবিক আর্থিক লেনদেনের সহজাত প্রক্রিয়া অনুসারে। প্রচলিত ধারার ব্যাংকিং ব্যবস্থার সঙ্গে ইসলামী ব্যাংকের স্বাতন্ত্র্য শুধু পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে নয়। সুদমুক্ত লেনদেন এ ব্যবস্থার একমাত্র স্বাতন্ত্র্য নয়। এ ব্যাংকিংয়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, নীতি ও কর্মধারা ব্যাপক জনগণের কল্যাণে নিবেদিত। এ ব্যবস্থা গুটিকতক মানুষের লোভের চাহিদা পূরণের জন্য শুধু লাভকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য না দিয়ে সমাজের সব মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণকে অগ্রাধিকার দেয়। এভাবে আর্থসামাজিক সুবিচার কায়েমে ইসলামী ব্যাংক কাজ করে।^{১০৬৪} ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়, সামাজিক কল্যাণের আদর্শ মূল চালিকাশক্তি। নৈতিক শৃঙ্খলার বিধান অনুসরণ করে সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমন্বয় সাধন করা এ ব্যবস্থার অন্যতম কর্মকৌশল। আর্থিক লেনদেনে টাকার বেচাকেনার পরিবর্তে প্রকৃত পণ্যের কারবার এবং অংশীদারিত্বমূলক পারস্পরিক সহযোগিতা ও দরদভিত্তিক মানবসম্মত কার্যক্রম পরিচালনা ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বৈশিষ্ট্য। বধিত ও অভাবী মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালন, মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বের কারণ দূরীকরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ইসলামী ব্যাংকের কর্মকৌশলের অন্তর্ভুক্ত। কেবল সম্পদ উৎপাদন নয়, সে উৎপাদিত পণ্যের বন্টনে সার্বজনীন কল্যাণের আদর্শ অনুসরণ ও গ্রাহকদের সঙ্গে দাতা-গ্রহীতার বদলে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক স্থাপন ইসলামী ব্যাংকিংয়ে প্রাণশক্তি রূপে কাজ করে।^{১০৬৫}

প্রচলিত ব্যাংকের সঙ্গে গ্রাহকের সম্পর্ক ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার। অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংক টাকাকে কেনাবেচার পণ্য হিসেবে গণ্য করে না। বস্তুত টাকা নিজে কোনো পণ্য নয়। টাকা হলো মিডিয়াম বা বিনিময়ের মাধ্যম। টাকার ভূমিকা 'মেজার' বা পরিমাপ, 'স্ট্যান্ডার্ড' বা মান এবং 'স্টোর' বা ভাণ্ডাররূপে। টাকাকে কৃত্রিমভাবে পণ্যের মতো বেচাকেনা করে মুনাফা অর্জন যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। মুনাফা হলো একই সঙ্গে উদ্যোক্তার পুঁজি, শ্রম ও সময় বিনিয়োগের ফল। আর সেই মুনাফা পূর্বনির্ধারিত বা নিশ্চিত নয়। মুনাফা অনির্ধারিত, অনির্দিষ্ট ও অনিশ্চিত। অন্যদিকে টাকা বেচাকেনার মাধ্যমে প্রাপ্ত সুদ পূর্বনির্ধারিত, নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত। এতে একপক্ষের লাভ নিশ্চিত, অন্যপক্ষের লাভের কোনো নিশ্চয়তা থাকে না। ব্যবসায় লোকসানের ঝুঁকি বহন করতে হয়, কিন্তু সুদে কোনো ঝুঁকি নেই।^{১০৬৬} টাকা বেচাকেনার অস্বাভাবিক কারবার পৃথিবীর সব ধর্মে ও দর্শনে নিষিদ্ধ। বিশ্ব বিখ্যাত দার্শনিকগণ সুদের ক্ষতিকর দিকগুলো বিবেচনা করেছেন। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো তার 'লজ' নামক গ্রন্থে সুদকে মানবতাবিরোধী, অন্যায় ও জুলুম এবং কৃত্রিম ব্যবসা বলে এর নিন্দা করেছেন।^{১০৬৭} অ্যারিস্টোটেলের মতে, অর্থের একমাত্র স্বাভাবিক কাজ হচ্ছে, বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে মানুষের পারস্পরিক অভাব পূরণে সাহায্য করা।^{১০৬৮} সুদের কারবার সমাজের স্বল্প-বিত্ত বিপুল মানুষের সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জীভূত করে। এরপর সেই সম্পদের সুফল আরো কম সংখ্যক মানুষের কাছে কেন্দ্রীভূত করে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকিং সম্পদ আবর্তনের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ ব্যাপারে আল-কুরআনের সুরা হাশরে বলে হয়েছে, 'সম্পদ যেন শুধু তোমাদের ধনীদের মাঝে আবর্তিত না হয়।'^{১০৬৯} এ নীতি মেনে ইসলামী ব্যাংক উৎপাদন বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদিত পণ্যের সামাজিক বন্টনের নীতিকে গুরুত্ব দেয়। অর্থাৎ, সম্পদ উৎপাদনই লক্ষ্য বা শেষ কথা নয়। কি ধরনের

১০৬১ আল-কুরআন, ১৬:৯০।

১০৬২ আবদুস শহীদ নাসিম, ইসলামী অর্থনীতিতে উপার্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা, (ঢাকা: বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি, ২০০৯), পৃ. ৬-৮।

১০৬৩ আল-কুরআন, ২:১৯৫।

১০৬৪ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের অন্তর্নিহিত শক্তি ও নৈতিক মান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

১০৬৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

১০৬৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

১০৬৭ উদ্ধৃত: মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, সুদ সমাজ অর্থনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।

১০৬৮ উদ্ধৃত: প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।

১০৬৯ আল-কুরআন, ৫৯:৭।

সম্পদ কার জন্য উৎপাদন করা হবে এবং সে উৎপাদিত সম্পদ কিভাবে বেশি উপকারভোগীর কাছে পৌঁছানো হবে, এটি ইসলামী ব্যাংকিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার।^{১০৭০} তাই ইসলামী ব্যাংকিংয়ের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো :

১. ইনক্লুসিভ (অন্তর্ভুক্তকারী) ব্যাংকিং এবং
২. উদ্যোক্তা তৈরি।^{১০৭১}

ঢ. ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় মাকাসিদ আশ-শরী'আহ

ব্যাংকিং ও অর্থায়নের ক্ষেত্রে মাকাসিদে শরী'আহ মূলত হিফজ আল-মাল-এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়। হিফজ আল-মাল বা সম্পদ সংরক্ষণ বলতে বুঝায় চুরি, ডাকাতি ও অন্যান্য সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ থেকে সম্পদের সুরক্ষা ও তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করা এবং ন্যায্যনীতি ও সম্ভৃতির ভিত্তিতে সম্পদ অর্জন ও লেনদেন পরিচালনা নিশ্চিত করা। সম্পদ অর্জনের হালাল পথ ও পদ্ধতিগত সীমানার সুরক্ষাও শরী'আহর উদ্দেশ্য। ইসলামী শরী'আহর উদ্দেশ্য মানবতার কল্যাণ নিশ্চিত করা। ইসলামী অর্থনীতি সেই উদ্দেশ্য পূরণ করে। ইসলামী অর্থনীতির অংশ হিসেবে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতির সব স্তরে ইসলামী শরী'আহর নীতিমালা ও আদর্শভিত্তিক সেই অর্থনীতির উদ্দেশ্যসাধনে কাজ করে। সেই নিরিখে ইসলামী ব্যাংকের উদ্দেশ্য হলো ব্যাংকিং ক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণসাধন এবং অকল্যাণ দূর করা। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার সকল কর্মকাণ্ডের সব প্রক্রিয়ায় সুদসহ সব ধরনের নিষিদ্ধ উপাদান পরিহার করে ও শরী'আহসম্মত পন্থায় সম্পদের বৈধতা ও পবিত্রতা নিশ্চিত করে এবং জনগণের সম্পদের নিরাপত্তা বিধান ও সার্বজনীন বৃহত্তর কল্যাণে কাজ করে।^{১০৭২} ড. এম. উমর চাপড়া আর্থিক ক্ষেত্রে শরী'আহর এই উদ্দেশ্যকে সংক্ষেপে ও সহজভাবে উপস্থাপন করে বলেছেন, ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো কল্যাণমূলক সমাজ। সে সমাজে সব প্রতিষ্ঠান ন্যায্য, সমতা ও স্বাধীনতার জন্য কাজ করবে। ইসলামী ব্যাংক ইসলামী অর্থনীতির মাকাসিদ বা উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে কাজের সব ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কল্যাণ, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও আর্থিক সুবিচার নিশ্চিত করবে।^{১০৭৩} 'মাকাসিদ আশ-শরী'আহ হচ্ছে শরী'আহর সীমার মধ্যে থেকে 'ফালাহ' ও 'হায়াতে তাইয়্যেবা' বাস্তবায়নের জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন তার সব কিছুই।^{১০৭৪} আল-গাজালীর মতে : মাকাসিদ হচ্ছে ঈমান, জীবন, বুদ্ধিবৃত্তি, বংশধর ও সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সবই।^{১০৭৫}

আল-গাজালী বিজ্ঞতার সাথেই মাকাসিদের তালিকায় ঈমানকে শীর্ষে রেখেছেন। কারণ ইসলামী বিষয়বস্তুতে ঈমান হচ্ছে মানবকল্যাণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ঈমান মানুষের সম্পর্কে একটি যথার্থ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে এবং মানুষের সকল কল্যাণ নিশ্চিত করতে সহায়তা করার জন্য পরস্পরের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ ও সযত্ন মিথস্ক্রিয়ায় সক্ষম কণ্ঠে তোলে। এতে আরো রয়েছে একটি নৈতিক পরিশোধন পদ্ধতি (moral filter), যাতে ভ্রাতৃত্ব ও আর্থ-সামাজিক সুবিচারের মানদণ্ড অনুসারে সম্পদের বরাদ্দ ও বিতরণ করা হয়। এছাড়া একটি উদ্বুদ্ধকরণ ব্যবস্থায় (motivating system) চাহিদা পূরণ এবং আয় ও সম্পদের সুখম বণ্টনের লক্ষ্যের সাথে তাকে সম্পৃক্ত করে।^{১০৭৬} নৈতিক পরিশোধনের পথ অবলম্বন ব্যতীত দক্ষতা ও ন্যায্যপরতার সংজ্ঞা নির্ণয় সম্ভব নয়।^{১০৭৭} ফ্রাঙ্ক নাইট যথার্থ বলেছেন, ভৌত বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হলো 'বস্তু না সৃষ্টি করা যায়, না ধ্বংস করা যায়।' ভৌত মাপকাঠিতে মোট আউটপুট (output) সর্বদাই ও ইনপুটের (input) সমান হবে। অতএব দক্ষতার সঠিক সংজ্ঞা আউটপুট ও ইনপুটের অনুপাতের মধ্যে নির্ণীত হবে না, বরং তা হবে কার্যকর আউটপুট (useful output) এবং মোট আউটপুট অথবা ইনপুটের অনুপাতের ভিত্তিতে।^{১০৭৮} এর

^{১০৭০} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের অন্তর্নিহিত শক্তি ও নৈতিক মান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

^{১০৭১} ইসলামিক ব্যাংকিং কনসাল্টেটিভ ফোরাম (আইবিসিএফ)-এর উদ্যোগে আয়োজিত 'শরী'আহ ব্যাংকিং : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনার, ইউসুফসুলতান.কম, এক্সেল-২৮ এপ্রিল ২০১৪।

<http://yousufultan.com/seminar-on-shariah-banking-perspective-bangladesh-by-islamic-banks-consultative-forum-ibcf/>

^{১০৭২} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, মাকাসিদে শরী'আহর আলোকে ব্যাংকিং ও আমাদের করণীয়, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

^{১০৭৩} উদ্ধৃত: মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, মাকাসিদে শরী'আহর আলোকে ব্যাংকিং ও আমাদের করণীয়, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

^{১০৭৪} ড. এম. উমর চাপড়া, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

^{১০৭৫} উদ্ধৃত: প্রাগুক্ত, ৩৩।

^{১০৭৬} ড. এম. উমর চাপড়া, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

^{১০৭৭} M. Anas Zarqa, Capital Allocation, Efficiency and Growth in an Interest-free Islamic Economy, *Journal of Economics and Administration*, (Jeddah: King Abdul Aziz university, November 1982), p. 49; Khurshid Ahmed, Islamic Economics: An Approach to Human Welfare, *Studies in Islamic Economics*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1980), p. 3-18; Benjamin Ward, *What is Wrong with Economics?* (London: Macmillan, 1972), p. 211.

^{১০৭৮} Frank H. Knight, Social Economic Organisation, reprinted from his book *The Economic Organisation*, p. 3-30, in W. Breit, et al., *Readings in Microeconomics*, (St. louis: Times Mirror/Mosby, 1986), p. 4.

অর্থ হচ্ছে দক্ষতা পরিমাপের জন্য দরকার এর প্রয়োজনীয়তার (usefulness) পরিমাপ। যদি সকলের কল্যাণ সাধন উদ্দেশ্য হয়, তা হলে ব্যক্তিগত অধিকার ও মূল্য কোনো পরিমাপক হতে পারে না। পরিপূরক হিসেবে সমাজসম্মত নৈতিক পরিশোধন পদ্ধতি প্রয়োজন।^{১০৭৯} সম্পদের বরাদ্দ ও বণ্টনের অবশ্যই একটা নির্দেশনা থাকতে হবে, যা এতসব বিষয়ে ও অন্যান্য আবশ্যিকীয় প্রয়োজন পূরণে সাহায্য করবে। এ সকল প্রয়োজন পূরণের ফলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উভয়ই শান্তিপূর্ণ, স্বস্তিকর, সুস্থ ও দক্ষ হিসেবে গড়ে উঠবে এবং ‘ফালাহ’ ও ‘হায়াতে তাইয়েবা’ বাস্তবায়ন ও তাকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম হয়ে উঠবে। যে বরাদ্দ ও বণ্টন ‘ফালাহ’ ও ‘হায়াতে তাইয়েবা’ বাস্তবায়নে সাহায্য করে না, তাকে দক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ বলে বিবেচনা করা যায় না।^{১০৮০} উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে মাকাসিদ আশ্-শরী‘আহর আলোকে দু’ভাগে ভাগ করা যায় :

১. সাধারণ উদ্দেশ্য ও
২. প্রায়োগিক উদ্দেশ্য।^{১০৮১}

১. সাধারণ উদ্দেশ্য

সাধারণ উদ্দেশ্যের^{১০৮২} মধ্যে রয়েছে :

- ক. সম্পদের ইনসাফভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবিচার, শোষণ, জুলুম ও বৈষম্য দূর করা।
- খ. ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক লেনদেনসহ সব ব্যাংকিং কার্যক্রমে ন্যায়নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা।
- গ. ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে ব্যক্তি ও সামষ্টিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া।
- ঘ. মানবসম্পদ ও বস্তুগত সম্পদের সঠিক ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে সবার মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।
- ঙ. সুদের কুফল থেকে অর্থনীতিকে মুক্ত করে প্রকৃত পণ্যভিত্তিক লেনদেন নিশ্চিত করে একটি স্বভাবসম্মত কল্যাণধর্মী অর্থব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করা।
- চ. সামষ্টিক সামাজিক দায়দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সমাজের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নে সহযোগিতা করা।
- ছ. জনগণের ছোট-বড় সব ধরনের পুঁজি সমাবেশ করে তা উৎপাদন ও অন্যবিধ আর্থিক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনীতিতে গতিশীলতা সৃষ্টি করা।

২. প্রায়োগিক উদ্দেশ্য :

মাকাসিদে শরী‘আহর আলোকে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রায়োগিক উদ্দেশ্যের প্রধান দুটি দিক হলো :

- ক. সঞ্চয় বা জমা সংগ্রহ; এবং
- খ. সে সম্পদ শরী‘আহর উদ্দেশ্যের আলোকে বিনিয়োগ।^{১০৮৩}

ক. সঞ্চয় সংগ্রহের ক্ষেত্রে শরী‘আহর মাকাসিদ^{১০৮৪} হচ্ছে :

১. ইসলামী ব্যাংকের দায়িত্ব হলো মুদারাবাসহ সব জমাগ্রাহকের অর্থসম্পদ নিরাপদে সংরক্ষণ করা।
২. সঞ্চয়ে ধনী ও গরিব সবাইকে সুযোগ প্রদান করা।
৩. জনগণের উদ্বৃত্ত ও অলস অর্থসম্পদ সংগ্রহ করে তার দ্বারা মূলধন গঠন এবং তা শরী‘আহ অনুমোদিত পছন্দ বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কল্যাণসাধন করা।
৪. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে উৎসাহিত করে নিম্ন আয়ের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আপৎকালীন অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে সহযোগিতা করা।

ইসলামী ব্যাংক সবস্তরের জনগণকে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে। শুধু বড় সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহী না হয়ে ছোট-বড় সব জমাকারীর সম্পদ জাতীয় আর্থিক প্রবাহে নিয়োজিত করে। ইসলামী ব্যাংক তার জমানীতির আলোকে জনকল্যাণের জন্য নতুন নতুন সেবা তৈরির মাধ্যমে সমাজে ভালো কাজে বেশি মানুষের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করে।^{১০৮৫} ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় জনগণের সঞ্চয় শরী‘আহসম্মত খাতে শরী‘আহসম্মত পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে গ্রাহককে হালাল মুনাফা অর্জনে সাহায্য করে। আর্থিক লেনদেনের সব ক্ষেত্রে অকল্যাণকর সুদ সম্পূর্ণ পরিহার করে কল্যাণকর বা হালাল

১০৭৯ ড. এম. উমর চাপড়া, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।
 ১০৮০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।
 ১০৮১ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, মাকাসিদে শরী‘আহর আলোকে ব্যাংকিং ও আমাদের করণীয়, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।
 ১০৮২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৩৯।
 ১০৮৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।
 ১০৮৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।
 ১০৮৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

পদ্ধতি অনুসরণের ফলে মাকাসিদের আলোকে ঈমান সংরক্ষণের (হিফজুদ্ দ্বীন) পাশাপাশি জীবন-জীবিকার বৈধ ও ন্যায্যনুগ পথ প্রসারিত হয়।^{১৩৮৬} সঞ্চয়ী জমার ক্ষেত্রে ব্যাংক লাভ-লোকসান অংশীদারী বা শিরকাত-এর ‘মুদারাবা’ পদ্ধতি অনুসরণ করে। এই পদ্ধতির আওতায় ব্যাংক ও গ্রাহক ব্যবসায় অংশীদার হয়। গ্রাহক ‘রব্বুল মাল’ (সম্পদের মালিক) রূপে মূলধন জোগায়। ব্যাংক ‘মুদারিব’ (উদ্যোক্তা, শরিক ও ব্যবস্থাপক) হিসেবে কারবারের ব্যবস্থাপনা করে। মূলধন সরবরাহকারীগণ ব্যাংকের ব্যবসায় ঝুঁকি নেন। লাভে অংশ পান। লোকসানের ভাগী হন।^{১৩৮৭} ইসলামী শরী‘আহ অনুযায়ী জমা গ্রহণের আরেকটি পদ্ধতি ‘আল-ওয়াদিয়া’। এই পদ্ধতির আমানত হিসেবে গ্রাহক তার অর্থ নিরাপদে হেফাজতের জন্য জমা রাখেন। লেনদেনের নির্দিষ্ট সময়ে তিনি অর্থ জমা করতে এবং তা ফেরত পেতে পারেন। এই পদ্ধতিতে অর্থ জমাকারী গ্রাহক ‘মুয়াদি’ এবং ব্যাংক ‘মুয়াদা ইলাইহে’ রূপে চুক্তিবদ্ধ হন। ব্যাংক মধ্যবর্তী সময়ে সেই অর্থ বৈধ ব্যবহারের জন্য গ্রাহকের কাছ থেকে অনুমতি নেয়। এটি সাবেরিকি চলতি হিসাবের ইসলামী বিকল্প।^{১৩৮৮}

সম্পদের নিরাপত্তাবিধান শরী‘আহর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। মাকাসিদে শরী‘আহর দৃষ্টিতে এটি হিফজুল মা‘ল। শরী‘আহর নীতি ও পদ্ধতি মেনে কল্যাণকর পদ্ধতিতে আমানত গ্রহণ করে ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকের অর্থের ন্যায্যনুগ ও বৈধ নিরাপত্তা এবং মানসিক প্রশান্তি নিশ্চিত করে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য ইসলামী ব্যাংক জনস্বার্থে বিভিন্ন হিসাব পরিচালনা করে। ইসলামী ব্যাংকিং-এ হজ্জ আমানত, মোহর আমানত, ক্যাশ ওয়াক্ফ আমানত, বিবাহ আমানত প্রভৃতি বিশেষ কল্যাণকর হিসাব পরিচালনা করছে। সম্পদের বণ্টন ও মানুষের পরকালীন কল্যাণে ওয়াক্ফ একটি কল্যাণকর ব্যবস্থা। ইসলামী ব্যাংক ‘ক্যাশ ওয়াক্ফ আমানত’ সেবার অধীনে বিভবানদের ওয়াক্ফকৃত অর্থের আয় ওয়াক্ফের নির্দেশনা অনুযায়ী সমাজের বিভিন্ন স্তরের অভাবী মানুষের কল্যাণে ব্যয় করে। এই কার্যক্রম মাকাসিদে শরী‘আহর অব্যাহত জনকল্যাণ বা ‘মাসালিহুল মুরসালাহ’ বাস্তবায়নের একটি উদ্যোগ।^{১৩৮৯} অর্থনৈতিক মন্দা প্রতিরোধে ওয়াক্ফ সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। আল্লাহ বলেন, *وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ* অর্থাৎ, আর তাদের (ধনীদের) সম্পদে অভাবী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।^{১৩৯০} ইসলামী ব্যাংক স্বল্প প্রাথমিক জমার ভিত্তিতে হিসাব খোলার সুযোগ সৃষ্টি করে সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষকে তাদের সেবার সাথে যুক্ত করে। বাংলাদেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংক শুরু থেকেই মাত্র একশ টাকা প্রাথমিক জমায় হিসাব খোলার সুযোগ চালু করে। পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে আইবিবিএল কৃষকদের জন্য ১৯৯৫ সাল থেকে চালু করেছে দশ টাকা প্রাথমিক জমাভিত্তিক হিসাব। ন্যূনতম প্রাথমিক জমায় গার্মেন্টস শ্রমিক, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, কর্মজীবী শিশু ও পথশিশুদের হিসাব খোলার মাধ্যমেও ইসলামী ব্যাংকগুলো জনকল্যাণ তথা ‘মাসালিহুল মুরসালাহ’ বাস্তবায়নে অংশ নিচ্ছে।^{১৩৯১} বিশ্বের প্রায় পাঁচশো ইসলামী ব্যাংকে বর্তমানে মোট ৩৮ মিলিয়ন হিসাবগ্রাহক রয়েছেন। এসব হিসাবের মধ্যে ১১.৭০ মিলিয়ন বা ৩৫ শতাংশ রয়েছে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোর। তার মধ্যে বাংলাদেশের একটি ইসলামী ব্যাংক এককভাবে বিশ্বের প্রায় ২৫ শতাংশ ইসলামী ব্যাংকিং হিসাব পরিচালনা করছে।^{১৩৯২}

তাই সঞ্চয়ের ওপর বিনিয়োগের প্রভাব ইতিবাচক। বৃহৎ বিনিয়োগ না করে ক্রমাগত ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগের ফলে এক সময় সম্পদ বৃদ্ধি পেয়ে উচ্চ পর্যায়ে চলে আসবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগের ফলে সম্পদ অব্যবহৃত বা অলসভাবে ফেলে না রেখে উৎপাদনমূলক বা অন্য কোন লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করে। মহানবীর নির্দেশ মুসলমানদের সম্পদ অলসভাবে ফেলে রাখার চাইতে বরং তা ব্যবহারের ফলে যে আয় হয় তা বিনিয়োগ করার শিক্ষা দেয়।^{১৩৯৩} ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় সত্যিকার ব্যবসায় অর্থায়নের ফলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়; ফলে আমানতকারী, ব্যাংক ও বিনিয়োগগ্রহীতাদের আয়, সঞ্চয় ও পুঁজি গঠনের গতি বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টি হয় না। ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের কার্যক্রমে সার্বজনীন কল্যাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও সুস্বম বণ্টনকে গুরুত্ব দেয়। এ কারণে প্রচলিত আর্থিক সূচকের পরিবর্তে উদ্দেশ্য অর্জনের মাপকাঠিতে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সফলতা নিরূপণ অধিকতর যুক্তিযুক্ত। শুধু সম্পদমূল্য বা মুনাফা বিবেচনার প্রচলিত পন্থায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর অবস্থান ও অবদান মূল্যায়নে এর আংশিক চিত্রই পাওয়া যাবে মাত্র।^{১৩৯৪} এ প্রসঙ্গে ড. সালেহ কামিলের একটি মন্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য। ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আন্তর্জাতিক সংস্থা ‘জেনারেল কাউন্সিল ফর ইসলামিক ব্যাংকস অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশনস’ (CIBAFI)-এর চেয়ারম্যান ড. সালেহ কামিল ২০১২ সালে আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক-এর পঁয়ত্রিশতম বার্ষিক সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন : ‘...বিগত দশকগুলোতে অ্যাকাডেমিক গবেষকগণ ও পেশাদার

১৩৮৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

১৩৮৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

১৩৮৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

১৩৮৯ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, মাকাসিদে শরী‘আহর আলোকে ব্যাংকিং ও আমাদের করণীয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪২।

১৩৯০ আল-কুরআন, ২৫:৬৭ ও ১৭:২৯।

১৩৯১ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, মাকাসিদে শরী‘আহর আলোকে ব্যাংকিং ও আমাদের করণীয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

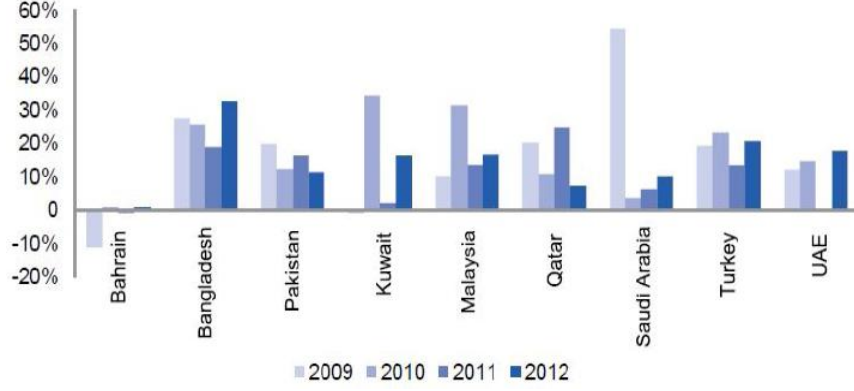
১৩৯২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

১৩৯৩ মোহাম্মদ সদরুল আমীন রাশেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

১৩৯৪ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং : সক্ষমতা ও সম্ভাবনার নিরিখে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

ইসলামী ব্যাংকারগণ এবং শরী'আহ বিশেষজ্ঞগণ ইসলামী ব্যাংকিং-এর পদ্ধতিগত দিকের ওপর জোর দেয়ার ফলে সুদমুক্ত লেনদেন ও হালাল পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে মানব সমাজে এর সুফল পেয়েছে।^{১৩৯৫} নিচের চিত্রে (চিত্র নং ৩৫) বৈশ্বিক ইসলামী ব্যাংকগুলোর গড় টোটাল ইকুইটি প্রবৃদ্ধির হার বিবৃত হয়েছে। দেশভিত্তিক এ প্রবৃদ্ধির হারে সামান্য ব্যত্যয় ঘটলেও সফট পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিং এর প্রবৃদ্ধি ছিল চোখে পড়ার মতো।

চিত্র ৩৫: বৈশ্বিক ইসলামী ব্যাংকগুলোর গড় টোটাল ইকুইটি প্রবৃদ্ধির হার^{১৩৯৬}



বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থনীতিবিদরা উন্নয়ন বলতে 'জাতীয় অর্থনীতির সামর্থ্যকে'ই বিবেচনা করতেন। সমাজের ধনী-গরিবের মাথাপিছু গড় আয়ের ভিত্তিতে উন্নয়নের এই ধারণার পরিবর্তে এখন তারা বলছেন : 'সম্পদ কতটুকু উৎপাদিত হলো সেটা আসল কথা নয়। সেই সম্পদের সৃষ্ট বণ্টন নিশ্চিত করা উন্নয়নের পূর্বশর্ত'।^{১৩৯৭} নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেছেন, 'সম্পদের সীমাবদ্ধতা নয়; বরং সম্পদের ওপর মানুষের অধিকারহীনতাই দুর্ভিক্ষের কারণ'।^{১৩৯৮} তাই সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণ ও সম্পদের সামাজিক বণ্টন ইসলামী অর্থনীতিতে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার একটি মূল দর্শন। সে আলোকে বিনিয়োগের আকৃতি ও প্রকৃতি নির্ধারণ এবং খাত ও ভৌগোলিক অবস্থানগত বহুমুখীকরণ ইসলামী ব্যাংকের জন্য একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতা ও অপরিহার্য কর্মকৌশল। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় কল্যাণ-অকল্যাণের শর'ঈ নীতি হালাল-হারাম মেনে জনকল্যাণধর্মী কাজে তাদের আহরিত সম্পদ নিয়োজিত করার নৈতিক বাধ্যবাধকতার অধীন। ইসলামী ব্যাংকগুলো আর্থিকভাবে লাভজনক হলেও কোনো অকল্যাণকর খাতে বিনিয়োগ করতে পারে না। রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য হিতকর খাত বা কার্যক্রমে অর্থায়ন করার এই নীতি মানার বাধ্যবাধকতার কারণে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড গত তিন দশকে তামাক খাতে এক টাকাও বিনিয়োগ করেনি। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম আর্থিক মূল্যে আকর্ষণীয় ও লাভজনক মনে না হলেও ইসলামী ব্যাংকগুলো এ খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাই ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড তার মোট বিনিয়োগের ৪ শতাংশ ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনার জন্য তার প্রায় একুশ শতাংশ জনশক্তি নিয়োজিত করেছে। এটি ইসলামী ব্যাংকিংয়ের একটি দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করে।^{১৩৯৯}

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য অর্থায়ন করে। অর্থায়ন ছাড়াও যাকাত, উশর, সাদাকা, কাফ্ফারা ও ওয়াক্ফসহ বিভিন্ন বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক ট্রান্সফার পেমেন্টের মাধ্যমে জনগণের মাঝে সম্পদ সঞ্চালিত ও প্রবাহিত করে। 'কল্যাণমুখী ব্যাংকিং', 'দরদি সমাজ গঠন', 'উত্তম সেবা' ইত্যাদি স্লোগান বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের দৃষ্টিভঙ্গির ধারা চিহ্নিত করে। শুধু মুনাফা নয় বরং সমাজের সার্বিক কল্যাণ ও প্রয়োজন পূরণের দিক থেকে অগ্রাধিকার খাতে বিনিয়োগ করা ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার একটি উদ্দেশ্য।^{১৪০০} ইসলামী ব্যাংক সম্পদের বৈধতা, পবিত্রতা, নিরাপত্তা ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করে। মানুষের আর্থিক প্রয়োজন মিটিয়ে জীবনকে সহজ ও সুন্দর করার জন্য নানা প্রকার কল্যাণকর সেবা ও পণ্য প্রচলন করছে। সেই সাথে আর্থিক কর্মকাণ্ডে যাবতীয় অকল্যাণ দূর করার জন্যই ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ১৯৭৮ সালে ওআইসি প্রণীত ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞায় মাকাসিদে শরী'আহর দৃষ্টিকোণ প্রতিফলিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে : 'ইসলামী ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা তার মৌলিক বিধান ও কর্মপদ্ধতির সব স্তরে ইসলামী শরী'আহ নীতিমালা মেনে চলেবে এবং কর্মকাণ্ডের সবপর্যায়ে সুদ বর্জন করবে।' এই সংজ্ঞার দু'টি দিক :

১৩৯৫ উদ্ধৃত: প্রাণ্ডজ, পৃ. ৫৪।

১৩৯৬ ISLAMIC FINANCIAL SERVICES INDUSTRY STABILITY REPORT 2014, IFSB, (Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board, May 2014), P. 18.

১৩৯৭ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং : সক্ষমতা ও সম্ভাবনার নিরিখে, প্রাণ্ডজ, পৃ. ৫৫।

১৩৯৮ উদ্ধৃত: প্রাণ্ডজ, পৃ. ৫৫।

১৩৯৯ প্রাণ্ডজ, পৃ. ৫৫।

১৪০০ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, মাকাসিদে শরী'আহর আলোকে ব্যাংকিং ও আমাদের করণীয়, প্রাণ্ডজ, পৃ. ৩৯।

এক. মাকাসিদে শরী'আহর আলোকে কল্যাণ আহরণ; এবং

দুই. সুদসহ যাবতীয় অকল্যাণ দূরীকরণ।^{১৪০১}

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, দক্ষ ও ন্যায্যভিত্তিক সম্পদ বরাদ্দ ও বিতরণের জন্য ইসলাম কোনো যাদুকরী ফর্মুলা, কর্মকৌশল ও প্রক্রিয়ার দাবি করে না। ইসলাম অধিকতর বাস্তবভিত্তিক। ইসলাম দুস্পাপ্যতা থেকে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অসুবিধাসমূহ অনুভব করে এবং বিভিন্ন পন্থার সমন্বয়ে প্রণীত কর্মকৌশলের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে, যে কর্মকৌশল সম্পূর্ণভাবে ইসলামের বিশ্বদর্শন ও মাকাসিদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।^{১৪০২}

৭.১.২ মন্দা মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর ব্যবহারিক ভূমিকা

মন্দা মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর ব্যবহারিক ভূমিকা নিম্নোক্তভাবে সম্পাদিত হয় :

ক. ইসলামী ব্যাংকের আমানত নীতির ভূমিকা,

খ. ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতির ভূমিকা,

গ. আমানত ও বিনিয়োগ লেনদেনের কার্যকরী ফলাফল; এবং

ঘ. ব্যাংকিং-এর সার্বিক কার্যক্রমে শরী'আহ আইন প্রয়োগের যৌক্তিকতা।

ক. ইসলামী ব্যাংকের আমানত নীতির ভূমিকা

১. সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে আমানত গ্রহণের স্বতন্ত্র নীতি ও পদ্ধতির কার্যকরী ভূমিকা

আমানত গ্রহণের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় স্বতন্ত্র নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। ইসলামী ব্যাংক সাধারণ মানুষের সামনে সঞ্চয়ের এই চিত্র তুলে ধরে যে, সঞ্চয়ের মাধ্যমে তিনি শুধু নিজেই লাভবান হচ্ছেন না; বরং সামাজিক দায়িত্বও পালন করছেন। এই লক্ষ্য সামনে রেখে ইসলামী ব্যাংক সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে উৎসাহ জোগায়। শুধু বড় সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহী না হয়ে ছোট জমাকারীদের সম্পদকেও জাতীয় আর্থিক প্রবাহে নিয়ে আসতে ইসলামী ব্যাংক কাজ করে। সঞ্চয়ী গ্রাহকদের সঙ্গে ইসলামী ব্যাংকের সম্পর্ক মুদারাবা নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে গ্রাহক 'সাহেবে মাল' বা অর্থের মালিক এবং ব্যাংক 'মুদারিব' বা আর্থিক কারবারের ব্যবস্থাপক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে। এ নীতি অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংকগুলো শুধু অনুমোদিত ও কল্যাণকর খাতে বৈধ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে। অর্জিত মুনাফা সঞ্চয়ী হিসাবধারী বা সাহেবে মাল ও মুদারিব বা ব্যাংকের মাঝে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বন্টন করে। লোকসান হলে অর্থের জোগানদাতা সাহেবে মাল আর্থিক লোকসানও বহন করেন। আর মুদারিব বা ব্যাংক এ ব্যবসায়ে যে সময়, শ্রম, মেধা ও যোগ্যতা বিনিয়োগ করেছে, সেটি তার লোকসানরূপে বিবেচিত হয়। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় ব্যবসায়ের ঝুঁকি ব্যাংক একা বহন করে না। জমাকারীরাও এর অংশীদার।^{১৪০৩} ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরী'আহর 'আল ওয়াদিয়াহ' নীতির ভিত্তিতে চলতি জমা গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে গ্রাহক তার অর্থ ব্যাংকের কাছে বিনা লাভে নিরাপদে গচ্ছিত রাখেন। ব্যাংক গ্রাহককে চাহিবামাত্র সে অর্থ ফেরত দেয়ার অঙ্গীকার করে। এ হিসাবে গচ্ছিত অর্থ গ্রাহকের অনুমতির ভিত্তিতে ব্যাংক ব্যবহার করতে পারে।^{১৪০৪} ইসলামী বা প্রচলিত যেকোনো ব্যবস্থায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলো সঞ্চয়কারীদের কাছ থেকে প্রণোদনার (incentive) বিনিময়ে আমানত (deposit) সংগ্রহ করে। যদিও উভয়ের প্রতিদান (reward) প্রদানের চুক্তির শর্তে রয়েছে পার্থক্য। প্রচলিত ব্যবস্থায় প্রতিদান পূর্বনির্ধারিত এবং স্থির। অন্যদিকে, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় মুশারাকা বা মুদারাবা নীতি মেনে আমানত সংগ্রহ করা হয় এবং এখানে প্রতিদান পরিবর্তনশীল। প্রচলিত ব্যাংকিংয়ে দীর্ঘমেয়াদি আমানত উচ্চতর মুনাফা (return) এবং স্বল্পমেয়াদি আমানত স্বল্পহারে মুনাফা সৃষ্টি করে। অনুশীলনের দিক দিয়ে ইসলামী ব্যাংকিংয়ে তেমন কোনো ভিন্নতা নেই। কারণ, এখানেও মুনাফা আমানতকারীদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেয়া হয়। মুনাফা ভাগাভাগির ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রাপনীয় (available) দীর্ঘমেয়াদি আমানত উচ্চতর ভার (higher weight) বহন করে। কারণ দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প থেকে অধিকতর মুনাফা অর্জিত হয়। স্বল্পমেয়াদি আমানত স্বল্প ভার (lower weight) বহন করে, কারণ এমন আমানত দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পে বিনিয়োগ করা যায় না।^{১৪০৫} প্রচলিত এবং ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার একমাত্র পার্থক্যটি ঝুঁকি ও প্রতিদান (মুনাফা) ভাগাভাগির মধ্যে নিহিত। প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় ব্যাংক পুরো ঝুঁকি বহন করে এবং স্থির হারে আমানতকারীদের প্রদানের পর সে পুরো মুনাফার মালিক হয়। অন্যদিকে, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় আমানতকারী ও ব্যাংক উভয়েই ঝুঁকি ও মুনাফার অংশীদার হয়। ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগ ফলাফলের সঙ্গে আমানতকারীদের প্রতিদান (মুনাফা) যুক্ত।^{১৪০৬}

^{১৪০১} উদ্ধৃত: প্রাণ্ডজ, পৃ. ৪০।

^{১৪০২} ড. এম. উমর চাপড়া, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাণ্ডজ, পৃ. ২২৫-২২৬।

^{১৪০৩} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের অন্তর্নিহিত শক্তি ও নৈতিক মান, প্রাণ্ডজ, পৃ. ৪।

^{১৪০৪} প্রাণ্ডজ, পৃ. ৪।

^{১৪০৫} আবদুল আজিজ ওলুয়ানিসোলা আবদুল ওহাব, প্রাণ্ডজ, পৃ. ১১১-১১২।

^{১৪০৬} এম. হানিফ, Differences and Similarities in Islamic and Conventional Banking, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব বিজনেস অ্যান্ড সোস্যাল সায়েন্স, (রেডফোর্ড: আইজেবিএসএস, ২০১১), খ. ২, সংখ্যা ২, পৃ. ১৬৮-১৭২।

২. স্বতন্ত্র আমানত নীতি গ্রাহকের সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা সততা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারিতা, স্বচ্ছতা, জাববাদিহিতা, সহজীকরণ, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সংহতির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে তা সকল গ্রাহকের আর্থিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার গ্যারান্টি। জমা গ্রাহকদের মূলধনের নিরাপত্তা ও মুনাফার সম্ভাব্যতা বিবেচনায় রেখে কল্যাণের লক্ষ্যে মূলধন ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটিয়ে প্রযুক্তিগত ও পেশাগত দক্ষতার সমন্বয়ে পারিপার্শ্বিকতা ও পরিবেশ এবং জনগণের সামগ্রিক চাহিদা সামনে রেখে রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে উৎপাদনশীল ও শ্রমঘন খাতে বিনিয়োগ করা ইসলামী ব্যাংকের নীতি ও কর্মকৌশল।^{১৪০৭} ফলে গ্রাহকের জমাকৃত অর্থ দিয়ে ব্যাংক মুনাফা করে চুক্তি অনুযায়ী বণ্টন করে নেয়। এতে করে আমানতকারীদের আমানতকৃত অর্থের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। ফটকাবাজি, ধোঁকাবাজি, শঠতা, দুর্নীতি, প্রতারণা, অনিশ্চিত খাতে বিনিয়োগ না হওয়ায় আমানতের নিশ্চয়তার ফলে আর্থিক মন্দার অনুষ্ঙ্গগুলো অনুপস্থিত থাকায় ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় মন্দা মোকাবেলায় সক্ষম হয়।

খ. ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতির ভূমিকা

১. বিনিয়োগের স্বতন্ত্র নীতি ও পদ্ধতি মন্দা প্রতিরোধ সহায়ক

ইসলামী ব্যাংকগুলো বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানত তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করে; যেগুলো আর্থিক মন্দা প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে :

- ক. 'শিরকাত' বা অংশীদারি পদ্ধতি,
- খ. 'বাই' বা পণ্যের বেচাকেনা পদ্ধতি; এবং
- গ. 'ইজারা' বা ভাড়া পদ্ধতি।^{১৪০৮}

বিনিয়োগ কার্যক্রমে ইসলামী ব্যাংকের মূলনীতি হলো, বিনিয়োগের খাত ও পদ্ধতি বৈধ হতে হবে। এছাড়া বিনিয়োগের খাত এমনভাবে নির্বাচন হবে, যাতে সমাজের মৌলিক চাহিদাগুলো ক্রম অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পূরণ হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রথম গুরুত্ব পায় 'জরুরিয়াত' বা জরুরি প্রয়োজন। এরপর 'হাজিয়াত' বা আরাম বৃদ্ধিকারী সামগ্রী। এসব চাহিদা ক্রমানুসারে পূরণ হওয়ার পর 'তাহসানিয়াত' বা বিলাসদ্রব্যে বিনিয়োগ করা হয়। সম্পদ বণ্টনের এ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি বিনিয়োগ কার্যক্রমকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংককে মাকাসিদে শরী'আহ বা শরী'আহর লক্ষ্য অর্থাৎ মানবিক ও সার্বজনীন কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগের আকার, খাত, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য, ভৌগোলিক এলাকা প্রভৃতিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। সীমিত সম্পদ কত বেশি মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হলো, তার ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকের দক্ষতা নিরূপিত হয়। শুধু লাভ বিবেচনা করে বিলাসসামগ্রীতে ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ করতে পারে না। বরং সাধারণ মানুষের অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণ বিনিয়োগ বিবেচনায় প্রাধান্য পায়। অনুল্লত এলাকায় আমদানি বিকল্প, অধিক কর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম অগ্রাধিকার। সব জনপদের মানুষ যাতে সমভাবে এগিয়ে যেতে পারে, তাদের মধ্যকার ব্যবধান যাতে হ্রাস পায়, সেদিকেও নজর রাখে ইসলামী ব্যাংক।^{১৪০৯} ইসলামী আইনবিদরা সুদভিত্তিক লেনদেন নিষিদ্ধ করেছেন। তাঁদের মতে, ইসলামী অর্থব্যবস্থা হবে সম্পদভিত্তিক। গতানুগতিক ব্যাংকিংয়ের মতো কেউ সুদ নেয়া বা দিতে পারবে না। ইসলামী ব্যাংকিংয়ে লেনদেনের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে রিয়েল এস্টেট, তথা জমি কেনাবেচা, পরিবহন ব্যবসা এবং ব্যবসায়িক সরঞ্জাম কেনাবেচা।^{১৪১০} ইসলামী ও প্রচলিত অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান উভয়েই উৎপাদনশীল চ্যানেল সৃষ্টি করে মুনাফার জন্য ব্যবসা এবং শিল্পে ঋণসুবিধা দেয়। পার্থক্য সৃষ্টি করে কেবল অর্থায়ন চুক্তি। প্রচলিত ব্যাংকগুলো গ্রাহকদেরকে স্থির মুনাফার বিনিময়ে ঋণদানের প্রস্তাব দেয়। অন্যদিকে, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় শরী'আহর নিষেধাজ্ঞার কারণে সুদের বিনিময়ে ঋণের প্রস্তাব দিতে পারে না। ইসলামী ব্যাংকগুলো বিনিয়োগ থেকে লাভ করতে পারলেও ঋণের ওপর সুদ ধার্য করতে পারে না। প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা তার গ্রাহককে তিন ধরনের ঋণ দিয়ে থাকে : স্বল্পমেয়াদি ঋণ, ওভার ড্রাফট এবং দীর্ঘমেয়াদি ঋণ। অন্যদিকে, ইসলামী ব্যাংক কেবল সুদবিহীন ঋণ (করযে হাসানা) দিতে পারে। অন্যদিকে, এই প্রতিষ্ঠান গ্রাহককে প্রয়োজনীয় সম্পদ সরবরাহের মাধ্যমে ব্যবসা করতে পারে।^{১৪১১}

তারল্য বজায় রাখার জন্য প্রচলিত ব্যাংকগুলোর অনেক সুযোগ রয়েছে। যেমন : সরকারি সিকিউরিটি, স্বল্পমেয়াদি ঋণ ও কলমানি, লিজিং কোম্পানির বন্ড এবং শেয়ার। প্রচলিত ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বাধ্যতামূলক গচ্ছিত রিজার্ভের জন্য সুদ পায়। পাশাপাশি তারা তাদের সম্ভাব্য পাওনার (receivables) বিপরীতে বন্ড ইস্যু করে তারল্য সংগ্রহ করতে পারে।

^{১৪০৭} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, মাকাসিদে শরী'আহর আলোকে ব্যাংকিং ও আমাদের করণীয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।
^{১৪০৮} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের অন্তর্নিহিত শক্তি ও নৈতিক মান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।
^{১৪০৯} প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।
^{১৪১০} আদেল আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।
^{১৪১১} এম. হানিফ, প্রাগুক্ত, খ. ২, সংখ্যা ২, পৃ. ১৬৮-১৭২।

দুর্দিনে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে সুরক্ষা দিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের বিনিময়ে তারল্য যোগান দেয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্য আরেকটি সুরক্ষা হলো আন্তঃব্যাংক আমানত (interbank deposits)। অন্যদিকে, প্রয়োজনীয় তারল্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস্ বা আইএফআইর সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। এগুলো কেবল স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ এবং লিকুইড সিকিউরিটি থেকে কিছু রাজস্ব আয় করতে পারে। আইএফআই সরকারি সিকিউরিটি, স্বল্পমেয়াদি ঋণ, বন্ড ও কলমানিতে বিনিয়োগ করতে পারে না। কারণ, এর সবগুলোই সুদী ব্যবসা।^{১৪১২} ইসলামী ব্যাংকগুলোকেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বাধ্যতামূলক রিজার্ভ রাখতে হয়, কিন্তু প্রচলিত ব্যাংকগুলোর তুলনায় এটা তাদের জন্য লাভজনক নয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদ নেয় বিধায় দুর্দিনে তারল্য বজায় রাখার জন্য এর দ্বারস্থ হতে পারে না আইএফআই। তারা আন্তঃব্যাংক আমানতের সুদও দাবি করতে পারে না। আইএফআই ইচ্ছেমতো যেকোনো ইকুইটি সিকিউরিটিতেও বিনিয়োগ করতে পারে না। কারণ তার বিনিয়োগের ক্ষেত্র হতে হবে হালাল বা শরী'আহসম্মত। তাই প্রচলিত ব্যাংকিং ও ব্যবসার যে আধিপত্য চলছে তাতে খুব কমসংখ্যক প্রতিষ্ঠানই ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থার উভয় শর্ত পরিপূরণে সক্ষম হয়।^{১৪১৩} আইএফআইগুলোর তারল্যের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য একটি উপায় হলো, সুকুক (ইসলামী বন্ড)। এখানে মুনাফা (servicing) প্রচলিত ব্যাংকের মতোই নির্ধারিত হলেও এ ধরনের সুকুক ইস্যু করা হয় ইজারা সম্পদের সম্ভাব্য পাওনার বিপরীতে। ইজারা সুকুক -এর আওতায় গ্রাহককে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কোনো সম্পদের ভাড়া পরিশোধ করা হয়, কিন্তু ওই সম্পদের মালিকানা থাকে আইএফআইর। তারল্যের প্রয়োজন মেটাতে আইএফআই বিনিয়োগকারীদের কাছে সম্পদের সমমূল্যের 'সুকুক' বিক্রি করে। এতে সম্পদের মালিকানা সুকুকধারীদের কাছে স্থানান্তর হয়। মুরাবাহা সুকুক বিক্রি করা যায় না। আবার, মুশারাকা সুকুক সেকেন্ডারি মার্কেটে কেনাবেচা করা গেলেও তা কোনো স্থির আয় বহন করে না। যে পোর্টফোলিওর বিপরীতে সুকুক ইস্যু করা হয় তাতে তরল সম্পদেও আধিপত্য থাকবে-এই নীতির ভিত্তিতে সুকুক ইস্যু করা হয়। ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থায় সুকুক হলো মালিকানার সনদ, এটা সাধারণ কোনো ঋণ সিকিউরিটি নয়। তাই সব ঝুঁকি ও লাভের অংশীদার হবেন সুকুকধারীরা।^{১৪১৪}

২. শরী'আহর লক্ষ্য অর্জন ও মানবকল্যাণে বিনিয়োগের বহুমুখীতা

ইসলামী ব্যাংক শুধু স্বল্পবিত্ত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের মাঝেই বিনিয়োগ করে না। বরং বিত্তহীনদের মাঝেও এর কার্যক্রম ব্যাপক আকারে সম্প্রসারিত রয়েছে। বিশেষ করে বিত্তহীন বা স্বল্পবিত্ত লোকদের বিনিয়োগ বা ঋণদানের বেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রিয়নবী (সা.) এর সুবিখ্যাত নীতি অনুসরণ করে। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় একইসাথে সুদমুক্ত ভোগ্যঋণ এবং অংশীদারিত্বভিত্তিক উৎপাদন ঋণের সমন্বয়ে সম্পূর্ণ অর্থায়ন (Total Financing) কর্মসূচীর মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের যে কার্যক্রম রয়েছে তা সারা পৃথিবীর কাছে তা হবে একটি বিস্ময়কর অনুকরণীয় আদর্শ। এছাড়া আধুনিক ব্যাংকিং জগতে তা হবে এক অনন্য সংযোজন।^{১৪১৫} ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা ইসলামী শরী'আহ মোতাবেক পরিচালিত বলে শরী'আহ বাস্তবায়নে ইসলামী ব্যাংক কাজ করে। ড. এম. উমর চাপড়ার বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য:

'Human well being requires a balanced satisfaction of both the material and the spiritual needs of the human personality. The spiritual need is not satisfied merely by offering prayers; it also requires the moulding of individual and social behaviour in accordance with the Shariah, which is designed to ensure the realisation of the maqasid al- Shariah (the goals of Shariah) two of the most important of which Socio-economic justice and the well-being of all God's creatures.'

অর্থাৎ, 'ইসলামী শরী'আহর লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের কল্যাণ নিশ্চিতকরণ। মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ কুরআন সূন্যাহর নির্দেশের আলোকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জাতি, ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ বয়স এলাকা নির্বিশেষে সকল মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ, আয় ও সম্পদ বন্টনে ভারসাম্য ও সমতা স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনই হচ্ছে শরী'আহ ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য।'^{১৪১৬}

^{১৪১২} আবদুল আজিজ ওলুয়ানিসোলা আবদুল ওহাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

^{১৪১৩} এম. হানিফ, প্রাগুক্ত, খ. ২, সংখ্যা ২, পৃ. ১৬৮-১৭২।

^{১৪১৪} আবদুল আজিজ ওলুয়ানিসোলা আবদুল ওহাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

^{১৪১৫} ড. মোহাম্মদ লোকমান, ইসলামী অর্থব্যবস্থা : তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিকসমূহ, দৈনিক সংগ্রাম, ২৯ নভেম্বর ২০১০, পৃ. ৪।

^{১৪১৬} M. UMER CHAPRA, Ethics and Economics: An Islamic Perspective, *Islamic Economic Studies*, (Jiddah: IRTI, Aug. 2008 & Jan. 2009), Vol. 16, No. 1 & 2, p. 1।

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগের বহুমুখীতার স্বরূপ নিম্নরূপ :

ক. বৈচিত্রময় বিনিয়োগ পদ্ধতির প্রয়োগ

প্রচলিত ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের চলতি মূলধনের (working capital) প্রয়োজন মেটাতে স্বল্পমেয়াদি এবং মধ্যমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। যেকোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইনভেন্টরি ও প্রাপ্য হিসাব (accounts receivable)-এর পেছনে বিনিয়োগ এবং ব্যয় মেটানোর জন্য চলতি মূলধনের প্রয়োজন হয়। ইসলামী ব্যাংক ব্যবসার দৈনন্দিন ব্যয় মেটানোর জন্য মেয়াদি সার্টিফিকেট (term certificate)-এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইনভেন্টরি বিনিয়োগ সরবরাহ করে। এখানে একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য আইএফআই আনুপাতিক হারে লাভের অংশীদার হয়। অন্যদিকে, আইএফআই'র লেনদেনে ঝুঁকি থাকায় এর মেয়াদি সার্টিফিকেট-এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্থায়ন যতটা সহজ, প্রচলিত ব্যাংকের স্বল্পমেয়াদি ঋণ ততটা সহজ নয়। তাই, যেসব প্রতিষ্ঠান আইএফআই থেকে স্বল্পমেয়াদি সুবিধা নিতে চায় সেগুলোকে বিনিয়োগকারীর সম্ভ্রুতি আদায়ের মতো ব্যবসায়িক সম্ভবপরতা (feasibility) প্রমাণ করতে হয়। আজ পর্যন্ত কোন অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের চলতি মূলধন প্রয়োজন পূরণে ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থা এগিয়ে আসেনি। ফলে আইএফআই কোনো ব্যক্তিগত ভোগ্যপণ্যে ঋণ (personal consumption loan) দেয় না। তবে আর্থিকভাবে সচ্ছল কোনো ব্যক্তি মুরাবাহা অর্থায়নকে তার কাঙ্ক্ষিত কোনো পণ্য লাভের জন্য ব্যবহার করতে পারেন। আইএফআই ওই জিনিসের মূল্যের ওপর লাভ যোগ করে তা সরবরাহ করতে পারে।^{১৪১৭} ব্যবসা/অলাভজনক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত স্বল্পমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে মুরাবাহা অর্থায়ন একটি কার্যকর হাতিয়ার। কারণ এটি একটি সম্পদভিত্তিক অর্থায়ন। আইএফআই যে কাউকে মূল্যায়নের মাধ্যমে বিশেষ করে হালাল (বৈধ) কোনো উদ্দেশ্যে অর্থায়ন করতে পারে। কিন্তু এগুলো সুদের ভিত্তিতে নগদ অর্থ ধার দিতে পারে না। তবে কর্জে হাসানা (হিতৈষী ঋণ) দিতে পারে।^{১৪১৮} কোনো প্রতিষ্ঠানকে তার সম্প্রসারণ বা বর্তমান সম্পদ পরিবর্তনের জন্য, স্থায়ী সম্পদ সংগ্রহের লক্ষ্যে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয়া হয়। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণ করা হয় 'মুরাবাহা' (ইন্টারমেডিয়েশন; গ্রাহকের প্রয়োজনীয় পণ্যটি কিনে তা উচ্চতর মূল্যে গ্রাহকের কাছে বিক্রি), 'বাই' মুয়াজ্জাল (বাকিতে বিক্রি), 'সালাম' ও 'ইসতিসনা' বা আগাম বিক্রি চুক্তি (ভবিষ্যতে সরবরাহ করা হবে এমন কোনো পণ্যের জন্য ব্যাংক তহবিল জোগান দেয়, ওই নির্দিষ্ট দিনে পণ্যের মূল্য কী হবে তা আগাম নির্ধারণ করা হয়) পদ্ধতি অনুসরণ করে। তা নাহলে, দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের বেলায় অর্থায়নের বিকল্প হলো 'মুশারাকা' ও 'মুদারাবা'র মতো মুনাফা ভাগাভাগি পদ্ধতি। মুদারাবা, বাই' মুয়াজ্জাল ও ইসতিসনা'কে প্রচলিত ধারার ঋণদান পদ্ধতি বলে মনে হলেও চুক্তির শর্তাবলিতে এ দু'য়ের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। দুই পদ্ধতিতে ঝুঁকি ও মুনাফার ধরনেও রয়েছে পার্থক্য। আইএফআই এবং বিনিয়োগগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য মুশারাকা (অংশীদারি) এবং মুদারাবা (মধ্যস্থতা) বেশ চ্যালেঞ্জিং। কারণ বিনিয়োগ হারানোর ঝুঁকি থাকায় আইএফআইর শরী'আহভিত্তিক অর্থায়ন প্রকল্পের আওতায় কোনো প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ পেতে চাইলে তাকে ব্যবসার সম্ভবপরতা ও লাভজনকতা (feasibility and profitability) প্রমাণ করতে হয়।^{১৪১৯}

খ. ব্যাপকভিত্তিক জনকল্যাণে লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও ব্যাপ্তিক শিল্পে অর্থায়ন

বৈষম্যমূলক প্রচলিত ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা এক তিজ বাস্তবতা। ঋণ বিতরণের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সম্পদের কেন্দ্রীকরণ প্রবণতা সংশোধন করা প্রয়োজন। নচেৎ আয় ও সম্পদের সুষম বন্টনের প্রত্যাশা দুরাশা মাত্র। গ্রাম ও শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য ক্ষুদ্র ও ব্যাপ্তিক শিল্প দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে। কিন্তু এসব শিল্পে অর্থায়নের যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া না হলে এ লক্ষ্য অর্জন স্বপ্নই থেকে যাবে। ক্ষুদ্র ও ব্যাপ্তিক শিল্পের উন্নয়নের পথে অর্থসংস্থানই সবচেয়ে বড় বাধা।^{১৪২০} ড. মুহাম্মদ ইউনুস তাই যথার্থই বলেছেন, আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় অর্থ ও সম্পদ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা হচ্ছে সর্বপ্রথম মৌলিক অধিকার, যা অন্যান্য মানবাধিকার অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।^{১৪২১} Select Committee on Hunger-এর এক রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায়, উন্নয়নশীল দেশের ক্ষুদ্র শিল্পসমূহে সামান্য পরিমাণ ঋণ সরবরাহ দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মান উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি করতে পারে। কিন্তু এসব দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণদানকারী সংস্থাসমূহ স্বল্পবিত্ত মানুষের উদ্যোগে চালিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের লাভজনকতায় আস্থাশীল নয়।^{১৪২২} তাই আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক

^{১৪১৭} এম. হানিফ, খ. ২, সংখ্যা ২, পৃ. ১৬৮-১৭২।

^{১৪১৮} আবদুল আজিজ ওলুয়ানিসোলা আবদুল ওহাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩-১১৪।

^{১৪১৯} প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

^{১৪২০} ড. এম. উমর চাপড়া, ইসলাম ও আর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯।

^{১৪২১} Muhammad Yunus, The Poor as the Engine of Growth, Reproduced from the Washington Quarterly, Autumn 1987, in *Economic Impact*, 1988, No. 2, p. 31.

^{১৪২২} U. S. House of Representative, Banking for the Poor: Alleviating Poverty through Credit Assistance in developing Countries, *Report of the Select Committee on Hunger*, (Washington: U.S. G.P.O.), 1986, p. v.

সংস্কারের মৌলিক ভিত্তি হওয়া উচিত অর্থব্যবস্থার সংস্কার। প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামী অর্থব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেই এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। গরীব জনসাধারণের মাঝে শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যে উদ্যোগ গ্রহণে যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে, তাকে তখন কাজে লাগানো যাবে। আয়, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যে সমৃদ্ধ অবদান রাখতে পারে তা ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ভাগ্যের ওপর নির্ভর করার অনিশ্চিত অবস্থা হতে রক্ষা পাবে। দুঃসময়ে কোমর ভাঙা সুদের ভার বহনের পরিবর্তে তারা সুসময়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে অধিক মুনাফার ভাগ দিতে প্রস্তুত থাকবে এটাই স্বাভাবিক। অর্থ ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ঝুঁকি বহনের ক্ষমতা ও যোগ্যতা রয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির সময় অধিক মুনাফা অর্জন করে তারা মন্দাকালীন দুঃসময় দেউলিয়া হবার ভয় না করে ঝুঁকি বহনে সক্ষম।^{১৪২০}

ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (IFAD) তাদের অভিজ্ঞতা হতে মন্তব্য করেছে যে, উদ্যমী দরিদ্র মানুষ তাদের প্রদত্ত ঋণ নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সাথে খেটে দ্রুত পরিশোধ করে দেয়।^{১৪২৪} ‘সিলেক্ট কমিটি অন হাঙ্গার’ এর রিপোর্ট অনুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প ব্যবসা ইউনিটের যথাসময়ে ঋণ পরিশোধের হারের রেকর্ড উল্লেখযোগ্যভাবে প্রশংসনীয়।^{১৪২৫} বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংকের জন্মলগ্ন হতে ঋণ পরিশোধের হার ৯৯% বলে দেখা গেছে।^{১৪২৬} অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রকল্পে ঋণদান কর্মসূচির ফলাফলও অনুরূপভাবে ইতিবাচক। তাই এরূপ অর্থব্যবস্থা বা ঋণদান কর্মসূচি সম্পর্কে অযথা ও অমূলক আশঙ্কা প্রকাশ করার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ নেই।^{১৪২৭} তাছাড়া ক্ষুদ্র ও ব্যাষ্টিক শিল্প ইউনিটকে ঋণদান প্রক্রিয়াকরণে যদি কিছু অতিরিক্ত ব্যয় হয়ও, ইসলামী ন্যায়নীতির নিরিখে ও অগ্রগতির স্বার্থে তা গ্রহণযোগ্য। বিশেষত যখন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ স্বল্প সুদে ঋণ, ভর্তুকির মাধ্যমে নিম্নমূল্যে উৎপাদন উপকরণ সরবরাহ প্রভৃতি বিপুল সরকারি সুবিধা ভোগ করে আসছে।^{১৪২৮} কৃষিঋণ স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি দু’ধরনেরই হতে পারে। কৃষকদের স্বল্পমেয়াদি ঋণের প্রয়োজন হয় বীজ ও সার কেনার জন্য। অন্যদিকে, দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রয়োজন হয় জমি বাড়ানো কিংবা যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য। সাধারণত, কৃষক ফসল তোলার পর তা বিক্রি করে এ ঋণের অর্থ পরিশোধ করে। এ খাতে প্রচলিত ব্যাংকগুলো সুদের ভিত্তিতে ঋণ দেয়। আইএফআই কৃষকদের একই সুবিধা দেয়, তবে বাই সালাম, বাই মুদারাবা মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতিতে। কৃষকদের বীজ ও সার কেনার জন্য বাই সালাম পদ্ধতিতে নগদ অর্থ দেয়া হলেও তা ঋণ হিসেবে নয়। তা দেয়া হয় কৃষকের কাছ থেকে ফসল কিনে নেয়ার বিনিময়ে, যা ভবিষ্যতে সরবরাহ করা হবে। যন্ত্রপাতি কেনার জন্য আইএফআই মুরাবাহা সুবিধা দিলেও মুশারাকা ও মুদারাবা সুবিধা দেয়া হয় বাড়তি জমি উন্নয়নের জন্য। এ ধরনের লেনদেনে ঝুঁকি থাকায় কৃষককে জমি উন্নয়নের ঋণ পেতে হলে উদ্যোগটি যে লাভজনক সে বিষয়ে আইএফআইকেসম্ভ্রষ্ট করতে হয়।^{১৪২৯} গ্রামীণ খাত যে সকল প্রতিকূলতায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেগুলো দূর করা ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন সাধন করা হলে কেবলমাত্র যে কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হারে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে তা নয়, বরং গ্রামীণ অর্থনীতির বহুমুখী বিকাশ ঘটবে এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক আত্ম-কর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে। এতে শহর থেকে জনসংখ্যা গ্রামে স্থানান্তর হতে সাহায্য করবে এবং নগর জীবনের ভিড় ও দূষ্কৃতি হ্রাস পাবে। যদি এ সুযোগগুলো সরল জীবনযাপন প্রণালীর সাথে একত্রে বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে গ্রামীণ অর্থনীতির বহুমুখীকরণকে অব্যাহত রাখা ও শক্তিশালী করার লক্ষে গ্রামের সমৃদ্ধি বিনিয়োগে রূপান্তরিত হবে। এটি অধিকতর স্বল্প সময়ে অর্জন করা সম্ভব হবে যদি ইসলামকে সামাজিক পরিবর্তন ও সংশোধনের কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়।^{১৪৩০}

পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে বিরাজমান পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র ও ব্যাষ্টিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে বিকাশ সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ হবে। পুঁজিবাদী দেশগুলোতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃশ্যপট বড় বড় ব্যবসায়ীরাই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা আরোও বড় ব্যবসায় প্রতি টানগুলোর অনুকূলে বলেই প্রতীয়মান হয়। ফলশ্রুতিতে উনিশ শতকের পুঁজিবাদী বিশ্বে যে প্রতিযোগিতামূলক বাজারব্যবস্থা প্রভাবশালী ছিল এখন তার অবসান ঘটেছে।^{১৪৩১} এ সমস্যা সামাধানের জন্য সমাজতন্ত্র উৎপাদনের সকল উপকরণ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে নেয়। এ ব্যবস্থা মজুরী দাসত্ব ও বিচ্ছিন্নতাকে জোরদার করে। এর

^{১৪২০} ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৯।

^{১৪২৪} *The Economist*, 16 February 1985, p. 15; ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২০-৩২১।

^{১৪২৫} U. S. House of Representative, *Report of the Select Committee on Hunger*, (Washington: U.S. G.P.O., 1986), p. 7.

^{১৪২৬} Muhammad Yunus, *Group-Based Savings and Credit for the Rural Poor*, (Dhaka: Grameen Bank, January, 1984), p. 12.

^{১৪২৭} ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২১।

^{১৪২৮} *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২১।

^{১৪২৯} আবদুল আজিজ ওলুয়ানিসোলা আবদুল ওহাব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫।

^{১৪৩০} ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০২-৩০৩.

^{১৪৩১} Paul A. Baran and Paul M. Sweezy, *Monopoly Capital: An Essay on the American Economic and Social Order*, (New York: Modern Reader Paperbacks, 1966), p. 117.

ফলে প্রতিযোগিতা দূরীভূত হয় এবং উৎসাহ ও দক্ষতা হ্রাস পায়।^{১৪০২} যদি বৃহৎ শিল্প-কারখানাগুলো অধিকতর দক্ষ হয় এবং সম্পদ ও ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণের দিকে ধাবিত না হয়, তাহলে এরূপ বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পেছনে মৌলিকভাবে কোনো দোষ নেই। তথাপি এটা প্রতীয়মান হয় যে, ‘মাকাসিদ’ অর্জনের সাথে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ করার লক্ষ্যে যতদূর সম্ভব একান্ত অপরিহার্য ক্ষেত্র ছাড়া নীতি হিসেবে সাধারণভাবে বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা নিরুৎসাহিত করা উচিত।^{১৪০৩} পাশ্চাত্যের সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি হচ্ছে যেখানে উঁচু-নীচুর পার্থক্য বৃদ্ধি করে এবং কর্পোরেট ক্ষমতাকে শেয়ারের ভিত্তির ওপর পিরামিডের ব্যয় সংকীর্ণ কাঠামো গড়ে তোলে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এরূপ উঠানামার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান হয় পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটেছে। ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ কমানোর লক্ষ্যে এ ব্যবস্থার যথাযথ সংস্কার করতেই হবে। ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতি রেখে কর্পোরেশনগুলোর মূলধন কাঠামোতে অংশীদারীত্বের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ এবং সুদের বিলোপ সাধন শুধুমাত্র ধনী পরিবারগুলোর প্রভাবকে কমাতে না; বরং তা কর্পোরেট অংশীদারীত্বে মালিকানার সম্প্রসারণ ঘটাবে এবং ক্ষমতার অধিকতর সুষম বন্টনে সহায়ক হবে।^{১৪০৪} ক্ষুদ্র ব্যবসা, দুগ্ধবতী গাভী পালন, হাঁস-মুরগি পালন, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী গঠন, সেলাই প্রশিক্ষণ, রিকশা প্রকল্প, আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প, মাছ চাষ, ফলজ উদ্ভিদের বাগান বা সবজি উৎপাদন ইত্যাদির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়কে বৃদ্ধি করা।^{১৪০৫} ইসলামী ব্যাংকসমূহ আয় ও সম্পদের সুষম বন্টন এবং আর্থ-সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে থাকে। সকল অর্থনীতিবিদ এ ব্যাপারে একমত যে যদি যথাযথভাবে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে তা যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির স্তর নির্বিশেষে বিরাজমান মারাত্মক আয় ও ধনবন্টন বৈষম্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সমর্থ হবে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগের সাহায্যে উপকরণ ব্যবহারের গতিপথ পরিবর্তিত হবে।^{১৪০৬} সম্পদ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণের প্রতি খেয়াল রাখে। ব্যক্তির জন্য আর্থিকভাবে লাভজনক কিন্তু সমাজের জন্য তা ক্ষতিকর হলে সে ধরনের কোনো খাতে বিনিয়োগ করা মাকাসিদে শরী’আহর পরিপন্থী।^{১৪০৭}

গ. স্থায়ীভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইজারা (Leasing) বা ভাড়ার শর্তে অর্থায়ন

ইজারা হলো অর্থায়নের তুলনামূলক আধুনিক উৎস। এর মাধ্যমে সম্মত ভাড়ার শর্তে কোনো সম্পদের উজুফরাজ্জ ইজারাদারের কাছে স্থানান্তরিত হয়। তবে ইজারা সম্পদের মালিকানা স্থানান্তরিত হতে পারে, আবার না-ও পারে। ইজারা চুক্তির আওতায় আইএফআই একই ধরনের সুবিধা প্রস্তাব করতে পারে। ইজারার আওতায় গ্রাহককে সম্মত ভাড়ার বিনিময়ে মালিকানা হস্তান্তর না করে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কোনো সম্পদ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে দেয়া হয়। তবে ইজারা মেয়াদ শেষে ওই সম্পদের মালিকানা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে গ্রাহককে হস্তান্তর করা যায়। ইজারা মেয়াদে সম্পদেও মালিকানা সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি আইএফআই বহন করে। ইসলামী এবং প্রচলিত ব্যবস্থায় ইজারা লেনদেনের ক্ষেত্রেও পার্থক্য রয়েছে:

প্রথমত: ইজারা সম্পদের সরবরাহ না পাওয়া পর্যন্ত ইজারাদার ভাড়া পরিশোধের উপযুক্ত হন না।

দ্বিতীয়ত: খেলাপি হলে অতিরিক্ত ভাড়া দাবি করা যায় না। মূল ইজারা চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে জরিমানা করা যায়। তবে তা আইএফআইর আয় হিসেবে গণ্য হবে না।

তৃতীয়ত: ইজারা সম্পদে বড় ধরনের কোনো সংস্কার করা হলে ওই সময়ের জন্য আইএফআই ভাড়া দাবি করতে পারে না। চতুর্থত, ইজারা সম্পদের মালিকানা ঝুঁকি বহন করে আইএফআই। তাই সম্পদটি হারিয়ে গেলে বা ধ্বংস হলে এ জন্য আইএফআই বাড়তি কোনো কিস্তি দাবি করতে পারে না।^{১৪০৮}

৩. বিনিয়োগ পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগ

ইসলামী ব্যাংকসমূহের রয়েছে একগুচ্ছ নীতিমালা ও নৈতিক মূল্যবোধ। একটি দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার এক নম্বর উদ্দেশ্য হলো মানবসম্পদ উন্নয়ন ও নিয়মিত এবং স্থিতিশীল ও স্থায়িত্বশীল জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি। তাই উন্নয়নের কৌশল পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করতে হলে দরকার ব্যাপকভাবে শিল্প, কৃষি ও সার্ভিস সেক্টরের উন্নয়ন, যার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব। বিত্তহীনদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা জরুরি। যার ফলে একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন হলে সকলেই কাজ পাবে এবং বেকার জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমে আসবে। এজন্য ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় পল্লী উন্নয়নের জন্য রয়েছে ব্যাপক কর্মসূচি। দারিদ্রতা দূরীকরণে সবচাইতে বড় হাতিয়ার হলো ক্ষুদ্র বিনিয়োগ। এ জাতীয় বিনিয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির লোকদের স্থায়ী কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের কাজ তাদেরকে দারিদ্রতার কবল থেকে মুক্ত

^{১৪০২} ড. এম. উমর চাপড়া, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭।

^{১৪০৩} প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭।

^{১৪০৪} প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫।

^{১৪০৫} মোহাম্মদ সদরুল আমীন রাশেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

^{১৪০৬} প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

^{১৪০৭} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, মাকাসিদে শরী’আহর আলোকে ব্যাংকিং ও আমাদের করণীয়, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

^{১৪০৮} আবদুল আজিজ ওলুয়ানিসোলা আবদুল ওহাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪-১১৫।

করতে সক্ষম। ইসলামী ব্যাংকের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের অর্থ দ্বারা কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করে দেশের জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, সমাজের সকল মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ এবং সবার জন্য আয় উপার্জনের সম্মানজনক ব্যবস্থা করা ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং এর অন্যতম উদ্দেশ্য। নূনতম মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে যেন দরিদ্র ও অভাবীরা উৎপাদনক্ষম হতে পারে এবং তারা নিজেদের চেষ্টায় ন্যূনতম জীবনযাপনের মানার্জনে সক্ষম হয়। ইসলাম মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের সকলদিককে সমগ্র মানব উন্নয়নের কাঠামোর মধ্যে পর্যালোচনা করে। সমাজের কিছু ব্যক্তি বা কোন বিশেষ দলের সমৃদ্ধি ঘটানোই ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার লক্ষ্য নয় বরং সমাজের মানুষের কল্যাণ সাধনই ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার কাজ। উন্নয়ন প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অন্তঃস্থল হচ্ছে মানুষ। দারিদ্র দূরীকরণ তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গি খুব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।^{১৪৩৯}

ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রমের মূল বিবেচ্য হলো কল্যাণ বৃদ্ধি করা এবং অকল্যাণ দূর করা। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় সব মানুষের জরুরিয়াত বা অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণকে অগ্রাধিকার দেয়। ধন-সম্পদ কেবল ধনীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়ে তা যেন সার্বজনীন কল্যাণে নিয়োজিত হয়। এদিকে খেয়াল রেখে জনগণের কাছ থেকে সম্পদ আহরণ এবং তা সমাজের উৎপাদনক্ষম ব্যাপক উদ্যোগী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া ইসলামী ব্যাংকের নীতি ও কৌশল।^{১৪৪০} জনকল্যাণধর্মী উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মুষ্টিমেয় হাতে বিনিয়োগ পুঞ্জীভূত করার পরিবর্তে আকৃতি, প্রকৃতি ও খাত এবং ভৌগোলিক এলাকা অনুযায়ী সর্বত্র বিনিয়োগ ছড়িয়ে দিয়ে বস্তুমূলক সুবিচার নিশ্চিত করা মাকাসিদে শরী‘আহর হিফজুল মা‘ল বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে উৎপাদন ও মুনাফা শেষ কথা নয়। এর কার্যক্রম কয়েকটি প্রশ্নের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়: ১. কার জন্য উৎপাদন, ২. কী উৎপাদন, ৩. কিভাবে উৎপাদন এ তিনটি বিষয় সামনে রেখে সার্বজনীন কল্যাণের নীতির ভিত্তিতে উৎপাদিত পণ্যের বস্তু নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগপদ্ধতি ও বিনিয়োগের খাত শরী‘আহর দৃষ্টিতে বৈধ হওয়া আবশ্যিক। আর্থিক বিবেচনায় কোন ব্যবসা যথেষ্ট লাভজনক হলেও জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকর কোনো পণ্যে ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ করে না। লাভের লোভে সিগারেট বা মদের ফ্যাক্টরিতে বিনিয়োগ করতে পারে না। সুদের কারবার, জুয়া, ফটকাবাজারি, অশ্লীলতা, ভেজাল ব্যবসায় ইসলামী ব্যাংক জড়িত হয় না। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় সামাজিক কল্যাণমূলক খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত হয়। ইসলামী ব্যাংক আর্থিক কারবারে অকল্যাণ দূর করতে কাজ করে।^{১৪৪১} ইসলামী ব্যাংকের সাথে গ্রাহকদের সম্পর্ক দাতা-গ্রহীতা বা খাতক-মহাজনের নয়। এখানে সম্পর্কের ভিত্তি হলো নিম্নরূপ:

এক. শিরকাত বা লাভ-লোকসানে অংশীদারী পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক ও গ্রাহকের সম্পর্ক অংশীদারিত্বের।

দুই. প্রকৃত পণ্যের বেচাকেনার মাধ্যমে গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং

তিন. ইজারা পদ্ধতিতে কারখানার মূলধনী যন্ত্রপাতি, যানবাহন, বাড়ি ইত্যাদির ভাড়া দাতা ও ভাড়া গ্রহীতারূপে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এই তিনটি পদ্ধতি মানুষের দীর্ঘ প্রচলিত স্বাভাবিক লেনদেন কার্যক্রমেরই প্রতিচ্ছবি।^{১৪৪২}

শিরকাতের ক্ষেত্রে গ্রাহকগণ মুদারাবা বা মুশারাকা পদ্ধতিতে ব্যবসায় অংশীদার হন। বাই‘ বা বেচাকেনার ক্ষেত্রে প্রকৃত পণ্যের ক্রেতা-বিক্রেতারূপে বাই‘ মুরাবাহা, বাই‘ মুয়াজ্জাল, বাই‘ সালাম প্রভৃতি পদ্ধতিতে গ্রাহক ও ব্যাংক চুক্তি করে থাকে। ইজারা পদ্ধতিতে ভাড়াটিয়া ও ভাড়া প্রদানকারীরূপে দুই পক্ষ কারবারে শরিক হয়। ইসলামী ব্যাংক তার বেচা-কেনা পদ্ধতিতে প্রকৃত পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় নিশ্চিত করে। এই লেনদেন সুদভিত্তিক টাকা বেচাকেনা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এর ফলাফলও সুদভিত্তিক লেনদেন থেকে ভিন্ন। টাকা নিজে কোন পণ্য নয়, এর নিজস্ব কোনো উৎপাদন ক্ষমতা নেই। ধাতু কিংবা কাগজ বা প্লাস্টিকের তৈরি মুদ্রা হলো প্রকৃত পণ্য বেচাকেনার মাধ্যম, পরিমাপ, মানদণ্ড বা ভাণ্ডার মাত্র। এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে সেই মাধ্যমকে পণ্যের মতো বেচা-কেনার ফলে আর্থিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, যেটিকে অ্যারিস্টটল ‘কৃত্রিম জালিয়াতি কারবার’ হিসেবে দেখেছেন। এই অকল্যাণ দূর করা ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম মাকাসিদ। অর্থায়নের ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় ইসলামী ব্যাংকের শিরকাত বা মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতি এবং পণ্যের বেচাকেনাভিত্তিক মুরাবাহা, মুয়াজ্জাল প্রভৃতি পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত। পুঁজিবাদের সুদ ও ঋণভিত্তিক লেনদেন আর ইসলামের ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির লেনদেন মৌলিকভাবে দুটি আলাদা বিষয়। এ দুয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।^{১৪৪৩} বাই‘ মুরাবাহা ও বাই‘ মুয়াজ্জাল ইত্যাদি বেচাকেনা পদ্ধতি এবং সুদভিত্তিক প্রচলিত অর্থায়নপদ্ধতি এক নয়। উভয়ের অর্থনৈতিক প্রভাবও ভিন্ন। প্রচলিত অর্থায়নপদ্ধতিতে ঋণগ্রহীতা ঋণের অর্থ কোথায় ব্যবহার করবেন তা জানা সুদভিত্তিক ব্যাংকের জন্য জরুরি নয়। ইসলামী ব্যাংকের ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিতে যথার্থভাবে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হয় বলে এটা অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। মুরাবাহা পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক বাজার থেকে প্রকৃত পণ্য সংগ্রহ করে। ফলে বাজারে ব্যাংকের প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রতিফলিত

^{১৪৩৯} মোহাম্মদ সদরুল আমীন রাশেদ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪।

^{১৪৪০} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, মাকাসিদে শরী‘আহর আলোকে ব্যাংকিং ও আমাদের করণীয়, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪২।

^{১৪৪১} প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪২-৪৩।

^{১৪৪২} প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪৩।

^{১৪৪৩} প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪৩।

হয়। কিন্তু প্রচলিত অর্থায়নপদ্ধতিতে পণ্যের সাথে ব্যাংকের কোনো সম্পর্ক থাকে না। ফলে এ ক্ষেত্রে বাজারের ওপর ব্যাংকের কোনো প্রভাব নেই। মুরাবাহা পদ্ধতিতে গ্রাহকের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যাংক প্রকৃত সরবরাহকারীর কাছ থেকে পণ্য সংগ্রহ করে পণ্যের ওপর মালিকানা ও দখললাভের পর তা উক্ত গ্রাহকের কাছে বিক্রি করে। সুদভিত্তিক অর্থায়নপদ্ধতিতে ব্যাংকের সাথে পণ্যের কোনো সম্পর্ক থাকে না এবং ঋণের কোনো পর্যায়েই ব্যাংকের ওপর কোনো প্রকার ঝুঁকি বর্তায় না। তাই ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগ কার্যক্রমে ব্যাংক ও গ্রাহকের সম্পর্ক পরিপূরক। ব্যাংক ও গ্রাহক সহমর্মী হয়ে ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য চেষ্টা করে। গ্রাহকের ব্যর্থতার কারণে যাতে ব্যাংকের মুনাফা কমে না যায় এবং অন্যদিকে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনার অদক্ষতার কারণে গ্রাহক যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে জন্য গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে সমন্বয় ও সহমর্মিতা ইসলামী ব্যাংকিং কারবারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।^{১৪৪৪}

সুদভিত্তিক অর্থায়নপদ্ধতিতে ঋণগ্রহীতা সময়মতো ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে সময় বৃদ্ধির সাথে সাথে সুদ বাড়তে থাকে। অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংকের ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে পণ্যের দাম একবারই সাব্যস্ত হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রাহক সে দাম পরিশোধ করার অঙ্গীকার করেন। এ চুক্তির অধীনে কোনো গ্রাহক যৌক্তিক অসুবিধার কারণে সময়মতো বিনিয়োগ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাকে অতিরিক্ত কোনো অর্থ পরিশোধ করতে হয় না। তবে যথার্থ কারণ ছাড়া বিনিয়োগ গ্রাহক সময়মতো বিনিয়োগ পরিশোধ না করলে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ব্যাংক বিলম্বজনিত ‘ক্ষতিপূরণ’ আদায় করতে পারে। ক্ষতিপূরণের এই অর্থ ব্যাংকের আয় রূপে বিবেচিত হয় না। অর্থাৎ, এই অর্থ ব্যাংকের গ্রাহক, কর্মচারী বা শেয়ারহোল্ডারগণ পান না। জরিমানার অর্থ শরী‘আহ অনুমোদিত দাতব্য কাজে ব্যয় করার ফলে এর সুবিধা যায় সমাজের বঞ্চিত ও হতদরিদ্র মানুষের কাছে। এতেও সমাজকল্যাণ বাড়ে।^{১৪৪৫} ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় ব্যাংক ও গ্রাহকের মাঝে ব্যবসায়িক অংশীদারমূলক সুসম্পর্ক থাকে বলে বিনিয়োগিত পুঁজি আদায় সহজ হয় হয়। ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ইসলামী ভ্রাতৃত্বের একটি দৃষ্টান্তমূলক সমাজ উপহার দেয়। বিশ্ব মানব সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস ইসলামের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কৌশল হিসেবে স্বীকৃত।^{১৪৪৬}

৪. বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে ভূমিকা

উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, প্রকৃত চাহিদা পূরণ করা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। ইসলামী ভোগ পদ্ধতি বাস্তবায়নের ফলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সঞ্চয় আবশ্যিকভাবে মূলধন গঠন নাও করতে পারে। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, এমনকি অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের বর্তমান নিম্নহারে সংগঠিত সঞ্চয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অনুৎপাদনশীল খাতে (যেমন, স্বর্ণ, মূল্যবান রত্ন ও অলংকারাদি) ও মূলধন পাচারে পরিচালিত হয়।^{১৪৪৭} অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে মূলধন পাচার একটি মারাত্মক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত এগার বছরে মূলধন আমদানিকারক দেশসমূহের ২৫০ বিলিয়ন ডলার মূলধন বহির্গমনের মধ্যে প্রায় ১৫০-২০০ বিলিয়ন ডলার মূলধন পাচার হয়েছে।^{১৪৪৮} এরূপ বিপুল মূলধন বহির্গমনের ফলে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগে হতাশা সৃষ্টি হয় এবং স্থায়ী প্রবৃদ্ধি অর্জনকে আরো কঠিন করে তোলে। তাই শরী‘আহর মাকাসিদ হাসিলে অবদান রাখার উদ্দেশ্যে উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগ করা প্রত্যেক মুসলমানের একটি সামাজিক দায়িত্ব। বলা হয়েছে, ‘যা ছাড়া কোনো দায় সম্পাদন করা যায় না, তাও দায় হিসেবে গণ্য। মহানবী (সা.) উৎপাদনমুখী প্রচেষ্টা ও বিনিয়োগকে সুস্পষ্টভাবে প্রশংসা করায় প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এ কাজ অধিকতর কর্তব্য বলে গণ্য করা হয়। তিনি বলেছেন, কোন মুসলমান এ উদ্দেশ্যে যদি একটি গাছ রোপন করে বা জমি চাষাবাদ করে যে পশুপাখি বা মানুষ তা থেকে আহাৰ্য লাভ করবে, তাহলে তার এ কাজকে সাদাকা বলে গণ্য করা হবে।^{১৪৪৯} মহানবী (সা.) এ কথা বলে বিনিয়োগ না করাকে নিরুৎসাহিত করেছেন, ‘যে (প্রয়োজন ব্যতীত) কোনো বাড়ি বিক্রয় করে, কিন্তু বিক্রয়লব্ধ অর্থ

^{১৪৪৪} প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

^{১৪৪৫} প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

^{১৪৪৬} মোহাম্মদ সদরুল আমীন রাশেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

^{১৪৪৭} Charles P. Kindleberger, *International Short-Term Capital Movement*, (New York: Augustus Kelley, 1937), p. 158; Michael Deppler and Martin Williamson, *Capital Flight: Concept, Measurement and Issues*, in *Staff Studies for the World Economic Outlook*, (Washington D. C.: IMF, August 1987), p. 41.

^{১৪৪৮} Stephen Fidler, *Third World's Missing Millions*, *Financial Times*, 7 September 1987, p. 2; C. L. Ramirez-Rojas, *Monetary Substitution in Developing Countries*, *Finance and Development*, (Washington D.C.: IMF, June 1986), p. 35-38; Brady's Fading Plan, *The Economist*, 12 August 1989, p. 18.

^{১৪৪৯} Abu Abdullah Muhammad Ibn Ithma`il al-Bukhari, *As-Sahih, Ibid*, Vol. 3, p. 128; Imam Muslim bin Hajjaj al-Kusairi, *As-Sahih, Ibid*, vol. 3, Hadith no. 1189, p. 12; Muhammad Ibn `Isa Al-Tirmidhi, *Al-Jami` al-Tirmidhi*, (Beirut: Dar al-Kitab al-`Arabi, 1956), Vol. 3, Hadith No. 1382, p. 666.

অনুরূপ কোনো কাজে বিনিয়োগ করে না, আল্লাহ তার বিক্রয়লব্ধ অর্থে রহমত করেন না।^{১৪৫০} খলিফা উমর (রা.) বলতেন, ‘যার সম্পদ আছে, তাকে তা উন্নত (উন্নয়ন) করতে দাও এবং যার জমি আছে তাকে তা চাষাবাদ করতে দাও।’^{১৪৫১} মুসলিম সমাজের এ সকল নীতিমালা মর্যাদার প্রতীকরূপে গণ্য, যা আড়ম্বরপূর্ণ ভোগের স্থলে উৎপাদনশীল বিনিয়োগ সৃষ্টিতে সাহায্য করতে পারে।^{১৪৫২}

৫. ক্রম অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিনিয়োগ প্রদান

ইমাম আশ্-শাতিবি মানুষের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তিনভাগে^{১৪৫৩} ভাগ করেছেন :

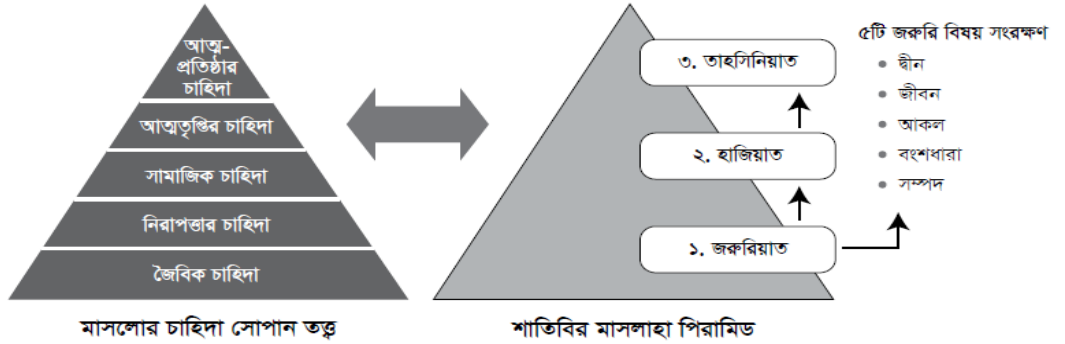
ক. জরুরিয়াত,^{১৪৫৪} খ. হাজিয়াত,^{১৪৫৫} ও গ. তাহসানিয়াত^{১৪৫৬}

ইমাম শাতিবির অগ্রাধিকার তত্ত্বের ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় মানুষের বস্তুগত কল্যাণ বা আর্থিক প্রয়োজনীয়তাকে উক্ত ৩ (তিন) ভাগে ভাগ করে গুরুত্ব প্রদান করা হয়।^{১৪৫৭} এভাবে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা মানুষের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিনিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মন্দা প্রতিকারে ভূমিকা রাখছে। শাতিবির উক্ত অগ্রাধিকার বিভাজনকে চাহিদা তত্ত্বও বলা হয়। তার চাহিদা তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে মাসলোর বিবেচনাটি মূল্যায়ন করা যেতে পারে। বিশ শতকের বিখ্যাত মানবতাবাদী মনস্তত্ত্ববিদ আব্রাহাম হ্যারল্ড মাসলোর (১৯০৮-১৯৭০ খ্রি.) ‘চাহিদা সোপান তত্ত্ব’ (Need Hierarchy) আধুনিক ব্যবস্থাপনায় খ্যাতি পেয়েছে।^{১৪৫৮} মাসলোর মতে, মানুষের পাঁচটি চাহিদা সুনির্দিষ্ট এবং আনুক্রমিক:

১. জৈবিক চাহিদা (Physiological Needs);
২. নিরাপত্তামূলক চাহিদা (Safety & Security Needs);
৩. সামাজিক চাহিদা (Social Needs);
৪. মর্যাদাগত চাহিদা (Self esteem needs) এবং
৫. ব্যক্তি পরিপূর্ণতা চাহিদা (Self Actualization Needs)।

এসব চাহিদা নিচ থেকে ক্রমশ পিরামিডের মতো পরবর্তী ধাপে ওপরের দিকে যায়। মাসলোর চাহিদাতত্ত্ব বিষয়ভিত্তিক (Subjective)। তার এই মডেলে (চিত্র নং ৩৬) দেখানো চাহিদাসমূহের পূরণ একান্তভাবে ব্যক্তির নিজ সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল।^{১৪৫৯}

চিত্র ৩৬: শাতিবি ও মাসলোর তুলনামূলক চাহিদাতত্ত্ব



মাসলোর চাহিদা সোপান তত্ত্বের বিপরীতে ইমাম শাতিবির চাহিদা স্তর বিন্যাস বা ‘মাসলাহা পিরামিড’ কল্যাণকেন্দ্রিক ও উদ্দেশ্যভিত্তিক (Objective Oriented)। ফলে শাতিবির চাহিদা সোপান ব্যক্তির ‘সামর্থ্য’ নয়, বরং সার্বজনীন ‘প্রয়োজন’-এর ক্রম অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিন্যস্ত। শাতিবির মতে, মানুষের সব জরুরি প্রয়োজন বা চাহিদা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পূরণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সামর্থ্য যার যত কম, তার প্রতি রাষ্ট্র, সমাজ ও কল্যাণব্রতী প্রতিষ্ঠান তত বেশি দরদি

^{১৪৫০} Jalal al-Din al-Suyuti, *Al-Jami` al-Saghir*, (Cairo: `Abd al-Hamid Ahmad Hanafi, n.d.), Vol. 2, p. 167; `Abd al-Salam Al-`Abbadi, *Al-Milkiyyah fi al-Shari`ah al-Islamiyyah*, (Amman: Maktabah al-Aqsa, 1974-1975), Vol. 2, p. 96-107.

^{১৪৫১} M. H. Haykal, *Al-Faruq `Umar*, (Cairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1964), Vol. 2, p. 229.

^{১৪৫২} ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ২৯৫.

^{১৪৫৩} উদ্ধৃত: মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা, প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৩৫।

^{১৪৫৪} জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন যথা: ধর্ম, জীবন, বিচার শক্তি, বংশ এবং সম্পদ।

^{১৪৫৫} পরিপূরক প্রয়োজন যেমন পরিবহন, ঠাণ্ডা বা গরমের দেশে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

^{১৪৫৬} তাহসানিয়াত হলো মার্জিত ও সৌন্দর্য উপকরণ। যেমন শোভা বর্ধন, অলংকার, সুন্দর ফার্নিচার, বাগান ইত্যাদি।

^{১৪৫৭} মো: জিল্লুর রহমান পাটোয়ারী, *ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদ উপার্জন, বন্টন এবং ব্যয়নীতি, দৈনিক সংগ্রাম*, ৭ মার্চ ২০১০, পৃ. ৪।

^{১৪৫৮} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, মাকাসিদে শরী‘আহর আলোকে ব্যাংকিং ও আমাদের করণীয়, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৩৭।

^{১৪৫৯} *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৩৭।

হয়ে দায়িত্ব পালন করবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি ‘মাসলো মডেলে’ অনুপস্থিত। মাসলোর চাহিদা সোপান তত্ত্বে দেখানো হয়েছে, মানুষের চাহিদার এক স্তর পূরণ হওয়া মাত্রই সে অন্য স্তরের চাহিদা পূরণের তাগিদ অনুভব করে। এই মনস্তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে তার সেই চাহিদা পূরণের প্রেরণা দিয়ে ব্যবস্থাপকগণ কর্মীদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবেন, যা ব্যবস্থাপনার একটা মনস্তাত্ত্বিক কৌশল। মাসলো ব্যক্তির কল্যাণ নিয়ে কথা বলেননি। মাসলো কাজে লাগানোর দিকে নজর দিয়ে তার চাহিদার সোপান আলোচনা করেছেন। কিভাবে এই চাহিদা পূরণ হবে তা এখানে গুরুত্ব পায়নি। অন্যদিকে, শাতিবির মাসলাহা পিরামিড চাহিদা বা প্রয়োজন পূরণের বিস্তৃত ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে। এটি প্রায়োগিক ও মানবিক।^{১৪৬০}

ইসলাম এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধারণা পোষণ করে যা বিদ্যমান ব্যবস্থাগুলো থেকে মৌলিকভাবে আলাদা। এর উৎস হচ্ছে শরী‘আহ এবং এর থেকে তার বিশ্ববীক্ষণ, লক্ষ্য ও কৌশলের উদ্ভব হয়েছে। এর ভিত্তি হচ্ছে মানবকল্যাণ (ফালাহ) ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন (হায়াতে তাইয়েবা), যাতে ভ্রাতৃত্ব ও আর্থ-সামাজিক সুবিচারের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয় এবং প্রয়োজন হয় সকল মানুষের জন্য একটি বস্তগত ও আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণের ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা।^{১৪৬১} এর কারণ হলো, সেই ঈমান, যাতে বলা হয়েছে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি এবং তাঁর ওপর নির্ভরশীল হিসেবে সকল মানুষই সমান এবং আধ্যাত্মিক ও বস্তগত চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সকলের প্রকৃত কল্যাণ সাধন না করা পর্যন্ত তারা মনের প্রকৃত সুখ ও প্রশান্তি লাভ করে না।^{১৪৬২} পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় যখন প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণের অভাবে বাজার অর্থনীতিতে সন্তোষজনক অবস্থা বিরাজ করতে দেখা যায় না, তখন বাজারে উৎপাদনের বেলায় অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিকৃতি ঘটবে এটাই স্বাভাবিক।^{১৪৬৩} আয় ও সম্পদের বিশাল বৈষম্য ও সামাজিক ঐকমত্যহীনতার কারণে যখন সামাজিক অগ্রাধিকার বাজার অর্থনীতিতে কোনো স্থান পায় না, তখন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সম্পদের যে অদক্ষ ও অন্যান্য ব্যবহার ঘটবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ধনিক শ্রেণির বিশাল ক্রয় ক্ষমতার বদৌলতে তাদের খামখেয়ালিপূর্ণ বিলাসিতা পূরণের জন্য সীমিত সম্পদের অপচয়ের কারণে গরীব মানুষ অত্যাৱশ্যকীয় প্রয়োজন পূরণ হতে বঞ্চিত থাকে। স্যামুয়েলসন তাই উল্লেখ করেছেন, ‘লেইজে ফেয়ারের’ তথাকথিত প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনীতি ক্ষুধার্ত, বিকলাঙ্গ ও অপুষ্ট শিশুর জন্ম দেয়, যারা বড় হয়ে তাদের মতো পুষ্টিহীনতায় আক্রান্ত শিশুর জন্ম দেবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।’ তার ভাষায়, প্রজন্মের পর প্রজন্ম এমনকি সমগ্র ভবিষ্যৎ জুড়ে এই লেইজে ফেয়ার পুঁজিবাদ আয় ও সম্পদ বৈষম্যের নিদর্শক জ্যামিতিক রেখাকে (Lorenz curves) অপ্রতিহতভাবে চালিয়ে নেবে। তিনি আরো বলেন, ‘অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথের কোনো অধিকার নেই একথা বলার যে, মুক্তবাজার অর্থনীতির ‘অদৃশ্য হাত’ অন্ধ ব্যক্তিস্বার্থ দ্বারা চালিত মানুষের অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে শেষ পর্যন্ত সামাজিক স্বার্থ বিকাশ সাধনের দিকে নিয়ে যাবে। অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ এ ধরনের প্রতিপাদ্যের অনুকূলে কোনো প্রমাণ দাখিল করতে পারেননি। শুধু তাই নয় ১৭৭৬ সাল হতে এ পর্যন্ত এ ধরনের ধারণার সপক্ষে কেউ কোনো প্রমাণ দলিল পেশ করতে পারেনি।’^{১৪৬৪} The Affluent Society নামক গ্রন্থে গলব্রেক অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে অর্থনৈতিক সম্পদের বিভিন্ন উৎপাদন খাতে বর্ধন ব্যবস্থা অত্যন্ত পক্ষপাতদুষ্ট; সেখানে ধনিক শ্রেণির মাঝে বিভিন্নভাবে সৃষ্ট কৃত্রিম প্রয়োজন ও চাকচিক্যময় অপ্রয়োজনীয় ভোগবিলাসের খাতে বিপুল সম্পদের অপচয় এমনভাবে ঘটছে যাতে সম্পদভাণ্ডারে টান পড়ে গেছে। ফলে মৌলিক ও অত্যাৱশ্যক প্রয়োজনসমূহ পূরণের জন্য সম্পদের সংকুলান করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষা, গৃহায়ন, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য সেবাসমূহ যার সাথে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বর্তমান ও ভবিষ্যতের কল্যাণ ও অগ্রগতি জড়িত তা চরমভাবে অবহেলিত হচ্ছে।^{১৪৬৫}

৬. উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ

ইসলামে ব্যবসার নীতির মূল কথা হলো সামষ্টিক কল্যাণ। ইসলাম অর্থনৈতিক উন্নয়নের কৌশল হিসেবে ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। তাই ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা মূলত রাসূল (সা.) এর এ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যার ফলে এ ব্যবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা হয়। বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয় এবং বাজারে দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণে থাকে। বৃহদায়তন মূলধননিবিড়

^{১৪৬০} প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

^{১৪৬১} আল-কুরআন, ১৬:৯৭। [‘ফালাহ’ (কল্যাণ) শব্দটি আল কুরআনে অন্তত চল্লিশবার বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রতিদিন পাঁচবার মসজিদের মিনার থেকে কল্যাণের দিকে ডাকা হয়। এ ভাষা আজানে দু’বার উচ্চারণ করা হয়, ‘কল্যাণের দিকে আস’। ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মিক উন্নতি হলো মানুষের কল্যাণের অপরিহার্য উপাদান। আত্মিক উন্নয়ন ব্যতীত কল্যাণের যে কোনো প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। ‘হায়াতে তাইয়েবা’ ভাষ্যটি কুরআনের এ আয়াত থেকে এসেছে: ‘যে সকল পুরুষ ও নারী সংকর্ম করে ও ঈমান আনয়ন করে, তাদেরকে নিশ্চয়ই ‘হায়াতে তাইয়েবা’ দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের (পরকালে) শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।’]

^{১৪৬২} ড. এম. উমর চাপড়া, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

^{১৪৬৩} স্যামুয়েল ব্রিটান, টু চিয়ার্স ফর সেক্স-ইন্টারেস্ট : সাম মরাল থিওরিজিস ফর এ মার্কেট ইকোনোমি, (লন্ডন: দি ইন্সটিটিউট অব ইকোনোমিক অ্যাফিয়ার্স ফর দি উইনকোট ফাউন্ডেশন, ১৯৮৫ খৃ.), পৃ. ১৭।

^{১৪৬৪} পল এ. স্যামুয়েলসন, ইকোনোমিক্স, (নিউইয়র্ক: ম্যাকগ্রো হিল, ১৯৮০ খৃ.), পৃ. ৫৯১।

^{১৪৬৫} জন কে. গ্যালব্রেইথ, দি এফলুয়েন্ট সোসাইটি, (বোস্টন: হার্টন মিফলিন, ১৯৮৫ খৃ.), পৃ. ৪৪; হ্যারি কে. গিরভেজ, ওয়েলফেয়ার স্টেট, ইন্টারন্যাশনাল এনসাইক্লোপেডিয়া অব দি সোস্যাল সাইন্সেস, (নিউইয়র্ক: ম্যাকমিলান এন্ড দি ফ্রি প্রেস, ১৯৬৮ খৃ.), খ. ১৬, পৃ. ৫১৯-৫২০।

প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্র অংশের চেয়ে বেশি জনগণকে সার্থকভাবে কর্মে নিয়োজিত করতে সক্ষম নয়। ইমাম হাসান আল-বান্না ইসলামী আদর্শের আলোকে অর্থনৈতিক সংস্কার আলোচনায় কুটির শিল্পকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছে। তিনি মনে করেন, কুটির শিল্প দরিদ্র পরিবারের সকল সদস্যের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং বেকারত্ব ও দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক হবে।^{১৪৬৬} মুহাম্মদ ইউনুস ক্ষুদ্র ও ব্যাষ্টিক উদ্যোগের অনন্য বৈশিষ্ট্য এভাবে বর্ণনা করেন, ‘দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য মজুরি ভিত্তিতে নিয়োগ কোনো ভালো পন্থা নয়’ এবং আত্ম-কর্মসংস্থান ‘ব্যক্তিগত সম্পদভিত্তিক উন্নয়নের মজুরিভিত্তিক নিয়োগ অপেক্ষা অধিকতর কার্যকরী।’^{১৪৬৭} যেহেতু সকল জনশক্তিকে আত্ম-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা সম্ভব হবে-এরূপ প্রত্যাশা করা যুক্তিযুক্ত নয়, সেহেতু মজুরীভিত্তিক নিয়োগ একদম বাদ দেয়া যাবে না। সুতরাং, এ বিষয়টি নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে, যাতে ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী শ্রমিকগণ ন্যায্য মজুরি পায়, ভ্রাতৃসুলভ সম্মানজনক ও মানবিক আচরণ পায় এবং তাদেরকে যেন সৃজনশীল ও শৈল্পিক গুণাবলী বিকাশের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে বৃহৎ যন্ত্রের চাকার মর্যাদায় অবনতি করা না হয়।^{১৪৬৮} ক্ষুদ্র ও ব্যাষ্টিক প্রতিষ্ঠানে যত বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, মানবিক উদ্দেশ্য সাধনের সাফল্যের সম্ভাবনা ততই অধিক হবে। সম্প্রতি এ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে যে, ‘বিগত দশক ধরে চলে আসা বৃহদায়তন আধুনিক শিল্পায়ন পদ্ধতি পৃথিবীর অনুন্নয়ন ও দারিদ্র্য সমস্যা দূর করতে ব্যর্থ হয়েছে’।^{১৪৬৯} মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটি কর্তৃক কয়েকটি দেশে পরিচালিত এক গবেষণায় সুস্পষ্টভাবে দেখা গেছে যে, কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিতে ক্ষুদ্র ও ব্যাষ্টিক প্রতিষ্ঠানের বিপুল অবদান দেখা গেছে যে, কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিতে ক্ষুদ্র ও ব্যাষ্টিক প্রতিষ্ঠান বিপুল অবদান রাখতে সক্ষম। এগুলো কেবল প্রত্যক্ষভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে তাই নয়, বরং পরোক্ষভাবে আয়, দ্রব্য ও সেবার চাহিদা, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের চাহিদা এবং রপ্তানিও বৃদ্ধি করে।^{১৪৭০} এ সকল প্রতিষ্ঠান সর্বদাই বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের তুলনায় মূলধনের একক প্রতি অধিক উৎপাদন করে।^{১৪৭১} লিটল, স্কিটভস্কি ও স্কট মন্তব্য করেছেন, ক্ষুদ্র হস্তশিল্প ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বৃহদায়তন আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠান সাধারণত কম লাভজনক মূলধন ও স্বল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিবেচনায় অধিকতর ব্যবহৃত হয়।^{১৪৭২} সুতরাং, ক্ষুদ্র ও ব্যাষ্টিক প্রতিষ্ঠানকে ‘প্রবৃদ্ধি ও ইনসারফ-উভয় অর্জনের লক্ষে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বেসরকারি খাতের ভূমিকা বিকাশের ক্ষেত্রে একটি কার্যকর পন্থা’ হিসেবে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করা হয়।^{১৪৭৩}

ধনী শিল্পোন্নত দেশসমূহে যেখানে কৃষকগণকে আমদানি সংরক্ষণসহ বিভিন্ন পদ্ধতিতে উৎসাহ দেয়া হয়ে থাকে, সেখানে উন্নয়নশীল দেশসমূহে কৃষিখাতের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়।^{১৪৭৪} তারা বৈদেশিক মূল্য বাড়িয়ে এবং খাদ্যদ্রব্যের মূল্য প্রশাসনিক পন্থায় নিয়ন্ত্রণ করে সরকারি ঘাটতি বাজেটজনিত মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব হ্রাস করতে চেষ্টা করে। এ পদ্ধতির ফলে বাণিজ্যের ভারসাম্য কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও ব্যাষ্টিক প্রতিষ্ঠানের বিপক্ষে যায়, কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায়, আমদানির ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ে, রপ্তানি সংকুচিত হয় এবং গ্রামীণ আয়-উপার্জনে মন্দা দেখা দেয়। সুতরাং, poverty and Hunger গ্রন্থের লেখক সঠিকভাবেই বলেছেন, ‘গ্রামীণ এলাকায় কৃষি উৎপাদনের কৌশলের চেয়ে আয় বন্টনই হলো আসল সমস্যা।’^{১৪৭৫} কৃষকের কেবলমাত্র তাদের কৃষিখামারে নিয়োগের জন্য অর্থায়ন করলেই চলবে না, তাদেরকে ক্ষুদ্র ও ব্যাষ্টিক ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্যও অর্থায়ন করতে হবে, যাতে তারা বাড়তি আয় ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে

^{১৪৬৬} Imam Hasan al-Banna, *Majmu`ah Rasa`il*, (Alexandria: Dar al-Da`wah, 1989), p. 267.

^{১৪৬৭} Muhammad Yunus, *The Poor as the Engine of Development*, Reproduced from *The Washington Quarterly*, Autumn 1987, in *Economic Impact*, 1988, No. 2, p. 3.

^{১৪৬৮} M. Umer Chapra, *Objectives of the Islamic Economic Order*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1979), p. 14-17; Hakim Mohammad Said, *The Employer and the Employee: Islamic Concept*, (Karachi: Hamdard Academy, 1972), p. 10-15.

^{১৪৬৯} Carl Liedholm and Donald Mead, *Small-Scale Industries in Developing Countries: Empirical Evidence and Policy Implications*, (Michigan: Michigan State University, 1987), p. 12; ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৪.

^{১৪৭০} International Labour Organization (ILO), *Employment, Incomes and Equality: A Strategy for Increasing Productive Employment in Kenya*, (Geneva: ILO, 1972), p. 1-15; ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৪.

^{১৪৭১} U. S. House of Representatives, *Report of the Select Committee on Hunger*, (Washington: U.S. G.P.O., 1986), p. 4.

^{১৪৭২} Ian Little, Tibor Scitovsky and Maurice Scott, *Industry and Trade in Some Developing Countries*, (Paris: Oxford University Press for the OECD Development Center, 1970), p. 91.

^{১৪৭৩} Carl Liedholm and Donald Mead, *Small-Scale Industries in Developing Countries: Empirical Evidence and Policy Implications*, (Michigan: Michigan State University, 1987), p. 12.

^{১৪৭৪} IBRD, *World Development Report*, (Washington D. C.: IBRD, 1986), p. 85-109; ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৭.

^{১৪৭৫} IBRD, *Poverty and Hunger: Issues and Options for Food security in Developing Countries*, (Washington D. C.: IBRD, 1986), p. 73; ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৭.

পারে।^{১৪৭৬} স্বাভাবিকভাবেই ইসলাম প্রদর্শিত সুদমুক্ত ব্যবস্থার বিকল্প কাঠামোর মধ্যে এ কাজগুলো করতে হবে।^{১৪৭৭} ইসলামী ও প্রচলিত উভয় ব্যবস্থায় ব্যাংকগুলোর জন্য গৃহনির্মাণে অর্থায়ন বা বন্ধকী হলো আরেকটি সুরক্ষিত ধরনের অর্থায়ন। প্রচলিত ব্যবস্থায় সুদের বিনিময়ে ঋণ দেয়া হয়। অন্যদিকে ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থায় ঋণ সুবিধা দেয়া হয় ক্রমহ্রাসমান মুশারাকা পদ্ধতিতে। এ পদ্ধতিতে গ্রাহক ও আইএফআই যৌথভাবে বাড়ি কেনে। পরে আইএফআই তার অংশ একটি সম্মত ভাড়ার বিনিময়ে গ্রাহকের কাছে ভাড়া দেয়। অর্থায়নকারীর অংশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ করা হয়। এতে বাড়ি কেনায় আইএফআই'র অংশ এবং এর জন্য ভাড়া অন্তর্ভুক্ত থাকে। গ্রাহক কিস্তিতে আইএফআই'র পাওনা পরিশোধ করে। প্রতি কিস্তি পরিশোধের সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তিতে গ্রাহকের অংশ বৃদ্ধি পায় এবং আইএফআই'র অংশ কমতে থাকে। পরিশেষে, শেষ কিস্তি পরিশোধের সঙ্গে সঙ্গে আইএফআই'র অংশ হয় শূন্য এবং সম্পদের মালিকানা গ্রাহকের নামে স্থানান্তরিত হয়।^{১৪৭৮}

৭. আর্থিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্থনীতিকে সচল ও স্বাভাবিক রাখতে ভূমিকা

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগ এমন একটি আর্থিক বিনিময় যার ফলে একদলের থেকে অর্থের প্রবাহ অন্য দলের দিকে ধাবিত হয়। ফলে সমাজে অর্থের ব্যবহারের ব্যাপকতা বাড়ে।^{১৪৭৯} এ জন্য কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যসহ সার্বজনীন চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সব খাতকে এবং অপেক্ষাকৃত কম উন্নত ও বঞ্চিত এলাকাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিনিয়োগ সম্প্রসারণ করা ইসলামী ব্যাংকিংয়ের একটি উদ্দেশ্য।^{১৪৮০} অর্থনৈতিক বৈষম্য ও অস্থিতিশীলতার বড় কারণ হলো সম্পদের বন্টন সুখম না হয়ে কেবল গুটিকয়েক কোটিপতি ব্যক্তির কাছেই ঘুরপাক খাওয়া। ফলে সমাজে এক শ্রেণি পুঁজির পর পুঁজির পাহাড় তৈরি করেছে অন্য শ্রেণি ক্রমাগত নিঃশেষিত হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকের ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগ এ ব্যবস্থার ওপর এক প্রচণ্ড আঘাত হেনে ধীরে ধীরে সম্পদের উচ্চশীলতাকে নিচে নামিয়ে আনে। অন্যদিকে দরিদ্রকে এক উপকারভোগী বানিয়ে তাকে দারিদ্রসীমা থেকে উপরে তুলে আনে।^{১৪৮১} উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো দেশের শিল্পায়নে সক্রিয় ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। গত তিন দশকে ইসলামী ব্যাংকের অর্থায়নে দেশে ব্যাপক শিল্পায়ন হয়েছে। তৈরি পোশাক শিল্পের উন্নয়নে পথিকৃতির ভূমিকা পালনের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকগুলো শিল্পভিত্তি তৈরি, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। এই উদ্যোগের ফলে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ও ফরোয়ার্ড লিংকেজধর্মী নানামুখী শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে। সেই শিল্পভিত্তি ও উদ্যোক্তা ভিত্তির ওপর ইস্পাত, ঔষধ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, রসায়ন ইত্যাদি শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়েছে। (এককভাবে আইবিবিএল-এর অর্থায়নে দেশে বর্তমানে চার হাজারের বেশি শিল্পকারখানা পরিচালিত হচ্ছে) বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকগুলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করেছে। আইবিবিএল এসএমই খাতে দেশের মোট বিনিয়োগের প্রায় সতেরো ভাগ এককভাবে পরিচালনা করেছে।^{১৪৮২} সীমিত আয়ের মানুষের গৃহায়নে ইসলামী ব্যাংকের আবাসন প্রকল্প মাকাসিদে শরী'আহর অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনের সব ক'টি দিক সংরক্ষণের সাথে যুক্ত। রাসুল (সা.) প্রশস্ত বাসস্থান, সং প্রতিবেশী ও আরামদায়ক বাহনকে সৌভাগ্য বলেছেন।^{১৪৮৩} ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর আবাসন সমস্যার সমাধানে ইসলামী ব্যাংকগুলো গৃহায়নে অর্থায়ন করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংক চালুর সূচনা থেকেই এ বিষয়টি অগ্রাধিকার পেয়েছে। বর্তমানে আইবিবিএল এই খাতে এককভাবে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান।^{১৪৮৪} সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন বেগবান করতে নারীকে শিক্ষিত, কর্মক্ষম, স্বাবলম্বী ও যোগ্য করে তোলা মাকাসিদে শরী'আহর জরুরিযাতের সব ক'টি স্তর ও ভাগকে শামিল করে।^{১৪৮৫} সেবা, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক নারীদের জন্য বিভিন্ন খাতে বিশেষ বিনিয়োগ সুবিধা দিচ্ছে। নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত জামানতবিহীন বিনিয়োগের ব্যবস্থা করেছে। আইবিবিএলের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের প্রায় নয় লাখ গ্রাহকের আশি শতাংশই নারী উদ্যোক্তা। ইসলামী ব্যাংকগুলোর এসএমই এবং অন্যান্য বিনিয়োগেও নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ রয়েছে।^{১৪৮৬} স্বাস্থ্য সুরক্ষা 'হিফজুন্ নফস' বা জীবনের সুরক্ষার অন্তর্ভুক্ত। হিফজুদ্-দীন বা দ্বীনের সুরক্ষার সাথেও এর

^{১৪৭৬} When the Salt of the Earth Loses its Savour, *The Economist*, 20 February 1988, p. 43-44 IBRD, *Poverty and Hunger: Issues and Options for Food Security in Developing Countries*, (Washington D. C.: IBRD, 1986), p. 73; ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭।

^{১৪৭৭} `Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh `ala al-Madhahi al-'Arba`ah*, (Cairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1938), Vol. 3, p. 3-20 and Vol. 2, p. 302-18; M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1985), p. 71-73, 163-174 & 177-178.

^{১৪৭৮} এম. হানিফ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, সংখ্যা ২, পৃ. ১৬৮-১৭২।

^{১৪৭৯} মোহাম্মদ সদরুল আমীন রাশেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪।

^{১৪৮০} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, মাকাসিদে শরী'আহর আলোকে ব্যাংকিং ও আমাদের করণীয়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯।

^{১৪৮১} মোহাম্মদ সদরুল আমীন রাশেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪।

^{১৪৮২} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, মাকাসিদে শরী'আহর আলোকে ব্যাংকিং ও আমাদের করণীয়, *ইসলামী ব্যাংকিং*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪-৪৫।

^{১৪৮৩} উদ্ধৃত: মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, মাকাসিদে শরী'আহর আলোকে ব্যাংকিং ও আমাদের করণীয়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪-৪৫।

^{১৪৮৪} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, মাকাসিদে শরী'আহর আলোকে ব্যাংকিং ও আমাদের করণীয়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫।

^{১৪৮৫} *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫।

^{১৪৮৬} *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫-৪৬।

সম্পর্ক রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকগুলো স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে কাজ করছে। বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি রয়েছে।^{১৪৮৭}

৮. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয়ের রূপরেখা

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটি ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ ও সঠিক হওয়ার জন্য শরী'আহর সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। যেসব নির্দেশনা অনুসরণ করলে লেনদেনে ধোঁকাবাজি, ফটকাবাজি, প্রতারণা, ঠকবাজি, সুদী কারবার ইত্যাদি কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায়। ফলে মৌলিকভাবে ক্রয়-বিক্রয় সংগঠিত হয়। আর ইসলামী শরী'আহর এসব দিকনির্দেশনা প্রয়োগের ফলে অর্থনীতিতে সব ধরনের অনিশ্চয়তা রোধ করা সম্ভব হয় এবং মন্দামুক্ত হয়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চাঙ্গা হয়ে ওঠে। আর তাই আল-গাজালী বিনিয়োগ ও বাণিজ্যে ফিক্‌হশাস্ত্রের বিধান অনুসরণের জন্য বাই'-এর তিনটি উপাদান বা আরকান^{১৪৮৮} বিশ্লেষণ করেছেন :

১. লেনদেনকারী দুটি পক্ষ-ক্রেতা ও বিক্রেতা,
২. বিনিময়ের পণ্য ও সেবা এবং
৩. চুক্তিনামা।

একটি বৈধ বিনিময়ের জন্যে শরী'আহর দৃষ্টিকোণ থেকে মুবাই (কোন পণ্য বিনিময়)-এর ছয়টি শর্ত^{১৪৮৯} বিদ্যমান:

প্রথমত: বিনিময়ের পণ্য স্বয়ং অপবিত্র হতে পারবে না (যেমন : কুকুর, শূকর, মদ ইত্যাদি। পণ্য-দ্রব্য স্বয়ং অপবিত্র নয় এবং দরকারী তা বিনিময় করা যাবে)।

দ্বিতীয়ত: বিনিময়ের পণ্য প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর হতে হবে। এ বিবেচনায়, সাপ ও ইঁদুর বৈধভাবে বিনিময় করা যাবে না।

তৃতীয়ত: বিক্রেতাকে বিক্রিত পণ্যের মালিক হতে হবে অথবা মালিক কর্তৃক বিক্রির অনুমতিপ্রাপ্ত হতে হবে।

চতুর্থত: ঐ দ্রব্য অবশ্যই শরী'আহ নির্দেশিত পন্থায় হস্তান্তরযোগ্য হতে হবে। যেমন : বাঁট বা স্তনের দুধ ও পানির মাছ বিক্রি কর যাবে না। কেননা তাতে বিক্রিত ও অবিক্রিত উপাদানের মিশ্রণ থাকে। অনুরূপভাবে বন্ধক রাখা পণ্যও মালিক বিক্রি করতে পারবে না। কেননা, বন্ধকী অবস্থা থেকে মুক্ত না করা পর্যন্ত শরী'আহর দৃষ্টিকোণ থেকে পণ্য হস্তান্তরযোগ্য নয়।

পঞ্চমত: বিক্রিতব্য পণ্য অবশ্যই নিশ্চিতভাবে চিনতে হবে এবং তার গুণ ও মান সম্পর্কেও ভালভাবে অবহিত হতে হবে।

ষষ্ঠত: বিক্রিতব্য পণ্য অবশ্যই বিক্রেতার এখতিয়ারাধীন থাকতে হবে।^{১৪৯০}

উপরিউক্ত শর্তগুলো ফিক্‌হগত ও মানগত হলেও এসবের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক নির্দেশনাও রয়েছে:

প্রথমত: কোন ভেজাল, ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ পণ্য ও সেবা তৈরি ও কেনাবেচা করা যাবে না।

দ্বিতীয়ত: উপরোক্ত পণ্যগুলোকে জাতীয় আয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

তৃতীয়ত: যে কোন ধরনের অনিশ্চয়তা ও সম্ভাব্য বিরোধ এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে গুণ, মান ও পরিমাণগত দিক থেকে বাণিজ্যিক পণ্যগুলোর স্বচ্ছতা থাকতে হবে।^{১৪৯১}

গ. আমানত ও বিনিয়োগ লেনদেনের কার্যকরী ফলাফল

১. সকল প্রকার সুদ চিরতরে নিষিদ্ধ

পুঁজিবাদে ঋণ বা বিনিয়োগের প্রধান ভিত্তি হচ্ছে সুদ। সুদী কারবার লেনদেন প্রক্রিয়ায় দুটি জিনিসের উপস্থিতি লক্ষণীয়। এক. ঋণের জন্য পুঁজি সরবরাহকারী বা বিনিয়োগকারী। দুই. ঋণের অর্থ দিয়ে কারবার বা ব্যবসা পরিচালনাকারী। যে প্রতিষ্ঠান বা যিনি পুঁজি দেন ব্যবসায় লাভ হলো কি লোকসান হলো, তা নিয়ে তার ভাবনার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। ঐ প্রতিষ্ঠান বা তিনি পুঁজির ওপর নির্দিষ্ট হারে সুদ পেতে থাকেন। ইসলাম এ ধরনের ব্যবসা সমর্থন করে না এবং ইসলাম এ ধরনের সুদের সকল কায়কারবার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছে। সুদের অভিশাপ সমাজকে ক্ষতির দিকে ধাবিত করে। পবিত্র কুরআন এবং রাসূলে করীম (সা.) এর হাদীসে সুদের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিধান ও নীতিমালা সন্নিবেশিত হয়েছে। আর এ বিধানের বাস্তবতার আলোকেই সুদবিহীন ইসলামী অর্থব্যবস্থা বর্তমান বিশ্বের আধুনিক অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।^{১৪৯২} ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রিব্বার কোন স্থান নেই। ইসলামের বিধান মতে, রিব্বা সমাজের জন্য একটি বড় অভিশাপ। সুদীব্যবস্থার কারণে অর্থ একটি শ্রেণির হাতে এসেই কেবল জমা হয়। এতে অপরিহার্যভাবে

^{১৪৮৭} প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪৬।

^{১৪৮৮} উদ্ধৃত: ড. আবুল হাসান এম. সাদেক, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৯৫।

^{১৪৮৯} ড. আবুল হাসান এম. সাদেক, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৯৫।

^{১৪৯০} আবু হামিদ আল-গাজালী, *ইহইয়ায়ে উলুম আদ-দীন*, প্রাণ্ডক্ত, কিতাব আদ আল-কাসব ওয়া আল-মা'আশ, খ. ২, পৃ. ৭৬৮-৭৭০।

^{১৪৯১} উদ্ধৃত: ড. আবুল হাসান এম. সাদেক, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৯৬।

^{১৪৯২} ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামের অর্থনৈতিক বিধান*, দৈনিক সংগ্রাম, ১৯ মে ২০১০, পৃ. ৪।

একচেটিয়া ব্যবসার সৃষ্টি হয়। সুদ স্বার্থপরতা, লোভ, অবিচার এবং শোষণের জন্ম দেয়। সুদের কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতারণা ও জালিয়াতির মত দুষ্কৃত সৃষ্টি হয়। এর বিপরীতে ইসলাম মানুষের মধ্যে উন্নত নৈতিক চারিত্রিক গুণাবলী তৈরির প্রেরণা সৃষ্টি করে। ইসলাম সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, সামষ্টিক কল্যাণ ও উন্নয়ন, সামাজিক সমৃদ্ধি এবং সুবিচারের ভিত্তি তৈরি করে। তাই সুদকে ইসলাম সম্পূর্ণভাবে হারাম বলে ঘোষণা করেছে এবং সুদের যাবতীয় লেনদেনকে নিষিদ্ধ করেছে।^{১৪৯৩}

বর্তমান বিশ্বে সুদী লেনদেন অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। সকল দেশেই আইন করে সুদকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে এবং আইন-আদালতের মাধ্যমে সুদ আদায় করে নেওয়ার জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থাও পাকাপোক্ত করে নেওয়া হয়েছে। অপরদিকে, সুদের ভয়াবহ ধ্বংসকর প্রতিক্রিয়া সর্বত্র অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত ও লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে।^{১৪৯৪} বস্তুতঃ আজকের দুনিয়ায় সুদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া যত ব্যাপক ও প্রকট হয়ে উঠেছে, অতীতে কখনও তা হয়নি। পূর্বকালে সুদী ভোগ্য ঋণ লেনদেন হতো ব্যক্তি পর্যায়ে, আর এর কুফল সীমিত থাকতো ঋণগ্রহীতা পর্যন্ত। কিন্তু আধুনিককালের সুদী ঋণ ব্যবস্থা যেমন ব্যাপক এর কুফল, জুলুম ও বেইনসাফীও তেমনি বিস্তৃত। এ ঋণের কুফল ছড়িয়ে পড়ে গোটা অর্থনীতিতে, বিপর্যস্ত করে দেয় সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে।^{১৪৯৫} সুদের ধ্বংসকর পরিণতি সম্পর্কে আল-কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মানবজাতিকে বহু পূর্বেই সতর্ক করে দিয়েছে। বলা হয়েছে ‘আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন, আর সাদাকাহকে ক্রমবৃদ্ধি দান করেন।’^{১৪৯৬} হযরত মুহাম্মদও (সা.) তাঁর বাণীতে সুদের পরিণতির কথা বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সুদ সমৃদ্ধি আনে কিন্তু সুদের আসল পরিণতি হলো অভাব ও সংকোচন (scarcity and contraction)। বস্তুতঃ দুনিয়া জুড়ে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হওয়ার পর থেকে কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত সুদের এই ধ্বংসকর পরিণতি মানুষ বাস্তবে প্রত্যক্ষ করছে। বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিবিদগণও সুদের ধ্বংসকর পরিণতি দেখে আঁতকে উঠেছেন; তাঁরা সমস্বরে চিৎকার করছেন সুদের এই ভয়াবহ পরিণতি থেকে মানব সভ্যতাকে বাঁচানোর জন্য।^{১৪৯৭}

বস্তুত আল-কুরআনের দৃষ্টিতে সুদ হচ্ছে একটি বড় জুলুম; আর আল-কুরআনের লক্ষ্য হচ্ছে মানব সমাজ, তথা ইসলামী রাষ্ট্র থেকে এ জুলুমের অবসান ও নির্মূল করে ক্রয়-বিক্রয়ে পূর্ণ ইনসাফ কায়ম করা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আল্লাহ তা’আলা চারটি ধারাবাহিক পর্যায়ে উক্ত আয়াতগুলো নাযিল করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে হচ্ছে শিক্ষা। এই পর্যায়ে আল্লাহ তাঁর বাণী নাযিল করে সুদের বাস্তব ও প্রকৃত চেহারা ও ফলাফল সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন। তৃতীয় পর্যায়ে আল্লাহ পরিবেশ তৈরি করেছেন। মানুষ যাতে সুদ বর্জন করে চলতে পারে সেজন্য তাদের অভ্যাস গড়ে তুলেছেন। আর চতুর্থ বা সর্বশেষ পর্যায়ে আইন নাযিল করে সুদকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করেছেন।^{১৪৯৮} তাই ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সুদ চিরতরে নিষিদ্ধ। সুদ অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি সর্বোপরি মানব সভ্যতার জন্য জঘন্য একটি প্রথা। সুদ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার শোষণের এক কার্যকরী হাতিয়ার। সুদ অর্থের আবর্তন ও ঘূর্ণায়মানকে বন্ধ করে দেয় বিধায়ণরাধাস মানুষের হাত থেকে অর্থ গুটিকতক মানুষের হাতে গিয়ে পুঞ্জীভূত হয়। ফলে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে যায়। নতুন নতুন শিল্প-কলকারখানা প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। ফলে প্রোডাকশন বা উৎপাদন বন্ধ হয়ে কর্মসংস্থানের সৃষ্টির পথও বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে সুদ অর্থনীতির ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। সম্পদ শুধু একদিকে চলে এবং সমাজে বিনিয়োগের প্রবাহ কমে যায়। সম্পদ বৃদ্ধির পরিবর্তে কমে যেতে থাকে। সুদী সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ বলতে কিছুই থাকে না। যে সমাজে এ মরণব্যাধি সুদ প্রচলিত, সে সমাজের বাহ্যিক রূপ দেখে যতই সুস্থ-সবল ও সুন্দর মনে হোক না কেন, ভেতরে ভেতরে কাঠ-কীট কুঁড়েকুঁড়ে মসাজটিকে তুষ করে দেয়। বর্তমান বিশ্বের আধুনিক রাষ্ট্রগুলো তার সাক্ষী। সে সব সমাজের মানুষের সামাজিক বন্ধন খুব নড়বড়ে। এর প্রধান কারণ হলো সুদ। সুদখোর ব্যক্তি টাকার পিছনে পাগলের মতো ছুটে ভারসাম্যহীন ব্যক্তিতে পরিণত হয়। নিজের স্বার্থপরতার মাত্রা এতটুকু বৃদ্ধি পায় যে, সে তখন পৃথিবীর কোন কিছুই পরোয়া করে না। তার সুদখোরীর কারণে একপর্যায়ে মানবিক প্রেম-প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতির মাত্রা শূন্যের কোটায় নেমে আসে। তখন সে তার নিজের লোককেও চরম বিপদের সময়ে বিনা সুদে ধার দিতে কুষ্ঠাবোধ করে। সুদ তাকে এতটুকু এক করে তুলে যে, জাতীয় সামষ্টিক কল্যাণের ওপর কোন ধ্বংসকর প্রভাব পড়লো এবং কত লোক দুর্ভাবস্থার স্বীকার হলো এসব বিষয়ে তার কোন মাথা ব্যথাই থাকে না।

সুতরাং একমাত্র ইসলামী অর্থব্যবস্থাই, যা সুদমুক্ত এবং লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে পরিচালিত তা উল্লিখিত যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করে মানবতাকে অর্থনৈতিক অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে পারে। ইসলামী অর্থব্যবস্থার অভিষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনে ইসলামী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ইসলামী অর্থনৈতিক মার্কেটস এবং ইসলামী অর্থনৈতিক প্রোডাক্টসকে

^{১৪৯৩} প্রাণ্ড, পৃ. ৪।

^{১৪৯৪} মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, সুদ সমাজ অর্থনীতি, প্রাণ্ড, পৃ. ১৭।

^{১৪৯৫} বিচারপতি তাকী উসমানী, সুদ নিষিদ্ধ: পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়, প্রাণ্ড, পৃ. ৬৭-৬৮।

^{১৪৯৬} আল-কুরআন, ২:২৭৬।

^{১৪৯৭} মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, সুদ সমাজ অর্থনীতি, প্রাণ্ড, পৃ. ১৭।

^{১৪৯৮} প্রাণ্ড, পৃ. ২৫।

সুসংহত করে গড়ে তুলে এবং সমাজে বসবাসরত সকল মানুষের নিজ নিজ ন্যায্য পাওনা নিশ্চিত করে একটি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম এবং মানবতার মুক্তির দিশারী হিসেবে ভূমিকা রাখে।^{১৪৯৯} ইসলামে তিজারাত বা ব্যবসা, ধনতান্ত্রিক ব্যবসা পদ্ধতি থেকে ভিন্নতর। নবী করীম (সা.) বলেছেন,

الْبُحْرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصَّالِحِينَ، وَالشُّهَدَاءِ

অর্থাৎ, সৎ ব্যবসায়ীদের হাশর হবে নবী, সিদ্দিক ও শহীদদের সাথে।^{১৫০০} নবী করীম (সা.) নিজে মুদারাবা পদ্ধতিতে খাদিজা (রা.) এর ব্যবসা দীর্ঘদিন সাফল্যের সাথে পরিচালনা করেছেন। সুদ নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে ইসলাম আর্থিক লেনদেনের হালাল বিকল্প নীতি ও পদ্ধতির নির্দেশনা দিয়েছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইসলামের এ নির্দেশনার আলোকে আর্থিক ক্ষেত্রে সুদ বর্জন করে শরী‘আহসম্মত বিভিন্ন হালাল ব্যবসাপদ্ধতি অনুসরণ করছে। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের কোনো লেনদেনে সুদ গ্রহণ বা প্রদান করা হয় না। বেচাকেনা পদ্ধতি ও লাভ-লোকসানে অংশীদারি পদ্ধতি ও সম্পদ ভাড়াদান পদ্ধতিসহ ইসলামী শরী‘আহ অনুমোদিত বিভিন্ন পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালনা করে। ইসলামী বিনিয়োগব্যবস্থার ফলে উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার প্রচলন সুদের পাপ ও শোষণ থেকে মুক্ত করে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির দিগন্ত উন্মোচন করেছে।^{১৫০১}

২. সুদ নিষিদ্ধের যৌক্তিক কারণ

রিবা বা সুদ এই জন্য নিষিদ্ধ যে, তা মানুষকে প্রকৃত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ থেকে ফিরিয়ে রাখে। এটা এজন্য যে, যার অর্থ আছে তাকে যখন সুদের ভিত্তিতে সে অর্থ খটিয়ে, তাৎক্ষণিক লেনদেন (Spot Transaction) বা ঋণ আদান-প্রদানের মাধ্যমে, অধিকতর অর্থ উপর্জন করতে দেয়া হয়, তখন সে নিজেকে প্রকৃত অর্থনৈতিক কাজে নিয়োজিত করে পরিশ্রম ও কষ্ট করার চেয়ে সুদের ভিত্তিতে অর্থ বৃদ্ধি করার বাণিজ্যিক উৎকর্ষতা এবং শিল্প ও বিনির্মাণ (Construction) ব্যতীত মানুষের প্রকৃত স্বার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। অর্থ ও পণ্যসামগ্রীর মধ্যে বিদ্যমান উল্লিখিত পার্থক্যের কারণে ইসলামী শরী‘আহ অর্থকে পণ্যসামগ্রী থেকে আলাদা হিসেবে বিবেচনা করেছে এবং অর্থের জন্য পৃথক নিয়মনীতি ও বিধান প্রদান করেছে। বিশেষ করে দুটি বিষয়ে : প্রথমত, পণ্যসামগ্রীর ন্যায় (একই দেশের সম-মূল্যমানের) মুদ্রাকে কোন অবস্থাই ব্যবসায়ের পণ্য বানানো যাবে না। দ্বিতীয়ত, যদি কোন অস্বাভাবিক কারণে অর্থের বদলে অর্থ বিনিময় করতে হয় (একই দেশের) অথবা যদি ঋণ হিসেবে অর্থ লেনদেন করা হয়, তাহলে উভয় পক্ষের লেনদেন অবশ্যই পরিমাণে সমান সমান হতে হবে।^{১৫০২} সুদভিত্তিক ঋণের একটি স্থায়ী প্রবণতা হচ্ছে যে, তা সর্বদাই সাধারণ মানুষের স্বার্থের মোকাবিলায় ধনীক শ্রেণির স্বার্থ হাসিল করে। সম্পদ বরাদ্দ (resource allocation) এবং উৎপাদনের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির পাশাপাশি সুদ সম্পদ বণ্টন ক্ষেত্রেও মারাত্মক বৈষম্য সৃষ্টি করে। ড. এম. উমর চাপড়া সুদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সংক্ষেপে নিম্নোক্ত ভাষায় তুলে ধরেছেন : ‘সুতারাত লেস্টার থুরোর মতে যারা বা দক্ষ যোগ্য বা দক্ষ (smart or meritocratic) তারা নয়, বরং ভাগ্যবানরাই কেবল ঋণ পায়।’^{১৫০৩} এভাবে ব্যাংকব্যবস্থা পুঁজি বণ্টনে বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে দেয়। সুদী ব্যবস্থায় শক্তিশালী সহায়ক জামানতের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করা হয় এবং ঋণের উদ্দেশ্য বা ব্যবহারকে (end-use) ঋণ বরাদ্দের প্রধান বিবেচ্য বিষয় বা মানদণ্ড (Criterion) হিসেবে গ্রহণ করা হয় না। এই ব্যবস্থা মানুষকে তাদের ক্ষমতা বহির্ভূত (beyond their means) ব্যয় বা আয়ের চেয়ে অধিক ব্যয় করতে প্ররোচিত করে।^{১৫০৪} শরী‘আহ তখনই কোনো ব্যবসায়িক লেনদেনের অনুমতি দেয় যখন বিক্রয় চুক্তিকালে দুটি বিনিময়মূল্য (counter-value) হাতবদল হয় অথবা চুক্তিকালে একটি এবং ভবিষ্যতে একটি বিনিময়মূল্য লেনদেন হয়। কিন্তু উভয় বিনিময়মূল্য ভবিষ্যতে লেনদেন হবে বলে চুক্তি করা হলে তার অনুমতি নেই। কারণ, তা চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। তবে এমন লেনদেনে ক্ষতির চেয়ে উপকার বেশি হলে তা অনুমোদনযোগ্য। সুদভিত্তিক অর্থায়নব্যবস্থায় একটি বিনিময়মূল্য তথা ঋণের সুদ নিশ্চিত এবং অন্য বিনিময়মূল্য তথা ঋণগ্রহণকারীর বিনিয়োগ থেকে অর্জিত আয় অনিশ্চিত। তাই সুদী ব্যবস্থা ‘ঘারার’ (অনিশ্চয়তা)-এর একটি চরম অবস্থা। তাই শরী‘আহ মতে তা নিষিদ্ধ। এতে সুফলের চেয়ে কুফল বেশি হয়।^{১৫০৫}

^{১৪৯৯} প্রফেসর ড. মোহাম্মদ লোকমান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪।

^{১৫০০} মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবন সাওরাহ ইবন মুসা ইবন দাহ্বাক আত-তিরমিযি, *আস-সুনান*, (মিশর: শিরকাতুম মাকতাবাহ ওয়া মাতবাহ আহ মুত্তাফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৯৭৫ খৃ./১৩৯৫ হি.), খ. ৩, অধ্যায়: বাবু মা জাআ ফিত-তুজ্জার ওয়া তাসমিয়াতিন নাবী (সা.), হাদিস নং. ১২০৯, পৃ. ৫০৭।

^{১৫০১} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এবং মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং, *ইসলামী ব্যাংকিং*, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, এপ্রিল ২০১৫), পৃ. ৫৩।

^{১৫০২} মুহাম্মদ নুরউদ্দিন কাওছার, পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বৈশ্বিক আর্থিক মহামন্দা: ইসলামী অর্থব্যবস্থাই একমাত্র প্রতিষেধক, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৪।

^{১৫০৩} উদ্ধৃত: প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৪।

^{১৫০৪} প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৪।

^{১৫০৫} ক্যামিলে পালদি, ইসলামী অর্থায়নে রিবা ও ঘারার, *ইসলামী ব্যাংকিং*, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, এপ্রিল ২০১৫), পৃ. ১২৩-১২৪।

রিবা সাদালাহ বলেন, সুদের ক্ষেত্রে ‘দুটি বিনিময়মূল্যে নিশ্চয়তার ভিন্নতা হচ্ছে, লাভ থাকে একজনের হাতে, লাভের মূল্য বর্তায় অন্যজনের ওপর। এই ঋণের মূল কথা হচ্ছে, অন্যের ওপর সুদ চাপিয়ে দিয়ে অবিচার সৃষ্টি করা। সুদভিত্তিক অর্থায়নের একটি প্রতিরূপ হলো ঋণ অর্থায়ন। এতে শরী‘আহর আবশ্যিক শর্তগুলো পূরণ হয় না। তিনি বলেন, কুরআনে রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার অনেক কারণ উল্লেখ করা হয়েছে : ‘শুরততেই অবিচার; যেহেতু ঋণের মেয়াদ শেষে অতিরিক্ত প্রদানের শর্ত শুরততেই বেধে দেয়া হয়।’^{১৫০৬} ইসলাম অর্থের সময়মূল্য (time value) সমর্থন করে না। কারণ, বিনিময়ের ক্ষেত্রে সময় কখনো বাড়তি অর্থ দাবির একমাত্র বিবেচ্য হতে পারে না। তাই সে ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দাবি করা যাবে না। সাদালাহ বলেন, সময় নয় বরং অতিরিক্ত দাবি করার ক্ষেত্রে সেটা অবশ্যই কোনো পণ্য বা সম্পদ হতে হবে। নইলে তা টাকার পরিবর্তে টাকা লেনদেন হয়ে যায়।^{১৫০৭}

দুসুকি বলেন: ‘কোনো চুক্তি বৈধ হওয়ার জন্য বিনিময়মূল্য (অ্যাওয়াজ) উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয়। বিনিময়মূল্যের তিনটি উপাদান : ঝুঁকির (ঘরম) উপস্থিতি, শ্রম ও প্রচেষ্টা (ইখতিয়ার) এবং দায়বদ্ধতা (দামান)। বেশিরভাগ ঋণ অর্থায়ন চুক্তিতে অ্যাওয়াজ-এর এক বা একাধিক উপাদান অনুপস্থিত থাকে। কোনো চুক্তিতে ঝুঁকি, সামর্থ্য ও দায়বদ্ধতার উপাদানগুলো না থাকলে তাকে ন্যায়সঙ্গত বলা যায় না।’^{১৫০৮}

তাকী উসমানী বলেন, ‘মূল্য পরিশোধের সময়টি কোনো পণ্যের মূল্য নির্ধারণের আনুষঙ্গিক উপাদান হিসেবে কাজ করতে পারে। কিন্তু এটা টাকার জন্য টাকা বিনিময়ের ক্ষেত্রে বাড়তি দাবির একমাত্র ভিত্তি ও একক বিবেচনা হতে পারে না।’^{১৫০৯} পণ্যের বিনিময়ে পণ্য, টাকার বিনিময়ে পণ্য বৈধ। কিন্তু টাকার বিনিময়ে টাকা লেনদেন হলে তা ‘রিবা’ হিসেবে গণ্য হবে। সুদী অর্থায়নের ফলে একটি মেকি অর্থনীতি (false economy) জন্ম নেয় যা অস্থিরতা, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব এবং ধারাবাহিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে। ইসলামী অর্থব্যবস্থা হচ্ছে সম্পদভিত্তিক; যা প্রকৃত অর্থনীতি, বাস্তব সম্পদ ও উদ্ভাবন সৃষ্টি করে এবং স্থিতিশীলতা জোরদারের মাধ্যমে এমন এক অর্থনীতি গড়ে তোলে যেখানে ফটকাবাজ ও ব্যাংকাররা তাদের লোভী ও বেপরোয়া আচরণ দ্বারা মুনাফার জন্য বাজার কুক্ষিগত করতে পারে না।^{১৫১০} তাকী উসমানীর মতে, ‘সুদভিত্তিক অর্থায়ন সত্যিকারের সম্পদ সৃষ্টি করে না; তাই অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান যে ঋণ দেয় তার সঙ্গে সমাজে উৎপাদিত বাস্তব পণ্য ও সেবার মিল থাকে না। কারণ সমপরিমাণ বাস্তব সম্পদ সৃষ্টি না করেই সরবরাহ বৃদ্ধি করা হয় এবং কখনো কখনো কয়েক গুণ পর্যন্ত বাড়ানো হয়। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, ‘অর্থ সরবরাহ ও বাস্তব সম্পদের উৎপাদন এই দুয়ের ব্যবধান থেকে মুদ্রাস্ফীতি তৈরি হয়।’ তিনি আরো বলেন, ‘ইসলামী ব্যবস্থায় অর্থায়নকে যেহেতু সম্পদ সমর্থিত হতে হয়, তাই সর্বদা তা সম্পদ ও সেবার সঙ্গে মিল রেখে এগিয়ে যায়।’^{১৫১১} সুদভিত্তিক ঋণব্যবস্থায় মহাজন একটি নির্দিষ্ট হারে মুনাফা লাভ করে। তার কাছ থেকে ঋণ নেয়া প্রতিষ্ঠানটি লাভ করেছে নাকি লোকসান গুনেছে, তাতে তার কিছু যায়-আসে না। প্রতিষ্ঠানটি যদি বিপুল অঙ্কের মুনাফা করে তখনো মহাজন নির্দিষ্ট হারে ফেরত পায়। এখানে ন্যায়সঙ্গত হতো মহাজন যদি নির্দিষ্ট পরিমাণে স্বল্প হারে সুদ না নিয়ে লাভ ভাগাভাগি করে নিত। প্রতিষ্ঠানটি লোকসান গুনলেও মহাজন নির্দিষ্ট হারে ফেরত পান। ঋণগ্রহীতাকে পুরো ক্ষতি বহন করতে হয়। কিন্তু ন্যায্য হতো মহাজন যদি অস্বাভাবিক উচ্চহারে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ না নিয়ে ব্যবসা উদ্যোগের ক্ষতিতে ভাগিদার হতো। রিবা (সুদ) এমন এক অর্থায়নব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে যেখানে ঝুঁকির বেশির ভাগ বহন করে ঋণগ্রহীতা; আর লাভের বেশির ভাগ যায় ঋণদাতার ভাগে।^{১৫১২}

শেখ ওয়াহাবা জুহাইলির মতে, ‘রিবা হচ্ছে উদ্বৃত্ত পণ্য, সম্পদের জন্য সম্পদের বিনিময় লেনদেনে যার কোনো বিনিময়মূল্য নেই।’^{১৫১৩} এই লেনদেনের অভিপ্রায় হলো একটি উদ্বৃত্ত পণ্য। সুদের সংজ্ঞায় নগদ সুদ ও অবৈধ বিক্রি উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু, যেকোনো একটিতে বিমুক্তি স্থগিতকরণ হলো উপলব্ধিমূলক বস্তুগত প্রতিদান ছাড়াই একটি বৈধ উদ্বৃত্ত, তাই ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধির কারণে সাধারণত বিলম্ব ঘটে। ইসলাম টাকার জন্য টাকা বিনিময় এবং টাকার সময়মূল্য ধারণা অনুমোদন করে না।^{১৫১৪} তাকী উসমানী বলেন, ‘যেখানে লেনদেনের পণ্য হয় অর্থ, সেখানে বিলম্বে পরিশোধ করার কারণে অতিরিক্ত অর্থ দাবি করাই হচ্ছে রিবা। অনুরূপভাবে, ‘ঋণ লেনদেনের ক্ষেত্রে (টাকার বিনিময়ে টাকা) বাড়তি দাবি করাও রিবা। এই

^{১৫০৬} রিবা সাদালাহ, *Concept of Time in Islamic Economics*, আইআরটিআই রিসার্চ পেপার, (জেদ্দা: আইআরটিআই, ২০০৯), পৃ. ১১১।
^{১৫০৭} প্রাণ্ডজ, পৃ. ১১১।
^{১৫০৮} আসিরাহ ওয়াজিদি দুসুকি এবং সাঈদ বুহেরাউয়া, *Objectives of the Shari'ah and Its Implications for Islamic Finance*, আইএসআরএ রিসার্চ পেপার নং ২২ (কুয়ালালামপুর: আইএসআরএ, ২০১১), পৃ. ৩।
^{১৫০৯} বিচারপতি তাকী উসমানী, *An Introduction to Islamic Finance*, (করাচি: মাকতুবা মারিফুল কুরআন, ২০০২ খৃ.), পৃ. ৮১।
^{১৫১০} ক্যামিলে পালদি, প্রাণ্ডজ, পৃ. ১২৪।
^{১৫১১} বিচারপতি তাকী উসমানী, *Introduction to Islamic Finance*, প্রাণ্ডজ, পৃ. ১০।
^{১৫১২} ক্যামিলে পালদি, প্রাণ্ডজ, পৃ. ১২৫।
^{১৫১৩} শেখ ওয়াহাবা জুহাইলি, *The Juridical Meaning of Riba, in Interest in Islamic Economics*, (নিউ ইয়র্ক: থমাস রুটলেজ, ২০০৬ খৃ.), পৃ. ২৫।
^{১৫১৪} ক্যামিলে পালদি, প্রাণ্ডজ, পৃ. ১২৫।

দাবির বিপরীতে সময় ছাড়া আর কিছু নেই।^{১৫৫} ইসলামে দুই ধরনের রিবা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, ধার (credit) এবং উদ্বৃত্ত (surplus) রিবা। বকেয়া ঋণ বিলম্বে পরিশোধের জন্য প্রথম ধরনের রিবা সৃষ্টি হয়; এখানে ধার হতে পারে বিক্রিত পণ্য বা কোনো ঋণ।^{১৫৬} তাই কোনো বিনিময়মূল্য ছাড়াই বিনিময় করা দুটি পণ্যের যেকোনো একটিতে বৃদ্ধির ঘটনা ঘটলে ‘ধার রিবা’ সৃষ্টি হয়। সমপরিমাণ বিনিময় অনুমোদিত নয়, কারণ এখানে মূল্য বৃদ্ধির ঘটনা ঘটতে পারে। জুহাইলি বলেন, মূল্যবৃদ্ধির ফলে কিছু লাভ না হলে চুক্তিবদ্ধ কোনো পক্ষই সঞ্চিত অর্থ গ্রহণ স্থগিত করতে রাজি হবে না।^{১৫৭} কোনো লেনদেনের এক বা উভয় ‘বিনিময়মূল্য’ (counter-value) ভবিষ্যতের কোনো সময়ের জন্য (একই ধরনের পণ্য) স্থগিত রাখা হলে ‘হাতে হাতে’ নীতি লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে। ফলে ঋণের সুদ সৃষ্টি হয়। বিনিময়মূল্য সমান হবে এমন কথা থাকলেও ভবিষ্যতে পণ্য বিক্রির চুক্তিও ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। এর ফলে বিলম্বিত রিবা বা ধার রিবা সৃষ্টি হয়।^{১৫৮}

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالنُّزْرُ بِالنُّزْرِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»

অর্থাৎ, ‘উবায়দা বিন সামিত (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের পরিবর্তে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের পরিবর্তে খেজুর ও লবণের পরিবর্তে লবণ, একই জাতীয় পণ্যের সঙ্গে ওই পণ্য, সমানে সমান হতে হবে এবং মূল্য হাতে হাতে বিনিময় করতে হবে। কোনো একটি ভিন্নতর হলে নগদ বিনিময় মূল্যে বিক্রি করো।^{১৫৯} হাদিসে বর্ণিত ছয়টি পণ্য হলো ‘রিবায়ি পণ্য’। এখানে সমজাতীয়তার নীতি ভঙ্গ করা হলে তা অতিরিক্ত রিবা (রিবা আল-ফাদল) বা উদ্বৃত্ত রিবা হিসেবে গণ্য হবে। আর ‘হাতে হাতে’ (তথা তাৎক্ষণিক লেনদেন) শর্ত পূরণ না হলে তা বিলম্বিত রিবা (রিবা আল-নাসিয়াহ) বা ‘ঋণের রিবা’ হিসেবে গণ্য হবে। এ ছাড়া সে যুগে ‘স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ’ এবং ‘রূপার বিনিময়ে রূপা’ আর্থিক লেনদেনের (সার্বফ) ভূমিকা পালন করত। যদি একই জাতীয় রিবায়ি পণ্যের লেনদেন হয়, তাহলে তা হতে হবে একই স্থানে এবং সমপরিমাণে। যদি বিনিময়কৃত পণ্যের পরিমাণে পার্থক্য থাকে তাহলে একই স্থানে বিনিময় করা হলেও তা অতিরিক্ত রিবা (রিবা আল-ফাদল) বা উদ্বৃত্ত রিবা হিসেবে গণ্য হবে। অতিরিক্ত রিবায়ি বিধি ভিন্ন মানের একই জাতীয় পণ্য ভিন্ন পরিমাণে বিনিময়কেও নিষিদ্ধ করেছে (যেমন: ভালো মানের খেজুরের সঙ্গে খারাপ মানের খেজুর বিনিময় রিবায়ি অন্তর্ভুক্ত হবে)।^{১৬০}

ভিসারের মতে, দুটি নিম্নমানের খেজুরের সঙ্গে একটি ভালো মানের খেজুর বিনিময়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তবে অর্থের বিনিময়ে নিম্নমানের খেজুর বিক্রি এবং সেই অর্থ দিয়ে ভালোটি কেনার অনুমতি রয়েছে।^{১৬১} জুহাইলি বলেন, ‘উদ্বৃত্ত সুদ হচ্ছে ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ ছয়টি পণ্য যেমন, সোনা, রূপা, গম, যব, লবণ ও শুকনো খেজুরের মধ্যে একই ধরনের জিনিস ভিন্ন পরিমাণে বিক্রি। এটা সমজাতীয় পণ্যের তাৎক্ষণিক লেনদেনে ‘সমানে সমান’ নীতির লঙ্ঘন।^{১৬২}

আল-কুরআনে নিরঙ্কুশভাবে রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার অর্থ হলো এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নির্দেশ যেখানে সবরকম শোষণের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটবে। বিশেষ করে, কোনোরকম ঝুঁকি গ্রহণ ছাড়াই অর্থায়নকারীর মুনাফাপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা এবং ব্যবস্থাপনা ও কঠোর পরিশ্রম করার পরও উদ্যোক্তার মুনাফাপ্রাপ্তির অনিশ্চয়তার মতো অবিচার দূর হবে। ‘রিবা’ নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে আল-কুরআন অর্থায়নকারী ও উদ্যোক্তার মধ্যে সমতা নিশ্চিত করে। তাই রিবাকে একটি বিচ্ছিন্ন ধর্মীয় বিধিনিষেধ মনে করা এবং একে সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের নীতি, উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে না করা হলে বিদ্রোহিত হতে বাধ্য।^{১৬৩}

৩. সুদের বিকল্প ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর ব্যাংকব্যবস্থা

উপার্জনের ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্য সবচেয়ে বড় সেক্টর। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি একটি মহৎ পেশা। সমাজ জীবনে যার ক্রিয়াশীলতা ও প্রভাব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূর প্রসারী। ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যকে শুধু বৈধ বলেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং এ ব্যাপারে সবিশেষ উৎসাহ ও গুরুত্ব প্রদান করেছে। যাতে মানুষ শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি ও স্বয়ং-

^{১৫৫} বিচারপতি তাকী উসমানী, *Introduction to Islamic Finance*, (করাচি: দারুল উলুম, ২০০০ খ.), পৃ. ১০।

^{১৫৬} শেখ ওয়াহাব জুহাইলি, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ২৬।

^{১৫৭} *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ২৮।

^{১৫৮} হাবিব আহমেদ, *Product Development in Islamic Banks*, (এডিনবার্গ: এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১১ খ.), পৃ. ৩২।

^{১৫৯} ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *আস-সহিহ*, অধ্যায়: কিতাবুত ত্বলাক, পরিচ্ছেদ: বাবুস সারফি ওয়া বাইয়য-যাহাবি বিল-ওয়াকি নাকদান, *প্রাণ্ডক্ত*, খ. ৩, হাদিস নং ১৫৮৭, পৃ. ১২১১।

^{১৬০} হাবিব আহমেদ, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৩১।

^{১৬১} হাস্ভা ভিসার, *Islamic Finance Principles and Practice*, (ইউকে: এডওয়ার্ড এলগার, ২০০৯ খ.), পৃ. ৩৫।

^{১৬২} শেখ ওয়াহাব জুহাইলি, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ২৬।

^{১৬৩} আবু ওমর ফারুক আহমেদ এবং এম কবির হাসান, *রিবা ও ইসলামী ব্যাংকিং, ইসলামী ব্যাংকিং*, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, এপ্রিল ২০১৫), পৃ. ৩৩।

সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘তিনি (আল্লাহ) ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।’^{১৫২৪} উপরিউক্ত আয়াতের মর্ম উপলব্ধিতে প্রতীয়মান হয় যে, সুদভিত্তিক লেনদেনের মাধ্যমে যারা পৃথিবীতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করছে তাদের মোকাবেলায় মহান আল্লাহ ব্যবসা-বাণিজ্যকে বৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। অতএব অবৈধ পন্থা হতে বাঁচার এবং প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি লাভের এটি অনেক বড় অবলম্বন হলো ব্যবসা-বাণিজ্য। তাই ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় সুদী কারবারের পরিবর্তে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা হয়। এ ব্যবস্থায় প্রতিটি লেনদেনের বিপরীতে থাকে সম্পদ; যা ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর। সত্যিকারের ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে এ লেনদেন সংগঠিত হয়। এজন্য রাসূল (সা.) ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি মানবজাতিকে উৎসাহিত করে বলেছেন, *عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق* অর্থাৎ, তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য কর। কারণ তাতেই নিহিত রয়েছে নয়-দশমাংশ জীবিকা।^{১৫২৫} তাছাড়া সততা, বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়নতা, ধোঁকামুক্ত, কল্যাণমুখী মানসিকতাসম্পন্ন ব্যবসায়ীদের প্রশংসায় রাসূল (সা.) এর অনেক হাদীস বিদ্যমান। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইসলাম যেসব মূলনীতি দিয়েছে তাহলো: ধোঁকা ও প্রতারণামুক্ত, মিথ্যার আশ্রয়বিহীন, পণ্যের দোষ-গুণ স্পষ্ট থাকা, ভাল পণ্যের সাথে খারাপ পণ্যের মিশ্রণ না করা, মুনাফাখোরী মানেবৃত্তি পরিহার করে কল্যাণমুখী মানসিকতা পোষণ, মজুদদারি চিন্তা-চেতনা পোষণ না করা, ওজনে হেরফের না করা, সর্বোপরি যাবতীয় শঠতা ও জুলুম থেকে বিরত থাকা।

৪. বাস্তব লেনদেন হওয়ায় অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় বাস্তবতা বা বৈধতার মানে হলো সব ধরনের আর্থিক চুক্তি অবশ্যই ‘বাস্তব’ লেনদেন বা বিনিময়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।^{১৫২৬} অন্যকথায়, ইসলামী অর্থায়ন বিলম্বিত পরিশোধের জন্য পণ্য বিক্রি অথবা সময়ের সাথে সাথে উপযোগিতা সৃষ্টি হয় এমন ইজারা-সম্পদ অথবা উত্তাবনী কার্যক্রমের মাধ্যমে মূল্য সৃষ্টি হয় এমন ব্যবসা প্রকল্পে অংশীদার হওয়ার মাধ্যমে মূল্য সৃষ্টি করে। এই নীতির অর্থ ইসলামী অর্থায়ন হলো ‘সম্পদ ও পণ্য-ভিত্তিক’ এবং এখানে ফটকাবাজির (speculation)-র মতো চুক্তি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।^{১৫২৭} এর একটি উদাহরণ হলো সুদ-অস্তিত্ব এবং এর হার-উভয় ক্ষেত্রেই। অন্য উদাহরণ হিসেবে জুয়া এবং জিজিআই^{১৫২৮} বা নাসদাক (NASDAQ)^{১৫২৯}-এর মতো সূচকভিত্তিক লেনদেন। কারণ, সূচক নিতান্তই একটি মানসিক হিসাব-নিকাশ এবং এটা কোন বাস্তব মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে না।^{১৫৩০} ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার মৌলিক অপারেশনাল মডেলটি এমন এক অংশীদারি ব্যবস্থা পেশ করে যেখানে একপক্ষ তহবিল জোগান দেয় আর, অন্যপক্ষ জোগান দেয় বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা। তাই, যৌক্তিকভাবে ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকিটি এই দুই পরিপূরক কার্যক্রমের মধ্যে কতিপয় সম্মত শর্তাবলির ভিত্তিতে ভাগ হয়ে যায়।^{১৫৩১} এটা একটি ন্যায্য ব্যবসায়িক কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট সবার জন্য ন্যায্যসঙ্গত। অত্যন্ত উঁচুপর্যায়ের ‘রিজার্ভ রেশিও’ সংরক্ষণের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা আমানতকারীদের তহবিলের নিরাপদ জিম্মাদারি নিশ্চিত করে। আমানতকারীরা বিনিয়োগের জন্য তাদের সঞ্চয় ইসলামী ব্যাংকের হাতে তুলে দিচ্ছেন। অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে ব্যবসা চক্রের সফটজনক পর্যায়গুলোতে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বারবার হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। বেশি বেশি মানুষ তাদের ব্যাংকিং প্রয়োজন পূরণের জন্য ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা বেছে নেয়ার কথা ভাবার পেছনে এটি একটি বড় কারণ।^{১৫৩২} বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গবেষক এ যাবত প্রচলিত ও ইসলামী ব্যাংকের দক্ষতার পর্যায় নিয়ে যেসব তুলনামূলক গবেষণা করেছেন সেগুলোতে দেখা যায় ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা ও প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার ব্যবসায়িক ঝুঁক, সক্ষমতা, সম্পদের মান বা

১৫২৪ আল-কুরআন, ২:২৭৫।

১৫২৫ উদ্ধৃত: আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আল-গাজালী আত-তুসী, *ইহইয়া উলুম আদ-দীন*, (বৈরুত: দারুল মা’রিফাহ, ২০১০ খৃ.), খ. ২, পৃ. ৬২।

১৫২৬ ড. মনবের কাহফ, ইসলামী অর্থায়ন: গতানুগতিক ব্যবসা, *ইসলামী ব্যাংকিং*, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০১৪), পৃ. ১২।

১৫২৭ এটা ফটকাবাজি নিষিদ্ধের কোন ফতোয়া নয়। এটা ইসলামী অর্থায়ন-এ বাস্তবতা বলতে কী বোঝায় তার একটি ব্যাখ্যা মাত্র। এখানে ফটকাবাজি বলতে “বিশুদ্ধ ফটকাবাজি” যেমন জুয়া বা সূচকের মতো অবাস্তব সম্পদের মাধ্যমে মূল্য সৃষ্টি (এবং লাভ-লোকসান) বুঝানো হয়েছে। অন্যথায় যেকোন ব্যবসায় ফটকাবাজির কোন না কোন উপাদান রয়েছে। কারণ আপনি কিনেন বা উৎপাদন করেন, আপনার পণ্যের বিক্রি মূল্য কি হবে তা জানেন না।

১৫২৮ Gap Junction Immunofluorescence.

১৫২৯ NASDAQ was created by The National Association of Securities Dealers. (NASD) to enable investors to trade securities on a computerized, speedy and transparent system, and commenced operation on february 8, 1971.

১৫৩০ অন্যদিকে কোন সূচকভিত্তিক তহবিলে যে কেউ কোন ইউনিটের মালিক হওয়া বা কেনাবেচা করতে পারে। কারণ এই তহবিল কোম্পানির শেয়ারের মালিক এবং তা সূচকে অন্তর্ভুক্ত।

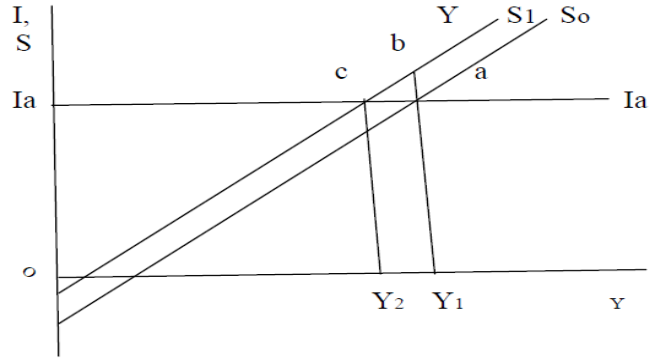
১৫৩১ ড. নিসার আহমদ, *প্রাণ্ড*, পৃ. ১০২।

১৫৩২ *প্রাণ্ড*, পৃ. ১০২।

স্থিতিশীলতার মধ্যে ইসলামী ব্যাংকগুলোর ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকি কম এবং এগুলো প্রচলিত ব্যাংকগুলোর চেয়ে মূল্যসংশয়ী।^{১৫৩৩}

যে কোন উৎপাদনধর্মী কাজ কারবারে উন্নয়নের পূর্বশর্ত হল কারবারের সাথে জড়িত ব্যক্তিগণ উক্ত ব্যবসার প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং এর উন্নতি ও অগ্রগতি কামনায় আন্তরিক হওয়া ও উক্ত কারবারের ক্ষয়ক্ষতিকে নিজের ক্ষয়ক্ষতি মনে করা। সাথে সাথে উক্ত কারবারের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য যেকোন ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধে এগিয়ে আসা। অনুক্রপভাবে উক্ত কারবারের উন্নতিকে নিজের উন্নতি মনে করা এবং উন্নতি ও অগ্রগতি সাধনার্থে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু সুদী অর্থব্যবস্থায় ঋণদাতা ঋণ দেয়ার পর অপেক্ষা করতে থাকে নির্দিষ্ট দিনের জন্য। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে ঋণকৃত অর্থ সুদসহ পরিশোধ না করতে পারলে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ ধার্য করার ফলে অনেক সময় ঋণগ্রহীতা ঋণ খেলাপি হয়ে যায়। কারণ ঋণগ্রহীতা অধিকাংশ সময়ই ফান্ড ডাইভার্ট করে অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করার অপপ্রয়াস চালায়। এই অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের ফলেই আমেরিকায় ২০৭ ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেছে। সেখানে প্রকৃতপক্ষে যে পণ্য ও সেবা অর্থনীতিতে ছিল তার তুলনায় ঋণের পরিমাণ ছিল ১২ গুণ।^{১৫৩৪} আর ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মুশারাকা ও মুদারাভাভিত্তিক বিনিয়োগ করলে বিনিয়োগকারীর চিন্তা থাকে কোম্পানির সফলতা যেন বৃদ্ধি পায়, তাহলে বিনিয়োগকারীরই লাভ। বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তার যৌথ মনোযোগ ও আন্তরিকতার ফলশ্রুতিতে কোম্পানির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে কোম্পানির মুনাফা বাড়ে, মুনাফা বাড়লে শ্রমিক-কর্মচারীর আয় বাড়ে, শ্রমিক-কর্মচারীর আয় বাড়লে ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে, ক্রয় ক্ষমতা বাড়লে কোম্পানির বিক্রয় বাড়বে, কোম্পানির বিক্রয় বাড়লে আয় ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়ে গোটা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল হবে। অতএব, সুদী লেনদেন কেবল জুলুমই নয়, বরং সামাজিক জীবনে এটা এক মহা বিপর্যয়। এর মাধ্যমে সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে সমস্ত সম্পদ কুক্ষিগত হয়।^{১৫৩৫} ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সম্পদ সঞ্চয়ন এবং কৃপণতার মাধ্যমে সকল সম্পদ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত হওয়ায় বেশিরভাগ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে যায়। জাতীয় সঞ্চয় বেড়ে যায় আর জাতীয় সঞ্চয় বাড়লে মিতব্যয়ীতা ধাঁধা অনুসারে জাতীয় আয় কমে যায়।^{১৫৩৬} বিষয়টি চিত্রের (চিত্র নং ৩৭) মাধ্যমে দেখানো যায়:

চিত্র ৩৭: ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সম্পদ কুক্ষিগত হওয়ায় জাতীয় সঞ্চয় বেড়ে জাতীয় আয় কিভাবে কমে যায়



চিত্রে ভূমি অক্ষ আয় এবং লম্ব অক্ষে বিনিয়োগ ও সঞ্চয় নির্দেশিত হয়েছে। S_0 প্রাথমিক সঞ্চয় রেখা যা $I=S$ শর্তে a বিন্দুতে ভারসাম্য লাভ করে। এরপর কৃপণতা এবং সঞ্চয় পুঞ্জীভূত করার কারণে সঞ্চয় বেড়ে গেলে সঞ্চয় রেখা হয় S_1 । ফলে $I=S$ শর্তে আবার ভারসাম্য হয় c বিন্দুতে। c বিন্দুতে জাতীয় আয় হ্রাস পেয়ে Y_2 হয়। ফলে পুঁজিবাদী অর্থনীতি ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়। ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাত থাকার কারণে যাকাতের প্রদানকৃত অর্থ দরিদ্রদের হাতে চলে যাবে, যা ভোগ বাড়াবে ও সঞ্চয় হ্রাস করবে। ফলে S_1 রেখা আবার S_0 তে ফিরে আসবে। শুধু তাই না, সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির কারণে বিনিয়োগ বেড়ে নিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করে।

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও মন্দা দূর করা ইসলামী ব্যাংকের কর্মনীতি ও কর্ম-কৌশলের সাথে যুক্ত। এ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের প্রকৃত সম্পদভিত্তিক অর্থায়ন পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইসলামের অর্থায়ন পদ্ধতিসমূহ (অংশীদারী, ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া পদ্ধতি) প্রকৃত সম্পদভিত্তিক হওয়ার ফলে তা সুদভিত্তিক টাকা বোচাকেনার কুফল থেকে মুক্ত এবং এর

^{১৫৩৩} প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।
^{১৫৩৪} ড. মুহাম্মাদ বশির উল্লাহ, প্রাগুক্ত।
^{১৫৩৫} প্রাগুক্ত।
^{১৫৩৬} মো: গোলাম আজম আযাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।

ফলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও স্বাভাবিকতা বজায় থাকে।^{১৫৩৭} তাছাড়া ক্ষুদ্র বিনিয়োগের মাধ্যমে পর্যাপ্ত অর্থ বিশেষ চক্রবিরোধী কৌশল ব্যবহারের জন্যে কাজে লাগানো যায়। অর্থাৎ, মুদ্রাস্ফীতির সময়ে যদি ক্ষুদ্র বিনিয়োগের কিছু অর্থ প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ আকারে করা যায় তাহলে অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। মুদ্রাস্ফীতি নিরোধক কৌশল হিসেবে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ অধিকতর কার্যকর।^{১৫৩৮} ইসলাম অনুৎপাদনশীল ও ফটকামূলক খাতে^{১৫৩৯} ঋণদান নিষিদ্ধ করে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং মন্দা সৃষ্টির সম্ভাবনা দূর করেছে। ইসলামী অর্থনীতিতে ক্রেতা-বিক্রেতার ইচ্ছানুযায়ী স্বাভাবিকভাবে বাজার পরিচালিত হবে। অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার বিঘ্নিত না হলে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ না হলে এবং বাজার নিয়ন্ত্রণকারী কোন শক্তিশালী অংশের অশুভ চক্রান্ত না ঘটলে রাষ্ট্র বাজার নিয়ন্ত্রণে কোন ভূমিকা রাখবে না। কিন্তু ইসলামের অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হলে রাষ্ট্র সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারবে। রাষ্ট্র ব্যবসায়ীদের সেসব কার্যাবলির ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারবে যার দ্বারা অর্থব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। যেমন, হযরত উমর (রা.) আরোপ করেছিলেন। তিনি দেখলেন যে, এক ব্যক্তি কোন এক দ্রব্যকে বাজারে প্রচলিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় করছে। তখন তিনি তাকে বললেন, ‘হয়তো মূল্য বৃদ্ধি কর নতুবা বাজার ত্যাগ কর’।^{১৫৪০} জোসেফ স্টিংগলিংজ বলেন, ‘বাজার অর্থনীতি তখনই কাজ করে যখন তা জবাবদিহিতা ও নিয়মনিতির অধীনে পরিচালিত হয়’।^{১৫৪১} সং ব্যক্তির স্বাধীন উদ্যোগ এবং রাষ্ট্রের ন্যায়ানুগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই অর্থনৈতিক বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার দুটি পন্থা রয়েছে : হয় উৎপাদন ব্যয় না হয় মোট চাহিদা কমাতে হবে। প্রথম ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী কোনো না কোনোভাবে দ্রব্যমূল্য হ্রাস করতে হবে।^{১৫৪২} দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী সুখম বাজেটের দিকে ফিরে যেতে হবে। অস্থায়ী ব্যবস্থাপনা দ্বারা প্রথমটি অর্জন করা যেতে পারে। অবশ্য এর দীর্ঘকালীন ব্যবহার সম্ভব নয়, বিশেষত মুদ্রাস্ফীতিজনক পরিস্থিতিতে। কারণ প্রকৃত মজুরি হ্রাসের এই ব্যবস্থা শ্রমজীবী মানুষের জন্য কষ্টদায়ক ও অন্যায্য। তাছাড়া এতে কালোবাজারী, দীর্ঘকালীন সরবরাহ স্বল্পতা এবং উৎপাদন উপাদানের বিভিন্ন খাতে বন্টনে বিকৃতি দেখা হয়। দেখা যায়, নিয়ন্ত্রণের ঢাকনা যখন তুলে ফেলা হয়, তখন দ্রব্যমূল্য ও মজুরী বৃদ্ধি পাগলা ঘোড়ার বেগে ছুটে আসে। সুখম বাজেটের ব্যবস্থাপত্র মূল্যস্ফীতির দিগন্তে স্বস্তির বাতাস এনে দিলেও অন্য সীমান্তে বৃদ্ধি হ্রাস, অধিকতর বেকারত্ব, কল্যাণ খাতে ব্যাপক কাটছাঁটের দুর্যোগ ডেকে আনে, বিশেষত যখন সরকার তার জন্য সকল খাতে বিশেষ করে প্রতিরক্ষা খাতে, ব্যয় কমাতে রাজী না থাকে এবং সেকুলার ভোগবাদী সমাজ যখন তাদের অনাবশ্যক ও অপচয়মূলক খরচ কমাতে অসম্মত থাকে। এ অবস্থা পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে একটি সংকটে নিপতিত করেছে। সৃষ্টি হয়েছে সমাধানহীন এক সংঘাতের। এ সংঘাত হচ্ছে পুঁজিবাদের কথিত সফল ও বাঞ্ছিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং মুদ্রাস্ফীতিমুক্ত স্বাস্থ্যকর অর্থনীতির সংঘাত।^{১৫৪৩} তাই দেখা যাচ্ছে, কিনসীয় কৌশল উভয় সংকটের সৃষ্টি করেছে। একদিকে এ অর্থনৈতিক কৌশল দারিদ্র্য দূরীকরণ, ন্যূনতম প্রয়োজনের চাহিদা পূরণ, মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। অন্যদিকে সম্পদ ও আয়ের বিশাল বৈষম্য হ্রাসেরও কোনো পন্থা এই কৌশল উদ্ভাবন করতে পারেনি। পুঁজিবাদের সেকুলার দর্শনের ট্রাজেডি হচ্ছে কতিপয় পুঁজিপতিদের লাগামহীন স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ দানের বিনিময়ে সমাজে সিংহভাগ মানুষ অধিকার ও কল্যাণ হতে বঞ্চিত হয়েছে; শুধু তাই নয় বরং পুঁজিবাদ আরে অনেক সামাজিক অনিষ্টকারিতার জন্ম দিয়েছে। ঐশী নির্দেশনা এবং তা হতে উদ্ভূত সামাজিক মূল্যবোধগুলোকে অবহেলা ও অস্বীকৃতির মাধ্যমে পুঁজিবাদ এমন একটি বাঁধনহীন, লাগামহীন সমাজের জন্ম দিয়েছে যার পরতে পরতে দুর্নীতি ও দুষ্কৃতি বিস্তার লাভ করেছে। অধিক হতে অধিকতর ভোগবিলাসের লালসা, ছলেবলে কৌশলে যেভাবেই হোক অধিকতর সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলার মানসিকতার ইন্ধন জুগিয়েছে।^{১৫৪৪} তাই আর্থ-সামাজিক ইনসারফ প্রতিষ্ঠার জন্য অনিবার্যভাবে প্রয়োজন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনার আমূল সংস্কার, যা শুধু ঐশীবাণী প্রদর্শিত নৈতিক মূল্যবোধের জাগরণের মাধ্যমেই সম্ভব। কিন্তু দেখা যায়, পুঁজিবাদের বিশ্বদৃষ্টি ও কৌশল মানুষের নফসানিয়াতের তাড়না থেকে সৃষ্ট যা ঐশীবাণী নির্দেশিত মূল্যবোধকে অস্বীকার করে জৈবিক তাড়নার দিকে ধাবিত হয়েছে।^{১৫৪৫}

ফলশ্রুতিতে দেখা যাচ্ছে, বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদরাজির মালিকও দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সত্ত্বেও অধিক অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশসমূহ দারিদ্র্য ও বেকারত্ব নিরসন, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের চাহিদাপূরণ এবং আয় ও সমাজের বিশাল বৈষম্য হ্রাসে সমর্থ হয়নি। শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার ৩৩.৬% তথা ৩ কোটি ২৪ লাখ লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে

^{১৫৩৭} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, মাকাসিদে শরী‘আহর আলোকে ব্যাংকিং ও আমাদের করণীয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

^{১৫৩৮} মোহাম্মদ সদরুল আমীন রাশেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

^{১৫৩৯} যেমন সরকারের বাজেট ঘাটতি পূরণ, ভোগ্য ঋণ, যুদ্ধ ঋণ ইত্যাদি।

^{১৫৪০} উদ্ধৃত: বিচারপতি তাকী উসমানী, ইসলাম ও আধুনিক অর্থব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

^{১৫৪১} মেহেদী হাসান, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ, দৈনিক নয়্যা দিগন্ত, ১৩ অক্টোবর ২০০৮, পৃ. ৭।

^{১৫৪২} সেলো ও এ্যাডারসন, দি ইলুসন অব ইকোনোমিক নেসিসিটি, (নিউইয়র্ক: প্রায়োগার: ১৯৮১ খৃ.), পৃ. ২৫০; ড. এম. উমর চাপড়া, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।

^{১৫৪৩} প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬-৭৭।

^{১৫৪৪} প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।

^{১৫৪৫} প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

বসবাস করছে।^{১৫৪৬} এদের এক চতুর্থাংশ আবার 'দারিদ্র্য ও হতাশার দুষ্টচক্রে' আবর্তিত। এরা হচ্ছে 'বস্তি সংস্কৃতির বন্দী আদম সন্তান'। কিশোরী গর্ভবতী, পিতৃহীন পরিবার, অমোচনীয় বেকারত্ব, অপরাধ ও মাদকাসক্তির অবক্ষয়িত সমাজ ও সংস্কৃতির অন্ধগলিতে এদের জীবন তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।^{১৫৪৭} ষাট ও সত্তর দশকে যখন লেইজে ফেয়ার দর্শন প্রত্যখ্যাত হয়ে দারিদ্র্য দূরীকরণ রাষ্ট্রীয় কর্তব্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে, উপযুক্ত হতাশাব্যঞ্জক চিত্রসমূহ তখনকার ছবি। এমতাহ্বায় দুর্দশা আরো কত গভীরতর হবে তা কল্পনাও করা যায় না, যখন রিগান ও থ্যাচার প্রশাসন পুনরায় লেইজে ফেয়ারের পথে ওকালতি করছেন এবং তারা দারিদ্র্যের জন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে এবং তাদের ভর্তুকি দেবার সরকারি নীতিকেই দায়ী করছেন? এসবের সাথে যদি শ্লথ প্রবৃদ্ধির সমষ্টি অর্থনৈতিক বৈসাদৃশ্যকে যুক্ত করা হয় তবে নিশ্চিতভাবে এটা সবার দৃষ্টিগোচর ও হৃগয়াঙ্গম হবে যে, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের অর্থনৈতিক মডেল ব্যতিরেকে এ অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়।^{১৫৪৮} আর তা হচ্ছে ইসলামী অর্থব্যবস্থা।

৫. ইসলামী ব্যাংকিং-এর নৈতিক ছাঁকুনি মন্দা প্রতিরোধের রক্ষাকবচ

শরী'আহর দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হতে হলে কোন আর্থিক চুক্তিকে নৈতিক পর্দা বা আবরণের দুটি স্তর^{১৫৪৯} পার হতে হবে:

প্রথমত: চুক্তির সম্পর্কগুলো নৈতিকভাবে সুস্থ হতে হবে। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হলো জুয়াখেলার মতো চুক্তি, কোন পক্ষের বড় রকমের অজ্ঞতা ও অনিশ্চয়তার ভিত্তিতে চুক্তি, বিভ্রান্তিকর তথ্য, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর দায়দায়িত্বের মধ্যে স্পষ্টত ভারসাম্যহীনতা, বাস্তবায়নের ব্যাপারে অবিশ্বাস-এগুলো নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয়ত: অর্থায়নের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অবশ্যই শরী'আহ-অনুবর্তী হতে হবে। এর মানে হলো, এমন কোন কাজে অর্থায়ন করা যাবে না যা ইসলাম ধর্মে অনৈতিক বলে বিবেচিত ও নিষিদ্ধ; যেমন, মদ খাওয়া ও ধূমপান, নীল ছবি, ক্যাসিনো এবং শূকরের মাংস উৎপাদন ও বিতরণ। আর তাই ইসলামী ব্যাংকিং ইসলামী শরী'আহর এসব নিয়ম-নীতি ও দিকনির্দেশনা মেনে পরিচালিত হয়।

সম্পদের অপ্রয়োজনীয় চাহিদা থেকে প্রয়োজনীয় চাহিদা পৃথক করার মধ্যে কিভাবে সকলকে প্রয়োজনীয় চাহিদা সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করা যায়, তার মধ্যেই সমস্যার মূল নিহিত আছে। এজন্য একটি ছাঁকুনি কৌশল ও উদ্বুদ্ধকরণ পদ্ধতি অত্যাবশ্যক।^{১৫৫০} বস্তুবাদী পরিবেশে মূল্যব্যবস্থা সম্পদের প্রয়োজনীয় চাহিদা ছাঁটাই করতে একদিকে যেমন কার্যকরী নয়, অন্যদিকে পূর্ণাঙ্গ উদ্বুদ্ধকরণেও সক্ষম নয়। যদিও সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা সৃষ্টি ও ভারসাম্যহীনতা দূরীকরণে মূল্যব্যবস্থার ব্যবহার অপরিহার্য, কিন্তু ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য এ ব্যবস্থা অপরিপূর্ণ, বিশেষ করে যে অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতার পূর্বশর্ত অনুপস্থিত থাকে। মূল্যব্যবস্থার অধীনে কর, শুল্ক ও মুদ্রামান হ্রাস দ্বারা বিলাস সামগ্রীর মূল্য যতই বাড়ানো হোক না কেন, ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ মর্যাদার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত বিলাসসামগ্রী ক্রয় করতে সক্ষম হবে। যারা এসব বিলাসদ্রব্য অর্জন করতে সক্ষম নয়, তারাও সমানভাবে চলার জন্য সেসব দ্রব্য অর্জনের প্রচেষ্টা চালায় এবং এজন্য প্রয়োজনীয় চাহিদা মূলতবী রাখে বা দুর্নীতি ও নৈতিকতা বর্জিত পন্থার আশ্রয় নেয়। এতে অনিচ্ছাকৃতভাবে মর্যাদার প্রতীকরূপী বিলাসসামগ্রীর দিকে সম্পদের প্রবাহ পরিবর্তিত হয় এবং প্রকৃত চাহিদা পূরণে সম্পদের যোগান হ্রাস পায়। ফলে প্রকৃত চাহিদা পূরণকারী সামগ্রীর মূল্য যা হওয়ার কথা তার চেয়ে বেশি হয় এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুর্ভোগ বৃদ্ধি পায়। নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে নৈতিক ছাঁকুনি বা বাছাই পদ্ধতি ও ভোক্তার স্বাধীনতা না থাকায় সম্পদের বরাদ্দ পরিটুবুরোর সদস্য ও অন্যান্য রাজনৈতিক ক্ষমতাধরদের খেয়ালখুশি ও কায়েমী স্বার্থ দ্বারা নির্ধারিত হয়।^{১৫৫১}

ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে দ্রব্য সেবার এরকম শ্রেণিবিন্যাস করা সম্ভব। ফিক্‌হ শাস্ত্রে প্রয়োজনীয় (জরুরিয়াত), সুবিধাজনক (হাজিয়াত) ও আরামপ্রদ (তাহসিনিয়াত) দ্রব্য সামগ্রী সম্পর্কে বাস্তবানুগ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ফকীহগণের বিশ্লেষিত উপযুক্ত সকল শ্রেণিই প্রকৃত চাহিদার পর্যায়ভুক্ত; এগুলোকে বিলাসসামগ্রী বা মর্যাদার প্রতীকরূপে চিহ্নিত করা যায় না। ফকীহগণের দৃষ্টিতে যা কিছু প্রকৃত প্রয়োজন নয় তাই অমিতব্যয়িতা ও অমিতাচার এবং সেগুলোকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।^{১৫৫২} তাই যদি মানুষকে যথাযথভাবে উদ্বুদ্ধ করা না যায় তবে কোনো ব্যবস্থাই সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা

^{১৫৪৬} ইজাবেল ডি. স'হিল, পোভার্টি ইন দি ইউএস : হোয়াই ইস ইট সো পারসিসটেন্ট, *জার্নাল অব এমেরিকান লিটারেচার*, (ইউএসএ: ডিউক ইউনিভার্সিটি প্রেস এন্ড দি মডার্ন লিটারেচার এসোসিয়েশন, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ খৃ.), পৃ. ১০৭৫; ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

^{১৫৪৭} রিচার্ড সেঙ্গাল, *দি আন্ডারব্লাস* : ব্রেকিং দি সাইকেল, *টাইম*, ১০ অক্টোবর ১৯৮৮, পৃ. ২৬।

^{১৫৪৮} ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

^{১৫৪৯} ড. মনযের কাহুফ, *ইসলামী অর্থায়ন: গতানুগতিক ব্যবসা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

^{১৫৫০} Geoffrey Dodgson, *Economics and Institutions*, (Cambridge: Polity Press, 1988), p. 251; ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬।

^{১৫৫১} প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬-২৭৭।

^{১৫৫২} Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, (Cairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, n.d.), Vol. 2, p, 8-12, M. Anas Zarqa, *Islamic Economics: An Approach to Human Welfare*, in K. Ahmad, *Studies in Islamic Economics*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1980), p. 13-15;

অথবা উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বিতরণে সমতা আনতে পারে না। ব্যক্তি মানুষকে তার সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করতে উদ্বুদ্ধকরণ এবং সীমিত সম্পদের সর্বাধিক দক্ষতার সাথে ব্যবহার নিশ্চিতকরণের আবশ্যিক শর্ত রয়েছে। সে শর্ত হচ্ছে, ব্যক্তি মানুষটির নিজস্বার্থ ও সুযোগ সুবিধা যেন যথাযথভাবে চরিতার্থ ও সংরক্ষিত হয়। সমাজতন্ত্র ছিল অবাস্তব ও অতি সরলীকরণ, কেননা এটি আশা করেছিল, মানুষ নিজের স্বার্থ হতে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও দক্ষতার সাথে কাজ করবে। ফলে সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। পুঁজিবাদ অবাস্তব, কেননা এটা ধরে নিয়েছে যে, ব্যক্তিস্বার্থ ও সমাজস্বার্থ সব সময় সমঞ্জস্যপূর্ণ হবে। পুঁজিবাদের সেকুলার ও ইহজাগতিক পরিপ্রেক্ষিতে এমন কোনো উজ্জীবনী প্রক্রিয়ার উন্মেষ ঘটতে পারেনি, যা মানুষকে সামাজিক স্বার্থে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করবে। বিশেষত যখন ঐ সামাজিক স্বার্থ সরাসরি ব্যক্তিস্বার্থের পরিপন্থি হয়। মানুষের ব্যক্তিস্বার্থের মাঝে একটি নৈতিকতার অনুভূতি সৃষ্টি করা না গেলে মানুষকে একই সাথে দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতায় উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব নয়। মানুষকে নৈতিকতার অনুভূতি দ্বারা উজ্জীবিত করা গেলে তা ব্যক্তিস্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক হলেও সমাজস্বার্থকে সে বিম্লিত করবে না।^{১৫৫৩} নৈতিক বিশোধন সম্পদের ওপর দাবিকে মানবকল্যাণের একটি কাজে পরিণত করে এবং অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সম্পদের ব্যবহার অনুমোদন করে না। যদি ব্যাংকব্যবস্থাকেও এমনভাবে পুনর্গঠন করা যায় যে, তা বিশোধন প্রক্রিয়ার পরিপূরক ভূমিকা পালন করতে পারে, তাহলে সম্পদের ওপর দাবিকে যথার্থ সীমার মধ্যে রাখা যাবে। সম্পদ, দক্ষতা ও আর্থিক মধ্যস্থতা সম্পদ বরাদ্দ ও বিতরণের ক্ষেত্রে যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, এ নৈতিক প্রক্রিয়াটি সত্যকে এভাবে নমনীয় ও মানবতাসম্পন্ন করে।^{১৫৫৪} ব্যারিংটন মূর যথার্থই উল্লেখ করেছেন, কোনো মানবসমাজই সব ধরনের মানবিক আচরণ অনুমোদন করতে পারে না, যদি তা করত তবে শিগগিরই সমাজ হিসেবে তা অবলুপ্ত হতো।^{১৫৫৫} তাই প্রত্যেকটি সমাজের অন্যতম মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের একটি নৈতিক বিশোধন কে দিতে পারবে? একটি নৈতিক পদ্ধতি কি অবশ্যই। ঐশ্বরিক সূত্র ভিত্তিক হবে এবং এর পিছনে কি অবশ্যই স্রষ্টার নিকট জবাবদিহিতার বিশ্বাস কাজ করবে? অন্যান্য কয়েকটি ধর্মের মতো ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, ঐশ্বরিক মঞ্জুরি এবং পরকালে বিশ্বাস উভয়ই জরুরি।^{১৫৫৬} সমাজসম্মত মূল্যবোধের বিশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পদের ওপর দাবি বিবেচিত হবার পর এভাবে অপ্রয়োজনীয় দাবি পরিত্যাগ করে সর্বনিম্ন পর্যায়ে আনতে হলে বাজার মূল্যের এ বিশোধন কৌশল দক্ষ ও ন্যায়ভিত্তিক সম্পদ বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রচলনে আরো বেশি কার্যকর হবে।^{১৫৫৭}

৬. ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত উপায়ে মুনাফা অর্জন ও বণ্টন প্রক্রিয়া

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে যেনতেনভাবে মুনাফা সর্বাধিক করাই মূল লক্ষ্য। অন্যদিকে ইসলামী শরী'আহ্য় মুনাফা অর্জন বৈধ, কিন্তু মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে গুটিকয়েক লোকের আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার সুযোগ নেই। সম্পদ কিছু ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত করার সুযোগ ইসলামী শরী'আহ্য় নেই। ব্যক্তিস্বার্থে নয়, সমাজের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করাই ইসলামী শরী'আহ্য় প্রধান লক্ষ্য।^{১৫৫৮} ইসলামী ব্যাংকের সব কার্যক্রমে ইসলামী শরী'আহ্য় পরিপালন হয় বলেই সেখানে সম্পদ কোনো বিশেষ শ্রেণি বা ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত হওয়ার সুযোগ নেই। প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় বহু লোকের কাছ থেকে তহবিল সংগৃহীত হয়ে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির হাতে চলে যায়। ফলে সেখানে অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট হয়। আবার এই অল্পসংখ্যক পুঁজিপতি ব্যাংকের টাকা পরিশোধ না করলে তার কুপ্রভাবে বিপুল আমানতকারীসহ গোটা সমাজ আক্রান্ত হয়ে পড়ে।^{১৫৫৯}

ইকবালের^{১৫৬০} মতে: ঋণ অর্থায়ন বিলোপ এবং জোরালো বণ্টন দক্ষতার ফলে ইসলামী অর্থায়ন অনেক বেশি স্থিতিশীল এবং তা বাস্তব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও আর্থিক তৎপরতার মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র সৃষ্টি করে। তাই ডায়াগনস্টিক মডেলগুলোতে দেখা যায়, লায়াবিলিটিজ স্ট্রাকচারের (liabilities structure) ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা স্থিতিশীল এবং লাভ বণ্টনের মাধ্যমে আনুপাতিক হারে সম্পদের সুসমন্বয় ঘটে। এখানে স্থির সুদের পেছনে ব্যয় এবং ঋণের মাধ্যমে পুন:অর্থায়নের সুযোগ নেই।^{১৫৬১} সুদী ব্যবস্থার চেয়ে লাভ ভাগাভাগির ধারণা তুলনামূলক স্থিতিশীল। চাপড়া^{১৫৬২},

Ahmad al-Najjar, *Al-Madkhal ila al-Nazariyyah al-Iqtisadiyyah fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), p. 32; Imam Hasan al-Banna, *Majmu'ah Rasa'il*, (Alexandria: Dar al-Da'wah, 1989), p. 268; Imam Hasan al-Banna, *Hadith al-Thulatha*, ed. Ahmad 'Isa 'Ashur, (Cairo: Maktabah al-Quran, 1985), p. 410.

^{১৫৫৩} ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৯-২৫০।

^{১৫৫৪} Malik Ibn Nabi, *Al-Muslim fi Alam al-Iqtisad*, (Cairo: Dar al-Shuruq, 1978), p. 103-108.

^{১৫৫৫} Barrington Moore Jr., *Reflections on the Causes of Human Misery and Upon Certain proposals to Eliminate Them*, (London: Penguin Press, 1972), p. 81.

^{১৫৫৬} ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৮।

^{১৫৫৭} *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৮-২১৯।

^{১৫৫৮} ড. মো. ইব্রাহীম খলিল, *ইসলামে অর্থব্যবস্থা, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪, ৯৭, ১০১ ও ১১৯-১২০।

^{১৫৫৯} ড. মুহা. কামরুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯-৬১, ৬৫-৬৬ ও ৭২-৭৩; রহমাতুল্লাহ খন্দকার, *বিস্ময়কর এক ব্যাংকিং সিস্টেম, প্রাগুক্ত*।

^{১৫৬০} আবদুল আজিজ ওলুয়ানিসোলা আবদুল ওহাব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০; জেড. ইকবাল, *Islamic Financial Systems*, *ফিন্যান্স অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট*, (নিউইয়র্ক: আইএমএফ, ১৯৯৭), পৃ. ৪২-৪৫।

^{১৫৬১} আবদুল আজিজ ওলুয়ানিসোলা আবদুল ওহাব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০।

কাহফ^{১৫৩}, সিদ্দিকী^{১৫৪} এবং জারকা^{১৫৫} সবাই এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। এই ব্যবস্থা মুনাফার হারের ওঠানামা প্রতিরোধ করে। এমন অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির একটি বড় কারণ হলো সুদভিত্তিক ঋণ অর্থায়ন। সামাদ ও হাসান^{১৫৬} এ বিষয়ে আরো গবেষণা করেন। তাদের বরাত দিয়ে নেদাল^{১৫৭} উল্লেখ করেন, বেশ কিছু প্রচলিত ব্যাংকের সঙ্গে ইসলামী ব্যাংকের তুলনা করে দেখা যায় প্রচলিত ব্যাংকের তুলনায় ইসলামী ব্যাংক কম ঝুঁকিপূর্ণ।

কাদের ও আসারপোতা^{১৫৮} সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) ব্যাংকগুলোর পারফরমেন্স বিচারের জন্য ব্যাংকপর্যায়ের উপাত্ত বিশ্লেষণ করেন। তাদের গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, ইউএই'র ইসলামী ব্যাংকগুলো সেখানকার প্রচলিত ব্যাংকগুলোর তুলনায় অধিক লাভজনক, স্বল্প লিকুইডি, স্বল্প ঝুঁকিপূর্ণ এবং অধিক দক্ষ। তারা উপসংহারে বলেন যে তাদের গবেষণা থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অনুমিতি (inference) পাওয়া যায়:

প্রথমত: ইউএই'র ইসলামী ব্যাংকগুলোর দ্রুত প্রবৃদ্ধির মূল কারণ ইসলামের লাভ-লোকসান ভাগাভাগি ব্যবস্থা; এবং **দ্বিতীয়ত:** ইউএই'র ইসলামী ব্যাংকগুলোর তত্ত্বাবধান ও বিধিবিধান প্রচলিত ব্যাংকগুলো থেকে ভিন্ন। কারণ, ইসলামী ব্যাংকের কাঠামো প্রচলিত ব্যাংকের চেয়ে ভিন্ন।

সামাদ ও হাসান ১৯৮৪-১৯৯৭ এবং ১৯৯০-১৯৯৭ এই দুই মেয়াদে মালয়েশিয়ার 'ব্যাংক ইসলামিক মালয়েশিয়া বেরহাদ (বিআইএমবি)' এর লাভজনকতা, তারল্য, ঝুঁকি ও সচ্ছলতা এবং কমিউনিটি ইনভলভমেন্টের ক্ষেত্রে ইন্টার-টেমপোরাল ও ইন্টার-ব্যাংক পারফরম্যান্স বিচার করেন। এই গবেষণায় বিআইএমবিকে ১০টি প্রচলিত ব্যাংকের সঙ্গে তুলনা করা হয়, যেখানে পারফরম্যান্স মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করা হয় ফিন্যান্সিয়াল রেশিও; এগুলোর গুরুত্ব নির্ণয়ের জন্য এফ-টেস্ট এবং টি-টেস্ট করা হয়। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, বিআইএমবি ১৯৮৪-১৯৯৭ মেয়াদে লাভজনকতার দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি লাভ করে। গবেষণায় প্রকাশ পায় যে, প্রচলিত ব্যাংকগুলোর তুলনায় বিআইএমবি তুলনামূলক কম ঝুঁকিপূর্ণ এবং অধিক সচ্ছল। এটা স্পষ্ট যে ইসলামী অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান মুসলমানদের জন্য শরী'আহ বিধান মেনে ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল মার্কেটে অংশগ্রহণের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ইসলামী অর্থায়ন বাজারের উত্থান ব্যাপকভাবে শরী'আহসম্মত পণ্য জোগান দিয়ে বিশ্ব অর্থনীতির জন্য বিপুল সুফল বয়ে এনেছে।^{১৫৯} সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের শেষ কথা হচ্ছে আর্থিক লভ্যাংশের বন্টন। উৎপাদনের উপকরণসমূহ তথা শ্রমিক, পুঁজি সরবরাহকারী, ভূমি মালিক ও উদ্যোক্তা শ্রেণি উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে স্ব-স্ব ন্যায়সংগত লভ্যাংশ প্রাপ্তির জন্য কৃষক যেমন তার শ্রম ও অর্থ বিনিয়োগ করে একটি ভালো ফসল লাভের আশায়-এটি তারই অনুরূপ। তাই একটি সমাজ কাঠামো কতটুকু ভালো তা নির্ভর করেছে শুধুমাত্র উৎপাদন প্রক্রিয়ার দক্ষতার ওপর নয়, বরং একই সাথে বন্টন প্রক্রিয়া সুস্বম ও ন্যায়সংগত কিনা তারও ওপর। ইতোমধ্যেই সুস্পষ্টভাবে দেখা গেছে, সমাজের জন্য কী কী পণ্য সামগ্রী উৎপাদন করা প্রয়োজন এবং কীভাবে তা উৎপাদন করতে হবে- এ প্রশ্নের জবাবে পুঁজিবাদ সীমিত অর্থনৈতিক সম্পদের বিভিন্ন খাতে বন্টনের ক্ষেত্রে দক্ষ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারেনি। এখন দেখা যায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পদের বন্টনের ক্ষেত্রেও পুঁজিবাদ কোনো প্রকার ন্যায়নীতি প্রদর্শন করতে পারেনি।^{১৬০}

^{১৫২} উদ্ধৃত: আবদুল আজিজ ওলুয়ানিসোলা আবদুল ওহাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০; ড. এম. উমর চাপড়া, The Role of Islamic Banks in Non-Muslim Countries, *দি জার্নাল অব মুসলিম মাইনরিটি অ্যাফেয়ার্স*, (লন্ডন: দি ইনস্টিটিউট অব মুসলিম মাইনোরিটি অ্যাফেয়ার্স, ১৯৯২), খ. ১৩, সংখ্যা ২, পৃ. ১-১৭।

^{১৫৩} উদ্ধৃত: আবদুল আজিজ ওলুয়ানিসোলা আবদুল ওহাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।

^{১৫৪} প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০; এম. এন. সিদ্দিকী, কম্পারেটিভ এডভান্টেজস অব ইসলামিক ব্যাংকিং এ্যান্ড ফিন্যান্স, *সিদ্দিকী.কম*, <http://www.siddiqi.com/mns/Advantages.html>, এক্সেস: ১১ এপ্রিল, ২০১৪।

^{১৫৫} উদ্ধৃত: আবদুল আজিজ ওলুয়ানিসোলা আবদুল ওহাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০; এম. জারকা, Islamization of Economics: The Concept and Methodology, *জার্নাল অব কেএইউ: ইসলামিক ইকোনমিকস*, (সৌদি আরব: কিং আবদুল আজিজ ইউনিভার্সিটি, ২০০৩), খ. ১৬, সংখ্যা ১, পৃ. ৩-৪২।

^{১৫৬} এ. সামাদ এবং কে. হাসান, The performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An exploratory study, *ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস*, (কুয়ালালামপুর: আইএফএসবি, ২০০০ খ.), খ. ১, সংখ্যা ৩, পৃ. ১-১৪।

^{১৫৭} উদ্ধৃত: আবদুল আজিজ ওলুয়ানিসোলা আবদুল ওহাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।

^{১৫৮} প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০; জে. এম. কাদের এবং এ. কে. আসারপোতা *Comparative Financial Performance of Islamic vis a vis Conventional Banks in the UAE*, ইউএই বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৬-২০০৭ সালে স্টুডেন্ট রিসার্চ সিম্পোজিয়ামে উপস্থাপিত নিবন্ধ।

^{১৫৯} এ. সামাদ এবং কে. হাসান, The performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An exploratory study, *ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস*, (কুয়ালালামপুর: আইএফএসবি, ২০০০ খ.), খ. ১, সংখ্যা ৩, পৃ. ১-১৪।

^{১৬০} ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

৭. সকল অবৈধ ও অকল্যাণকর পস্থা-পদ্ধতি নিষিদ্ধ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
অর্থাৎ, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অবৈধ উপায়ে ভক্ষণ করো না। অবশ্য পারস্পরিক সম্মতি অনুযায়ী ব্যবসায়িক লেনদেন করতে পারো। আর একে অপরকে হত্যা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।'^{১৫৭১} আল-কুরআনের এই নীতিগত নির্দেশের ভিত্তিতে ইসলাম অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ আত্মসাৎ,^{১৫৭২} বিশ্বাসঘাতকতা,^{১৫৭৩} চুরি ও ডাকাতি-ছিনতাই, অশ্লীল ব্যবসা,^{১৫৭৪} বেশ্যাবৃত্তি,^{১৫৭৫} জুয়া ও লটারী,^{১৫৭৬} মূর্তি তৈরি ও ব্যবসা, জ্যোতিষী ব্যবসা,^{১৫৭৭} মদ ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবসা,^{১৫৭৮} সুদী লেনদেন^{১৫৭৯} ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থোপার্জনকে নিষিদ্ধ করেছে। এছাড়া হাদীসে জবর দখল, মজদদারি, মুনাফাখোরী, ফটকাবাজারী, চোরাকারবারি, ভেজাল, প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থোপার্জনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামের এসব নির্দেশনা বাস্তবায়িত হলে অর্থনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টির আশঙ্কা কমে যাবে। আর এসব নির্দেশনার আলোকে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা পরিচালিত হয় বলে এ আর্থিক ব্যবস্থা মন্দা মোকাবেলায় অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সক্ষম হয়। ব্যক্তি ও সমাজ তথা মানুষের জন্যে যা কিছু ক্ষতিকর, অকল্যাণকর, ইসলামে তা সবই হারাম, নিষিদ্ধ এবং অবৈধ। ইসলামের এ নীতি অর্থনৈতিক বিষয়াদিসহ মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইসলামের অর্থনীতিতে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার স্বরূপ সমন্বিতভাবে ইতিবাচক ও নীতিবাচক। ইসলামের এই নীতিবাদিতা শরী'আহর বিধান এবং শাস্ত আদর্শিক নীতিবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ইসলামী শরী'আহতে বাই' আল্-'ঈনা তথা পাতানো ক্রয়-বিক্রয়কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বাই' আল্-'ঈনার প্রকৃতি সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়াহ (র.) বলেছেন,

والعينة ان يبيع ثوبا إلى غيره بثمن معين (مائة وعشربث ريمانر مثلا) إلى اجل (سنة مثلا) ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن
بثمن اقل من ذلك القدر (بمائة مثلا) يدفعه نقداً

অর্থাৎ, বাই' আল্-'ঈনা হচ্ছে কারো নিকট কোনো বস্তু নির্দিষ্ট দামে (যেমন ১২০ দিনারে) নির্দিষ্ট মেয়াদের (যেমন ১ বছরের) জন্য বিক্রি করা এবং বস্তুটি ক্রেতার নিকট বুঝিয়ে দেয়া। অতঃপর বস্তুটির মূল্য (যেমন ১২০ দিনার) বুঝে পাওয়ার পূর্বে তা উক্ত ক্রেতার নিকট হতে তার চেয়ে কম মূল্যে (যেমন ১০০ দিনারে) ক্রয় করে নিয়ে নগদে মূল্য পরিশোধ করে দেয়া। ফলাফল হচ্ছে ক্রেতাকে দিল ১০০ দিনার আর মেয়াদান্তে তার থেকে গ্রহণ করবে ১২০ দিনার।^{১৫৮০} বাই' আল্-'ঈনা আসলে এক ধরনের পাতানো ক্রয়-বিক্রয়। এরূপ লেনদেনকারীদের বাস্তবে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের কোনো উদ্দেশ্য থাকে না এবং যে পণ্যটি তারা ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলে তা ক্রয় কারর যেমন কোনো প্রয়োজন ক্রেতার নিকট থাকে

^{১৫৭১} আল-কুরআন, ৪:২৯।

^{১৫৭২} আল-কুরআন, ২:১৮৮।

অর্থ: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
তোমরা একে অপরকে সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে পাপ পস্থা আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিও না।

আল-কুরআন, ৩:১০। (অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالِ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

অর্থ: যারা ইয়াতিমের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তাদের উদরে আগুন ভক্ষণ করে; তারা অচিরেই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলেবে।)

^{১৫৭৩} আল-কুরআন, ৩:১৬১। (আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

অর্থ: কেহ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করলে যা সে অন্যায়ভাবে গোপন করবে কিয়ামাতের দিন তা নিয়ে আসবে। অতঃপর প্রত্যেককে যা সে অর্জন করেছে তা পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে। তাদের প্রতি কোন জ্বলুম করা হবে না।)

^{১৫৭৪} আল-কুরআন, ৫:৩৮। (আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অর্থ: পুরুষ চোর এবং নারী চোর, তাদের হাত কেটে দাও; এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আদর্শ শাস্তি; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।)

^{১৫৭৫} আল-কুরআন, ২৪:১৯। (আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা,

إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُونَ أَنْ تَسْبِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অর্থ: নিশ্চয়ই যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মান্তিক শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।)

^{১৫৭৬} আল-কুরআন, ২৪:২। (আল্লাহ বলেন,

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ

অর্থ: ব্যাভিচারিনী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে এক শত করে কশাঘাত করবে।)

^{১৫৭৭} আল-কুরআন, ৫:৯০।

(আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

অর্থ: হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।)

^{১৫৭৮} প্রাণ্ডক্ত।

^{১৫৭৯} আল-কুরআন, ২:২৭৫।

^{১৫৮০} উদ্ধৃত: মুহাম্মাদ শামসুদ্দোহা, ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে বহুল প্রচলিত ভুল ধারণা, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২০।

না তেমনি বিক্রোত্তারও তা বিক্রি করার কোনো প্রয়োজন থাকে না। ক্রয়-বিক্রয় পাতানো হওয়ার কারণে বিক্রিত বস্তুটি পূর্বে যার ছিল তার কাছে থেকে যায়। ক্রেতা পণ্যের ভোগ-ব্যবহারও করে না এবং তা অন্যত্র বিক্রি করে ব্যবসাও করে না। এটা সম্পূর্ণরূপে একটা পাতানো ক্রয়-বিক্রয়। এটা সরাসরি সুদ না খেয়ে ঘুরিয়ে সুদ খাওয়ার নামান্তর।^{১৫৮১} ইসলাম এমন উপার্জনকে অবৈধ ঘোষণা করেছে, যাতে প্রতারণা, মিথ্যা, ধোঁকাবাজি, জনসাধারণের অকল্যাণ সর্বোপরি জুলুম রয়েছে। দুনিয়ার জীবনে অবৈধ পন্থায় উপার্জন করে সুখ-সচ্ছন্দ্য লাভ করলেও পরকালীন জীবনে রয়েছে এর জন্য জবাবদিহিতা ও সুবিচার। সে লক্ষে ইসলাম হালাল উপার্জনের অপরিসীম গুরুত্ব প্রদান করেছে। মানবজীবনে অর্থনীতির গুরুত্ব অপরিসীম। এটি মানুষের জীবন নির্বাহের অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে সমাদৃত, মানব জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত। হালাল হলো যা কল্যাণকর ও হিতকর এবং যাবতীয় অবৈধ ও অকল্যাণকর হতে মুক্ত। হালাল উপার্জন বলতে বুঝায় উপার্জনের ক্ষেত্রে বৈধ ও শরী‘আহসম্মত পন্থা অবলম্বন। হালাল উপায়ে জীবিকা উপার্জনের ফলে সমাজ ব্যবস্থায় ধনী ও দরিদ্রের মাঝে সুখম ভারসাম্য ফিরে আসে; কৃষক, দিনমজুর, ক্রেতা-বিক্রেতা, শ্রমিক-মালিক এবং অধঃস্তনদের সাথে উর্ধ্বতনদের সুদৃঢ় ও সঙ্গতিপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়। ফলে সকল শ্রেণির নাগরিকই তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পায় এবং সমাজ সংসারে নেমে আসে শান্তির সুবাতাস।^{১৫৮২} রাসূল (সা.) বলেছেন، كَسْبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، طَلَبُ

অর্থাৎ, ফরয আদায়ের পর হালাল পন্থায় উপার্জনও ফরয।^{১৫৮৩} ইসলামে উপার্জনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় দুটি মূলনীতি রয়েছে:

ক. মূলগত: যা উপার্জন করা হবে তা মূলগতভাবে হালাল হতে হবে

একজন ব্যক্তি যা উপার্জন করবে সে উপার্জেয় বস্তুটি অবশ্যই উত্তম ও হালাল হতে হবে। আর ইসলাম যাবতীয় কল্যাণকর ও হিতকর বস্তুকে মানবজাতির জন্য হালাল করেছে। সে লক্ষ্যেই পবিত্র কুরআনে طيبات و حلال শব্দের অবতারণা করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

অর্থাৎ, ‘হে মানব মণ্ডলী! পৃথিবীতে হালাল ও পবিত্র যা রয়েছে তা থেকে আহার কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।’^{১৫৮৪} উপরিউক্ত আয়াতের আলোকে বলা যায় যে, শুধুমাত্র হালাল হলেই চলবে না; বরং তা অবশ্যই তাইয়িব (পবিত্র ও উত্তম) হতে হবে। এখানে তাইয়িব বলতে ভেজালমুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, এমন উপায় অবলম্বন করতে হবে যা মূলগতভাবেই নির্ভেজাল, খাঁটি ও পবিত্র।

খ. পদ্ধতিগত: যা উপার্জন করবে তা বৈধ পন্থায় হতে হবে

উপার্জনের ক্ষেত্রে গ্রহণীয় উপায় ও মাধ্যমটি অবশ্যই বৈধ পন্থায় হতে হবে। কেননা যাবতীয় অবৈধ উপায় ও পন্থায় অর্থসম্পদ উপার্জন করতে ইসলাম নিষেধ করেছে। পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতের মাধ্যমে এ বিষয়ে মু‘মিনগণকে সতর্ক করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَزَاءً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করোনা। কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাযি হয়ে ব্যবসা করা বৈধ; এবং একে অপরকে হত্যা করিওনা; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। আর যে কেউ সীমালংঘন করে অন্যায়ভাবে তা করবে, তাকে আমি অগ্নিতে দগ্ধ করব, আর এটা করা আল্লাহর পক্ষে সহজ।^{১৫৮৫}

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন،

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوهُا إِلَى الْكُفَّارِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِآلَاتِهِمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

অর্থাৎ, ‘তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অপরের সম্পদ অবৈধ পন্থায় গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকগণের নিকট পেশ করো না।’^{১৫৮৬} উপরিউক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, উপার্জনের পদ্ধতি ও পন্থা অবশ্যই বৈধ হতে হবে। অন্যথায় কঠোর শাস্তির ঘোষণা রয়েছে। আর এ ধরনের উপায় জুলুমের নামান্ত। যার পরিণতি খুবই ভয়াবহ। তাই ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় সকল কর্মকাণ্ড ইসলামী শরী‘আহর উক্ত দিকনির্দেশনার আলোকে পরিচালিত হয় বলে এখানে অর্থনৈতিক মন্দা স্পর্শ করতে পারে না। কেননা কুরআন নিষিদ্ধ এসব পন্থা ও বিষয়গুলোই হলো মন্দার বাহন ও উপায়-উপকরণ। কুরআনের এ স্বাশত দিকনির্দেশনার আলোকে ইসলামী ব্যাংকিং-এ শুধুমাত্র হালাল

^{১৫৮১} মুহাম্মাদ শামসুদ্দোহা, ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে বহুল প্রচলিত ভুল ধারণা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

^{১৫৮২} শরিফুল ইসলাম, ইসলামে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব, সাম্প্রতিকী, এক্সেলজ: জুন ১৮, ২০১৪,

<http://samprotikee.com/?p=7929>

^{১৫৮৩} আহমাদ বিন আল-হুসাইন বিন ‘আলী বিন মুসা আবু বকর আল-বায়হাকী, শু‘আবুল ঈমান, অধ্যায়: হুকুকুল আওলাদ ওয়াল আহল্লিন, (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশ্দ লিন-নাশরি ওয়াত-তাওফি’, ২০০৩ খৃ./১৪২৩ হি.), খ. ১১, হাদিস নং. ৮৩৬৭, পৃ. ১৭৫।

^{১৫৮৪} আল-কুরআন, ২:১৬৮।

^{১৫৮৫} আল-কুরআন, ৪:২৯।

^{১৫৮৬} আল-কুরআন, ৩:২৯।

পণ্যে বিনিয়োগ ও অর্থায়ন করা হয়। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসঙ্গে তিজারাহ (تِجَارَةٌ), বাই' (بَيْع), শিরা (شراء) এ তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। আল-কুরআনে ৮টি স্থানে তিজারাহ^{১৫৮৭} ৭টি স্থানে বাই'^{১৫৮৮} এবং ১৪টি স্থানে শিরা^{১৫৮৯} শব্দ উল্লিখিত হয়েছে। বাই' মুরাবাহা, বাই' মুয়াজ্জাল, বাই' সালাম, বাই' ইসতিসনা', বাই' ইসতিজরার, মুদারাবা ও মুশারাকা ইত্যাদি পদ্ধতিতে ব্যবসা করলে তা হালাল হিসাবে ইসলামী শরী'আহ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। আর ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরী'আহ অনুমোদিত এসব বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলো অনুশীলন করা হয়। যার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকগুলো মুনাফা করে থাকে।^{১৫৯০} পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে হালাল হারামের পার্থক্য না থাকায় এর মাধ্যমে অনেক চারিত্রিক অশ্লীলতা সমাজে বিস্তৃত হয়ে যায়। কারণ বেশির চেয়ে বেশি মুনাফা অর্জনে অধিকাংশ মানুষের নিম্নতর আবেগকে আপীল করে তার ভুল চাহিদাবলী শাস্ত করতে আসবাব সরবরাহ করে। এতে সমাজে চারিত্রিক অনিষ্ট বিস্তার লাভ করে। ইহা পশ্চিমা দেশসমূহের নগ্নতা এবং বেহায়াপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। নগ্ন ছবি এবং ফিল্মের সায়ালাব সমাজে বিস্তার করে মানুষ ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে লেগে যায়।^{১৫৯১}

৮. ধ্বংসাত্মক লোভসর্বস্ব আত্মাহীন ব্যাংকব্যবস্থা থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ

ব্যাংক তথা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পুঁজি আসে সাধারণ জনগণের ডিপোজিট বা আমানত হতে। পানির ট্যাংক হতে যেমন পানির সরবরাহ হয়, তেমনি জনগণের উৎস হতে ব্যাংকের আমানত সঞ্চিত হয়।^{১৫৯২} শুধু বিত্ত ও ক্ষমতাসালীদের জন্য নয়, সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য ব্যাংক আমানত ব্যবহৃত হওয়া উচিত। পানির সরবরাহের তুলনায় ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয়ী আমানত অনেক বেশি দুস্থাপ্য। তাই সর্বোচ্চ দক্ষতা ও সৃষ্ঠতার সাথে এর ব্যবহার কাম্য। ব্যাংক আমানত ব্যবহারের সার্বিক লক্ষ্য হওয়া উচিত:

ক. সবার্ষিক সংখ্যক শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে বিনিয়োগ প্রদান; এবং

খ. সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন, আমদানি ও সুষ্ঠু বিতরণ ব্যবস্থা পরিচালনায় প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ। সুদভিত্তিক প্রচলিত অর্থব্যবস্থা এ দু'লক্ষ্যের কোনোটিই পূরণ করতে পারেনি। ব্যাংক আমানতের ব্যবহার ও ঋণ দান পদ্ধতিতে প্রচলিত ব্যবস্থা চরম বৈষম্য ও অদক্ষতা প্রদর্শন করেছে।^{১৫৯৩}

প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা ঋণ বিতরণ ও ব্যবস্থাপনায় যে ইনসাফ পরিপন্থী নীতি অনুযায়ী চালিত হচ্ছে তা আজ সর্বজন স্বীকৃত। আর্নি বিগস্টেনের মতে, 'ভূমি বৈষম্য হতেও পুঁজি ও ঋণ বিতরণ ব্যবস্থায় বৈষম্য অধিকতর প্রকট; বর্তমান ব্যাংকব্যবস্থা পুঁজি বিতরণ বৈষম্যকে আরো প্রকটতর করে তুলেছে।'^{১৫৯৪} এ অবস্থা কোনো দৈব-দুর্ঘটনা নয়, বরং সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার স্বাভাবিক কুফল। যে অর্থনীতিতে সম্পদ বৈষম্য পাহাড় সমতুল্য, সেখানে ব্যাংক বা ঋণদানকারী সংস্থা চায় ঝুঁকিমুক্তভাবে প্রদত্ত ঋণ হতে নিশ্চিত মুনাফা অর্জন করতে; সেখানে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিত্তশালীদের যে সহজ শর্তে ঋণ দিচ্ছে, সেই একই শর্তে সমাজের আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণিকে ঋণ প্রদান করবে, তা আশা করা যায় না।^{১৫৯৫} প্রচলিত প্রথায় ব্যাংক তাদের ঋণ দেয়, যাদের অতিরিক্ত জামানত (Collateral) প্রদানের সামর্থ্য আছে; অথবা লেস্টার থুরোর ভাষায়, 'যাদের কলকারখানায় বিনিয়োগের জন্য প্রচুর সঞ্চয় রয়েছে। অন্য কোনো যোগ্যতা বিবেচনায় আনা হয় না।'^{১৫৯৬} যুক্তরাষ্ট্রের ষষ্ঠ বৃহত্তম ব্যাংক মর্গান গ্যারান্টি ট্রাস্ট কোম্পানিও স্বীকার করেছে, তাদের ব্যাংক বিশাল ও বিত্তশালী কোম্পানিকেই ঋণ দিতে অধিক আগ্রহী। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী ও কোম্পানিসমূহকে প্রতিযোগিতামূলক সুদের হারে ঋণ প্রদানে তাদের অনাগ্রহ সুস্পষ্ট।^{১৫৯৭} এ প্রবণতা সমাজের জন্য এক গভীর সঙ্কটের পূর্বাভাস। কেননা স্পষ্টতই একটি বিশেষ সামাজিক শ্রেণির উদ্যোক্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বর্তমান ব্যাংকব্যবস্থা আত্মশীল। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও স্তরে যে বিশাল উদ্যোক্তা প্রতিভার ভাঙার ছড়িয়ে আছে, তার সম্ভাবনাকে যথাযথ ব্যবহারে বর্তমান ব্যাংকব্যবস্থা

^{১৫৮৭} আল-কুরআন, ২:১৬ ও ২৮২; ৪:২৯; ৯:২৪; ২৪:৩৭; ৩৫:২৯; ৬১:১০ এবং ৬২:১১।

^{১৫৮৮} আল-কুরআন, ২:২৫৪ ও ২৭৫; ৯:১১১; ১৪:৩১; ২২:৪০; ২৪:৩৭; ৬২:৯।

^{১৫৮৯} আল-কুরআন, ২:৪১, ৮৬, ৯০, ১০২, ১৭৫ ও ২০৭; ৩:১৭৭ ও ১৮৭; ৪:৭৪; ৫:৪৪; ৯:৯ ও ১১১ এবং ১২:২০-২১।

^{১৫৯০} ইকবাল কবীর মোহন, ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২।

^{১৫৯১} বিচারপতি তাকী উসমানী, ইসলাম ও আধুনিক অর্থব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

^{১৫৯২} উন্নয়নশীল দেশসমূহে সাধারণত কর্পোরেট বহির্ভূত সেক্টরেই অভ্যন্তরীণ বেসরকারী খাতের ৬০% সঞ্চয় জমা হয়। একমাত্র এ খাতেই বিনিয়োগের চেয়ে সঞ্চয় বেশি হয়। (V. V. Bhatt, Improving the Financial structure, *Finance and Development*, June 1986, p. 20.) ড. এম. উমর চাপড়া, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭।

^{১৫৯৩} ড. এম. উমর চাপড়া, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭।

^{১৫৯৪} Arne Bigsten, Poverty, Enequality and Development, in Norman Gemmel, *Surveys in Development Economics*, (Oxford: Basil Blackwell, 1987), p. 156; Stanley Lebergott, The Shape of the Income distribution, *American Economic Review*, (USA: American Economic Association, June 1959), p. 328-47. Stanley Lebergott ধনী ব্যক্তিবর্গকে 'তথাকথিত যুক্তিসঙ্গত' ঋণ প্রদানের প্রচলিত প্রথাকে সমাজে মূলধনের বৈষম্যমূলক অবস্থার জন্য অন্যতম মৌলিক কারণ বলে মনে করেন।

^{১৫৯৫} E. J. Mishan, *Cost Benefit Analysis: An Introduction*, (New York: Praeger, 1971), p. 205.

^{১৫৯৬} Laster Thurow, *Zero-Sum Society*, (New York: Basic Books, 1980), p. 175.

^{১৫৯৭} Morgan Guarantee Trust Company of New York, *World Financial Markets*, January 1987, p. 7.

উদাসীন।^{১৫৯৮} ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় সার্বিক কার্যক্রমে আর্থিক কর্মকাণ্ডের অগ্রাধিকার খাতকে প্রাধান্য দেয়া হয়; ফলে অর্থনীতির গতি দ্রুততর করতে সক্রিয় ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। শিল্পায়ন, এসএমই,^{১৫৯৯} কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্প, পল্লী অর্থনীতি শক্তিশালীকরণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, বিনিয়োগ বহুমুখীকরণ ও দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি এবং প্রবাসী গ্রাহকসেবার নিবিড় তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকগুলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছে।^{১৬০০} অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের দুই ধারার মাঝে ভারসাম্য রেখে সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় মাকাসিদে শরী‘আহর জরুরিয়াতের পাঁচটি শর্ত পূরণে কাজ করা ইসলামী ব্যাংকের বুনয়াদি লক্ষ্য। ইসলামী ব্যাংকগুলো এজন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগ এবং সাধারণ মানুষের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেশের সকল এলাকায় সমবেত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মূলনীতি বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে।^{১৬০১}

ঘ. ব্যাংকিং-এর সার্বিক কার্যক্রমে শরী‘আহ আইন প্রয়োগের যৌক্তিকতা

১. সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা

ইসলামী জীবন ব্যবস্থাই হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ ও কল্যাণধর্মী জীবনাদর্শ। অর্থনীতি তারই একটি অংশ। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বিচ্ছিন্ন একটি সত্তা হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে এই দুই মানব রচিত মতবাদ তাদেরই রচিত রাষ্ট্র, সমাজ ও অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক অবস্থায় পৌঁছেছে। পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থনীতি ইসলামী জীবনাদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। জীবনের অন্যান্য দিকগুলির সাথে এর কোন সংঘর্ষ নেই; বরং রয়েছে একই লক্ষ্যে পৌঁছানোর মত অনুকূল কর্মকাণ্ড। ইসলামী অর্থনীতির যে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মকৌশল সে সবই মানব কল্যাণ তথা শান্তি ও সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সচেষ্টিত। পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক কর্মকৌশল মুষ্টিমেয় ধনীদেব স্বার্থ রক্ষা করে, বৃহৎ জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সেখানে উপেক্ষিত। সেই স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকারকেই শেষ অবধি তৎপর হতে হয়। অর্থনৈতিক কর্মকৌশল ও লক্ষ্যের দিক থেকে সমাজতন্ত্র লোকচক্ষুর প্রায় অগোচরে পুঁজিবাদের সাথে মিশে গেছে। বহুকাল আগে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছিল যে, একদা সমাজতন্ত্র তার অস্তিত্ব রক্ষায় ব্যর্থ হয়ে পুঁজিবাদের সাথেই মিশে যাবে। একে বলা হয় Convergence Theory। বাস্তবে শেষ অবধি হয়েছেও তাই। সাবেক সোভিয়েত রাশিয়া ও গণচীনের দিকে তাকালে দেখা যাবে তারা আজ পাশ্চাত্যের জন্য দুয়ার খুলে দিয়েছে। কোটিপতি হবার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। ইসলামের অবস্থান এরই বিপরীতে। সেখানে বৈধ পন্থায় ধনী হতে বাধা নেই, আবার মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য বাধ্যবাধকতা ও সরকারের দায়বদ্ধতার অন্ত নেই। এজন্যই ইসলামী অর্থব্যবস্থার অংশ হিসেবে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা জরুরি।^{১৬০২} আল্লাহ বলেন, *كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً لِلْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ* অর্থাৎ, ‘তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান তাদের মধ্যেই যেন ধন-সম্পদ আবর্তিত না হয়।’^{১৬০৩} জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা FAO এর মতে, বিশ্বে যত খাদ্য-শস্য উৎপাদিত হয়, তা যদি সঠিকভাবে বণ্টিত হত তাহলে একজন মানুষেরও খাদ্যের অভাব হত না।^{১৬০৪} সম্পদ বণ্টন এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনীতিতে স্বাভাবিক আবর্তন ও প্রবাহ এবং প্রয়োজনে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে সম্পদের সুসম বণ্টন নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতি মানবসম্পদ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পদের বৈধ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে চায়, অপরদিকে চায় অপচয় রোধ, সুসম বণ্টন ও আবর্তন প্রবাহ নিশ্চিত করে দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক সাম্য স্থাপন করতে।^{১৬০৫}

২. সম্পদের সুসম ও সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থার প্রচলন

ইসলামী অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থায় চারটি মৌলিক স্তম্ভ রয়েছে, যেগুলো আর্থিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে:

ক. অর্থনৈতিক স্বাধীনতা,

খ. অর্থনৈতিক সুরক্ষা,

গ. মালিকানার দায়-দায়িত্বগুলোর মধ্যে সুস্ব ভারসাম্য রক্ষা করা এবং

ঘ. ধনীর সম্পদে আল্লাহর অধিকার, যা দরিদ্রদের জন্য ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে ব্যয় করা হয়। এই শেষোক্ত স্তম্ভটি ধনাঢ্য সদস্যদের সম্পদের ওপর সমাজের অধিকার। একে যাকাত বলা হয়। এছাড়া বাকিদের জন্য এটা হলো স্বেচ্ছামূলক, যাকে সাদাকাহ বলা হয়।^{১৬০৬}

^{১৫৯৮} Charles Leadbearer, Rags to Riches-Fact or Fiction, *Financial Times*, 30 December 1986, p. 5.

^{১৫৯৯} স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা।

^{১৬০০} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং : সক্ষমতা ও সম্ভাবনার নিরিখে, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৬২।

^{১৬০১} *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৪৩।

^{১৬০২} শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ*, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ২০-২১।

^{১৬০৩} আল-কুরআন, ৫৯:৭।

^{১৬০৪} ফখরুদ্দীন আহমাদ, ইসলামে সুদ হারাম, *মাসিক পৃথিবী*, অক্টোবর ২০০৬, পৃ. ৬০।

^{১৬০৫} ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যাট, ২০০০ খৃ./১৪২১ হি.), পৃ. ২৩-২৫।

^{১৬০৬} ড. মনযের কাহুফ, ইসলামী অর্থায়ন: গতানুগতিক ব্যবসা, *ইসলামী ব্যাংকিং*, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৮।

কুরআন এবং হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদ বণ্টন ও ব্যয়ের লক্ষ্য হচ্ছে:

১. আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদেরাশির সর্বাধিক উৎপাদন এবং সুষ্ঠু ও ন্যায্যভিত্তিক বণ্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
২. প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক উপকরণ ও সেগুলোর প্রয়োজন মেটানোর মধ্যকার ব্যবধান দূর করার সাথে সাথে মানবজাতির বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সাম্য, মৈত্রী, সমবেদনা ও সহযোগিতার বন্ধন সৃষ্টি করা।
৩. সর্বোপরি মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য-চারিত্রিক উন্নতি সাধনের মাধ্যমে পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনে পরম শান্তি ও মুক্তি অর্জনে সহায়তা দান।

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় মানুষের সীমিত সম্পদকে বহুমুখী বিয়োগের মাধ্যমে সমাজের সকল মানুষের মধ্যে বণ্টন করা হয়। এর ফলে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করণের মাধ্যমে মন্দা মোকাবেলা সম্ভব হয়। এ জন্য মূলত তিনটি প্রধান উদ্দেশ্যে^{১৬০৭} ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা কাজ করে থাকে :

প্রথমত: যে সমস্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা ইউনিট বা প্রতিষ্ঠান বা সেক্টর বা অঞ্চল বা দেশে উদ্বৃত্ত (Surplus) অর্থনৈতিক সম্পদ বা অর্থবিল্ড রয়েছে, সে সমস্ত উদ্বৃত্ত অর্থনৈতিক সম্পদ বা অর্থবিল্ড ঐ সমস্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা ইউনিট বা প্রতিষ্ঠান বা সেক্টর বা অঞ্চল বা দেশে অবশ্যই বিনিয়োগের মাধ্যমে হস্তান্তর (Transfer or Mobilization) করতে হবে যাদের কাছে সম্পদের বা অর্থবিল্ডের অপ্রতুলতা (Deficit) রয়েছে; ঐ উদ্বৃত্ত অর্থনৈতিক সম্পদ বা অর্থবিল্ড কোনভাবেই অলস (Idle) রাখা যাবে না।

দ্বিতীয়ত: উদ্বৃত্ত অর্থনৈতিক সম্পদ বা অর্থবিল্ড অবশ্যই লাভজনক বিনিয়োগ (Worthwhile Investment) খাতে ব্যবহার করতে হবে; লাভজনক বিনিয়োগ বলতে বিনিয়োগের ফেরত (Rate of Return) যা অবশ্যই সুদ না হয়ে লাভ-ক্ষতি হবে, ঝুঁকি (Risk) এবং মেয়াদকাল (Period) এর দিক দিয়ে লাভজনক হবে।

তৃতীয়ত: উদ্বৃত্ত সম্পদ বা অর্থবিল্ডের মালিক যদি নিজে বা অপ্রতুল সম্পদের মালিকের মাধ্যমে বিনিয়োগ করতে না চায় বরং নিজের নিকট বা নিজের নামে ব্যাংক প্রতিষ্ঠানে জমা রাখতে চায় তা হলে এ উদ্বৃত্ত ও জমাকৃত সম্পদ বা অর্থবিল্ডের ওপর অবশ্যই যাকাত দিতে হবে, যা ইসলামী অর্থব্যবস্থার একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান এবং যা শরী'আহর বিধান অনুযায়ী দারিদ্র্য বিমোচনসহ সমাজের অর্থনৈতিক সঠিক উন্নয়নের একটি বড় খুঁটি (Pillar)।

আল্লাহর খলীফা হিসেবে তাঁর দেয়া সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার না করার কোন অধিকার মানুষের নেই। তাই ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম লক্ষ্য হলো আলাহ প্রদত্ত সম্পদের সর্বোত্তম, দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার।^{১৬০৮} ইসলামী অর্থনীতিতে অর্থ জীবনের জন্য অপরিহার্য হলেও তা জীবনের উদ্দেশ্য নয়। তাই এখানে সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইসলামের দিকনির্দেশনা হলো মানুষ সব সম্পদকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজের এবং অন্যের কল্যাণে নিয়োজিত করবে।^{১৬০৯} সম্পদ অলসভাবে ফেলে রাখা ইসলামের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য। সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ সাধন করা ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।^{১৬১০}

৩. CSR বা 'ব্যবসার সামাজিক দায়িত্ব' পালনে অগ্রপথিক

প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সামাজিক ব্যয় বিশ্লেষণের বিষয়টি একটি অতিসাম্প্রতিক অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর শেষ দিককার ধারণা। যা আল-গাজালী 'ফি বায়ান আল-আদল ওয়া ইজতিনাম আল জুল ফিল মু'আমালাহ' শিরোনামে এ ধারণা বিশ্লেষণ করে গেছেন। তিনি অন্যের জন্যে ক্ষতিকারক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে জুলুম বা অত্যাচার বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন। অত্যাচারমূলক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকার জন্যে আদল বা ইনসাফ একটি অর্থনৈতিক সংস্থা দাবি করে। অত্যাচারমূলক কর্মকাণ্ড হলো ঐসব কর্মকাণ্ড যা সাধারণভাবে সর্বসাধারণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং দ্বিতীয় পক্ষের জন্যে ক্ষতিকর কার্যকলাপ। আবার যেসব কর্মকাণ্ড সাধারণভাবে সামাজিক ক্ষতিসাধন করে তা হলো মজুদকরণ (বিশেষত, খাদ্য-শস্য), যার অর্থ বাজারে কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি করে মূল্যবৃদ্ধি। আল-গাজালীর মতে, এ ধরনের আচরণ একটি 'জুলুমে 'আম' বা সাধারণ অত্যাচার, শরী'আহর যার নিন্দা করা হয়েছে।^{১৬১১} মানব সভ্যতার কল্যাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ করে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় 'কর্পোরেট সোস্যাল রেসপন্সিবিলিটি' বা 'ব্যবসার সামাজিক দায়িত্ব' পালনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। ইসলামী ব্যাংকিং সমাজে পারস্পরিক দায়বোধ ও দরদি মনোভাব জাগ্রত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি চমৎকার মাধ্যম। সার্বজনীন কল্যাণে নিবেদিত এই ব্যাংকগুলো স্বাভাবিক লেনদেনের বাইরে জনগণের কল্যাণে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, শহরের সৌন্দর্যবৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রমে অবদান রাখছে।^{১৬১২} ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় প্রকল্প বা কারবারের উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে অর্থায়ন করা হয়

^{১৬০৭} প্রফেসর ড. মোহাম্মদ লোকমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

^{১৬০৮} মোহাম্মদ সদরুল আমীন রাশেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

^{১৬০৯} আবু হেনা মোস্তফা কামাল, মানবকল্যাণে ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামহাউজ.কম, প্রবেশ: ২০ জানুয়ারি ২০০৯।

^{১৬১০} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, মাকাসিদে শরী'আহর আলোকে ব্যাংকিং ও আমাদের করণীয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

^{১৬১১} আবু হামিদ আল-গাজালী, ইহইয়ায়ে উলুম আদ-দীন, প্রাগুক্ত, কিতাব আদ আল-কাসব ওয়া আল-মা'আশ, খ. ২, পৃ. ৭৮১।

^{১৬১২} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং : সক্ষমতা ও সম্ভাবনার নিরিখে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

বলে এ ব্যবস্থায় ছোট-বড় কারবারের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ ঘটে এবং মন্দা প্রতিরোধ হয়। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগের মাধ্যমে বিনিয়োগ ও ব্যবসায়ের গতি সঞ্চার হয় ও শিল্পায়ন ত্বরান্বিত হয়। বিপণন প্রক্রিয়া গতিশীলতা লাভ করে ও অর্থের ঘূর্ণায়মানতা বাড়ে। অর্থের ব্যবহার ও উপকারিতা বাড়ে ও মজুদদারিতা হ্রাস পায়। কারবার ও ব্যবসায় বাণিজ্যে অসততা কমে। পুঁজিবাদ দুর্বল হয়ে পড়ে ও উন্নয়নের অবকাঠামো সৃষ্টি হয়। ক্ষুদ্র বিনিয়োগ টাকাকে কমিয়ে রাখতে দেয় না বরং বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে আঞ্চলিক উন্নয়ন ঘটায়। সার্বিক উৎপাদন মিশ্রণ পরিবর্তিত হয় বিধায় ধনী দরিদ্রের মধ্যকার পার্থক্য হ্রাস পায়। ধনীদেব নিকট থেকে আয় ও সম্পদ দরিদ্রের নিকট হস্তান্তরিত হয়। সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণ প্রক্রিয়া রোধ হয়, সম্পদ পুনর্বন্টিত হয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতায় দরিদ্রের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়; যার ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এবং মানুষের আয় বৃদ্ধি পায়।^{১৬১০} ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগের বহুমুখী ব্যবহারের ফলে মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং সামাজিক বৈষম্য অনেকাংশে হ্রাস পায়। তাই অর্থনৈতিক মন্দা প্রতিরোধ ও মানবকল্যাণ সাধনে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার নীতিমালাসমূহ যুগান্তকারী।

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্যই নহে বরং সারা দুনিয়ার মানুষের জন্যই তা প্রযোজ্য এবং সমগ্র দুনিয়ার ইসলামী ব্যাংকসমূহে মুসলিম গ্রাহকের পাশাপাশি অগণিত অমুসলিম অর্থ জমাদানকারী বা আমানতদারী ও অর্থ বিনিয়োগকারী হিসেবে ভূমিকা রাখছেন। তারা আমানতকারী বা বিনিয়োগকারী হয়ে প্রচলিত ব্যাংকসমূহের তুলনায় অনেক বেশি অর্থনৈতিক ফায়দা ভোগ করছেন এবং এটাই বাস্তবসম্মত। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা সার্বজনীন এবং একমাত্র এর মাধ্যমেই মানবগোষ্ঠীর জন্য সমাজে উৎপাদিত অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আর ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার মূল ভিত্তি হচ্ছে সুদবিহীন বা সুদমুক্ত ব্যবস্থা। কেননা অপরদিকে প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার মূল ভিত্তি হচ্ছে সুদব্যবস্থা, যার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক অবিচার ও বৈষম্য এবং মানবমণ্ডলীকে অর্থনৈতিক শোষণের ও সুযোগ সৃষ্টি হয়। মাকাসিদে শরী‘আহর নীতি অনুযায়ী মানুষকে দরদি ও পরস্পর কল্যাণকামী হতে হবে। দরদি মানুষ গঠন এবং দরদি মানুষদের সমন্বয়ে দরদি প্রতিষ্ঠান ও দরদি সমাজ প্রতিষ্ঠা শরী‘আহর লক্ষ্য। পারস্পরিক দায়বোধ ও দরদি মনোভাব বিকশিত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকগুলো সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করছে। সেই বিবেচনায় ইসলামী ব্যাংকের সব কার্যক্রমই সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতাভুক্ত। ইসলামী ব্যাংকের জমা ও বিনিয়োগের সব সেবা সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারের সাথে যুক্ত। তদুপরি স্বাভাবিক ব্যাংকিং সেবা কার্যক্রমের বাইরে থেকে যাওয়া বিপুল অভাবী ও বঞ্চিত মানুষের জীবনমানের উন্নয়নে কাজ করা ইসলামী ব্যাংকের নৈতিক বাধ্যবাধকতা। মাকাসিদে শরী‘আহর পাঁচটি মৌলিক চাহিদাপূরণে বঞ্চিত ও অভাবী এবং কষ্টে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানো ইসলামী ব্যাংকগুলোর অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব।^{১৬১১} দুসুকি ‘সিএসআর নিয়ে ইসলামের কথা’ শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি সিএসআর-তত্ত্বকে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলাদা করে আরো কল্যাণকর রূপে তুলে ধরেছেন। এতে কেবল ইহজগতের সাফল্য ও সুখ, যেমন সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন ও ব্যবসাকে টেকসই করার কথাই বলা হয়নি, সেখানে পরজগতের মুক্তি ও সুখের কথাও বলা হয়েছে। অধিকন্তু, দুসুকি আরো বলেছেন, ইসলামী ব্যাংকগুলোর লক্ষ্য কেবল মুনাফা সর্বোচ্চকরণ নয়, বরং সামাজিক উদ্দেশ্যগুলো হাসিলের লক্ষ্যও এখানে ব্যাপকভাবে পরিচালিত হয়। দুসুকি এখানে তাকওয়ার দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করেছেন। যা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সিএসআর বাস্তবায়নের মূল উপাদান হিসেবে কাজ করে। তিনি চারটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান চিহ্নিত করে এই তত্ত্বটিকে আরো শক্তিশালী করেছেন। উপাদানগুলো হলো মানুষের মর্যাদা, স্বাধীন ইচ্ছা, সমতা ও অধিকার এবং আস্থা ও দায়িত্ব।^{১৬১২}

৪. অর্থের কাজ ও বিনিময় তত্ত্বের যথার্থতা

আল-গাজালীর মতে, স্বয়ং অর্থের কোন গুরুত্ব বা মূল্য নেই। মানুষ এর প্রয়োজন বোধ করে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে। অর্থের আরেকটি যৌক্তিকতা হচ্ছে যে, তা মানুষকে সকল পণ্য ও সেবার কাছে পৌঁছানো সম্ভব করে দেয়। অতএব, বিনিময়ের একটি মাধ্যম প্রয়োজন, আর সেটি হচ্ছে অর্থ। এখানে আল-গাজালী অর্থনীতিতে পণ্য বিনিময় দ্বারা বাণিজ্যের দ্বৈত ও যুগপৎ সংঘটন সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন, যা অর্থ বা মুদ্রাকরণের মাধ্যমে সমাধান করা যায়। অতএব, অর্থ বা মুদ্রার কাজ হচ্ছে ইনসাফভিত্তিক বিনিময় সুবিধার্থে বিনিময়ের মূল্য ও মাধ্যম হিসেবে সেবা দান করা। অর্থের ব্যবহার কেবল অর্থের কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। মূল্যের একটি একক বা ইউনিট হিসেবে অর্থ ব্যবহৃত হবে। অর্থ, অর্থের জন্য মজুদ করা উচিত নয়। অর্থ বাজারে ঘূর্ণায়মান থাকতে হবে এবং অন্য কোনভাবে তা ব্যবহার করা বা অকেজো ফেলে রাখা যাবে না। অর্থ কেবল অর্থের জন্য প্রত্যাশিত হতে পারে না। বরং, তা প্রত্যাশিত হবে কোন না কোন পণ্যের জন্য। মুনাফা অর্জনের জন্যে অর্থের বাণিজ্য, অর্থকে কেবল একটি পণ্যে পরিণত করে। যা জুলুম বা অত্যাচারের শামিল। যার অর্থ দাঁড়ায় কোন কিছুকে ভ্রান্ত বা অসুবিধাজনক স্থানে রাখা। এ হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার রহমতের প্রতি এক ধরনের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ, যা অর্থের আকারে এসেছে বিনিময় ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যার সমাধান হিসেবে। অর্থ

^{১৬১০} মোহাম্মদ সদরুল আমীন রাশেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

^{১৬১১} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, মাকাসিদে শরী‘আহর আলোকে ব্যাংকিং ও আমাদের করণীয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

^{১৬১২} উদ্ধৃত: মো. আব্দুস সালাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

সম্পর্কে আল-গাজালীর বিশ্লেষণে অর্থের প্রকৃতি, কাজ ও ভূমিকা সম্পর্কে তার অন্তর্দৃষ্টির প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি পণ্য বিনিময়মূলক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি ধাতব মুদ্রাকরণের গুরুত্ব আলোচনা করেছেন এবং অর্থের দু'টি কাজ বিশ্লেষণ করেছেন মূল্যের একক বা ইউনিট এবং বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে। এছাড়া তিনি, মূল্যায়ন ও বিনিময় এবং ইনসাফ বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অর্থ কিভাবে অবদান রাখতে পারে তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন। অর্থের কাজ সম্পর্কে তার উপলব্ধি অত্যন্ত পরিষ্কার। তা হচ্ছে, অর্থ একটি মূল্যভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে। মজুদকরণের উদ্দেশ্যে অর্থ গুদামজাত করা অর্থের একটি অবাঞ্ছিত ব্যবহার।^{১৬১৬}

৫. সব শ্রেণি-পেশার মানুষের জন্য 'ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন' বা 'আর্থিক অন্তর্ভুক্তি'

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ইসলামী ব্যাংকগুলোর অন্তর্নিহিত ধারণা বা মূলশক্তি। ইসলামী ব্যাংকিং নিছক 'সুদযুক্ত' থেকে 'সুদমুক্ত' হবার খণ্ডিত ও সীমিত ধারণা নয়। বরং সমাজের বঞ্চিত, অবহেলিত এবং নানা কারণে যাদের সোজা মাথাগুলো নুয়ে পড়েছে তাদেরকে সোজা ও সটানভাবে দাঁড় করানোর একটি মৌল দর্শনভিত্তিক প্রত্যয় অনুসরণকারী ব্যবস্থা। এ কারণে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বঞ্চিত ও দারিদ্রের ক্ষমতায়ন ইসলামী ব্যাংকিং-এর গুরুত্বপূর্ণ কর্মকৌশল। এ লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকগুলো বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন ব্যাংকিং হিসাব চালু করেছে। এর মাধ্যমে ব্যাংক ব্যবস্থার বাইরে থাকা বিপুল জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং-এর আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করা হচ্ছে। গার্মেন্টস শ্রমিক, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, কর্মজীবী শিশু ও পথশিশুদের ন্যূনতম প্রাথমিক জমায় হিসাব খোলার মাধ্যমেও ইসলামী ব্যাংকগুলো আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচিকে বেগবান করেছে। ইসলামী ব্যাংকগুলো আমানত সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করে। ওয়াকফ ও মোহর হিসাবের মতো বিশেষ কল্যাণমুখী হিসাবগুলো আর্থিক অন্তর্ভুক্তীকরণ এবং ব্যাংকবহির্ভূত হতদরিদ্রদের মাঝে যোগবন্ধন সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।^{১৬১৭} ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন বা আর্থিক সমেতকরণ হলো, সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও স্বল্প আয়ের মানুষের কাছে সহনীয় মূল্যে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছানো। আর্থিক সমেতকরণ-এর এই মৌলিক ধারণার মধ্যে রয়েছে যেকোন ব্যাংকে সঞ্চয়ী ও চলতি হিসাব খোলা। বাস্তবক্ষেত্রে এতে ঋণ, বীমা সেবাসহ আরো অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর্থিক সমেতকরণ-এ মূলত যেসব দরিদ্র মানুষ স্বীকৃত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে আর্থিক সেবা পায় না তাদের সহায়তা দান ও তাদেরকে স্থানীয় মহাজনদের কবল থেকে মুক্ত করার ওপর জোর দেয়া হয়।^{১৬১৮}

৭.২ মন্দা মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রায়োগিক দিক

৭.২.১ আর্থিক সঙ্কট মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গি

সাম্প্রতিক বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কট আন্তর্জাতিক আর্থিক দৃশ্যপটে একটি অর্থবহ পবিরতন ঘটিয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতিকে যাতে আরেকটি সঙ্কট আঘাত হানতে না পারে সেজন্য আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ নিয়মাত্মক (normative) সংস্কারের কাজ চলছে। তাই ব্যবসায় নৈতিকতা সৃষ্টি ও বিনিয়োগক্ষেত্র বেছে নিয়ে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা পশ্চিমা বিশ্বে অর্থায়নের নতুন ভিত্তিগুলোতে পুনঃতহবিল সরবরাহে অবদান রাখছে। বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসার পথ দেখাচ্ছে এই নৈতিক আচরণ-ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি। ফলে আমানতকারী ও বিনিয়োগকারীদের আস্থা আবার ফিরে আসছে। প্রকৃত অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থাই এখন শেষ কথা।^{১৬১৯} বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থায় একটি অংশীদারিত্বমূলক নৈতিক মাপকাঠি ও নীতিমালা যুক্ত করা প্রয়োজন। এর লক্ষ্য হবে, অর্থনীতির বিচক্ষণ ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে একটি সাধারণ সুফল অর্জন। মানুষের মূল্যবোধ ও দায়িত্বেও মাধ্যমে বাজার পরিচালিত হবে। এ ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনীতির মূলভিত্তি ও নৈতিক বিধি-বিধানগুলো বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। এগুলো ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে নতুন আস্থা সৃষ্টি করছে। নৈতিক বিধি-বিধান সংযোজনের ফলে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা নব উদ্দীপনায় এগিয়ে যেতে পারে ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারে। অর্থনীতির চালকদের মধ্যে আস্থা ফিরে না এলে, সাম্প্রতিক আর্থিক সংকটের শেষ দিকে পরিচালিত সরকারের উদ্ধার কার্যক্রম বৈশ্বিক অর্থনীতিকে পূর্বাভাসীয় ফিরিয়ে আনার জন্য যথেষ্ট নয়। সাম্প্রতিক আর্থিক সঙ্কট ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিকে দূষিত ও আংশিকভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে। যার মধ্যে কার্যত রয়েছে বিশ্ব অর্থনীতি। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নৈতিক উদ্দীপনা সহযোগে পুনঃঅর্থায়ন করা উচিত। এতে সেসব ধর্মীয় উদ্দীপনা যুক্ত করতে হবে যেগুলো মানুষকে দায়িত্বপূর্ণ কর্ম ও নৈতিক আচরণে উদ্বুদ্ধ করে।^{১৬২০}

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা বিশ্ব অর্থনীতির নৈতিক ভিত্তি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তা অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষ করে পর্যটন, কৃষি, টেলিযোগাযোগ ও অবকাঠামো

^{১৬১৬} উদ্ধৃত: ড. আবুল হাসান এম. সাদেক, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৯৭-৯৮।

^{১৬১৭} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং : সক্ষমতা ও সম্ভাবনার নিরিখে, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৬৫।

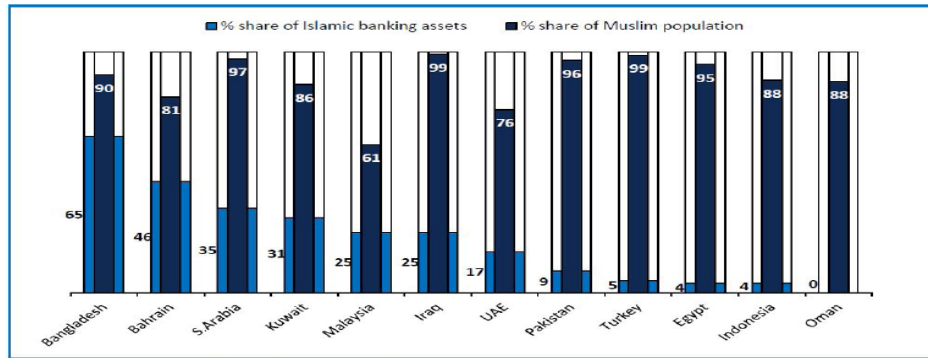
^{১৬১৮} মো. আব্দুস সালাম, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৮৭।

^{১৬১৯} প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৯৯-১০০।

^{১৬২০} প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১০০।

উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে ইসলামী ব্যাংকিং শিল্প। প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থার অনেকগুলো দুর্বলতার একটি হলো বর্তমান বাজার-শৃঙ্খলা (market discipline)-র ক্ষেত্রে অনুপযুক্ততা। এ বাজার ব্যবস্থার একটিই লক্ষ্য-সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন। ঝুঁকি বণ্টন ও চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলোর যথোচিত ব্যবহার সম্পর্কিত নিখুঁত নীতিমালার অভাবে এ অবস্থা তৈরি হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিং অন্যান্য জালিয়াতি প্রতিরোধে সক্ষম, শক্তিশালী ও সহজ বিধি-বিধানের অধিকারী। তা বিশ্ব অর্থনীতির স্বার্থে আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থার জন্য একটি উপযুক্ত কার্যক্রম নিশ্চিত করায় অবদান রাখছে। বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতি এখনো সঙ্কটাপন্ন। এর মধ্যেও ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থা তথা ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার শক্তিমত্তা এবং লাভ ও বিনিয়োগ সুযোগের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা যায়। তাই, বর্তমান সঙ্কট ইসলামী অর্থায়নের ব্যাপারে আগ্রহ বাড়িয়েছে। এ ব্যবস্থাকে এমন এক আর্থিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দেখা হচ্ছে, যা আর্থিক স্থিতিশীলতা জোরদার ও বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে সক্ষম। আজ আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদানে পরিণত হয়েছে ইসলামী অর্থনীতি। বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা রক্ষা ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা কিভাবে প্রাসঙ্গিক ও সম্ভাবনাময় হতে পারে তা নিয়ে ক্রমেই বেশি বেশি আলোচনা হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামী অর্থায়নের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিকীকরণের ফলে অর্থনৈতিক ও আর্থিক আন্তঃসম্পর্কিত একটি নতুন মডেল জন্ম নিচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য ও বিস্তৃত পরিসরে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের ফলে শক্তিশালী অর্থনৈতিক বন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব ক্রমশঃ দৃশ্যমান হয়ে উঠছে।^{১৬২১} সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইসলামী অর্থায়নের ব্যাপক প্রবৃদ্ধির কারণ, বিশ্বব্যাপী উদীয়মান অর্থনীতি বিশেষ করে, এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর আর্থিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান। সর্বোপরি এই দু'অঞ্চলের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে শক্তিশালী বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিরাজমান। ঐতিহাসিক 'সিল্ক রুট' ধরে এই বন্ধন বিকশিত হয়েছিল। এ পথে শত শত বছর ধরে এ অঞ্চলের দেশগুলোর পণ্য ও কাঁচামাল পরিবহন করা হয়। এ পথ ধরে এশিয়ার পূর্বাঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতার জ্ঞান পশ্চিমে রফতানি হয়। আজ আবার, অর্থনৈতিক বন্ধনকে শক্তিশালী ও এশিয়ার নতুন আর্থিক কেন্দ্রগুলোর মধ্যে বৃহত্তর সমন্বয়ের মাধ্যমে সেই অর্থনৈতিক বন্ধনকে বেগবান করেছে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা। এটা এই অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সম্ভাবনাকে পুনরুজ্জীবিত এবং 'সিল্ক রোড'-এর নবযুগের সূচনা করেছে। বর্তমান বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কট নিরসনে ইতিবাচক ভূমিকার মধ্য দিয়ে এটা ফুটে উঠেছে।^{১৬২২} নিচের চিত্রে (চিত্র নং ৩৮) OIC দেশসমূহে ইসলামী অর্থায়নে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পদের অংশগ্রহণ দেখা যাচ্ছে। যে সম্পদ OIC দেশসমূহের মুসলিম জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

চিত্র ৩৮: OIC দেশসমূহে ইসলামী অর্থায়নে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পদের অংশগ্রহণ^{১৬২৩}



বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট সুযোগ কাজে লাগিয়ে ইসলামী অর্থায়ন কেবল পশ্চিমা বিশ্ব নয়, উদীয়মান অর্থনীতিগুলোর সঙ্গেও তার সম্পর্ক জোরদার করেছে। এই নীতি বিনিয়োগ-বৈচিত্র সৃষ্টির অনুকূল। এতে কেবল গুটিকতক বাজারে সীমাবদ্ধ থাকার ঝুঁকিও কমে যায়। পশ্চিমা আর্থিক ব্যবস্থার পাশাপাশি বাজার ও উদীয়মান দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক জোরদারের ব্যাপারে ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থার অঙ্গীকার কেবল বৈশ্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখার সুযোগ তৈরি করেনি, সেই সঙ্গে বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাও বাড়িয়ে দিয়েছে।^{১৬২৪} বিশ্ব এখন হারিকেনের চোখের মধ্যে বাস করছে। যদিও সেটা অনুভূত হয় না। কিন্তু মানুষের বেকার হওয়া, শেয়ারবাজারে ধস, সম্পদ খোয়ানো, বেলআউট এবং ব্যাংকগুলোর দেউলিয়া হওয়ার মতো পরিস্থিতি দেখে সবার মধ্যে একটা গোপন ভয় কাজ করছে। মনে হয় যা ঘটছে তা

১৬২১ প্রাণ্ড, পৃ. ১০০।

১৬২২ প্রাণ্ড, পৃ. ১০১।

১৬২৩ Islamic Finance in OIC Member Countries, *OIC Outlook Series*, May 2012, *Islami Banking*, (Dhaka: Islami Bank Bangladesh Limited, September 2014), Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries, P. 61.

১৬২৪ মো. আব্দুস সালাম, প্রাণ্ড, পৃ. ১০১।

বোধ হয় হিমবাহের একটি প্রান্ত দেখার মতো। সঙ্কট ছড়িয়ে পড়ায় যে ভোগান্তি হচ্ছে ভবিষ্যতে তা আরো অনেক বেশি হবে। এটা ক্রেডিট কার্ড প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, করপোরেশন, 'ডেরিভিটিভস' ডিলারদেরও পতন ডেকে এনেছে। তবে এই সঙ্কট থেকে পাওয়া শিক্ষা বিশ্ববাসীর ভবিষ্যত আর্থিক অনুশীলনের জন্য ইতিবাচক হতে পারে। কী কারণে এই সঙ্কট তৈরি হলো তা খুঁজে বের করাই সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসার প্রধান উপায়। এই সঙ্কটের কারণ নিয়ে বছরের পর বছর ধরে বিতর্ক চলছে। কিন্তু ইসলামী আর্থিকব্যবস্থার আলোকে সংক্ষেপে প্রধান কারণগুলো হলো: বিশ্ববাজার থেকে অর্থ হাতিয়ে নেয়া, ঋণ বিক্রি, 'সাব-প্রাইম' ঋণ, 'শর্ট সেলিং' এবং ঝুঁকি বণ্টনের অভাব। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় সঠিক পরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আছে। এর মাধ্যমে অর্থনীতিতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও প্রকৃত অর্থনীতির সঙ্গে ঋণ সম্প্রসারণের একটি সম্পর্ক তৈরি করা যায়। এটা আর্থিক সংকটের তীব্রতা ও পুনরাবৃত্তি কমিয়ে আনতে সক্ষম। প্রত্যক্ষ ধার-দেনার মাধ্যমে ঋণ সৃষ্টিকে সমর্থন করে না ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা অর্থায়নের জন্য বিক্রি ও ইজারা পদ্ধতি অনুসরণ করে। ঋণের জন্য বাস্তব সম্পত্তি বিক্রি বা ইজারা দেয়ার প্রয়োজন হয়, যেমন: মুদারাবা, ইজারা এবং সুকূক ইত্যাদি।^{১৬২৫} মাত্রাতিরিক্ত ও হঠকারিভাবে অর্থায়নের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে সাবপ্রাইম ঋণ সঙ্কট দেখা দেয়। এক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে সিকিউরেটাইজেশন বা উদ্ভূত-বিতরণ মডেলে (Originate-to-Distribute Model)-র অর্থ ব্যবস্থা। এখানে বন্ধকদাতা মূখ্য এবং তা থেকে সৃষ্ট ঋণ মিশিয়ে ফেলা হয়। এই মিশ্রণের ফলে সব ধরনের ঋণ একই কাতারে চলে আসে। মিশিয়ে ফেলা এই ঋণ বা কোলোটোরালাইজড ডেট অবলিগেশন (সিডিও) বিক্রির মাধ্যমে ঋণ খেলাপি হওয়ার সব ঝুঁকি চাপানো হয় সর্বশেষ ক্রেতার ঘাড়ে। এ ধরনের ঋণ কেনাটা (আন্ডাররাইটিং) আর লাভজনক থাকেনি। পরিণামে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশে অনেক ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে গেছে অথবা সরকারি সাহায্য নিয়ে টিকে আছে। কিছু ব্যাংক জাতীয়করণও করা হয়েছে।^{১৬২৬}

সাম্প্রতিক সময়ে বৈশ্বিক অর্থ-বাজারে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তাতে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি বিকল্প ও স্থিতিশীল আর্থিক ব্যবস্থা জরুরি হয়ে পড়ে। কিন্তু, ওই বিকল্প ব্যবস্থাটি কি? এর উত্তরটি হলো সুদভিত্তিক পদ্ধতি বাদ দিয়ে লাভ-ক্ষতি বণ্টনভিত্তিক (পিএলএস) ইসলামী পদ্ধতিতে অর্থায়ন। বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের পর অর্থনীতি সম্পর্কে পশ্চিমা ধ্যান-ধারণার বিকল্প হিসেবে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা অগ্রগতির এক নতুন ধাপে উন্নীত হয়েছে। রিবা (সুদ ও সুদের কারবার) এবং মাইসির (জুয়া ও ফটকাবাজি) বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের মূল কারণ- এতে কোন সন্দেহ নেই। এই রিবা ও মাইসির ইসলামে নিষিদ্ধ। ইসলামের এই মূল্যবোধ ও নৈতিকতা এবং অর্থনীতিতে অন্যদের অধিকারকে স্বীকার করে নেয়ার মানসিকতায় অবিচল থাকলে অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে রেহাই পেত এ বিশ্ব। ব্যক্তি ও পরিবারকে অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে মুক্ত রাখা ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার একটি প্রধান উদ্দেশ্য। ইসলামে সুদভিত্তিক লেনদেন নিষিদ্ধ। ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে ন্যায্য ও বৈধ মুনাফা অর্জনকে উৎসাহিত করে। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় উৎপাদনশীলতার সঙ্গে অর্থ প্রবাহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। যা ঝুঁকি কমিয়ে আনে। একই সঙ্গে অপচয় ও ফটকাবাজির আশঙ্কাকাও কমে যায়।^{১৬২৭}

ইসলামী ব্যবস্থার আরেকটি মৌলিক দিক হলো লেনদেনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি ও মুনাফা ভাগ করে নেয়ার ব্যাপারটি, যেমন: মুদারাবা চুক্তি। লাভ-ক্ষতি ভাগ করে নেয়ার এই পদ্ধতির জন্য প্রয়োজন হয় উচ্চ মাত্রার স্বচ্ছতা ও তথ্যের প্রকাশ। তথ্যের এই প্রকাশ কোম্পানিগুলোকে ঝুঁকির জন্য উপযুক্ত মূল্য পেতে সহায়তা করে। তাছাড়া এটি বাজারে শৃঙ্খলাও নিয়ে আসে। শরী'আহ আইন অনুযায়ী ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থার এই অনিবার্য বৈশিষ্ট্যগুলো একটি সহজাত সুরক্ষা হিসেবে কাজ করে। এগুলো ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্য গত ২০০০ সাল থেকে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা অভূতপূর্ব প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। ১৯৮৫ সালে এর আকার ছিল ৫ বিলিয়ন ডলারের মতো। এটা এখন সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল আর্থিক বাজার। আশা করা হচ্ছে এই বাজারে প্রবৃদ্ধির গতি আরো বাড়বে। গত তিন দশকে ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী অর্থায়নের একটি ভালো বিকল্পে পরিণত হয়েছে। একই সঙ্গে অর্জন করেছে বিশ্বাসযোগ্যতা।^{১৬২৮} ইসলামী ব্যাংকিং শরী'আহ আইন দ্বারা পরিচালিত; যা ফিক্‌হ আল-মু'আমালাত (লেনদেনের ইসলামী আইন) নামে পরিচিত। ইসলামী ব্যাংকিং-এর মৌলিক নীতিমালা হলো লাভ-ক্ষতির বণ্টন এবং রিবা বা সুদের ওপর নিষেধাজ্ঞা। প্রচলিত যে ইসলামী ধারণায় এই ব্যাংক ব্যবস্থা পরিচালিত, তা হলো: মুনাফা ভাগ, জিম্মাদারী, যৌথ উদ্যোগ, মূল্য যোগ (cost plus) এবং ইজারা।^{১৬২৯} ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থা যে নীতিমালার আওতায় পরিচালিত, তা আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা, সমাজের প্রতি 'করপোরেট' দায়বদ্ধতা এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সম্পর্কিত। ইসলামী ব্যবস্থায় লেনদেন হতে হবে অকৃত্রিম। এর পেছনে থাকতে হবে দেয়া-নেয়ার প্রকৃত অভিপ্রায় এবং ঋণ বিক্রি করা যাবে না। এই লেনদেনে যে ঝুঁকি থাকে তা অন্য কারো কাছে হস্তান্তরও করা যায় না। এসব শর্ত বেশিরভাগ অনুমান নির্ভর লেনদেনকে বাতিল করে দেয়। কারণ, ইসলামী ব্যবস্থায় অর্থায়ন বৃদ্ধির সঙ্গে প্রকৃত অর্থনীতির গতি-প্রকৃতির একটি সম্পর্ক রয়েছে।

১৬২৫ আদেল আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।

১৬২৬ প্রাগুক্ত, ৯০-৯১।

১৬২৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।

১৬২৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।

১৬২৯ আদেল আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-৯২।

এটা অতিরিক্ত অর্থায়নের লাগাম টেনে ধরে। এই ব্যবস্থা অর্থনীতির প্রকৃত খাতগুলোতে সম্পদের প্রবাহ বৃদ্ধির একটি বড় সুযোগ সৃষ্টি করবে। যা দিনের শেষে কর্মসংস্থান এবং আত্মকর্মসংস্থান ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদনে সাহায্য করে।^{১৬০০} সাধারণভাবে ‘ডেরিভিটিভস’ ও ‘শর্ট সেলিং’ গ্রহণযোগ্য নয়। চলমান সঙ্কটে এ দু’টি বাজারের জন্য বিপজ্জনক হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। পুরোপরি অনুমান নির্ভর এবং ফটকাবাজি ইসলামী অর্থনীতিতে নিষিদ্ধ। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় লেনদেন হতে হবে স্বচ্ছ। এখানে মুনাফা বিক্রি করা যাবে না। অন্য কারো সঙ্গে বদলও করা যাবে না। ইসলামী অর্থনৈতিক মডেল অবহেলিত ঋণগ্রহীতার সমস্যা কমাতে পারে। তাদের সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে সাহায্য করতে পারে। ফলে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার অর্থ সাশ্রয় হবে। অথচ, এমন বিপুল পরিমাণ অর্থ বেলআউট পরিকল্পনায় ধনী ব্যাংকারদের পেছনে ঢালা হয়েছে।^{১৬০১}

৭.২.২ ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা তত্ত্ব থেকে অনুশীলনে বেশি মনোযোগী

ইসলামী ব্যাংকগুলোর মূল লক্ষ্য-সর্বোচ্চ সামাজিক কল্যাণ সাধনের জন্য ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়ন। তাই প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থনীতিকে আত্মনির্ভরশীল টেকসই উন্নয়নের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নেয়ার পথে সব ঘাটতি ও বাধা দূর করতে কঠোর পরিশ্রম করে। ফলে আয়ের অধিকতর সুসম বণ্টনের মাধ্যমে ইতিবাচক আর্থ-সামাজিক ঐক্যতান সৃষ্টি হয়।^{১৬০২} বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল লক্ষ্য নয়। এগুলোর মূলনীতি নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে পারে ইসলামী ব্যাংকিং।^{১৬০৩} ইসলামী ব্যাংকে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে অনেকের উৎসাহের কারণ হলো, গবেষণায় দেখা গেছে এই ব্যাংকের শেয়ার থেকে লাভ প্রায়ই প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলো থেকে বেশি হয়ে থাকে। এতে আরো বলা হয়েছে, ইসলামী ব্যাংকগুলো কেবল বস্তুগত জামানতের ওপর নির্ভর করে না এবং আয়ের সুসম বণ্টনের প্রতি মনোযোগ দেয়। স্বল্প আয়ের মানুষকে আর্থিক জগতে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। যা সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধি অর্জনের পক্ষে সহায়ক হয়। প্রচলিত ধারার বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকগুলো কেবল বিনিয়োগকেন্দ্রিক না হয়ে প্রকল্পের উপযোগিতা (worthiness) ও মুনাফাশীলতার (profitability) দিকটিও বিচার করে। ফলে, আদায়-নীতি নির্ধারিত হয় মূল প্রকল্প কতটা লাভজনক ও তার উপযোগিতার ভিত্তিতে। ব্যবসার উদ্যোগ ও ঝুঁকির অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করে ইসলামী ব্যাংক। সমাজের আয়বর্ধক সদস্যদের মাঝে এ নীতি ছড়িয়ে দেয়া উন্নয়নের একটি কার্যকর হাতিয়ার হতে পারে। সাধারণভাবে এ পর্যন্ত যে ফলাফল পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পুঁজির সুসম সমাবেশের সঙ্গে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ঘনিষ্ঠ ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক একটি আর্থিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কার্যকরভাবে ভূমিকা পালন করতে পেরেছে। ফলে সঞ্চয়, উদ্ধৃত্ত পরিবার থেকে ঘাটতি পরিবারে স্থানান্তরিত হতে পেরেছে। মালয়েশিয়ায় ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রসার সেখানকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামী ব্যাংক বিপুল সঞ্চয়ের সমাবেশ ঘটিয়েছে এবং এত বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে আর্থিক সেবা পৌঁছে দিয়েছে, যারা আগে এ সেবা পেত না। জর্ডানে শিল্প, খনিজসহ বিভিন্ন খাতে অর্থায়ন ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ইসলামী ব্যাংক।^{১৬০৪}

সুদানের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে, গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে ক্ষুদ্র চাষীদের সঙ্গে অংশীদারিত্ব-ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনায় সফল হয়েছে ইসলামী ব্যাংক। সেখানে ইসলামী ব্যাংকগুলো ফসলের একটি অংশের বিনিময়ে চাষীদের প্রয়োজনীয় অর্থ ও বস্তুগত পুঁজি সরবরাহ করে। একে অন্যকথায় বলা যায়, ফসল-ভাগাভাগির চুক্তি। ইসলামী ক্ষুদ্র-বিনিয়োগ (মাইক্রো-ফাইন্যান্স) দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি সাধারণভাবে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়ক হতে পারে। সিরিয়া ও ইয়েমেনে ইসলামী ক্ষুদ্র-বিনিয়োগ কার্যক্রম নানাভাবে প্রমাণ করেছে যে এটি কেবল প্রচলিত ক্ষুদ্র-ঋণ কার্যক্রমের সঙ্গে প্রতিযোগিতাই নয়, ধর্মীয় বিধান মেনে স্বল্প-আয়ের জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবাদানে সক্ষম।^{১৬০৫} আখতার ও জাফরি বলেন, পাকিস্তানে ক্ষুদ্র-বিনিয়োগ, চরম দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশেষ করে, দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা গেছে।^{১৬০৬} বিশ্লেষণধর্মী মডেলগুলো থেকে দেখা যায়, দায় ও সম্পদের অবস্থা ও কাঠামোগত দিক দিয়ে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা বেশ স্থিতিশীল এবং লাভে অংশীদারিত্ব, সুদের পেছনে নির্দিষ্ট ব্যয় থেকে মুক্ত ও ঋণের মাধ্যমে পুনরায় পুঁজির যোগান অসম্ভব হওয়ায় এর স্থিতিশীলতা ক্রমেই জোরদার হবে।^{১৬০৭} একটি নতুন আর্থিক পরিকাঠামো খুঁজতে গিয়ে সবাই একটি বিষয়ে একমত যে, ব্যাংকব্যবস্থাকে তার মূল কাজ-প্রকৃত অর্থনীতিতে

১৬০০ প্রাণ্ড, পৃ. ৯২।

১৬০১ প্রাণ্ড, পৃ. ৯২।

১৬০২ জন স্ফাকিয়ানাকিস, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ইসলামী ব্যাংকিং, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জানুয়ারি ২০১৪), পৃ. ৮২।

১৬০৩ প্রাণ্ড, পৃ. ৮২।

১৬০৪ প্রাণ্ড, পৃ. ৮৩।

১৬০৫ প্রাণ্ড, পৃ. ৮৩।

১৬০৬ উদ্ধৃত: প্রাণ্ড, পৃ. ৮৩।

১৬০৭ প্রাণ্ড, পৃ. ৮৩।

মূল্য সংযোগ ঘটায় এমন আর্থিক সেবা যোগানের ধারায় ফিরতে হবে। এটাই ইসলামী অর্থনীতির নির্যাস। এগুলো শরী'আহ-নীতির মৌলিক উপাদান, যা ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ভিত্তি রচনা করেছে। এই সহজাত উপাদানগুলোর কারণেই ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি অধিক ঘাতসহনীয় (resilience) ও স্থিতিশীল। ইসলামী মূল্যবোধ এই ভিত্তিকে আরো মজবুত করেছে। নৈতিক-অর্থায়ন ও সামাজিক দায়বদ্ধ বিনিয়োগের সঙ্গে এর মিল রয়েছে। শরী'আহ নীতিতে উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ, সহজাত পরিমিতি ও ভারসাম্য এবং উচ্চপর্যায়ের স্বচ্ছতা ও উন্মুক্ততাই এর মূল শক্তি।^{১৬৩৮}

সাম্প্রতিক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময় ইসলামী ব্যাংকগুলো তুলনামূলক শক্তিশালী অবস্থানে ছিল। স্থিতিশীল আর্থিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ইসলামী ব্যাংকগুলোর অবস্থান ছিল বলিষ্ঠ। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সঙ্কটকালে প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থার বেশ কিছু সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। দেখা গেছে, এসব সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার চ্যালেঞ্জের সমাধান দিতে পারে ইসলামী ব্যাংকিং। ফলে বৈশ্বিক অর্থ ব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা ও প্রাসঙ্গিকতা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিশ্ব অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালী বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে অবদান রাখার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে ইসলামী ব্যাংকের।^{১৬৩৯} দ্রিদি ও হাসান ২০১০ সালে এক গবেষণায় দেখান যে, কাণ্ডজে সম্পদ (toxic-assets) নিয়ে ব্যবসায় না করায় ২০০৮ সালে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে মুক্ত থাকার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলো ভালো সাফল্য দেখিয়েছে। আর্থিক উপজাত বা প্রচলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো শেয়ার ব্যবসায় সরাসরি জড়িয়ে পড়ার অনুমতি নেই ইসলামী ব্যাংকগুলোর। সঙ্কটে প্রচলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া প্রচলিত ব্যাংকের বিপরীতে ইসলামী ব্যাংক 'হোল-সেল' অর্থায়নের চেয়ে নিজের আমানত থেকে অর্থায়ন করে। ফলে, বাজারের অনিশ্চয়তা থেকে এ প্রতিষ্ঠান তুলনামূলক অধিক মুক্ত। এতে স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে আরেকটি স্তর যোগ হয়। বৈশ্বিক আর্থিক সেবার ক্ষেত্রে দ্রুত বর্ধনশীল খাত হিসেবে ইসলামী ব্যাংকগুলো বিভিন্ন বাজারে ক্রমেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং পদ্ধতিগতভাবে অনেক বাজারে এটি এমন গুরুত্বপূর্ণ ও বিশালাকার হয়ে উঠছে যে কারো পক্ষে একে উপেক্ষা করার উপায় নেই। প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা মূলত ঋণ-ভিত্তিক এবং ঝুঁকি হস্তান্তরের অনুমতি রয়েছে এখানে। অন্যদিকে, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পদভিত্তিক এবং ঝুঁকির অংশীদারিত্বকেন্দ্রিক।^{১৬৪০}

এসব বৈশিষ্ট্য ইসলামী ব্যাংককে বাড়তি সুরক্ষা দেয়ার পাশাপাশি এর কার্যক্রমকে প্রকৃত-অর্থনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করে। অপরিমিতি ও হঠাৎক্ষীতি (বাবল) কমিয়ে আনতেও ভূমিকা রাখে এগুলো। উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হলো উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন। ইসলামী দেশগুলোর উন্নয়নে সহায়তায় জন্য ইসলামী ব্যাংকিং যেসব কার্যকারণকে জোরদার করে তা হলো, ইসলামী ব্যাংকগুলো লাভ-লোকসানভিত্তিক পদ্ধতির ওপর অধিক গুরুত্বের দিতে গিয়ে বড় আকারের বিনিয়োগ কর্মসূচি পরিচালনা করতে আগ্রহী হয় না। দীর্ঘ-মেয়াদী বিনিয়োগ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা শ্রেণি তৈরি ও গ্রামীণ ব্যবসা উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে ইসলামী ব্যাংক। এসব কার্যকারণ, উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অর্থায়নের বিকল্প উৎস থেকে লাভবান ও আর্থিক খাতগুলোকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। আর্থিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর জন্য মুসলিম জনগণের পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে এ ধরনের উন্নয়ন-সুযোগ অপরিহার্য। ইসলামী আর্থিক সূত্রগুলো, প্রকৃত অর্থনীতির সঙ্গে সরাসরি সংযোগ, বস্ত্রগত লেনদেন, ক্ষতিকর পণ্য ও কর্মকাণ্ড এড়িয়ে চলা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায্যবিচার জোরদারের মাধ্যমে অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটাতে চায়। সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ ও ভঙ্গুরতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। শিল্পোন্নত দেশগুলোও এর বাইরে নয়। এর মাধ্যমে আর্থিক মধ্যস্থতা, আর্থিক উদ্ভাবন এবং নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারির অবকাঠামোর মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলো সামনে চলে এসেছে, যেগুলোর সংস্কার প্রয়োজন। সঙ্কটে ইসলামী ব্যাংকগুলো কম ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ইসলামী ব্যাংকিং খাতের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির জন্য সঙ্কটের অন্তর্নিহিত কারণগুলো গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বহন করেছে। বিশ্ব পরিমণ্ডলে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এটা আরো গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী অর্থায়ন, বৃহত্তর ইসলামী আর্থিক পরিমণ্ডলে একটি সামগ্রিক ব্যবস্থার উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেয়। অর্থনৈতিক মন্দার সময় সমাজের দরিদ্র মানুষের কষ্ট ও অসহায়ত্ব বহুগুণ বেড়ে যায়। ইসলামী ব্যাংক অনেকের আর্থিক উন্নয়ন ও পরিবর্তন ঘটিয়েছে। অনেক সমাজে গঠনমূলক, আশাব্যাঞ্জক উপকারিতা বয়ে এনেছে। বহু সমাজে ইতিবাচক অর্থনৈতিক সুফল বয়ে এনেছে ইসলামী ব্যাংক। একটি অমিত সম্ভাবনাময় পথ পড়ে আছে এর সামনে।^{১৬৪১}

অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করার সহজাত গুণ রয়েছে ইসলামী ব্যাংকের। এর প্রকাশ ঘটে সম্পদ ও দায়ের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক-এর চুক্তিগত বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে। পদ্ধতি হিসেবে ইসলামী ব্যাংক অপরিহার্যভাবে একটি লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্বের (পিএলএস) আর্থিক সমাধান। এই প্রতিষ্ঠান আমানতকারীদের একটি অন্তর্বর্তীকালীণ লাভের কথা জানায়। পরে তা প্রকৃত লাভ বা লোকসানের ভিত্তিতে যোগবিয়োগ করা হয়। তাই, ইসলামী ব্যাংকের আমানতকারীদের নির্দিষ্ট হারে

১৬৩৮ প্রাণ্ড, পৃ. ৮৩।
 ১৬৩৯ প্রাণ্ড, পৃ. ৮৪।
 ১৬৪০ প্রাণ্ড, পৃ. ৮৪।
 ১৬৪১ প্রাণ্ড, পৃ. ৮৪।

লাভ দেয়ার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। একইভাবে পিএলএস আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামী ব্যাংক, ঋণ-গ্রহীতা যে লাভ করে তার একটি আনুপাতিক অংশ পায়, সুদের মতো নির্ধারিত হারে কোন লাভ পায় না। এর মানে হলো, ইসলামী ব্যাংকের অর্থায়ন করা প্রকল্প যদি ভালো লাভ করে, তাহলে এর লাভ ভালো হবে। প্রকল্পের লাভ কম হলে, সে অনুযায়ী ব্যাংকের লাভও কম হবে। এর প্রয়োগ হলো, মন্দার সময় ইসলামী ব্যাংক তার বিনিয়োগ থেকে কম এমনকি, নেতিবাচক লাভ গ্রহণে প্রস্তুত থাকে। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার এই অনন্য বৈশিষ্ট্য সাইক্রিক্যাল ফাংশন বা বিজনেস সাইকেল বা অর্থনীতির অন্যকোন আঘাত সামলানোর ক্ষেত্রে একটি সহজাত স্ট্যাবিলাইজার হিসেবে কাজ করে।^{১৬৪২} সম্প্রতি আইএমএফ-এর একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, মাথাপিছু আয়ে নজিরবিহীন বৃদ্ধি ঘটানোর পরও আয় বৈষম্য বাড়ছে। আঞ্চলিক, বিভিন্ন ব্যক্তি, গ্রাম-শহর ও নারী-পুরুষের মধ্যে আয়-বৈষম্য বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে এসব অসমতা কিভাবে দূর করা যাবে, পুরোপুরি বিলুপ্ত করা না গেলেও কিভাবে কমিয়ে আনা যাবে? যদি ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার অনুশাসন ও অনুশীলনগুলো অনুসরণ করা হয়, তাহলে সমেত প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে তা অর্জন সম্ভব।^{১৬৪৩}

৭.২.৩ স্থায়ী ও টেকসই উন্নয়নের রূপকার

ইকবাল বলেন, টেকসই উন্নয়ন দর্শনের ক্রমবর্ধমান উপাদানগুলো নিউ-ক্লাসিক্যাল অর্থনীতি থেকে দূরে যাচ্ছে এবং ক্রমেই তা ইসলামী অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলের দিকে ধাবিত হচ্ছে। সেখানে ন্যায়বিচার, সমতা ও পুনর্বিন্যাসের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে।^{১৬৪৪} ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নয়ন ধারণার একটি নতুন সংজ্ঞার প্রস্তাব করেন ইউসরি। তার মতে, উন্নয়ন হলো আর্থ-সামাজিক পরিবেশে এক ধরনের কাঠামোগত পরিবর্তন, যা একই সঙ্গে ইসলামী আইন ও নৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা চালিত এবং যা মানুষের উৎপাদনশীল সামর্থ্যকে সর্বোচ্চতার দিকে নিয়ে যায় এবং বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্যেও মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে লভ্য সম্পদকে সম্ভাব্য সবচেয়ে ভালোভাবে কাজে লাগায়। তিনি সুস্পষ্টভাবে দেখান যে তার প্রস্তাবিত সংজ্ঞায়, ইসলামী পরিমণ্ডলে উন্নয়নের প্রচলিত সংজ্ঞা ভিন্ন অর্থ বহন করে। উন্নয়নের প্রচলিত সংজ্ঞায় কেবল বস্তুগত সফল যেমন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত ইস্যুগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়েছে।^{১৬৪৫} অন্যদিকে, ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলো আরো ব্যাপক। হাসান ও কাহফ বলেন, এখানে কেবল বস্তুগত ও সামাজিক অবস্থানকে বিবেচনায় নেয়া হয়নি, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপটগুলোও বিবেচনায় নেয়া হয়। হাসান স্পষ্ট করেন যে, কমিশন বর্ণিত সংজ্ঞার বেশিরভাগ ইসলামী বিধি-বিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এতে কেবল মুসলমানই নয়, গোটা মানবজাতির জন্য উন্নয়নের ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে।^{১৬৪৬} এটা তাজকিয়াহর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই ধারণার উৎস আল-কুরআন। কুরআন ও হাদিসে টেকসই উন্নয়ন যেমন, দরিদ্র ও অত্যাচারীদের সাহায্য করা, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং বন সংরক্ষণ ও প্রাণী রক্ষার মতো পরিবেশগত ইস্যুগুলো জোরদার করে এমন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত উপাদানগুলোর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে প্রাকৃতিক সম্পদ অপচয় না করে তার সুলভ ব্যবহারের আহ্বান জানানো হয়েছে।^{১৬৪৭}

৭.২.৪ ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তাই মন্দা দমনের হাতিয়ার

সফল ও শ্রেষ্ঠতর ব্যাংকব্যবস্থা হিসেবে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ক্রমগত উন্নতির মূলে রয়েছে ইসলামী শরী‘আহর টেকসই, দীর্ঘস্থায়ী, উন্নত ও মানবকল্যাণধর্মী নীতি-পদ্ধতি ও কৌশল। আধুনিক বিশ্বে ব্যাংকিং জগতে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা একটি সুপরিচিত বাস্তবতা। শুধু মুসলিম নয়, অমুসলিমদের কাছেও এ ব্যাংকব্যবস্থা অধিক জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিশ্বের প্রায় ১০০টি দেশে ৫০০টি ব্যাংকের ১০,০০০ শাখায় ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ভারতও ইসলামী ব্যাংকিং চালু করার প্রয়াসে এগিয়ে যাচ্ছে।

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা আজ এতোটাই গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে যে, অনেক সনাতন ধারার ব্যাংকও ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো খুলেছে। কয়েকটি মুসলিম দেশের গোটা ব্যাংকব্যবস্থাকে ইসলামী ব্যাংকিং-এর আওতায় আনা হয়েছে। অন্যদিকে অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে সারা বিশ্বে সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর পতন অব্যাহত থাকলেও ইসলামী ব্যাংকগুলোর ওপর এর প্রভাব পড়েনি। বস্তুত আর্থিক সঙ্কট থেকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা অধিকতর কল্যাণকর প্রতীয়মান হয়। ভালো ব্যবস্থাপনা ও যুক্তিযুক্ত তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থাকে একটি শ্রেষ্ঠ নমুনা হিসেবে চিহ্নিত করে ‘ইকনোমিস্ট’ বলেছে, পাশ্চাত্য আধুনিক যুগেও ইসলামের কাছ থেকে ইকুইটি বা অংশীদারিত্বের ব্যাংকব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিতে পারে। নিচের সারণীতে (সারণী নং ৫) বৈশ্বিক অঞ্চলভিত্তিক ইসলামী অর্থায়ন সম্পদের একটি চিত্র দেয়া

১৬৪২	মো. আব্দুস সালাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।
১৬৪৩	প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।
১৬৪৪	উদ্ধৃত: প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।
১৬৪৫	প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।
১৬৪৬	প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।
১৬৪৭	প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

হয়েছে। যেখানে সকল খাতের অর্থায়নের সমন্বয় ঘটেছে। যা থেকে ইসলামী ব্যাংকিং-এর আর্থিক সম্পদের বিবরণ পাওয়া যায়।

সারণী ৫: বৈশ্বিক অঞ্চলভিত্তিক ইসলামী অর্থায়ন সম্পদের পরিমাণ (USD billion, প্রথম অর্ধবর্ষ ২০১৩)^{১৬৪৮}

Region	Banking Assets	Sukūk Outstanding	Islamic Funds Assets	Takāful Contributions
Asia	192.3	166.0	24.2	3.5
GCC	490.3	74.9	30.6	7.6
MENA (excl. GCC)	518.3	1.2	0.4	7.1
Sub-Saharan Africa	20.6	2.2	1.6	0.2
Others	62.2	1.0	12.1	0.01
Total	1283.7	245.3	68.9	18.3

ইসলামী ব্যাংক একটি মানবিক ব্যাংকব্যবস্থা। এটা শুধু ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নয়; বরং বিশ্বমানবতার অখণ্ড কল্যাণের দিক থেকেই এখন বিশ্ববাসীর সামনে স্পষ্ট। বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। এ প্রয়োজন আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রবলতর হয়ে চলছে। একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকে বিশ্ব অর্থনীতির বাঁক বদল, নজিরবিহীন মন্দাভাব, সুদী কারবারের নির্লজ্জ ব্যর্থতা, ইউরোপ-আমেরিকার ব্যাংকগুলোর দেউলিয়াত্ব সুদবিহীন ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার সফলতার কথা তুলে ধরার পথ সুগম করেছে।^{১৬৪৯} অর্থব্যবস্থার ইতিহাসে এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ। কারণ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার ব্যর্থতা এবং সমাজতন্ত্রের পতনের পর মানবজাতি একটি ন্যায়নিষ্ঠ আন্তর্জাতিক মানের অর্থনীতির জন্য অপেক্ষার প্রহর গুনছিল। আর এ অর্থব্যবস্থা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম-দর্শনে সম্ভব নয়। সঙ্গত কারণেই ইসলামী ব্যাংকের মানবিক প্রয়োজনীয়তার কথা প্রমাণিত করা সহজ থেকে সহজতর হয়েছে। সুদী ব্যাংকব্যবস্থা যে শুধু অনৈসলামিক তা নয়, বরং অনৈতিক, অমানবিক ও অস্বাভাবিক তা অর্থনৈতিক মন্দাসমূহে বারবার প্রমাণিত হয়েছে। প্রচলিত সুদী ব্যাংক বিগত এক শ' বছরে মানবজাতিকে অর্থনৈতিকভাবে ধ্বংসের অতলে ডুবিয়ে মেরেছে। আর এর জন্য শুধু ইউরোপ, আমেরিকা ও তাদের প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই হয়।^{১৬৫০} আর্থিক খাতের সাম্প্রতিক সঙ্কট বিশ্ব অর্থনীতির জন্য ছিল একটি বড় আঘাত। এ সঙ্কট মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারার ব্যাংকিংয়ের সাফল্য ছিল বিভিন্ন রকম। সঙ্কট চলাকালে অন্যান্য ধারার ব্যাংকিং-এর চেয়ে ইসলামী ব্যাংকিং অধিকতর সাফল্যের স্বাক্ষর রাখে। বৈশ্বিক ঋণ-ভেঙ্গে পড়ার (Credit crunch) পেছনে তিনটি প্রধান কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। এগুলো হলো: ১. জামানতভিত্তিক একপাক্ষিক ঝুঁকি বণ্টন, ২. নির্দিষ্ট সুদ হার ও ৩. প্রচলিত ব্যাংকের ঋণভিত্তিক মুদানীতি। এর সবগুলোই ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থায় নিষিদ্ধ। পশ্চিমা বিশ্বের প্রচলিত ব্যাংকগুলোতে আর্থিক সঙ্কটের যে সুনামি আঘাত হানে শেষ পর্যন্ত তার বিরূপ প্রভাব পড়ে প্রাচ্যের প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার ওপর। এর প্রধান কারণ ছিল বিশ্বব্যাপী প্রচলিত ব্যাংকিংব্যবস্থার প্রতি সৃষ্ট আস্থাহীনতা। এর বিপরীতে ইসলামী শরী'আহর ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠা ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা ভালো সাফল্যের কৃতিত্ব দেখিয়েছে।^{১৬৫১}

আন্তর্জাতিক অর্থায়ন ব্যবস্থায় ইসলামিক ব্যাংকিং শিল্প দ্রুততম বিকাশমান খাতগুলোর অন্যতম। ১৯৯০-এর দশকের মধ্যভাগে বৈশ্বিক ইসলামী আর্থিক সম্পদের পরিমাণ ছিল ১৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তা ২০১৩ সালের শেষে এসে দাঁড়ায় ১.৮০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০১৪ সালে ২.১ ট্রিলিয়ন ডলার। ইসলামী আর্থিক সম্পদের পরিমাণ ২০২০ সালে ৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০০৭ থেকে ২০১২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী বাতায়নগুলোতে সিএজিআর (CAGR) ২০.৪০% শতাংশে পৌঁছেছে। ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থা প্রচলিত অর্থায়ন ব্যবস্থার একটি আকর্ষণীয় বিকল্পে পরিণত হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিং-এর আওতাধীন অংশ বৈশ্বিক ইসলামী আর্থিক সম্পদের ৮০.৯৯% শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে। এরপর সুকুক ১৪.১৬%, ইসলামী তহবিল ৩.৮৩% এবং তাকাফুল ১.০২% নিয়ন্ত্রণ করছে। এ ধারাবাহিকতা ইসলামিক ব্যাংকব্যবস্থাকে সামান্য অবস্থান থেকে মূলধারায় উত্তরণ বলে অভিহিত করেছে বিশ্ব ব্যাংক।^{১৬৫২} নিচের চিত্রে (চিত্র নং ৩৯) বৈশ্বিক ইসলামী আর্থিক শিল্পে ২০০৭ থেকে ২০১৩-এর প্রথম কোয়ার্টারে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সম্পদ বৃদ্ধির প্রবণতা উর্ধ্বমুখি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

^{১৬৪৮}

ISLAMIC FINANCIAL SERVICES INDUSTRY STABILITY REPORT 2014, *Ibid*, P. 11.

^{১৬৪৯}

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং : সক্ষমতা ও সম্ভাবনার নিরিখে, *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫০।

^{১৬৫০}

মুহাম্মদ হাবিব, বিস্ময়কর এক মানবীয় ব্যাংকিং, *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ৫ এপ্রিল ২০১৩, পৃ. ৭।

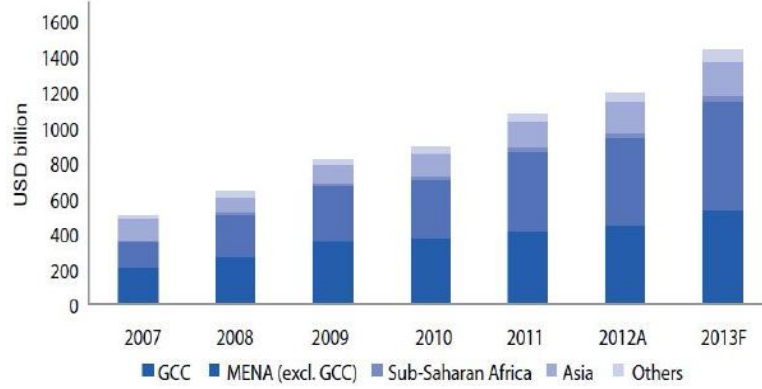
^{১৬৫১}

মোরতেজা হায়দারি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮।

^{১৬৫২}

এম. আযীযুল হক, শরী'আহ ব্যাংকিং: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

চিত্র ৩৯: বৈশ্বিক ইসলামী ব্যাংকিং সম্পদের প্রবৃদ্ধির প্রবণতা (২০০৭-প্রথম কোয়ার্টার ২০১৩)^{১৬৫৩}



ইসলামী ব্যাংকিং-এর এই প্রভূত সাফল্যের মূল রহস্য নিয়ে বিশ্বের খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকারগণ গবেষণা করেছেন। তাদের গবেষণায় ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বের নানা দিক ফুটে উঠেছে। তাদের আলোচনায় এসেছে যে, ইসলামী শরীআহুয় এমন কতগুলো মৌলিক ও চিরন্তন নিয়ম-নীতি রয়েছে যা অনুসরণ করার কারণেই মূলত ইসলামী ব্যাংকিং অগ্রগতির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুদ, ফটকাবাজি, জুয়া, প্রতারণা, অস্বচ্ছতা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করেছে। ইসলামের এই নিষিদ্ধ উপাদানগুলোই পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ব্যাপকভাবে অনুশীলিত হয়ে থাকে, যে কারণে পুঁজিবাদী অর্থনীতি অনিবার্যভাবে মন্দার দিকে এগিয়ে যায়। সাবপ্রাইম মর্টগেজ ক্রাইসিস থেকে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা সূচিত হয়েছে। কিন্তু সাব-প্রাইম মর্টগেজ ক্রাইসিস সৃষ্টির কারণ কী, তা অনুসন্ধান জরুরি। বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. কবির হাসান দেখিয়েছেন যে, সাব-প্রাইম মর্টগেজ ক্রাইসিস সৃষ্টির মূলে যেসব উপাদান সক্রিয় ছিল সেগুলো হলো: সুদ, ঋণ বিক্রয়, সিকিউরিটাইজেশন, দুর্নীতি, ফটকাবাজি, ডেরিভেটিভস, শর্ট সেলিং ইত্যাদি। সাবপ্রাইম মর্টগেজ ক্রাইসিস সৃষ্টির উক্ত উপাদানগুলো মূলত পুঁজিবাদী অর্থনীতির অত্যাৱশ্যকীয় সরঞ্জাম। একটি টেকসই ও স্থিতিশীল অর্থনীতির জন্য এ সরঞ্জামগুলো অনেকটা আত্মঘাতী শত্রুর মতো। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় ইসলামী শরী'আহর নিষিদ্ধ পূর্বোক্ত উপাদানগুলো যেমন প্রয়োগ করা হয় না, তেমনি এমন কতগুলো শরী'আহসম্মত ব্যবসায়িক উপাদান অনুশীলন করা হয় যা ব্যাংকব্যবস্থাসহ গোটা অর্থনীতিকে সমৃদ্ধি ও ভারসাম্যের দিকে নিয়ে যায়। তাই বলা যায়, ইসলামী শরী'আহর অনুশীলনই ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার সাফল্যের একটি প্রধান কারণ।

বিগত বছরগুলোতে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর ওপর অর্থনৈতিক সঙ্কটের প্রভাব কমিয়ে আনার প্রচেষ্টায় মুসলিম ও আরব বিনিয়োগকারীরা দেখতে পান ইসলামী ব্যাংকগুলোতে বিনিয়োগ অধিকতর নিরাপদ এবং তাদের বিশ্বাস ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সঙ্গেও তা অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ। আগে এসব বিনিয়োগকারী সাধারণত পশ্চিমা ব্যাংকে বিনিয়োগ করতেন। এই অঞ্চলের ইসলামী ব্যাংকগুলোতে তেলের উদ্বৃত্ত আয়ের ৬০% পর্যন্ত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। যা ইসলামী ব্যাংকগুলোর প্রবৃদ্ধি ও উৎকর্ষতা আরো বাড়িয়ে দেয়।^{১৬৫৪} মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ইসলামী ব্যাংকগুলোর ওপর ২০০৭-২০০৮ সালের সঙ্কটের প্রভাব পড়েনি এবং এগুলো তুলনামূলক ভাল সাফল্য দেখায়। এর কারণ হলো:

- ❖ ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা নির্ভর করে কতটা ভালোভাবে ঝুঁকি সামাল দিতে পারছে তার ওপর। ২০০৭-২০০৮ সালের সঙ্কট ছিল মূলত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতা। ইসলামী ব্যাংকগুলো স্পষ্টত ভালোভাবে তাদের ঝুঁকি সামাল দিতে সক্ষম হয়।
- ❖ দুই ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আর্থিক লেনদেনের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রকৃত আর্থিক চুক্তি ও প্রকল্পের গুরুত্ব দেখে ইসলামী ব্যাংক সাড়া দেয়। পণ্য ও সেবা বাজারের ওপর ভিত্তি করে এটা টিকে আছে। বিক্রি, ভাড়া ও জু'আলা ও সালাফ (সালাম) চুক্তি অনুযায়ী লেনদেন সম্পাদিত হয়। বিনিয়োগের জন্য ইসলামী ব্যাংক মুদারাবা, মুশারাকা, মুজারা, মুসাকাত ইত্যাদি প্রয়োগ করে। পক্ষান্তরে, প্রচলিত ব্যাংকগুলো পরিচালিত হয় ঋণচুক্তির মাধ্যমে। বাজারে পণ্য ও সেবার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ছাড়াই তারা ঋণ দেয়।
- ❖ ইসলামী ব্যাংকগুলোর সফলতার বিষয়টি এগুলোর আর্থিক কাঠামোর মধ্যে নিহিত। তাদের আর্থিক লেনদেনের মূল চালিকা শক্তি হলো কোন চুক্তির ক্ষেত্রে পক্ষগুলোর অধিকার ও দায়িত্ব সংরক্ষণে উচ্চপর্যায়ের স্বচ্ছতা ও তা প্রকাশ করা। ইসলামী ব্যাংক লাভ ও ঝুঁকির অংশীদারিত্বভিত্তিক লেনদেন করে। তারা মুদারাবা (কর্ম ও পুঁজির অংশীদারিত্ব)

^{১৬৫৩}

ISLAMIC FINANCIAL SERVICES INDUSTRY STABILITY REPORT 2014, *Ibid*, P. 12.

^{১৬৫৪} মোরতেজা হায়দারি, *প্রাণ্ড*, পৃ. ৩১।

এবং মুশারাকা (যৌথ উদ্যোগ)-এর মাধ্যমে ব্যবসায় অংশীদারিত্বমূলক অর্থায়ন কিংবা সক্রিয় অংশগ্রহণ উৎসাহিত করে।^{১৬৫৫}

- ❖ প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থা মূলত ঋণ ও ঝুঁকি হস্তান্তর ভিত্তিক (বরোয়িং এন্ড রিস্ক ট্রান্সফার)। অন্যদিকে, ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থা সম্পদ-ভিত্তিক চুক্তি-নির্ভর। তাছাড়া ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থায় সুদ নিষিদ্ধ। এর বদলে মুনাফা ও ঝুঁকির অংশীদারিত্বের কারণে এখানে তহবিল সরবরাহকারী ঋণদাতার পরিবর্তে বিনিয়োগকারীতে পরিণত হন। এতে আর্থিক টানা পোড়েন কমে এবং বৃদ্ধি সৃষ্টির আশঙ্কা দূর হয়।
- ❖ ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকগুলোর মুনাফাশীলতা প্রায় একই পর্যায়ে। অন্যদিকে, সঙ্কটের সময় এবং ২০০৭-২০০৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের স্থিতাবস্থা ভালোভাবে ধরে রাখতে সক্ষম হয়।
- ❖ আর্থিক সঙ্কটকালে ইসলামী ব্যাংকগুলোর সম্পদের বিপরীতে কার্যকর বিনিয়োগ হার বৃদ্ধি পায়। প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে তা হয়নি। তাদের ঝুঁকির মাত্রা ভালো অবস্থায় কিংবা একই পর্যায়ে ছিল। সঙ্কট মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকগুলো অধিকতর স্থিতিশীল ছিল।
- ❖ অর্থায়নের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার গুরুত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় এসব ব্যাংকের স্থিতিশীলতা পরিমাপ অপরিহার্যভাবে সামনে এসেছে। ২০০৭ সালে সঙ্কটের সময় ইসলামী ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে তারা বেশ নিরাপদ। প্রচলিত ব্যাংকগুলোর সতর্ক ব্যবস্থাপনা মডেল তাদেরকে সেই নিরাপত্তা দিতে পারেনি। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে ইসলামী ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
- ❖ সাম্প্রতিক আর্থিক সঙ্কটের ফলে ঋণ নীতি, ঋণ ঝুঁকিসহ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অবদান, তারল্য ঝুঁকি, বাজার ও আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী গ্রাহকের শ্রেণিবিন্যাসের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জোরালো আর্থিক যুক্তি না থাকলে ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগকারীকে ঋণ দেয়া উচিত নয়। ব্যাংক লভ্যাংশের নিঃস্বরণ ও অযৌক্তিক আর্থিক প্রকল্পে ঋণসুবিধা প্রদানে ব্যাংকগুলোকে উৎসাহিত বা বাধ্য করা হলে, শেষ পর্যন্ত জাতীয় সম্পদের ক্ষতি হবে; ব্যাংকগুলো দেউলিয়া হয়ে পড়বে। ফলে ব্যাংকের ক্ষতি পুষিয়ে দিতে সরকারী খাত থেকে আর্থিক উৎসগুলোকে সহায়তা প্রদানে সরকার বাধ্য হবে।
- ❖ বিভিন্ন জটিল উপাদান ও আন্তঃনির্ভরশীলতা আর বাহ্যিক কিছু বিষয় ব্যাংকের সাফল্যকে প্রভাবিত করতে দেখা গেলেও গভীর বিশ্লেষণে এর বাইরে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি কিছু প্রভাব আসতে দেখা যায়; গড় সূচক পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, ইসলামী ব্যাংকগুলোর কার্যকর সাফল্য তাদেরকে দেউলিয়া হওয়া থেকে রক্ষা এবং কখনো কখনো তাদের প্রবৃদ্ধি বাড়াতে সহায়তা করে।^{১৬৫৬}

৭.২.৫ আর্থিক মন্দা মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর কার্যক্রমের প্রায়োগিক কৌশলসমূহ

ইসলাম শুধু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নাম নয়, বরং এটি হলো একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন। মন্দা প্রতিরোধে ইসলামের কৌশল চিরন্তন। ব্যষ্টিক (Micro) ও সামষ্টিক (Macro) পর্যায়ে ইসলামী কৌশলসমূহের সমন্বিত প্রয়োগ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের নিশ্চয়তা দেয়। উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে ইসলামের কৌশলসমূহ এতোটাই সুদৃঢ় ও সুবিন্যস্ত যে অর্থনৈতিক মন্দার বিজাণু সেখানে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় মন্দা প্রতিকারের জন্য Preventive পন্থার ওপর গুরুত্বারোপ করে থাকে। সুদ, মুনাফাখোরী, মজুদদারী, ফটকাবাজি ইত্যাদি অর্থনৈতিক মন্দার প্রধান কারণগুলো ইসলামে নিষিদ্ধ। অর্থায়নের ক্ষেত্রে মন্দা সৃষ্টিকারী এসব উপাদানকে পরিহার করা হলে অর্থনৈতিক মন্দাও ডানা বিস্তারে সক্ষম হয় না।^{১৬৫৭} মন্দা প্রতিরোধে ইসলামের কৌশল চিরন্তন। ইসলামী অর্থনীতিতে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা হলো এমন একটি সুশৃঙ্খল অর্থব্যবস্থা, যেখানে অর্থনৈতিক মন্দা শেকড় গজাতে পারে না। একমাত্র ইসলামী কৌশলসমূহের সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমেই বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার স্থায়ী প্রতিকার সম্ভব। মন্দা মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর কার্যক্রমের প্রায়োগিক কৌশলসমূহকে নিম্নের কয়েক ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায় :

১. ইসলামী ব্যাংকিং লেনদেনের শর'ঈ নিয়ম-নীতি,
২. সঞ্চয় কার্যক্রমের প্রায়োগিক ব্যবহার-বিধিসমূহ, এবং
৩. ইসলামী ব্যাংকিং অর্থায়নের প্রায়োগিক কৌশলসমূহ।

৭.২.৫.১ ইসলামী ব্যাংকিং লেনদেনের শর'ঈ নিয়ম-নীতি

ক. ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা মাকাসিদ আশ্-শরী'আহর আলোকে প্রতিষ্ঠিত ও অনুসৃত

শরী'আহ আইনের মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত লেনদেনই ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত। শরী'আহ শুধু একটি আইন নয়-এটা এমন ধারণার প্রতিনিধিত্ব করে যাতে সব মানুষ এবং সরকার আইনের অধীন। এর ব্যাপ্তি ব্যবসায়িক চুক্তি

^{১৬৫৫} প্রাণ্ড, পৃ. ৩১।

^{১৬৫৬} প্রাণ্ড, পৃ. ৩২।

^{১৬৫৭} রহমাতুল্লাহ খন্দকার, বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় ইসলামিক ফাইন্যান্স, ইসলামিক ফাইন্যান্স, প্রাণ্ড, সংখ্যা ৬, পৃ. ১৬।

ও বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে শুরু করে শাস্তি ও এবাদত সবকিছু পর্যন্ত প্রসারিত। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য হলো সমাজের সংহতি এবং একটি ন্যায়সঙ্গত সম্পদ বন্টনব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সমাজের আর্থিক চাহিদা পূরণ; যাতে ন্যায্যতা, সুবিবেচনা, বিশ্বস্ততা এবং সততা অনুসৃত হয়।^{১৬৫৮} ইসলামী অর্থায়ন পণ্য হলো সেসব চুক্তি যেগুলো সর্বজনবিদিত এবং শরী‘আহ নীতিমালা মেনে চলে। এসব অর্থায়ন চুক্তি ইসলামী আইনের প্রধানত দু’ধরনের নীতিমালা অনুসরণ করে চলে :

১. চুক্তির সাধারণ নীতিমালা। যার মধ্যে রয়েছে জনগণের স্বাভাবিক প্রবণতা, সম্মতি এবং আইনি বৈধতা। সামান্য কিছু হেরফের থাকলেও সকল সমাজ ও আইনি ব্যবস্থায় এগুলো অভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, আর্থিক চুক্তির জন্য ইসলামী আইনে জনগণের স্বাভাবিক প্রবণতায় মানসিক সুস্থতা ছাড়াও ১৮ বছর বয়স হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিছু কিছু রাষ্ট্রে এই বয়সসীমা ২১ বছর।
২. তবে এই দ্বিতীয় ধরনের নীতিমালা গুরুত্বপূর্ণ। এতে সুনির্দিষ্টভাবে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ পেয়েছে। এতে রয়েছে : নৈতিক অঙ্গীকার ও নৈতিকভিত্তি, শরী‘আহগত বৈধতা, ভারসাম্য এবং বাস্তবতা বা ন্যায্যতা।^{১৬৫৯}

শরী‘আহর দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো অর্থায়ন চুক্তি গ্রহণযোগ্য হতে হলে তা নৈতিকভাবে সুস্থ হতে হবে। এটা সাধারণ মানবিক মানদণ্ড, শরী‘আহ কর্তৃক গৃহীত এবং প্রচারিত। এর মানে হলো মাদক, অ্যালকোহল, জুয়া, পর্নো শিল্প, পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পণ্য, এবং কোনো মানবগ্রাহ্য নৈতিক ভিত্তি নেই এমন বস্তু বা সেবা উৎপাদন বা বিতরণের কাজে ইসলামী অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান তার সম্পদ ব্যবহার করবে না। এ ক্ষেত্রে সাধারণভাবে পরিচিত নৈতিক বিনিয়োগ ধারণার সঙ্গে ইসলামী অর্থায়ন ধারণা মিলে যায়। যদিও ইসলামী অর্থায়নের ক্ষেত্রে এই চেতনা নৈতিক বিনিয়োগ ধারণার চেয়ে অনেক বেশি প্রবল।^{১৬৬০} শরী‘আহ অনুমোদিত নীতি বলতে ওইসব বিষয়কে বুঝায় যেগুলো ইসলামী আইনে বৈধ। যেমন, শূকরের মাংস এবং শূকর মাংসজাত অন্যান্য পণ্য এবং ওইসব প্রাণীর মাংস যেগুলো শরী‘আহ বিধান অনুসরণ করে জবাই করা হয়নি। এতে সুদের ওপর নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। ভারসাম্যের নীতির দাবি হলো প্রতিটি পক্ষের বাধ্যবাধকতা হবে সমতুল্য, যাতে কোন এক পক্ষের ওপর অতিরিক্ত বোঝা না চাপে। এই নীতি অতিরিক্ত মূল্য ধার্যকে প্রত্যাখ্যান করে এবং সুদ আরোপের বিরুদ্ধেও অবস্থান নেয়। সুদ হলো এক পক্ষের দায় এবং অন্য পক্ষের সম্ভাব্য সুযোগ। সুদের বাধ্যবাধকতা নিঃসন্দেহে ভারসাম্যহীন! পরিশেষে, বাস্তবতা বা আইনসম্মত হওয়ার মানে হলো প্রতিটি আর্থিক চুক্তি, লেনদেন, বিনিময় বা বস্তু এবং সম্পদ অবশ্যই বাস্তবসম্মত হতে হবে। অনুমান বা ধারণার ভিত্তিতে হলে চলবে না। এই আইনি নীতি নিছক অনুমানের ভিত্তিতে পরিচালিত যেকোনো চুক্তি বাতিল করে দেয়। যার একটি উদাহরণ হলো সুদ-অস্তিত্ব এবং হার- উভয় ক্ষেত্রেই। এর সবকিছুই ধারণাপ্রসূত। আরেকটি উদাহরণ হলো শেয়ারবাজারের সূচক, যেমন : ডিজেআইআই বা নাসদাক। সূচক নিছক কাল্পনিক হিসাব-নিকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। এগুলো কোনো বাস্তব মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে না। অন্যদিকে, কোনো সূচক তহবিলে কেউ ইউনিট কেনা বা লেনদেন করতে পারেন। কারণ, এই তহবিল কোনো কোম্পানির শেয়ারের মালিক, যা সূচকে এর প্রতিনিধিত্ব করে।^{১৬৬১}

খ. মন্দার মৌলিক অনুসঙ্গ নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ কঠোভাবে বর্জন

১. সকল কর্মকাণ্ডে সুদী লেনদেন পরিহার করে চলে

রিবা আরবি শব্দ। এর অর্থ অতিরিক্ত, প্রবৃদ্ধি অথবা বাড়তি ইত্যাদি।^{১৬৬২} অন্য কথায় এর অর্থ, গুণগত বা পরিমাণগতভাবে বৃদ্ধি পাওয়া। পবিত্র কুরআনে^{১৬৬৩} রিবাকে ‘দ্বিগুণ ও চতুর্গুণ’ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামী আইনে দুই ধরনের রিবার কথা এসেছে। প্রথমত: রিবা আল-কর্দ বা রিবা আল-নাসিয়াহ এবং দ্বিতীয়ত: রিবা আল-বুয়ু‘।^{১৬৬৪} রিবা আল-কর্দ হলো ঋণ দিয়ে সুদ নেয়া। অন্যদিকে রিবা আল-বুয়ু‘ হলো মহাজনী বা সুদী কারবার। রিবা আল-বুয়ু‘কে দু’ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগটিকে বলা যায় ‘রিবা আল ফাদল’। এটি একই পণ্যের একই গুণগত মান ও পরিমাণ পণ্য বিনিময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত, যে বিনিময় একই সময়ে সম্পন্ন হয় না। দ্বিতীয় হচ্ছে ‘রিবা আন-নাসিয়া’। পণ্য বিনিময় বা বিক্রির মাধ্যমে এখানে সুদ লেনদেন হয়। রিবা আন-নাসিয়া হচ্ছে প্রচলিত অর্থায়ন ব্যবস্থার ভিত্তি, যা ইসলামে নিষিদ্ধ।^{১৬৬৫} কেউ যদি

^{১৬৫৮} নূরআসলিন্দা আবদুল আরিস ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

^{১৬৫৯} মনযের কাহ্ফ, মাকাসিদে শরী‘আহ : আধুনিক ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থায় প্রয়োগ, ইসলামী ব্যাংকিং, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০১৫), পৃ. ১৪।

^{১৬৬০} প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

^{১৬৬১} প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৫।

^{১৬৬২} সি. মিউস এবং এ. ওয়ালস, Usury and its Critics; From the Middle Ages to Modernity, মোহাম্মদ আরিফ ও মনোয়ার ইকবাল সম্পাদিত, The Foundations of Islamic Banking Theory, Practice and Education, (UK: Edward Elgar Publishing, 2011), পৃ. ২১১।

^{১৬৬৩} আল-কুরআন, ৩:১৩০।

^{১৬৬৪} এল. এম. আলাগউদ ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

^{১৬৬৫} এরদেম বাফরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

কারো কাছ থেকে কিছু পণ্য ধার নেয়, যা 'হাতে হাতে' বিনিময় হবে না, কিছুদিন পর ফেরত দেবে, সে ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আদায় রিবা আল-নাসিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে।^{১৬৬৬} রিবা অন্যায় ও শোষণমূলক হওয়ায় পবিত্র কুরআন রিবাকে নিষিদ্ধ করার কারণে ইসলামে রিবাকে সীমালঙ্ঘন বা পাপ হিসেবে গণ্য করা হয়। কুরআনী নিষেধের ফলে ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে বাড়তি কিছু বা সুদ নেয়া যায় না। কেবল যে পরিমাণ (অর্থ বা পণ্য) ঋণ হিসেবে দেয়া হয়েছিল, ততটুকুই ফেরত নেয়া যায়। এর অন্যথা আল্লাহর আদেশ অমান্য করার শামিল বলে গণ্য হয়। পবিত্র কুরআনের নির্দেশনার আলোকে অর্থনৈতিক পদ্ধতি, ধারণা ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নৈতিক মানদণ্ড বলে দেয়া হয়েছে। এখানে অন্যায় লেনদেনের নিন্দা করা হয়েছে। এছাড়া ইসলামী আইনের ভাবধারা মোতাবেক একটি ইসলামী অর্থব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে ইসলামের কিছু মৌলনীতিমালা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।^{১৬৬৭} যেমন, রিবা নিষিদ্ধকরণ একটি নীতি, যাকে অবশ্যই ইসলামী অর্থব্যবস্থার মধ্যে থাকতে হবে। এছাড়াও আরো কিছু সর্বসম্মত নীতিমালা, যেমন-ঝুঁকি-ভাগাভাগি, ফটকাবাজি আচরণ নিষিদ্ধকরণ, চুক্তি প্রণয়নে সততা এবং সব কর্মকাণ্ড যেন ইসলামী আইন-অনুবর্তী হয় সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে।^{১৬৬৮}

ইসলাম 'রিবা' ও 'ইউজারি' শব্দদ্বয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। ইউজারি (Usury) এর শাব্দিক অর্থ 'সুদের শর্তে টাকা ধার দেয়ার চর্চা'। এছাড়া টাকা ধার দিয়ে 'চড়া' ও 'অবৈধ' পরিমাণ সুদ নেয়াও বুঝায়।^{১৬৬৯} জেরেমি বেনথামের মতে, ইউজারি অর্থ হচ্ছে 'আইনে নির্ধারিত হারের চেয়ে কিংবা প্রচলিত হারের চেয়ে বেশি সুদ গ্রহণ'।^{১৬৭০} অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ ইউজারি নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি নাগরিকদের ঋণদানে শোষণমূলক চড়া সুদ আদায় এবং এ ক্ষেত্রে কোনো রকম ফটকাবাজি প্রশ্রয় না দিতেও বলেছেন।^{১৬৭১} অ্যাডাম স্মিথের উক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা করে হল্যান্ডার বলেছেন, তার (অ্যাডাম) এই বক্তব্যের ভিত্তি হচ্ছে রিবা ও ঘারার। হল্যান্ডারও প্রকৃত উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির স্বার্থে ইউজারি নিষিদ্ধ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।^{১৬৭২} ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় অর্থ হচ্ছে কোনো পণ্য বা সেবা কেনার একটি উপাদান মাত্র। তবে অর্থকে অর্থ উপার্জন বা মুনাফা লাভের জন্য 'খাটানো' যাবে না। 'অর্থ'-বিষয়ক ধারণার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে এই দু'রকম অভিমত থেকেই প্রচলিত ও ইসলামী ব্যাংকিংয়ে লেনদেনের মূল পার্থক্যের খাটি আঁকা হয়েছে।^{১৬৭৩} এ ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান এ রকম : যদি কেউ তার নগদ অর্থ অন্যকে ধার দেয়ার কাজে ব্যবহার করে, তবে তা মূলধন বলে গণ্য হবে না। তবে যদি ওই অর্থ কোনো ব্যবসায় বিনিয়োগ করে কিংবা পণ্য কেনার কাজে লাগায়, তবে তা মূলধন বলে গণ্য হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, শরী'আহ মতে, পণ্য কেনায় ব্যবহৃত কিংবা ব্যবসায় বিনিয়োগ করা অর্থ মূলধন হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এর একটা সময়মূল্য থাকবে; অন্যথায় অর্থের কোনো সময়মূল্য থাকবে না। এ ছাড়া দু'টি কারণে ইসলামে অর্থ ও ভোগ্যপণ্যকে আলাদা করে দেখা হয়।^{১৬৭৪} প্রথমত, অর্থ দিয়ে পণ্য কেনা যায়, অর্থ ব্যবসায়ও বিনিয়োগ করা যায়। কাজেই, এটি ব্যবসার বিষয়বস্তু নয়। দ্বিতীয়ত, অর্থের ব্যবসা নিষিদ্ধ। যদি কাউকে অর্থ ধার দেয়া হয়, সমপরিমাণ অর্থেই ফেরত নেয়া যাবে। মুনাফা লাভের জন্য কেউ অর্থ ধার দিতে পারবে না।^{১৬৭৫} সুদের কারণে অর্থনীতিতে মারাত্মক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। পরিণতিতে তা অর্থনীতিকে মন্দার দিকে ঠেলে দেয়। কারণ, সুদের হার কমে গেলে পণ্যের মূল্যও কমে। ফলে বাজারে পণ্যের চাহিদা বেড়ে যায়। এ কারণে উৎপাদনকারী বেশি মুনাফার আশায় বেশি বিনিয়োগে উৎসাহী হন ও বেশি পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করেন। এ সুযোগে পুঁজির মালিক সুদের হার বাড়িয়ে দেন। ফলে উৎপাদনব্যয় বেড়ে যায় এবং উৎপাদনকারীর মুনাফা কমে যায়। আবার পণ্যের মূল্য বেড়ে যাওয়ার কারণে বিক্রি কমে যায় এবং বহু পণ্য অবিক্রীত থাকে। ফলে চড়া সুদে প্রদত্ত ঋণ ফেরত পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এ অবস্থা অর্থনীতিতে একধরনের অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করে বলে অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দেয়।^{১৬৭৬} আল-কুরআনের দৃষ্টিতে সুদ হচ্ছে একটি বড় জুলুম; আর আল-কুরআনের লক্ষ্য হচ্ছে মানব সমাজ, তথা ইসলামী রাষ্ট্র থেকে এ জুলুমের অবসান ও নির্মূল করে ক্রয়-বিক্রয়ে পূর্ণ ইনসাফ কায়ম করা। তাই ব্যাংকিং সুদ তো মানবিক নয়ই; বরং মানবজীবনে সুদের কুফল

^{১৬৬৬} আর. জামান, Riba and Interest in Islamic Banking: An Historical Review, মোহাম্মদ আরিফ ও মনোয়ার ইকবাল সম্পাদিত, The Foundations of Islamic Banking Theory, Practice and Education, (UK: Edward Elgar Publishing, 2011), পৃ. ২২২।

^{১৬৬৭} এল. এম. আলাগউদ ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪; সি. মিউস ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২।

^{১৬৬৮} এরদেম বাফরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

^{১৬৬৯} আর. জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২।

^{১৬৭০} উদ্ধৃত: সি. মিউস ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১।

^{১৬৭১} প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১।

^{১৬৭২} উদ্ধৃত: এরদেম বাফরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

^{১৬৭৩} এফ. এম. খান, The Value of Money and Discounting in Islamic Perspective, *রিভিউজ অব ইসলামিক ইকোনমিকস*, (লিচেস্টার: ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইউকে, ১৯৯১ খৃ.), খ. ১, সংখ্যা ২, পৃ. ৩৫; ইউ. এ. ফারুক এবং কে. এম. হাসান, The Time Value of Money Concept in Islamic Finance, *দি আমেরিকান জার্নাল অব আইএসএস*, (ভার্জিনিয়া: ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ২০০৬ খৃ.), খ. ২৩, সংখ্যা ১, পৃ. ৬৬।

^{১৬৭৪} প্রাগুক্ত, খ. ২৩, সংখ্যা ১, পৃ. ৬৬।

^{১৬৭৫} এরদেম বাফরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

^{১৬৭৬} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫২।

সর্বব্যাপী। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যুগে যুগে সুদকে মানবতার জন্য ঘৃণ্য শত্রু, ক্ষতিকর ও পরিত্যাজ্য বলে গণ্য করা হয়েছে। সম্প্রতি ইউরোপ-আমেরিকাসহ বিশ্বজুড়ে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মহামন্দা এই সুদেরই অনিবার্য ফল।^{১৬৭৭} সুতরাং আল-কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী সকল প্রকার ‘রিবা’ হারাম:

১. আধুনিক ব্যাংকিং সুদ হারাম।
২. ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রে গৃহীত সুদ হারাম।
৩. ভোগ ও ব্যয়-ব্যবহারের জন্য গৃহীত ঋণের বিপরীতে গৃহীত সুদ হারাম।
৪. রিবা আন নাসিয়া কিংবা রিবা আল ফদল যাই হোক পরিমাণে কম হোক কিংবা বেশি সুদ মাত্রই হারাম।
৫. সুদের লেনদেনে সহযোগিতা করা হারাম।

সূরা আল-বাকারার ২৭৫-২৮১ এ আয়াতগুলোতেই আল্লাহ সুদ আইনত নিষিদ্ধ বলে জানিয়ে দিয়েছেন এবং এ সম্পর্কিত মৌলিক আইন-বিধান নাযিল করেছেন। মুফতি শাফি বলেছেন, ‘এখানে রিবা অর্থাৎ সুদের অবৈধতা এবং তার বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে।’^{১৬৭৮} এখানে বর্ণিত সুদের বিধি-বিধানগুলো^{১৬৭৯} হচ্ছে:

১. ক্রয়-বিক্রয় বৈধ এবং সুদ নিষিদ্ধ।
২. এই আইন জারী হওয়ার সাথে সাথে সুদ থেকে বিরত থাকতে হবে এবং সুদ লেনদেন শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।
৩. এই নিষেধাজ্ঞা নাযিলের পূর্বে খাওয়া সুদের ব্যাপারে ফায়সালার বিষয়টি আল্লাহর ওপর ন্যাস্ত করতে হবে। দুনিয়ায় এ বিষয়ে অভিযোগ, দাবী-দাওয়া বা মামলা-মোকাদ্দমা করা যাবে না।
৪. সুদের চলামন চুক্তিসমূহ বাতিল এবং এসব চুক্তির বলে পাওনা সুদের সাকুল্য দাবী অবৈধ বিবেচিত হবে।
৫. এই আইন জারী ও প্রয়োগ করার দায়িত্ব আল্লাহ ও রাসূলের (সা.) পক্ষের শক্তি সরকারের ওপর ন্যাস্ত থাকবে। আল্লাহ প্রদত্ত এই এখতিয়ার ও ক্ষমতা বলে সরকার প্রয়োজনে সুদের আইন লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পর্যন্ত ঘোষণা করতে পারবে।
৬. ঋণদাতাগণ তাদের প্রদত্ত মূল্যের কাউন্টার ভ্যালু ফেরত পাওয়ার অধিকারী হবে; তবে শর্ত হচ্ছে তাদের সুদ থেকে তওবা করতে বা ফিরে আসতে হবে।
৭. আসলের প্রতিমূল্যের বেশি নিলে দাতা জুলুমকারী (সুদ গ্রহণকারী) হিসেবে শাস্তি পাবে;
৮. ঋণগ্রহীতা যদি আসলের প্রতিমূল্যের চেয়ে কম দেয় বা আসল মোটেই না দেয় তাহলে সেও জুলুম করার অপরাধে (সুদগ্রহীতা) অপরাধী হিসেবে শাস্তি পাবে।
৯. ঋণগ্রহীতা যদি অসচ্ছল হয়ে পড়ে এবং যথাসময়ে গৃহীত ঋণের কাউন্টার ভ্যালু পরিশোধ করতে অক্ষম হয় তাহলে সামর্থ্য ফিরে আসা পর্যন্ত তাকে সময় দিতে হবে; আদালত এ মর্মে ঋণদাতাকে নির্দেশ দিতে পারবে। এবং
১০. আর আদালতের কাছে যথার্থ বিবেচিত হলে আদালত ঋণদাতাকে তার পাওনা মাফ করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারবে।

১৯৫৬ সালে মিসরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক রিসার্চ অ্যাকাডেমিতে শাইখ মাহমুদ সালতুত-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে শাইখ আবু জাহরাসহ ৩৫টি মুসলিম দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ অংশ নিয়েছিলেন। সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে প্রচলিত ব্যাংকিং সুদকে হারাম বলে উল্লেখ করা হয়।^{১৬৮০} পরবর্তীকালে মক্কা রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামীর ফিকহ অ্যাকাডেমির উদ্যোগে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলনের সিদ্ধান্তের সাথে ঐকমত্য পোষণ করা হয়।^{১৬৮১} ১৯৮৫ সালে সৌদি আরবের জেদ্দায় মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী (Islamic Fiqh Academy)-এর উদ্যোগে তৃতীয় আন্তর্জাতিক ফিকহ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পঁয়তাল্লিশটি মুসলিম দেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামা প্রতিনিধি সম্মেলনটিতে অংশ নেন। পঁয়তাল্লিশটি দেশের প্রায় দুইশ’ ওলামা প্রতিনিধি ‘ব্যাংকিং সুদ সম্পূর্ণ হারাম’-বিষয়ক ফাতওয়াটিতে স্বাক্ষর করেন।^{১৬৮২} বর্তমানে সারা বিশ্বের শুধু আলেমগণই নন অর্থনীতিবিদ ও মুসলিম ব্যাংকারগণও এই সিদ্ধান্তে একমত যে, সাধারণ ঋণের ওপর সুদ যেমন হারাম, ব্যাংকিং ইন্টারেস্টও তেমনই হারাম। এই সিদ্ধান্তের ওপর এখন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এ বিষয়ে সর্বশেষ সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে প্রায় চার বছর আগে ২০১০ সালে

^{১৬৭৭} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫০।

^{১৬৭৮} মুফতি মুহাম্মদ শাফি, তাফসীরে মা’ আরেফুল কুরআন, অনু: মওলানা মহিউদ্দীন খান, (মদীনা মুনাওয়ারা: খাদেমুল হারামাইন আশ-শারীফাইন বাদশাহ ফাহদ, তা.বি.), পৃ. ১৪৮-১৪৯।

^{১৬৭৯} মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, সুদ সমাজ অর্থনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯।

^{১৬৮০} প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

^{১৬৮১} প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

^{১৬৮২} তকি উসমানী, ইসলামী খুতুবাত, অনু: মাওলানা মুহাম্মদ উমাইর কোক্বাদি, (ঢাকা: দারুল উলুম লাইব্রেরি, ২০১০ খৃ.). খ. ৭, , পৃ. ১০০-১০১।

জেদ্দায় ‘আল-মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী’তে। তাতে প্রায় ৪৫টি মুসলিম দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণের সমাবেশ ঘটেছিল। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর প্রায় ২০০ আলেম সর্বসম্মতিক্রমে এই ফতওয়া প্রদান করেছিলেন যে, ব্যাংকিং ইন্টারেস্ট সম্পূর্ণ হারাম এবং তার জায়গে হওয়ার কোনোই পথ নেই। কাজেই এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া এখন বাতুলতা বৈ কিছু নয়।^{১৬৮৩} সমাজতন্ত্রের জনক কার্ল মার্কস সুদের ব্যবসায়ীদেরকে ‘বিকট শয়তান’, ‘ডাকাত’ ও ‘সিদ্দেল চোর’ নামে অভিহিত করেছেন। সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিতে সুদ শ্রমিক সমাজের ওপর একটি অসহনীয় বোঝা স্বরূপ। আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্যতম সেরা অর্থনীতিবিদ লর্ড কিনস ১৯৩৩ সনের অর্থনৈতিক মন্দার জন্য সুদকে দায়ী করে এর মোকাবেলায় সুদের হার শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, ‘চেষ্টা করলে এক পুরুষের মধ্যেই সুদের হার শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা সম্ভব।’ ১৯৮৪ সালে ওয়াশিংটনে আইএমএফ এর বার্ষিক সাধারণ সভায় স্বীকার করা হয়েছে যে, সুদের উচ্চ হারই বিশ্বের সর্বত্র উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করার অন্যতম কারণ। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল তাঁর ‘পলিটিক্স’ গ্রন্থে বলেছেন, ‘অন্যান্য পণ্যের ন্যায় অর্থ ক্রয়-বিক্রয় করা একটি কৃত্রিম জালিয়াতি ব্যবসা।’ ইহুদী ধর্মগ্রন্থ Exodus এর ২২ তম স্তবকে বলা হয়েছে, ‘তোমরা যদি আমার কোন লোককে অর্থ ধার দাও, যারা গরীব, তবে তোমরা উত্তমর্গ মহাজন হবে না এবং তোমরা তার কাছ থেকে সুদ আদায় করবেনা।’

ইসলামী ব্যাংকগুলো সাম্প্রতিক বৈশ্বিক আর্থিক মন্দা থেকে মুক্ত ছিল। ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বহুসংখ্যক বিশেষজ্ঞ ও কর্মকর্তা এ ব্যাপারে নিশ্চিত। অন্তর্নিহিত শক্তি ও গঠন প্রকৃতির কারণে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার ওপর বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কট প্রভাব ফেলতে পারেনি। এমনকি পদ্ধতিকঠামো ও পদ্ধতিগত ভিন্নতার কারণেই ইসলামী ব্যাংকগুলো সাম্প্রতিক আর্থিক সঙ্কট থেকে মুক্ত ছিল বলেও মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ, এই আর্থিকব্যবস্থা ঋণ নিয়ে বাণিজ্য করে না এবং ইউরোপ ও আমেরিকার মতো ফটকাবাজারের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।^{১৬৮৪} তাই চলমান আর্থিক সঙ্কট থেকে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছে। এই ব্যাংকব্যবস্থা প্রচলিত ব্যাংকের মতো আস্তঃব্যাংক বাজার থেকে ধার করে না। পরিবর্তে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের আমানত থেকেই গঠিত হয় তহবিল। তাছাড়া এ ব্যবস্থার কোনো রকম বিষাক্ত ‘কোলেটারালাইজড ডেট অবলিগেশন’ নেই। সুদ লেনদেন হয় এমন কোনো ‘সিকিউরিটি’ গ্রহণ ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় নিষিদ্ধ।^{১৬৮৫} সুদের ওপর নিষেধাজ্ঞা ইসলামের কোনো বিষয় এমন কিন্তু নয়। প্রাচীন গ্রিক, রোমান ও ইহুদীয় ধারণায় এ ধরনের নিষেধাজ্ঞার অনেক উদাহরণ রয়েছে। ক্যাথলিক গির্জা ও ইহুদী ধর্মে সুদ গ্রহণের ব্যাপারে সদয় না হওয়ার প্রশংসনীয় চর্চা ছিল। তাদের প্রভাব কমে যাওয়ার পরে সুদ লেনদেন বৈধ করতে আইন প্রণয়ন করা হয়।^{১৬৮৬} সুদের ফলে শিল্প, আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণশক্তি বড় বড় পশ্চিমা করপোরেশনের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে এবং পরে বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদ আধিপত্য বিস্তার করে। পশ্চিমা বা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমাজে ধনী ও দরিদ্র উভয়ে লাভভান হতে পারেন এমন অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য পূরণে সুদ ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষ করে, পুঁজিবাদ সুদ আরোপের মাধ্যমে বর্তমানে ধনীকে আরো ধনী এবং দরিদ্রকে আরো দরিদ্র করার একটি ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।^{১৬৮৭} আল-কুরআনে সুদকে বলা হয়েছে রিবা। আল-কুরআনের চারটি সূরার মোট ১৫ টি আয়াতকে রিবা সংক্রান্ত আয়াত বলা হয়।^{১৬৮৮}

টাকার নিজের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সুদের ওপর নিষেধাজ্ঞার পক্ষে প্রধান দার্শনিক যুক্তির ভিত্তি। ১১৭৯ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় ল্যাটারান কাউন্সিল, ইউজারির নিন্দা জানিয়ে বলেছিল, অর্থ ঋণদাতা বা মহাজন হওয়ার জন্য অনেক ব্যক্তি তাদের অন্য পেশা ত্যাগ করেছে।^{১৬৮৯} ইউজারি গ্রহণের অনুমতি দেয়া হলে অনেক খারাপ লোক তাদের অনুসরণ করবে। মানুষ তাদের জমি চাষ করে ফসল ফলানোর প্রতি অবহেলা করবে। এটি দুর্ভিক্ষের কারণও হতে পারে এবং এতে গরিবরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাদের হাতে পশু না থাকলেও জমি রয়েছে, কিন্তু তারা ইউজারিতে টাকা লগিড়বর মাধ্যমে সেখান থেকে বেশি এবং অনেকটাই নিশ্চিত মুনাফা পাওয়া গেলে সে জমিকে কাজে লাগাবে না। কারণ কৃষিকাজে লাভে যেমন অনিশ্চয়তা রয়েছে তেমনিভাবে তাতে মুনাফাও কম। এভাবে কৃষি নিরুৎসাহিত হলে খাদ্যের অভাব সৃষ্টি হবে এবং গরিব মানুষ তা কেনার সামর্থ্য হারাতে।^{১৬৯০} বিনিময় মাধ্যম হিসেবে তার মৌলিক কাজ থেকে ‘অর্থ’ এর বিচ্যুতি আর্থিক সংকটের মূল ভিত্তি বলে মনে করেন নিকো পি সোয়ার্জ। টাকাকে এখন বাণিজ্যের একটি বস্তু বানিয়ে ফেলা হয়েছে আর পুরো অর্থনীতিতে একে ঋণের

^{১৬৮৩} বিচারপতি তাকী উসমানী, সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার অপকারিতা ও তার বিকল্প, অনু: মুফতি মুহিউদ্দিন কাসেমী, আল-জান্নাতবিডি.কম, এক্সেজ: ১২ এপ্রিল, ২০১৪, <http://al-jannatbd.com/>

^{১৬৮৪} মোহাম্মদ বশির শেঙ্গুয়েল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

^{১৬৮৫} প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

^{১৬৮৬} নিকো পি সোয়ার্জ ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

^{১৬৮৭} প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

^{১৬৮৮} মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, সুদ সমাজ অর্থনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

^{১৬৮৯} নিকো পি সোয়ার্জ ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭; টি. পি. ম্যাকলাফলিন, দি টিচিং অব দি ক্যাননিস্টস অন ইউজারি (দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দী), পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউট অব মেডিয়াভাল স্টাডিজ, (টরেন্টে: রিচার্ড এলওয়ে, ১৯৪০ খৃ.), খ. ৮১, পৃ. ৮১-১৪৭।

^{১৬৯০} নিকো পি সোয়ার্জ ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭; টি. পি. ম্যাকলাফলিন, প্রাগুক্ত, খ. ৮১, পৃ. ৮১-১৪৭।

ওপর ঋণ-এর বেলেনে রূপান্তরিত করা হয়েছে।^{১৬৯১} এ কারণে ইমাম আল-গাজালী ৯০০ বছর আগে বিরূপ পরিণতির পূর্বাভাস দিয়ে বলেছিলেন, টাকাকে কোনোভাবেই বাণিজ্যের একটি বস্তু হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়। তিনি মন্তব্য করেছিলেন : ‘রিবা (সুদ) নিষিদ্ধের কারণ হলো এটি বাস্তব অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ থেকে মানুষকে বিরত রাখে। এটি তখন ঘটে যখন কোনো ব্যক্তিকে সুদের ভিত্তিতে বাড়তি টাকা আদায়ের অনুমতি দেয়া হয়। ...এতে বাস্তব অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নিজেকে না জড়িয়ে সুদের ভিত্তিতে অর্থ উপার্জন করা সহজ হয়ে দাঁড়ায়। এটি মানবতার স্বার্থকে ব্যাহত করে, কারণ প্রকৃত বাণিজ্য, শিল্প বা নির্মাণ দক্ষতা ছাড়া মানবতার স্বার্থ নিশ্চিত হতে পারে না। এসব কিছু হচ্ছে আরো অর্থ উৎপাদনের একটি মেশিন হিসেবে সুদের মাধ্যমে টাকা খাটানোর অনুমতি দেয়ার কারণে। এতে বিনিময় মাধ্যম হিসেবে টাকার কাজটি সমীকরণের বাইরে থেকে যাচ্ছে।’^{১৬৯২}

সুদের নিজস্ব প্রকৃতি ও এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফল এটাই নির্দেশ করে যে, সুদ সমাজের নৈতিক ও বস্তুগত প্রবৃদ্ধির অন্তরায়। যেসব ঋণদাতা সুদকে উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে তারা মূলত লোভ, স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি ও অপকারিতার বাহক হয়। সমাজে এসব নেতিবাচক গুণাবলি দাতব্যসংশ্লিষ্ট ইতিবাচক গুণাবলিকে হালকা করে ফেলে।^{১৬৯৩} আল্লাহ তা‘আলা দানশীলতা মহিমাম্বিত করেন এবং ইউজারি বা সুদকে তা থেকে বঞ্চিত করেন।^{১৬৯৪} ইসলাম সব ধরনের শোষণের বিরুদ্ধে বলে কুরআন সুদ আরোপের বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর। উদাহরণস্বরূপ, ইসলাম সব ধরনের শোষণের নিন্দা করে। বিশেষত ঝুঁকির অংশীদারিত্ব ছাড়াই ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে ঋণদাতার নিশ্চিত মুনাফা পেতে চাওয়ার মতো অবিচার। ঋণগ্রহীতা তার দক্ষতা কাজে লাগিয়ে শ্রম ও সময় ব্যয় করে লাভের কোনো নিশ্চয়তা পাচ্ছে না, কিন্তু সুদ আকারে একটি নির্দিষ্ট হারে লাভ নিশ্চিত করা হচ্ছে ঋণদাতার। সুতরাং ঋণ ও অগ্রিমের ওপর সুদ আরোপ একধরনের শোষণ, যেখানে ঋণগ্রহীতা দুর্বল অবস্থানে থাকে।^{১৬৯৫} এ রকম দৃষ্টান্তও আছে যেখানে দেনাদার একটি ঋণের মূল পরিমাণ অর্থ পুরোপুরি পরিশোধ করার পরও সুদ জমে তার মূল পরিমাণের চেয়ে বেশি বকেয়া সৃষ্টি হয়েছে। ইসলামে অর্থ শুধু একটি বিনিময় মাধ্যম, এর নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। তাই সুদ প্রদানের মাধ্যমে টাকার আরো বেশি বৃদ্ধির অনুমতি দেয়া উচিত নয়। কোনো ব্যবসায় ধার দেয়ার মানে সেখানে তা ঋণ হিসেবে গণ্য হয়, মূলধন হিসেবে নয়। সুতরাং তা কোনো প্রতিদানের (সুদ) দাবিদার হয় না। ইউজারি কোনো ঋণের পুরোপুরি শোধ করা প্রায় অসম্ভব করে তোলে। দরিদ্ররা একের পর এক ঋণ নিতে বাধ্য হয় এই দুষ্ট চক্র থেকে বের হওয়ার জন্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।^{১৬৯৬}

‘তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না’^{১৬৯৭} শুধু এ আয়াতের ভিত্তিতে কেবল ‘চক্রবৃদ্ধি’ সুদ নিষিদ্ধ মনে করা ও চক্রবৃদ্ধি না হলে সুদকে বৈধ মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা, উক্ত আয়াতে মূলত সুদের মৌলিক ধরন এবং এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, জাহিলি যুগে যার ব্যাপক প্রচলন ছিল (এবং বর্তমানের প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায়ও প্রচলিত আছে)। তাই ‘চক্রবৃদ্ধি হার’ সুদ হারাম হওয়ার কোনো শর্ত নয়, বরং অতিরিক্ত অর্থের ধারণা প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র।^{১৬৯৮} এজন্য কুরআন ও হাদিসের বর্ণনার আলোকে এটা প্রমাণিত যে, ব্যাংকিং সুদ ও কুরআনে নিষিদ্ধ ‘রিবা’ একই। ‘রিবা’ বলতে উচ্চহার, নিম্নহার, চক্রবৃদ্ধি, ভোগ্যঋণের সুদ, উৎপাদন ব্যয়ের সুদ, ঋণের ক্ষেত্রে সুদ, পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে সুদসহ সব ধরনের সুদকে বুঝায়।^{১৬৯৯} কোন কোন তফসীরকারক বলেছেন, ‘আল্লাহর কাছে সুদ বৃদ্ধি পায় না’—এর তাৎপর্য হচ্ছে, এর জন্য পরকালীন জীবনে কোন প্রতিদান পাওয়া যাবে না।^{১৭০০} কেউ কেউ আবার বলেছেন, এর তাৎপর্য হচ্ছে সুদী কারবারে আল্লাহর আনুকূল্য ও বরকত থাকে না।^{১৭০১} সাইয়েদ কুতুব শহীদ ও ডা. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকীসহ বেশ সংখ্যক গবেষক মনে করেন যে, কেবল পরকাল নয়, বরং এ পৃথিবী জীবনেও আল্লাহর উক্ত বাণীর বাস্তবতা পরিলক্ষিত হয়।^{১৭০২} আসলে আল্লাহই হচ্ছেন যাবতীয় সম্পদের মূল উৎস। এই উৎসে সম্পদের বৃদ্ধি না হলে বাস্তবে সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব নয়। তাই ‘আল্লাহর কাছে সম্পদ বৃদ্ধি পায় না’ এর প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে উৎসে সম্পদ বাড়ে না, মূলে বাড়ে

১৬৯১ নিকো পি সোয়ার্জ ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

১৬৯২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

১৬৯৩ কে. আহমাদ, সুদ (রিবা) বর্জন : ধারণা এবং সমস্যা, (লাহোর: শিরকত প্রেস, ১৯৯৪ খৃ.), পৃ. ৪৮।

১৬৯৪ আল-কুরআন, ২:২৭৬।

১৬৯৫ এস. এইচ. সিদ্দিকী, ইসলামী ব্যাংকিং : আদিপুস্তক ও মূলনীতি, মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ, (করাচি : রয়্যাল বুক কোম্পানি, ১৯৯৪), পৃ. ২৫।

১৬৯৬ নিকো পি সোয়ার্জ ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

১৬৯৭ আল-কুরআন, ৩ : ১৩০।

১৬৯৮ সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬খৃ.), খ. ২২, পৃ. ৪৩৫।

১৬৯৯ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

১৭০০ বিচারপতি তাকী উসমানী, সুদ নিষিদ্ধ : পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

১৭০১ ড. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, রিবা, ব্যাংক, ইন্টারেস্ট এন্ড দি রেশনেল অব ইটস প্রিহিভিশন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭; বিচারপতি তাকী উসমানী, সুদ নিষিদ্ধ : পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

১৭০২ ড. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, রিবা, ব্যাংক, ইন্টারেস্ট এন্ড দি রেশনেল অব ইটস প্রিহিভিশন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪; সাইয়েদ কুতুব শহীদ, তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৬৯-৪৭২।

না, আসলে বাড়ে না তথা মোট সম্পদ বৃদ্ধি পায় না। এই দিক থেকে আল্লাহর এ কথার অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট ও বাস্তব।^{১৭০০} অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে সম্পদ বৃদ্ধির একমাত্র পথ হচ্ছে উৎপাদন; আর উৎপাদন করতে হলে প্রয়োজন বিনিয়োগ। এক কথায়, সম্পদ বৃদ্ধি পায় বিনিয়োগের দ্বারা। কিন্তু সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে বিনিয়োগ করা হলে সেখানে কেবল গৃহীত ঋণের আসলটাই বিনিয়োগ করা হয়; এর ওপর ধার্যকৃত সুদ বিনিয়োগ করা হয় না—বিনিয়োগ করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, একজন বিনিয়োগকারী ১৫% সুদ প্রদানের শর্তে ১.০০ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে শিল্পে বিনিয়োগ করলো। এক্ষেত্রে সে কেবল ১.০০ লক্ষ টাকাই বিনিয়োগ করতে পারবে। ১৫% ধার্যকৃত সুদ ১৫,০০০/- টাকা বিনিয়োগ করতে পারবে না। সুতরাং সম্পদ যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে সে বৃদ্ধি হয় আসল ঋণ ১.০০ লাখ টাকা বিনিয়োগের ফলে; সুদের কারণে নয়। বস্তুতঃ সুদের সাথে সম্পদ বৃদ্ধির সম্পর্ক শুধু এতটুকু যে, সুদ ধার্য করতে রাজী হওয়ার কারণে বিনিয়োগের জন্য ঋণ পাওয়া যায়। সুদের বিনিময়ে ঋণ পাওয়া যায় এজন্য সুদই সম্পদ বাড়ায় একথা বলা যায় না; কারণ সুদ ছাড়াও পুঁজি সংগ্রহের আরও উপায় আছে। এছাড়া ঋণগ্রহীতার বিনিয়োগে যদি লোকসান হয় তাহলে তার পূর্বের সম্পদ থেকে পুঁজির লোকসানজনিত ঘটতি পূরণ করে আসল ঋণসহ ধার্যকৃত সুদ পরিশোধ করতে হয়। এ অবস্থায় তার মোট সম্পদ অবশ্যই হ্রাস পায়। সুতরাং সুদের দ্বারা মোট সম্পদ কখনও বাড়ে না বরং সুদ ঋণগ্রহীতার সম্পদ কমিয়ে দেয়। সুদ সম্পদ বাড়ায় না, অর্থনীতিতে এর আরও অনেক কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।^{১৭০৪}

অর্থনীতিতে বলা হয়েছে সম্পদ বৃদ্ধির সাথে বিনিয়োগের সম্পর্ক ইতিবাচক অর্থাৎ বিনিয়োগ বাড়লে সম্পদ বাড়ে; আর বিনিয়োগ কমলে সম্পদ কমে। কিন্তু সুদের হারের সাথে বিনিয়োগের সম্পর্ক পরস্পর বিপরীতমুখী। সুদের হার বাড়লে বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পায়; আর সুদের হার কমলে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।^{১৭০৫} সর্বজন বিদিত এ বিধি অনুসারে এ সত্যই প্রতিভাত যে, সুদের হার শূন্যে থাকলে যে পরিমাণ বিনিয়োগ উৎপাদন ও কর্মসংস্থান হয়, সুদের হার শূন্য থেকে বেশি হলে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সেই সর্বোচ্চ স্তর থেকে নেমে যায় এবং সুদের হার শূন্য অপেক্ষা বেশি থাকা অবস্থায় আর কখনও তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না, অবশ্য যদি অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে। সেজন্য লর্ড কিনসের মত অর্থনীতিবিদ সুদের হারকে শূন্যে রাখার ওপর জোর দিয়েছেন এবং এ লক্ষ্য সরকারকে তার Coercive power প্রয়োগ করার পরামর্শ দিয়েছেন।^{১৭০৬} লর্ড কিনস পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার সাথে সুদের হারের সমতা বিধির সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, সুদের হার বিনিয়োগ ও উৎপাদনকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছতে দেয় না; বরং পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা যেখানে সুদের হারের সমান হয়, বিনিয়োগ ও উৎপাদন সেখানেই থেমে যায়। অথচ সুদের হার শূন্য হলে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা শূন্য হওয়া পর্যন্ত বিনিয়োগ হতো।^{১৭০৭} সুদ দ্রব্যমূল্যের আকারে জনগণের সম্পদ শোষণে নিয়ে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেয়। এর ফলে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং পণ্য-সামগ্রীর চাহিদা কমে যায়; ফলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন হ্রাস করতে হয়; এমনকি, এক পর্যায়ে মন্দা-মহামন্দা সৃষ্টি হয়ে অর্থনীতিকে স্থবির করে দেয়। বিনিয়োগ উৎপাদন প্রায় একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। বেকারত্বের ব্যাপক ভারে অর্থনীতি ন্যূন হয়ে পড়ে। এছাড়া সুদ ঝুঁকি বহুল বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে, বিনিয়োগকে ফটকা খাতে ঠেলে দেয় এবং বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টির মাধ্যমে বিনিয়োগ ও উৎপাদনকে বাধাগ্রস্ত করে। সুদ মানুষকে কর্মবিমুখ করে দেয়। মানুষ ঝুঁকি গ্রহণ পূর্বক পরিশ্রমের মাধ্যমে বিনিয়োগ করা অপেক্ষা নিশ্চিত নির্ধারিত সুদে অর্থ লগ্নি করার দিকে বেশি ঝুঁকি পড়ে। যা বিনিয়োগ ও উৎপাদনকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করে দেয়।^{১৭০৮} ধন সঞ্চয় করে সুদী ব্যবসায় নিয়োগ করার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ চতুর্দিক থেকে ধন আহরিত হয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে চলে আসবে। সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা প্রতিদিন কমে থাকবে। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসার সর্বত্র মন্দাভাব দেখা দেবে। জাতীয় অর্থনৈতিক জীবন ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌঁছে যাবে। অবশেষে এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যার ফলে পুঁজিপতিরাও নিজেদের সঞ্চিত ধন-সম্পদ অর্থ উৎপাদনের কাজে লাগানোর সুযোগ পাবে না।^{১৭০৯} আলোচনায় প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সুদ সম্পদ হস্তান্তর করে, মোট সম্পদ বাড়ায় না। সম্পদ বৃদ্ধি হয় বিনিয়োগের দ্বারা, আর সুদ বিনিয়োগ করা যায় না, সুতরাং সম্পদ বৃদ্ধিতে সুদের কোন ভূমিকা নেই; বরং যে বিনিয়োগের মাধ্যমে সম্পদ উৎপাদন ও বৃদ্ধি করা হয় সুদ সে বিনিয়োগকেও সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছতে দেয় না; নানাভাবে বিনিয়োগকে বাধাগ্রস্ত করে ও নিম্নতর স্তরে ঠেকিয়ে রাখে।^{১৭১০}

১৭০৩ মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, সুদ সমাজ অর্থনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

১৭০৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১।

১৭০৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

১৭০৬ জে. এম. কীনস, জেনারেল থিওরী অব এমপ্রয়মেন্ট, ইন্টারেস্ট এন্ড মানি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১।

১৭০৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১।

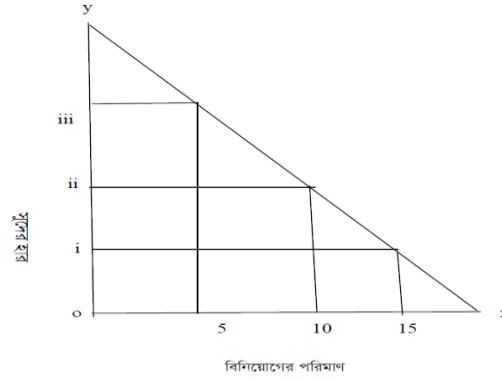
১৭০৮ মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, সুদ সমাজ অর্থনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩২।

১৭০৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

১৭১০ মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, সুদ সমাজ অর্থনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

‘আল্লাহর কাছে সুদ বাড়ে না’, আল্লাহ প্রদত্ত সুদের এই প্রাকৃতিক (natural) বিধি সত্য ও যথার্থ এতে কোন সন্দেহ নেই। সুদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তা যথাবিহীন কার্যকর রয়েছে; অর্থনীতিবিদগণও সে বিধি খুঁজে পেয়েছেন— আবিষ্কার করেছেন। সুতরাং এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, সুদ সম্পদ বৃদ্ধিকে ঠেকিয়ে রাখে, বাড়তে দেয় না। তবে এ কথার অর্থ এটা নয় যে, অর্থনীতিতে বর্তমানে মোট যে পরিমাণ সম্পদ আছে তা আর কখনও বাড়বে না, বরং সুদ একে কমিয়ে দিবে। আসল কথা হচ্ছে, সুদী অর্থনীতিতে উদ্যোক্তাগণ প্রধানত সুদের ভিত্তিতে পুঁজি ধার নিয়ে বিনিয়োগ করে, অনেকেই নিজস্ব অর্থ বিনিয়োগ করে, আর অনেকেই আবার করজে হাসানাহ, অংশীদারিত্ব ইত্যাদি পন্থায় পুঁজি সংগ্রহ করে কারবারে বিনিয়োগ করে। এসব বিনিয়োগিত অর্থের দ্বারা জমি ক্রয় বা ভাড়া নেয়া হয়, যন্ত্রপাতি কেনা হয়, শ্রম নিয়োগ করা হয়, কাঁচামাল ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়; ফলে পণ্য-সামগ্রী উৎপাদিত হয়। এতে মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া বা সম্পদ পূর্বের তুলনায় বেড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। তবে তা হয় পুঁজি বিনিয়োগের ফলে; সুদের কারণে নয়। তাছাড়া, অর্থনীতির বিধির সাহায্যে দেখানো হয়েছে যে, সুদ মুক্ত অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ও উৎপাদন সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছা সম্ভব যা সুদী অর্থনীতিতে কখনও সম্ভব নয়।^{১৯১} সুদের সঙ্গে বিনিয়োগের বিপরীত সম্পর্ক নিচের চিত্রে (চিত্র নং ৪০) দেখানো হয়েছে :

চিত্র ৪০ সুদ ও বিনিয়োগের বিপরীতধর্মী সম্পর্ক



সুদ নিষিদ্ধ করা হলে গোটা আর্থিক ব্যবস্থা রূপান্তরিত হয়ে ইকুইটির ভিত্তিতে গড়ে উঠবে এবং এর পেছনে থাকবে প্রকৃত সম্পদ (Real Asset)।^{১৯২} সুদভিত্তিক ঋণের ব্যবস্থাকে ইকুইটিতে রূপান্তর করতে পারলে অর্থনৈতিক বিপর্যয় অনেকটা সংকুচিত হবে। সুদ ও সুদের হারের বদৌলতে ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পব্যবস্থা স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ গতিতে চলার পরিবর্তে একটি ব্যবসায়িক চক্রের (Trade Cycle) পড়ে যায়। ফলে তা বারবার মন্দার শিকারে পরিণত হয়। একই কারণে বিনিয়োগ, শেয়ার, পণ্য ও মুদ্রা বাজারে দারুণ অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার শিকার হয় সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। সুদমুক্তভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার কারণেই ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় অর্থনৈতিক মন্দা বাসা বাঁধতে পারে না। সুদমুক্ত হওয়ার কারণে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার প্রতি যেমন রয়েছে ধর্মীয় স্বীকৃতি, তেমনি অর্থনৈতিক মূল্যায়নেও এটি যথার্থ ও সঠিক। শুধু ধর্মীয় আবেগ নয়, অর্থনীতির মানদণ্ডেও ইসলামী ব্যাংকিং শ্রেষ্ঠতর।^{১৯৩} তাই ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে মন্দা তার বাহন হারায়। সুদ হলো অর্থনৈতিক মন্দার দ্রুতযান। অর্থনৈতিক মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি, আয় বৈষম্য বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক অবিচার সৃষ্টিতে সুদের জুড়ি নেই। এ কারণে ইসলাম সুদকে চিরতরে নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ বলেন, وَأَحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا অর্থাৎ, আল্লাহ তা‘আলা ব্যবসাবাণিজ্যকে বৈধ করেছেন আর সুদকে করেছে নিষিদ্ধ।^{১৯৪} অর্থনীতি থেকে সুদ দূর করা সম্ভব হলে মুদ্রাস্ফীতি ও ফটকাকারবার বন্ধ হয়ে যাবে। বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতিতে স্থায়ী ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

সুদী লেনদেন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে দেখা যায়, সুদের মাধ্যমে সুদদাতাদের সম্পদ সুদ গ্রহীতাদের কাছে চলে যায় এবং তারা আরও ধনী হয়। সুদ সংক্রান্ত প্রথম কথায় আল্লাহ এই কথাই বুঝিয়েছেন। বর্তমানে সুদী বিশ্বে সুদভিত্তিক ঋণ লেনদেনের সাথে প্রধানত দুই শ্রেণির মানুষ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এরা হচ্ছে: ১. অভাবের তাড়নার সুদী ঋণ গ্রহণে বাধ্য জনগোষ্ঠী এবং ২. ব্যবসায়িক প্রয়োজনে সুদী ঋণগ্রহীতা।^{১৯৫} এ দুই প্রকারের মানুষের সুদ গ্রহণের উদ্দেশ্য আবার ভিন্ন ভিন্ন:

প্রথমত: এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অভাবের তাড়নায় যারা সুদী ঋণ গ্রহণ করে তারা সে ঋণের সম্পদ তাৎক্ষণিকভাবে অভাব পূরণার্থে ব্যয় করে ফেলে। এ ঋণ উৎপাদন কাজে খাটানো হয় না। সুতরাং এ ঋণের দ্বারা

^{১৯১} প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩।

^{১৯২} বিচারপতি তাকী উসমানী, সুদ নিষিদ্ধ : পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

^{১৯৩} রহমাতুল্লাহ খন্দকার, বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় ইসলামিক ফাইন্যান্স, ইসলামিক ফাইন্যান্স, প্রাগুক্ত, সংখ্যা ৬, পৃ. ১৬।

^{১৯৪} আল-কুরআন, ২ : ২৭৫।

^{১৯৫} মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, সুদ সমাজ অর্থনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৭।

আয় বা সম্পদ বর্ধিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না। অতঃপর ঋণগ্রহীতাগণ এ ঋণের সুদ পরিশোধ করে তাদের পূর্বার্জিত বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ থেকে ভিটে-মাটি-স্ত্রী-সন্তান বিক্রি করে। ফলে তাদের সম্পদ প্রদত্ত সুদের সমপরিমাণে হ্রাস পায় এবং সেই সম্পদ গিয়ে ঋণদাতা পুঁজিপতিদের সম্পদ সমপরিমাণে বৃদ্ধি করে তাদের ধনী বানায়; এই লেনদেন মোট জাতীয় সম্পদে কোন বৃদ্ধি ঘটায় না।^{১৭১৬}

দ্বিতীয়ত: উদ্যোক্তাগণ তাদের নিজ নিজ ব্যবসা, শিল্প বা কৃষিতে বিনিয়োগের জন্য সুদ প্রদানের শর্তে যে ঋণ গ্রহণ করে সেসব ঋণের সুদ তারা নিজেরা দেয় না; বরং ধার্যকৃত সুদকে উৎপাদন ব্যয় হিসেবে পণ্য-সামগ্রীর দামের সাথে যোগ করে দেয়। বিষয়টা এভাবে প্রকাশ করা যায়ঃ $Cost\ of\ Production = Rent + Wages + Interest + Profit = Price$ । অতঃপর বিনিয়োগকারীগণ দ্রব্যমূল্যের আকারে এ সুদ চূড়ান্ত ক্রেতা-ভোক্তা জনগণের কাছ থেকে আদায় করে ঋণদাতা ব্যাংক বা মহাজনের হাতে তুলে দেয়। ফলে ভোক্তাগণ প্রতিদিন তাদের ক্রীত প্রতিটি পণ্য-সামগ্রীর দামের সাথে সুদ দিতে বাধ্য হয়। এভাবে ক্রেতাদের প্রদত্ত সুদ ঋণগ্রহীতা উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে ঋণদাতা পুঁজিপতিদের কাছে হস্তান্তরিত হয়, পুঁজিপতিদের সম্পদের অংক বৃদ্ধি পায়; আর ভোক্তাদের সম্পদ সমপরিমাণে হ্রাস পায়; মোট সম্পদ বৃদ্ধি পায় না।^{১৭১৭}

তৃতীয়ত: সরকার তার বাজেট ঘাটতি পূরণ, দুর্যোগ মুকাবিলা ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য দেশী-বিদেশী ঋণদাতা পুঁজিপতিদের নিকট থেকে সুদের ভিত্তিতে যে ঋণ গ্রহণ করে তার সুদও সরকার বর্ধিত কর আকারে জনগণের কাছ থেকে আদায় করে এবং দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের ধার্যকৃত সুদ পরিশোধ করে। ফলে করদাতাদের সম্পদ সুদ আকারে সরকারের মাধ্যমে দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের কাছে চলে যায়। এতে পুঁজিপতিদের সম্পদ যে পরিমাণে বাড়ে করদাতাদের সম্পদ সমপরিমাণে হ্রাস পায়; মোট সম্পদ বাড়ে না।^{১৭১৮} সাইয়েদ কুতুব শহীদ আয়াতের ব্যাখ্যায় এ কথাটিই নিম্নরূপে লিখেছেন : ‘সুদের ভিত্তিতে মূলধন নিয়ে যারা কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলে, তারা সুদ নিজেদের মূলধন বা মুনাফার অংশ থেকে দেয় না, তারা সেটা পণ্যের মূল্যের ওপর চাপিয়ে দেয়। ফলে এই সুদ কার্যত ব্যবহারকারী বা ভোক্তাদেরই দিতে বাধ্য করে। অন্যদিকে, সরকার যখন উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কাজে সুদের ভিত্তিতে ঋণ দেয় কিংবা গ্রহণ করে, তখনও সুদ দেওয়ার কাজটি শেষ পর্যন্ত জনগণের ওপরেই বর্তায় এবং পরিণামে তাদেরকেই সর্বস্বান্ত হতে হয়।’^{১৭১৯} তাফসীরে মারাগীতে বলা হয়েছে যে, ‘সুদখোরের মাল বাহ্যত বৃদ্ধি পেলেও তা বৃদ্ধি পায় অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে নিয়ে নেওয়ার কারণে। কতকগুলো লোকের সম্পদ একজনের কাছে কেন্দ্রীভূত হয়, তাতে গোটা সমাজের সম্পদ অপরিবর্তিতই থেকে যায়।’^{১৭২০}

আধুনিক অর্থনীতিবিদ জেমস রবার্টসনের বক্তব্য হচ্ছে:

‘The pervasive role of interest in the economic system results in the systematic transfer of money from those who have less to those who have more..it applies universally. It is partly because those who have more money to lend get more interest than those who have less; it is partly because the cost of interest repayments now forms a substantial element in the cost of all goods and services and the necessary goods and services looms much larger in the finances of the rich.’

অর্থাৎ, ‘অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে সুদের ব্যাপক ও বিস্তৃত ভূমিকার ফলে যাদের সম্পদ কম তাদের কাছ থেকে যাদের সম্পদ বেশি তাদের কাছে অর্থ নিয়মিতভাবে হস্তান্তর হয়। এই প্রক্রিয়া সর্বত্র সক্রিয়। এই হস্তান্তর অংশত এই কারণে হয় যে, যাদের ঋণ দেয়ার মত বেশি অর্থ আছে তারা যাদের অর্থ কম তাদের চেয়ে অধিক সুদ পায়; আর অংশত এ কারণেও হয় যে, বর্তমানে সুদ পরিশোধ বাবদ ব্যয়কে সকল পণ্য-সামগ্রী ও সেবার উৎপাদন খরচের অন্যতম উপাদান হিসেবে ধরা হয়। আর বিত্তশালীদের অর্থায়ন দ্বারাই প্রয়োজনীয় যাবতীয় পণ্য-সামগ্রী ও সেবার ব্যাপক উৎপাদন হয়ে থাকে।’^{১৭২১}

১৭১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

১৭১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

১৭১৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

১৭১৯ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, তফসীর ফী যিলালিল কুরআন, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭০-৭২।

১৭২০ উদ্ধৃত : মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, সুদ সমাজ অর্থনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

১৭২১ James Robertson, *Transformation of Economic Life : A Millennial Challenge*, (Devon : Green Books, 1998), p. 51-54.

রবার্টসন অন্যত্র লিখেছেন:

‘The transfer of revenue from poor people to rich people, from poor places to rich places, and from poor countries to rich countries by money and finance system is systematic.... One cause of the transfer of wealth from poor to rich is the way interest payments and receipts work through the economy.’

অর্থাৎ, অর্থিক পদ্ধতির মাধ্যমে গরীব লোকদের থেকে ধনী লোকদের কাছে, দরিদ্র এলাকা থেকে বিত্তশালী এলাকায় এবং গরীব দেশ থেকে ধনী দেশে নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবে আয়/সম্পদ হস্তান্তরিত হয়ে থাকে..। বিত্তহীনদের থেকে বিত্তশালীদের নিকট এইরূপে সম্পদ হস্তান্তরের অন্যতম কারণ হচ্ছে সুদের লেনদেন, যা গোটা অর্থনীতিতে পরিব্যাপ্ত।^{১৯২২}

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুদী ঋণ ব্যবস্থায় ধনী দেশগুলো এই একই পদ্ধতিতে গরীব, বিশেষ করে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর কাছ থেকে সুদ আকারে সম্পদ শোষণ করে নিচ্ছে। অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থার (OECD) মতে, ১৯৮২ হতে ১৯৯০ সময়কালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রতি মোট সম্পদ প্রবাহের পরিমাণ ছিল ৯২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই সম্পদের বেশির ভাগই ছিল ঋণ। স্বাভাবিকভাবেই এ ঋণের ওপর সুদ পাওনা হয়েছে। ১৯৮২-১৯৯০-এর একই সময়ে উন্নয়নশীল দেশসমূহ কেবল ঋণ পরিশোধ বাবদ (আসল ও সুদ) ঋণদাতা দেশগুলোকে ফেরত দিয়েছে ১,৩৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিত্তশালী দেশগুলোর অনুকূলে উদ্ভূতের পরিমাণ ৪১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই অস্বাভাবিক (Extra ordinary) অধিক পরিমাণ অর্থ ফেরত প্রদান সত্ত্বেও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মোট ঋণের পরিমাণ কি বিন্দু মাত্রও হ্রাস পেয়েছে! দুর্ভাগ্য যে তা হয়নি। বরং ঋণগ্রহীতা দেশগুলো ১৯৮২ সালের তুলনায় শতকরা পূর্ণ ৬১ ভাগ অধিক ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে ১৯৯০ দশকের যাত্রা শুরু করেছে।^{১৯২৩} সুদের হারের সাথে বিনিয়োগের সম্পর্ক বিপরীতমুখী। কারণ, সুদের হার বাড়ার কারণে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায় এবং বিনিয়োগ কমে থাকে। ফলে সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় পূর্ণ বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান এবং সর্বোচ্চ উৎপাদন সম্ভব হয় না। সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় অর্থ বিনিয়োগকারীরা বেশি মুনাফার সম্ভাবনা থাকলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যে বিনিয়োগ করার পরিবর্তে বিভিন্ন ক্ষতিকর ও বিভিন্ন বিলাসদ্রব্য উৎপাদনে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে। প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যবস্থায় উচ্চ হারে সুদ পরিশোধের শর্তে উৎপাদনকারীরা ঋণগ্রহণ করে। তাই তারা সব অবস্থায় বেশি লাভজনক এবং ঝুঁকিবিহীন ও নিরাপদ খাতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়। এ কারণে সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় কিন্তু কম লাভজনক কিংবা ঝুঁকিপূর্ণ এমন খাতে বিনিয়োগ কমে যায়। সুদী ব্যবস্থায় ঝুঁকিমুক্ত, নিশ্চিত ও নির্ধারিত সুদ লাভের সুযোগ থাকায় পুঁজির মালিকেরা তাদের অর্থের বড় একটি অংশ সরকারি সিকিউরিটিজ, শেয়ার, বন্ড ইত্যাদি অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে। ফলে প্রয়োজনীয় উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ কমে যায়।^{১৯২৪} সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় একজন উৎপাদনকারী পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা ও সুদের হার সমান হওয়া পর্যন্ত উৎপাদন চালিয়ে যায়। কিন্তু সুদের হার কখনো শূন্য হয় না বলে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা শূন্য হওয়া পর্যন্ত আরো যে উৎপাদন হতে পারত, এ ব্যবস্থায় তা হয় না। কাজেই সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে পারে না। সামগ্রিক ভোগ বাড়লে বিনিয়োগ ও আয় বাড়ে। আবার আয় বাড়লে সঞ্চয় বাড়ে। কিন্তু, সুদেও হার বাড়লে উৎপাদন খরচ বাড়ে। ফলে পণ্যের বাজারমূল্যও বেড়ে যায়। এ কারণে মোট বিক্রিও কমে যায়। আর বিক্রি কমে যাওয়ার কারণে উৎপাদনকারীর আয় ও সঞ্চয় কমে যায়। ফলে বিনিয়োগও কমে যায়। এভাবে সুদ সঞ্চয় ও পুঁজি গঠনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অর্থনীতিতে সুদের হারকে বিবেচনায় রেখে জিনিসপত্রের দাম নির্ধারিত হয়। ফলে সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় জিনিসপত্রের দাম তুলনামূলক বেশি হয়।^{১৯২৫}

২. ঘারার বা ফটকাবাজি ও প্রতারণার পথ চিরতরে রুদ্ধ

‘ঘারার’ শব্দের অর্থ ‘অনিশ্চয়তার লক্ষণ’, ‘ঝুঁকি’, ‘চুক্তিতে ফটকামূলক অবস্থা’।^{১৯২৬} ইসলামী ব্যাংকিংয়ের লক্ষ্য যেহেতু সমাজের কল্যাণসাধন, তাই ‘ঘারার’ নিবারণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো অনিশ্চিত আর্থিক ঝুঁকি থেকে ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহকদের রক্ষা করা। আবদুল-রাহমান একে ‘প্রবঞ্চনা’ বলেই অভিহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে কিছু বিক্রি চুক্তির উদাহরণ দেয়া যেতে পারে; যেমন, কোনো পণ্যের দাম নিয়ে যদি অনিশ্চয়তা থাকে, পণ্যটির মালিকানা যদি সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের হাতে না থাকে, পণ্যটি যদি কোনো পক্ষের নিয়ন্ত্রণে না থাকে অথবা পক্ষদ্বয়ের দায় নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা থাকে, তাহলে এগুলোকে ‘ঘারার’ বলা যেতে পারে। জুয়ার আরবি শব্দ হচ্ছে ‘মাইসির’ যা ‘ইয়াস্‌সারা’ শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ দৈব

^{১৯২২} James Robertson, *Future Wealth : A New Economics for the 21st Century*, (London : Cassel Publication, 1990), p. 130-131.

^{১৯২৩} প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৯; সুসান জর্জ, *দি ডেট বুমেংরাং : হাউ দি থার্ড ওয়ান্ড ডেট হারমস আস অল*, (লন্ডন : গ্রুটো প্রেস, ১৯৯২), পৃ. ১০-১৫।

^{১৯২৪} মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ও অন্যান্য, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৫০-৫২।

^{১৯২৫} *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৫০-৫২।

^{১৯২৬} এম. এ. এল. গামাল, *Islamic Finance: Law, Economics and Practice*, (ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৬ খৃ.), পৃ. ১০-১৫।

সুযোগ বা বিনা পরিশ্রমে কোনো কিছু অর্জন।^{১৯২৭} বিভিন্ন ধরনের 'ঘারার' রয়েছে: নিখাদ ফটকাবাজি, যেখানে সুযোগ বা জুয়ার ওপর ফলাফল নির্ভরশীল; অনিশ্চিত ফলাফল, যেখানে বিনিময়মূল্য অনিশ্চিত বা বাস্তবিক নয়; বস্তুর যথার্থতা নেই (inexactitude of object); এবং বস্তুর অজ্ঞাত ভবিষ্যত। কামালির মতে, ফটকাবাজি হচ্ছে এমন প্রত্যাশায় কোনো সম্পদ কেনাবেচা যে, ওই সম্পদের মূল্য থেকে লাভ করার সুযোগ রয়েছে।^{১৯২৮} এটা এক পক্ষ এবং সার্বিকভাবে গোটা মানবতার কল্যাণের বিনিময়ে অন্য পক্ষের বস্তুর সুবিধা লাভের জন্য প্রতারণার সুযোগ সৃষ্টি করে। তার মতে, আল-কুরআনে মাইসির নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ, এখানে অস্পষ্ট ও অনৈতিক প্রলোভনের ভিত্তিতে দু'টি পক্ষের মধ্যে একটি নামোমাত্র চুক্তি হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে লাভের আশা দেয়। জুয়াড়ি পক্ষগুলো একটি ঝুঁকি নেয় যা তাদের নিজস্ব সৃষ্টি। যেখানে প্রাপ্তির আশা ও হারানোর ভয় উভয়ই এমনভাবে থাকে যে সেগুলো আমাদের স্বাভাবিক জীবনের অপরিহার্য অংশ নয়।^{১৯২৯} ইসলামে ঘারার নিষিদ্ধ। ঘারার বলা হয়, যার এমন একটি প্রকাশ্য রূপ রয়েছে যা দ্বারা মানুষ এর প্রতি আকৃষ্ট হয়; কিন্তু এর মধ্যে এমন অদৃশ্য কারণ রয়েছে, যে কারণে তা অস্পষ্ট। অতএব এর প্রকাশ্য রূপ ক্রেতাকে ধোঁকায় ফেলে। আর এর ভিতরের রূপ অজানা।^{১৯৩০} ঘারার দূর করা হলে ফটকাবাজি ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হবে না। অতিরিক্ত অস্পষ্টতার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য, স্টক ও শেয়ার বাজারে ফটকাবাজির উদ্ভব হয়। তাই ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় ঘারার নিষিদ্ধ। হাদিসে এসেছে, *نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر* অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘারার বা অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।^{১৯৩১} ব্যবসাবাণিজ্যে ইসলাম ফটকাবাজির মতো এমনসব কৌশলকে নিষিদ্ধ করেছে যার মধ্যে অতিরিক্ত অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তা রয়েছে। একপক্ষ অধিক লাভবান হবে এবং অন্য পক্ষ নিঃশ্ব হবে এটা ইসলামে কাম্য নয়। এ জন্য ইসলামে মুলামাসা (الملازمة), মুনাবাযা (المنابذة) ইত্যাদি ফটকামূলক লেনদেন নিষিদ্ধ। চলমান বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রতিকারের জন্য ঘারার (অনিশ্চয়তা) ও ফটকামূলক লেনদেন নিষিদ্ধ করতে হবে। ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ এরকম লেনদেনকে নিষিদ্ধ জুয়া (মাইসির)-এর সাথে তুলনা করেছেন।

কামালি ব্যাখ্যা করেন, কোনো বিক্রি-চুক্তিতে এক পক্ষ তার পাওনা পায় কিন্তু অন্য পক্ষ পায় না এবং দ্বিতীয় পক্ষ একধরনের ঝুঁকি (মুখারাত) গ্রহণ করেছে যা তাকে উদ্বিগ্ন এবং তার অধিকার ক্ষুণ্ণ করেছে। তাহলে ওই কেনাবেচায় অংশ নেয়া দু'পক্ষই প্রতারণা (ঘারার) ও জুয়ায় অংশ নিচ্ছে বলে বিবেচিত হবে।^{১৯৩২} চুক্তি সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব (বস্তুর মূল্য, সরবরাহের সময়), বস্তুর অস্তিত্ব ও হস্তান্তরের সময় নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং এর ফলাফল সম্পর্কিত অনিশ্চয়তার ফলে সৃষ্ট ঝুঁকির সঙ্গে ঘারারকে সম্পর্কযুক্ত করা যেতে পারে। চুক্তির এমন ঝুঁকি থেকে ঘারার (অনিশ্চয়তা) উদ্ভূত যা বিক্রির স্তম্ভ ও উদ্দেশ্যকে হালকা করে দেয়। আল-কারশি বলেন, ঘারার নিষিদ্ধের যৌক্তিক কারণ হচ্ছে বিক্রি সম্পন্ন করার অক্ষমতা, মানুষের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করাকে বাধা দেয়াসহ ('আকল আল-মাল বিল-বাতিল) চুক্তির সততা এবং বিক্রিতে বিনিময়মূল্যের অসমতা এবং সম্ভাব্য মতবিরোধ ও ঘৃণা দূরীকরণ। তিনি ব্যাখ্যা করেন, তখনই অনিশ্চয়তার কারণ ঘটে যখন চুক্তির একটি পক্ষ তার প্রাপ্য পায় কিন্তু অন্য পক্ষ তার প্রাপ্য পায় না। যদি দ্বিতীয় পক্ষের অধিকার সর্বদা অপূর্ণ থাকে তাহলে প্রথম পক্ষ অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পত্তি গ্রাস (আকল আল-মাল বিলবাতিল) করার অপরাধে অপরাধী হয়। এ ধরনের অনিশ্চিত বিক্রি জুয়া এবং পন্টিং (punting) (আল-কিমার ওয়াল মাইসির)-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। যা শরী'আহ্য় নিষিদ্ধ।^{১৯৩৩} 'তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, কেবল তোমাদের পরস্পরের সম্মতিতে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ।'^{১৯৩৪} কামালি জোর দিয়ে বলেন, জুয়া বা কিমার হলো, চুক্তিবদ্ধ দু'টি পক্ষের মধ্যে একটি লড়াকু সম্পর্ক। দু'পক্ষই লোকসানের ঝুঁকি নেয় এবং এক পক্ষের লোকসান মানে অন্য পক্ষের লাভ। কামালি বলেন, এটা সম-অধিকার নীতির লঙ্ঘন এবং পারস্পিক চুক্তির ভিত্তিতে এক ধরনের ডাকাতি। এটা অনেকটা ডুয়েল লড়ার মতো। অর্থাৎ, চুক্তি করে একজনকে খুন করা। 'জুয়াতেও সুযোগ গ্রহণের মতো একধরনের আবেদন রয়েছে এবং তা মানুষের জীবনের নৈতিক শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে দেয়। এটি বস্তুর লাভ এবং অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তির প্রতি এমনভাবে মনোযোগ আকৃষ্ট করে যা অস্বাভাবিক আবেগপ্রবণ এবং তা মানুষকে এমনভাবে আবিষ্ট করে ফেলে যে তা জীবনের মূল্যবান তৎপরতার পেছনে ছোট্ট মনোযোগ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়।'^{১৯৩৫} তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, জুয়া মানুষের মধ্যে সহযোগিতা ও আত্মবোধ নষ্ট করে লড়াকু ও জয়ী হওয়ার মনোভাব সৃষ্টি করে। সভ্যতার জন্য যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া

১৯২৭ মোহাম্মদ হাশিম কামালী, *Islamic Commercial Law*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

১৯২৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭।

১৯২৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

১৯৩০ ইমাম ইবনুল আসীর জাযারী (র.), *জামিউল উসূল ফি আহাদিসির রাসূল*, (তাবুক: মাকতাবাতুল হালওয়ানী, ১৯৬৯ খৃ.), খ. ১, পৃ. ৫২৭।

১৯৩১ ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পরিচ্ছেদ: বাতলানু বাইয়ুল হুসাতি ওয়াল বাইউ আল্লাযি ফি, হাদিস নং ১৫১৩, পৃ. ১১৫৩।

১৯৩২ মোহাম্মদ হাশিম কামালি, *Islamic Commercial Law*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।

১৯৩৩ উদ্ধৃত: মোহাম্মদ হাশিম কামালি, *Islamic Commercial Law*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।

১৯৩৪ আল-কুরআন, ৪:২৯।

১৯৩৫ মোহাম্মদ হাশিম কামালি, *Islamic Commercial Law*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

গুরুত্বপূর্ণ তার সঙ্গে এর কোনো সামঞ্জস্য নেই। নৈতিকভাবে অস্বচ্ছ কর্মকাণ্ড এর বৈশিষ্ট্য। যা পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণার বীজ বপন করে। একই সঙ্গে সম্প্রীতি, আধ্যাত্মিক সচেতনতার পথে বাধা সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্তার স্মরণ থেকে বিমুখ করে দেয়।^{১৭৩৬} ঘারার নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য চারটি শর্ত পূরণ হতে হবে। ঘারার হতে হবে বড়, কারণ অর্থের পরিমাণ ক্ষুদ্র হলে তা কোনো চুক্তিকে বাতিল করে না; ঘারার অবশ্যই হবে একটি বিনিময় চুক্তি; ঘারার হবে চুক্তির মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, এর সঙ্গে যুক্ত কিছুই নয়; এবং জনস্বার্থ ও প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে ঘারার অনুমোদিত।^{১৭৩৭}

কামালি আরো বলেন, ‘ঘারার হলো একটি ব্যাপকভিত্তিক ধারণা এবং বিভিন্ন ধরনের লেনদেনে এর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হতে পারে।^{১৭৩৮} উদাহরণস্বরূপ, একটি চুক্তির মধ্যেই প্রবল, মাঝারি ও দুর্বল ঘারার থাকতে পারে। মাওয়িল ইজ্জদিন ব্যাখ্যা করে বলেন : ‘(ঘারার বিষয়ে) বিভিন্ন ধরনের চুক্তি পর্যালোচনা করে এর ওপর নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সহজাতভাবে যা ঘারার তা নিষিদ্ধ। যেমন: পরিমাপ করা যায় এমন কিছুই সঙ্গে পরিমাপ করা যায় না এমন কিছু বিনিময় মাকিল, নিষিদ্ধ, শুকনো খেজুরের সঙ্গে তাজা খেজুরের বিনিময় নিষিদ্ধ।^{১৭৩৯} ভিসারের মতে, ঘারার নিষিদ্ধ করার অর্থ হলো, ব্যবসায়িক অংশীদাররা লেনদেনে প্রস্তাবিত সঠিক বিনিময়মূল্য সম্পর্কে অবহিত হবেন।^{১৭৪০} কামালি ‘ঘারার’কে প্রধান চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলো হলো, বিক্রিতব্য বস্তুর অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত অনিশ্চয়তা অথবা এর প্রাপ্যতা, পরিমাণ সম্পর্কিত অনিশ্চয়তা এবং সর্বশেষে, সমাপ্তিকাল ও সরবরাহের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা।^{১৭৪১} ভিসার বলেন, অনিশ্চয়তা বা ঘারার এড়ানোর জন্য, ‘বিক্রির বস্তু এবং মূল্য উভয়ের অস্তিত্ব এবং চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলো যে সরবরাহে সক্ষম তা নিশ্চিত করতে হবে; এবং পরিমাণ, মান ও ভবিষ্যতে সরবরাহের তারিখ সুনির্দিষ্ট করতে হবে।^{১৭৪২} ভিসার আরো মনে করেন যে, ‘একজন বিক্রেতা/অর্থায়নকারী কোনো বস্তু বিক্রি বা ইজারা দেয়ার আগে তার মালিকানা লাভ করতে হবে, সুতরাং বস্তুর অস্তিত্ব থাকতে হবে।^{১৭৪৩} কেউ কোনো জিনিস বিক্রির আগে তাকে বিক্রিতব্য জিনিসটির মালিক বা গঠনমূলক ভোগদখল (কাব্দ) করতে হবে।

ঘারার-এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য চুক্তিগত জটিলতার সঙ্গে যুক্ত। একাধিক লেনদেন একটি চুক্তির আওতায় থাকতে পারবে না। তাই একই চুক্তিতে দুটি বিক্রির লেনদেন নিষিদ্ধ। এর উদাহরণ হিসেবে ভিসার উল্লেখ করেন, একটি বিক্রি এবং একটি ইজারা (লিজ) লেনদেন একই সঙ্গে একটি চুক্তিতে থাকতে পারবে না।^{১৭৪৪} বিষয়টি ব্যাখ্যা করে ভিসার বলেন, মুসলিম আইনজ্ঞরা ঘারার-এর ওপর নিষেধাজ্ঞাকে বিনিময়ে ন্যায্যতা বা বাজারে ন্যায্যমূল্য বজায় রাখার নির্দেশ বলে মনে করেন। কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার আগে উভয় পক্ষ বাজারমূল্যসহ সংশ্লিষ্ট সব তথ্য পুরোপুরি অবহিত হবেন।^{১৭৪৫} আইয়ুব বলেন: ঘারার এড়ানোর জন্য চুক্তিটির বিষয়বস্তু এবং লেনদেনে এর বিনিময়মূল্য সম্পর্কে অতিমাত্রায় অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত থাকবে; পণ্যটি অবশ্যই সংজ্ঞায়িত, চিহ্নিত এবং সরবরাহযোগ্য হতে হবে এবং তা চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলোকে সুস্পষ্টভাবে জানতে হবে, গুণগত মান ও পরিমাণ অবশ্যই উল্লিখিত হতে হবে, একটি চুক্তিতে পক্ষগুলোর অধিকার ও দায়ের ব্যাপারে কোনো সংশয় বা অনিশ্চয়তা থাকতে পারবে না, পণ্যের প্রাপ্যতা, অস্তিত্ব এবং সরবরাহযোগ্যতার বিষয়ে কোনো অনিশ্চয়তা থাকবে না এবং চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলো পণ্যের সত্যিকার অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হবেন।^{১৭৪৬} মাওয়িল ইজ্জদিন বলেন: এসব চুক্তি সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞার কারণ প্রতারণার আশঙ্কা, যা বিনিময়কৃত পণ্যগুলোর মধ্যে একটির পরিমাণ না জানার কারণে ঘটতে পারে।^{১৭৪৭} ঘারার আর্থিক ব্যবস্থাকে একটি ‘জিরো-সাম গেম’-এ পরিণত করে, যেখানে একজন লাভবান ও অন্যজন লোকসানের সম্মুখীন হয়। ঘারার-এর সব কিছুই নিষিদ্ধ হওয়ার পেছনে কারণটি হলো তা অনৈতিকতার বিস্তার ঘটায়, নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে, সামাজিক বিভেদের জন্ম দেয়, বাজারকে উদ্বায়ী (volatile) ও আর্থিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে। এটি প্রতারণা এবং নির্ভর লোভের দুয়ার খুলে দেয়। ইবনে তাইমিয়ার মতে, জুয়ার শয়তান রিব্বার চেয়েও বড়। কারণ, জুয়ার মধ্যে দুটি শয়তান জড়িত-সম্পদের অবৈধ দখলদারিত্ব এবং একটি

১৭৩৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

১৭৩৭ ক্যামিলে পালদি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-১২৯।

১৭৩৮ মোহাম্মদ হাশিম কামালি, *Shari'ah Law: An Introduction*, (অক্সফোর্ড: ওয়ান ওয়ার্ল্ড পাবলিকেশন্স, ২০১১ খৃ.), পৃ. ৮৪।

১৭৩৯ মাওয়িল ইজ্জদিন, *Islamic Law, From Historical Foundations to Contemporary Practice*, (ইন্ডিয়ানা: ইউনিভার্সিটি অব নটরডেম প্রেস, ২০০৪ খৃ.), পৃ. ৭৪।

১৭৪০ হ্যাস ভিসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

১৭৪১ উদ্ধৃত: আবদুল আজিজ ওলুয়ানিসোলা আবদুল ওহাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।

১৭৪২ হ্যাস ভিসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

১৭৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

১৭৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

১৭৪৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

১৭৪৬ উদ্ধৃত: মাসুদুল আলম চৌধুরী, *The Islamic World System, A Study in Polity-Market Interaction*, (সিঙ্গাপুর: ওয়ার্ল্ড সায়েন্টিফিক পাবলিশিং কোং পিটিই লি., ২০০৭), পৃ. ৬১।

১৭৪৭ মাওয়িল ইজ্জদিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

অবৈধ খেলায় অংশগ্রহণ। দুটিই হারাম।^{১৯৮} যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মন্দার একটি কারণ ছিল শেয়ার ও বিভিন্ন সিকিউরিটির প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে সাধারণ ক্রেতাদের অজ্ঞতা। তারা যা ক্রয় করছে তার প্রকৃত মূল্য কত কিংবা এটি কি পরিমাণ সম্পদের প্রতিনিধিত্ব করছে তারা তা জানত না। কিন্তু ইসলামে ঘারার বা অস্পষ্টতার সুযোগ নেই। ইসলামী বিধান অনুযায়ী বিক্রোতা অবশ্যই ক্রেতাকে দ্রব্যের গুণাগুণ সম্পর্কে অবহিত করবে। ইসলামী শেয়ার মার্কেটে সময়ে সময়ে শেয়ারের প্রকৃত দাম প্রচার করতে হবে, যাতে শেয়ার ক্রেতা প্রতারিত না হয়। মার্কেটে শেয়ারের প্রকৃত দাম উল্লেখ থাকলেও ক্রেত-বিক্রেতা তা বাজার দামে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে।^{১৯৯}

৩. মাইসির বা জুয়ার কারবার নিষিদ্ধ

ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে মাইসির বা জুয়া নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয়েছে,

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

অর্থাৎ, মদ, জুয়া, মূর্তি পূজায় বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর।^{১৯০} ব্যবসা-বাণিজ্যে জুয়ার অনুশীলন না থাকলে অর্থনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ থাকবে না। মাইসিরকে ইসলাম অন্যের সম্পদ আত্মসাতের মতো একটি অবিচার হিসেবে গণ্য করে।^{১৯১} রিবাব ধারণার সঙ্গে এর অনেক মিল রয়েছে। জুয়া বা ভবিষ্যতের কোনো ঘটনার ওপর বাজি ধরা নিষিদ্ধ। এই নিষেধাজ্ঞার মানে হলো, যেকোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার জন্য চুক্তি হতে হবে অনিশ্চয়তা, ঝুঁকি এবং কল্পনা (ফটকাবাজি) থেকে মুক্ত। চুক্তির পর লেনদেনের ফলে এর মূল্য কী দাঁড়াবে সে বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলোর সম্যক ধারণা থাকতে হবে।^{১৯২} যদিও কোনো পক্ষই নিশ্চিত মুনাফার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না। ‘লাভ অনিশ্চিত’-এই নীতির ভিত্তিতে চুক্তি করা হয়। এই নীতির সরাসরি ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনায় নিয়ে ধার নেয়া অর্থের অতিরিক্ত কিছু পরিশোধ করা হবে, গ্রাহকের কাছ থেকে এমন প্রতিশ্রুতি নেয়ারও অনুমতি নেই। এই নিষেধাজ্ঞার যৌক্তিকতা হলো দুর্বলকে সবলের শোষণ থেকে রক্ষা করা। তাই বিকল্প ও ভবিষ্যৎ বিবেচনায় নেয়া অনৈসলামিক এবং আগাম দরে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনও একই। কারণ এখানে দর নির্ধারিত হয় সুদের পার্থক্য নির্ণয়ের মাধ্যমে। তবে এটা মনে করার কারণ নেই যে ভবিষ্যৎ ফলাফল অজানা বিধায় কোনো চুক্তিকে অকার্যকর বলে ধরে নেয়া হবে। মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে ভবিষ্যৎ সর্বদা অজানা। কিন্তু বিনিয়োগ চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার ফলে কেউ মুনাফা করতে পারবে কি না তা জানতে না পারা, আর কোথায় বিনিয়োগ চুক্তির ক্ষেত্রটিই অনিশ্চিত সে বিষয়ে জ্ঞান না থাকা এক কথা নয়।^{১৯৩} বহু মুসলিম বিশেষজ্ঞ মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে ঋণগ্রহীতার (indebtedness) ইনডেব্লেসন অনুমোদন করেননি এবং কর্তে হাসানার মাধ্যমে এই নিষেধাজ্ঞার ব্যাখ্যা করেছেন। ওইসব বিশেষজ্ঞের মতে, ঋণদাতা ঋণ দেন আল্লাহর ফজল লাভের জন্য এবং তিনি শুধু আল্লাহর কাছ থেকেই পুরস্কারের প্রত্যাশা করতে পারেন। তবে এমন অনেক লেনদেন আছে যেগুলো ‘ঘারার’ নীতিমালার ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন, বাই মুয়াজ্জাল বা বিলম্বিত পরিশোধ সম্বলিত বিক্রি, বাই আল-সালাম বা সরবরাহসহ পণ্য বিক্রি এবং ইজারা বা লিজিং। অবশ্য, এ ধরনের চুক্তির জন্য এমন আইনি ব্যবস্থার প্রয়োজন যাতে ঝুঁকি থাকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে।^{১৯৪}

৪. সকল প্রকার জাহালাহ বা অজ্ঞতার পথ বন্ধ

জাহালাহ হচ্ছে এমন ধরনের লেনদেন যেখানে ক্রেতা জানে না যে, সে কী ক্রয় করছে অথবা বিক্রোতা জানে না যে, সে কী বিক্রয় করছে। জাহালাহর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো বিক্রীত পণ্যের নির্দিষ্টতা, পণ্যের মূল্য, বিক্রয়ের সময় এবং কোথায় পণ্যটি ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা হবে তা স্পষ্ট না থাকা। একইভাবে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে চুক্তির বিষয়বস্তু স্পষ্ট না হলে সেখানেও জাহালাহর সৃষ্টি হতে পারে। তাই ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় এবং চুক্তি সম্পাদনে জাহালাহকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাদিসে শরীফে এসেছে,

إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر

^{১৯৮} উদ্ধৃত: মোহাম্মদ হাশিম কামালি, *Islamic Commercial Law*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

^{১৯৯} মুহাম্মদ আকরাম খান, ইসলামী অর্থনীতিতে পণ্য ও স্টক বিনিময়, অনু: মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব, *ইসলামী ব্যাংকিং*, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৯৯), পৃ. ৫৫।

^{১৯০} আল কুরআন, ৫:৯০।

^{১৯১} আল-কুরআন, ২:২১৯।

^{১৯২} আবু ওমর ফারুক আহমেদ ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭; আবু ওমর ফারুক আহমেদ, *Legislations and Issues on Islamic Banking in Bangladesh*, তরুণ বুদ্ধিজীবীদের জন্য প্রথম আন্তর্জাতিক ‘ফোরাম অন ইসলামিক ইকোনমিকস, ফিন্যান্স অ্যান্ড বিজনেস’ সম্মেলনে পঠিত নিবন্ধ, লংকাভি, ১৮-২০ এপ্রিল, ২০০৬।

^{১৯৩} আবু ওমর ফারুক আহমেদ ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭; তারেক আল দিউয়ানি, *The Problem With Interest*, (লন্ডন: ক্রিয়েটক লি., ১৯৯৭), পৃ. ১৪৩-১৪৪।

^{১৯৪} আবু ওমর ফারুক আহমেদ ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮; আবু ওমর ফারুক আহমেদ, *Problems of Islamic Banking in Bangladesh*, ইসলামিক রিসার্চ ব্যুরোতে উপস্থাপিত নিবন্ধ, ঢাকা, ২১ জানুয়ারি, ২০০১।

অর্থ: রাসূল (সা.) বলেছেন, পানির নিচের মাছ বিক্রয় করা না। কেননা, এটি অনিশ্চিত বা ঘারার।^{১৭৫৫}

৫. বাই' আদ-দাইন, বাই' আল-বাতিল, বাই' আল-ফাসিদ, বাই' আল-ঈনা, ইহতিকার, শর্ট সেলিং ও ফরওয়ার্ড সেলিং নিষিদ্ধ

ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয় করাকে বাই' আদ-দাইন বলে। ডিসকাউন্টিং-এর ভিত্তিতে ঋণ বিক্রয় ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় নিষিদ্ধ। ইসলামী ফিকহ একাডেমির সকল সদস্য ঋণ বিক্রির নিষিদ্ধতাকে সর্বসম্মতিক্রমে কোন ধরনের বিরোধিতা ব্যতীত গ্রহণ করেছেন।^{১৭৫৬} এ প্রসঙ্গে হাদিসে বলা হয়েছে,

إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئى بالكالئى أى بيع الدين بالدين.

অর্থাৎ, রাসূল (সা.) কালি বিল কালি^{১৭৫৭} বা ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।^{১৭৫৮} ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থ কোন পণ্য বরং তা বিনিময়ের মাধ্যম। অর্থনৈতিক মন্দা থেকে বিশ্বকে উদ্ধারের জন্য এ নিষেধাজ্ঞার বাস্তবায়ন জরুরি। যে ক্রয়-বিক্রয় মূলগত ও গুণগত উভয় দিক থেকে শুদ্ধ নয় তাকে বাই'-বাতিল বলা হয়।^{১৭৫৯} যেমন- মদ, শূকর, মৃতজন্তু ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ নয়।^{১৭৬০} যে ক্রয়-বিক্রয় মূলগতভাবে শরী'আহসম্মত কিন্তু গুণগত দিক দিয়ে শরী'আহসম্মত নয় তাকে বাই' আল-ফাসিদ বলে। যেমন, অনেক গাড়ি থেকে নির্দিষ্ট না করে কোন একটি গাড়ি বিক্রি অথবা অনেক ঘর থেকে একটি ঘর বিক্রি করা।^{১৭৬১} কোন ব্যক্তি তার পণ্যটি অন্যের কাছে বাকিতে বিক্রির পর আবার ঐ ব্যক্তির নিকট থেকে তা নগদে ক্রয় করে নেয়াকে বাই' আল-ঈনা বা বাই' ব্যাক বলে। এটিও বাই' আল- ফাসিদের অন্তর্ভুক্ত।^{১৭৬২} ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় বাই' আল-বাতিল, বাই' আল-ফাসিদ ও বাই' আল-ঈনা নিষিদ্ধ। বাই' আল-ঈনা হচ্ছে স্থিরকৃত মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে একটি বিক্রয় ও বাই'-ব্যাক ব্যবস্থা। মুরাবাহা লেনদেনও বাই' আল-ঈনাতে রূপান্তরিত হতে পারে, যদি না বিক্রয়তার পরিচয় ক্রেতা থেকে আলাদা হয়। এটি হতে পারে যখন ব্যাংক তার গ্রাহকের কাছ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো পণ্য কিনল এবং তখনই বর্ধিত মূল্যে ও কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে গ্রাহকের কাছেই আবার বিক্রি করে দিল।^{১৭৬৩} হাদিসে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে, যারা বাই' আল-ঈনার ভিত্তিতে লেনদেন করে তাদের ওপর লানত।^{১৭৬৪} বস্ত্ত বাই' আল-ঈনাভিত্তিক লেনদেনে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বহু মৌলিক লক্ষ্য লঙ্ঘিত হয়। এর ফলে সৃষ্ট মাফাসিদ ছাপিয়ে যায় মাসালিহকে। এর কয়েকটি নিম্নরূপ^{১৭৬৫}:

প্রথমত: ঋণদাতা বা ব্যাংক একটি 'ঋণ' সৃষ্টি করে, যা অর্থনীতিতে ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা সৃষ্টি করে। এতে গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একটি অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ ও অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয়ত: এক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে বিক্রি বা ব্যবসা বলতে কিছু হয় না। যা হয় তা হলো দু'পক্ষের মধ্যে কেবল কিছু কাগজি দলিল বিনিময়, যা আসলে ব্যবসা নয়। এতে আয়ের সুখম বস্তুনের মাকাসিদ বিঘ্নিত হয়।

তৃতীয়ত: এটা হচ্ছে একটা আইনি উপকরণ (হিলাহ) ব্যবহার করে রিবা বা সুদকে 'জায়েজ' করারই ভিন্ন একটা রূপ মাত্র।

চতুর্থত: এ রকম ক্ষেত্রে ব্যাংক কিছু দিনের জন্য সংশ্লিষ্ট সম্পদের মালিক থাকে না। যদি থাকত তাহলে এর কিছু দায়ভারও ব্যাংককে নিতে হতো। কিন্তু ব্যাংক এই সম্পদের মালিক থাকে মাত্র কয়েক মিনিট। এভাবে মালিকানা ও ঝুঁকির দায় না নিয়েই ব্যাংক যে মুনাফা করে, তা 'আল-খারাজু বিল-ধামান' নীতিমালা অনুযায়ী, মুনাফা অর্জনের অধিকারের পরিপন্থী। এই মুনাফার অর্থ এমন এক প্রবৃদ্ধি, যাতে মালিকানার ঝুঁকি নেই। আবার

- ১৭৫৫ আবু আবদুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ*, (বৈরাত: মুয়াসসায়াতুর রিসালাহ, ২০০১ খৃ.), খ. ৬, হাদিস নং ৩৬৭৬, পৃ. ১৯৭।
- ১৭৫৬ বিচারপতি তাকী উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫।
- ১৭৫৭ কালি বিল কালি (الكالى بالكالى) অর্থ হল বাকিতে বিক্রয়। মূল্য পরিশোধে বিলম্ব হওয়ার কারণে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে পুনর্মূল্য নির্ধারণে একই পণ্য পুনবিক্রয় করাকে কালি বিল কালি বলে। যেমন, দেনাদার কর্তৃক দেনা পরিশোধের দিন পাওনাদারকে এ কথা বলা যে, দেনা পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দিন আমি কিছু মূল্য বাড়িয়ে তা পরিশোধ করব। এইমর্মে পাওনাদার তার পণ্যটি দেনাদারের নিকট নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আরো অতিরিক্ত মুনাফা ধার্য করে পুনরায় বাকিতে বিক্রয় করা।
- ১৭৫৮ আবদুর রাজ্জাক, *আল-মুসান্নাফ*, (বৈরাত: আল-মাকতাবা আল-ইসলামী, ১৪০৩ হি.), খ. ৮, পরিচ্ছেদ: আজালুন বি আজালিন, হাদিস নং ১৬০৫, পৃ. ১২২৮।
- ১৭৫৯ কাজী ওমর ফারুক, *ইসলামী ব্যাংকিং তত্ত্ব ও অনুশীলন*, (ঢাকা: মুজদেশ প্রকাশন, ২০১০ খৃ.), পৃ. ১০০; মুহাম্মদ শামসুল হুদা, মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি শরী'আহর নীতিমালা*, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ২০০৯ খৃ.), পৃ. ৫২-৫৪।
- ১৭৬০ কাজী ওমর ফারুক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০; মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১-৫৪; মুফতি ইহসানুল্লাহ শায়েক, *আধুনিক লেনদেনের ইসলামী বিধান*, অনু: আবদুল্লাহ আল ফারুক, (ঢাকা: মাকতাবাতুল আযহার, ২০১৩ খৃ.), পৃ. ৪৫।
- ১৭৬১ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩।
- ১৭৬২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪।
- ১৭৬৩ তাওফিক আল-মুবারক ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০।
- ১৭৬৪ উদ্ধৃত: তাওফিক আল-মুবারক ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০।
- ১৭৬৫ তাওফিক আল-মুবারক ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০।

খেলাপির ক্ষেত্রেও একই কনসেপ্টের ভিত্তিতে, ব্যাংক ওই সম্পদ ফেরত চাইতে কিংবা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে না। কারণ তারা তো ওই সম্পদের মালিকই নয়।

পঞ্চমত: যেহেতু কিছু নগদ অর্থের প্রয়োজনে ওই সম্পদ বিক্রি করা হয়, তাই ব্যাংক এর বাজারমূল্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ দাম নির্ধারণ করে না। বস্তুত এটি গ্রাহকের প্রতি 'মূল্য' ছাড়া আর কিছু নয়। বাই' আল-'ঈনা চুক্তির সম্প্রসারিত রূপ তাওয়াররুককে পরিকল্পিত তাওয়াররুক (তাওয়াররুক মুনায্জাম)^{১৭৬৬} না হওয়া পর্যন্ত যদিও অনুমোদনযোগ্য বলে মনে হয়, আসলে এটা ঋণভিত্তিক একটা অর্থায়ন স্কিম, যার মাফাসিদ এর মাসালিহকে ছাড়িয়ে যায়।

ড. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকীর মতে, এ ধরনের ঋণভিত্তিক অর্থায়ন স্কিমের মাফাসিদে অন্তত নিম্নোক্ত বিষয়গুলো^{১৭৬৭} অন্তর্ভুক্ত থাকে :

ক. ঋণের আকার ক্রমশ বাড়তে থাকে।

খ. বর্তমানের অর্থ ভবিষ্যতে আরো বেশি অর্থে পরিণত হয়, ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে যা গ্রহণযোগ্য নয়।

গ. ঋণের দ্রুত বিস্তৃতির মাধ্যমে এটি জুয়ার মতো জল্পনাকল্পনার দিকে মোড় নেয়।

ঘ. ঋণ অর্থায়নের মাধ্যমে এটা অর্থনীতিকে বৃহত্তর অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয়।

চ. এটি মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতাকে উসকে দেয়।

ছ. এটির ফলে আয় ও সম্পদ বন্টনে বৈষম্য সৃষ্টি হয়।

জ. ঋণের জোগান দিতে গিয়ে সম্পদের ঘাটতি তৈরি হয়।

ঝ. ঋণ অর্থায়ন সংহত করতে গিয়ে এটি জনমনে উদ্বেগ সৃষ্টি এবং পরিবেশকে ধ্বংস করে।

মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পণ্য মজুত করাকে ইহতিকার বা মজুতদারি বলা হয়। রাসূল (সা.) বলেছেন, لا يبتكر الا خاطئ اর্থاً, অপরাধী ব্যক্তি ছাড়া কেউ সফটের সময় পণ্য মজুত করে না।^{১৭৬৮} ফটকাকারবারী সন্তায় পণ্য কিনে ভবিষ্যতে চড়া দামে বিক্রয়ের জন্য তা মজুত করে। ফলে উৎপাদনকারী কম দামে পণ্য বিক্রয় করতে এবং ক্রেতা চড়া দামে তা ক্রয় করতে বাধ্য হয়। এটি ইসলামে নিষিদ্ধ হওয়ায় বাজারে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হতে পারে না। তাই ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় ইহতিকার নিষিদ্ধ। কোন পণ্য মালিকানায় আসার পূর্বে বিক্রয় করা বৈধ নয়। ফলে শর্ট সেলও বৈধ নয়।^{১৭৬৯} রাসূল (সা.) বলেছেন, لا نبيع ما ليس عندك অর্থ: যা তোমার কাছে নেই তা বিক্রয় করো না।^{১৭৭০} এটি ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এছাড়া বাই সালাম ও ইসতিসনা ছাড়া অগ্রিম বিক্রয় বৈধ নয়। ফলে এর কারণে অর্থনৈতিক সফট সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ থাকেনা।^{১৭৭১}

গ. মন্দা দমনে শরী'আহর আলোকে ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন সম্পর্কিত নীতিমালার প্রয়োগ

আল-কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন সম্পর্কিত যে নীতিমালা^{১৭৭২} রয়েছে সেগুলো হলো : লেনদেন সম্পর্কিত ফিকহ এর দুটি স্বতঃসিদ্ধ নীতি থেকে সুদমুক্ত ইসলামী অর্থায়নের উদ্ভব ঘটেছে। বিনিময় চুক্তিতে জড়িত দুটি পক্ষের বাধ্যবাধকতার মধ্যে ভারসাম্য এবং বাস্তবতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বা এর প্রকৃত প্রতিফলন। সাধারণত বাস্তব পণ্যের ভিত্তিতে ব্যাংকের অর্থায়নকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। ইসলামী ব্যাংকগুলো মূলধনী সম্পদ, ইনভেনটরি, ভোগ্যপণ্য এবং ভবিষ্যতে মূল্য পরিশোধের বিনিময়ে সীমিতপর্যায়ের কিছু সেবা দিয়ে থাকে। এগুলোই এক কথায় ইসলামী অর্থায়ন।^{১৭৭৩} বিক্রি বা ইজারার ভিত্তিতে যখন অর্থায়ন করা হয় তখন ব্যাংকার কেবল অতি স্বল্পসময়ের জন্য পণ্যটির মালিক হতে গিয়ে যতটুকু ঝুঁকি নিতে হয় কেবল সেটুকু ঝুঁকিই বহন করে। উভয় ক্ষেত্রে, বাজার শক্তির ভূমিকা ব্যাংকারদের মুনাফা নির্ধারণ করে। এটা প্রত্যক্ষভাবে হয় একটি বর্ধিত মূল্যহার অথবা পরোক্ষভাবে অর্থায়নকারী ও উপকারভোগীদের মাঝে মুনাফা বন্টনের হারের ভিত্তিতে। লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অর্থায়ন হলো একধরনের প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ। এতে ব্যাংকারদের মনযোগ তার বিনিয়োগের লাভজনকতার (profitability) ওপর কেন্দ্রীভূত থাকে।^{১৭৭৪}

^{১৭৬৬} ওআইসি'র ফিকহ কমিটি তাওয়াররুক মুনায্জামকে অনুমোদনযোগ্য নয় বলে বলে রায় দিয়েছেন।

www.isra.my/fatwas/commercial-banking/financing/tawarruq/429-oic-fiqh-academy-ruled-organized-tawarruq-impermissible.html

^{১৭৬৭} উদ্ধৃত: তাওফিক আল-মুবারক ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮২।

^{১৭৬৮} ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, আস-সহিহ, কিতাবুল মুহাফাত, পরিচ্ছেদ: তাহরিমীল ইহতিকার ফীল আওকাত, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদিস নং ১৬০৫, পৃ. ১২২৮।

^{১৭৬৯} বিচারপতি তাকী উসমানী, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫।

^{১৭৭০} আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ, আস-সুনান, প্রাগুক্ত, খ. ২, অধ্যায়: কিতাবুল তিজারাহ, পরিচ্ছেদ: আন-নাহি আন বাই'গি মা লাইসা 'ইনদাকা, হাদিস নং ২১৮৭, পৃ. ৭৩৭।

^{১৭৭১} বিচারপতি তাকী উসমানী, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫।

^{১৭৭২} আবু ওমর ফারুক আহমেদ ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৮।

^{১৭৭৩} মনজের কাহুফ, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন : কৌশলগত প্রবণতা, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

^{১৭৭৪} প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

ঘ. বাস্তব লেনদেন (Real Transaction) পদ্ধতির প্রবর্তন

মন্দা প্রতিরোধে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার সাফল্যের আরেকটি প্রধান কারণটি হলো, বাস্তব লেনদেন বা রিয়েল ট্রানজ্যাকশন পদ্ধতির প্রয়োগ। ইসলামে আর্থিক দলিলপত্র কেবল প্রকৃত সম্পদ (Real Asset)-এর বিপরীতে ইস্যু করা যায়। প্রতিটি লেনদেনের পেছনে প্রকৃত সম্পদ যথাযথভাবে ভূমিকা পালন করে বলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও স্বাভাবিকতা বিদ্যমান হয় না। যেসব ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক অংশীদারি পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করতে পারে না, সেসব ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। সুদের বিনিময়ে ঋণ প্রদান ইসলামে নিষিদ্ধ। অর্থ ঋণ দিয়ে কৃত্রিম উৎপাদন সৃষ্টির পরিবর্তে প্রকৃত লেনদেন ও উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিকে অনুমোদন করেছে। ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির অনুশীলনে ইসলামী ব্যাংকের প্রতিটি লেনদেন হয় বস্তুনিষ্ঠ ও উৎপাদনশীল।^{১৭৭} ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির এমন কতগুলো শর্ত ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা প্রত্যেকটি লেনদেনকে বস্তুনিষ্ঠ করে তোলে। ক্রয়-বিক্রয়ের শর্তাবলির^{১৭৮} মধ্যে রয়েছে :

- ক. পণ্যের ঝুঁকি কেবল ক্রেতাকেই বহন করতে হবে না, পণ্য যার অধিকারে থাকবে ঝুঁকি তাকে বহন করতে হবে।
- খ. পণ্য বিক্রেতার অধিকারে আসার পূর্বে তা বিক্রয় করা বৈধ নয়।
- গ. বিক্রেতার দখলে থাকা অবস্থায় পণ্য নষ্ট হলে এর দায়-দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে।
- ঘ. সোনা-রূপা ও মুদ্রা বাকিতে লাভে বিক্রয় করা যাবে না। এগুলো নগদে নগদে ও হাতে হাতে হওয়া আবশ্যিক।
- ঙ. বিক্রিত পণ্য অবশ্যই বাস্তব হতে হবে, কাল্পনিক কিংবা কৃত্রিম হওয়া যাবে না।
- চ. লেনদেন অবশ্যই প্রকৃত (Genuine) হতে হবে এবং পণ্য ক্রেতার কাছে হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে হতে হবে।
- ছ. অস্তিত্বহীন, অজ্ঞাত ও হস্তান্তর অযোগ্য বস্তু ক্রয়বিক্রয় নিষিদ্ধ।

ক্রয়বিক্রয়ের এসব শর্ত কৃত্রিম লেনদেন কমিয়ে দেয় এবং ঝুঁকি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়। এ ছাড়া সঠিকভাবে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হওয়ার বিনিয়োগগ্রহীতার দেউলিয়া ঝুঁকি এবং ব্যাংকের খেলাপি ঝুঁকি কমে যায়, ফলে ব্যবসার ক্ষেত্রে সার্বিক বিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারণে ইসলামী ব্যাংক তারল্য সংকটে পড়ে না। অন্য দিকে নন পারফরমিং এসেট কমে যাওয়ার কারণে ব্যাংকের প্রবৃদ্ধির হার ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পায়।

ঙ. ইসলামী অর্থব্যবস্থায় অর্থ কোনো পণ্য নয়, বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবেই স্বীকৃত

অর্থের নিজস্ব উপযোগ নেই বলে ইসলামে অর্থকে পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয় না এবং সুদ অর্জনের জন্য একে বিনিয়োগ করার অনুমতি দেয় না। প্রায় ৯০০ বছর আগে ইমাম আল-গাজালি বলেছেন, অর্থকে তার উদ্দেশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে এর দ্বারা ফটকাবাজি, জুয়া ও কৃত্রিম লেনদেনের সম্ভাবনা থাকে না। ১৯৩০-এর মন্দার কারণ চিহ্নিত করণপূর্বক তা থেকে উত্তরণের পথ নির্ধারণের জন্য গঠিত 'Economic Crisis Committee' সুপারিশ করেছিল যে, 'অর্থ যাতে বিনিময় ও বন্টনের মাধ্যম হিসেবে সত্যিকার অর্থে এর যথার্থ কাজ করতে পারে সেজন্য পণ্য হিসেবে অর্থের কারবার বন্ধ করা বঞ্জনীয়।'^{১৭৭} অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এমনভাবে সাজাতে হবে যেন কোন অর্থ অলস বসে না থাকে।^{১৭৮} অর্থ কোন পণ্য নয়, অর্থ নিজে কিছুই করতে পারার ক্ষমতা রাখে না, সুতরাং অর্থকে বেচাকেনা করা যায় না। যদিও প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় অর্থকে পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইসলামী ব্যাংক অর্থকে বিনিময়ের একটি মাধ্যম ও মূল্যের একটি সংরক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য অর্থকে বিনিময় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে অর্থের সাহায্যে ব্যবসা করে। কোন অবস্থাতেই ইসলামী ব্যাংক অর্থ ব্যবসাকে সমর্থন করে না। অর্থ ব্যবসা করতে গেলেই তা সুদের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। আর সুদ বর্জন করা তো ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম প্রধান অঙ্গীকার।

চ. ঋণের পরিবর্তে ইকুইটি (Equity) ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার প্রবর্তক

ইসলামী অর্থনীতিতে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা ইকুইটিভিত্তিক। ইসলামী অর্থনীতি ঋণের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে শেয়ারের মাধ্যমে পুঁজির চাহিদা পূরণ করে। 'এ ব্যবস্থা কারবারের মালিকানাতে বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralize) করে জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয় এবং সম্পদ ও আয়ের সুস্বম বন্টনে বিরাট অবদান রাখে।'^{১৭৯} ঋণ নির্ভর আর্থিক ব্যবস্থায় সৃষ্ট অবিচার, অস্থিতিশীলতা ও বাণিজ্য চক্র দূর করতে ইকুইটিভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার প্রস্তাবনা কতিপয় অমুসলিম অর্থনীতিবিদও করেছেন।^{১৮০} ইসলামী ব্যাংক সুদভিত্তিক কেনাবেচার পরিবর্তে মুনাফার ভিত্তিতে পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করে ও কারবারে পুঁজি বিনিয়োগ করে। ফলে উদ্ভূত অর্থ (Derivative) জনিত কারণে মন্দার হাত থেকে অর্থনীতি মুক্ত হয়। মানুষের বিবিধ চাহিদা পূরণের জন্য ঋণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তবে কোন অবস্থাতেই তা অপ্রয়োজনীয়, অনুৎপাদনশীল, ফটকা বা ক্ষতিকর কাজে ব্যয় ব্যবহারের জন্য নয়।

^{১৭৭} রহমাতুল্লাহ খন্দকার, বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় ইসলামিক ফাইন্যান্স, ইসলামিক ফাইন্যান্স, প্রাগুক্ত, সংখ্যা ৬, পৃ. ১৭।

^{১৭৮} প্রাগুক্ত, সংখ্যা ৬, পৃ. ১৬।

^{১৭৯} বিচারপতি তাকী উসমানী, সুদ নিষিদ্ধ : পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

^{১৮০} দৈনিক সংগ্রাম, ২২ আগস্ট ২০০৯, পৃ. ১। বিচারপতি আবদুর রউফ, ২১ আগস্ট ২০০৯ তারিখে ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত 'বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট: কারণ, প্রকৃতি ও প্রতিকার' শীর্ষক সেমিনারে প্রদত্ত বক্তৃতা।

^{১৭৯} ড. এম. উমর চাপড়া, ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যাংক ব্যবস্থা ও মুদ্রানীতির রূপরেখা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

^{১৮০} বিচারপতি তাকী উসমানী, সুদ নিষিদ্ধ : পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

ছ. অলীক ও কাল্পনিক নয়, প্রকৃত পণ্যে অর্থায়নের নিশ্চয়তা

সরাসরি ঋণ আদান-প্রদান নয়, বরং প্রকৃত পণ্য ক্রয়-বিক্রয় বা ভাড়ার ভিত্তিতে অর্থায়ন করতে হবে। যেমন বাই‘ মুরাবাহা,^{১৭৮১} বাই‘ মুয়াজ্জাল,^{১৭৮২} বাই‘ সালাম,^{১৭৮৩} বাই‘ ইসতিসনা‘,^{১৭৮৪} ইজারা,^{১৭৮৫} সুকুক^{১৭৮৬} ইত্যাদি। কোনোরকম ধারণা বা কল্পনাপ্রসূত সম্পদ বা সেবায় অর্থায়ন করা যাবে না। মন্দা প্রতিকারের জন্য ইসলামী ডিরেভেটিভ্ মার্কেট^{১৭৮৭} ক্ষুদ্রঋণ ও সাব-প্রাইম ঋণগ্রহীতার জন্য উপযুক্ত শরী‘আহসম্মত বিকল্প প্রডাক্ট উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। পণ্য উৎপাদন ও বিনিময় অর্থায়ন হলো এই ব্যাংকব্যবস্থার সবেচেয়ে নির্বিরোধ ও অসাধারণ অবদান। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, জাপানসহ পশ্চিমা বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ব্যাংকারদের অবদান স্পষ্ট। এমনকি বিংশ শতকের প্রমার্ধের শেষ দিকে মিসরের মতো উন্নয়নশীল দেশেও পণ্য উৎপাদন ও বিনিময় অর্থায়নে সে যুগের ব্যাংকারদের উদ্যোগ ছিল অসামান্য। ব্যাংকাররা সেই আসল মনোযোগটি কোনোভাবে হারিয়ে ফেলেন। এরপর ‘রিশিডিউলিং’, ‘ডেট ডিসকন্টিনিউইং’ এবং ‘ফাইন্যান্স হোলসেল’ ব্যাংকিং খাতের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। অর্থায়নকে আবার পণ্য উৎপাদন ও বিনিময়ের ধারায় ফিরিয়ে আনে ইসলামী রীতি। এটি আর্থিক ও বাস্তব বাজারের মধ্যে ফাঁকা জায়গাটি পূরণ করে। ইসলামী ব্যাংকগুলো যেহেতু তাদের অর্থায়নকে বিক্রি, লিজ ও ইকুইটিটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে তাই প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে বাস্তব পণ্য ও সেবা উৎপাদন বা বিনিময়ে সহায়ক হয় কেবল এমন অর্থায়ন পাওয়া যায়। ইসলামী ব্যাংকের এসব নীতি বাস্তব বাজারের সঙ্গে ‘ওয়ান-টু-ওয়ান’ সম্পর্ক তৈরি করে।^{১৭৮৮} তাছাড়া ইসলামী অর্থায়ন ‘থাম্প অব মাইক্রো ফাইন্যান্স’-এর প্রচলিত বিধিও বদলে দিয়েছে। ইসলামী ব্যাংক স্থাবর সম্পত্তিতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে ‘শেয়ারহোল্ডারদের ইকুইটি এবং চলতি ব্যয়, বেতনাদি ও ইনভেন্টরিতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংকের ঋণ ব্যবহার করে।’ খুবই বিরল ঘটনা ছাড়া ইসলামী ব্যাংকগুলো বেতন বা চলতি ব্যয় নির্বাহী খাতে অর্থায়ন করে না। কারণ, ইসলামী রীতি একটি পণ্যভিত্তি বা পুনঃবিক্রির আগে সরবরাহ গ্রহণ দাবি করে। গ্রাহকরা ইসলামী ব্যাংকের কাছ থেকে মূলধনী পণ্য এবং কাঁচামাল, মধ্যবর্তী বা চূড়ান্ত পণ্যের জন্য অর্থায়ন আশা করতে পারেন, কিন্তু শ্রমিকদের মজুরী দেয়ার জন্য তা আশা করতে পারেন না। ইসলামী ব্যাংক যেসব ক্ষেত্রে অর্থায়ন করে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে :

১. নতুন উৎপাদনশীল প্রকল্প প্রতিষ্ঠা,
২. উৎপাদন বা ভোগ্যপণ্য কেনা, এবং
৩. উৎপাদনশীল মেশিনারি, ইকুইপমেন্ট, আবাসন ও ভোক্তাসামগ্রী।^{১৭৮৯}

^{১৭৮১} AAOIFI, বাহরাইন, শরী‘আহ স্ট্যান্ডার্ড (المعايير الشرعية), স্ট্যান্ডার্ড নং. ৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২। (AAOIFI বাই‘ মুরাবাহার সংজ্ঞায় বলেছে :

بيع سلعة بمثل الثمن الذي اشترها البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه , بنسبة من الثمن أو بمبلغ مقطوع سواء وقعت من دون وعد سابق وهي المرابحة العادية , أو وقعت بناء على وعد بالشراء من الراغب في الحصول على السلعة عن طريق المؤسسة وهي المرابحة المصرفية .
অর্থাৎ, ‘ক্রয়মূল্যের ওপর নির্ধারিত ও সম্মত লাভ যোগ করে পণ্য বিক্রয় করাকে বাই‘ মুরাবাহা বলা হয়। এই লাভ বিক্রয় মূল্যের শতকরা হারে হতে পারে কিংবা তা ‘থোক’ হতে পারে। ক্রয়ের অঙ্গীকার ব্যতীত এই লেনদেন সম্পন্ন হলে তাকে ‘সাধারণ মুরাবাহা’ (المرابحة العادية) বলা হয়। অন্যদিকে পণ্য ক্রয়ের অঙ্গীকারের ভিত্তিতে ব্যাংকের মাধ্যমে কোন পণ্য ক্রয় করাকে ‘ব্যাংকিং মুরাবাহা’ (المرابحة المصرفية) বলা হয়।)

^{১৭৮২} আলি হায়দার আমীন আফিন্দ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৪।

(বাই‘ মুয়াজ্জালের সংজ্ঞা হচ্ছে : البيع المؤجل هو الذي فيه يكون المبيع معجلا والثمن مؤجلا :

অর্থাৎ, বাই‘ মুয়াজ্জাল হলো সে ক্রয় বিক্রয় যাতে পণ্যটি নগদে ও মূল্য বাকীতে (বিলম্বে) পরিশোধ করা হয়।)

^{১৭৮৩} AAOIFI, বাহরাইন, শরী‘আহ স্ট্যান্ডার্ড (المعايير الشرعية), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০।

(বাই‘ সালাম (بيع السلم) এর সরল অর্থ হচ্ছে অগ্রিম ক্রয়। পরিভাষায় বাই‘ সালাম বলা হয়,

هو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل

অর্থ: অগ্রিম মূল্য পরিশোধের বিপরীতে ভবিষ্যতে সরবরাহের শর্তে পণ্য ক্রয় করাকে বাই‘ সালাম বলে।)

^{১৭৮৪} অর্ডারি মালের ক্রয়-বিক্রয়কে বাই‘ ইসতিসনা বলা হয়। সাধারণত কোন জিনিস তৈরি বা নির্মাণ করার জন্য কোন দক্ষ কারিগরের সঙ্গে কোন ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ হওয়া।

^{১৭৮৫} স্থায়ী প্রকৃতির সম্পদ ক্রয় বা তৈরি করে নির্ধারিত ভাড়ার বিনিময়ে অন্যকে ব্যবহার করতে দেয়াই হচ্ছে ইজারা পদ্ধতি।

^{১৭৮৬} সুকুক শব্দে অর্থ আর্থিক বিল, সার্টিফিকেট, চেক ইত্যাদি। সুকুক এর সংজ্ঞায় Investopedia- এ বলা হয়েছে, An Islamic financial certificate, similar to a bond in Western finance, that complies with Sharia, Islamic religious law. Because the traditional Western interest paying bond structure is not permissible, the issuer of a sukuk sells an investor group the certificate, who then rents it back to the issuer for a predetermined rental fee. The issuer also makes a contractual promise to buy back the bonds at a future date at par value.

<http://www.investopedia.com/terms/s/sukuk.asp>

^{১৭৮৭} Dr. Abul Hassan, Islamic finance as a global alternative, *cpifinancial.net*,

<http://www.cpifinancial.net/v2/print.aspx?pg=magazine&aid=2018>, accessed on 12 May 2015.

ইতোমধ্যে সীমিত পর্যায়ে ইসলামী ডিরেভেটিভ্ মার্কেট চালু হয়েছে।

^{১৭৮৮} ইসলামী ব্যাংকগুলোর চর্চা হচ্ছে লেনদেনের ১০০%-এর কম অর্থায়ন করা এবং বাকি অংশটুকু গ্রাহকের অর্থায়নের জন্য রাখা, তাদের ভাষায় যাকে ‘মার্জিন অব সিরিয়াস কমিটমেন্ট’ বলা হয়।

^{১৭৮৯} মনজের কাহুফ, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন : কৌশলগত প্রবণতা, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৬।

পণ্য উৎপাদন ও বিনিময়ে ইসলামী ব্যাংকের অর্থায়নের বিষয়টি শরী'আহর গভীরে নিহিত। শরী'আহ সুনির্দিষ্টভাবে প্রচলিত ব্যাংকের দুটি প্রধান মুনাফা অর্জনকারী অর্থায়ন নিষিদ্ধ করে: ক. সাধারণ উদ্দেশ্যে অর্থায়ন, যা সিজনাল বা নন-সিজনাল যেকোনো উদ্দেশ্যই হোক না কেন তা কেবল সরকার এবং করপোরেট বাজেটের সম্পূরক। এ ধরনের অর্থায়ন সাধারণত উপকারভোগীর বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর নির্ভর করে; এবং খ. ঋণ পরিপকুতার সময় পরিবর্তন বা সেগুলোর চূড়ান্ত মালিকানা পরিবর্তনসহ যেকোনো ধরনের 'রিশিডিউলিং' অর্থায়ন। এই দু'ধরনের অর্থায়নকে শরী'আহতে কেবল জনকল্যাণমূলক অর্থায়ন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল-কুরআন^{১৯০} এবং সুন্নাহতে এর ইঙ্গিত রয়েছে।^{১৯১} অর্থায়ন এবং পণ্য উৎপাদন ও বিতরণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রচনা কেবল করপোরেট অর্থায়নের ব্যাপারে প্রচলিত জ্ঞানকেই তছনছ করে দেয়নি এটা অর্থায়নের আকারেও সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে। এই অর্থায়ন উৎপাদন ও বিনিময়ের আকারের সঙ্গে সম্পৃক্তপূর্ণ। এটা 'পরজীবী' ধরনের অর্থায়ন বিলুপ্ত করে। অর্থায়নের ইসলামী রীতিকে মূল ধারার ব্যাংকিং-এর মেরুদণ্ডে পরিণত করা গেলে, সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে যে অর্থায়ন স্তর প্রকৃত বাজারের ওপর বোঝা সৃষ্টি করে তা পুরোপুরি বিলুপ্ত না হলেও কমে আসবে।^{১৯২} শরী'আহ আইন অনুযায়ী ইসলামে নিষিদ্ধ, এমনকি নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এমন পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ, অ্যালকোহল কেনাবেচার কাজে কোনো ইসলামী ব্যাংক অর্থায়ন করতে পারে না। ইসলামী ব্যাংক ক্যাসিনো নির্মাণের জন্য 'রিয়েল এস্টেট লোন' দিতে পারে না। এ ব্যাংক সুদের জন্য অন্য ব্যাংককে টাকা ধার দিতে পারে না।^{১৯৩} ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন একটি 'ইকুইটি শেয়ারিং' (equity-sharing) এবং স্টেক-টেকিং (stake-taking) ব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য কাজ করে। এ ব্যবস্থায় পরিবর্তনশীল মুনাফা নীতির (principle of variable return) ভিত্তিতে এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এটি সুনির্দিষ্ট বা সাধারণ, ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক, বেসরকারি বা সরকারি প্রকল্পের প্রকৃত উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতার ওপর নির্ভর করে। চাহিদা অনুযায়ী অনেকভাবে অর্থনৈতিক সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে, কিন্তু নীতি হবে ইকুইটি ও লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্ব এবং তা প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার মতো সাধারণ ঋণ-সুদ সম্পর্কের ভিত্তিতে হবে না।^{১৯৪}

জ. ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় প্রতিটি লেনদেনে কার্যকর চুক্তি বাস্তবায়ন

ইসলামী সমাজে রাষ্ট্র ও শরী'আহ পরস্পর আলাদা নয় বরং এখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতিটি দিকই ইসলামের বিধিবিধান দ্বারা পরিচালিত। কাজেই মুসলমানদের ব্যবসা-বাণিজ্যও ইসলামী বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে, এটাই প্রত্যাশিত। অন্যকথায়, মুসলমানদেরকে জুয়া খেলা, মদপান ও শূকরের মাংস খাওয়ার মতো সর্বকম হারাম কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। রিবা এগুলোর মতোই একটি হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ। কাজেই আর্থিক লেনদেনও হতে হবে হালাল উপায়ে। এসব যুক্তি একটি ইসলামী অর্থায়ন পরিবেশের দাবি করে এবং বিশেষজ্ঞরা কিছু ইসলামভিত্তিক এমন কিছু আর্থিক উপকরণের উদ্ভব ঘটতে আশ্রয়ী হয়েছেন, যা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ বা হালাল।^{১৯৫} ইসলামী ব্যাংকিংয়ের লেনদেন চুক্তিগুলোকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে :

১. ভোক্তাভিত্তিক (Consumer based) এবং
২. করপোরেটভিত্তিক (Corporate based)।

এ ছাড়া আরো অনেক ধরনের চুক্তি করা হয়। তবে একটি আদর্শ ইসলামী ব্যাংকের চুক্তিগুলোর মধ্যে প্রধান হলো লাভ-ক্ষতি ভাগভাগি (profit and loss sharing) চুক্তি।^{১৯৬} ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় লেনদেন চুক্তির ক্ষেত্রে তিনটি উৎস থেকে তহবিল আসে এবং ব্যবহারের দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় :

১. শেয়ারহোল্ডারদের তহবিল, যেখানে ব্যবস্থাপনার আচরণ ওয়াকালাতভিত্তিক,
২. ডিমান্ড ডিপোজিট তহবিল, যা ব্যবস্থাপনাকে দেয়া হয় নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত ঋণ হিসেবে। এটা বলে ব্যাংকের 'তামান্নাহ' এবং ব্যবস্থাপনা সেখানেও ব্যাংকের হয়ে ওয়াকালাতভিত্তিতে কাজ করে। এই তহবিল ব্যাংকের সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং তা ব্যাংকের হিসাবের ক্রেডিট রেকর্ডে দেখানো হয়; এবং
৩. ব্যাংকের সঙ্গে মুদারাবা চুক্তির মাধ্যমে 'আরবাব আল-আমওয়াল'-এর বিনিয়োগ তহবিল যার সম্পর্ক কেবল ব্যবস্থাপনার সঙ্গে নয়। প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোনো ইসলামী আর্থিক মধ্যস্থতাকারী 'ওয়াকালাত নিশ্চয়তার' ভিত্তিতে এবং নীতিনির্ধারক কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী বিনিয়োগকারীদের তহবিল নিয়ে কাজ করে। ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের 'নিজস্ব সম্পত্তি'র ব্যাপারেও ওই প্রতিষ্ঠানের নীতিনির্ধারক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'ওয়াকালাত নিশ্চয়তার' ভিত্তিতে তৎপরতা

^{১৯০} আল-কুরআন, ২:২৮০।

^{১৯১} মনজের কাহফ, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন : কৌশলগত প্রবণতা, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

^{১৯২} প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

^{১৯৩} প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

^{১৯৪} প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

^{১৯৫} এরদেম বাফরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

^{১৯৬} এরদেম বাফরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০-১০১।

চালায়। এই 'নিজস্ব সম্পদ'-এর মধ্যে শেয়ারহোল্ডারদের ইকুইটির সঙ্গে থাকে ডিমান্ড ডিপোজিট যার জন্য প্রতিষ্ঠানের 'যিম্মাহ' চার্জ করা হয় [মুনশাগিলাহ]।^{১৭৯৭}

ইসলামী ব্যাংকিংয়ে বহুল ব্যবহৃত চুক্তিগুলোএকটি ছকে (ছক নং ১) দেখানো হলো :

ছক ১: সাধারণভাবে ব্যবহৃত ইসলামী ব্যাংকিং চুক্তির ধরন^{১৭৯৮}

ভৌগাভিত্তিক	পণ্যের নাম	ব্যবহৃত পদ্ধতি
জমা	চলতি হিসাব, সঞ্চয়ী হিসাব স্টাফ ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট	ওয়াদিয়াহ, মুদারাবা কর্জে হাসানা
ক্রেডিট	ক্রেডিট কার্ড	তাওয়াররফক (কস্ট প্লাস কনট্রাক্ট)
অর্থায়ন	হাউস ফিন্যান্সিং	বাই বিখামান আযিল (বিবিএ) (বিলম্বে মূল্য পরিশোধের চুক্তিতে বিক্রি) (Diminishing Partnership)
	ব্যক্তিক অর্থায়ন (Individual financing)	মুরাবাহা (Cost Plus)
	ভেহিকল ফিন্যান্সিং	বাই বিখামান আজিল (বিলম্বে মূল্য পরিশোধের চুক্তিতে বিক্রি)
	স্টাফ ফিন্যান্সিং	কর্জে হাসানা
কর্পোরেটভিত্তিক	ট্রেড ফিন্যান্সিং	ওয়াকালাহ, মুদারাবা, মুরাবাহা (Cost Plus)
	অ্যাসেট ব্যাকড ফিন্যান্সিং	ইজারা (ফিন্যান্সিয়াল লিজিং)
	করপোরেট বিনিয়োগ	বাই বিখামান আযিল, ইজারা, ইসতিসনা, মুরাবাহা, মুদারাবা, মুশারাকা (লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগি)

ইসলামী ব্যাংক হলো একটি ওয়াকালাহভিত্তিক সত্ত্বা। একদিকে, এটা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতোই শেয়ারহোল্ডারের কাছ থেকে ব্যবস্থাপনার কাছে যাওয়া একটি ওয়াকালাহ। তবে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত ও লাভ-লোকসান বিতরণের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যতিক্রমের বিষয় হলো যে এতে ডিমান্ড ডিপোজিট শেয়ারহোল্ডারদের অর্থ বিবেচিত হয়। অন্যদিকে, এটা এমন এক ধরনের ওয়াকালাহ যা বিনিয়োগ তহবিল যা মালিকদের কাছ থেকে প্রতিষ্ঠানে যায় এবং সেখান থেকে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার হাতে অর্পিত হয়। এই ওয়াকালাহ ধারণা অতিরিক্ত সতর্কতা হিসেবে দু'ভাবে কাজ করে : তাবাররফহ (অংশদানকারী) চুক্তির ক্ষেত্রে শরী'আহুয় ওয়াকিলকে খুবই সীমিত ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এখানে শর্ত হলো, তাবাররফহ প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পত্তির মালিকের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট অনুমতি গ্রহণ প্রয়োজন হয়। পাশাপাশি, বিনিয়োগ বাছাই ও তহবিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে ওয়াকিলকে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। এর মানে একজন ওয়াকিলকে স্বল্প সতর্ক অবস্থান থেকে অতিমাত্রায় সতর্ক অবস্থান বেছে নিতে হবে এবং অতি ঝুঁকিপূর্ণ বিকল্পের বদলে স্বল্প ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগে তহবিল ব্যবহার করতে হবে। ইসলামী ব্যাংকাররা তাদের তহবিল ব্যবহারের জন্য চুক্তি সম্পাদনের বাহন হিসেবে কেন মুদারাবার চেয়ে মুরাবাহা ও ইজারা বেশি পছন্দ করেন তার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এখান থেকে পাওয়া যায়। তাত্ত্বিকভাবে আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে সাহসের সঙ্গে বলা যায়, পুরোপুরি শরী'আহর ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকারদের অবশ্যই নিরাপত্তা ও ঝুঁকি বিবেচনায় মুদারাবার চেয়ে মুরাবাহা এবং ইজারা বেছে নিতে হবে।^{১৭৯৯} ইসলামী আর্থিক চুক্তিগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যায় :

- পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত (full-disclosure) চুক্তি, এগুলোকে আমানাহ চুক্তি বলা হয়;
- আস্থাত্তিক চুক্তি, এগুলোকে বলা হয় আমানাহ-হান্দ চুক্তি; এবং
- আলোচনাভিত্তিক চুক্তি, এগুলোকে বলা হয় মুসাওয়ামাহ চুক্তি।^{১৮০০}

ক. আমানাহ চুক্তি : আমানাহ চুক্তিতে মূল্য এবং লাভ সম্পর্কে পুরোপুরি সততার সঙ্গে সবকিছু খোলাসা করার প্রয়োজন হয়। এর সবচেয়ে প্রচলিত উদাহরণ হলো মুরাবাহা অর্থায়ন। কারণ এটা দামের সঙ্গে লাভযুক্ত একটি অর্থায়ন বিক্রি। এখানে লাভের পরিমাণ থোক বা এককালীন অথবা দামের আনুপাতিক হারে হতে পারে। এতে চুক্তির ওপর কমিশনের

^{১৭৯৭} মনজের কাহুফ, মাকাসিদে শরী'আহ : আধুনিক ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থায় প্রয়োগ, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০।
^{১৭৯৮} এরদেম বাফরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।
^{১৭৯৯} প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।
^{১৮০০} ড. মনযের কাহুফ, ইসলামী অর্থায়ন: গতানুগতিক ব্যবসা, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

মতো যা কিছু বিনিয়োগকারীর ব্যয় কমিয়ে দেয় তা উপকারভোগীর ওপর ধার্য করা অর্থের পরিমাণও একই হারে কমিয়ে দেবে।^{১৮০১}

খ. আমানাহ-হান্দ চুক্তি : কার্য সম্পাদনের জন্য এজেন্সি বা কর্তৃত্বের সূচনা ঘটায় এমন সব ধরনের আর্থিক লেনদেন আমানাহ-হান্দ চুক্তিগুলোর অন্তর্ভুক্ত। তহবিল ব্যবস্থাপনা চুক্তিতে এটা ভালোভাবে লক্ষ্য করা যায়। তহবিল মালিকদের স্বার্থ যাতে ভালোভাবে রক্ষিত হয় তাই ব্যবস্থাপকদের ওই তহবিল ব্যবহার ও বিনিয়োগে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয়। এর ফলে তারা প্রতারণা, অবহেলা বা তহবিলের অপব্যবহার ইত্যাদিও জন্য অভিযুক্ত হতে পারেন, কিন্তু বাজার পরিস্থিতি বদলে যাওয়ার কারণে কোন ধরনের লোকসান হলে সেজন্য তাদেরকে অভিযুক্ত করা যাবে না।^{১৮০২}

গ. মুসাওয়ামাহ চুক্তি : মুসাওয়ামাহ চুক্তি সেগুলো যার শর্তাবলি আলোচনা, পর্যালোচনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে একমত হয়। এতে মুরাবাহার মুনাফা বৃদ্ধির হার কী হবে অথবা মুশারাকা ও মুদারাবায় কোন হারে মুনাফা বণ্টন করা হবে-এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। পারস্পরিক আলোচনা ও সম্মতির ভিত্তিতে এবং একই সঙ্গে পুরোপুরি এবং সৎ প্রকাশের মধ্য দিয়ে যেকোন চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে বিধায় উপরিউক্ত শ্রেণিবিভাগ শেষ কথা নয়। অধিকন্তু চুক্তিটি একই সঙ্গে মুসাওয়ামাহ চুক্তি ও আমানাহ-হান্দ চুক্তি হতে পারে।^{১৮০৩}

শরী'আহ সুদ এবং একই রকম অর্থায়নের অন্যান্য অবাস্তব কলাকৌশল নিষিদ্ধ করলেও সেসব মৌলিক আর্থিক চুক্তি অনুমোদন করে যেগুলো সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে মানুষ জেনে আসছে। এগুলো হলো অর্থায়নের বাস্তব প্রণালী, যা সকল সমাজে সবসময় বিরাজমান ছিল। একে গতানুগতিক অর্থায়ন বলা যায়। শরী'আহর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এসব চুক্তি নিয়ে গবেষণা করলেই বুঝা যাবে 'রিবা'-র সত্যিকারের সীমা কোনটি এবং শরী'আহর এর নিষিদ্ধ হওয়ার কারণও চিহ্নিত করা যাবে।^{১৮০৪} এ ধরনের চুক্তি তিন ধরনের: ক. অংশীদারিত্বভিত্তিক, খ. বিক্রয়ভিত্তিক এবং গ. ইজারাভিত্তিক।^{১৮০৫} ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী অর্থায়ন চুক্তিগুলোকে দুইভাগে ভাগ করা যায়:

১. প্রথমটি হলো ক্লাসিক্যাল বা চিরায়ত চুক্তি, যা শত শত বছর ধরে বিদ্যমান। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সময়ে মদিনাবাসী যে ধরনের লেনদেন করতো তা থেকে এর মূল শর্তগুলো এসেছে।
২. দ্বিতীয়টি হলো হাইব্রিড বা শঙ্কর চুক্তি।^{১৮০৬} বিগত অর্ধশতাব্দীকাল ধরে যেগুলোর উন্নয়ন ঘটেছে এবং যেগুলো সমসাময়িক ইসলামী অর্থায়ন ও ব্যাংকিং খাতে চর্চা করা হচ্ছে।^{১৮০৭}

১. ক্লাসিক্যাল বা চিরায়ত আর্থায়ন চুক্তি

প্রথম যুগের শরী'আহসংশ্লিষ্ট লেখনীতে এসব চুক্তির উল্লেখ দেখা যায়। এর কিছু কিছু ১২শ' বছরেরও আগের। এগুলোতে তিন ধরনের অপরিহার্য অংশীদারিত্বভিত্তিক অর্থায়ন চুক্তির উল্লেখ রয়েছে: ক. ইকুইটি'র অংশীদারিত্ব (মুশারাকা), খ. একজন নিষ্ক্রিয় অংশীদারের সঙ্গে ইকুইটি'র অংশীদারিত্ব (মুদারাবা) এবং গ. ফসলের অংশীদারিত্ব (মুজারাহা)। ওইসব লেখনীতে বিক্রিভিত্তিক তিন ধরনের অর্থায়ন চুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলো হলো: ক. বিলম্বিত বা কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ (আল-বাই' আল-আজিল), খ. আগাম মূল্যের বিনিময়ে আগাম বিক্রি (সালাম) এবং গ. উৎপাদনশীল খাতে অর্থায়ন (ইসতিসনা) বিক্রি। তাছাড়া, ক্লাসিক্যাল সাহিত্যে অর্থায়নের একটি ধরন হিসেবে ইজারারও উল্লেখ পাওয়া যায়। উপরিউক্ত সাত ধরনের চুক্তিকে সাহিত্যে সম্মিলিতভাবে মনোনীত চুক্তি বা 'আল উকদ আল-মুসাম্মাত' (nominate contracts) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।^{১৮০৮} ক্লাসিক্যাল ইসলামী অর্থায়নের ৬টি প্রধান বৈশিষ্ট্য পাওয়া পাওয়া যায়। এগুলো হলো:

১৮০১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

১৮০২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

১৮০৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

১৮০৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

১৮০৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

১৮০৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩।

১৮০৭ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে শরী'আহ পশ্চিম বিশ্বের আইনী বিধিবিধানের মতো বিধিবদ্ধ কোন আইন নয় (coded as articles of law)। কারণ ইসলাম কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয় যাকে আইন প্রদানের কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে। এর বদলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শরী'আহ সম্পর্কে পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের দ্বারা শরী'আহ-র নির্দেশনাগুলো লিপিবদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই যারা শরী'আহ-র নির্দেশনা বা নজিরগুলো জানতে চান তাদেরকে শরী'আহ সাহিত্যে 'মনোনীত চুক্তি' বলতে কী বুঝানো হয়েছে সে বিষয়ে অনুসন্ধান চালাতে হবে। এগুলো হলো সে ধরনের চুক্তি যেগুলো শরী'আহ বিশেষজ্ঞরা বিগত বারশ' বছর বা তারও বেশি সময় ধরে তাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীতে উল্লেখ করে গেছেন। আর ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কেন তাদের নিজস্ব শরী'আহ-উপদেষ্টামণ্ডলী বা শরী'আহ উপদেষ্টা বোর্ড নিয়োগ করে এটা তার একটি প্রধান কারণ।

১৮০৮ ড. মনযের কাহুফ, ইসলামী অর্থায়ন: গতানুগতিক ব্যবসা, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

- প্রথমত:** ইসলামী অর্থায়নকে মূলত সম্পদভিত্তিক অর্থায়ন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ, এটা পণ্য ও সম্পদের মালিকানা অর্জনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। অংশভিত্তিক অর্থায়নের ক্ষেত্রেও এটা স্পষ্ট। এতে কোন তহবিলযোগানদাতার তহবিল দিয়ে নতুন কোন সম্পত্তি কেনা হলে তার মালিকানা তহবিলযোগানদাতার অধিকারে যায়। ইজারা অর্থায়নেও এটা স্পষ্ট। ইজারাদাতা ভাড়ার প্রত্যাশী। কারণ, ইজারা দেয়া সম্পত্তির মালিক সে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো কিছুটা ভিন্নরূপে বিক্রিভিত্তিক চুক্তিগুলোতে রয়েছে। বিক্রি অর্থায়ন মনে করে বিক্রেতা কোন পণ্য, সম্পদ বা সম্পত্তির মালিক এবং এটা তার পূর্ণ অধিকারে রয়েছে এবং তিনি এটি বাড়তি মূল্যে বিক্রি করেন। তাই বিক্রি অর্থায়নও পণ্যসম্পদ ভিত্তিক। কারণ এটা সম্পদ দিয়ে শুরু। যদিও শেষ পর্যায়ে এটা ঋণ সৃষ্টি করতে পারে।^{১৮০৯}
- দ্বিতীয়ত:** বিনিয়োগ সম্পদকে এমন হতে হবে যে নিজস্ব প্রকৃতি বা বাস্তব বাজার শক্তিগুলোর (market forces) প্রভাবে এর বৃদ্ধি ঘটবে বা এটি মুনাফা সৃষ্টি করবে। অর্থায়নকারীকে লাভ এনে দিতে পারে এমন সকল সম্পদই সম্পত্তি হতে পারে। এর মধ্যে বিক্রিযোগ্য পণ্য বা সেবা, পণ্য বা সেবা উৎপাদনের জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত হতে পারে এমন বস্তুগত সম্পত্তি এবং উৎপাদন ও বিপণন প্রক্রিয়ায় প্রযুক্ত হতে পারে এমন পেটেন্ট বা ট্রেডমার্কের মতো অস্পৃশ্য (intangible) সম্পদ। অন্যদিকে, ঋণ বা আমানত চাহিদা (demand deposit) কোন সম্পদ নয় কারণ, উপরোক্ত কোন প্রক্রিয়াতেই তা ব্যবহৃত হতে পারে না।^{১৮১০}
- তৃতীয়ত:** উৎপাদনশীল সম্পদ বা পণ্য এবং সেবার মালিক হওয়া ইসলামী অর্থায়নের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হলেও কেবল এটাই যথেষ্ট নয়। ইসলামী শর্তাদি পূরণের জন্য অর্থায়নকে আরো কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। এই শর্তগুলো হলো প্রকৃত পক্ষে আমরা যা দেখি, বাস্তব জীবন, প্রকৃত মুনাফা। অন্যকথায়, অর্থায়নকারীর মুনাফা নির্ধারিত হয় প্রকৃত বাজারে। একইভাবে অংশভিত্তিক অর্থায়নের মুনাফাও নির্ধারিত হয় পণ্য ও সেবা উৎপাদন ও বিক্রির বাজারে এবং যে বাজার থেকে প্রতিষ্ঠানের যোগান আসে সেখানে। ইজারা অর্থায়নের মুনাফা নির্ধারিত হয় উজ্জ্বরাক্ত বাজারে এবং বিক্রি অর্থায়নের মুনাফা নির্ধারিত হয় পণ্য ও সেবার ভবিষ্যৎ মূল্যের বাজারে।^{১৮১১}
- চতুর্থত:** চুক্তির ন্যায্যতা, সততা ও ভারসাম্য ক্লাসিক্যাল ইসলামী অর্থায়ন চুক্তিগুলোকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। এসব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্নভাবে: মুক্ত আলোচনা, সমঝোতার ভিত্তিতে চুক্তি, চুক্তি অনুযায়ী মুনাফা বণ্টন ও পুঁজির অংশ অনুযায়ী ক্ষতি বহন এবং মিথ্যা বর্ণনা, অস্পষ্টতা (ঘারার) ও অতিমাত্রায় মূল্য নির্ধারণের ওপর নিষেধাজ্ঞা।^{১৮১২}
- পঞ্চমত:** ইসলামী অর্থায়নের সহজাত নৈতিক ও সামাজিক অঙ্গীকার এবং বাছ-বিচার রয়েছে। ইসলামী অর্থায়নে কোথায় অর্থায়ন করতে হবে তা নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এটা উৎপাদন, মালিকানা, বিক্রি বা ইজারার মাধ্যমে হতে পারে। এর সবগুলোই অর্থযোগানদাতাকে তিনি যেখানেই অর্থায়ন করুন না কেন-তার উৎপাদন ও বিক্রি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি জড়িত করে। তাই, শরী'আহসম্মত অর্থায়ন প্রক্রিয়ায় নৈতিক ও সামাজিক বাছ-বিচার যুক্ত করা হয়েছে। এটা চাপিয়ে দেয়া বাড়তি কোন বিষয় নয়। সামাজিক ও পরিবেশগতভাবে ক্ষতিকর এমন কোন পণ্য বা সেবায় অর্থায়ন নিষিদ্ধ করেছে শরী'আহ। আপনি সেখানে অর্থায়ন করতে পারেন না আপনি যেগুলো উৎপাদন বা মালিক হতে পারেন না!^{১৮১৩}

শরী'আহর ক্লাসিক্যাল সাহিত্যে প্রধানত তিন ধরনের বিক্রিভিত্তিক অর্থায়ন চুক্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে:

১. বিলম্বিত বা কিস্তিতে পরিশোধিত মূল্য,
২. তাৎক্ষণিক পরিশোধের মাধ্যমে আগাম বিক্রি এবং
৩. উৎপাদন (manufacturing) সামগ্রী বিক্রি।^{১৮১৪}

২. ইসলামী আর্থিক চুক্তির শঙ্কর

শত শত বছর ধরে ইসলামী আইনজ্ঞদের বিভিন্ন রচনায় ক্লাসিক্যাল ইসলামী অর্থায়ন চুক্তিগুলোর বর্ণনা পাওয়া যায়। এগুলো সাধারণত দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত। বর্তমানে অর্থায়ন যোগান দিচ্ছে মধ্যস্থতাকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠান যাদের কাছে অতিরিক্ত সম্পদ রয়েছে তাদের কাছ থেকে তা সংগ্রহ করে সেগুলো ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে। সুতরাং ক্লাসিক্যাল ইসলামী অর্থায়ন চুক্তিগুলোর বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণীয় বিষয়ের ভিত্তিতে বর্তমান ইসলামী ব্যাংকগুলো শরী'আহ বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় এমন বেশ কিছু শঙ্কর (hybrid) অর্থায়ন চুক্তির উদ্ভব ঘটিয়েছে যেগুলো

১৮০৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।
 ১৮১০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।
 ১৮১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।
 ১৮১২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।
 ১৮১৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।
 ১৮১৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

একজন মধ্যস্থতাকারী এবং আর্থিক মধ্যস্থতাকারী শিল্পের ভূমিকার সঙ্গে খাপ খায়।^{১৮১৫} আর্থিক মধ্যস্থতা তুলনামূলক একটি নতুন শিল্প। বিগত তিন শতক ধরে পশ্চিমা বিশ্বে এই শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। যখন কোন বণিক বিলম্বিত মূল্যে কিছু বিক্রি করেন বা একজন ইজারাদাতা কোন সম্পদ ইজারা দেন তখন তিনি ক্রেতা বা ইজারাদারকে অর্থায়ন করেন। এর বিপরীতে আর্থিক মধ্যস্থতাকারী হলো এমন এক কর্পোরেশন যা আমানতকারীর কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে তা ওইসব ব্যবসায় যোগান দেয় যেগুলোর বিনিয়োগ প্রয়োজন। অন্যকথায় যারা আমানত সংগ্রহ করে এবং তহবিল যোগান দেয় তাদের বিশেষত্ব হলো আর্থিক মধ্যস্থতা। অন্যদিকে বণিক ও উৎপাদকরা পণ্য ও সেবার উৎপাদন ও কেনাবেচা সম্পর্কিত দৈনন্দিন সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে কাজ করেন।^{১৮১৬} বর্তমান যুগের ইসলামিক ব্যাংকিং এমন আর্থিক মধ্যস্থতায় বিশেষায়িত যেগুলোর এমনসব যুতসই ও উপযুক্ত আর্থিক ‘টুল’ রয়েছে যা দিয়ে শরী‘আহর সীমারেখা লঙ্ঘন না করে নিজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা যায়। ইসলামী আর্থিক প্রকৌশলের ভূমিকা এটাই। এর তৈরি করা পণ্য (product) গুলোকে বলা হয় ইসলামী শঙ্কর আর্থিক চুক্তি। অন্যকথায় বলা যায়, শঙ্কর ইসলামী আর্থিক চুক্তিগুলো বর্তমান বিশ্বের ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন শিল্পের প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক মেরুদণ্ড তৈরি করেছে। ১৯৭০-এর দশকে জন্ম নেয়া এই শিল্প গত তিন দশক ধরে প্রতিবছর গড়ে ১৪ শতাংশ হারে বেড়ে উঠছে। বর্তমান ইসলামী ব্যাংকগুলো সাধারণত নিম্নোক্ত শঙ্কর ইসলামী অর্থায়ন চুক্তির^{১৮১৭} চর্চা করে থাকে, বিশ্ব মন্দা দূরীকরণে এ পদ্ধতিগুলো ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে:

১. মুরাবাহা,
২. মুয়াজ্জাল,
৩. মুশারাকা,
৪. ইসতিসনা,
৫. ইজারা,
৬. সালাম,
৭. মুদারাবা,
৮. বাই ব্যাক এবং
৯. তাওয়াররুক ইত্যাদি।

৭.২.৫.২ সঞ্চয় কার্যক্রমের প্রায়োগিক ব্যবহার-বিধিসমূহ

ক. ইসলামী ব্যাংকের আমানত নীতির কার্যকারিতা

আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগ প্রদানে ইসলামী ব্যাংক স্বতন্ত্র নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করে। ইসলামী ব্যাংক সাধারণ মানুষের সামনে সঞ্চয়ের এই চিত্র তুলে ধরে যে, সঞ্চয়ের মাধ্যমে তিনি শুধু নিজেই লাভবান হচ্ছেন না; বরং সামাজিক দায়িত্বও পালন করছেন। এই লক্ষ্য সামনে রেখে ইসলামী ব্যাংক সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে উৎসাহ যোগায়। শুধু বড় সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহী না হয়ে ছোট জমাকারীদের সম্পদকেও জাতীয় আর্থিক প্রবাহে নিয়ে আসতে ইসলামী ব্যাংক কাজ করে।^{১৮১৮} সঞ্চয়ী গ্রাহকদের সাথে ইসলামী ব্যাংকের সম্পর্ক মুদারাবা নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে গ্রাহক ‘সাহেবে মাল’ বা অর্থের মালিক এবং ব্যাংক ‘মুদারিব’ বা আর্থিক কারবারের ব্যবস্থাপক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে। এ নীতি অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংকগুলো শুধুমাত্র অনুমোদিত ও কল্যাণকর খাতে বৈধ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে। অর্জিত মুনাফা সঞ্চয়ী হিসাবধারী বা সাহিবে মাল ও মুদারিব বা ব্যাংকের মাঝে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বন্টন করে। লোকসান হলে অর্থের যোগানদাতা সাহিবে মাল আর্থিক লোকসানও বহন করেন। আর মুদারিব বা ব্যাংক এ ব্যবসায়ে যে সময়, শ্রম, মেধা ও যোগ্যতা বিনিয়োগ করেছে, সেটি তার লোকসানরূপে বিবেচিত হয়। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যবসায়ের ঝুঁকি ব্যাংক একা বহন করে না। জমাকারীগণও এ ঝুঁকির অংশীদার।^{১৮১৯} ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরী‘আহর ‘আল ওয়াদিয়া’ নীতির ভিত্তিতে চলতি জমা গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে গ্রাহক তার অর্থ ব্যাংকের কাছে বিনা লাভে নিরাপদে গচ্ছিত রাখেন। ব্যাংক গ্রাহককে চাহিবামাত্র সে অর্থ ফেরত দেয়ার অঙ্গীকার করে। এ হিসাবে গচ্ছিত অর্থ গ্রাহকের অনুমতির ভিত্তিতে ব্যাংক ব্যবহার করতে পারে।^{১৮২০}

প্রচলিত মেয়াদি আমানত (time deposit)-কে ভবিষ্যত মুনাফার ভিত্তিতে বিনিয়োগ আমানতের আকারে পুনর্গঠনের ফলে যে ‘কার্যত মুনাফার হার’ সৃষ্টি হয় তা ব্যাংকিং ইতিহাসে একটি নতুন উদ্ভাবন। এখানেই প্রচলিত ব্যবস্থার প্রজ্ঞাকে ছাড়িয়ে গেছে ইসলামী ব্যাংক। প্রাথমিক যুগে মুদ্রা বিনিময়কারীদের যে ত্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে ইউরোপে ব্যাংকব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে সেখানে আমানতকারী ও ব্যাংকারদের মধ্যে সম্পর্ক সবসময় ঋণ, জামিনদারি এবং কখনো কখনো নিশ্চয়তার

১৮১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

১৮১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

১৮১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

১৮১৮ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকিং: কল্যাণমুখী আর্থিক ধারা, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫০।

১৮১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

১৮২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে এসব ঋণ ও তহবিলের ঋণযোগ্যতা নিয়ে আলোচনা! ব্যাংকিং পেশায় ঋণচুক্তির সময় মূল্য হিসেবে নির্ধারিত সুদকে ‘নিশ্চিত’ হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং একে ‘অর্থের মূল্য’ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইসলামী ব্যাংকিং এসে ওই প্রজ্ঞার ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানে এবং ইসলামী ব্যাংকার ও তহবিল মালিকদের মধ্যে চুক্তিমূলক সম্পর্কের প্রকৃতিকেই বদলে দেয়। নতুন সম্পর্কটি তৈরি হয় একটি অংশীদারিত্বমূলক সহযোগিতার ভিত্তিতে। যেখানে বিনিয়োগের জন্য ব্যাংকারদের হাতে নগদ অর্থ তুলে দেয়া হয় এবং তা থেকে মুনাফা অর্জনের পরে তা মূলধনের ভিত্তিতে ভাগাভাগি করে নেয়া হয়। এখানে মুনাফার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তহবিল মালিকদের যে মুনাফা দেয়া হয় তা আসলে ‘কার্যত মুনাফা’ এবং অনুমান-অনুমিতির বদলে প্রকৃত মুনাফার ভিত্তিতে (ex-post)। এমনকি মুদারিব হিসেবে ব্যাংকের অংশটিও প্রকৃত মুনাফার ভিত্তিতে।^{১৮২১}

ইসলামী ব্যাংকগুলো সব ধরনের আয়মূলক আমানতের ক্ষেত্রে উপরোক্ত ধরনের মুনাফা ভাগাভাগির নীতি অনুসরণ করে। ২০০০ সালে ছোট আকারের একটি ইসলামী ব্যাংক গতানুগতিক চর্চা থেকে অনেকটা সরে এসে শেয়ারহোল্ডার ও আমানতকারীদের সব তহবিল এক কাতারে নিয়ে আসে। স্বাভাবিক সরকারি জালিয়াতি নিয়ন্ত্রণ বিধি মোতাবেক এই অংশীদারিত্বের নীতি ব্যাংকারদের মধ্যে একধরনের কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টি করে। কারণ, তাদের সম্পদ সমাবেশের ক্ষমতা তাদের তহবিল ব্যবহারের প্রকৃত ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে এই ভাগাভাগির নীতি সম্পদ সমাবেশকে একটি দীর্ঘ মেয়াদি কার্যক্রমে পরিণত করে যা অ্যাকাউন্টিং সাইকেল-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। এখানে প্রস্তাবিত সুদের হার-এ তড়িঘড়ি পরিবর্তন এনে রাতারাতি আমানত ‘ছিনিয়ে নেয়া’ হয়।^{১৮২২} আমানতকারীদের অংশীদারিত্ব ব্যবস্থা প্রয়োগের ফলে ব্যাংকের স্থিতিপত্রের জন্য বোঝা এমন সন্দেহজনক ঋণ এবং অন্যান্য সম্ভাব্য দায় ও লোকসানের ব্যাপারে ব্যবস্থাপনার মনোভাবও বদলে যায়। যেহেতু প্রতি হিসাব-বর্ষ শেষে আমানতকারীদের মধ্যে মুনাফার অংশ ভাগাভাগি করতে হয়, তাই সম্ভাব্য দায়গুলো আড়াল, লুকানো বা এক পাশে সরিয়ে রাখার যেকোনো প্রচেষ্টা শেয়ারহোল্ডারদের ওপর ক্রমবর্ধমান নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এতে সহজাতভাবে শেয়ারহোল্ডারদের মুনাফা আমানতকারীদের মধ্যে পুনঃবন্টিত হতে থাকবে।^{১৮২৩} ইসলামী ব্যাংকগুলো চলতি হিসাবধারীদেরকে মুনাফা প্রদান করে না। চলতি হিসাবের উদ্বৃত্তকে ব্যাংকের ওপর ঋণ হিসেবে দেখা হয়। যদিও আসল কথা হচ্ছে এগুলোর একটি নির্দিষ্ট অংশ বিনিয়োগ করা হয় এবং তার মুনাফা ভোগ করেন ইসলামী ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডাররা। এটা বৈধতা দানের যুক্তি হলো চলতি হিসাব উদ্বৃত্তগুলো গ্যারান্টিড (guaranteed)। তাই এগুলো থেকে মুনাফা ভাগ করার কোনো অধিকার নেই। সাধারণত ব্যাংকের বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি অংশ হলো শেয়ারহোল্ডারদের ইকুইটি। কিন্তু উপরোক্ত চর্চা তাদের মুনাফার পরিমাণ বহু গুণ বাড়িয়ে দেয়। শরী‘আহ বোর্ড-এর দ্বারা আইনসিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি সহজে খণ্ডন করা যায় এই যুক্তিতে যে ইসলামী ব্যাংকগুলোর সম্পদে শেয়ারহোল্ডারদের অংশ খুবই কম। খেলাপির বেলায় কোনো রকম দায়-এর গ্যারান্টি প্রদানের ক্ষেত্রে তা তেমন কাজে আসে না।^{১৮২৪} তাছাড়া, চলতি হিসাবধারীদের পছন্দ থেকে বুঝা যায়, তাদের মধ্যে উদ্বৃত্তের ওপর মুনাফার চেয়ে মূল্য প্রত্যাহার সুবিধা গ্রহণের প্রবণতা বেশি। ইসলামী ব্যাংকগুলো যদি বিনিয়োগ তহবিল তুলে নেয়ার ওপর বিধিনিষেধ শিথিল করে তাহলে চলতি হিসাবধারীরা মনোভাব বদলে তাদের সঞ্চয় মুদারাবা-য় নিয়ে যেতে পারেন।^{১৮২৫}

খ. ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় গ্রাহক সন্তুষ্টি ও আস্থা উন্নতির সোপান

নাসের তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, গ্রাহক বা ক্রেতা যখন দেখেন কোন ক্রেতা-সংযোগ উপদেষ্টার (সিআরএ) লেনদেনের ব্যাপারে পরিষ্কার-যা ইসলামী নৈতিক বিপণন আচরণের সঙ্গে সম্পর্কিত-তখন ওই ক্রেতা-সংযোগ উপদেষ্টার (সিআরএ) ব্যাপারে ক্রেতার প্রত্যাশা বেড়ে যায়। পরবর্তীতে জামাল ও নাসেরের অনুসন্ধানী গবেষণা দেখা যায়, সিআরএ-র অনুমিত নৈতিক মান সিআরএ-র ব্যাপারে ক্রেতা-সন্তুষ্টির ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।^{১৮২৬} তাই ইসলামী ব্যাংকের ইসলামী নৈতিক বিপণন আচরণ ও গ্রাহক-সন্তুষ্টির মধ্যে একটি ইতিবাচক যোগাযোগ রয়েছে। একজন গ্রাহক বা ক্রেতার ক্ষেত্রে তার আস্থার বিষয়টি এমন এক বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত যেখানে বাধ্যবাধকতাগুলো পূরণ করা হবে বলে মনে করা হয়। অন্য কথায়, ক্রেতা তার দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ রক্ষায় ইসলামী ব্যাংকের পণ্য বা সেবা বিক্রতার আচরণের ওপর নির্ভর করা যায় বলে বিশ্বাস এবং উপলব্ধি করেন। কোম্পানির প্রতি আস্থার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ‘প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব করা সেবাগুলোর মান ও

^{১৮২১} মনজের কাহফ, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন : কৌশলগত প্রবণতা, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

^{১৮২২} প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩।

^{১৮২৩} প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

^{১৮২৪} মনজের কাহফ, ইসলামী ব্যাংকগুলোর মুনাফা বন্টন, রিভিউ অফ ইসলামিক ইকোনমিক স্টাডিজ, (জেদ্দা: দি ইসলামিক রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ১৯৯৬ খৃ.), খ. ৩, সংখ্যা ২, পৃ. ১১৩-১১৪।

^{১৮২৫} মনজের কাহফ, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন : কৌশলগত প্রবণতা, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৪।

^{১৮২৬} এ. জামাল এবং এন. কামাল, Factors Influencing Customer Satisfaction in the Retail Banking Sector in Pakistan, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব কনজুমার মার্কেটিং, (বিংলে: ইমারল্যান্ড গ্রুপ পাবলিশিং, ২০০৩), খ. ১৩, সংখ্যা ২, পৃ. ২০-৫২।

নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে ক্রেতার দৃঢ় বিশ্বাস।^{১৮২৭} আস্থাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা আস্থা-উত্তর (post-trust) ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যা ইসলামী নৈতিকতার মু'আমালাত নীতিমালা থেকে এসেছে। নাসের এবং মনটিনহো'র গবেষণা থেকে দেখা যায়, আর্থিকসেবা গ্রাহকদের প্রত্যাশা অনুযায়ী ইসলামী নৈতিক বিপণন কার্যক্রম সিআরএ-র ওপর গ্রাহকদের আস্থা বাড়িয়ে দেয়।^{১৮২৮} ইসলামী নৈতিক বিপণন আচরণ ও ইসলামী ব্যাংকের ওপর গ্রাহক-আস্থার মধ্যে একটি ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে বলে ধারণা করা যেতে পারে। সেবাদান ব্যবস্থায় বিপণন কর্মীদের (সিআরএ) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিবেচনায় নিয়ে এটা ব্যাখ্যা করতে হবে। কারণ, প্রথম সারির সেবাদান কর্মী হিসেবে বিপণন কর্মীরাই (সিআরএ) হলো, 'ক্রেতার দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠান।' ফলে, সিআরএ'র আচরণ যদি ইসলামী বলে মনে হয়, তাহলে ব্যাংকটিকেও ইসলামী বলে গ্রাহকরা উপলব্ধি করবেন। কারণ, যোগাযোগ কর্মীদের সম্পর্কে গ্রাহকদের উপলব্ধি ব্যাংক সম্পর্কে তাদের উপলব্ধিকে প্রভাবিত করবে।^{১৮২৯} ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিপণন নৈতিকতা নীতির ভিত্তিতে, ইসলামী ব্যাংকের সঙ্গে কোন গ্রাহকের চলমান সম্পর্ক অব্যাহত রাখার সদিচ্ছা এবং অন্যান্য গ্রাহকের কাছে ব্যাংকটির ব্যাপারে তার সুপারিশ করার অভিপ্রায়-এ দু'য়ের সম্মিলনে ইসলামী ব্যাংকের প্রতি গ্রাহক-আনুগত্যের ধারণাগত রূপ তৈরি হয়েছে।^{১৮৩০} গ্রাহকের আনুগত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ইসলামী নৈতিক বিপণন আচরণ বিশাল ভূমিকা রাখে। ন্যায্যতা তত্ত্বের (equity theory) ওপর গড়ে ওঠা ইসলামী নৈতিক বিপণন আচরণকে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বিনিয়োগ হিসেবে দেখা হয়।^{১৮৩১} তাই সিআরএ-র ইসলামী নৈতিক আচরণের ব্যাপারে গ্রাহকদের উপলব্ধি যত উঁচু হবে, ইসলামী ব্যাংকের প্রতি তাদের আনুগত্য হবে তত প্রবল। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের একটি নমুনা নিয়ে গবেষণায় জেরার্ড ও কানিংহাম;^{১৮৩২} মিতাওয়া ও আল-মোসাবি;^{১৮৩৩} নাসের, জামাল ও আল-খাতিব^{১৮৩৪} দেখতে পান যে, পুনরায় কেনার ইচ্ছার সঙ্গে অপরিহার্য-সেবা নিয়ে সন্তুষ্টি ইতিবাচকভাবে সম্পর্কিত।

জর্ডান ইসলামী ব্যাংককে নমুনা হিসেবে নিয়ে নাসের, জামাল ও আল-খাতিবের গবেষণায় দেখা যায়, ব্যাংকের ওপর গ্রাহকদের সন্তুষ্টি ব্যাংকের প্রতি আনুগত্যের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।^{১৮৩৫} বিভিন্ন শিল্প থেকে ক্রেতা নমুনা সংগ্রহ করে গবেষণা করেন জামাল ও নাসের।^{১৮৩৬} এর ফলাফলে, সেবা প্রদানকারী ও অপরিহার্য সেবা উভয় ক্ষেত্রে, ইসলামী ব্যাংকের সেবা পুনরায় ব্যবহার এবং ইসলামী ব্যাংকের সেবা গ্রহণের জন্য বন্ধুদের কাছে সুপারিশের ব্যাপারে গ্রাহকদের সদিচ্ছার ওপর গ্রাহক সন্তুষ্টির ইতিবাচক প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া গেছে। ইসলামী ব্যাংক নিয়ে সন্তুষ্টি এবং ব্যাংকের ওপর আস্থা-এ দু'য়ের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টিকে ইসলামী ব্যাংকের ব্যাপারে সার্বিক মনোভাব হিসেবে বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়।^{১৮৩৭} অপ্রত্যাশিত গ্রাহকদের সন্তুষ্টি করাকে ইসলামী ব্যাংকের ওপর গ্রাহক-আস্থা জোরদারকরণ হিসেবে

- ১৮২৭ ই. গারবারিনো এবং এম.এস. জনসন, The Different Roles of Satisfaction, Trust, and Commitment in Customer Relationships, *জার্নাল অব মার্কেটিং*, (ইউএসএ: আমেরিকান মার্কেটিং এসোসিয়েশন, এপ্রিল ১৯৯৯), খ. ৬৩, পৃ. ৭৩।
- ১৮২৮ কে. নাসের এবং এল. মুটিনহো, Strategic Marketing Management: The Case of Islamic Banks, *ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট*, (বিংলে: ইমারল্যান্ড গ্রুপ পাবলিশিং, ১৯৯৭), খ. ১৫, সংখ্যা ৬, পৃ. ১৮৭-২০৩।
- ১৮২৯ ড. আবুল হাসান এম. সাদেক, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের নৈতিক ও আইনগত নির্দেশনা: ইমাম গাজালীর বিশ্লেষণ, *ইসলামী ব্যাংকিং* (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জানু-জুন-২০১৪ খ.), ৯ম বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, পৃ. ৪২।
- ১৮৩০ কে. নাসের, এ. জামাল এবং কে. আল-খাতিব, Islamic Banking: A Study of Customer Satisfaction and Preferences in Jordan, *ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট*, (বিংলে: ইমারল্যান্ড গ্রুপ পাবলিশিং, ১৯৯৯), খ. ১৭, সংখ্যা ৩, পৃ. ১৩৫-১৫০; এস.এন.এ. হ্যারোন এবং এস. প্লানিসেক, Bank Patronage Factors of Muslims and non-Muslim customers, *ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ব্যাংক মার্কেটিং*, (বিংলে: ইমারল্যান্ড গ্রুপ পাবলিশিং, ১৯৯৪), খ. ১২, সংখ্যা ১, পৃ. ৩২-৪০; সি. এরোল এবং আর. এল-বিদোয়ার, Attitudes Behaviour and Patronage Factors of Bank Customers Towards Islamic Banks, *ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ব্যাংক মার্কেটিং*, (বিংলে: ইমারল্যান্ড গ্রুপ পাবলিশিং, ১৯৮৯), খ. ৭, সংখ্যা ৬, পৃ. ৩১-৪২; কে. নাসের এবং এল. মুটিনহো, Strategic Marketing Management: The Case of Islamic Banks, *ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট*, (বিংলে: ইমারল্যান্ড গ্রুপ পাবলিশিং, ১৯৯৭), খ. ১৫, সংখ্যা ৬, পৃ. ১৮৭-২০৩।
- ১৮৩১ জি. টি. গান্ডলাক এবং পি.ই. মারফি, Ethical and Legal Foundations of Relational Marketing Exchanges, *জার্নাল অব মার্কেটিং*, (ইউএসএ: আমেরিকান মার্কেটিং এসোসিয়েশন, অক্টোবর ১৯৯৩), খ. ৫৭, পৃ. ৩৫-৪৬।
- ১৮৩২ পি. জেরার্ড এবং জে.বি. কানিংহাম, Islamic Banking: A Study in Singapore, *ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ব্যাংক মার্কেটিং*, (বিংলে: ইমারল্যান্ড গ্রুপ পাবলিশিং, ১৯৯৭), খ. ১৫, সংখ্যা ৬, পৃ. ২০৪-২১৬।
- ১৮৩৩ এস. এ. মিতওয়া এবং এম. আল-মোসাবি, Banking Behaviour of Islamic Bank Customers: Perspectives and Implications, *ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ব্যাংকিং*, (ইউকে: ইন্ডারসাইন্স পাবলিশার্স, ১৯৯৮), খ. ১৬, সংখ্যা ৭, পৃ. ৩০০।
- ১৮৩৪ কে. নাসের, এ. জামাল এবং কে. আল-খাতিব, Islamic Banking: A Study of Customer Satisfaction and Preferences in Jordan, *ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট*, (বিংলে: ইমারল্যান্ড গ্রুপ পাবলিশিং, ১৯৯৯), খ. ১৭, সংখ্যা ৩, পৃ. ১৩৫-১৫০।
- ১৮৩৫ প্রাগুক্ত, খ. ১৭, সংখ্যা ৩, পৃ. ১৩৫-১৫০।
- ১৮৩৬ এ. জামাল ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, সংখ্যা ২, পৃ. ২০-৫২।
- ১৮৩৭ ড. আবুল হাসান এম. সাদেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

উপস্থাপন করা হয়েছে।^{১৮৩৮} ইসলামী ব্যাংকের কাছ থেকে উঁচুমানের সম্ভ্রুষ্টি লাভের অভিজ্ঞতা ক্রেতাকে কেবল সেবাদানকারীর ওপর আস্থা সুদৃঢ় হওয়ার পুনর্গনিশ্চয়তাই দেয় না, একে জোরদার করে।^{১৮৩৯} বিপণন মাধ্যমের ওপর প্রায়োগিক গবেষণা^{১৮৪০} এবং ভোক্তাআচরণ সম্পর্কিত সাহিত্য^{১৮৪১} এ যুক্তিকে সমর্থন করে। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে একজন গ্রাহক ইসলামী ব্যাংকের পণ্য ও সেবার সকল পর্যায়ে স্বাভাবিক সম্ভ্রুষ্টি লাভ করবে। আর তাই, ভোক্তার আস্থা অর্জনে ইসলামী ব্যাংক প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা ভোগ করে। যেমন, সাধারণভাবে সম্ভ্রুষ্টি গ্রাহকরা বার বার পণ্য বা সেবা কেনা এবং তাদের মাঝে ইসলামী ব্যাংকের প্রতি জোরদার আনুগত্যের প্রতিফলন ঘটবে। ইস্ট^{১৮৪২} এবং চিচেনস^{১৮৪৩} দেখিয়েছেন, এ ধরনের সম্ভ্রুষ্টি গ্রাহকরা ইতিবাচক কথা বলা এবং গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারেন। যেহেতু, গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী মূল্যের সম্পূর্ণ প্যাকেজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এ সম্ভ্রুষ্টি, তাই ইসলামী ব্যাংক নতুন গ্রাহক আকর্ষণের জন্য তার উৎসাহিতকরণ উপাদানে, সম্ভ্রুষ্টি গ্রাহকদের একটি অংশকে ব্যবহার করতে পারে। ইসলামী ব্যাংক আরো পারে তার যত্নশীল কর্মীদের ভাবমূর্তিকে ব্যবহার করতে। ইসলামী ব্যাংক তার সুবিধাগুলো সম্পর্কে উন্নয়নমূলক (promotional) উপাদানগুলোতে বস্তুগত প্রমাণ ব্যবহার করে নিজের পণ্য প্রমোট করে।^{১৮৪৪} ইসলামী ব্যাংকিং এখন তার নিজস্ব গণ্ডির বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে অনেক বড় বাজারে পরিণত হয়েছে। অনেক দেশে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে ইসলামী ব্যাংক। বিভিন্ন মুসলিম দেশ এবং বৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠী রয়েছে এমন দেশগুলোতে ইসলামী ব্যাংকগুলো ক্রমেই প্রচলিত ব্যাংকগুলোর একটি দৃশ্যমান বিকল্প হয়ে উঠছে। বিগত বছরগুলোতে বৈশ্বিকভাবে ইসলামী ব্যাংকগুলোর প্রবৃদ্ধি হয়েছে দুই অঙ্কের। অনেক প্রচলিত ব্যাংকও ইসলামী শরী'আহ মেনে 'ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো' চালুকরেছে।^{১৮৪৫}

৭.২.৫.৩ ইসলামী ব্যাংকিং অর্থায়নের প্রায়োগিক কৌশলসমূহ

ইসলামী ব্যাংকিং অর্থায়নের প্রায়োগিক কৌশলসমূহ সাধারণতঃ কয়েক ধরনের হয়ে থাকে :

- ক. মানবকল্যাণই বিনিয়োগের চরম ও পরম উদ্দেশ্য,
- খ. আর্থিক মন্দা প্রতিরোধে বিনিয়োগ পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগ,
- গ. আর্থিক অস্থিরতা দূরীকরণে সুকূক বা ইসলামী বন্ডের যথাযোগ্য ব্যবহার,

ক. মানবকল্যাণই বিনিয়োগের চরম ও পরম উদ্দেশ্য

ইসলামীধারার ব্যাংকগুলো কল্যাণ-অকল্যাণের শর'ঈ নীতি ও হালাল-হারাম মেনে জনকল্যাণধর্মী কাজে তাদের আহরিত সম্পদ নিয়োজিত করার নৈতিক বাধ্যবাধকতার অধীন। ইসলামী ব্যাংকগুলো আর্থিকভাবে লাভজনক হলেও কোনো অকল্যাণকর খাতে বিনিয়োগ করতে পারে না।^{১৮৪৬} পুঁজিবাদী ও ইসলামী অর্থব্যবস্থার মধ্যে যেসব মৌলিক বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করা যায় তা হলো : প্রত্যেকটি মানুষ অর্থনৈতিক লেনদেনের সাথে জড়িত। যে নীতি বা ব্যবস্থা মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে তাকে অর্থব্যবস্থা বলে। মূলত অর্থব্যবস্থায় ৩টি মৌলিক অর্থনৈতিক বিষয়^{১৮৪৭} নিয়েই পুঁজিবাদী ও ইসলামী অর্থব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য করা যায় :

-
- ১৮৩৮ এস. এন. এ. হ্যারোন এবং এস. প্লানিসেক, Bank Patronage Factors of Muslims and non- Muslim customers, *ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ব্যাংক মার্কেটিং*, (বিংলে: ইমারল্যান্ড গ্রুপ পাবলিশিং, ১৯৯৪), খ. ১২, সংখ্যা ১, পৃ. ৩২-৪০।
 - ১৮৩৯ এস. এ. মিতওয়া এবং এম. আল-মোসাবি, Banking Behaviour of Islamic Bank Customers: Perspectives and Implications, *ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ব্যাংকিং*, (ইউকে: ইন্ডারসাইন্স পাবলিশার্স, ১৯৯৮), খ. ১৬, সংখ্যা ৭, পৃ. ৩০০।
 - ১৮৪০ এ. গানেসান, Determinants of Long-Term Orientation in Buyer-Seller Relationships, *জার্নাল অব মার্কেটিং*, (ইউএসএ: আমেরিকান মার্কেটিং এসোসিয়েশন, এপ্রিল ১৯৯৪), খ. ৫৮, পৃ. ১-১৯।
 - ১৮৪১ ই. গারবারিনো এবং এম.এস. জনসন, The Different Roles of Satisfaction, Trust, and Commitment in Customer Relationships, *জার্নাল অব মার্কেটিং*, (ইউএসএ: আমেরিকান মার্কেটিং এসোসিয়েশন, এপ্রিল ১৯৯৯), খ. ৬৩, পৃ. ৭০-৮৭।
 - ১৮৪২ আর ইস্ট, Consumer Behaviour: Advances and Applications in Marketing, (লন্ডন: প্রেন্টিস হল, ১৯৯৭ খৃ.), পৃ. ২০।
 - ১৮৪৩ এম.এল. রিচেনস, Negative Word of Mouth by Dissatisfied Consumers: A Pilot Study, *জার্নাল অব একাডেমি অব মার্কেটিং সাইন্স*, (ক্যামব্রিজ: স্প্রিংগার, ১৯৮৩ খৃ.), খ. ৪৬, পৃ. ৬৯-৭৪।
 - ১৮৪৪ ড. আবুল হাসান এম. সাদেক, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৪৩।
 - ১৮৪৫ জন স্ফাকিয়ানাকিস, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৮২।
 - ১৮৪৬ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকিং দ্রুত বিকাশমান আর্থিক ধারা, *সাণ্ডাহিক*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৯-৪১।
 - ১৮৪৭ ড. মুহাম্মাদ বশির উল্লাহ, *প্রাণ্ডক্ত*।

এক. কি কি দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করা হবে?

মদ উৎপাদন করা হবে, না গরুর খামারে দুধ উৎপাদন করা হবে? বিলাসদ্রব্য উৎপাদন করা হবে, না প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করা হবে? মহিলাদের জন্য জিন্স প্যাণ্ট ও ফতোয়া তৈরি করা হবে, না বোরখা ও পর্দার উপকরণ তৈরি করা হবে? ইত্যাদি।

দুই. কিভাবে উৎপাদন করা হবে?

বৈধভাবে উৎপাদন করা হবে, না ভেজাল মিশিয়ে উৎপাদন করা হবে? শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা পরিশোধ করে উৎপাদন করা হবে, না শ্রমিকদের রক্ত চুষে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে উৎপাদন করা হবে? ইত্যাদি।

তিন. কাদের জন্য এসব পণ্য সামগ্রী ও সেবা উৎপাদন করা হবে?

গরীবদের জন্য উৎপাদন করা হবে, না ধনীদের জন্য উৎপাদন করা হবে? শহরের লোকদের জন্য উৎপাদন করা হবে, না গ্রামের লোকদের জন্য উৎপাদন করা হবে? ইত্যাদি।

কোনো দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের জন্য শ্রম, পুঁজি, প্রযুক্তি ও সংগঠনের যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। কোন প্রকার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কতটুকু সামাজিক ব্যয় সংশ্লিষ্ট সে প্রশ্নও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদন খরচের অন্য একটি দিক হচ্ছে বর্তমান সীমিত সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, না কী নতুন সম্পদ সৃষ্টির ভিত্তি তৈরি হচ্ছে, সে দিকটির বিচার বিশ্লেষণ করা। তাছাড়া বিবেচনায় আনতে হবে কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়ার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে সৃষ্ট নৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, অভাব অপূরণজনিত অসন্তোষ ইত্যাদি উপাদানসমূহকে। দ্বিতীয়ত, উৎপাদন ব্যবস্থা এমন হবে যা মানুষের মর্যাদাকে সম্মান করে তোলে এবং সংঘবদ্ধ মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করে।^{১৮৪৮} এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব যদি নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ^{১৮৪৯} পূরণ করা সম্ভব হয় :

- ক. মালিক ও শ্রমিক পক্ষ উভয়ই যদি উৎপাদনে তাদের অবদানের বিনিময়ে আনুপাতিক হারে পারিশ্রমিক লাভ করে;
- খ. উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘাতের পরিবর্তে যদি সমন্বয় গড়ে তোলা হয়;
- গ. কাজের একঘেয়েমী এ অনাবশ্যিক বিরক্তি যদি হ্রাস করা হয়;
- ঘ. কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত করা হয়; এবং
- ঙ. ক্ষমতা ও সম্পদের কেন্দ্রীভূতকরণ প্রবণতা রোধ করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে, সকল বাস্তব পরিস্থিতি হতে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, যে উৎপাদন ব্যবস্থায় মালিক ও শ্রমিক পক্ষ উভয়কে তাদের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতার সবটুকু উজাড় করে দিতে উদ্বুদ্ধকরণে ব্যর্থ হয়েছে অথবা বেকারত্ব, প্রকৃত পারিশ্রমিকের বদলে কম মজুরি প্রদান এবং সম্পদ এ আয়ের কেন্দ্রীভূতকরণ ঘটিয়েছে সে উৎপাদন ব্যবস্থা শুধু অবাঞ্ছনীয় নয়; বরং অকার্যকরও বটে।^{১৮৫০} ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় অংশীদারি পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগ করা হয়। এ কারণে ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রাহকের দক্ষতা ও কারবারের উৎপাদনশীলতা বিবেচনা করে থাকে। ফলে অনুৎপাদনশীল ও বিলাসিতামূলক খাতে বিনিয়োগের অর্থ ব্যবহারের সুযোগ থাকে না। বিনিয়োগের অর্থ যথাযথভাবে উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার করলে সার্বিকভাবে অর্থনীতির গতিশীলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যাংকব্যবস্থায়ও তেজিভাব বিরাজ করে এবং মন্দা পেছন দরজা দিয়ে পলায়ন করে। ইসলামের এই অংশীদারি অর্থায়ন পদ্ধতি পুরো অর্থব্যবস্থাকে মজবুতি ও স্থিতিশীল অবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত করে এবং অর্থনৈতিক মন্দা দূরীকরণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।^{১৮৫১}

ইসলামী অর্থব্যবস্থার প্রথম উদ্দেশ্য হলো সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য নিয়ে আসা। এটা কাউকে সীমা লঙ্ঘনের অনুমতি এবং কোনোভাবেই অন্যের সম্পদ জবরদখল করতে দেয় না। এটা অসদাচরণের সব সম্ভাব্য উপায় বন্ধের বিষয়টি নিশ্চিত করে।^{১৮৫২} এ প্রসঙ্গে সর্বশক্তিমান আল্লাহর আদেশ হলো, ‘অবৈধ উপায়ে একে অপরের ধনসম্পদ ভোগ করবে না।’^{১৮৫৩} কুরতুবি এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, ‘এই আদেশে ছলচাতুরী, জুয়া, দখল, অন্যের অধিকার অস্বীকারের মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। যে সম্পদ অনিচ্ছায় মালিক থেকে গ্রাহকের কাছে হস্তান্তর করা হয় তাও এর মধ্যে পড়বে।’^{১৮৫৪} নিষিদ্ধ অসদাচরণের মধ্যে সুদভিত্তিক ব্যবসা অন্তর্ভুক্ত করার যৌক্তিকতা হলো কোনো কিছু ওপর অননুমোদিত সংযোজন গ্রহণ করা সুস্পষ্ট ভুল। তাই পবিত্র কুরআন একে নিরুৎসাহিত করেছে। তাছাড়া সুদ এড়িয়ে চলার

^{১৮৪৮} ড. এম. উমর চাপড়া, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।
^{১৮৪৯} প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬১।
^{১৮৫০} প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।
^{১৮৫১} মুহাম্মদ শরীফ হোসাইন, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব, দৈনিক সংগ্রাম, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২১ বছর পূর্তি সংখ্যা, ২৩ জুলাই ২০০৪, পৃ. ৯০-৯১।
^{১৮৫২} মুহাম্মদ ইরফান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।
^{১৮৫৩} আল-কুরআন, ২:১৮৮।
^{১৮৫৪} উদ্ধৃত: মুহাম্মদ ইরফান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

পথটিও দেখিয়ে দেয় ইসলাম।^{১৮৫৫} বিচারপতি মুহাম্মদ করিম শাহ ব্যবসা ও সুদ-এর মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করে এ দু'য়ের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 'ব্যবসায় একজন মানুষ তার সময় ও শ্রম বিনিয়োগ করেন। এতে তার মানসিক ও শারীরিক উভয় ক্ষমতাহ্রাস পায়। এরপরও সে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করবে কি না তা অনিশ্চিত। অন্য দিকে সুদ-অন্বেষী (যে তার ভাইকে কেবল বাড়তি ও সঞ্চিতে টাকা দেয়) পরিশ্রম করে না বা তার সময় ও সামর্থ্য ব্যবহার করে না। তাই এক্ষেত্রে তার নিরঙ্কুশ লাভের আশা করাও উচিত নয়।'^{১৮৫৬}

ইসলামী আর্থিকব্যবস্থার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যটি হলো দারিদ্র্য বিমোচন। আল-কুরআন তার অনুসারীদেরকে আর্থিকভাবে দুর্বল আত্মীয়স্বজন এবং সম্ভব হলে নৈতিক ও সহানুভূতির ভিত্তিতে অন্য মানুষের মধ্যেও সম্পদ বিতরণের আহ্বান জানায়।^{১৮৫৭} সুদকে ধিক্কার জানানো ছাড়াও পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ সুদ নিশ্চিহ্ন করেন এবং বৃদ্ধি করেন দানশীলতা।'^{১৮৫৮} এভাবে ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতির দাতব্য চেতনা অভাবী এবং দৈনন্দিন জীবন চালানো কষ্টকর এমন ব্যক্তিদের অভাব সম্পূর্ণরূপে দূর করতে সাহায্য করে। এ লক্ষ্যে কুরআন সমঅংশীদারিত্ব অথবা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সমঝোতামূলক নীতির ভিত্তিতে ব্যবসার কথা বলে।^{১৮৫৯} আল-কুরআন সুদভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থা নিরুৎসাহিত করে বলছে, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা দ্বিগুণ বা চার গুণ সুদ খেও না এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা অনন্ত সাফল্য পেতে পারো।'^{১৮৬০}

ইসলামী অর্থনীতির এ দুটি প্রাথমিক উদ্দেশ্য মনে রাখলে বুঝা যাবে যে, ঝুঁকি শেয়ারমূলক অর্থায়ন (আরএসএফ) ব্যবস্থাই সমাজে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থিক ভারসাম্য সৃষ্টির সঠিক উপায়। এই 'আরএসএফ' ব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন অনেক পণ্ডিত।^{১৮৬১} এ ব্যবস্থার তাৎপর্য তুলে ধরে আব্বাস একে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে: ঝুঁকিতে অংশীদারিত্বমূলক অর্থায়নব্যবস্থায় শ্রম ও পুঁজির মধ্যে লাভ ভাগাভাগি হয়। পারিশ্রমিক পরিশোধের পর মুনাফা উদ্যোক্তা ও ইকুইটি মালিকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। যেহেতু লাভ প্রাক-উত্তর ঘটনা, তাই ইকুইটির আয়কে প্রাক-পূর্ব গণ্য করা যাবে না। এই ব্যবস্থায় অর্থায়ন ও বাস্তব অর্থনীতির মধ্যে 'ওয়ান-টু-ওয়ান' সম্পর্ক বিরাজ করে। ইকুইটিভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থায় সম্পদ ও দায় দিয়ে 'স্টক' বিনিয়োগ করা হয় বলে এ ব্যবস্থা স্থিতিশীল থাকে। তাই এটি ব্যাংকিং সঙ্কট এবং পরিশোধ প্রক্রিয়ায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হওয়া থেকেও মুক্ত।^{১৮৬২} তার দৃষ্টিতে প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থায় স্পষ্টত যে অবিচার রয়েছে ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থায় তা স্থান করে নেয়ার আশঙ্কা নেই। মূলত ইকুইটিভিত্তিক ব্যবসা পরিচালনায় উভয় পক্ষই আন্তরিকভাবে অবদান রাখেন। ব্যবসায় যেকোনো ক্ষতি হোক না কেন তারা তা ভাগ করে নিতে রাজি থাকেন। এভাবে দেখলে বুঝা যাবে পুরো পদ্ধতিটি স্থিতিশীল এবং তা বিশ্ব আর্থিকব্যবস্থায় প্রয়োগ করা যেতে পারে। তাহলে ব্যাংকিং সঙ্কট ও আর্থিক মন্দার মতো পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে না।^{১৮৬৩} একটি স্থিতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিষয়ে আব্বাসের সঙ্গে হোসেনও একমত এবং তিনি বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য 'আরএসএফ' ব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'ইসলামী ব্যবস্থায় বিশেষজ্ঞরা বিনিয়োগকারীদের জন্য সুস্পষ্ট মালিকানার অধিকার বজায় রাখেন। প্রচলিত ব্যবস্থার বিপরীতে এই বৈশিষ্ট্য ইসলামী অর্থব্যবস্থাকে অধিকতর স্থিতিশীল করে তোলে।'^{১৮৬৪} আসলে 'আরএসএফ' ব্যবস্থা হলো এমন কিছু নৈতিক নীতিবোধের সম্মিলন যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আর্থিক কার্যক্রমে প্রয়োগ করা হয়। তাই এ পদ্ধতি অর্থনীতিতে এমন এক তরু প্রতিষ্ঠা করে যা প্রতিযোগিতামূলক হওয়ার পাশাপাশি মানুষের কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।^{১৮৬৫} ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থার উপবিভাগ ইসলামী ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব তুলে ধরেন সুন্দররাজন। তিনি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এর মৌলিক নীতিমালাও স্বীকার করেছেন। তার মতে, 'ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থা হলো কুরআন ও ইসলামী শরী'আহ আইনের আলোকে প্রণীত ও ইসলামী ধর্মীয় নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধিব্যবস্থা এবং আর্থিক সেবা ও পণ্য।'^{১৮৬৬} আব্বাস ইসলামী অর্থায়নকে সমর্থন করে বলেছেন, 'ইকুইটি বিনিয়োগ এবং ঝুঁকি শেয়ারিংয়ের ওপর

১৮৫৫ মুহাম্মদ ইরফান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৫।

১৮৫৬ মুহাম্মদ করিম শাহ, জিয়া-উল-কুরআন, (লাহোর: জিয়া-উল-কুরআন প্রকাশনা, ১৯৯৫ খৃ.), খ. ১, পৃ. ১৯৫।

১৮৫৭ মুহাম্মদ ইরফান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৫।

১৮৫৮ আল-কুরআন, ২:২৭৬।

১৮৫৯ মুহাম্মদ ইরফান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৫-৩৬।

১৮৬০ আল-কুরআন, ৩:১৩০।

১৮৬১ মুহাম্মদ ইরফান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৫।

১৮৬২ উদ্ধৃত: মুহাম্মদ ইরফান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৬; আব্বাস মিরাকোর, ইসলামিক ফাইন্যান্স এন্ড রিস্ক শেয়ারিং, মাসিক নিউ হরাইজন, আগস্ট ২০১০, পৃ. ১২, <http://www.eurekahedge.com/news>

১৮৬৩ মুহাম্মদ ইরফান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৬।

১৮৬৪ উদ্ধৃত: মুহাম্মদ ইরফান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৬।

১৮৬৫ মুহাম্মদ ইরফান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৬।

১৮৬৬ ডি. সুন্দররাজন, ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এন্ড প্রোডাক্টস ইন দি গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল সিস্টেম: কি ইস্যু ইন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এন্ড চ্যালেঞ্জস এগাহেড, আইএমএফ ওয়ার্কিং পেপার, (নিউইয়র্ক: আইএমএফ, নভেম্বর ২০০২ খৃ.), পৃ. ৩।

জোর দিয়ে ইসলামী অর্থায়ন যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করে তা একে সহজাতভাবে স্থিতিশীল করে তোলে।^{১৮৬৭} অপরদিকে ‘ঋণ ও সুদভিত্তিক প্রচলিত অর্থব্যবস্থা বার বার ভারসাম্যহীন বলে প্রমাণিত হচ্ছে।’^{১৮৬৮} আক্বাসের সাথে একমত হয়ে মুহাম্মদ ইরফান বলেন, ইসলামের ‘আরএসএফ’ ব্যবস্থা স্থিতিশীলতা আনতে পারে। তাই এর প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।^{১৮৬৯}

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার সাফল্যের অন্তর্নিহিত আরো একটি শক্তি হলো উৎপাদন প্রক্রিয়া ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ইসলামী ব্যাংকের সরাসরি অংশগ্রহণ। প্রচলিত পদ্ধতিতে ব্যাংক আর্থিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে থাকে। এ ব্যবস্থায় ব্যাংক কম দামে অর্থ ক্রয় করে বেশি দামে বিক্রয় করে। ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবধানই মুনাফা। অর্থাৎ, কম সুদের হারে আমানত সংগ্রহ করে বেশি সুদের হারে সে অর্থ ঋণ দেয়। উভয় সুদের পার্থক্যই প্রচলিত ব্যাংকের মুনাফা। এখানে ব্যাংককে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় জড়িত হতে হয় না। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক অর্থের ব্যবসা করে না, পণ্যসামগ্রী নিয়ে কারবার করে। ফলে ব্যাংক সরাসরি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় জড়িত হয়। যে কারণে অর্থের প্রবাহ, পণ্যসামগ্রী ও সেবা সরবরাহের মাধ্যমে সমৃদ্ধি রক্ষা করে ব্যাংকের স্থিতিশীলতা বহাল রাখা সম্ভবপর হয়। ব্যাংক-এর কাজ হচ্ছে কিছু গ্রুপের বদলে সাধারণভাবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো। ইসলামী ব্যাংক কিভাবে দরিদ্র জনগণকে সাহায্য করার পাশাপাশি আয়-বৈষম্য কমিয়ে আনতে সাহায্য করে? বেশিরভাগ প্রচলিত ব্যাংকের অবস্থান মেট্রোপলিটন এলাকা বা বড় শহরগুলোতে। ইসলামী ব্যাংক সম্ভাবনাময় ও অবহেলিত এলাকাগুলোতে তার শাখা ও অন্যান্য সরবরাহ চ্যানেল ছড়িয়ে দেয়। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার এবং পোস্ট অফিস ও অন্যান্য বিতরণ কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে মিলে ব্যয়-সাশ্রয়ী বিভিন্ন ব্যবসা মডেল উদ্ভাবন করে। ইসলামী ব্যাংক মূলত প্রকৃত সম্পদ-ভিত্তিক লেনদেনের ওপর নির্ভর করে। সাব-প্রাইম সিকিউরিটিজ পরিহার ও হাইব্রিড পণ্যের মতো ফিন্যান্সিয়াল লিভারেজ বা আর্থিক স্বাধীনতা এড়িয়ে চলে। এভাবে আর্থিক সঙ্কট মোকাবেলার জন্য নৈতিক সমাধান দেয় এ ব্যবস্থা।^{১৮৭০} ইসলামী অর্থায়ন স্বল্প মুদ্রাস্ফীতিপ্রবণ। এটা ফটকাবাজীর মতো জুয়াখেলা নয়। এটা আর্থিক জোচ্ছুরির বদলে অর্থনীতিতে প্রকৃত খাতগুলোকে চাঙ্গা করে। সঞ্চয়-সমাবেশ ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ তৎপরতা চালায় প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য এ সঞ্চয় বিনিয়োগ করে। ফলে সমাজের দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষ অর্থনীতিতে অংশ গ্রহণের সুযোগ পায় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল ভোগ করতে পারে। ইসলামী ব্যাংকিং একটি সমতা ও ন্যায্যতাভিত্তিক বিকল্প ব্যবস্থা ও সামাজিক দায়িত্বপূর্ণ বিনিয়োগ। যা সাব-প্রাইম ক্রেডিট থেকে মুক্ত ও সব সম্প্রদায়ের কাছে সমাদৃত। মালয়েশিয়ায় ৪০% গ্রাহক চীনা। যুক্তরাজ্যের ইসলামী ব্যাংকগুলোতে ২০% গ্রাহক খৃস্টান, হিন্দুও শিখ। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আর্থিক সেবাদানের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক একটি দ্রুত বর্ধনশীল খাত। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, সিঙ্গাপুর ও ফ্রান্সসহ ৭০টি দেশে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যাংকিং আইন সংশোধন করা হয়েছে।^{১৮৭১}

অর্থনীতিতে সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক অত্যন্ত দক্ষ। সর্বোচ্চ কল্যাণ অর্জনের লক্ষ্যে সমাজের দৃষ্টির আড়ালে থাকা সম্পদ (scarce resource)-এর সম্ভাব্য সর্বোত্তম ব্যবহারের সঙ্গে এই বন্টনগত দক্ষতা জড়িত। দুস্প্রাপ্যতার বিশ্বে অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের দু’টি বড় উপায়^{১৮৭২} রয়েছে:

ক. সম্পদ ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সামাজিক সুফল ও সম্পদ বন্টনের জন্য প্রকল্পগুলোর অগ্রাধিকার নির্ণয়, এবং

খ. সম্ভাব্য সবচেয়ে কম সম্পদের জন্য প্রতিটি বাধ্যবাধকতা পূরণ।

কাম্যতা কমিয়ে আনা ও সে অনুযায়ী সম্পদ নিয়োজিত করতে বন্টনগত দক্ষতা কেবল প্রকল্পের অগ্রাধিকার নির্ধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এর মাধ্যমে সম্পদের সম্ভাব্য সর্বোত্তম ব্যবহারও হয়। কারণ, কাম্যতার সবকিছুই এক সঙ্গে পূরণ করা যায় না। বিনিয়োগকৃত তহবিলের সর্বোত্তম বন্টন সম্ভব, যদি ক. আর্থ-সামাজিক কাম্যতার শ্রেণি অনুযায়ী বিন্যস্ত প্রতিটি প্রকল্পের ওপর সুনির্দিষ্ট জোর দেয়া হয় ও সে অনুযায়ী তহবিল আলাদা করা হয়; খ. সুনির্দিষ্ট শ্রেণির প্রকল্পের জন্য তহবিল আলাদা করার পর লাভজনকতার ভিত্তিতে তা বরাদ্দ। এখানে অন্যান্য শর্ত পূরণ হয়েছে বলে ধরে নেয়া হচ্ছে। তাই কোন বিনিয়োগ অর্থায়ন ব্যবস্থাকে দক্ষ করার জন্য কাউকে দুটি মানদণ্ড অনুসরণ করতে হবে : ক. ক্রমহ্রাসমান কাম্যতার (decreasing desirability) ভিত্তিতে প্রকল্পের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে, এবং খ. লাভজনকতার বিচারে (হ্রাসমান ধারায়) প্রকল্পের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে।^{১৮৭৩} দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা এসব মানদণ্ড পূরণ করে না। প্রচলিত ব্যাংকগুলো প্রকল্পের মুনফাশীলতা (profitability) বিচার করে। তারপরও জামানতের অবস্থা এবং গ্রাহকদের ব্যক্তিগত সততা ও তাদের আয় করা সুদ-এর সঙ্গে তাদের অর্থায়ন করা প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত আয়ের সরাসরি সম্পর্ক নেই। ফলে, মুনফাশীলতা শেষ পর্যন্ত তহবিল বরাদ্দের প্রধান মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে না। প্রচলিত ব্যাংকিং নিয়ে

^{১৮৬৭} মুহাম্মদ ইরফান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৭; আক্বাস মিরাকোর, আক্বাস মিরাকোর, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১২।

^{১৮৬৮} প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৭; প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১২।

^{১৮৬৯} মুহাম্মদ ইরফান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১২, পৃ. ৩৬।

^{১৮৭০} মো. আব্দুস সালাম, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৯৭।

^{১৮৭১} প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৯৭-৯৮।

^{১৮৭২} প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৯৫।

^{১৮৭৩} প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৯৫।

রালফ্ খারভে-এর সঙ্গে বিরোধ প্রসঙ্গে চাপড়া বলেন, বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সুদের হার অপ্রাসঙ্গিক। তাই তা বিদ্যমান যন্ত্রপাতির মূল্য বা শেয়ারের মূল্য দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।^{১৮৭৪} অন্যদিকে, উপরিউল্লিখিত তহবিল বরাদ্দের মানদণ্ড সামাজিক কল্যাণের শর্তাবলী পূরণকারী ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির সঙ্গে খুব ভালোভাবে খাপ খেয়ে যায়। ইসলামী ব্যাংকিং-এ লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্ব এর আসল কারণ। এখানে কোন প্রকল্পে অর্থায়নের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সবার আগে আসে মুনফাশীলতার বিষয়টি। প্রথম মানদণ্ডে সম্পদ বন্টনের বিতরণগত দিকগুলো তুলে ধরা হলেও দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে সবচেয়ে উৎপাদনশীল ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রেখে সম্পদ বরাদ্দের বিষয়টি।^{১৮৭৫}

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকগুলো যে অবদান রাখে তা, বিনিয়োগ অর্থায়নে জনগণের টাকা ব্যবহার করতে প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুমতি দেয়ার পেছনে একটি কারণ। এ যুগে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কেবল পণ্য ও সেবার ক্রমবর্ধমান উৎপাদনকে বুঝায় না, প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সুসম বন্টনকেও বুঝায়। কোন ব্যাংক ব্যবস্থা দুই ধাপে বন্টনকে প্রভাবিত করতে পারে। প্রথমত, বিভিন্ন খাত, অঞ্চল ও বিভিন্ন আয়-শ্রেণির মধ্যে আর্থিক সম্পদ নিয়োজিত করে। দ্বিতীয়ত, অর্থায়ন থেকে সৃষ্ট আয় ব্যাংক কিভাবে তার স্টেকহোল্ডারদের (আমানতকারী, ব্যাংক ও উদ্যোক্তা) মধ্যে বন্টন করছে তার মাধ্যমে। সুতরাং, কোন ব্যাংকিং পদ্ধতিকে দক্ষ করতে হলে বিভিন্ন খাত, অঞ্চল ও বিভিন্ন আয়-শ্রেণির মধ্যে ব্যাংকের বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের পাশাপাশি স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে ঝুঁকি ও লাভ-এর সুসম বন্টনও নিশ্চিত করতে হবে।^{১৮৭৬}

খ. আর্থিক মন্দা প্রতিরোধে বিনিয়োগ পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগ

১. বিনিয়োগ পদ্ধতিতে মন্দা প্রতিরোধক প্রায়োগিক সাধারণ বিষয়াদি

শরী‘আহ বা ইসলামী আইনে ঋণের ওপর সুদ (রিবা) লেনদেন নিষিদ্ধ। তা ছাড়া ইসলামী নীতি পরিপন্থী যেমন : শূকরের মাংস, মদ বা জুয়ার সঙ্গে যুক্ত এমন কোনো ব্যবসায় বিনিয়োগ নিষিদ্ধ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ঋণ নিয়ে বাণিজ্য ও মুদ্রা পাচারের বিষয়ে সতর্ক থাকা। তাছাড়া, আর্থিক সমস্যা ও ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে এমন কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগ না করার মতো ব্যাংকব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত বিধিনিষেধগুলো মেনে চলা। এর পরিবর্তে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় কয়েকটি বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন : ‘ইজারা বাই তামলিক’ (ভাড়ার চুক্তি যা মালিকানায় সমাপ্তি ঘটে), ‘মুরাবাহা’ ইত্যাদি।^{১৮৭৭} ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্প থেকে দূরে থাকার দৃঢ়সঙ্কল্পই ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থাকে স্বাভাবিক করেছে। আর্থিক সঙ্কটের ফলে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিংব্যবস্থায় একটি বড় ধরনের মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়। কারণ, প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় ঋণ কেনা এবং প্রকৃত লেনদেন ছাড়াই গ্রাহকসংখ্যা বাড়িয়ে দেখানো হয়। ইসলামী ব্যাংকগুলো এ ধরনের কোনো ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্পে অংশ নেয় না। তাই ইসলামী ব্যাংকগুলোর ওপর আন্তর্জাতিক সঙ্কটের কোনো প্রভাব পড়েনি। কারণ, প্রচলিত ব্যাংকিং-এর চেয়ে ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থায় মূলধন অনেক বেশি সুরক্ষিত।^{১৮৭৮}

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা বিশ্ব অর্থনীতিরই একটি অংশ। তাই বৈশ্বিক সঙ্কটের ওপর ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু, ইসলামী ব্যাংকগুলো প্রচলিত ব্যাংকিং নিয়মে বিনিয়োগ করে না। তাই এগুলো আর্থিক সঙ্কটে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। অ্যালেন ও আনউইন ইসলামী ব্যাংকিং-এর নীতিমালা পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন, এই ব্যাংক শরী‘আহ আইনের ভিত্তিতে গঠিত এবং মালয়েশিয়ায় এর সবচেয়ে ভালো বিস্তার ঘটেছে। যেকোনো ধরনের সুদ ও ফটকাবাজি পরিহার করে এই ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এখানে ক্যাসিনোর মতো ‘অনৈতিক’ ব্যবসায় বিনিয়োগও নিষিদ্ধ।^{১৮৭৯} লরেট্টা ন্যাপোলিয়নি ১৯৯০-এর দশকে এশিয়ার আর্থিক সঙ্কট নিয়ে আলোচনা করেছেন। তখন আইএমএফ-এর কঠিন শর্ত মেনে আর্থিক সহায়তা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কয়েকটি দেশ (থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন)। ফলে সঙ্কট আরো তীব্র হয়। এ পরিস্থিতির জন্য আন্তর্জাতিক ফটকাবাজীদের দায়ী করে মালয়েশিয়া। দেশটি আন্তর্জাতিক আর্থিক সহায়তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় এবং এর পরিবর্তে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে। ফলে এটিই একমাত্র দেশ যা তেমন কোনো ক্ষতি স্বীকার না করেই সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল।^{১৮৮০} ক্লানচি ইয়েটস এ অবস্থার পুনরাবৃত্তি দেখেছেন সবখানে। তিনি বলেন, পশ্চিমা দেশগুলো যখন বিধবৎসী অবস্থার শিকার, তখন অতিসম্প্রতি ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে ‘ডাউ জোনস ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল ইনডেক্স’ ৪.৭৫ শতাংশ বেড়েছে। বিগত বছরগুলোতে এ সূচক ৭ শতাংশের মতো মাঝারি গোছের মূল্য হারায়। তাই ইতঃপূর্বে আলোচনার নিরিখে বিশ্বে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের পুঞ্জীভূত ঋণের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী ব্যাংকিং থেকে শিক্ষণীয় বিষয় কী হতে পারে তা ভেবে দেখা উচিত। বর্তমান সঙ্কটের জন্য

১৮৭৪ প্রাণ্ডু, পৃ. ৯৫।

১৮৭৫ প্রাণ্ডু, পৃ. ৯৫।

১৮৭৬ প্রাণ্ডু, পৃ. ৯৫-৯৬।

১৮৭৭ মোহাম্মদ বশির শেঙ্গুয়েল, প্রাণ্ডু, পৃ. ১১০।

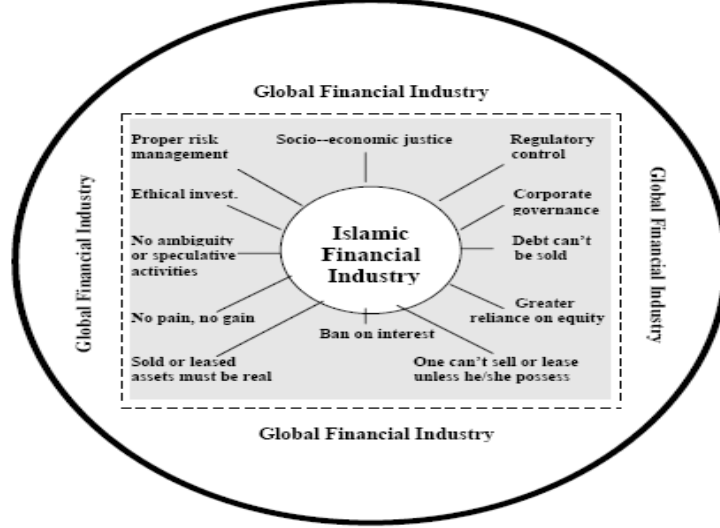
১৮৭৮ প্রাণ্ডু, পৃ. ১১০।

১৮৭৯ উদ্ধৃত: মোহাম্মদ বশির শেঙ্গুয়েল, প্রাণ্ডু, পৃ. ১১০।

১৮৮০ উদ্ধৃত: প্রাণ্ডু, পৃ. ১১০-১১১।

দায়ী আমেরিকায় অনিয়ন্ত্রিত ফটকাবাজি (যা মূলত পুঞ্জীভূত ঋণের সঙ্গে সম্পর্কিত)।^{১৮৮১} ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতিতে সহজে এ সকল ফটকাবাজি বন্ধ হয়ে যায়, যা নিম্নে ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতির মৌলিক নীতিমালার একটি চিত্র (চিত্র নং ৪১) দেয়া হলো :

চিত্র ৪১: ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতির মৌলিক নীতিমালা^{১৮৮২}



ফটকাবাজি (Credit Default Swaps—CDS) সম্পর্কে মার্কিন সাময়িকী ফরচুন-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঋণ খেলাপির আতঙ্ক এক দশক ধরে প্রতি বছরই দ্বিগুণ হচ্ছে। এ ব্যবসা পুরোপুরি অস্বচ্ছ। ফটকাবাজি ব্যবসার আকারও অনুমাননির্ভর। ধারণা করা হয়, এর পরিমাণ ৫৪.৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার (অন্যদিকে, বৈশ্বিক জিএনপি ৫৪.৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার)। বিক্রেতার মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে পরিস্থিতি কেমন দাঁড়াতে পারে!^{১৮৮৩} তাই প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলোকে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার নীতিমালা থেকে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো গ্রহণের পাশাপাশি পরামর্শ দেয়া হচ্ছে মদ, জুয়া ও অশ্লীলতাপূর্ণ ব্যবসায় বিনিয়োগের পরিবর্তে নৈতিক ব্যবসায় বিনিয়োগের।^{১৮৮৪} সাম্প্রতিক আর্থিক সঙ্কট যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশের আর্থায়ন বাজারে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। বিশেষ করে ‘মর্টগেজ ব্যাকডভিভিক সিকিউরিটি’তে বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হন সবচেয়ে বেশি। সংকটের কারণে সম্পদের মূল্য ঋণের অংকের চেয়ে নিচে নেমে যায়। বিপুল ক্ষতি বহন করতে হয় বিনিয়োগকারীদের। যেসব দেশ ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন (আইবিএফ) পদ্ধতি অনুসরণ করে তারা ছিল এ ক্ষতির বাইরে। মূলত বিশেষ ধরনের বন্ড ছিল এর কারণ। বিনিয়োগকারীদের মুনাফা পরিশোধ করতে গিয়ে সেখানেও ‘স্ববিরতা’র ঘটনা ঘটে।^{১৮৮৫}

২. ইসলামী ব্যাংকিং-এ বিপণন পদ্ধতি যেভাবে মন্দা প্রতিরোধে কাজ করে

ক. ইসলামী ব্যাংকিং-এ বিপণন নৈতিকতা

ইসলামী বিপণন নৈতিকতা সমাজের কল্যাণে সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজনকরণ নীতির সঙ্গে সমতা ও ন্যায্যবিচার নীতির সম্মিলন ঘটায়। এ নৈতিকতার প্রতি ইসলামী ব্যাংকিং শিল্প অবিচল থাকলে তা ব্যাংকার-গ্রাহক উভয়ের আচরণ ও জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক হয়।^{১৮৮৬} ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো, প্রথমটি কাজ করে সমতাভিত্তিক অংশীদারিত্ব পদ্ধতিতে। এখানে লাভের পূর্বনির্ধারিত হার সুনিশ্চিত নয়। অন্যদিকে, ইকুইটি ও ঋণ উভয় পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় দ্বিতীয়টির কার্যক্রম। যা প্রধানত : সুদ-ভিত্তিক (রিবা)। এ মৌলিক পার্থক্য ইসলামী শরী‘আহ নীতিমালা অনুসরণের ফল। যার ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকাররা গ্রাহকদের কাছে প্রস্তাব (অফার) করা যায় এমন বিভিন্ন পণ্য ও সেবা খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হন। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী অসংখ্য বিনিয়োগকারীকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে।

^{১৮৮১} প্রাণ্ডজ, পৃ. ১১১।

^{১৮৮২} N. Kaye Rasem, M. Kabir Hassan, The Global financial crisis and the Islamic Finance, *Thunderbird International Business Review*, (New York: Wiley, 2011), Vol. 53 No. 5, p. 551-564।

^{১৮৮৩} প্রাণ্ডজ, পৃ. ১১১।

^{১৮৮৪} মোহাম্মদ বশির শেঙ্গুয়েল, ইসলামী ব্যাংকিং ও সর্বশেষ আর্থিক সঙ্কট, *ইসলামী ব্যাংকিং*, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ডিসেম্বর ২০১৪ খৃ.), পৃ. ১১২।

^{১৮৮৫} মাইকেল বাসলার, *প্রাণ্ডজ*, পৃ. ১১৫।

^{১৮৮৬} আবুল হাসান, আবদুল কাদের চাচি ও সালমা আবদুল লতিফ, *ইসলামী ব্যাংকিং-এ বিপণন নৈতিকতা ও গ্রাহক সন্তুষ্টি*, *ইসলামী ব্যাংকিং*, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জানুয়ারি ২০১৪), পৃ. ৩৪।

একটি বিকাশমান আর্থিকধারা হিসেবে নতুন গ্রাহক আকৃষ্ট করায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর বিপুল সম্ভাবনা এর একটি ইতিবাচক দিক। যা বাজারে ব্যাংকের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করেছে। ইসলামী ব্যাংকগুলোর শাখা (যেমন, দুবাই ইসলামী ব্যাংক, ইউএই; ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ; ব্যাংক ইসলাম মালয়েশিয়া বেরহাদ; ব্যাংক শরী'আহ মানদিরি, ইন্দোনেশিয়া, ইত্যাদি) বৃদ্ধির কারণ এখান থেকে বোঝা যায়। নিজ নিজ দেশে বহু সংখ্যক শাখা স্থাপনে সক্ষম হয়েছে এসব ব্যাংক।^{১৮৮৭} ইসলামী ব্যাংকের বিপণন নীতিমালা সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজনকরণ ধারণার সঙ্গে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে 'ন্যায্যতা' নীতির সম্মিলন ঘটায়। মূল্য সৃষ্টির একটি উপায় তুলে ধরে এ নীতিমালা এবং সাধারণভাবে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটায়। ইসলামী নৈতিক দিক নির্দেশনা ব্যাংকার ও গ্রাহকের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করে।^{১৮৮৮} ইসলামী নৈতিকতার নির্দেশ হলো, বাজার পরিচালনকারীরা কোন অবস্থাতেই সেবা গ্রহীতা বা ক্রেতাদের শোষণ করবে না। তারা কোনভাবেই অসততা, জালিয়াতি বা শঠতার আশ্রয় নেবে না। যেকোন অনৈতিক বিপণন চর্চা একটি অন্যায্য। যা ভ্রাতৃত্ব এবং সব মানুষ সমান-ইসলামী চেতনার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষান করে।^{১৮৮৯} তাই ইসলামী বিপণন নৈতিকতা মানুষের মধ্যে ঐক্যের বীজ বপন ও সমাজে সু-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করে। এতে মানবতার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং অধিকার সমন্বিত হয়।^{১৮৯০}

খ. ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিপণন-মিশ্রণ-এর পাঁচ 'পি'

ইসলামী ব্যাংকের বিপণন নৈতিকতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে, সাঈদ, আহমাদ ও মুখতার উল্লেখ করেন যে, ইসলামের ন্যায্যবিচার ও সমতা নীতি-ভিত্তিক ইসলামী বিপণন নৈতিকতা অনেক দিক দিয়ে সেকুলার নৈতিকতা থেকে আলাদা। তারা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিপণন নৈতিকতার তিনটি বৈশিষ্ট্য^{১৮৯১} নিয়ে আলোচনা করেছেন:

প্রথমত: ইসলামী নৈতিকতার ভিত্তি হলো আল-কুরআনের নির্দেশাবলী (commandments) এবং এখানে বিপণন নির্বাহীরা নিজেদের ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশি মতো কোন দ্বার্ববোধক ব্যাখ্যা দাঁড় করাবেন এমন কোন সুযোগ নেই।

দ্বিতীয়ত: এ দু'য়ের মূল পার্থক্য হলো, ইসলামের পূরিপূর্ণতা সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত এবং অনমনীয় প্রকৃতির।

তৃতীয়ত: ইসলাম স্বার্থবাদি মুনাফা লাভের মনোভাবের পরিবর্তে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে সর্বোচ্চ মূল্য-সংযোজনকরণকে গুরুত্ব দেয়। এসব বৈশিষ্ট্য ইসলামী নৈতিকতাকে মানব চেতনায় অনুপ্রবেশের বিপুল ক্ষমতা দিয়েছে এবং এর মাধ্যমে তা বিপণন নির্বাহীদের আচরণকে প্রভাবিত করতে সক্ষম।^{১৮৯২}

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয় দুটি নিয়মে^{১৮৯৩}:

১. আল্লাহর আধ্যাত্মিক নির্দেশের কাছে আত্মসমর্পন এবং
২. আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি ও দয়া। যার অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে অন্যেও ক্ষতি সাধন থেকে বিরত থাকা। এর ফলে অনৈতিক অনুশীলনের বিস্তৃতি রোধ হয়।

তাই উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, ইসলামী নৈতিকতা নির্ধারিত 'বিপণন'র আওতায় বিপণন নৈতিকতার পাঁচ 'পি' রয়েছে। এ পাঁচ 'পি' হলো :

- এক. প্রডাক্ট (পণ্য ও সেবা),
- দুই. প্রাইস (মূল্য),
- তিন. প্রমোশন (উন্নয়ন),
- চার. প্লেস (স্থান), এবং
- পাঁচ. পিপ্পল (জনগণ)।^{১৮৯৪}

১৮৮৭ প্রাণ্ড, পৃ. ৩৪।

১৮৮৮ প্রাণ্ড, পৃ. ৩৫।

১৮৮৯ এম. সাঈদ, জেড. ইউ. আহমাদ এবং এস.এম মুখতার, International Marketing Ethics from an Islamic Perspectives: A Value Maximization Approach, *জার্নাল অব বিজনেস ইথিকস*, (ক্যামব্রিজ: স্প্রিংগার, ২০০১), সংখ্যা ৩২, পৃ. ১২৭-১৪২; Salesperson Selling Behaviors on Customer Satisfaction with Products, *জার্নাল অব রিটেইলিং*, (নিউইয়র্ক: ইলজেভিয়ার, ২০০১), খ. ৭৩, সংখ্যা ২, পৃ. ১৭১-১৮৩।

১৮৯০ আবুল হাসান, আবদুল কাদের চাচি ও সালমা আবদুল লতিফ, প্রাণ্ড, পৃ. ৩৫।

১৮৯১ এম. সাঈদ ও অন্যান্য, প্রাণ্ড, সংখ্যা ৩২, পৃ. ১২৭-১৪২; প্রাণ্ড, খ. ৭৩, সংখ্যা ২, পৃ. ১৭১-১৮৩।

১৮৯২ ড. আবুল হাসান এম. সাদেক, প্রাণ্ড, পৃ. ৩৬।

১৮৯৩ প্রাণ্ড, পৃ. ৩৬।

১৮৯৪ প্রাণ্ড, পৃ. ৩৬।

এক. পণ্য বা উৎপাদন প্রক্রিয়া

ইসলামী ব্যাংকিং পণ্যের উন্নয়নকে (প্রমোশন) পশ্চিমা চিন্তধারার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে দেখা হয়। পণ্যের উন্নয়নে উৎপাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপাদানের সম্মিলন ঘটায় ইসলামী চেতনা।^{১৮৯৫} ইসলামী ব্যবসা নৈতিকতা নীতি দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইবনে আল-উখাওয়াহ উল্লেখ করেন যে এ নীতিমালার নির্দেশ হলো পণ্যটিকে:

প্রথমত: বৈধ হতে হবে এবং তা কোনভাবেই মানসিক বিকার ঘটাবে না।

দ্বিতীয়ত: পণ্যটির পেছনে সম্পদমূল্য থাকতে হবে।

তৃতীয়ত: পণ্যটি সরবরাহযোগ্য হতে হবে। সরবরাহ করা না গেলে পণ্য বৈধ হবে না।

চতুর্থত: অতিরিক্ত মূল্য সংযোজনের বৈশিষ্ট্যগুলো সুস্পষ্ট থাকা প্রয়োজন। যাতে পণ্যের বঙ্গগত পরিবর্তন ঘটবে অথবা ক্রেতার কেনার সিদ্ধান্তের ওপর প্রভাব ফেলবে।

পঞ্চমত: সকল পক্ষ সরল বিশ্বাসে তাদের আর্থিক ও অন্যান্য বাধ্যবাধকতা পালন করবে এবং তা হবে ন্যায়বিচার, ন্যায্য ও সমতা নীতির ভিত্তিতে।^{১৮৯৬}

ইসলামী নির্দেশনায় বলা হয়েছে, উৎপাদন প্রক্রিয়া মূল্যবোধের মানদণ্ড দ্বারা পরিচালিত হবে এবং উৎপাদনের প্রভাব পড়বে গোটা সমাজের ওপর। মানুষ ও সমাজের সর্বোচ্চ কল্যাণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়ার জন্যই এটা হয়েছে। যুৎসই ব্যাংকিং পণ্য ও সেবা সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ, সরবরাহ ও উন্নতি বিধান।^{১৮৯৭} মিলার ও দিয়েস এর মতে, ব্যবসায়ীরা যখন অবৈধ পণ্য উৎপাদনের জন্য অনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তার পেছনে প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে এক ধরনের মূল্য-সচেতনতা কৌশল কাজ করে। অন্যদিকে ইসলামী চেতনা, মুনাফা সর্বোচ্চকরণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেয়ে সামাজিকতা ও কল্যাণমুখী ধারণাকে উৎসাহিত করে।^{১৮৯৮}

দুই. পণ্যের মূল্য নির্ধারণ

মানুষের মানসিকতা প্রভাবিত করে নিজের সুবিধা অনুযায়ী কাজে লাগাতে মূল্য পণ্যের মূল্য নির্ধারণ নীতি প্রণয়ন করা হয়। প্রায়ই দেখা যায়, খুচরা বিক্রেতা আসলে যা নিচ্ছেন তার চেয়ে পণ্যের গায়ে লেখা খুচরা মূল্য বেশি। এ ধরনের মূল্যনির্ধারণ নীতির উদ্দেশ্য ক্রেতাকে এমন একটি ভূয়া ধারণা দেয়া যে দরদাম করে তারা পণ্যের দাম কমাতে পারছেন। ইসলামী আইনে এ ধরনের চর্চা নিষিদ্ধ। পরিশ্রম না করে সহজে কিছু পাওয়া অথবা কাজ না করেই মুনাফা লাভ ইসলাম অনুমোদন করে না।^{১৮৯৯} ইবনে তাইমিয়াহ বলেন, অধিকমূল্য পণ্যের মান বা পরিমাণ পরিবর্তন ছাড়া মূল্য পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এটা অবৈধ সুবিধা হাসিলের জন্য সহজ-সরল ক্রেতার সঙ্গে প্রতারণার নামান্তর।^{১৯০০} প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে চাহিদা ও সরবরাহ পরিস্থিতি সম্পর্কে বিপণনকারীদের মিথ্যা প্রপাগান্ডা বা প্রচারণাও ইসলাম অনুমোদন করে না। এখানে উল্লেখ্য যে, বাজারের চাহিদা মেটাতে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও সুবিধা অনুযায়ী পরিস্থিতিকে কাজে লাগানো ইসলাম নিষিদ্ধ করেনি।^{১৯০১} এর মানে হলো, ইসলামী নৈতিকতা কখনো কখনো প্রাকৃতিক কারণে কোন পণ্যের সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিলে অধিক মূল্য গ্রহণ অথবা ব্যবসায়ীদের সুযোগ সন্ধানী প্রবণতা রোধে পণ্যের সর্বোচ্চ মূল্য বেধে দেয়া অনুমোদন করে। ইসলাম মূল্য সমন্বয়ের স্ব-নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা এবং সুস্থ প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করেছে।^{১৯০২} তবে, এ ধরনের ব্যবস্থার সফল প্রয়োগের জন্য অপরিহার্য শর্তগুলো হলো সেখানে কোন গোপন বাজার, মজুতদারি, কোন অবৈধ মূল্য কারসাজি এবং ব্যবসায় কোন ধরনের বিধিনিষেধ থাকতে পারবে না।^{১৯০৩} একদিন দ্বিতীয় খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাব হাতিব ইবনে আবি বালতা'আর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখেন তিনি অনেক কম দামে কিসমিস বিক্রি করছেন যেন অন্য ব্যবসায়ীদের কিসমিস বিক্রি না হয়। খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাব তাকে বললেন: 'তুমি দাম বাড়াও, তা নাহলে বাজার থেকে চলে যাও।'^{১৯০৪}

ইসলামে যে কোন পণ্যের মজুত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু, পণ্যের অতি উচ্চমূল্য রোধ অথবা মুক্ত বাজার নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের লক্ষ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী বিক্রেতার একই মূল্যে পণ্য বিক্রি করলে এ বিষয়ে ইসলামী ব্যবস্থায় নমনীয়তা রয়েছে। এমন

১৮৯৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

১৮৯৬ উদ্ধৃত: ড. আবুল হাসান এম. সাদেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

১৮৯৭ ড. আবুল হাসান এম. সাদেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

১৮৯৮ আই.জে. মিলার ও দিয়েস, Ethical & Liability Issues Concerning Invisible Rationing, প্রফেশনাল সাইকোলজি : রিসার্চ এন্ড প্রাকটিস, (ইউএসএ: আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, ১৯৯৬), খ. ২৭, পৃ. ৫৮৩-৫৮৭।

১৮৯৯ ড. আবুল হাসান এম. সাদেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

১৯০০ উদ্ধৃত: ড. আবুল হাসান এম. সাদেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

১৯০১ ড. আবুল হাসান এম. সাদেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

১৯০২ আল-কুরআন, ৮৩:২৬।

১৯০৩ ড. আবুল হাসান এম. সাদেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

১৯০৪ উদ্ধৃত: ড. আবুল হাসান এম. সাদেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭; রহমাতুল্লাহ খন্দকার, বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় ইসলামিক ফাইন্যান্স, ইসলামিক ফাইন্যান্স, প্রাগুক্ত, সংখ্যা ৬, পৃ. ১৭।

পরিস্থিতিতে ইসলামী সরকারের কর্মকর্তারা কোন বিশেষ অঞ্চল বা বিশেষ কোন পণ্যের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যবসায়ী নেতাদের নিয়ে অন্যদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারেন। যার উদ্দেশ্য হলো, ভোক্তাদের জন্য ন্যায্য ও একই সঙ্গে ব্যবসায়ীদের যৌক্তিক মুনাফা হবে এমন একটি মূল্যসীমার ব্যাপারে সমঝোতায় পৌঁছানো। ‘কালোবাজারি’ ও ‘নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের গোপন’ মজুতদারি প্রতিরোধ করাই এ ধরনের সাময়িক হস্তক্ষেপের লক্ষ্য।^{১৯০৫} ইবনে আল-উখাওয়াহ মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমসাময়িক বহু ধরনের ‘নৈতিকস্বলন নিয়ে আলোচনা করেছেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি দেখান, বিক্রোতার কাছ থেকে আরো বেশি দামে কিনতে হবে-ভোক্তাদের মনে এমন ধারণা সৃষ্টি করে দাম বাড়াতে পণ্যের প্রকৃত মালিকরা ভান করে যেন তারা মালিক নয়। অথবা কোন ধরনের গোপন ষড়যন্ত্রমূলক চুক্তি করার মাধ্যমেও এটি হতে পারে। এ কারণে তিনি মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে নৈতিকস্বলন প্রতিরোধ করে ন্যায্য এবং সঠিক মূল্য নিশ্চিত করতে জনকল্যাণ কর্মকর্তাদের ভূমিকার ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, ‘জনকল্যাণ কর্মকর্তাদের দেখতে হবে, কোন মধ্যস্ততাকারী যেন কেবল বিক্রোতার কাছ থেকে কমিশন গ্রহণ করে এবং ক্রেতার সঙ্গে যোগসাজশে পণ্যটির দাম কমাতে না পারে। মূল্য নির্ধারণে যে কোন অনৈতিক বিচ্যুতি ‘অবিচারের’ নামান্তর এবং গুনাহের কাজ।^{১৯০৬} তাই, এ ধরনের অন্যায় উপায়ে অর্জিত সকল মুনাফা কেবল অনৈতিক নয়; তা ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের মর্যাদা এবং তাদের ভূমিকা ও দায়িত্বের লঙ্ঘন। মহানবী মোহাম্মদ (সা.) বলেছেন, ‘প্রতিযোগিতা করে দাম বাড়িও না।’^{১৯০৭} এ ‘অবিচার’ দূর করতে হলে, কেবল সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের কাজে ব্যস্ত থাকার বাইরে পৃথিবীতে তাদের অনেক নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে ক্রেতা-বিক্রেতাকে সে কথা স্বীকার করতে হবে।^{১৯০৮}

তিন. পণ্য উন্নয়ন বিধি

আড়ালে চাতুরিমূলক উন্নয়ন আচরণ যৌক্তিক প্রমাণের কোন সুযোগ ইসলামে নেই। সব ধরনের মিথ্যা আশ্বাস, দোষ লুকানো, গল্প বানানো অথবা মিথ্যা সাক্ষ্যের নিন্দা করেছে আল-কুরআন।^{১৯০৯} ইসলামী বিপণন নৈতিকতা বলে, একজন বিপণন কর্মী বা ক্রেতা-সংযোগ উপদেষ্টার (সিআরএ) জন্য তার পণ্যের অতি গুণকীর্তণ ও মিথ্যা গুণগান করা অনৈতিক।^{১৯১০} অধিকন্তু, কোন পণ্য বিক্রি বা এর প্রচারণায় কোনরকম মিথ্যা ধারণা দেয়াও আন্তর্জাতিক বিপণন কার্যক্রমের ইসলামী নৈতিক কাঠামোতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তাই, পণ্যের বিপণন কার্যক্রম জোরদারের ক্ষেত্রে ইসলামী বিপণন নৈতিকতা নিম্নোল্লিখিত বিধিগুলো^{১৯১১} অনুসরণ করবে:

১. মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিমূলক বিজ্ঞাপন পরিহার;
২. উচ্চ-পীড়নযুক্ত কারসাজি অথবা বিপণন কৌশলকে বিপথে পরিচালিত না করা;
৩. প্রতারণা বা কারসাজি রয়েছে এমন বিক্রি-বর্ধন কার্যক্রম পরিহার।

ইসলামী নৈতিকতা বলে, একজন বিক্রোতা হবেন এমন ব্যক্তি যার মধ্যে আল্লাহর কাছে জবাবদিহির অনুভূতি থাকবে। তিনি বিপণন কাজে সং এবং ন্যায়নিষ্ঠ হবেন। মান, পরিমাণ ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক তথ্য রয়েছে তিনি কেবল সেসব কাগজপত্র বিনিময় করবেন।^{১৯১২} Ibn-Miskawayh বলেন, এর অন্যথা হলে অথবা দালালি, প্রবঞ্চনা, শঠতা, প্রতারণা, চুরি বা অবিচারের মাধ্যমে কিছু অর্জন করা হবে অপমানজনক, অসম্মানজনক এবং লজ্জাকর।^{১৯১৩} ইসলামী নীতি অনুযায়ী, বাজারজাতকারীকে ‘তাদের পণ্যের প্রকাশ্য বা গোপন সবরকম ত্রুটি প্রকাশ করতে হবে। অন্যরকম হলো প্রতারণার নামান্তর।’^{১৯১৪} যেসব ত্রুটি ‘বাইরে থেকে’ দেখা যায় না এবং যেগুলো ‘খুটিয়ে না দেখলে বোঝা যায় না’, সেগুলো ক্রেতার কাছে প্রকাশ করা বিক্রোতার জন্য বাধ্যতামূলক।^{১৯১৫} অধিকন্তু, নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, ‘শর্তাধীন নয় এমন কোন বিক্রির ক্ষেত্রে পণ্য ত্রুটিমুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।’^{১৯১৬} মৌখিক প্রতিশ্রুতি বা লিখিতভাবে পণ্য সম্পর্কিত প্রকাশিত তথ্যের নিশ্চয়তা

১৯০৫ ড. আবুল হাসান এম. সাদেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

১৯০৬ উদ্ধৃত: ড. আবুল হাসান এম. সাদেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

১৯০৭ Abu Zakariya yahya Ibn Sharaf al-Nawawi, *Riyad al-Salihin*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1989), Vol. 2, Hadith No. 270.

১৯০৮ ইবন আল-উখাওয়াহ, মা’আলিম আল-কুরবা ফি আহকাম আল-হিসবা, সম্পাদনা: রিউবেন লেভী, (ক্যামব্রিজ: ই.জে.ডব্লিউ. গিব মেমোরিয়াল পিরিজ, ১৯৩৮), পৃ.৪২।

১৯০৯ আল-কুরআন, ৪৩:১৯।

১৯১০ ইবন আল-উখাওয়াহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪২।

১৯১১ উদ্ধৃত: ড. আবুল হাসান এম. সাদেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

১৯১২ উদ্ধৃত: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

১৯১৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

১৯১৪ ইবন আল-উখাওয়াহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪২।

১৯১৫ এল. এ. কে. নিয়াজি, *Islamic Law of Contract*, (লাহোর: দায়েল সিং ট্রাস্ট লাইব্রেরি, ১৯৯৬), পৃ. ১৯৬।

১৯১৬ সি. আর. তাইসের, ডি. জি. দিমেক্রিয়াদেস এবং আই.এইচ. ইফেন্দী, *A Complete Code on Islamic Civil Law*, (নিউইয়র্ক: ল’ পাবলিশিং কোম্পানি, ১৯৬৭), পৃ. ১৪৮।

দিতে হবে। নীরবতাকেও নিশ্চয়তা হিসেবে ধরে নেয়া হবে।^{১৯১৭} বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) সুস্পষ্টভাবে সবধরনের প্রবঞ্চনামূলক আচরণে নিষেধ করে বলেছেন, ‘আমাদেরকে যে প্রতারণিত করে, সে আমাদের কেউ নয়।’^{১৯১৮}

চার. স্থান : বিতরণ মাধ্যম

বিতরণের সঙ্গে যুক্ত সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়ার নৈতিকতায় বিপণন ক্ষেত্রের (বাজার) ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে। বস্তুগত বিতরণকে তথ্য, জনগণ, সরঞ্জাম ও প্রতিষ্ঠানের একটি সমন্বিত ব্যবস্থা হিসেবে দেখা যেতে পারে। তাই, পণ্য বিতরণের ব্যাপারে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিম্নলিখিত নীতিমালা^{১৯১৯} অনুসরণ করবে :

১. পণ্যের প্রাপ্যতাকে শোষণের উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো যাবে না;
২. বিপণন মাধ্যমে কোনরকম জোর-জবরদস্তির আশ্রয় নেয়া যাবে না;
৩. পুনঃবিক্রেতার পণ্যটি কিভাবে সামাল দেবেন সে ব্যাপারে অবৈধ প্রভাব বিস্তার করা যাবে না।

বিতরণের ক্ষেত্রে অন্যান্য অনৈতিক চর্চাগুলোর মধ্যে রয়েছে, পর্যাণ্ড নিরাপত্তা ও সুরক্ষা ছাড়াই পণ্য মোড়কজাত করা, সঠিকভাবে মোড়কজাত না করা এবং জনসাধারণের চলাচলে পথে বিপজ্জনক ও বিষাক্ত পণ্য পরিবহন। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রেতাদের সঙ্গে এ ধরনের ব্যবহার ক্ষমার অযোগ্য এবং তা অবৈধ বিপণন চর্চার শামিল। ইসলামী নীতি অনুযায়ী বিতরণ মাধ্যমগুলো চূড়ান্ত ক্রেতার জন্য উচ্চমূল্য ও বিলম্বের মতো কোন বোঝা সৃষ্টি করতে পারবে না। উদাহরণস্বরূপ, ইবনে আল-উখাওয়াহ উল্লেখ করেন যে, বিতরণ মাধ্যমে নৈতিকস্বলন হলো সেগুলো, বিশেষ করে যেগুলো পণ্য সরবরাহে অহেতুক বিলম্বের কারণ ঘটায়, ক্রেতার বারংবার ফেরত দিতে বাধ্য হন এবং এর ফলে তারা অহেতুক হয়রানীর শিকার হন।^{১৯২০}

পাঁচ. জনগণ

ইসলাম ক্রেতার ‘মুক্ত’ ও ‘স্বাধীন বিবেচনার’ ওপর জোর দেয়। ইসলামী আইনে বৈশ্বিক বিপণন কার্যক্রম সম্পর্কিত কোন সিদ্ধান্ত প্রণয়নকালে যৌক্তিক চিন্তার ক্ষমতা একটি পূর্ব শর্ত। সামগ্রিকভাবে সমাজকে সত্যিকার ও বিকৃতিমুক্ত বিপণন তথ্য থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এ তথ্য লাভে ক্রেতার অধিকার হলো তার নিজস্ব অধিকার এবং ইসলামে তাকে দেয়া মর্যাদার নির্দেশক। পাশাপাশি, যে সম্পদ ব্যয় করে পণ্য ও সেবা কেনা হচ্ছে সেই সম্পদের ওপর তার একান্ত অধিকার। কোন রকম জবরদস্তির আশ্রয় না নেয়া বাজারজাতকারীদের দায়িত্ব। ক্রেতার কষ্টার্জিত অর্থের যেন অপচয় না ঘটে সে জন্য তাদের সর্বাবস্থায় বুদ্ধিবৃত্তিক সততার ব্যাপারে বিবেচনাবোধ এবং উচ্চমানের সচেতনতা থাকতে হবে।^{১৯২১} তাইসের-এর মতে জবরদস্তি (Coercion) বা ‘ইকরাহ’^{১৯২২} হলো, কাউকে তার সম্মতি ছাড়াই কিছুকরতে বাধ্য করা।^{১৯২৩} কোন বৈশ্বিক বিপণন লেনদেন সম্পাদনের জন্য জবরদস্তিমূলক শক্তি প্রয়োগ করা হলে পারস্পরিক সম্মতির মতো মৌলিক ও অপরিহার্য শর্তটি অপূর্ণ থেকে যায়। এর ফলে লেনদেন অনৈতিক ও অবৈধ হয়ে যায়। বাধ্য করা হচ্ছে বা ‘বায় আল-মুত্তার’-এমন ধরনের লেনদেন নিষিদ্ধ করেছেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)।^{১৯২৪} ইসলামী নীতিতে বলা হয়েছে, যৌন আবেদন, ভাবাবেগ, আতঙ্কিত করা, অবচৈতিক (subliminal) বিজ্ঞাপন ও ভূয়া বৈজ্ঞানিক দাবি-এসবকিছুই জবরদস্তির উপাদান। এগুলো বিপণনের অনৈতিক পদ্ধতির তালিকায় রাখা হয়েছে। তাই, নৈতিকভাবে নির্ভরযোগ্য বিপণন-মিশ্রণের নির্দেশনা হলো, ক্রেতার সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা সব ধরনের জবরদস্তিমূলক উপাদান থেকে মুক্ত রাখতে হবে।^{১৯২৫}

৩. ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগ পদ্ধতির ফলপ্রসু প্রয়োগ যেভাবে মন্দা মোকাবেলায় সক্রিয় থাকে

বিনিয়োগ কার্যক্রমে ইসলামী ব্যাংকের মূলনীতি হলো বিনিয়োগের খাত ও পদ্ধতি বৈধ হতে হবে। এছাড়া বিনিয়োগের খাত এমনভাবে নির্বাচন হবে যাতে সমাজের মৌলিক চাহিদাগুলো ক্রম-অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পূরণ হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রথম গুরুত্ব পায় ‘জরুরিয়াত’ বা জরুরি প্রয়োজন। এরপর ‘হাজিয়াত’ বা আয়েশ বৃদ্ধিকারী সামগ্রী। এ সব চাহিদা ক্রম অনুসারে পূরণ হবার পর ‘তাহসানিয়াত’ বা বিলাস দ্রব্যে বিনিয়োগ করা যাবে। সম্পদ বন্টনের এই ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি বিনিয়োগ কার্যক্রমকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংককে মাকাসিদে শরী‘আহ বা শরী‘আহর লক্ষ্য অর্থাৎ মানবিক ও সার্বজনীন কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগের আকার, খাত, অর্থনৈতিক

১৯১৭ এল. এ. কে. নিয়াজি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭।

১৯১৮ Abu Zakariya yahya Ibn Sharaf al-Nawawi, *Riyad al-Salihin*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1989), Vol. 2, Hadith No. 770.

১৯১৯ ড. আবুল হাসান এম. সাদেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

১৯২০ ইবনে আল-উখাওয়াহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪ ও ৪৮।

১৯২১ ড. আবুল হাসান এম. সাদেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

১৯২২ আল-কুরআন, ২৩:৭।

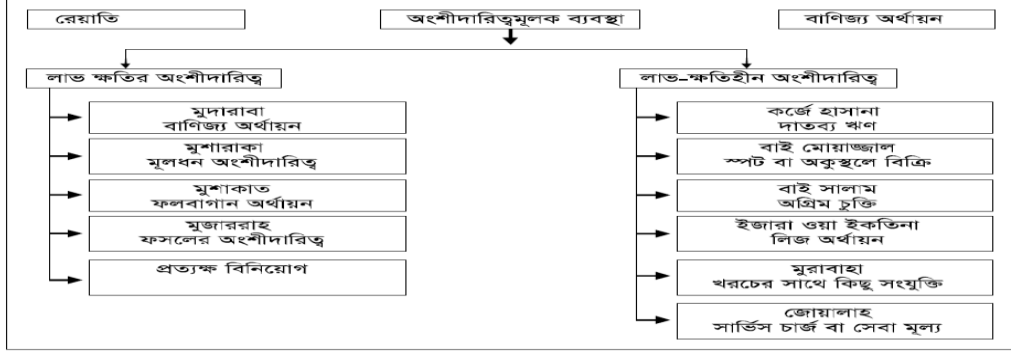
১৯২৩ সি. আর. তাইসের ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯-১৫০।

১৯২৪ এম. আহমদ, *Business Ethics In Islam*, (ইসলামাবাদ: আইআইআইটি, ১৯৯৫), পৃ. ১২৬।

১৯২৫ ড. আবুল হাসান এম. সাদেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

উদ্দেশ্য, ভৌগলিক এলাকা প্রভৃতিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়।^{১৯২৬} চিত্রে (চিত্র নং ৪২) ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থায় প্রদেয় বৈচিত্রপূর্ণ অর্থায়নের মৌলিক ক্ষেত্রসমূহ^{১৯২৭} উল্লেখ করা হয়েছে :

চিত্র ৪২: ইসলামী বিনিয়োগ ব্যবস্থায় অর্থায়ন পণ্য



সীমিত সম্পদ কত বেশি মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হলো, তার ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকের দক্ষতা নিরূপিত হয়। শুধু লাভ বিবেচনা করে বিলাস সামগ্রীতে ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ করতে পারে না। বরং সাধারণ মানুষের অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণ বিনিয়োগ বিবেচনায় প্রাধান্য পাবে। অনুন্নত এলাকায় আমদানি বিকল্প, অধিক কর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম অগ্রাধিকার। সকল জনপদের মানুষ যাতে সমভাবে এগিয়ে যেতে পারে, তাদের মধ্যকার ব্যবধান যাতে হ্রাস পায় সে দিকেও নয়র রাখে ইসলামী ব্যাংক।^{১৯২৮} ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা শরী'আহর (ইসলামী আইন) সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সেবার প্রস্তাব দিয়ে থাকে। অর্থ গ্রহণ বা প্রদানের ক্ষেত্রে সুদের লেনদেন জড়িত এমন সব ধরনের কর্মকাণ্ড শরী'আহ নিষিদ্ধ করেছে। আবার ইসলামী আইন অনুযায়ী, ব্যবসায়িক ঝুঁকি রয়েছে এমন লেনদেনের ক্ষেত্রে লাভ ও লোকসান ভাগাভাগি করে নেয়া পুরোপুরি ন্যায়সঙ্গত। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা মূলত ইসলামী শরী'আহ নীতিকে অনুসরণ করে চলে যার দাবি সবার জন্য ন্যায়বিচার। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, 'তোমরা কারো প্রতি অত্যাচার করো না, কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না।'^{১৯২৯} এই নীতিতে সকল লেনদেনের ক্ষেত্রে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং বিশ্বের সকল সমাজেই তা সমাদৃত।^{১৯৩০} গতানুগতিক ব্যাংকগুলো সুদের ওপর ভিত্তি করে তার সম্পদের বিনিয়োগ বিবরণী (পোর্টফলিও) ঠিক করে। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় অর্থায়নের ধরণ ও ক্ষেত্রে বহুমুখী বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে। চলমান আর্থিক সঙ্কট ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা অসমর্থ হওয়ায় সরকারি ও প্রচলিত উভয় ধরনের ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থাকে এই শিল্পের একটি প্রতিযোগী হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। যাত্রা শুরু পর থেকে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা অত্যন্ত উঁচুমাপের প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হওয়া এর আংশিক কারণ।^{১৯৩১} নিম্নে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগ পদ্ধতির ফলপ্রসু প্রয়োগ যেভাবে মন্দা মোকাবেলায় সক্রিয় থাকে তার আলোচনা করা হলো :

এক. অংশীদারীভিত্তিক আর্থিক চুক্তির অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তা

ইকুইটিতে অংশীদারিত্ব কার্যত অথবা মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে সম্পাদিত কোন চুক্তির ফল। 'কার্যত ইকুইটি'তে (de facto equity) অংশীদারিত্ব কার্যত হতে পারে অনিচ্ছায় (involuntarily), যেমন উত্তরাধিকার সূত্রে কেউ কোন সম্পদের মালিক হওয়া অথবা স্বেচ্ছায়, কেউ যদি অন্য কোন ব্যক্তির সম্পদের কিছু অংশ যেমন ঘোড়া বা ভূখণ্ড কিনে নেয়। 'কার্যত ইকুইটি'র সহ-অংশীদাররা পরস্পর থেকে স্বাধীন। এখানে আরেক সহ-অংশীদারের সম্পদের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার অপর সহ-অংশীদারের নেই। ফলে অবিভাজ্য সম্পদটি ব্যবহারের জন্য এর মালিকদের মধ্যে তাদের প্রাপ্য আনুপাতিক হারে বণ্টন করে দেয়া হয়। আধুনিক ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় 'কার্যত ইকুইটি' অংশীদারিত্ব বা সহ-মালিকানাতে সুকূক এবং ইসলামী অর্থিক ইজারার মাধ্যমিক বাজার সৃষ্টির ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।^{১৯৩২} অন্যদিকে 'চুক্তিভিত্তিক ইকুইটি শেয়ারিং' মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে একটি অংশীমালিকানা সৃষ্টি করে। এর সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্পষ্টত একটি 'সম্মতি-ভিত্তিক প্রক্রিয়া' প্রয়োজন হয়। ফলে 'চুক্তিভিত্তিক ইকুইটি শেয়ারিং'-এ প্রত্যেক

১৯২৬ প্রাণ্ডজ, পৃ. ৫০।

১৯২৭ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ: দারিদ্র বিমোচনের হাতিয়ার, প্রাণ্ডজ, পৃ. ১০৫।

১৯২৮ প্রাণ্ডজ, পৃ. ৫০।

১৯২৯ আল-কুরআন, ২:২৭৯।

১৯৩০ ড. নিসার আহমদ, প্রাণ্ডজ, পৃ. ৯৩।

১৯৩১ ড. নিসার আহমদ, প্রাণ্ডজ, পৃ. ৯৩।

১৯৩২ ড. মনযের কাহুফ, ইসলামী অর্থায়ন: গতানুগতিক ব্যবসা, প্রাণ্ডজ, পৃ. ১৩।

অংশীদারকে এমন কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে যে এদের মধ্যে কোন একজন, অন্যজন বা সবার পক্ষে অংশীদারদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাদের সম্পদটি ব্যবহার করতে পারেন।^{১৯৩৩}

ইকুইটি শেয়ারিং ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয় ‘ওয়াকালাহ’ (এজেন্সি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃত্ব লাভ) চুক্তির ভিত্তিতে। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য রয়েছে যা চুক্তিভিত্তিক ইকুইটি শেয়ারিংকে একটি চুক্তির রূপ দিয়েছে। ইচ্ছামাফিক এই চুক্তির অবসান ঘটানো যায়। কারণ আপনি কাউকে তার নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অন্য কাউকে দিতে বাধ্য করতে পারেন না। অন্য কথায়, চুক্তিভিত্তিক ইকুইটি শেয়ারিং থেকে কোন অংশীদার যেকোন সময় নিজেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারে। তবে এই প্রত্যাহারের ফলে অন্য অংশীদারদের কোন ক্ষতি করা যাবে না অথবা এর ফলে কারো দ্বারা কোন ক্ষতি হলে সেজন্য তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি থাকতে হবে।^{১৯৩৪} চুক্তিভিত্তিক ইকুইটি শেয়ারিং-এর ক্ষেত্রে অংশীদারদের অবদান সমান বা বিভিন্ন হতে পারে। প্রত্যেক পক্ষ যখন সম্পত্তি ও ব্যবস্থাপনায় অংশ নিয়ে থাকে^{১৯৩৫} তখন এ ধরনের চুক্তিকে বলা হয় ‘মুশারাকা’। কিন্তু যখন অংশীদারদের অবদান বিভিন্ন ধরনের হয়, যেমন, একজন কেবল সম্পত্তি দিলেন, অন্যজন দিলেন ব্যবস্থাপনা সামগ্রী; অথবা একজন জমি দিলেন অন্যজন সেখানে চাষাবাদ করলেন, তখন এগুলোকে যথাক্রমে বলা হয়, ‘মুদারাবা’ এবং ‘মুজারাহ’। এর মানে হলো, মুশারাকা, মুদারাবা ও মুজারাহ হলো চুক্তিভিত্তিক ইকুইটি শেয়ারিং-এর বিভিন্ন পস্থা।^{১৯৩৬} পুঁজি হতে পারে অর্থ, পণ্য বা মালামাল অথবা অস্থাবর সম্পদ। কিন্তু, এটা কখনোই ঋণ হতে পারে না। ঋণকে এর প্রকৃতির কারণে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। ঋণ কখনো মূল্য সংযোজন ঘটায় না। ঋণ যেমন উৎপাদনের উপাদান নয়, তেমনি এটা মুনাফা বা বাড়তি সম্পদ উৎপাদনে সক্ষম নয়।^{১৯৩৭} একজন ব্যবস্থাপক ‘ঋণ’ দিয়ে কী করবেন? এর তাৎক্ষণিক উত্তর হতে পারে যে, তিনি ঋণটি আদায় করে সেই অর্থ ব্যবসায় খাটাবেন। কিন্তু, যে মুহূর্তে ঋণ ফেরত পাওয়া গেলো তখন আর তা ঋণ রইলো না। ‘ইকুইটি শেয়ারিং’ চুক্তিতে অবশ্যই একজন ব্যবস্থাপককে ওই ঋণ আদায়ের জন্য অনুরোধ করা বৈধ হবে। তিনি যখনই অর্থ হাতে পেলেন তখন তাকে মূল হিসেবে ধরে নেয়া যেতে পারে। অন্যকথায়, ঋণ যেহেতু বৃদ্ধি পাওয়া কিংবা এর কোনরকম পরিবর্তন হতে পারে না, তাই ইকুইটি শেয়ারিং চুক্তিতে ঋণ কখনো মূল হিসেবে কার্যকর হতে পারে না। ঋণ একরকম সম্পদ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু, এরপরও এটা অবর্ধনশীল সম্পদ।^{১৯৩৮} শরী‘আহ অনুযায়ী চুক্তির অংশীদাররা যেকোন সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রে সবসময় মুনাফারও অংশীদার হবেন। অংশীদারদের সম্মতির ভিত্তিতে যে কোন অনুপাতে মুনাফা বণ্টিত হতে পারে। কেউ আরেকজনের চেয়ে বেশি কাজ করতে পারেন। আবার ক্ষতি বলতে যেহেতু একান্তভাবেই হিসাবের মাপকাঠিতে মূল সম্পদ কমে যাওয়া বুঝায়, তাই পুঁজিতে অংশের ভিত্তিতে ক্ষতিও সামান্যভাবে বণ্টিত হতে হবে। এর বাইরে অন্যকোন শর্ত বাতিল বলে গণ্য হবে। বেশিরভাগ পশ্চিমা আইনে এমনটা পাওয়া যাবে না। সেখানে পুঁজিতে অংশের চেয়ে ভিন্ন হারে ক্ষতি বণ্টিত হতে পারে।^{১৯৩৯}

‘মুশারাকা’ হলো এমন এক ‘ইকুইটি শেয়ারিং’ চুক্তি যেখানে প্রত্যেক অংশীদার পুঁজি ও ব্যবস্থাপনা যোগান দেন। মুশারাকার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার ওয়াকালাহয় অন্য অংশীদারদের ব্যবস্থাপনায় অবদানকে বাতিল করে দেয় না। অধিকন্তু, মুশারাকায় অংশীদাররা চুক্তি অনুযায়ী নিট মুনাফা ভাগ করে নেবেন। কিন্তু পুঁজির অংশ অনুযায়ী ক্ষতির অংশ বহন করতে হবে।^{১৯৪০} মুদারাবা হলো মুশারাকার একটি বিশেষ ক্ষেত্র। এখানে একজন নিষ্ক্রিয় অংশীদার পুঁজি সরবরাহ করেন। কিন্তু তিনি ব্যবস্থাপনায় অংশীদার হন না। অন্যদিকে সক্রিয় অংশীদার কোন পুঁজি সরবরাহ করেন না, কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী সব ধরনের ব্যবস্থাপনা কর্ম সম্পাদন করেন। মুশারাকার মতো এখানেও নিট মুনাফা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বণ্টিত হবে। কিন্তু নিষ্ক্রিয় অংশীদারকে ক্ষতি বহন করতে হবে তার সরবরাহ করা পুঁজির আনুপাতিক হারে। মুদারাবায় নিষ্ক্রিয় অংশীদারকে সকল ক্ষতি বহন করতে হয়।^{১৯৪১} মুজারাহ হলো ভূমির মালিক ও একজন কৃষকের মধ্যে ফসলের অংশীদারিত্ব। এখানে নিট মুনাফার পরিবর্তে মোট রাজস্ব বণ্টিত হয় চুক্তি অনুযায়ী। চুক্তির মেয়াদ শেষে ভূমি এর মালিকের কাছে ফেরত যায়। মুজারাহর অনিবার্য দুটি বৈশিষ্ট্য হলো: ১. মোট মুনাফার বণ্টন; এবং ২. স্থাবর সম্পদ এর মালিককে ফেরত দান। এই দুই বৈশিষ্ট্য কৃষি খাতের বাইরেও সমসাময়িক ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থা সৃষ্টির একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। এ ধরনের

১৯৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

১৯৩৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

১৯৩৫ মুদারাবা এবং সাধারণভাবে অংশীদারিত্ব বুঝাতে ক্লাসিক্যাল সাহিত্যে আইনজ্ঞরা ‘আমল’ (কর্ম) পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন; এটা দিয়ে মূলত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা বিষয়ক একটি শব্দ বুঝানো হয়েছে। তবে এতে কায়িক শ্রম, হস্তশিল্পের (craftsmanship) মতো কাজকেও বুঝায় যেখানে ব্যবস্থাপক ও শ্রমিক একই ব্যক্তি।

১৯৩৬ ড. মনযের কাহফ, ইসলামী অর্থায়ন: গতানুগতিক ব্যবসা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

১৯৩৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

১৯৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

১৯৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

১৯৪০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

১৯৪১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

মোট রাজস্বে অংশীদারিত্ব চুক্তির একটি উদাহরণ হলো কোন অবকাঠামো মালিকানায় অর্থায়ন। যেমন কোন টোল আদায়যোগ্য সেতু, বিমানবন্দর বা রেল সড়ক প্রকল্পের মোট রাজস্ব-আয় শতকরা হারের ভিত্তিতে বণ্টন।^{১৯৪২}

সুতরাং আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যাংকিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। অংশীদারি পদ্ধতির মূলনীতি হলো, ‘ঝুঁকির সাথে লাভ এবং লাভের সাথে ঝুঁকি।’^{১৯৪৩} এ নীতির আলোকে অর্থায়নকারীকেও ঝুঁকি বহন করতে হয়। ফলে ঝুঁকি শুধু উদ্যোক্তার প্রতি বর্তায় না। এভাবে লক্ষ লক্ষ আমানতকারী ও শেয়ারহোল্ডার লোকসান গ্রহণ করলে প্রত্যেকের ভাগে লোকসানের পরিমাণ কমই হয়, যা বহন করা প্রত্যেকের জন্য সহজ এবং কেউ দেউলিয়া হয় না। এ জন্য ড. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকি বলেছেন, ‘Profit Sharing will be a safeguard against bankruptcies’। অর্থাৎ, ‘মুনাফায় অংশীদারি পদ্ধতি দেউলিয়া বিপরীতে রক্ষাকবচ।’^{১৯৪৪} ইসলামী ব্যাংকিংয়ের আদর্শ বিনিয়োগ পদ্ধতি হচ্ছে লাভ লোকসানে অংশীদারিত্ব পদ্ধতি। যেমন, মুদারাবা^{১৯৪৫} মুশারাকা।^{১৯৪৬} এক্ষেত্রে বিনিয়োগদাতা ও গ্রহীতা উভয়েই ব্যবসার লাভ-লোকসানের ঝুঁকি ভাগ করে নেয় এবং বিনিয়োগদাতা ও গ্রহীতার আয় পরিবর্তনশীল ও নমনীয় হওয়ায় মন্দা আসতে পারে না। এ নীতিতে বিনিয়োগের ঝুঁকি নিরূপণে বিনিয়োগদাতা ও বিনিয়োগগ্রহীতা উভয়ের অংশগ্রহণ আর্থিক ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনয়ন করে এবং অতিরিক্ত ঋণ বিতরণের সুযোগ হয়। তাই এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো :

- লোকসান যত বড়ই হোক না কেন সকলে মিলে বহন করায় তা সহনীয় পর্যায়ে থাকে বলে ঝুঁকিবহুল বিনিয়োগ করা যায়।
- ড. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী এ ব্যাপারে বলেন, ‘হাজার হাজার জমাকারী ও শেয়ারহোল্ডার মিলে লোকসান ভাগ করে নেয়ার ফলে প্রত্যেকের ভাগে লোকসানের পরিমাণ হয় অতি সামান্য, যা বহন করা সহজ হয় এবং এতে কেউ অচল হয়ে পড়ে না বা দেউলিয়া হয় না।’^{১৯৪৭}
- আইডিবিএর প্রেসিডেন্ট ড. আহমাদ মোহাম্মদ আলী বলেন, ‘অর্থনৈতিক মন্দায় ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার ওপর কোনো প্রভাব পড়েনি। এ ব্যবস্থা প্রকৃত অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত, যা অবান্তর আর্থিক বিনিয়োগ থেকে বিরত থাকায় মন্দা মোকাবেলায় স্থিতিশীল ছিল।’^{১৯৪৮}

দুই. ক্রয়-বিক্রয় ও মুনাফাভিত্তিক অর্থায়ন চুক্তির অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তা

‘Bai is an Arabic terminology, which means purchase and sale of commodities and merchandise; to make a contract; to offer for purchase or sale; to agree on the terms of purchase/sale; to conclude a bargain.’^{১৯৪৯} ‘It is the word with two opposite meanings, i.e. purchase and sale; sale and purchase, respectively.’^{১৯৫০} ‘Bai : To purchase; To sell (of goods)’^{১৯৫১} সুতরাং বাই’ অর্থ হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়। ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমেই করা হয় ব্যবসা, আর ব্যবসা থেকে আসে লাভ বা মুনাফা। ফকিহগণ বিভিন্ন ভাষায় ক্রয়-বিক্রয়ের সংজ্ঞা দিয়েছেন:

✚ Bai is ‘to acquire the very ownership by payment of recompense/indemnity of the same’.^{১৯৫২} অর্থাৎ বাই হচ্ছে, ‘কোন কিছুর সমতুল্য বিনিময় বা ক্ষতিপূরণ প্রদান পূর্বক এর মালিকানা গ্রহণ করা।’

^{১৯৪২} প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

^{১৯৪৩} উদ্ধৃত: ড. আলী আহমাদ নদভী, *জামহারা তু আল কাওয়ায়েদে আল-ফিকহিয়া ফি আল মু’আমালাতি আল-মালিয়া*, (রিয়াদ: আলরাজী ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, ২০০০), খ. ১, পৃ. ১৮৩। হাদিসটি হচ্ছে, الغنم بالغرم والغرم بالغرم অর্থ: ঝুঁকির সাথে মুনাফা, মুনাফার সাথে ঝুঁকি (No Risk No Gain)।

^{১৯৪৪} মুহাম্মদ শরীফ হোসাইন, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।

^{১৯৪৫} মুদারাবার মূলকথা হচ্ছে, এতে এক পক্ষের পুঁজি আর এক পক্ষের অভিজ্ঞতা, শ্রম ও মেধা দিয়ে ব্যবসা পরিচালিত হয়। এতে লাভ হলে চুক্তি অনুযায়ী উভয়ের মধ্যে ভাগাভাগি হয় আর লোকসান হলে পুঁজিদাতা তা একাই বহন করে।

^{১৯৪৬} অংশীদারি কারবার। এতে অংশীদারগণ যৌথভাবে পুঁজি যোগান দেবে। লাভ-লোকসা পূর্ব নির্ধারিত হারে অংশীদারদের মধ্যে বন্টিত হয়।

^{১৯৪৭} উদ্ধৃত: মুহাম্মদ শরীফ হোসাইন, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।

^{১৯৪৮} ড. মুহাম্মদ ওমর ফয়সল, প্রাগুক্ত।

^{১৯৪৯} Cowan, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, John Milton (ed), (London: Macdonald & Evans Ltd., 1994), p. 86-170.

^{১৯৫০} Catholic Church Group, *Al Munjed on Words and Information*, (Beirut: Dar El-Mashreque Publishers, 1986), p. 57.

^{১৯৫১} *Arbi Bangla Ovidhan*, (Dhaka: Bangla Academy, 1984), Vol. 1, p. 745.

^{১৯৫২} Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba’ah*, (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-‘Arabi, 1969), Vol-2, p. 147.

✚ The terminology ba'ai expresses the concept of exchange of goods against the other in the process of mutual consent or transfer of ownership against equivalent (value).^{১৯৫৩} অর্থাৎ, 'বাই' শব্দ পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে এক পণ্যের সাথে অপর পণ্যের বিনিময়কে বুঝায় অথবা বাই হচ্ছে সমমূল্যের বিনিময়ে কোন পণ্যের মালিকানা হস্তান্তর করা।'

তাই একটি পূর্ণাঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন : মালিকানা^{১৯৫৪}, মূল্য নির্ধারণ^{১৯৫৫}, উভয় মূল্য সমান সমান হওয়া^{১৯৫৬}, পারস্পরিক বিনিময়^{১৯৫৭}, পারস্পরিক সম্মতি।^{১৯৫৮} ক্রয়-বিক্রয়ের মৌলিক শর্ত^{১৯৫৯} হচ্ছে ২টি :

ক. মূল্যের সমতা (equality of value), এবং

খ. পারস্পরিক বিনিময় (reciprocity of exchange)।

ক্রয়-বিক্রয়ে যাতে পূর্ণ ইনসাফ বহাল থাকে এবং কোন পক্ষের প্রতি কিছু মাত্র বেইনসাফী বা যুলুম না হয় সেজন্য এ দুটি মৌলিক শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে। অন্যথায় ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে না।

ড. এম. উমর চাপড়া বলেন, 'Justice can be rendered only if the two scales of the balance carry the same value of goods.' অর্থাৎ, 'সুবিচার কেবল তখনই সম্ভব হয় যখন দাঁড়ির ওপর পাল্লার একই সমান (মূল্যের) মাল-সম্পদ তোলা হয়।'^{১৯৬০} ক্রয়-বিক্রয়ে counter value ও reciprocity-কে সুবিচারের মানদণ্ড হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, 'The price and counter value should be just in all transactions...'^{১৯৬১} অর্থাৎ, 'সকল লেনদেনে দাম এবং এর প্রতিমূল্য ন্যায্যসঙ্গত হতে হবে।'

ড. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী equivalence ও reciprocity কে ক্রয়-বিক্রয়ে সুবিচারের যমজ মানদণ্ড (Twin norms of justice) আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'it (justice) relies on the notions of equality and reciprocity.' অর্থাৎ, '(মূল্যের) সমতা এবং পারস্পরিক বিনিময়ের ওপরই সুবিচার নির্ভর করে।'^{১৯৬২} উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে ইনসাফপূর্ণ; আর ক্রয়-বিক্রয়ে ইনসাফের মৌলিক শর্ত হচ্ছে উভয় মূল্যের সমতা ও পারস্পরিক বিনিময়। নগদ-বাকি সকল ক্রয়-বিক্রয়ে এ দুটি মৌলিক শর্ত অবশ্যই প্রযোজ্য। রাসূলুল্লাহ (সা.) ক্রয়-বিক্রয়ে দুটি মূল্য সমান সমান করা এবং তা পরস্পর বিনিময় করার বিধানও নির্দেশ দিয়েছেন।^{১৯৬৩} ক্রয়-বিক্রয় ও মুনাফাভিত্তিক অর্থায়ন চুক্তির প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক শ্রেণিবিভাগ নিম্নে আলোচনা করা হলো :

ক. ক্রয়-বিক্রয় বিনিমোগে বাই' মুরাবাহা ও বাই' মুয়াজ্জাল যেভাবে ভূমিকা রাখে

মুরাবাহা বিক্রি অর্থায়ন চুক্তির একটি শব্দ। এর বৈশিষ্ট্যগুলো^{১৯৬৪} হলো :

১. স্বল্প সময়ের জন্য হলেও ব্যাংক পণ্যটির মালিক হয়। তাই শরী'আহ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাংকের মুনাফা পাওয়ার অধিকার বৈধতা পায়।
২. নির্দিষ্ট সময়টিতে মালিকানার জন্য ব্যাংক দায় বহন করে; এতে লেনদেনের সত্যতা সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানটিকে সচেতন হতে হয়; এতে ব্যাংক কেবল অর্থায়নকারী না হয়ে বাস্তব ক্রেতা/মালিকে পরিণত হয়।
৩. এই লেনদেনে কেনার জন্য একটি আদেশ, বিক্রির একটি অঙ্গীকার, একটি এজেন্সি চুক্তি এবং দুটি বিক্রি চুক্তি থাকে।
৪. একটি বাস্তব বস্তু এক হাতে থেকে অন্য হাতে যাচ্ছে, এ বিষয়টি নিশ্চিত করা জরুরি।
৫. পণ্যমূল্য ও মুনাফার সম্মিলিত দামের চেয়ে অর্থায়নের আকার বেশি হতে পারবে না।
৬. বাড়তি মূল্যের বিনিময়ে দাম পরিশোধের পুনঃতফশিলীকরণ এবং মূল্যছাড় অনুমোদিত নয়। ফলে এখানে ঋণের সঞ্চয় বা স্তর সৃষ্টি হবে না।
৭. ব্যাংকের অর্থ বেরিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে লেনদেন শুরু হয় এবং অর্থ ফেরত আসার মধ্য দিয়ে তা শেষ হয়।

^{১৯৫৩} Muhammad Ash-Shawkani, *Nayl al-Awtar*, (Karachi: Idaratul Qur'an, 1994), vol. 5, p. 150.

^{১৯৫৪} মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *সুদ সমাজ অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪।

^{১৯৫৫} প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪।

^{১৯৫৬} প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪।

^{১৯৫৭} মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *সুদ সমাজ অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪।

^{১৯৫৮} আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ, *আস-সুন্নাহ*, (বেক্রত: দারু এহইয়া আল-কুতুব আল-আরাবিয়াহ, ১৮১৮ হি.), খ. ২, অধ্যায়: কিতাবুত তিজারাহ, পরিচ্ছেদ: বাবু বাই'য়িল খিয়ার, হাদিস নং. ২১৮৫, পৃ. ৭৩৭।

^{১৯৫৯} মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *সুদ সমাজ অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

^{১৯৬০} ড. এম. উমর চাপড়া, *দি নেচার অব রিবা, জার্নাল অব ইসলামিক ব্যাংকিং এন্ড ফিন্যান্স*, (ইউএসএ: আমেরিকান রিসার্চ ইনস্টিটিউট, জুলাই-সেপ্টেম্বর, সামার ইস্যু ১৯৮৯ খৃ.), খ. ৬, সংখ্যা ৩, পৃ. ১০।

^{১৯৬১} প্রাগুক্ত, খ. ৬, সংখ্যা ৩, পৃ. ১০।

^{১৯৬২} ড. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, *রিবা, ব্যাংক, ইন্টারেস্ট এন্ড দি রেশনেল অব ইটস্ প্রিভিশন*, (জেদ্দা: আইআরটিআই, আইডিবি, ২০০৪ খৃ.), পৃ. ৭৩।

^{১৯৬৩} মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *সুদ সমাজ অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

^{১৯৬৪} ড. মনযের কাহুফ, ইসলামী অর্থায়ন: গতানুগতিক ব্যবসা, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩।

৮. মুরাবাহা ক্রেতার জন্য প্রচলিত ব্যাংকগুলোর দেয়া ঋণের মতোই একটি ঋণ সৃষ্টি করে।
 ৯. জামানত, গ্যারান্টি, বন্ধকসহ অন্যান্য খেলাপী ঝুঁকি প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে এই মুরাবাহা ঋণ দেয়া হয়।
 ১০. এটা সরল, সহজবোধ্য এবং পরিচ্ছন্ন।
 এটি বর্তমান ইসলামী ব্যাংকিং জগতে সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি রীতি। কিছু কিছু ইসলামী ব্যাংক তাদের সার্বিক অর্থায়নের ৮০-৯০ পর্যন্ত এ ধরনের অর্থায়ন করে থাকে।

বাই' মুয়াজ্জাল বা কিস্তিতে বিক্রি মুরাবাহা'র মতোই। এখানে কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করা হয়। বেশিরভাগ ইসলামী ব্যাংক মুরাবাহা ও কিস্তিতে বিক্রির মধ্যে কোন তফাৎ করে না। এর মধ্যে মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই ব্যতিক্রম। মালয়েশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক একে একটি স্বাধীন ইসলামী অর্থায়ন চুক্তি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে এবং এর পরিভাষাটি আরবী নামের সংক্ষিপ্ত রূপে বিবিএ (বায় বিখামান আজিল) ব্যবহৃত হয়। ব্যক্তিগত অর্থ যোগান দেয়ার জন্য 'বাই-ব্যাক' ব্যবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে প্রায়ই এটা ব্যবহার করা হয়।^{১৯৬৫} উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলোতে বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের কার্যক্রম চলছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর (আইবিবিএল) ইসলামী কাঠামোতে দারিদ্র বিমোচন প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইসলামী ব্যাংক ১৯৯৫ সালে যেসব জেলায় ব্যাংকের নিকটবর্তী শাখার তত্ত্বাবধান করা সম্ভব এমন পল্লী এলাকায় পাইলট প্রকল্প হিসাবে 'পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প' (আরডিএস) গ্রহণ করে।^{১৯৬৬} গতানুগতিক ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থায় নেয়া ঋণকে ভোগ্য পণ্য ক্রয়ে ব্যবহারের ফলে খেলাফি হবার একটি বড় প্রবণতা দেখা যায়। এর পাশাপাশি একটি সাধারণ উচ্চ সুদ হার সব ক্ষেত্রে প্রয়োগের বিষয়টিও ঋণ রেয়াতের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণের পথে বাধা তৈরি করে। এটি গ্রাহক নির্বাচনেও বিরূপ সমস্যা সৃষ্টি করে। গতানুগতিক ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের এই মৌলিক চ্যালেঞ্জ ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে। নিচের চিত্রে (চিত্র নং ৪৩ ও ছক নং ২) অঞ্চলভিত্তিক শরী'আহসম্মত ইসলামী ক্ষুদ্র অর্থায়ন পণ্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দেয়া হয়েছে, যা থেকে বিশ্বব্যাপী ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

ছক ২: বিশ্বব্যাপী ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম^{১৯৬৭}

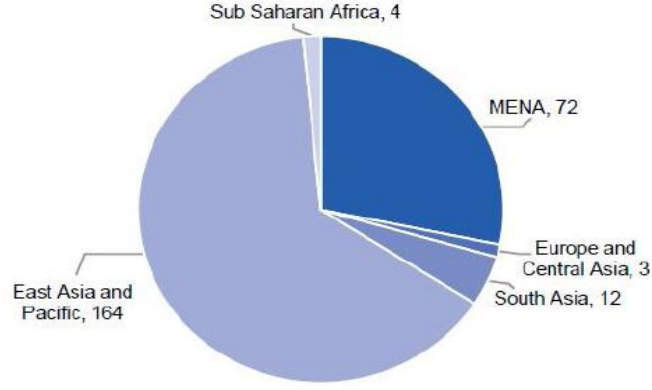
অঞ্চল	কর্মসূচী	দেশ	বিনিয়োগ ধরণ
মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা (মেনা)	মিট গামর	মিসর	মুশারাকা
	সানাদিক অ্যাট জাবাল আল হোস	সিরিয়া	মুরাবাহা
	মুয়াসাসাত বাইত আল মাল	লেবানন	কর্জে হাসানা, লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্ব
	হোদেইদাহ মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম	ইয়েমেন	মুরাবাহা
দক্ষিণ এশিয়া	আইবিবিএল'র পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী, আল ফালাহ, রেসকিউ	বাংলাদেশ	বাই' মুয়াজ্জাল
	আখুয়াত	পাকিস্তান	
	এআইসিএমইইউ ও বায়তুন নাসের	ভারত	কর্জে হাসানা
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া	তাবুং হাজি	মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া	
	বাইতুল মাল ওয়াত তামবিল		মুরাবাহা, মুশারাকা
	বাইতুল সাম ওয়াত তামউইল		ইজারা, কর্জ
সাহারা অঞ্চলের	আজাওয়াদ ফাইন্যান্স		উত্তর মাগি
আফ্রিকা	পিএলসি		সুদান
মধ্য এশিয়া	এফআইএন সিএ'র পল্লী ব্যাংকিং	আফগানিস্তান	কর্জে হাসানা

১৯৬৫ প্রাণ্ডজ, পৃ. ২৪।

১৯৬৬ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ: দারিদ্র বিমোচনের হাতিয়ার, প্রাণ্ডজ, পৃ. ১০৭।

১৯৬৭ প্রাণ্ডজ, পৃ. ১১১।

চিত্র ৪৩: অঞ্চলভিত্তিক শরী'আহসম্মত ইসলামী ক্ষুদ্র অর্থায়ন পণ্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা^{১৯৬৮}



খ. ক্রয়-বিক্রয় বিনিয়োগে বাই' ইসতিসনা' বিনিয়োগের ভূমিকা

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় অনূশীলিত ত্রিপক্ষীয় ইসতিসনা'কে ইসতিসনা' অর্থায়ন বলা হয়। ব্যাংক এবং ক্রেতা বা খদ্দেরের মধ্যে এই ইসতিসনা' চুক্তিতে ক্রেতার পছন্দমতো ঠিকাদার বা পণ্যপ্রস্তুতকারী এবং ব্যাংকের মধ্যে দ্বিতীয় আরেকটি ইসতিসনা' চুক্তি থাকে। এটা নিতান্তই একটি প্রকল্প অর্থায়ন প্রক্রিয়া যেখানে কোন কর্পোরেশন একটি প্রকল্প তৈরি বা মেশিনারি ও যন্ত্রপাতি কিনতে চায়। কর্পোরেশন তার প্রকল্পের একটি বিস্তারিত ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করে। এরপর তাতে অর্থায়নের জন্য পরিকল্পনাটি ইসলামী ব্যাংকে জমা দেয়। এখানে তিন পক্ষের (ব্যাংক, ঠিকাদার ও ক্রেতা) মধ্যে সম্পাদিত দুটি ইসতিসনা' চুক্তি একটি দলিলে একত্রে করা হয়। এখানে ব্যাংক ও ক্রেতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক ক্রেতাকে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক কর্তৃত্ব দেয়া হয়। এই চুক্তিতে প্রকল্পের বিস্তারিত, প্রতিটি ইসতিসনা' চুক্তির অর্থমূল্য (যাতে ব্যাংক ও ঠিকাদারের মধ্যে নগদ মূল্য এবং ক্রেতা ও ব্যাংকের মধ্যে বিলম্বিত বা কিস্তি মূল্য অন্তর্ভুক্ত থাকে), প্রতিটি চুক্তির মূল্য পরিশোধের তারিখ, প্রতিটি পর্যায়ে সরবরাহের তারিখ এবং মূল্য বৃদ্ধির বিষয়গুলো উল্লেখ থাকে।^{১৯৬৯} আর্থিক ইসতিসনা' চুক্তি সাধারণতঃ একাধিক ইসলামী ব্যাংক বা ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকের মধ্যে সিভিকেশনের মাধ্যমে বড় ধরনের প্রকল্প ঘিরে হয়ে থাকে। সরকারকে ঋণ দেয়ার বিকল্প হিসেবেও 'আর্থিক ইসতিসনা'' ব্যবহার করা হয়। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক তার উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে অর্থায়নের জন্য এই শঙ্কর অর্থায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে। সাধারণ ইসতিসনা'য় বস্তগত ঋণগ্রহণতা সৃষ্টি হয় যেমন উৎপাদিত পণ্যের আকারে যা নির্মিতব্য প্রকল্পে ব্যবহার বা সরবরাহ করা হবে। অন্যদিকে আর্থিক ইসতিসনায় সৃষ্টি হয় আর্থিক ঋণ। কারণ একটি চুক্তির বস্তগত ঋণ একই ধরনের আরেকটি চুক্তির মাধ্যমে শোধ হয়ে যায়। এর ফলে আর্থিক ইসতিসনা কম ঝুঁকিপূর্ণ এবং সাধারণ ইসতিসনা' বা সালাম চুক্তির চেয়ে এগুলো পরিচালনা করা সহজ।^{১৯৭০}

গ. ক্রয়-বিক্রয় বিনিয়োগে বাই' সালাম বিনিয়োগের ভূমিকা

সালাম (compound salam)-এর ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলো ক্লাসিক্যাল সালাম অর্থায়নের মতো বস্তগত ঋণ এড়িয়ে চলতে চায়। এখানে আরেকজন খদ্দেরের সঙ্গে একটি বিপরীত সালাম (reversed salam) চুক্তি সম্পাদন করা হয়। এতে ইসলামী ব্যাংক আগের সালাম-এ কেনা পণ্যটির বিক্রোয় পরিণত হবে। যেহেতু উল্টো সালাম অর্থায়নকৃত তহবিল ফিরিয়ে আনে (সালাম-এ যেহেতু চুক্তি সম্পাদনকালে মূল্য পরিশোধ করতে হয়), তাই ব্যাংক একটি সালাম-এর মাধ্যমে আরেকটি সালাম সামাল দিতে চায় না। এর বদলে ইসলামী ব্যাংকগুলো একটি সালামের মোকাবেলা করে একই পরিমাণ পণ্য অন্য আরেকজন খদ্দেরকে সালাম অর্থায়ন চুক্তির মতো মুরাবাহা অর্থায়নের মাধ্যমে। এভাবে ভবিষ্যতে সরবরাহ করা হবে এমন জিনিসের বস্তগত ঋণের বিপরীতে তারা তাদের সম্পদ উৎপাদকদের অর্থায়নের জন্য ব্যবহার করতে পারে। পণ্যটি ভবিষ্যতে সরবরাহ এবং মূল্য পরিশোধের জন্য সালাম এবং ভোক্তাকে মুরাবাহা অর্থায়নের মাধ্যমে এটা করা হয়।^{১৯৭১} একটি সালাম-এর উপাদানগুলো হলো :

১. একজন উৎপাদকের জন্য (যেমন কৃষক) সালাম হলো সে ভবিষ্যতে সরবরাহ করবে এবং তার জন্য এখনই মূল্য পরিশোধ করতে হবে;

^{১৯৬৮} ISLAMIC FINANCIAL SERVICES INDUSTRY STABILITY REPORT 2014, *Ibid*, P. 40.

^{১৯৬৯} ড. মানজার কাহুফ, ইসলামী অর্থায়ন: গতানুগতিক ব্যবসা, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৪-২৫।

^{১৯৭০} প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৫।

^{১৯৭১} প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৬।

২. কোন পাইকারী শস্য বিক্রেতার সঙ্গে মুরাবাহা বিক্রি চুক্তিতে পণ্য, পরিমাণ, সুনির্দিষ্ট ধরন ও ভবিষ্যতে মূল্য পরিশোধের জন্য সরবরাহ তারিখ উল্লেখ (যথা পাইকারী বিক্রেতাকে অর্থায়ন) এবং
৩. পাইকারী বিক্রেতা যাতে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে সরবরাহ গ্রহণ করতে পারে তাই তাকে ক্ষমতা প্রদানের জন্য একটি এজেন্সি চুক্তি।

তিন. ভাড়াভিত্তিক অর্থায়ন বা ইজারা চুক্তির অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তা

পারচেজ অর্ডারার (purchase orderer)-এর কাছে ইজারা দেয়া হলো এমন এক অর্থায়ন চুক্তি যাতে পারচেজ অর্ডারার-এর মাধ্যমে তার পক্ষে নগদ অর্থে যন্ত্রপাতি কিনে আবার তার কাছেই সেগুলো ইজারা দেয়া হয়। এটা পারচেজ অর্ডারার-এর জন্য একটি মুরাবাহা হিসেবে শুরু হয় কিন্তু শেষ হয় একটি প্রায়োগিক বা আর্থিক ইজারা হিসেবে। অধিকন্তু চুক্তিবদ্ধ সামগ্রী বা পণ্য যদি প্রস্তুত বা নির্মাণ করা হয় তাহলে এটা সরবরাহকারী বা ঠিকাদারের সঙ্গে একটি ইসতিসনা চুক্তি সম্পাদনের নির্দেশ হিসেবে শুরু হতে পারে এবং শেষ হতে পারে মালিকানা লাভের জন্য ইজারা (lease-to-own) চুক্তি হিসেবে। পারচেজ অর্ডারার-কে ইজারা দেয়া 'তৈরি ও স্থানান্তর'-এর মতোই এক ধরনের অর্থায়ন। এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য। চুক্তি সম্পাদনের প্রতিটি পর্যায়ে প্রকৃত মালিকানা সৃষ্টির মাধ্যমে শরী'আহর নির্দেশনা পূরণের জন্য এই পার্থক্যগুলো সৃষ্ট।^{১৯৭২} ইজারা সম্পত্তির অস্তিত্ব থাকুক বা না থাকুক অথবা এটা ইজারাদাতার অধিকারে থাকুক বা না থাকুক ইজারা চুক্তি যেকোন সময় স্বাক্ষর করা যেতে পারে। তবে এতে উল্লেখ থাকতে হবে যে যতদিন পর্যন্ত না ইজারাদার সম্পদটি না পাবেন ততদিন তা থেকে ইজারাদাতা কোন ভাড়া প্রাপ্য হবেন না। অধিকন্তু ইজারাদাতাকে অবশ্যই কোন আয়-উৎপাদক সম্পদের পুরোপুরি বা আংশিক মালিক হতে হবে। অন্যকথায় একই সঙ্গে কোন সম্পত্তি বিক্রি ও ভাড়া দেয়া যায় না। পারচেজ অর্ডারার-কে দেয়া ইজারার সমাপ্তি ঘটতে পারে ইজারাদারকে সম্পত্তিটি উপহার হিসেবে দিয়ে দেয়ার মাধ্যমে (যখন এর মূল্যের সঙ্গে ভাড়া যোগ করে কিস্তি নির্ধারণ করা হয়), ইজারাদার যখন পূর্বনির্ধারিত মূল্যে সম্পদটি কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, ইজারার মেয়াদ বাড়িয়ে অথবা সম্পত্তিটি ইজারাদাতার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে। ইসলামী ব্যাংকগুলো গৃহায়ন বা গাড়ি কেনায় প্রচলিত বন্ধকি বা ইজারার বিকল্প হিসেবে পারচেজ অর্ডারার-কে ইজারা দান প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। এখানে ইজারাদাতা উন্মুক্ত প্রস্তাবের মাধ্যমে কিস্তির অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে তার সম্পত্তির অংশ ইজারাদারের কাছে বিক্রি করে দিতে পারে।^{১৯৭৩}

চার. বিনিয়োগে ঝুঁকি প্রশমনে শরী'আহবান্ধব বাস্তবসম্মত নিয়ম-পদ্ধতি

ইসলামী ব্যাংকের ঝুঁকি প্রশমনের ওপর লেখা বইয়ে^{১৯৭৪} খান এবং আহমদ যুক্তি দেখান যে, ইসলামী ব্যাংক শুধু প্রচলিত ব্যাংকের মতো ঝুঁকিগুলোই বহন করে না, সেগুলো তাদের 'সম্পদ ও দায়ের অন্যান্য কাঠামো থেকে উদ্ভূত নতুন ও ভিন্ন ধরনের ঝুঁকির'ও মুখোমুখি হয়। খান ও আহমদের মতে, এই নতুন ও অনন্য ধরনের ঝুঁকি হলো ব্যাংকগুলো শরী'আহর নির্দেশনা মেনে চলার ফলে সৃষ্ট তাৎক্ষণিক ফলাফল। তারা আরো বলেন যে, এমনকি গতানুগতিক বা প্রচলিত ঝুঁকির ক্ষেত্রেও ইসলামী ব্যাংক যেসব ঝুঁকি মোকাবেলা করে তা প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ঝুঁকির প্রকৃতি থেকে ভিন্ন।^{১৯৭৫} ইসলামী অর্থায়ন পণ্যগুলো ভিন্ন ধরনের ঝুঁকি চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে এবং এই ঝুঁকির মূল লক্ষ্যবস্তু থাকে বিনিয়োগকারী এবং আন্ডারটেকার (যে এই বিনিয়োগ গ্রহণ করে)। আন্ডারটেকার-এর ঝুঁকি মূলত ইস্যুকৃত পণ্য পৌঁছানো। এ বিষয়ে মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং পাকিস্তানের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, এসব দেশে ইসলামী আর্থিক পণ্যের চাহিদা এতটাই বেশি যে প্রতিটি ইস্যুই বিক্রির লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে যায় এবং ক্রেতা ও বিনিয়োগকারী সেগুলো ধরে রাখেন মাধ্যমিক বাজারে ন্যূনতম সুযোগ থাকা পর্যন্ত। এই চাহিদার কারণ মূলত ধর্মীয় অনুভূতি। এখানে অর্থনৈতিক হিসাব-নিকাশ কম কাজ করে।^{১৯৭৬} ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগ চুক্তির ঝুঁকিগুলোর প্রকৃতিই তাদের ঝুঁকির ধরন নির্ণয় করে দেয়। ইসলামী অর্থায়ন চুক্তির মৌলিক অর্থায়ন উপাদানগুলো^{১৯৭৭} হচ্ছে :

১. আয়ের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য অবশ্যই তা সম্পদভিত্তিক হতে হবে : সম্পদ কোনো ব্যবস্থাপকের (উদ্যোক্তা) কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে অথবা ইজারা দেয়ার জন্য রাখা হয়েছে বা পুনরায় বিক্রির জন্য রাখা হয়েছে।
২. অর্থায়নের সম্পদভিত্তি তার সহজাত প্রকৃতির কারণে (যেমন ফল বা উজ্জ্বলরাজ) অথবা বাস্তব বাজার শক্তির প্রভাবে (যেমন, জিনিস ও সেবা) পণ্যের বৃদ্ধি ঘটাবে।

১৯৭২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

১৯৭৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৬।

১৯৭৪ আইআরটিআই প্রকাশনা, ২০০৩।

১৯৭৫ উদ্ধৃত: লুকা এরিকো ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

১৯৭৬ মনজের কাহুফ, মাকাসিদে শরী'আহ : আধুনিক ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থায় প্রয়োগ, ইসলামী ব্যাংকিং, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

১৯৭৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

৩. বিনিয়োগকারী (সম্পদ জোগানদাতা) আয় করেন কোনো প্রবৃদ্ধিক্ষম সম্পদের মালিক হওয়ার জন্য। বিক্রি বা ইজারা অর্থায়নে এ বিষয়টি স্পষ্ট হলেও অংশীদারীত্বের এজেন্সি উপাদানের মধ্যে এটা উহ্য থাকে (কেনা পণ্যের অর্থ জোগানদার অব্যাহত মালিকানা)।
৪. শরী‘আহসম্মত বিনিয়োগ এবং অর্থায়ন চুক্তির জন্য নৈতিক ও শরী‘আহভিত্তিক যাচাই।

এসব বৈশিষ্ট্যের নিজস্ব ধরনের ঝুঁকি রয়েছে। তবে, মৌলিক বিষয়টি হলো (ইসলামী অর্থায়ন পণ্য অপরিহার্যভাবে বাস্তব বাজারের লেনদেন, তথা : সম্পদ, পণ্য এবং সেবার ভিত্তিতে হবে) পণ্য, সেবা এবং উৎপাদনশীল পণ্যের মালিকানা লাভের জন্য সত্যিকার ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে। তাই সম্মিলিতভাবে মূল্য ঝুঁকি এবং অপরাচুনিটি কস্ট ঝুঁকি থাকে। সুদ-প্রভাবিত বাজারে দ্বিতীয়টিকে সাধারণভাবে সুদ-হার ঝুঁকি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।^{১৯৭৮} যখনই কোন চুক্তি ঋণের সৃষ্টি করে তখনই ঋণ ঝুঁকি বা খেলাপি হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয় এবং যেকোনো আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কে নৈতিকস্বলন ঝুঁকি (moral hazard risk) সৃষ্টি হতে পারে। যেহেতু মূল্য ঝুঁকি ইসলামী অর্থায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, মুরাবাহা এবং আর্থিক ইজারাব্যবস্থার ‘বাধ্যবাধকতাপূর্ণ অঙ্গীকার’-এর কারণে তা বহুলাংশে কমে গেলেও অন্যান্য ধরনের অর্থায়নের (অংশীদারী এবং সম্পদভিত্তিক বিনিয়োগ) ক্ষেত্রে এটা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা হিসেবে থেকে যায়। নৈতিকস্বলন ঝুঁকির ক্ষেত্রে এটা স্পষ্টত ধারভিত্তিক অর্থায়নের চেয়ে অংশীদারী অর্থায়নের বেলায় অনেক বেশি। এর মানে হলো সুদভিত্তিক পদ্ধতি থেকে সরে গিয়ে মুশারাকা বা মুরাবাহা অবলম্বন করা হলে সেখানে নৈতিকস্বলন ঝুঁকি বহু গুণ বেড়ে যাবে।^{১৯৭৯} ইসলামী ব্যাংক মেয়াদোত্তীর্ণ পাওনার ওপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করে থাকে। ব্যাংকের অধিকাংশ খেলাপি গ্রাহক বিভ্রাট ও সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি হওয়ায় দেখা যায় যে, গ্রাহকের খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-চোপড়, বাড়ি-গাড়ি সব ঠিকঠাক মতোই চলছে। জীবন-যাপনের মানও ঠিক আছে এবং ব্যাংকের টাকা পরিশোধের জন্য সহায়ক পর্যাণ্ড সম্পদও তাঁর রয়েছে। কিন্তু ব্যাংকের কাছে এসে কিস্তি পরিশোধে অপারগতা প্রকাশ করছেন। এমন ব্যবসায়ী প্রকৃতপক্ষে কিস্তি পরিশোধে অসমর্থ নন। অনেক গ্রাহক ব্যাংকের নিকট থেকে যে খাতে ব্যবসার কথা বলে বিনিয়োগ নেন, পরবর্তীতে ব্যাংকের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতি ও বিশ্বাস ভঙ্গ করে তা অন্য খাতে ব্যবহার করেন। কিংবা বিনিয়োগের টাকা দিয়ে স্থায়ী সম্পদ কিনে ফেলেন। ফলে সময়মত ব্যাংকের টাকা পরিশোধ করতে পারেন না। এরূপ গ্রাহক প্রকৃতপক্ষে অসমর্থ নন। এদের সমস্যা টাকার নয়; বরং মানসিকতার। এদেরকে অবকাশ দেয়া হলে এরা কোনদিনই ব্যাংকের টাকা পরিশোধ করবেন না, এটাই স্বাভাবিক।

ঋণ পরিশোধে সক্ষম ব্যক্তি যদি কারো পাওনা পরিশোধে গড়িমসি করে তা হলে তাঁর গড়িমসি জুলুম হিসেবে গণ্য হবে এবং এ জন্য তাকে শাস্তি দেয়া বৈধ হবে। রাসূল (সা.) ঋণখেলাপীদের জানাযা পড়াতে চাইতেন না।^{১৯৮০} এভাবে ইসলাম খেলাপি সংস্কৃতির উচ্ছেদ করেছে। ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থায় কাউকে ঋণ দিলে ঋণ আদায়ের নিশ্চয়তা স্বরূপ মর্গেজ (বন্ধক) নেয়া কিংবা কারো নিকট বাকীতে মালামাল বিক্রি করলে পাওনা টাকা আদায় করার নিশ্চয়তা স্বরূপ বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট থেকে কোনো সহায়-সম্পদ বন্ধক নেয়া অনুমোদিত। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, ‘রাসূল (সা.) এক ইহুদীর নিকট থেকে বাকীতে খাদ্য ক্রয় করেছিলেন এবং তার নিকট তাঁর লৌহ বর্মটি বন্ধক রেখেছিলেন।^{১৯৮১} তবে ঋণগ্রহীতা তার নিয়ন্ত্রনবহির্ভূত কোন কারণে ঋণ পরিশোধে অপারগ হলে পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি বা দেনা মাফ করার ব্যাপারে আল্লাহ বলেন: ‘যদি ঋণগ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হয় তবে তাকে সচ্ছলতা অর্জন পর্যন্ত অবকাশ দেয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা ছেড়ে দাও তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর’।^{১৯৮২} খেলাপি গ্রাহকদের সময় বাড়িয়ে দেয়া হলে খেলাপির পরিমাণ দিন দিন বাড়বে এবং খেলাপি কর্মকাণ্ড উৎসাহিত হবে। ফলে ব্যাংকসমূহের অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় ইসলামী ব্যাংকের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে খেলাপি গ্রাহকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাস্বরূপ ‘ক্ষতিপূরণ’ (Compensation) পদ্ধতি চালু করা হয়। তবে বিশ্বের অনেক দেশে খেলাপি সংস্কৃতি (Culture) ব্যাপক নয়। সে সব দেশে খেলাপি গ্রাহকদেরকে পাকড়াও করে দ্রুত পাওনা আদায়ের আইনী ব্যবস্থা রয়েছে। অন্যান্য দেশের ইসলামী ব্যাংক ক্ষতিপূরণ পদ্ধতিটি চালু করেনি। যেমন, কাতার ইসলামী ব্যাংকের শরী‘আহ সুপারভাইজরি বোর্ড ক্ষতিপূরণ আরোপের অনুমতি দেয়নি। কারণ, সেখানে কোন ব্যক্তি ব্যাংকের পাওনা যথাসময়ে পরিশোধ না করলে সরকার তা দ্রুত আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।^{১৯৮৩}

^{১৯৭৮} প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪। (ইসলামী অর্থায়ন সুদ-প্রভাবিত প্রচলিত অর্থায়ন বাজারের অতি ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে কাজ করে। তাই এই বিশ্ববাজারে ইসলামী অর্থায়ন পণ্য ও বিক্রেতার হালা মূল্য গ্রহণকারী, মূল্য নির্ধারক নয়। যখনই কোনো চুক্তি ঋণের সৃষ্টি করে তখনই ঋণ ঝুঁকি বা খেলাপি হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয় এবং যেকোনো আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কে নৈতিক স্বলন ঝুঁকি (moral hazard risk) সৃষ্টি হতে পারে।)

^{১৯৭৯} প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

^{১৯৮০} আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: কিতাবুল হাওয়ালাত, পরিচ্ছেদ: ইন আহালা দাইনাল মাইয়্যতি ‘আলা রাজুলিন যাজা, হাদিস নং. ২২৮৯, পৃ. ৯৪।

^{১৯৮১} প্রাগুক্ত, অধ্যায়: কিতাবুল বুয়ু’, পরিচ্ছেদ: শিরাউন নাবী (সা.) বিন নাসিয়্যাহ, হাদিস নং. ২০৬৮, পৃ. ৫৬।

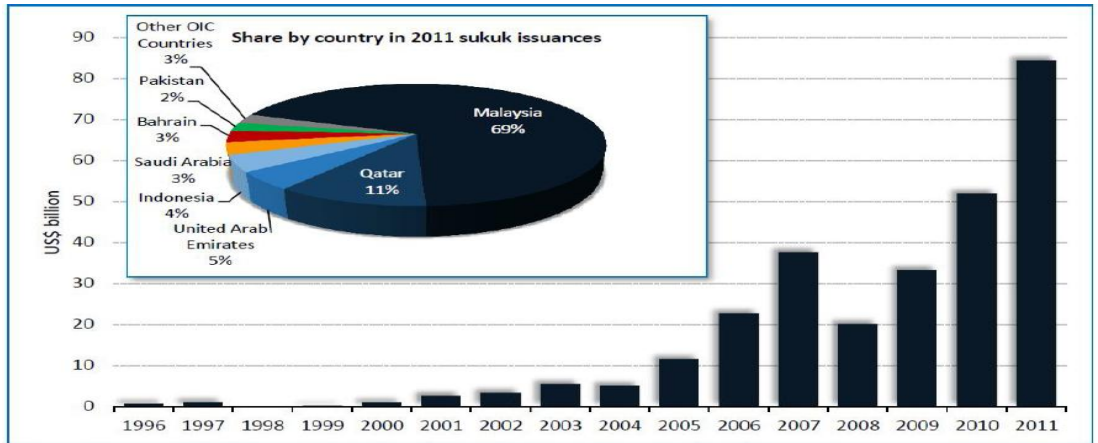
^{১৯৮২} আল-কুরআন, ২:২৮০।

^{১৯৮৩} মুহাম্মাদ শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে বহুল প্রচলিত ভুল ধারণা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭-৮৮।

গ. আর্থিক অস্থিরতা দূরীকরণে সুকুক বা ইসলামী বন্ডের যথাযোগ্য ব্যবহার

সাম্প্রতিককালে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বিরাট ধ্বসের সম্মুখীন হয়েছে। ফলে বিশ্ব অর্থনীতি মন্দার কবলে পতিত। অনিবার্য পরিণতি হিসাবে ইউএস ডলারের মান অন্যান্য মুদ্রার তুলনায় অনেক হ্রাস পেয়েছে। বিশ্বের বড় বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের আর্থিক ঘাটতির কথা বলে বিনিয়োগের সকল দরোজা প্রায় বন্ধ ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির এমন নাজুক অবস্থার মধ্যেও ইসলামী অর্থনীতি তথা ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। বিশেষ করে বিগত কয়েক বছর ধরে ইসলামী মুদ্রা বাজারে (Moeny Market) ইসলামী সুকুক স্থান দখল করে নিয়েছে এবং ইসলামী অর্থায়নে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। ২০১৫ সালের মধ্যে ইসলামী অর্থনীতির বাজারে ইস্যুকৃত ইসলামী সুকুকের পরিধি ৩ ট্রিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ সুকুকে উন্নিত হয়েছে।^{১৯৮৪} ইসলামী সুকুক মূলতঃ মুসলিম বিশ্বের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ইস্যু হলেও এ কথা নির্দিষ্ট করে বলা যায় যে, বিশ্ব অর্থনৈতিক বাজারে ইসলামী সুকুক একটি শক্তিশালী প্রোডাক্টে রূপান্তরিত হয়েছে। পশ্চিমা জগতে এই সুকুক ব্যাপকভাবে বাজার দখল করে আছে। বলা যায় যে, মুসলিম বিশ্ব এ ক্ষেত্রে অনেকটা পিছিয়েই আছে। কেননা ইতোমধ্যেই পাশ্চাত্য জগতে বিনিয়োগ ক্ষেত্রে ইসলামী সুকুক প্রায় ৮০% ছাড়িয়ে গেছে। ইসলামী শরী'আহর বিধি মোতাবেক সুকুক ইস্যু করা ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য। নিচে সুকুকের মার্কেট প্রবৃদ্ধির চালকসমূহের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যা দেখে এক নজরে সুকুকের ধারণা পাওয়া যায়। একইভাবে এই সুকুক সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামী অর্থনীতির উন্নতি ও অগ্রগতির এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো অন্যান্য অর্থব্যবস্থা থেকে ইসলামী অর্থনীতির যে অনন্য পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার সকল মৌলিক নীতিমালাগুলোকে সুকুকের যাবতীয় কার্যক্রমে বাস্তবায়ন করতে হবে। বস্তুতঃ আজকের বিশ্বে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিশাল বাজেট এবং ব্যাপক মুনাফার পরিকল্পনা নিয়ে গড়ে উঠা বড় বড় প্রজেক্টগুলো থেকে সুদের ভিত্তিতে সাধারণ বন্ড ইস্যু হয়ে থাকে। এখানে বন্ডহোল্ডারগণ প্রকল্পগুলোর নিকট সুদের ভিত্তিতে ঋণদাতা হিসাবে স্বীকৃত। তাদের এ সব প্রকল্পের মূল পুঁজি এর মুনাফা এবং রিটার্নের ওপর কোন প্রকার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়না। তারা তাদের ঋণের বিপরীতে কেবল প্রচলিত ও ঘোষিত সুদের অধিকারী হয়। অপরদিকে এ সব প্রজেক্টের যাবতীয় ব্যয় ভার বহন করার পর অর্জিত সম্পূর্ণ লাভ ও মুনাফা প্রকল্পের মালিকরা ভোগ করে থাকে।^{১৯৮৫} নিচে OIC দেশভিত্তিক সুকুক ইস্যুর একটি চিত্র (চিত্র নং ৪৪) দেয়া হয়েছে। যা থেকে বিশ্বব্যাপী সুকুকের শক্তিশালী অবস্থানকে নিশ্চিত করে।

চিত্র ৪৪: OIC দেশভিত্তিক সুকুক ইস্যু^{১৯৮৬}



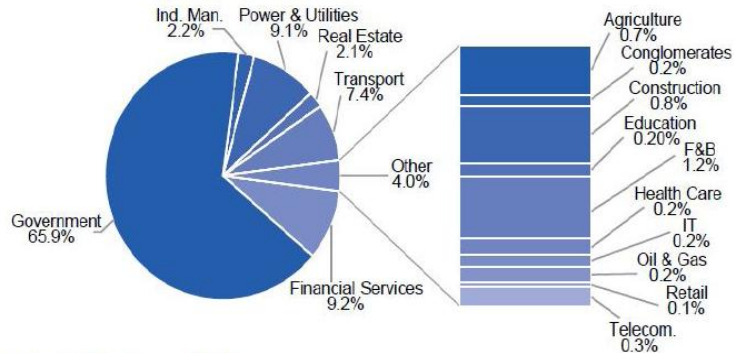
অপরদিকে বিনিয়োগ ও অর্থায়ন মার্কেটে ইসলামী সুকুকের বাজারজাত করার মূল লক্ষ্য হলো বৃহদাকারের প্রকল্পগুলোর মালিকানা, এগুলো থেকে অর্জিত মুনাফা ও ইনকামে সুকুকধারীদেরও আনুপাতিক হারে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া। ইসলামী শরী'আহর বিধি মোতাবেক যদি সুকুক বাজারে ছাড়া হয় তাহলে তা ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমের উন্নতি ও বিস্তৃতি লাভের ক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। সাথে সাথে ইসলামী শরী'আহর মাকাসিদ বা এর অনন্য লক্ষ্যসমূহে পৌঁছার ক্ষেত্রেও অনেক বড় অবদান রাখবে। এ সব লক্ষ্যের অন্যতম লক্ষ্যগুলো^{১৯৮৭} হলো :

^{১৯৮৪} মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, বর্ষ ৯, সংখ্যা ৩৬, পৃ. ৯-১০।
^{১৯৮৫} মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, বর্ষ ৯, সংখ্যা ৩৬, পৃ. ৯-১০ ও ৩৮।
^{১৯৮৬} Islamic Finance in OIC Member Countries, OIC Outlook Series, May 2012, Ibid, Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries, P. 9.
^{১৯৮৭} মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, ইসলামী ব্যাংকিং নতুন প্রোডাক্ট নতুন ভাবনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩২।

১. বিশাল বাজেটের প্রকল্পগুলোর সফল বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় অর্থায়নের জন্য ইসলামী সুক্ক একটি উত্তম পদ্ধতি। কেননা এত বড় প্রকল্পগুলো একটি পক্ষের অর্থায়নে সাধারণতঃ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না অথবা একক অর্থায়নে বাস্তবায়ন করতে অগ্রহ করে না।
২. বিনিয়োগকারীগণের সম্মুখে তাদের অতিরিক্ত অর্থ বিনিয়োগ করার বড় সুযোগ সৃষ্টি হয়। একই সময় তারা প্রয়োজন মোতাবেক তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থ অতি সহজে তুলে নিতে পারে। কেননা এ ধরনের বন্ড বেচাকেনার জন্য সুনির্দিষ্ট মার্কেট রয়েছে। যেখানে বিনিয়োগকারী ও সুক্কহোল্ডারগণ নিজেদের চাহিদা ও প্রয়োজন মতো সবগুলো বন্ড কিংবা আংশিক বিক্রি করে বিনিয়োগকৃত মূল অর্থ লাভসহ (লাভ হওয়া সাপেক্ষে) তুলে নিতে পারেন।
৩. বিনিয়োগ মার্কেটে ইসলামী সুক্ক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ‘বিল বন্ড’ (Bill Bond) এর বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে স্থান লাভ করতে পারে। কনভেনশনাল ব্যবস্থায় সাধারণত বস্তুগত মূলধন (physical Asset) কিংবা লাভ জনক নগদ অর্থ মূলধনের বিপরীতে বন্ড ইস্যু করা হয়। ইসলামী সুক্ক মধ্যম মেয়াদী কিংবা দীর্ঘ মেয়াদী যেমন : পাঁচ/দশ/বিশ সাল মেয়াদী হতে পারে।
৪. এটি ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর তারল্য ব্যবস্থাপনার একটি উত্তম উপায়। সুতরাং যদি ব্যাংকের কাছে তারল্য থাকে তাহলে সে এ ধরনের সুক্ক কিনবে। আর যদি তারল্যের প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে সেকেন্ডারি মার্কেটে তা বিক্রি করে দিবে।
৫. সম্পদের ইনসাফভিত্তিক বন্টনের জন্য এটি একটি উত্তম উপায়। কেননা এতে প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত প্রকৃত মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত হারে সমস্ত বিনিয়োগকারী উপকৃত হতে পারেন। এভাবে সম্পদ কেবল মুষ্টিমেয় ধনীদেদের মধ্যে আবর্তিত হবে না, যা সেসব মহান লক্ষ্যের অন্যতম যা ইসলামী অর্থনীতি অর্জন করতে সচেষ্ট।

সুক্কের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন, ‘মুদারাবা’ ও ‘মুশারাকা’ সুক্ক বা বন্ড, এগুলোকে নোট বলাই ভালো। কারণ, এগুলোর লাভ নির্দিষ্ট না হয়ে পরিবর্তনশীল হয়। অপরদিকে ‘ইজারা’ ও ‘সালাম’ সার্টিফিকেট থেকে প্রাপ্ত লাভ নির্দিষ্ট। ‘মুদারাবা’ ও ‘মুশারাকা’ বন্ড আইডিবিসহ অনেক দেশ চালু করেছে।^{১৯৮৮} ইসতিসনা^{১৯৮৯} ও মুরাবাহার মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদ ও ইজারা মিলিতভাবে সুক্ক গঠন করতে পারে। বস্তুত: বিভিন্ন শ্রেণির সম্পদের সংমিশ্রণের ফলে বৃহৎ পরিসরে অর্থের সমাবেশ ঘটানো সম্ভব হয়। কারণ, মুরাবাহা ও ইসতিসনার সঙ্গে ইজারার সংমিশ্রণ ছাড়া প্রথম দুটির পক্ষে শেয়ার বাজারে প্রবেশ সম্ভব নয়।^{১৯৯০} নিচের চিত্রে (চিত্র নং ৪৫) বিশ্বব্যাপী খাতওয়ারী সুক্ক ইস্যুর পরিমাণ দেয়া হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় ইসলামী বন্ড মানবজাতির কল্যাণে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

চিত্র ৪৫: বিশ্বব্যাপী খাতওয়ারী সুক্ক ইস্যুর পরিমাণ (নভেম্বর, ২০১৩)^{১৯৯০}



ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক-এর সুক্ক ছিল প্রকৃত ইজারাভিত্তিক এবং একই সঙ্গে ঋণভিত্তিক সম্পদ (Murabaha and Istisna) নিয়ে সৃষ্ট। তারপরও সম্পদের পোর্টফলিও (Portfolio) এমনভাবে গঠন করা হয় যাতে ইজারাভিত্তিক অংশের প্রাধান্য ছিল। মোট সম্পদের ৬৬ শতাংশ ছিল ইজারাভিত্তিক। বিধান রাখা হয়েছিল যে, ইজারা সম্পদ সবসময় পোর্টফলিও'র ৫০ শতাংশের বেশি হবে। আইডিবি'র পোর্টফলিও মুরাবাহা ও ইসতিসনা'র প্রাপ্ত আয়ের সমষ্টি বিধায় এ সার্টিফিকেট থেকে লাভ ছিল পূর্ব নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট হারে (বার্ষিক ৩.৬২৫%)। ২০০৮ সালের আগস্টে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত ৬ মাস পর পর তা পরিশোধ যোগ্য ছিল।^{১৯৯১} আইনের পরিভাষায়, আইডিবি'র এ পরীক্ষামূলক বিষয়টি

১৯৮৮ মোহাম্মদ হাশিম কামালী, ইজারার শরী' আহ'ভিত্তিক বিশ্লেষণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

১৯৮৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

১৯৯০ ISLAMIC FINANCIAL SERVICES INDUSTRY STABILITY REPORT 2014, *IFSB, Ibid*, P. 24.

১৯৯১ চুক্তির শেষে আইডিবি'র ইস্যুগুলোর সম্পদ-ভিত্তি ছিল ৬৫.৮ শতাংশ সুক্ক আল-ইজারা, মুরাবাহা ৩০.৭৩ শতাংশ এবং সুক্ক আল-ইসতিসনা' ৩.৪ শতাংশ।

তালফিক (Talfiq)-এর ফিক্‌হি (Fiqhi) ধারণাপ্রসূত অথবা বিভিন্ন নিয়মের জোড়া দেয়া। আলোচ্য ক্ষেত্রে, একটি কাজিকত সমাধানে আসার লক্ষ্যে বিভিন্ন আর্থিক ব্যবস্থার (Instrument) একত্রীকরণ। অর্থাৎ আলোচ্য বা বর্তমান ক্ষেত্রে বাজারজাতকরণের জন্য একটি সমন্বিত পদ্ধতি। আইডিবি'র সুকুক আল-ইসতিসনা'র (Sukuk-al-Istisna) তিনটি অংশ। যথা, ইজারা, মুরাবাহা ও ইসতিসনা। এসবই বিক্রির বিভিন্ন প্রক্রিয়া। সেগুলো বিনিময় চুক্তির (উকুদ আল মুয়া'আওয়াদা) সাধারণ শ্রেণিভুক্ত যা মূল্যের বিনিময়ও বোঝায়। অবশ্য নিজ নিজ প্রয়োজনীয়তা ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ তিনটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অন্যদিকে, মুরাবাহা হচ্ছে আস্থ্যভিত্তিক চুক্তি (Uqud-al-amanah) শ্রেণিভুক্ত। ইজারা ও ইসতিসনা' এ শ্রেণিভুক্ত নয়।^{১৯৯২}

মুদারাবা সার্টিফিকেট হলো আরেক ধরনের ইসলামী সিকিউরিটি। এগুলো মুদারাবা চুক্তিভিত্তিক এবং ১৯৮০'র দশক থেকে পাকিস্তানে সীমিত আকারে এর লেনদেন চলেছে। মুদারাবা সার্টিফিকেট 'কমন স্টক'-এর মতোই। তবে এগুলো তার মালিকদের ভোটের অধিকার দেয় না। একইসঙ্গে এগুলো 'প্রিফার্ড স্টক' থেকে ভিন্ন, কারণ এখানে ন্যূনতম লাভ যেমন নিশ্চিত নয়, তেমনি তরলীকরণের ক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার দেয়া হয় না।^{১৯৯৩} ২০০৪ সালের জুলাই মাসে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক সুকুক আল-ইসতিসনার (Sukuk al-Istisnar) নামে বিশ্ব বাজারে ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের একটি নতুন হাইব্রিড সুকুক বাজরে ছাড়ে। এটাই প্রথম ইসলামী শেয়ারের দৃষ্টান্ত যেখানে সম্পদভুক্তির বহুবিধ প্রক্রিয়ার (Instrument) সম্মিলন ঘটানো হয়েছে। এর আগে বিশ্ব বাজারে ছাড় করা 'সুকুক' ছিল স্থাবর সম্পত্তি (Real Estate) ইজারার আয় নির্ভর। সেটি মূলত ছিল ইজারা বন্ড আকারে।^{১৯৯৪} ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জেদ্দায় ইসলামী সম্মেলন সংস্থার ফিক্‌হ একাডেমীর চতুর্থ বার্ষিক পূর্ণাঙ্গ সভায় জর্দান, পাকিস্তান ও মালয়েশিয়ার প্রতিনিধিদের অনুরোধে ইসলামী বিনিয়োগ সার্টিফিকেট নিয়ে আলোচনা করা হয়। একাডেমী মত প্রকাশ করে যে, পবিত্র কুরআন-এর ২য় সুরার ২৮২নং আয়াতে চুক্তিবদ্ধ হতে উৎসাহিত করা হয়েছে: 'যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও।'^{১৯৯৫} '...এ লিপিবদ্ধকরণ আল্লাহর দৃষ্টিতে অধিক ন্যায্য এবং তা স্বাক্ষ্য হিসেবে অনেক যুতসই এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ প্রতিরোধের জন্য অধিক উপযুক্ত।' এ পরিপ্রেক্ষিতে ফিক্‌হ একাডেমীর ৫নং সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে: "যে কোন সম্পদের সংগ্রহ লিখিত নোট বা বন্ডের মাধ্যমে হতে পারে এবং সেই বন্ড বা নোটটি চলতি বাজার মূল্যে বিক্রি করা যেতে পারে। তবে, শেয়ারের প্রতিনিধিত্বকারী সার্বিক সম্পদের অধিকাংশ গঠিত হবে বাস্তব সম্পদ ও আর্থিক অধিকার দ্বারা। অবশ্য এর ক্ষুদ্র অংশ নগদ অর্থ ও ব্যক্তি পর্যায়ে ঋণ হতে পারে।"^{১৯৯৬}

ইজারা ও ইজারা বন্ডের মাসলাহুভিত্তিক ফলাফল-এর কিছু অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো :

- ক. ইজারা বন্ড ঋণের প্রতীক নয়, বরং ইজারা প্রদত্ত সম্পদের ওপর অখণ্ড মালিকানার প্রতীক। কাজেই সেগুলো হচ্ছে অংশীদারিত্বের আস্থার সার্টিফিকেট, যা ইকুইটি'র মতোই। যেহেতু সুকুক কোন ঋণ বা কোন আর্থিক ব্যবস্থার হাতিয়ার নয়। কাজেই ঋণ বা অর্থ বিক্রিতে ইসলামী আইনী জটিলতা এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অবশ্য সম্পদের মালিকানায় অংশীদারিত্ববিহীন সুকুক শরী'আহ আইনে বৈধতা পাবে না।
- খ. ইজারা অর্থায়নের ব্যয় নিরূপণে একটি চলকের (factor) ভূমিকা আছে।
- গ. বস্তুত ইজারাদাতা তার সম্পদ ইজারা দেয়ার পরও সম্পদের বৈধ মালিক হিসেবে বহাল থাকে। ফলে বাড়তি জামানত ছাড়াই তার অবস্থান সুদৃঢ় থাকে। বিশেষ করে যেখানে অতিরিক্ত জামানত প্রদান সম্পর্কিত আইনের ফাঁকফোকর ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তিতে বাঁধা সৃষ্টি করে, সেখানে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা। কিন্তু পূর্ব নির্ধারিত নির্দিষ্ট হারে অতিরিক্ত জামানতভিত্তিক ঋণ দেয়া নিয়ে সমালোচনার মূল কারণ হচ্ছে, এটি স্বাভাবিকভাবেই রক্ষণশীল। এতে ধনীদেব ও যারা ইতোমধ্যে ব্যবসা করছে তারাই আনুকূল্য পায় এবং যে ব্যবসায় অর্থায়ন করা হয়েছে তার সাফল্য নিয়ে পরোক্ষভাবে উদ্বিগ্ন থাকে। প্রচলিত অর্থায়ন ব্যবস্থায় অতিরিক্ত জামানত দেয়ার বিষয়টি একটি প্রলম্বিত ব্যবস্থা এবং তারা যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় ও যোগ্য বিবেচিত হয় না। অপরদিকে লিজিং কোম্পানি গুলো কোন আমানত গচ্ছিত রাখে না বলে তেমন কড়াকড়িও করে না।^{১৯৯৭} লিজিং ব্যবস্থায় কোন বাড়তি আমানত দিতে হয় না ও পদ্ধতি সহজতর বলে তা অনেক সুবিধাজনক। কারণ, সম্পদের মালিকানা থাকে ইজারাদাতার হাতে। ইজারাধরীতার কাছ থেকে ইজারাদাতার ঋণ-বুঁকির মাত্রাও থাকে সীমিত। কারণ, সংজ্ঞাতেই বলা আছে, ইজারা লেনদেন হবে সম্পদ-সমর্থিত।

১৯৯২ মোহাম্মদ হাশিম কামালী, ইজারার শরী'আহুভিত্তিক বিশ্লেষণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।
 ১৯৯৩ ড. মনবের কাহুফ, ইসলামী অর্থায়ন: গতানুগতিক ব্যবসা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।
 ১৯৯৪ মোহাম্মদ হাশিম কামালী, ইজারার শরী'আহুভিত্তিক বিশ্লেষণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।
 ১৯৯৫ আল কুরআন, ২: ২৮২।
 ১৯৯৬ মোহাম্মদ হাশিম কামালী, ইজারার শরী'আহুভিত্তিক বিশ্লেষণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।
 ১৯৯৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।

- ঘ. বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইজারাতহীতার অনুরোধে ইজারাদাতা যন্ত্রপাতি সরাসরি সরবরাহকারীর কাছ থেকে সংগ্রহ করে। তাই তাতে অর্থ ও সম্পদ অপব্যবহারের সুযোগ কম থাকে। অর্থাৎ ইজারা কেবলমাত্র সম্পদ-সমর্পিত নয়, প্রয়োজন অনুযোজী। ফলে তা, দীর্ঘ মেয়াদী অর্থনৈতিক বিনিয়োগের জন্য ফলপ্রসূ অবদান রাখতে পারে।
- ঙ. দলিল তৈরির প্রক্রিয়া সহজ হওয়ায়, খরচও কম হয়। এতে লিজিং কোম্পানি দক্ষতার সঙ্গে অনেক বেশি লিজিং কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারে। ইজারা নিজস্ব সম্পদ-সমর্পিত বলে তাতে কিছুটা ব্যয় সঙ্কুচিত হয়। এ কারণে কোম্পানিগুলো জামানত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে পছন্দ অনুসরণ করতে পারে।^{১৯৯৮}
- চ. ইজারা একটি নমনীয় ব্যবস্থা। কারণ, এতে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী মূল্য নির্ধারণ নির্দিষ্ট কিংবা পরিবর্তনীয় হারের ভিত্তিতে করা যায়। যেমন, মুরাবাহা ও ইসতিসনা (Murabaha ও Istisna), যা নির্দিষ্ট মেয়াদী বা নির্দিষ্ট তারিখভিত্তিক ব্যবসা চুক্তির মত নয়। বাজারমূল্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভাড়া উঠানামা করতে পারে।^{১৯৯৯}
- ছ. প্রচলিত লিজিং-এর সঙ্গে মিল থাকা ইজারাভিত্তিক অর্থায়ন দ্রুত প্রসার লাভের অন্যতম কারণ। তাই উপসাগরীয় অঞ্চল ও দক্ষিণ-এশীয় দেশগুলোতে প্রচলিত লিজিং চুক্তি কার্যকর হয়েছে।^{২০০০}

সম্পদ আহরণ ও তারল্য ব্যবস্থাপনা ছাড়াও বিনিয়োগকারীদের জন্য স্থিতিশীল আয়ের ব্যবস্থা করার মধ্য দিয়ে ‘সুক্ক’ সার্টিফিকেট প্রচলিত বন্ড-এর ভূমিকা অবিকলভাবে পালন করে থাকে। তবে প্রচলিত বন্ড ও সুক্ক এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তা হচ্ছে, সুক্ক সুদ-ভিত্তিক নয়। ‘সুক্ক’-এ বিনিয়োগ দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও দৃশ্যমান সম্পত্তি উৎপাদনে তহবিল যোগান দেয়া যায়। তাই সুক্ক স্থাবর সম্পত্তি খাতের (Real Estate) কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত এবং স্বল্পমেয়াদী অর্থ প্রবাহে সৃষ্ট ফটাকাবাজি ও সম্ভাব্য আর্থিক-সঙ্কট থেকে মুক্ত। উপরন্তু, মালিকানা থাকায় ইজারা-সুক্কধারীরা তাদের বিনিয়োগ ব্যবহার, এ সম্পর্কিত সম্পত্তির ধরন সম্পর্কে তথ্য লাভের অধিকারী হন। কিন্তু প্রচলিত বন্ড-এর বেলায় এমন তথ্য লাভ অবাস্তব। ফলে, এর দ্বারা বাজারে বৃহত্তর শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়।^{২০০১} ২০০২ সালের জুনে মালয়েশিয়া ৬০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বৈশ্বিক সুক্ক (Malaysian Global Sukuk) বাজারে ছাড়ে। এর মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে ইজারা শেয়ারের বিষয়টি গতি লাভ করে। এরপর ২০০৩ সালে কাতার ৭০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ইসলামী সুক্ক এবং ২০০৪ সালের প্র ম দিকে বাহরাইন মনিটারী এজেন্সি (Bahrain Monetary Agency) ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ইজারা সুক্ক বাজারে ছাড়ে। এরপর এই তালিকায় সৌদি আরব, পাকিস্তান, আইভিসিসহ অন্যান্য দেশ ও সংস্থা যুক্ত হয়। ২০০৪ সালের জুনে ইউএই (UAE)-এর বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অর্থ সংগ্রহের জন্য দুবাই ইসলামী ব্যাংককে ৭৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ইজারা সুক্ক বাজারে ছাড়ার ক্ষমতা দেয়। ২০০৫ সালে ইন্দোনেশীয় সরকার যে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ওভারসিস বন্ড বিক্রির পরিকল্পনা নেয় তার একটি অংশ ইসলামী ব্যবস্থায় সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।^{২০০২} এ যাবত ছাড় করা সকল ইস্যু মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে বেশ সাফল্য ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। তবুও তুলনামূলকভাবে অনেক কম সংখ্যক ইস্যু ছাড়ের কারণে বাজারে সামগ্রিক তারল্যের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূর হয়নি। বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বিনিয়োগ ধরে রাখার প্রবণতা থাকায় পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে না।^{২০০৩}

ইজারা বন্ডের গ্রহণীয়তার সাফল্য এবং বিশ্বব্যাপী এর শরী‘আহ স্বীকৃতির অন্যতম কারণ হচ্ছে, এতে বিতর্কিত ‘বাই’ আদ-দাইন (Bay-al-dayn)-এর সম্পদ শেয়ারে পরিণত করার ধরন এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। ইজারাভিত্তিক শেয়ার ও ঋণভিত্তিক শেয়ারের মধ্যে বিশেষ পার্থক্যের কারণেও প্রথমটি সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। অন্যদিকে, দ্বিতীয়টি শরী‘আহতে গ্রহণযোগ্য কিনা সে বিষয়ে মধ্যপ্রাচ্য ও উপসাগরীয় অঞ্চলে দ্বিধাদ্বন্দ্ব রয়েছে। যদিও শাফিয়ি মাযহাব (Shafi Madhab)-এর অনুসারী দক্ষিণ-এশীয় দেশগুলোতে এটি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।^{২০০৪} ২০০৪ সালে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত ‘ইউরোমানি ইসলামিক ব্যাংকিং এন্ড ফিনান্স’ শীর্ষক সম্মেলনের^{২০০৫} ভাষ্যকাররা নিশ্চিত করেন যে, মুরাবাহা এবং বাই‘ বিদ-দিমান’ আজিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকলেও সুক্ক সর্বাধিক কাঙ্ক্ষিত পণ্যদ্রব্য। যদিও কেবল সরবরাহ ও

- ১৯৯৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬; নাফেল আল-হাযাল, ‘ইজারা অর্থায়নে উদ্ভাবনী’ লুকুয়ান ইসলামী আর্থিক ও বিনিয়োগ ইনস্টিটিউট বিষয়ক আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ, ১৬-১৮ জানুয়ারী, ১৯৯৭।
- ১৯৯৯ মোহাম্মদ হাশিম কামালী, ইজারার শরী‘আহ্‌ভিত্তিক বিশ্লেষণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।
- ২০০০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।
- ২০০১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।
- ২০০২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।
- ২০০৩ আলী আরসালান তারিক, সুক্ক কাঠামোর আর্থিক ঝুঁকির ব্যবস্থাপনা (অপ্রকাশিত), (লুববরাহ: লুববরাহ ইউনিভার্সিটি, ইউকে মাস্টার অব সাইন্স ডিসার্টেশন, ২০০৪), পৃ. ১-১০।
- ২০০৪ মোহাম্মদ হাশিম কামালী, ইজারার শরী‘আহ্‌ভিত্তিক বিশ্লেষণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৬।
- ২০০৫ বি. কে সিধু রচিত ‘পদ্ধতি অনুসারে মান নির্ধারণ প্রয়োজন’ ও হামিস হামিদ রচিত ‘নবতর’ দ্রব্য চাই। খেলোয়াড়দের কাছে অনুরোধ’ প্রসূনের নিবন্ধে দুবাই আন্তর্জাতিক আর্থিক কেন্দ্র’র খালিদ ইউসুফ ও দুবাই ভিত্তিক আমানা অর্থায়ন এর প্রধান কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা ইকবাল খানের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। ইউরোমানি এশীয় ব্যাংকিং ও অর্থায়ন (২০০৪) শীর্ষ সম্মেলন, রচনা বি.কে সিধু, পদ্ধতিগত মান নির্ধারণ প্রয়োজন এবং উদ্ভাবনী পণ্য চাই : খেলোয়াড় প্রয়োজন, রচনা হামিশ হামিদ, দি স্টার, কুয়ালামপুর।

প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এটি সীমাবদ্ধ। বিশ্বে ইসলামী অর্থব্যবস্থার সার্বিক আকার আনুমানিক ২৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এশিয়ান ওয়ালস্ট্রীট জার্নাল-এর এক তথ্য মতে, স্বল্প-মেয়াদী বাজার কার্যক্রমে ‘মুরাবাহা’ ধরনের লেনদেনের পরিমাণ হচ্ছে ২৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ইকুইটি ভিত্তিক রিয়েল-এস্টেট, হেজ ফান্ড, বন্ধকির মতো রিটেইল ফাইন্যান্সিং পণ্য, গাড়ি কেনা ইত্যাদি।^{২০০৬} ইসলামী টুল ও সিকিউরিটিগুলো উৎপাদ বা গ্রস-রেভিনিউ শেয়ারিং সিকিউরিটি, অ্যাসেট ইকুইটিগুলোর নেট প্রফিট বাভেল সিকিউরিটি, নেট প্রফিট শেয়ারিং মুদারাবা সিকিউরিটি, স্থির আয়ভিত্তিক ইজারা-সম্পত্তির চুক্তি, ভাসমান মূল্যের উজুফরাক্ত অথবা সেবা সিকিউরিটি হিসেবে গঠন করা যায়।^{২০০৭} মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব, বাহরাইন, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কাতারের মতো অনেক মুসলিম দেশের পুঁজি বাজারে উপরোক্ত ধরনের সিকিউরিটিগুলো বিদ্যমান।^{২০০৮} উল্লেখ্য, আরবী শব্দ সুকুক (একবচনে সাক)-এর অর্থ দলিল। বর্তমানে ইসলামী অর্থায়ন বিষয়ক সাহিত্যগুলোতে যেকোন ধরনের ইসলামী সিকিউরিটি বুঝাতে শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এটা দিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে ইজারাভিত্তিক সিকিউরিটিকেও বুঝায়।^{২০০৯} বর্তমানে বিশ্বজুড়ে তিন ধরনের ইজারা সুকুক^{২০১০}-এর ব্যাপক প্রচলন রয়েছে :

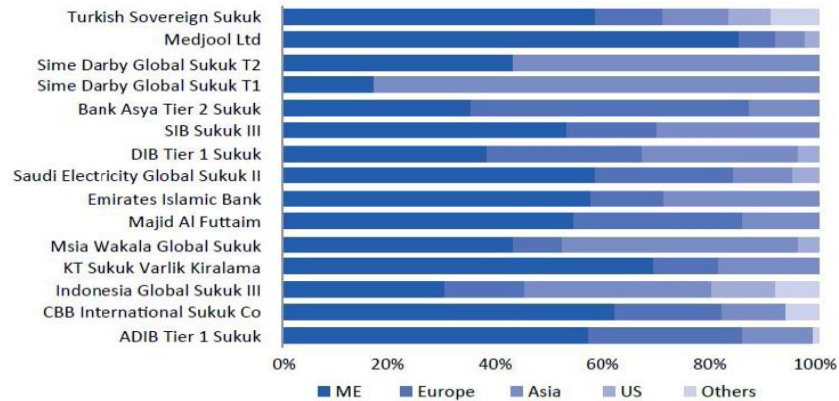
প্রথমত: দীর্ঘমেয়াদি (৫-২০ বছর) ইজারা সম্পদের প্রতিরূপ হলো সুকুক। এখান থেকে স্থায়ী আয় পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত: আরেক ধরনের সুকুক রয়েছে যা রিয়েল-এস্টেট ধরনের সম্পত্তি যেমন হোটেলের কক্ষ এবং সুট এর মতো উজুফরাক্ত এককের প্রতিরূপ। এসব উজুফরাক্ত সেসব সম্পদের প্রতিরূপ সেগুলো ব্যবহারের সুবিধা ছাড়াও লাভ-লোকসান দিয়ে থাকে।

তৃতীয়ত: ইজারা সম্পত্তি ও মুরাবাহা ঋণ-এর বন্ডিল-এর প্রতিরূপ হিসেবে রয়েছে শফর সুকুক। এখান থেকেও স্থির আয় পাওয়া যায়।^{২০১১}

২০০০ সালের গ্রীষ্মে ওআইসি ফিক্‌হ একাডেমির সম্মেলনে ইজারা সিকিউরিটি নিয়ে পর্যালোচনা এবং ইজারা সম্পত্তি সিকিউরিটিতে পরিণত করার নীতিমালা অনুমোদন করে একটি যুগান্তকারী প্রস্তাব পাস করা হয়। সেগুলোর নাম ‘সুকুক’ রাখার প্রস্তাব করা হয়। তখন থেকে মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে বিভিন্ন কর্পোরেশন ও সরকার এই সুকুক সরবরাহ করে আসছে। ২০০২ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত জেদ্দার ইসলামী ব্যাংক, বিশ্বব্যাংক এবং জার্মানির কিছু আঞ্চলিক সরকারের মতো আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষ মুসলিম বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে ইসলামী সুকুক সরবরাহ প্রবণতায় যুক্ত হয়। বিগত বছরগুলোতে সুকুক সরবরাহের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ২০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে।^{২০১২} নিচের চিত্রে (চিত্র নং ৪৬) নির্বাচিত সুকুক পেপারের ভৌগলিক বন্টনের পরিমাণ দেয়া হয়েছে। যা দেখে সুকুকের বৈশ্বিক অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়।

চিত্র ৪৬: নির্বাচিত সুকুক পেপারের ভৌগলিক বন্টনের পরিমাণ^{২০১৩}



২০০৬ মোহাম্মদ হাশিম কামালী, ইজারার শরী' আহুভিত্তিক বিশ্লেষণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৬।

২০০৭ The example of these bonds is a bond that gives a time-sharing right of one week a year in a vacation apartment or hotel room for twenty years that begins, say, on January 1, 2010. This kind of bond presently exists in Saudi Arabia for hotels and suites around the Grand Mosque in Makkah and the Prophet's Mosque in Madinah।

২০০৮ ড. মনযের কাহুফ, ইসলামী অর্থায়ন: গতানুগতিক ব্যবসা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

২০০৯ সুকুক শব্দটি সাক শব্দের বহুবচন। এই শব্দের মূল এসেছে ফার্সি শব্দ 'সাক' থেকে। ইংরেজি 'চেক' শব্দের উৎপত্তিও 'সাক'। এর অর্থ দলিল, স্বত্ব বা চুক্তি।

২০১০ ড. মনযের কাহুফ, ইসলামী অর্থায়ন: গতানুগতিক ব্যবসা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

২০১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

২০১২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

২০১৩ ISLAMIC FINANCIAL SERVICES INDUSTRY STABILITY REPORT 2014, Ibid, P. 155.

সিকিউরিটাইজেশন বা শেয়ারে পরিণত করার মানে হলো শেয়ার বাজারে সাবস্কাইব করার উপযুক্ত করতে কোন সম্পদকে আর্থিক সম্পদে রূপান্তর। সম্পদকে লেনদেনযোগ্য দলিলে পরিণত করার মধ্য দিয়ে এটা শুরু হয়। ক্লাসিক্যাল শরী'আহ সাহিত্যে এমন বহু ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যেখানে সম্পদকে এ ধরনের দলিলে পরিণত করা এবং বিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে।^{২০১৪} আল-কুরআনেই ঋণ লেনদেনকে লিপিবদ্ধ করে রাখার তাগিদ দেয়া হয়েছে। মালিকানা বা স্বত্বের প্রতিনিধিত্ব করে এই দলিল।^{২০১৫} সে অনুযায়ী, যেসব সম্পদ শেয়ারে পরিণত করা যায় তার মধ্যে রয়েছে বস্তুগত সম্পত্তি (এটা স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি হতে পারে), অস্পর্শ্য স্বত্ব (যেমন, প্রকাশনা বা পেটেন্ট স্বত্ব), উজুফরাক্ত এবং ঋণ (আর্থিক বা বস্তুগত)। অবশ্য অর্থও এর অন্তর্ভুক্ত। শরী'আহর দৃষ্টিকোণ থেকে বিক্রি (বাই'), মুদ্রা বিনিময় (সারফ) ও স্থানান্তর (হাওয়ালাহ) সংশ্লিষ্ট নীতিগুলো মূলধন (principle) ও শেয়ার-এর নেগোশিয়েবিলিটিকে নিয়ন্ত্রণ করে।^{২০১৬}

২০১৪ ড. মনযের কাহুফ, ইসলামী অর্থায়ন : গতানুগতিক ব্যবসা, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৮।

২০১৫ আল-কুরআন, ২:২৮২।

২০১৬ বাই' চুক্তি বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদ, স্বত্ব এবং উজুফরাক্ত (উজুফরাক্ত-এর ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিভাষা হলো ইজারা। তবে এটা উজুফরাক্ত বিক্রি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে), এক ধরনের মুদ্রার সঙ্গে আরেক ধরনের মুদ্রা বিনিময়ের জন্য সারফ চুক্তি অনুসরণ করা হয় এবং হাওয়ালাহ চুক্তি অনুসরণ করা হয় একজন থেকে আরেক জনের কাছে ঋণ স্থানান্তরের জন্য।

মূল্যায়ন

অর্থনৈতিক অধ্যয়ন

৮. ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতিতে কিভাবে আর্থিক মন্দা প্রতিরোধ করা হয় তার মূল্যায়ন
- ৮.১ প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার সাথে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার মূলগত ও কর্মপদ্ধতিগত মূল্যায়ন
- ক. আমানত বা জমাগ্রহণ পদ্ধতিতে মৌলিক ব্যবধান বা পার্থক্য
- খ. বিনিয়োগ পদ্ধতিতে মৌলিক ব্যবধান বা পার্থক্য
- গ. অন্যান্য মৌলিক ব্যবধান বা পার্থক্য
- ৮.২ যেসব মৌলিক কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার
- ক. ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির স্থায়ীত্ব ও টেকসই
- এক. অর্থনৈতিক কার্যকরতা
- দুই. আর্থিক স্থিতিশীলতা
- তিন. চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কার্যকরী
- চার. আমানতকারী ও সঞ্চয়ীদের আস্থার প্রতীক
- খ. মন্দা প্রতিরোধে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির শক্তিমত্তা ও দক্ষতার অন্তর্নিহিত দিকসমূহ
- এক. বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত মডেল : প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা বনাম ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা
- ক. প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের রূপরেখা
- খ. ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের রূপরেখা
- গ. বিনিয়োগ সুযোগের সদ্যবহার আর্থিক মন্দা প্রতিরোধের হাতিয়ার
১. সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগ সুযোগের সদ্যবহার পদ্ধতি
২. ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগ সুযোগের সদ্যবহার পদ্ধতি
- গ. ইসলামী ব্যাংকিং-এ সম্পদের দক্ষ বণ্টন মন্দা প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা রাখে
- ঘ. ইসলামী ব্যাংকিং-এর বণ্টনগত ন্যায্যতা অর্থনীতিকে সুসংহত ও মজবুত করে
- ঙ. দক্ষ মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ইসলামী ব্যাংকিং-এর শ্রেষ্ঠত্ব
- চ. সমস্ত উপাদানের সুমম ব্যবহার নিশ্চিত করণের মাধ্যমে আর্থিক মন্দা দূরীকরণ
- ছ. মন্দার মূল বাহন সুদের নিষেধাজ্ঞাই ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থাকে আর্থিক মন্দা থেকে সর্বদা নিরাপদ রাখে
- জ. সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ ও সমেত প্রবৃদ্ধি ও আর্থিক সমেতকরণে ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা
- ৮.৩ সাম্প্রতিক বৈশ্বিক আর্থিক মন্দা মোকাবেলায় প্রচলিত ব্যাংকিং পদ্ধতির বিপরীতে ইসলামী ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব মূল্যায়ন
- ক. মহা আর্থিক সঙ্কট : পূর্ব ও পরবর্তী সার্বিক চিত্র
- খ. মন্দায় ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার প্রবৃদ্ধির বিপরীতে ধকল বইছে প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা
- গ. বৈশ্বিক মন্দায় ইসলামী ব্যাংকগুলোর ঘাতসহনীয়তা গুণ
- ঘ. অর্থনৈতিক মন্দার শ্রোতের বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকিং-এর শক্তিশালী অবস্থানের মূল্যায়ন
- এক. মন্দায় ইসলামী অর্থায়ন শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি
- দুই. সাম্প্রতিক বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর অবস্থান আরো সুসংহত

অষ্টম অধ্যায়

মূল্যায়ন

৮. ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতিতে কিভাবে আর্থিক মন্দা প্রতিরোধ করা হয় তার মূল্যায়ন

প্রচলিত বা গতানুগতিক ব্যাংকব্যবস্থার সাথে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার মূল্যায়ন করতে গেলে প্রধানতঃ তিনটি বিষয় সামনে চলে আসে। কারণ, মূলত তিনটি ক্ষেত্রেই ইসলামী ব্যাংকিং-এর অর্থায়ন সুবিধা পরিব্যপ্ত। এটা প্রকৃত খাতের (real sector) সঙ্গে মিল রেখে আর্থিক খাতকে সুরক্ষিত রাখে। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় সুদ, জুয়া ও ফটকাবাজি এড়িয়ে চলে এবং এর ভিত্তি ব্যাপক ও সার্বজনীন। প্রথম দুটি বৈশিষ্ট্য একে অধিকতর স্থিতিশীলতা দিয়েছে এবং তৃতীয়টি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়নকে প্রচলিত ব্যবস্থার তুলনায় করেছে অধিক উপযোগী।^{২০২৫} ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি)-র বেশিরভাগ সদস্য দেশ বড় ধরনের যেসব উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছে তার সমাধানে অর্থায়নের বিকল্প উৎস হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে ইসলামী অর্থায়ন। সম্মিলিতভাবে ওআইসি দেশগুলো যার ৯৮%-এর মালিক এবং এই শিল্পের চমৎকার প্রবৃদ্ধির পেছনে মূল চালিকা হিসেবে কাজ করেছে এসব দেশ। সাম্প্রতিক সময়ে, ২০০৮-০৯ সালের বৈশ্বিক আর্থিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কট প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা ও সুস্থতার সঙ্গে যুক্ত বহু বিষয়কে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। ফলে একটি অধিকতর টেকসই সমাধান খুঁজে পেতে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও আর্থিক কাঠামোর যৌক্তিকতা নিয়ে নতুন করে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। এই নতুন কাঠামো অনুসন্ধানকালে আর্থিক লেনদেনকে তার মৌলিক ভূমিকায় ফিরিয়ে নেয়া, অর্থাৎ প্রকৃত অর্থনীতিতে মূল্য যোগ করে এমন সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে সাধারণ ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শরী'আহভিত্তিক ইসলামী অর্থায়নের মূল চেতনা এটাই।^{২০২৬} ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা শরী'আহ মেনে সুনির্দিষ্ট বিধিবিধানের আওতায় পরিচালিত হয়। যতই লাভজনক হোক না কেন শরী'আহসম্মত নয় এমন কোনো তৎপরতা যেমন, মদ, শূকরজাতীয় প্রাণী ও পর্গেত্রাফির মতো ব্যবসায় কোনো ইসলামী ব্যাংক অর্থায়ন করতে পারে না।^{২০২৭} তাই মন্দা মোকাবেলায় ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকিং পদ্ধতির মাঝে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের আলোচনার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির মূল্যায়ন করা যায়:

১. প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার সাথে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার মূলগত ও কর্মপদ্ধতিগত মূল্যায়ন।
২. যেসব মৌলিক কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার।
৩. সাম্প্রতিক বৈশ্বিক আর্থিক মন্দা মোকাবেলায় প্রচলিত ব্যাংকিং পদ্ধতির বিপরীতে ইসলামী ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব মূল্যায়ন।

৮.১ প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার সাথে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার মূলগত ও কর্মপদ্ধতিগত মূল্যায়ন

সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে। ইসলামী ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকের মতো কাজ করলেও দু'মডেলের মধ্যে রয়েছে মৌলিক পার্থক্য। ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে, ইসলামী ব্যাংক ইসলামী আইনের বিধান-শরী'আহ আইন মেনে চলে। আর তাই ইসলামী ব্যাংকিং-এর মূল চেতনা হলো ন্যায়বিচার। মূলতঃ ঝুঁকি ভাগাভাগির মাধ্যমে তা অর্জিত হয়। এর সাথে জড়িত পক্ষগুলো লাভ-লোকসান ভাগাভাগি করে নেয়। এখানে সুদ নিষিদ্ধ।^{২০২৮} এজন্যে ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার মধ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিল থাকলেও নীতি ও আদর্শগত অনেক পার্থক্য রয়েছে। ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার যে অবকাঠামো দেখা যায় তা শরী'আহ আইনের মূলনীতির ওপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত। যার রূপরেখা^{২০২৯} নিম্নরূপ :

- ❖ ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার মডেল সততার ওপর গুরুত্বারোপ করে। এক্ষেত্রে লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেকে সর্বজনবিদিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং কাউকে বিভ্রান্ত বা ঠকানো হয়না। সামষ্টিক অর্থনীতির পর্যায়ে, ইসলামী মডেলের লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং গোটা মানবজাতির আর্থিক উন্নয়ন। শরী'আহভিত্তিক এ শাসনব্যবস্থা সম্পদের এমন অসমবন্টন দূর করতে চায়, যা সমাজের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

^{২০২৫} ড. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, *The Comparative Advantages of Islamic Banking and Finance*, সেন্টার ফর মিডিল ইস্টার্ন স্টাডিজ, (হার্ভার্ড: হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, ২০০০ খৃ.), পৃ. ১৮৩-১৮৮।

^{২০২৬} ওআইসিভুক্ত দেশগুলোতে ইসলামী অর্থায়ন, ওআইসি আউটলুক সিরিজ, মে ২০১২, *ইসলামী ব্যাংকিং*, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০১৪), পৃ. ৫৩।

^{২০২৭} আবদুল আজিজ ওলুয়ানিসোলা আবদুল ওহাব, *প্রাণ্ড*, পৃ. ১০৪।

^{২০২৮} *প্রাণ্ড*, পৃ. ৯১।

^{২০২৯} M. Ainley, A. Mashayekhi, R. Hicks, A. Rahman and A. Ravalia, *Islamic finance in the UK: regulation and challenges*, *Financial Services Authority*, (London: FSA, 2007), pp. 5-10..

- ❖ ইসলাম ব্যক্তির অর্থনৈতিক উন্নয়নের অধিকার উৎসাহিত করে। তবে, বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের কোনগুলো অনুমোদিত এবং কোনগুলো নিষিদ্ধ সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিভাজন তৈরি করে। যেমন, অ্যালকোহল, শূকর জাতীয় প্রাণী, সমরাস্ত্র, জুয়া ও অন্যান্য ক্ষতিকর লেনদেন নিষিদ্ধ।
- ❖ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ‘রিবা’র ব্যাপারে শরী‘আহর কঠোর ও সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। শরী‘আহ বিশেষজ্ঞরা প্রচলিত ব্যাংকিং পদ্ধতিতে সুদের লেনদেনকে ‘রিবা’ হিসেবে গণ্য করেন। আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিং-এ এমন আয়কে নিষিদ্ধ হিসেবে গণ্য করা হয়।^{২০০০}

ক. আমানত বা জমাগ্রহণ পদ্ধতিতে মৌলিক ব্যবধান বা পার্থক্য

ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের সবপর্যায়ে ইসলামী শরী‘আহর বিনিনিষেধ পরিপালন করা হয়ে থাকে। কিন্তু সুদভিত্তিক প্রচলিত ব্যাংকে সেসব বিধিনিষেধ মেনে চলার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ইসলামী শরী‘আহর কতগুলো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য রয়েছে যাকে মাকাসিদ আশ্ শরী‘আহ বলে। ইসলামী ব্যাংক শরী‘আহর সে সব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কাজ করে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাংক মূলতঃ এর মালিকদের পুঁজি বাড়ানোর জন্যই কাজ করে থাকে। জমা গ্রহণ ও বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের সাথে প্রচলিত ব্যাংকের পদ্ধতিগত ভিন্নতা রয়েছে। যেমন, ইসলামী ব্যাংক মুদারাবা ও আল-ওয়াদিয়ার ভিত্তিতে জমা গ্রহণ করে এবং মুদারাবা, মুশারাকা, বাই‘ বা বেচাকেনা, ইজারা ইত্যাদি শরী‘আহসম্মত পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রদান করে। অন্যদিকে, প্রচলিত ব্যাংক সুদের ভিত্তিতে জমাগ্রহণ ও ঋণদান করে থাকে। মুদারাবা জমাকারীদের অর্থ বিনিয়োগ করে ইসলামী ব্যাংক কোনো লোকসানের সম্মুখীন হলে জমাকারীগণ সে লোকসান বহনের ঝুঁকি নেন। কিন্তু প্রচলিত ব্যাংকের জমাকারীগণ এ ধরনের কোনো ঝুঁকি নেন না। অন্যদিকে মুশারাকা, মুদারাবা প্রভৃতি পদ্ধতির বিনিয়োগ গ্রাহকগণ ব্যবসায় লোকসানের সম্মুখীন হলে ইসলামী ব্যাংক নিয়মানুযায়ী সে লোকসান বহনের ঝুঁকি নেয়। কিন্তু প্রচলিত ব্যাংক তা করে না। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় ব্যাংকের সাথে গ্রাহকের সম্পর্ক সাহিবুল মাল ও মুদারিব, মুয়াদা ইলাইহি ও ময়াদি, ক্রেতা ও বিক্রেতা, কারবারের অংশীদার কিংবা ভাড়াদাতা ও ভাড়াগ্রহীতার। আর প্রচলিত ব্যাংকিংয়ে গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যকার প্রধান সম্পর্ক হয় ঋণগ্রহীতা ও ঋণদাতার।^{২০০১}

খ. বিনিয়োগ পদ্ধতিতে মৌলিক ব্যবধান বা পার্থক্য

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় বহু ধরনের বিনিয়োগপদ্ধতি রয়েছে। ইজতিহাদের ফলে দিন দিন এর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় ঋণদানের পদ্ধতি সীমিত এবং নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের সুযোগও কম।^{২০০২} ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাই‘ পদ্ধতি সরাসরি পণ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে এখানে এক খাতের তহবিল অন্য খাতে সরিয়ে নেয়ার সুযোগ কম। কিন্তু প্রচলিত ব্যাংকে অর্থ ঋণ দেয়া হয় বলে সেখানে এক খাতের তহবিল অন্য খাতে সরিয়ে নেয়ার সুযোগ বেশি।^{২০০৩} কোনো প্রকল্প কতটা সফল ও লাভজনক হবে তা মূল্যায়ন করার ওপর ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা বেশি গুরুত্ব দেয়। ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিত হয়। অন্যদিকে প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় প্রকল্প বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও দক্ষতা উন্নয়নের চেয়ে সহায়ক জামানতের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।^{২০০৪} প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা নিরঙ্কুশভাবে একদিকে আমানতকারী ও ব্যাংক এবং অন্য দিকে ঋণগ্রহীতা ও ব্যাংকের মধ্যে গ্রহীতা-দাতা সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সুদকে বিবেচনা করা হয় ঋণের মূল’ (price of credit) হিসেবে, যা অর্থের সুযোগ-মূল্যের (opportunity cost) প্রতিফলন। অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংকিংয়ে ঋণের লেনদেন যেহেতু চার্জবিহীন তাই কোনো জরুরি প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে না। সুদের ভিত্তিতে টাকা ধার দেয়া হলে একধরনের জুলুম করা হয়। তাই এ ধরনের লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামের প্রম নীতি হলো ‘কারো প্রতি অবিচার করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অবিচার করবে না।’^{২০০৫} তাই ইসলামী কাঠামোর আওতায় বাণিজ্যিক ব্যাংকিং ঋণদাতা-ঋণগ্রহীতা সম্পর্কের ভিত্তিতে নয়।^{২০০৬} ইসলামে আর্থিক লেনদেনের দ্বিতীয় নীতি হলো, ঝুঁকি গ্রহণ ছাড়া কোনো প্রতিদানও পাওয়া যাবে না। শ্রম এবং পুঁজি উভয় ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য। কোনো কাজে শ্রম প্রযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত যেমন এর পারিশ্রমিক পাওয়া যায় না, তেমনি ব্যবসায়িক ঝুঁকি গ্রহণ ছাড়া কোনো পুঁজি প্রতিদানের যোগ্য হতে পারে না।^{২০০৭} অতএব ইসলামী কাঠামোর আওতায় যে আর্থিক মধ্যস্থতার উন্নয়ন ঘটেছে উপরিউক্ত দুই নীতি হলো তার ভিত্তি। এর ফলে ইসলামে

২০০০ Bahrain Monetary Agency (2002), Islamic Banking and Finance in the Kingdom of Bahrain (now the Central Bank of Bahrain), Bahrain Monetary Agency, Manama.

২০০১ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

২০০২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

২০০৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫।

২০০৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

২০০৫ আল-কুরআন, ২:২৭৯।

২০০৬ আবু ওমর ফারুক আহমেদ ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

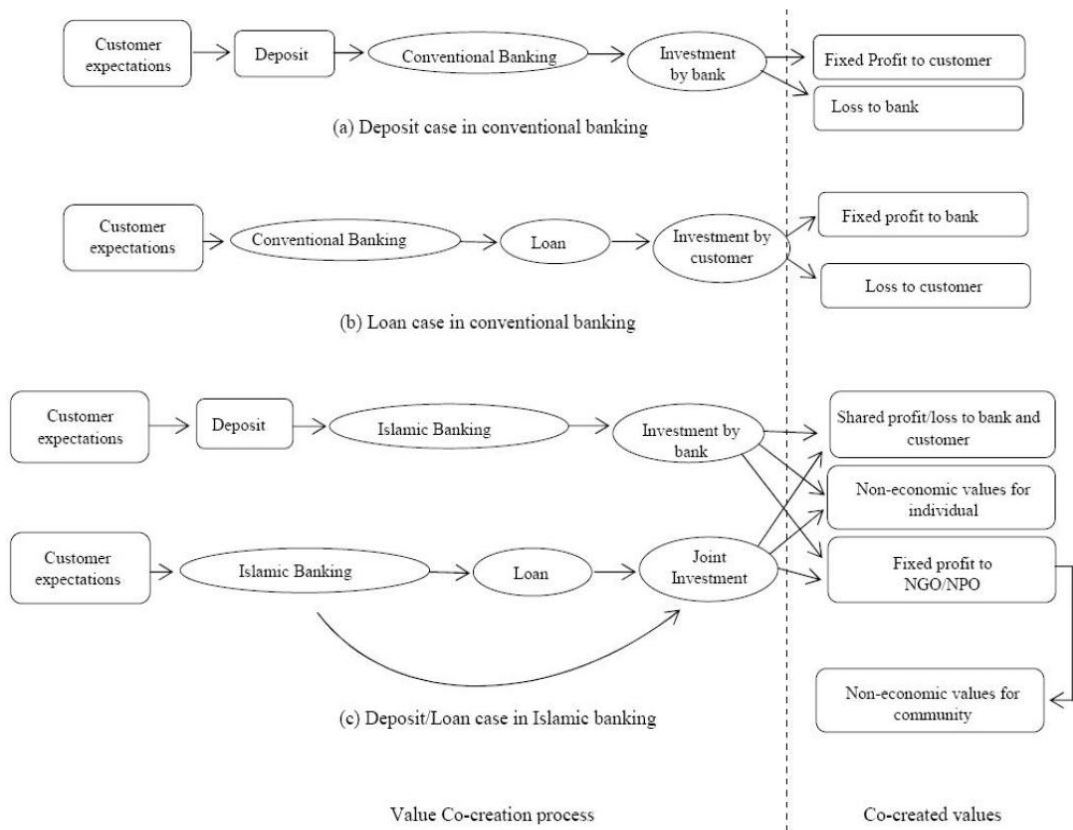
২০০৭ Ausaf Ahmad, The Evaluation of Islamic Banking, *Encyclopedia of Islamic Banking*, (London: Institute of Islamic banking and Insurance, 1995), p. 17.

আর্থিক সম্পর্কের প্রকৃতি হলো অংশগ্রহণমূলক। এখানে সুদী প্রতিষ্ঠান লাভ-লোকসানে অংশগ্রহণের নীতি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এর মানে হলো স্থির হারে সুদের বদলে এখানে বাস্তব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে পরিবর্তনশীল হারে মুনাফা পাওয়া যায়।^{২০৩৮} প্রচলিত সুদভিত্তিক বাণিজ্যিক ব্যাংকব্যবস্থা থেকে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার যে বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায় তার প্রধান দিকগুলো হচ্ছে :

- ক. ইসলামী ব্যাংকিং একান্তভাবেই একটি লাভ ও লোকসান ভাগাভাগিমূলক ব্যবস্থা এবং এটি কোন সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা নয়; এবং
- খ. এই ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতায় বিনিয়োগ (প্রচলিত ধারণার ঋণ ও আগাম) একই সঙ্গে বিনিয়োগকারী ও স্থানীয় কমিউনিটির জন্য সুফল বয়ে আনবে।^{২০৩৯}

ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকিং পদ্ধতির সধঃগ্রহণ ও বিনিয়োগ প্রদানের মাঝে রয়েছে বিশাল ব্যবধান, যা দু'ব্যাংকিং ব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্যকে স্পষ্ট করে তোলে। নিম্নে চিত্রের (চিত্র নং ৪৭) সাহায্যে তা উপস্থাপন করা হলো :

চিত্র ৪৭: ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকের মূল্য সহ-সৃষ্টি প্রক্রিয়া (Value co-creation Process)^{২০৪০}



ইসলামী ও প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলোর মধ্যে উপরিউক্ত পার্থক্য সত্ত্বেও কিছু বিষয়ে উভয়ে অভিন্ন। ইসলামী ব্যাংকগুলো অর্থ ধার দেয় না, ফলে সুদ আরোপেরও প্রয়োজন পড়ে না। তাই এগুলো অর্থ বিনিয়োগ করে মুনাফা লাভের জন্য কিছু বিনিয়োগ কৌশল উদ্ভাবন করে, যেমন, বাই' মুরাবাহা, মুশারাকা ও মুদারাবা। এই প্রতিটি কৌশলেই লাভজনকতা (profitability) ও কিস্তিতে পরিশোধের বিষয়টি আগেই চিহ্নিত করা হয়। অধিকন্তু কিছু ইসলামী ব্যাংক সুনির্দিষ্ট ধরনের ইজারা (লিজিং) কার্যক্রম পরিচালনা করে।^{২০৪১} প্রচলিত ব্যাংকের এমন অনেক সেবা আছে যেগুলোর সঙ্গে সুদ জড়িত নয়, যেমন : লেটার অব ক্রেডিট, সংগ্রহ (collection), বৈদেশিক মুদ্রা, আর্থিক পরামর্শ (financial advising) প্রভৃতি।

^{২০৩৮} আই. ওয়াই. মাংলা এবং জে. ওয়াই. উল্লাহ, *Islamic Banking: a Survey and Some Operational Issues*, ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের গবেষণা, (কুয়ালালামপুর: আইএফএসবি, ১৯৯০ খৃ.), খ. ২, পৃ. ১৭৯, ১৮৫, ২১৫।
^{২০৩৯} আবু ওমর ফারুক আহমেদ ও অন্যান্য, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৮২।
^{২০৪০} Amna Javed, Hisashi Masuda and Youji Kohda, *Ibid*, Vol. 8, No. 2, P. 419.
^{২০৪১} আবু ওমর ফারুক আহমেদ এবং অন্যান্য, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ২৩ ও ৬৬-৮৯।

ইসলামী ব্যাংকগুলো এসব কার্যক্রমও পরিচালনা করে। মুসলমানদের প্রতিষ্ঠানগুলো পণ্য বাজারে ইসলামী ব্যাংকের অর্থের একটি বড় অংশ পরিচালনা করে।^{২০৪২}

গ. অন্যান্য মৌলিক ব্যবধান বা পার্থক্য

আর্থিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবেও এর পার্থক্য রয়েছে। প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ‘মধ্যস্থতা’ যেখানে প্রধানত সুদভিত্তিক ও ঝুঁকি স্থানান্তর অনুমোদন করে, সেখানে ইসলামী ‘মধ্যস্থতা’ সম্পদ-ভিত্তিক ও ঝুঁকি ভাগাভাগি-কেন্দ্রিক। ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকগুলোর মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো প্রথমটি এমন কোন পণ্যে বিনিয়োগ বা অর্থায়ন করে না যা তাদের প্রচলিত প্রতিযোগীদের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে ও বৈশ্বিক অর্থ-সঙ্কটের মত পরিস্থিতির জন্ম দেয়। এসব পণ্যের মধ্যে রয়েছে, ক্ষতিকর সম্পদ (toxic-assets), উপজাত পণ্য ও প্রচলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো শেয়ার।^{২০৪৩}

পরিচালনাগত দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী ব্যাংক সুদমুক্ত এবং ব্যাংক, বিনিয়োগগ্রহীতা ও বিনিয়োগকারীর মধ্যে ঝুঁকি বণ্টনভিত্তিক। লাভ-লোকসান বণ্টন পদ্ধতি প্রয়োগের কারণে আমানতের ওপর লাভ (বা লাভের অনুপস্থিতিতে) ও ব্যাংকের পরিচালনাগত বিনিয়োগ কোন সাময়িক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে যুক্ত নয়। পুঁজির মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকাপালনকারী পশ্চিমা ব্যাংকগুলো একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ পরিশোধ ভিত্তিক। চুক্তিতে এই সুদের হার নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়।^{২০৪৪}

ইসলামী ব্যাংক অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্কের একটি নতুন ধারণা দিয়েছে। এর ‘কাঁচামাল’ কোন অর্থ (money) নয়, তাহলো সম্পর্ক, সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ। এখানে কাল্পনিক সর্বোচ্চ লাভ দেখানো হয় না। এখানে ব্যবসা পরিচালনায় নৈতিক উদ্বুদ্ধকরণ ও টেকসই উন্নয়ন-ভিত্তিক নতুন ধারণা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ মানুষের প্রয়োজনীয় সব বস্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে সৃষ্টি করেছেন। এগুলোর ঘাটতির জন্য দায়ী মানুষের লোভ ও পুঞ্জীভূত করে রাখার প্রবণতা।^{২০৪৫}

ইসলামে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মানব সমাজে বৃহত্তর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, যে সমাজে ন্যায়বিচার নেই সেই সমাজ শেষপর্যন্ত ধ্বংস আর বিচ্ছুরিত দিকে ধাবিত হয়।^{২০৪৬} ন্যায়বিচারের জন্য প্রয়োজন নৈতিক মূল্যবোধ ও কিছু নিয়ম কানুন যা সবারকাছে গ্রহণযোগ্য এবং যা সবাই বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ন্যায়পরায়নতাকে উৎসাহিত করে। নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে এটি অন্তত দুইটি শর্ত পূরণ করতে পারে। যার একটি হলো: লগ্নিকারকদেরও ঝুঁকি বহন করা উচিত, যাতে ক্ষতির পুরো বোঝা উদ্যোক্তার ঘাড়ে না যায়। অপরদিকে, অর্থনৈতিক সংস্থাগুলোর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ দারিদ্র বিমোচনের বিভিন্ন উদ্যোগে ব্যয় করা উচিত। কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো উচিত। এভাবে আয় ও সম্পদের অসমতা কমানো সম্ভব।^{২০৪৭} ন্যায়পরায়ণতার প্রথম শর্ত পূরণের জন্য ইসলামে লগ্নিকারী ও উদ্যোক্তা দু’জনকেই প্রয়োজন। তারা লাভ ও ক্ষতি সমানভাবে ভাগ করে নেবেন। এ কারণে, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার একটি মূলনীতি হচ্ছে ‘ঝুঁকি বহনের পুরস্কারই হচ্ছে মুনাফা।’ এটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। ঝুঁকিগুলো আরও সতর্কভাবে পর্যালোচনা এবং গ্রহীতা যথাযথভাবে ঋণ ব্যবহার করছে কিনা তা দেখভালের মাধ্যমে কাজটি করা যায়। লগ্নিকারী এবং উদ্যোক্তা উভয়ে ঝুঁকি বিশ্লেষণ করলে আর্থিক ব্যবস্থায় অধিক শৃঙ্খলা বজায় থাকে। এ ব্যবস্থা অতিরিক্ত ঋণ প্রদান কমাতে দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষা হিসাবে কাজ করে। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা সঠিকভাবে অনুসরণ করে ব্যবসা ক্ষেত্রে লাভ-ক্ষতি ভাগ করে নেয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করলে তা সমাজে সাম্য ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে।^{২০৪৮}

‘ইকুইটি’ অর্থায়নের ওপর অধিক নির্ভরশীলতার মানে ঋণ অর্থায়নকে পুরোপুরি বাতিল করে দেয়া নয়। কারণ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকারের সব ধরনের প্রয়োজন নমনীয় ‘ইকুইটি’ ও লাভ-ক্ষতি নির্ভর অর্থায়ন দ্বারা মেটানো সম্ভব নয়। তাই ঋণ অপরিহার্য। কিন্তু অপ্রয়োজনীয়, অনাবশ্যিক এবং অনুৎপাদনশীল খাতে ফটকাবাজী উৎসাহিত করা উচিত নয়।^{২০৪৯} তাই ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় সরাসরি প্রদান ও গ্রহণের মাধ্যমে ঋণ সৃষ্টিকে সমর্থন করে না। এই ব্যবস্থায় ঋণ সৃষ্টির জন্য প্রকৃত সম্পদ বিক্রি বা লিজ দেয়ার প্রয়োজন হয় (যেমন, মুরহাবা, ইজারা, সালাম, ইসতিসনা’ ও সুকূক)। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে

^{২০৪২} Qasim M. Qasim, Islamic Banking: New Opportunities for Cooperation Between Western and Islamic Financial Institutions, *Journal of Islamic Banking and Finance*, Madison: American Research Institute for Policy Department, 1986, pp. 19-20.

^{২০৪৩} মো. আব্দুস সালাম, *প্রাণ্ড*, পৃ. ৯১।

^{২০৪৪} *প্রাণ্ড*, পৃ. ৯৩।

^{২০৪৫} *প্রাণ্ড*, পৃ. ৯৩।

^{২০৪৬} আল-কুরআন, ৫৭:২৭।

^{২০৪৭} আদেল আহমেদ, *প্রাণ্ড*, পৃ. ১০১-১০২।

^{২০৪৮} *প্রাণ্ড*, পৃ. ১০২।

^{২০৪৯} *প্রাণ্ড*, পৃ. ১০২।

ব্যক্তি অথবা সংস্থাকে সামর্থ্যের সঙ্গে মিল রেখে তাদের আবশ্যকীয় পণ্য ও সেবাগুলো জরুরি ভিত্তিতে কিনতে সহায়তা করা। যার মূল্য পরে পরিশোধযোগ্য। এর কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে :

- ❖ যে সম্পদটি বিক্রি করা হবে, তা বাস্তব হতে হবে। ধারণাপ্রসূত বা কাল্পনিক হওয়া চলবেনা;
- ❖ বিক্রেতা বা বন্ধকদাতাকে অবশ্যই বিক্রিত বা বন্ধক দেয়া পণ্যটির মালিক হতে হবে;
- ❖ লেনদেনটি অবশ্যই বাস্তব হতে হবে। পণ্য দেয়া-নেয়ার পূর্ণ অভিপ্রায় থাকতে হবে; এবং
- ❖ ঋণ বিক্রি করা যাবে না। তাই এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি অবশ্যই ঋণদাতাকে বহন করতে হবে।^{২০৫০}

প্রথম শর্তটি বিপুল সংখ্যক ‘উপজাত লেনদেন’ বাদ দিতে সাহায্য করে। এসব ‘উপজাত’ই তৃতীয় পক্ষকে ফটকাবাজীর সুযোগ করে দেয়। এরা লোকসান হলে ক্ষতিপূরণ দাবি করে। যদিও এই ক্ষতির দায় প্রম পক্ষের উপরই বর্তায়।^{২০৫১}

দ্বিতীয় শর্তটি এটা নিশ্চিত করে যে, বিক্রেতা (অথবা ঋণদাতা) মুনাফা প্রাপ্তির জন্য ঝুঁকির একটি অংশ বহন করবে। পণ্য যখন বিক্রেতার (অথবা ঋণদাতা) মালিকানায চলে আসে এবং যখন তিনি এটি বিক্রি বা ইজারা দেয়ার অধিকার লাভ করেন তাকে তখন থেকেই ঝুঁকি বহন করতে হবে। এই শর্তটি ‘শর্ট সেল’-এর ওপর এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এটা প্রান্তিক পর্যায়ে পণ্যটির অভাবিত মূল্য হ্রাসের আশঙ্কা কমিয়ে দেয়। শরী‘আহ আইনে এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম আছে। যা ‘সালাম’ ও ‘ইসতিসনা’^{২০৫২}’র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এসব ক্ষেত্রে সরবরাহের আগে বাজারে পণ্য প্রস্তুত অবস্থায় থাকে না। বিতরণের আগে তা উৎপাদন বা তৈরি করা হয়। এভাবে ইসলামী পদ্ধতিতে কেবলমাত্র প্রকৃত অর্থনীতির সম্প্রসারণ ঘটলে অর্থায়নেরও সম্প্রসারণ ঘটে। অতিরিক্ত অর্থায়ন নিরুৎসাহিত হয়।^{২০৫২}

তৃতীয় এবং চতুর্থ শর্ত কেবল ঋণদাতাদের ঋণ ঝুঁকি নিরূপনে উৎসাহিত করে না বরং ঋণের অযাচিত পরিমাণ ও লেনদেনের খরচ রোধে ভূমিকা রাখে। যা প্রকৃত অর্থনীতি থেকে ঋণের পরিমাণ যাতে অতিমাত্রায় বেশি না হয় তা নিশ্চিত করে। এভাবে প্রকৃত অর্থনীতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থনৈতিক সম্পদের সরবরাহ পায়। যা দিনের শেষে কর্মসংস্থান এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করে। চাহিদা পূরণের মতো পণ্য ও সেবা পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে না কমালে ইসলাম অর্থনীতিতে যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তা কখনই সম্ভব নয়।^{২০৫৩}

উল্লিখিত ধরনের লেনদেনে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হলে তা ফটকাবাজীদের তৈরি করা ‘বুদবুদ’ অর্থনীতির আয় কমিয়ে দেবে। এটি তাদের লোকসান ও দেউলিয়া হওয়া থেকে বাঁচাবে। মন্দার সময় যা প্রায় অনিবার্য হয়ে যায় এবং অর্থনীতিকে সঙ্কটের দিকে নিয়ে যায়। অর্থনীতিতে বৃহৎ পরিসরের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হলে তা সাব-প্রাইম ঋণগ্রহীতাদের ঋণপ্রাপ্তির সুযোগ সীমিত করে দেবে। তখন এমন নতুন কিছু কার্যকর পদ্ধতির সূচনা ঘটাতে হবে যাতে ছোট ছোট ঋণগ্রহীতারা পর্যাপ্ত ঋণ সুবিধা পায়। এধরনের ঋণগ্রহীতারা সাধারণতঃ সাব-প্রাইম হিসেবে বিবেচিত হয়। ঋণ না পেলে এরা নিজেদের একটি বাড়ি এবং ক্ষুদ্র একটি ব্যবসা গড়ে তোলার স্বপ্ন থেকে ছিটকে পড়েন। এভাবে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা প্রচলিত পদ্ধতির দুর্বলতা থেকে বেরিয়ে এসে অর্থনৈতিক সঙ্কটের তীব্রতা ও পুনারাবৃত্তি কমাতে সক্ষম। লগ্নিকারীদের ঝুঁকি ভাগ করে নেয়ার মাধ্যমে এটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উন্নত পদ্ধতির প্রবর্তন করে। অর্থায়নের মাধ্যমে প্রকৃত পণ্য ও সেবা কেনার সুযোগ করে দিয়ে এটি ঋণ সম্প্রসারণের সঙ্গে প্রকৃত অর্থনীতির যোগসূত্র স্থাপন করে। এখানে সেই পণ্য বা সেবা বিক্রি হয় যা বিক্রেতার মালিকানায থাকে এবং ক্রেতা তা কিনতে রাজি থাকেন। এখানে ঝুঁকি ভাগ করে নিতে ইচ্ছুক একজন ঋণদাতার দরকার হয়। কারণ পুরো ব্যবস্থায় ঋণ বিক্রি নিষিদ্ধ। তাই ঝুঁকি ভালোভাবে যাচাই করে নেয়ার দরকার পড়ে। এছাড়া ইসলামী অর্থব্যবস্থা সাব-প্রাইম ঋণ গ্রহীতাদের সহনীয় শর্তে অর্থায়ন করে তাদের সমস্যার সমাধান করে। এটি বিলিয়ন বিলিয়ন অর্থ সাশ্রয় করতে পারে, যা সঙ্কট পরবর্তী সময়ে ‘বেলআউট’ কর্মসূচির আওতায় ধনী ব্যাংকারদের পেছনে ব্যয় করা হয়েছিল।^{২০৫৪}

সুদ নির্ভর লেনদেন নিষিদ্ধ হওয়ায় ইসলাম সেসব ব্যবসা-বাণিজ্যকে উৎসাহিত করে যার মাধ্যমে ন্যায্য ও বৈধভাবে মুনাফা আসে। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় অর্থ প্রবাহ এবং উৎপাদনশীলতার মধ্যে একটি নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। এই ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শক্তি ফটকাবাজি, সম্পদের অতিরিক্ত প্রবাহ থেকে সুরক্ষা দেয়। যেগুলো বর্তমানে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টির পেছনে মূল কারণ। ইসলামী অর্থব্যবস্থার আরেকটি মূলনীতি হচ্ছে লেনদেনের সময় ঝুঁকি ও মুনাফা ভাগ করে নেয়া (যেমন, মুদারাবা অথবা মুশারাকা চুক্তি)। মুনাফা ও ঝুঁকি বণ্টনের জন্য লেনদেনে উচ্চ মাত্রার স্বচ্ছতা এবং উন্মুক্ততার প্রয়োজন হয়। ফলে কোম্পানিগুলোর ঝুঁকি নেয়ার জন্য বাজার যথার্থ প্রিমিয়াম পায় এবং বাজারে একটি কার্যকর শৃঙ্খলা

২০৫০ প্রাণ্ড, পৃ. ১০২।

২০৫১ প্রাণ্ড, পৃ. ১০২।

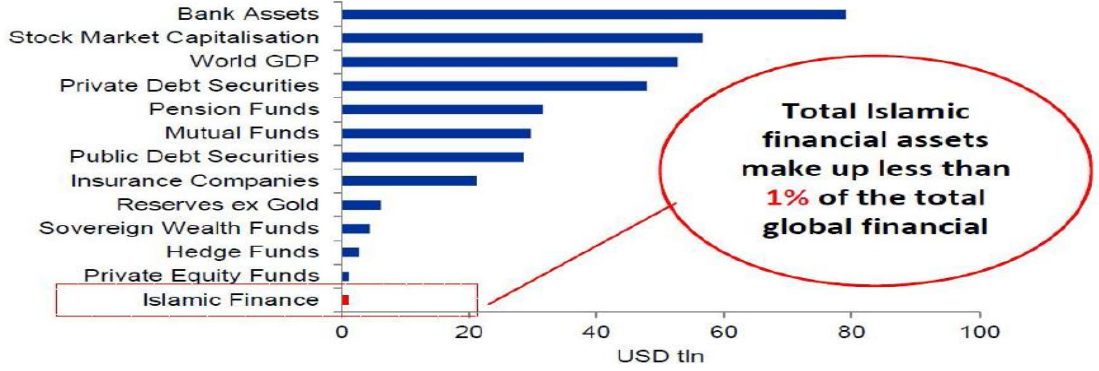
২০৫২ প্রাণ্ড, পৃ. ১০৩।

২০৫৩ প্রাণ্ড, পৃ. ১০৩।

২০৫৪ প্রাণ্ড, পৃ. ১০৩।

প্রতিষ্ঠিত হয়। শরী'আহ আইন অনুযায়ী ইসলামী অর্থায়নের বৈশিষ্ট্যগুলো বাজারে ভারসাম্য রক্ষা করে। স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।^{২০৫৫} এই বৈশিষ্ট্যের কারণে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বড় ধরনের রূপান্তর ঘটছে। বিশেষ করে ২০০০ সাল থেকে এর আকার বর্তমানে ২.১ ট্রিলিয়ন ডলারে (২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত) পৌঁছেছে। বিশ্ব মানচিত্রে ইসলামী আর্থিক সম্পদের পরিমাণ (২০১০) নিচে চিত্রের (চিত্র নং ৪৮) মাধ্যমে দেখানো হলো :

চিত্র ৪৮: মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন-২০১০ (ইসলামী ব্যাংক বনাম প্রচলিত ব্যাংক)^{২০৫৬}



বিগত দশকে ইসলামী ব্যাংকিং একটি দ্রুত বর্ধনশীল বাজারে পরিণত হয়েছে। এটি আরও দ্রুত গতিতে সম্প্রসারিত হতে থাকবে বলে আশা করা হয়। এর দ্রুত বিবর্তন চার পর্যায়ে দৃশ্যমান:

- প্রথমত:** আর্থিক মধ্যস্থতার জন্য ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা এমন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় সক্ষম যেখানে অমুসলিমদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ রয়েছে। এর সম্পদের পরিমাণ ৫ ট্রিলিয়ন ডলার পার হয়েছে, পাঁচ বছরে প্রবৃদ্ধির হার হয়েছে ৫ গুণ। বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল খাত এই ইসলামিক অর্থনীতি। এর বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ২০ শতাংশ।
- দ্বিতীয়ত:** ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার বহুমুখী ও নতুন বাজার সৃষ্টি হয়েছে, ব্যবসার সুযোগও বাড়ছে। বেসরকারি ইকুইটি, প্রকল্প অর্থায়ন, সুকূক (বন্ড) এর উদ্ভাবন ও ইস্যু করা এবং তহবিল, সম্পদ ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ডও বেড়েছে।
- তৃতীয়ত:** বিধি ও আইনী কাঠামোতেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। লেনদেনের ক্ষেত্রে কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার আকার-আয়তনে যেমন বাড়ছে এর কাঠামোও তেমন শক্তিশালী হচ্ছে।
- চতুর্থত:** ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা আন্তর্জাতিক কাঠামোয় খুব দ্রুত একটি অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। এটি আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠছে এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিকে একত্রিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এর সম্প্রসারিত নেটওয়ার্ক বিভিন্ন অঞ্চলের বাজারের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে যোগসূত্র স্থাপন করছে। যা ভৌগলিক সীমানা পেরিয়ে দক্ষতার সঙ্গে সম্পদ বণ্টন করছে। এভাবে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাকেও বাড়িয়ে দিচ্ছে।^{২০৫৭}

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা আর্থিক কাঠামোর সঙ্গে মূল্যবোধের একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে সফল হয়েছে। ইসলামী অর্থব্যবস্থার কেন্দ্রে রয়েছে নৈতিক মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধের ছায়া পড়ে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সেবা ও পণ্যের উপর। দৈনন্দিন কার্যক্রমের জন্য এটি তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দেয়: কাঠামো, প্রক্রিয়া ও উপস্থাপন (documentation)^{২০৫৮} ইসলামী ব্যাংকিং মুসলিম দেশগুলোতে ও আন্তর্জাতিকভাবে অর্থ-বাজারে সুদৃঢ় অবস্থান সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। বিভিন্ন আর্থিক ভিত্তির প্রেক্ষাপটে ইসলামী ব্যাংকিং অধিকতর ভালো আর্থিক পরিকাঠামো প্রস্তাব করে। এটা অর্থায়ন ও তহবিল ব্যবহারের দ্বি-বিভাজন (dichotomy) কমিয়ে আনে। ফলে, অর্থনীতির প্রকৃত ও আর্থিক খাতের মধ্যে সমন্বয় ঘটে।^{২০৫৯} অর্থায়ন ও তহবিল ব্যবহারের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটায় ইসলামী ব্যাংকিং। ফলে, সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে যাকে তহবিল বলা হয়, তার অবমুক্তি ঘটে। এটা অর্থনীতির গড় চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে বিপর্যয়ের একটি বড় কারণ। তা দূর করে ইসলামী ব্যাংকিং। এর মানে হলো, চাহিদাভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি কমে আসা। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় অর্থায়ন ও অর্থনৈতিক তৎপরতার মধ্যে সংযোগ, সরবরাহে টানা পোড়েন কমিয়ে আনার পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে।^{২০৬০}

২০৫৫ প্রাণ্ড, পৃ. ১০৪।
 ২০৫৬ Baljeet Kaur Grewal, *Ibid*, P. 7.
 ২০৫৭ আদেল আহমেদ, প্রাণ্ড, পৃ. ১০৪।
 ২০৫৮ প্রাণ্ড, পৃ. ৯৪।
 ২০৫৯ মো. আব্দুস সালাম, প্রাণ্ড, পৃ. ৯১-৯২।
 ২০৬০ প্রাণ্ড, পৃ. ৯২।

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার দার্শনিক ভিত্তি উৎপাদন ও অর্থনৈতিক আচরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চলকগুলোর আন্তঃক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আরো অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্যদিকে, প্রচলিত অর্থায়ন ব্যবস্থা মূলত লেনদেনের অর্থনৈতিক ও আর্থিক প্রেক্ষাপটের প্রতি মনোযোগ দেয়। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা সমাজের সার্বিক ভালোর জন্য সাম্য ও ন্যায়পরায়ণতা জোরদারের জন্য একই সঙ্গে নৈতিক, মানবিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়বলির ওপর সমান গুরুত্ব দেয়। দুই ব্যাংকব্যবস্থার মধ্যে মিলের দিকগুলো হলো ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা শরী‘আহ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও এগুলো প্রচলিত ব্যবস্থার ব্যাংকের মতো একই ধরনের কার্যক্রম সম্পাদন করে:

ইসলামী ব্যাংকগুলো অর্থনৈতিক লেনদেন ব্যবস্থা পরিচালনার পাশাপাশি আর্থিক মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে।^{২০৬১} আর্থিক বাজারের অসম্পূর্ণতা কাজে লাগানোর জন্য উভয় ব্যবস্থায় একই কারণে এগুলো প্রয়োজন। এসব অসম্পূর্ণতার মধ্যে রয়েছে আর্থিক দাবির অপূর্ণ বিভাজ্যতা (imperfect divisibility of financial claims), অসম্পূর্ণ তথ্য, অনুসন্ধান ও স্বোপার্জন (acquisition) কার্যসম্পাদন ব্যয়, উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি ইউনিটের মাধ্যমে বৈচিত্র্য সৃষ্টি এবং লেনদেন পর্যবেক্ষণে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও অর্থনৈতিক মানদণ্ড সৃষ্টি।^{২০৬২} ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় শরী‘আহর বিধান অনুযায়ী পরিচালিত আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতিপক্ষের মতো একই রকম অর্থনৈতিক মানদণ্ড প্রদর্শন করে। প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার মতো ইসলামী ব্যবস্থার ডিপোজিটরি ফিন্যান্সিয়াল ইন্টারমেডিয়েরি (depository financial intermediarie) ব্যবসায়িক দায়গুলোকে এমন বিচিত্র বাধ্যবাধকতায় রূপান্তরিত করে যা উদ্বৃত্ত ইউনিটগুলোর চাহিদা ও পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খায়। অন্যদিকে, কার্যপ্রণালির প্রকৃতির কারণে প্রচলিত এবং ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে অনেক পার্থক্য। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বিপরীতে প্রচলিত ব্যাংকিংকে সংজ্ঞায়িত করা হয় এভাবে ‘ঋণদান বা বিনিয়োগের জন্য অর্থ গ্রহণ, জনগণের অর্থ গচ্ছিত রাখা, যা চাহিদা অনুযায়ী বা অন্য কোনোভাবে ফেরতযোগ্য এবং চেক, ড্রাফট, অর্ডার বা অন্য কোনোভাবে প্রত্যাহারযোগ্য।’^{২০৬৩} ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ইসলামিক ব্যাংকসের (আইএআইবি) সংজ্ঞা অনুযায়ী : ‘ইসলামী ব্যাংক মূলত একটি নতুন ধরনের ব্যাংকিং ধারণা বাস্তবায়ন করছে, যা আর্থিক ও অন্যান্য লেনদেনের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে ইসলামী শরী‘আহ বিধান মেনে চলে। অধিকন্তু, এই ব্যাংক এমনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাতে বাস্তব জীবনে ইসলামী নীতিমালার প্রতিফলন ঘটে। এই ব্যাংক একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করবে। তাই, জনগণের মধ্যে সুদূর ধর্মীয় চেতনা সৃষ্টি এর অন্যতম লক্ষ্য।’^{২০৬৪} অতএব এটা সুস্পষ্ট যে মিশন ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ফলে সমাজের প্রতি ইসলামী ব্যাংকের বাধ্যবাধকতা প্রচলিত ব্যাংকের চেয়ে অনেক বেশি। এর কারণগুলো হলো :

- সুনির্দিষ্ট আদর্শিক মিশন অর্জনের জন্য পরিচালিত হয় ইসলামী ব্যাংকিং। আর তা হলো, আল্লাহ সব সম্পদের স্রষ্টা এবং চূড়ান্ত মালিক; ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সমাজে কেবল তার প্রতিনিধির ভূমিকা পালন করবে। তাই ইসলামী ব্যাংক নিজের খেয়ালখুশি মতো কিছু করতে পারে না। তার বদলে একে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নৈতিক মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটাতে হবে।
- মেধা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে কিন্তু প্রচলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মতো জামানত দেয়ার সামর্থ্য নেই এমন ব্যক্তিদের ঋণ প্রদান। এর মাধ্যমে সমাজের তৃণমূল ভিত্তিকে শক্তিশালী করা। এবং,
- অর্থনৈতিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে ইসলামের ‘শেয়ারিং অ্যান্ড কেয়ারিং’ (sharing and caring) চেতনার ভিত্তিতে সমাজে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি।^{২০৬৫}

ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক মৌলিক পার্থক্যগুলো (ছক নং ৩ ও ৪) নিম্নরূপ :

ছক ৩: ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য^{২০৬৬}

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা	প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা
১. বোচাকেনা বা ব্যবসায়িক চুক্তিতে মূলধনের ওপর যেকোনো বৃদ্ধিই ‘রিবহ’ বা মুনাফা (Any	১. ঋণচুক্তিতে মূলধনের ওপর যেকোনো বৃদ্ধিই ‘রিবা’ বা সুদ (Any additional amount over the

^{২০৬১} আবু ওমর ফারুক আহমদ, *Islamic Banking in Bangladesh*, (অপ্রকাশিত এলএলএম থিসিস), ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন সিডনি, অস্ট্রেলিয়া, ২০০৩।

^{২০৬২} জুবাইর ইকবাল ও আব্বাস মিরাকোর, *Islamic Banking*, (ওয়ারশিংটন ডিসি: ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড, ১৯৮৭ খৃ.), পৃ. ৩।

^{২০৬৩} আনোয়ার আহম্মেদ মিনায়ী, *Islamic Banking; Where Are We Going Wrong?*, (লন্ডন: নিউ হরাইজন, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ খৃ.), পৃ. ৩।

^{২০৬৪} আইএআইবি (ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ইসলামিক ব্যাংকস), *ডাইরেক্টরি অব ইসলামিক ব্যাংকস অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন*, জেদ্দা, ২০০১।

^{২০৬৫} আবু ওমর ফারুক আহমেদ ও অন্যান্য, *প্রাণ্ড*, পৃ. ৮১।

^{২০৬৬} *প্রাণ্ড*, পৃ. ৫৫-৫৬; আবু ওমর ফারুক আহমেদ ও অন্যান্য, *প্রাণ্ড*, পৃ. ৮২; আবদুল আজিজ ওলুয়ানিসোলা আবদুল ওহাব, *প্রাণ্ড*, পৃ. ১১৭-১১৮।

<p>additional amount over the principal in a contact of trade is profit)। ইসলামী ব্যাংক বেচাকেনা, ভাড়া, অংশীদারি ইত্যাদি চুক্তির ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে তার ওপর মুনাফা অর্জন করে।</p>	<p>principal in a contact of loan is Riba)। প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় অর্থ ঋণ দিয়ে তার ওপর নির্ধারিত সুদ অর্জন করা হয়।</p>
<p>২. ইসলামী ব্যাংক শরী'আহ অনুমোদিত মুদারাবা চুক্তির ভিত্তিতে অর্থ জমা গ্রহণ কও এবং জমাকারীকে অর্জিত মুনাফার একটি অংশ চুক্তিতে বর্ণিত অনুপাত অনুযায়ী প্রদান করে থাকে।</p>	<p>২. প্রচলিত ব্যাংক অর্থ জমা গ্রহণের ক্ষেত্রে কুরআনে নিষিদ্ধ 'সুদ' প্রদান করে থাকে।</p>
<p>৩. ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় বাস্তবে লোকসান হলে অর্থ জমাকারীকে তা বহন করতে হয়। অবশ্য কোনো কোনো খাতে লোকসান হলেও সামগ্রিকভাবে ব্যাংক লাভ করায় সাধারণভাবে অর্থ জমাকারীগণ লোকসান বহনের বিষয়টি দেখতে পারেন না।</p>	<p>৩. প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় অর্থ জমাকারীকে কোনো লোকসান বহন করতে হয় না। সব অবস্থায় ব্যাংক অর্থ জমাকারীকে নির্ধারিত সুদসহ মূলধন ফেরত দিতে বাধ্য।</p>
<p>৪. ইসলামী ব্যাংক নির্ধারিত লাভে পণ্য বিক্রিসহ অন্যান্য শরী'আহ অনুমোদিত ব্যবসায়িক পণ্য বিক্রয় করে তার ওপর মুনাফা গ্রহণ করে।</p>	<p>৪. প্রচলিত ব্যাংক অর্থ ঋণ দিয়ে তার ওপর নির্ধারিত 'সুদ' গ্রহণ করে থাকে।</p>
<p>৫. ইসলামী ব্যাংক প্রচলিত মানি মার্কেট থেকে ঋণ গ্রহণ ও প্রদান করে না বরং মুদারাবার ভিত্তিতে আন্তঃইসলামী ব্যাংক ফান্ড মার্কেটে অর্থ আদান-প্রদান করে।</p>	<p>৫. প্রচলিত ব্যাংক মানি মার্কেট থেকে টাকা ঋণ দেয়ানেয়ার ক্ষেত্রে কুরআনে নিষিদ্ধ 'সুদ' গ্রহণ ও প্রদান করে থাকে।</p>
<p>৬. ইসলামী ব্যাংক সুদভিত্তিক বন্ড ইস্যু করে না।</p>	<p>৬. প্রচলিত ব্যাংক নির্ধারিত সুদে বাজারে বন্ড ইস্যু করে থাকে।</p>
<p>৭. ইসলামী ব্যাংক মুদারাবা পদ্ধতিতে ফিক্সড ডিপোজিট গ্রহণ করে চুক্তিতে উল্লিখিত অনুপাতে মুনাফা প্রদান করে।</p>	<p>৭. প্রচলিত ব্যাংক ফিক্সড ডিপোজিটের ক্ষেত্রে 'সুদ' প্রদান করে থাকে।</p>
<p>৮. ইসলামী ব্যাংকে বিনিয়োগ (Investment) শব্দটির ব্যবহার ও অনুশীলন হয়।</p>	<p>৮. প্রচলিত ব্যাংকে ঋণ (Loan) শব্দটির প্রচলন ও অনুশীলন হয়।</p>
<p>৯. ইসলামী ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম পরিচালিত হয় ইসলামের শরী'আহ নীতিমালার ভিত্তিতে।</p>	<p>৯. প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম পরিচালিত হয় মানবরচিত নীতিমালার ভিত্তিতে।</p>
<p>১০. এখানে পূঁজিদাতা (বিনিয়োগকারী) এবং পূঁজিব্যবহারকারীর (উদ্যোক্তা) মধ্যে ঝুঁকি ভাগাভাগি করে নেয়ার কথা বলা হয়।</p>	<p>১০. বিনিয়োগকারীদের পূর্বনির্ধারিত হারে সুদ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেয়া হয়।</p>
<p>১১. শরী'আহ বিধিনিষেধের মধ্যে থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন এর লক্ষ্য।</p>	<p>১১. কোনো বিধিনিষেধে আবদ্ধ না থেকে সবচেয়ে বেশি মুনাফা অর্জন এর লক্ষ্য।</p>
<p>১২. আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থায় যাকাত সংগ্রহ এবং বিতরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ সেবামুখী কার্যক্রমে পরিণত হয়েছে।</p>	<p>১২. এটি যাকাত নিয়ে কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করে না।</p>
<p>১৩. ইসলামী ব্যাংকগুলোর মৌলিক কাজ হলো অংশীদারিত্বমূলক ব্যবসায় অংশগ্রহণ।</p>	<p>১৩. প্রচলিত ব্যাংকগুলোর মৌলিক কাজ হলো অর্থ লগ্নি করা এবং সুদসহ তা আদায়।</p>
<p>১৪. প্রচলিত ব্যাংকগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে ইসলামী ব্যাংকের কাযক্রমের ক্ষেত্র বিস্তৃত। পরিশেষে এটি একটি বহুমুখী প্রচলিত ব্যাংকিং ইসলামী ব্যাংকিং।</p>	<p>১৪. ইসলামী ব্যাংকের সঙ্গে তুলনা করলে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর কার্যক্রমের ক্ষেত্র সংকীর্ণ।</p>
<p>১৫. খেলাপীদের ওপর বাড়তি কোনো অর্থ ধার্য করার বিধান ইসলামী ব্যাংকগুলোতে নেই। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় খেলাপীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের বিধান নেই। তবে, দাতব্য কাজের</p>	<p>১৫. খেলাপি হলে এটি বাড়তি অর্থ (চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ) ধার্য করতে পারে।</p>

জন্য সামান্য পরিমাণে ক্ষতিপূরণ আয় করা যেতে পারে। ব্যাংকের লেনদেন আগাম মিটিয়ে ফেলার জন্য রিবেট (rebate) দেয়া যেতে পারে।	
১৬. এটি জনগণের স্বার্থকে পর্যাণ্ড গুরুত্ব দেয়। ইকুইটির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করাই এর চূড়ান্ত লক্ষ্য।	১৬. প্রায়ই ব্যাংকের নিজস্ব সুদ-এর বিষয়টি মুখ্য হয়ে ওঠে। ইকুইটির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার কোনো প্রচেষ্টা এখানে নেই।
১৭. ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য অর্থবাজার থেকে ধার নেয়া তুলনামূলক কঠিন।	১৭. সুদভিত্তিক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্য অর্থবাজার থেকে ধার নেয়া তুলনামূলক সহজ।
১৮. যেহেতু লাভ-লোকসান ভাগাভাগি করা হয় তাই ইসলামী ব্যাংকগুলো প্রকল্প যাচাই ও মূল্যায়নে সর্বোচ্চ মনযোগ দেয়।	১৮. যেহেতু মুনাফার বিষয়টি আগেভাগে নির্ধারিত, তাই প্রকল্প যাচাই ও মূল্যায়নে বিশেষজ্ঞপর্যায়ের দক্ষতা উন্নয়নে কম গুরুত্ব দেয়া হয়।
১৯. অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংক প্রকল্পের বাস্তব উপযোগিতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়।	১৯. প্রচলিত ব্যাংকগুলো ক্লায়েন্টের ঋণ পরিশোধযোগ্যতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে।
২০. ইসলামী ব্যাংকের মর্যাদা এর ক্লায়েন্ট তথা অংশীদার, বিনিয়োগকারী ও লেনদেনকারীদের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে।	২০. প্রচলিত ব্যাংকের মর্যাদা এর ক্লায়েন্ট তথা ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার সঙ্গে সম্পর্কেও ভিত্তিতে।
২১. কঠিনভাবে বলতে গেলে, ইসলামী ব্যাংক তার সব ডিপোজিটরকে অর্থ ফেরত পাওয়ার গ্যারান্টি দিতে পারে না। ইসলামী ব্যাংক শুধু আল-ওয়াদিয়া নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত আমানত হিসাবের গ্যারান্টি দেয়। এখানে আমানতকারীরা তাদের তহবিল ফেরত পাবার গ্যারান্টি পান। কিন্তু, হিসাবটি মুদারাবা নীতিভিত্তিক হলে গ্রাহককে লোকসানের অংশীদার হতে হবে।	২১. প্রচলিত ব্যাংককে তার প্রত্যেক ডিপোজিটরকে অর্থ ফেরত পাওয়ার গ্যারান্টি দিতে হয়।
২২. এখানে মুনাফা সর্বোচ্চকরণের লক্ষ্য থাকলেও তা শরী'আহ আরোপিত সীমানার মধ্যে থেকে।	২২. এর লক্ষ্য কোনো সীমাবদ্ধতা ছাড়াই মুনাফা সর্বোচ্চকরণ।
২৩. জনস্বার্থের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়। ইকুইটির সঙ্গে প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করাই এর চূড়ান্ত লক্ষ্য।	২৩. অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাংকের পাওনা সুদ প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে, এখানে ইকুইটির সঙ্গে প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার কোনো প্রচেষ্টা নেই।
২৪. ইসলামী ব্যাংক প্রকল্প মূল্যায়নের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেয়। কারণ এই প্রতিষ্ঠান লাভ-লোকসানের অংশীদার।	২৪. স্থির আয় আগেভাগে নির্ধারিত হওয়ায় এখানে প্রকল্প মূল্যায়নে কম গুরুত্ব দেয়া হয়।

ছক ৪: প্রচলিত ও ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে কর্মপদ্ধতিগত মূল্যায়ন ছক^{২০৬৭}

বিষয়	ইসলামী ব্যাংক	প্রচলিত ব্যাংক
কর্মপদ্ধতি	শরী'আহর ভিত্তিতে	মানবরচিত নীতিমালার ভিত্তিতে
বিনিয়োগকারীর আস্থা	মুনাফার হারের ভিত্তিতে	পূর্বনির্ধারিত হারে সুদ
লক্ষ্য	শরী'আহর বিধিনিষেধ মান্য করে	লাগামহীন মুনাফা
হিসাবে নিয়ম	চুক্তি অনুযায়ী	পণ্যের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন দ্বারা চালিত
মৌলিক কার্যক্রম	অংশীদারিত্বমূলক ব্যবসায় অংশগ্রহণ। ক্লায়েন্টের ব্যবসা সম্বন্ধে ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়।	চক্রবৃদ্ধি সুদের ভিত্তিতে ধার প্রদান
সম্পর্ক	যেমন হতে পারে : বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়িক অংশীদার, ক্রেতা ও বিক্রেতা	ঋণদাতা ও গ্রহীতা
জমার হার ও গ্যারান্টি	হিবাহ হিসেবে মুনাফার নিশ্চয়তা	সুদের হার নির্ধারিত এবং

	নেই এবং মুনাফার হার অবশ্যই অনুমিত। কেবল ওয়াদিয়া আমানতের নিশ্চয়তা দেয়া হয়।	আমানতের পূর্ণ নিশ্চয়তা
ঋণ/অর্থায়নের হার	ফিক্সড প্রফিট মার্ক আপ মুনাফার হার ভাসমান	সাধারণত ভাসমান হারের ওপর নির্ভরশীল, বিএলআর+/-হার
আয়ের উৎস	ইসলামী ব্যাংক-এর আয়ের প্রধান উৎস লাভ, সার্ভিস চার্জ ও কনসালটেন্টসী ফি। লাভ পরিবর্তনীয়, লোকসানের কারণে তা নেতিবাচক হতে পারে।	প্রচলিত ব্যাংকগুলোর আয়ের প্রধান উৎস হলো বিভিন্ন ধরনের ঋণ/পণ্যে আরোপিত সুদ। (ঋণগ্রহীতার ওপর সুদ আরোপ করে তা আমানতকারীকে দেয়া হয়)। এখানে সুদের হার পূর্ব-নির্ধারিত ও স্থির।
ঝুঁকি বণ্টন	ঋণগ্রহীতা, ঋণদাতা ও ব্যাংকের মধ্যে ঝুঁকি বণ্টন হয়।	ঝুঁকি পুরোপুরি অন্যত্র স্থানান্তর করা যায়।
সর্বোচ্চ মুনাফা সংযোজন	ইসলামী ব্যাংক সর্বোচ্চ মুনাফা সংযোজনের লক্ষ্যে কাজ করলেও তা করা হয় শারী'আহ নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমে।	কোন বিধিনিষেধ ছাড়াই সর্বোচ্চ মুনাফা সংযোজন এর লক্ষ্য। এমনকি অন্য স্টেকহোল্ডারদের ক্ষতি করে হলেও।
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	ইসলামী ব্যাংক আয় বাড়াতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে।	আর্থিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে এটি আয় সৃষ্টি করে। এর মূল লক্ষ্য, যেকোনভাবে স্টেকহোল্ডারের মূল্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে নেয়া।
আয়ের ধরন	বিনিয়োগ গ্রহীতা ও পরিবেশের ওপর নির্ভর করে ইসলামী ব্যাংকের আয়ে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়। লোকসান হলে তা নেতিবাচক হতে পারে।	গ্রাহক তার ব্যবসায় লোকসান গুলেও প্রচলিত ব্যাংকের আয় স্থির থাকে। কারণ, মুনাফা যা-ই হোক না কেন এর সুদের হার নির্ধারিত।

৮.২ যেসব মৌলিক কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার

ক. ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির স্থায়ীত্ব ও টেকসই

বিশ্ব আর্থিক ব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর টেকসই বা টিকে থাকা ৪টি বিষয়ের^{২০৬৮} ওপর নির্ভর করে :

১. অর্থনৈতিক কার্যকরতা (viability);
২. আর্থিক স্থিতিশীলতা;
৩. চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কার্যকরী; এবং
৪. আমানতকারী ও সঞ্চয়ীদের আস্থার প্রতীক।

এক. অর্থনৈতিক কার্যকরতা

ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি অর্থনৈতিক কার্যকরতায় দুটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ :

ক. ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি হলো ব্যাংকিং-এর আরেকটি পদ্ধতি; এবং

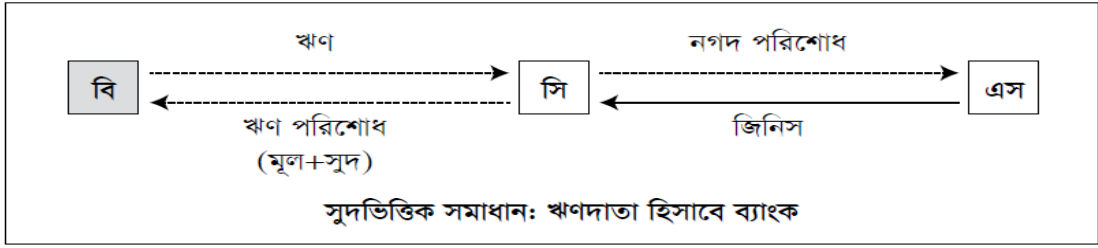
খ. অর্থনৈতিক বিবেচনায় ইসলামী ব্যাংকিং গতানুগতিক ব্যাংকিং এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও ভালো আর্থিক সৌধ নির্মাণ করে।^{২০৬৯}

নিম্নের উদাহরণের (চিত্র নং ৪৯) মাধ্যমে উপরিউক্ত দুটি বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, ধরা যাক ব্যাংকের গ্রাহক (সি) কিছু কিনতে চাচ্ছেন কিন্তু এর বিক্রেতার (এস) চাহিদা পূরণের মত তহবিল তার কাছে নেই। এক্ষেত্রে সাধারণ ব্যাংক (বি) নিচের ছবিটির মত কাজ করবে।^{২০৭০}

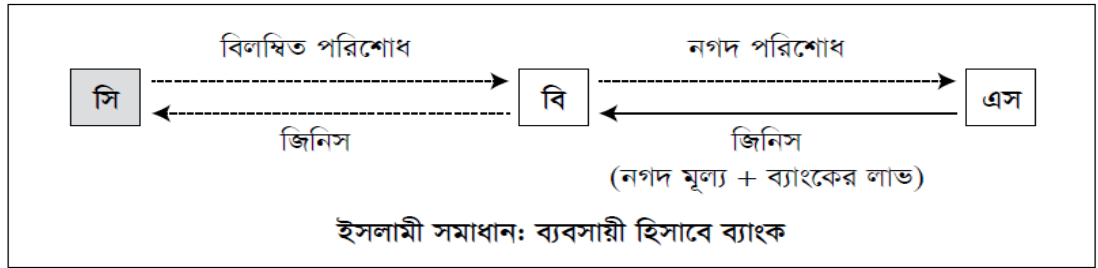
সুদের বিধি-নিষেধ ইসলামী ব্যাংকের জন্য এ ঋণ দেয়া অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক করে তোলে। তবে, ইসলামী ব্যাংকিং এখানে অর্থপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং এটি গ্রাহকের তারল্য সঙ্কটে নিশ্চিন্তভাবে (চিত্র নং ৫০) সাহায্য করতে পারে^{২০৭১}:

^{২০৬৮} সায়্যিদ তাহির, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ভবিষ্যৎ, ইসলামী ব্যাংকিং, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০১৪), পৃ. ১০৮।
^{২০৬৯} প্রাণ্ডজ, পৃ. ১০৮।
^{২০৭০} প্রাণ্ডজ, পৃ. ১০৮।

চিত্র ৪৯: ঋণদাতা হিসেবে প্রচলিত ব্যাংকের সুদভিত্তিক সমাধান



চিত্র ৫০: বিনিয়োগদাতা হিসেবে ইসলামী ব্যাংকের ইসলামী সমাধান



গ্রাহকের যদি ইজারাভিত্তিতে কিছু প্রয়োজন হয় তাহলে উপরিউক্ত ছবি মোটামুটিভাবে একই রকম থেকে যাবে।^{২০৭২} তবে গ্রাহক যদি কয়েক ধরনের লেনদেনে তহবিলের ব্যবহার করেন তবে ইসলামী ব্যাংক অংশীদারিত্বের আওতায় গ্রাহকের সঙ্গে তার সম্পদ ভাগ করতে পারে। এক্ষেত্রে মুদারাবা অথবা মুশারাকা যেটি সুবিধাজনক মনে করা হয় সেটি অনুসরণ করা যেতে পারে।^{২০৭৩} উপরিউক্ত বিশ্লেষণের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হলো : ইসলামী ব্যাংক তার গ্রাহকের উদ্বেগ নিরসনে সব সময় অর্থায়ন করতে সক্ষম। আর এটি করার জন্য একাধিক বিকল্প ব্যবহার করার সুযোগ থাকে।^{২০৭৪} উল্লেখ্য, ইসলামী আর্থিক উপকরণের জন্য আর্থিক 'ট্যাগ'-এর প্রয়োজন তেমন কোন ইস্যু হয়ে দাঁড়ায় না। কারণ, এখানে সংখ্যা হিসাব করে দেখানো যায় যে ইসলামী অর্থায়নের ব্যয় সুদভিত্তিক অর্থায়নে যুক্ত ব্যয়ের মতো একই রয়ে গেছে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, ইসলামী অর্থায়নে অর্থনীতির আর্থিক প্রবাহ এবং বাস্তব প্রবাহের মধ্যে অন্তর্নিহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকে। এ জন্য ইসলামী ব্যাংক থেকে তহবিল প্রবাহিত হবে কেবল প্রকৃত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে। সুতরাং, বিনিয়োগকারীরা যখন তাদের প্রয়োজন হবে তখনই কেবল ইসলামী ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করবেন। এ ব্যবস্থায় অর্থায়ন এবং তহবিল ব্যবহারের মধ্যে বৈপরীত্য ঘুচিয়ে দিয়ে অর্থনীতির প্রকৃত ও আর্থিক খাতের সমন্বয় ঘটবে। এই হিসেবে ইসলামী আর্থিক সৌধ বিদ্যমান সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ও অর্থনীতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে।^{২০৭৫}

দুই. আর্থিক স্থিতিশীলতা

১৯৮৫ সালে আইএমএফ-এর এক ওয়ার্কিং পেপারে ড. মহসিন খান বলেছেন, একটি সুদভিত্তিক অর্থনীতি যখন নিম্নমুখী হয় তখন আমানতকারীদের বিদ্যমান দাবি সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থায় দায় হিসেবে থেকে যায়। এটি ব্যাংককে ঋণ ব্যবস্থাপনায় যেতে বাধ্য করে। আমানতকারীদের বিদ্যমান দায়ের স্থলে এটি নতুন আমানত এবং অন্য সূত্রের ঋণের আকারে ব্যাংকের জন্য নতুন ও ব্যয়বহুল ঋণের দায় তৈরি করে। এই প্রক্রিয়াটি নিম্নমুখিতার গতিকে আরো বাড়িয়ে দেয় এবং অর্থনীতির পুনরুদ্ধারকে ব্যাহত করে।^{২০৭৬} অপরদিকে, আমানতকারীদের কাছে ইসলামী ব্যাংকিং-এর বাধ্যবাধকতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমন্বয় হয়। কারণ, এখানে ব্যাংক ও আমানতকারীদের সম্পর্কের ভিত্তি হল লাভ-ক্ষতি ভাগ করার নীতি। অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার এবং নিম্নমুখিতা প্রতিরোধে এটি কার্যকর ভূমিকা রাখে।^{২০৭৭} সাম্প্রতিককালে, একটি ওয়েব নিবন্ধে আইডিবি'র ড. তারিকুল্লাহ খান একই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'একটি ব্যাংকব্যবস্থায় অস্থিরতা দেখা

২০৭১ প্রাণ্ডজ, পৃ. ১০৮।

২০৭২ অবশ্যই, এ ক্ষেত্রে ব্যাংক এবং গ্রাহক ইজারা চুক্তি বিক্রয় চুক্তিতে প্রতিস্থাপন করবে। আর, এতে সাব-লিজিং সংশ্লিষ্ট থাকলে সে ক্ষেত্রে ব্যাংক ও সরবরাহকারীর ক্রয়চুক্তি একটি লিজ চুক্তি দিয়ে প্রতিস্থাপিত হবে।

২০৭৩ সায়্যিদ তাহির, প্রাণ্ডজ, পৃ. ১০৯।

২০৭৪ সুদভিত্তিক ব্যাংক ঋণ লেনদেনে বিভিন্ন ধরন ব্যবহার হয়। এগুলো তাদের অর্থায়ন অনুরোধ প্রকৃতি থেকে সৃষ্ট জটিলতার মাত্রার ভিত্তিতে আলাদা হয়।

২০৭৫ সায়্যিদ তাহির, প্রাণ্ডজ, পৃ. ১০৯।

২০৭৬ প্রাণ্ডজ, পৃ. ১০৯-১১০।

২০৭৭ উদ্ধৃত: সায়্যিদ তাহির, প্রাণ্ডজ, পৃ. ১১০।

দিয়ে যদি তার মূলধন সম্পত্তির ঝুঁকির উপর খুব বেশি মনোযোগী হয়। যেহেতু ইসলামী ব্যাংকিং নীতি ঝুঁকি ভাগ করে দেয়ার ভিত্তিতে তৈরি এবং এটি ব্যাংকের আমানতকারী ও ব্যাংক পুঁজির মধ্যে ঝুঁকি ছড়িয়ে দেয় তাই অন্তর্নিহিতভাবে এটা অধিক স্থিতিশীল। পরিণামদর্শী প্রবিধান ও তত্ত্বাবধানের সঙ্গে এবং আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা ও কর্পোরেট শাসন বাস্তবায়ন মিলিত হলে যে সহজাত মান তৈরি হয় তাতে ইসলামী ব্যাংকিং সুসমতা, স্থিতিশীলতা এবং দক্ষতা অর্জনে প্রাগত ব্যাংকব্যবস্থার একটি আদর্শ বিকল্প হতে পারে।^{২০৭৮}

প্রচলিত ব্যাংকিং-এ অত্যন্ত সুপরিচিত বিষয় হলো, ইকুইটি বা সুসমতাভিত্তিক অর্থায়নের সাথে সুদভিত্তিক ঋণ অর্থায়নকে তুলনা করলে দেখা যাবে সুদভিত্তিক ঋণ অর্থনৈতিক অস্থিরতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। অন্যদিকে, ইসলামী ব্যাংকিংয়ে অর্থায়ন এবং তহবিল ব্যবহারের প্রত্যক্ষ সংযোগ মানে হবে সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে যে ঋণ অথবা শিথিল নগদ দেখা যায় তার পরিসমাপ্তি।^{২০৭৯} সুতরাং, অর্থনীতিতে সমষ্টিগত চাহিদা এবং সমষ্টিগত সরবরাহের মধ্যে অসামঞ্জস্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এতে দূর হবে। এর অর্থ হবে চাহিদাজনিত মুদ্রাস্ফীতি কম থাকবে। অন্যদিকে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে অর্থায়নের সংযোগ অর্থনীতিতে যোগানের সীমাবদ্ধতা কমাতে সাহায্য করবে। এর ফলে অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এতে এই অনুসন্ধানে উপনীত হওয়া যায় যে, ইসলামী ব্যাংকিংয়ে ফ্রিকোয়েন্সি বা পৌনপৌনিকতা, তীব্রতা এবং ব্যবসা-চক্রের সময়কাল কম হবে।^{২০৮০} উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বেশিরভাগ অভাবগ্রস্ত মানুষ দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহের জন্য অর্থ ধার করে। সরকারি সহায়তার অভাবে তাঁরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক অর্থলগ্নিকারীদের কাছ থেকে বাড়তি অর্থের (ইউজারি বা সুদ) বিনিময়ে টাকা কর্ত্ত নেয়। এ ধরনের কর্ত্ত অভাবগ্রস্তদের জন্য নিদারুণ দুর্দশা ও অশেষ দারিদ্র্য সৃষ্টি করে এবং বেকারত্ব বেড়ে যায়।^{২০৮১} এর দরুন পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে অপূর্ণ নিয়োগের ভারসাম্য থাকে। আবার যারা পূর্ণ নিয়োগ দাবী করে তারাও ৬% মানুষকে বেকার রেখে পূর্ণ নিয়োগ অর্জন করে।^{২০৮২} কেইসের মতে, অপূর্ণ নিয়োগের মূল কারণ সামগ্রিক চাহিদার ঘাটতি এবং তারল্য ফাঁদের অস্তিত্ব। সুদের হার শূন্য হয়না বা নির্দিষ্ট স্তরের নিচে আসে না বলে কাম্য মাত্রার বিনিয়োগ হয় না। ফলে সামগ্রিক চাহিদার ঘাটতি ও অপূর্ণ নিয়োগ থেকেই যায়।^{২০৮৩}

তাই কেবল ইসলামেই নয়, সকল ধর্মে (খৃষ্টবাদ ও ইহুদিবাদ) এই ইউজারি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেকোনো আকারেই হোক না কেন সুদ গ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছে ইসলাম। প্রচলিত ব্যাংকগুলো যেহেতু টাকার কারবারি (dealer of money) এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অর্থ ব্যবহার করতে দেয়ার পুরস্কার হলো সুদ; তাই সেখানে আয় এবং তহবিল খরচ (cost of funds)-এর মুখ্য উৎস হচ্ছে সুদ। যদিও প্রচলিত ব্যাংকগুলো তহবিল স্থানান্তরসহ অন্যান্য মূল্যবান সেবা দিয়ে থাকে কিন্তু তাদের কার্যক্রমের সবচেয়ে বড় চালিকা শক্তি এই সুদ। ইসলামী আইনে সুদ আরোপ নিষিদ্ধ। তাই ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী মুসলমানদের কাছে তাদের নিজস্ব আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ছাড়া কোনো গতান্তর নেই। তাই ১৯৬৩ সালে মিসরে প্রথম সুদমুক্ত ইসলামিক ব্যাংক (মিট ঘামার সেভিংস ব্যাংক) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই ব্যাংক বিশ্বের বহু দেশে সুদমুক্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পথে ছিল একটি অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক শক্তি। তখন থেকে মুসলিম দেশগুলোর পাশাপাশি অনেক অমুসলিম দেশেও দ্রুততার সঙ্গে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।^{২০৮৪} অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করার সহজাত গুণ রয়েছে ইসলামী ব্যাংকের। এর প্রকাশ ঘটে সম্পদ ও দায়ের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক-এর চুক্তিগত বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে। পদ্ধতি হিসেবে ইসলামী ব্যাংক অপরিহার্যভাবে একটি লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্বের (পিএলএস) আর্থিক সমাধান। এই প্রতিষ্ঠান আমানতকারীদের একটি অন্তর্বর্তীকালীন লাভের কথা জানায়। পরে তা প্রকৃত লাভ বা লোকসানের ভিত্তিতে যোগবিয়োগ করা হয়। তাই, ইসলামী ব্যাংকের আমানতকারীদের নির্দিষ্ট হারে লাভ দেয়ার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। একইভাবে পিএলএস আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামী ব্যাংক, ঋণ-গ্রহীতা যে লাভ করে তার একটি আনুপাতিক অংশ পায়, সুদের মতো নির্ধারিত হারে কোন লাভ পায় না। এর মানে হলো, ইসলামী ব্যাংকের অর্থায়ন করা প্রকল্প যদি ভালো লাভ করে, তাহলে এর লাভ ভালো হবে। প্রকল্পের লাভ কম হলে, সে অনুযায়ী ব্যাংকের লাভও কম হবে। এর প্রয়োগ হলো, মন্দার সময় ইসলামী ব্যাংক তার বিনিয়োগ থেকে কম এমনকি, নেতিবাচক লাভ গ্রহণে প্রস্তুত থাকে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার এই অনন্য বৈশিষ্ট্য সাইক্লিক্যাল ফাংশন বা বিজনেস সাইকেল বা অর্থনীতির অন্যকোন আঘাত সামলানোর ক্ষেত্রে একটি সহজাত স্ট্যাবিলাইজার হিসেবে কাজ করে।^{২০৮৫} নিচের চিত্রের (চিত্র নং ৫১) মাধ্যমে উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা যায়।

২০৭৮ প্রাণ্ড, পৃ. ১১০।

২০৭৯ ইসলামী অর্থনীতিতে বিলম্বিত লেনদেনের সাথে যুক্ত পরিবর্তিত ঋণ সৃষ্টি হতে পারে। তবে সাধারণভাবে ঋণ বলতে যা বুঝায় তা হবে না।

২০৮০ সায়্যিদ তাহির, প্রাণ্ড, পৃ. ১১০।

২০৮১ ড. নিসার আহমদ, প্রাণ্ড, পৃ. ১০০।

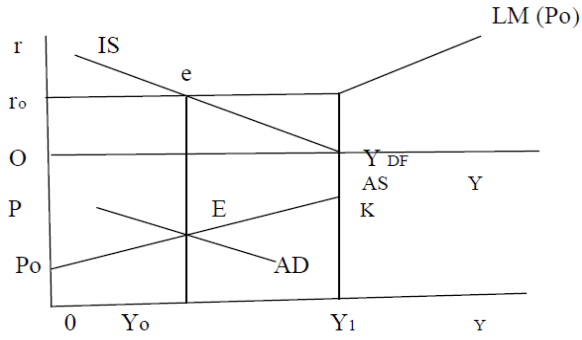
২০৮২ মো: গোলাম আজম আযাদ, প্রাণ্ড, পৃ. ২২১।

২০৮৩ উদ্ধৃত: মো: গোলাম আজম আযাদ, প্রাণ্ড, পৃ. ২২১।

২০৮৪ ড. নিসার আহমদ, প্রাণ্ড, পৃ. ১০০।

২০৮৫ মো. আব্দুস সালাম, প্রাণ্ড, পৃ. ৯৬।

চিত্র ৫১: সুদের কারণে বেকারত্ব বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা

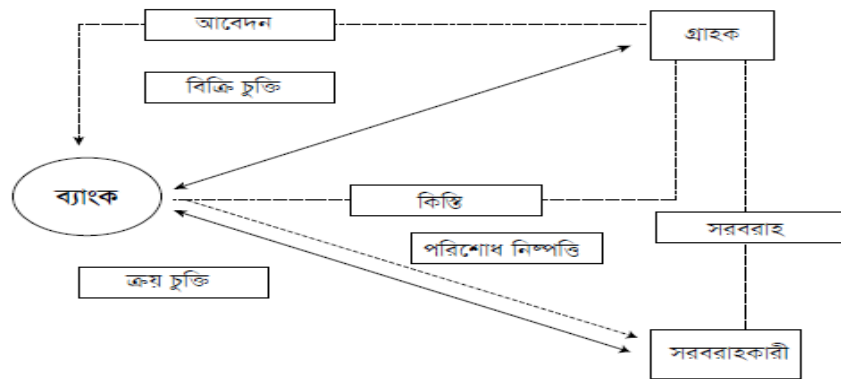


চিত্রে লম্ব অক্ষে সুদের হার এবং ভূমি অক্ষে সামগ্রিক চাহিদা বিবেচ্য। IS=LM(p_0) দ্বারা r_0 সুদের হার এবং y_{DF} পরিমাণ সামগ্রিক চাহিদা নির্ধারিত হয়। চিত্রে $AS=AD$ শর্তে p দাম এবং y আয় নির্ধারিত হয়। সুদের হার শূন্য হলে সামগ্রিক চাহিদা হতো y_{DF} । তারল্য ফাঁদের কারণে পরিমাণ সামগ্রিক চাহিদার ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়, ফলে পূর্ণ নিয়োগ অর্জিত হয়নি।

তিন. চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কার্যকরী

ইসলামী ব্যাংকের মুয়াজ্জাল ও মুরাবাহা অর্থায়নের বিক্রিতে অর্থায়ন করা হয় বিলম্বিত পরিশোধের ভিত্তিতে। বিষয়টি ‘ইসলামী সমাধান: ব্যবসায়ী হিসাবে ব্যাংক’ শীর্ষক নিচের চিত্রে (চিত্র নং ৫২) তা দেখানো হয়েছে। এতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, ব্যবসায়ী হিসাবে কিভাবে ব্যাংক কেনাবেচার প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করছে। এতে ক্রেতা এবং ব্যাংকের মধ্যকার সম্পর্কের ছবি এসেছে। ব্যাংক প্রথম জিনিসটি কিনবে এবং তারপর একই জিনিস গ্রাহকের কাছে বিক্রি করবে। এই সহজ জিনিসটি করা হবে নিম্নোক্তভাবে^{২০৮৬}:

চিত্র ৫২: ব্যবসায়ী হিসাবে ইসলামী ব্যাংক^{২০৮৭}



চিত্রে সংখ্যাক্রমে লেনদেন প্রক্রিয়া দেখা যায়। একে একটি আর্থিক উপকরণ হিসাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এখানে (ক) সরবরাহকারীর প্রতি ব্যাংকের বাধ্যবাধকতা এবং গ্রাহকের বিপরীতে দাবি সৃষ্টির মধ্যে কোন সময় ব্যবধান থাকে না অথবা থাকলেও তা একেবারে সামান্য এবং (খ) ব্যাংকের বস্তুগত অঙ্গীকার হয় অনুল্লেক্ষযোগ্য।^{২০৮৮} তাই এ পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগ করা হয় বলে ব্যাংকের বিনিয়োগ ঝুঁকিমুক্ত ও নিরাপদ থাকে। ফলে এ ব্যবস্থায় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা কার্যকরী ও সহজ হয়।

চার. আমানতকারী ও সঞ্চয়ীদের আস্থার প্রতীক

ড. তারিকুল্লাহ খান সম্প্রতি এই বিষয়টি উত্থাপন করে বলেছেন, ‘ইসলামী ব্যাংক হিসাবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত একটি ইসলামী ব্যাংক খুব ভালো আর্থিক ভিত্তি নিয়ে চলছে। তাই এ শিল্পে আমানতকারী ও সঞ্চয়ীদের জন্য একটি আস্থার জায়গা তৈরি হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি সর্বদা শরী‘আহর হুকুম মান্য করেই তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এজন্য

২০৮৬ সাঈয়দ তাহির, প্রাণ্ডজ, পৃ. ১১০।

২০৮৭ প্রাণ্ডজ, পৃ. ১১০।

২০৮৮ প্রাণ্ডজ, পৃ. ১১১।

আমানতকারীগণ তাদের আমানত রেখে আস্তার সাথে ইসলামী ব্যাংকিং শিল্পের চাকা সচল রাখতে অবদান রাখছে। শরী'আহ লংঘন হয় এমন কার্যক্রম থেকে ইসলামী ব্যাংক সর্বদা সতর্ক থাকে, তা না হলে এর সংক্রমণ প্রভাবে আর্থিক অস্থিরতা দেখা দিতে পারে যা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে হুমকির সম্মুখিন করবে।' যে কেউ এর সাথে যোগ করতে পারেন সাফল্যকে নষ্ট করা সুবিবেচনার কাজ হবে না। অতএব অর্থায়ন ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের লেনদেনে শরী'আহ অনুসরণের বিষয়টি সর্বাত্মে প্রাধান্য পায়।^{২০৮৯}

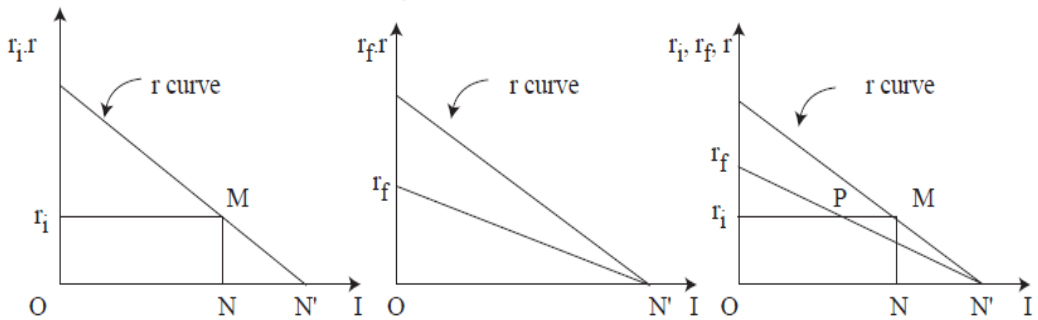
খ. মন্দা প্রতিরোধে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির শক্তিমত্তা ও দক্ষতার অন্তর্নিহিত দিকসমূহ

লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্বের ব্যাংকিং হিসেবে পরিচিত ইসলামী ব্যাংকিং, প্রচলিত ব্যাংকের চেয়ে অধিক উৎপাদনমুখি ও প্রবৃদ্ধিবর্ধক ধারণা পোষণ করে। এর কারণ, ব্যাংকের আয় সরাসরি এর অর্থায়ন করা প্রকল্পগুলোর আয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অধিকন্তু, সুদের বদলে লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্ব, অর্থনীতিতে বিনিয়োগের দিগন্তকে প্রসারিত করে। ইসলামী ব্যাংকিং আর্থিক সম্পদের দক্ষ বণ্টন জোরদার, আয়ের ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত ও অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে। তাই, ব্যাংকিং অর্থনৈতিক দক্ষতার প্রতিটি চলকের বিচারে ইসলামী ব্যাংক দক্ষতার পরিচয় দেয়। বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত মডেলের বিচারেও ইসলামী ব্যাংকিং-এর দক্ষতা সর্বোত্তম।^{২০৯০} বিষয়টি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত মডেলের দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করে নিচে দেখানো হলো :

এক. বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত মডেল : প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা বনাম ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা

ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার মধ্যে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত মডেলের পদ্ধতিটি ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রের (চিত্র নং ৫৩) সাহায্যে উপস্থাপনের প্রয়াস চালানো হয়েছে। যেমন, নিচের চিত্র-১-এ-তে প্রচলিত ব্যাংকিং-এর ও চিত্র-১-বি-এ ইসলামী ব্যাংকিং-এর বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত মডেল দেখানো হয়েছে। চিত্র-২-এ উভয় ব্যাংকিং পদ্ধতি একত্রিত করে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার একটি সাধারণ মডেল উপস্থাপন করা হয়েছে। চিত্র-১-কে (চিত্র নং ১-এ ও ১-বি একসাথে) চিত্র-২-এর ওপর স্থাপনের মাধ্যমে এটা করা হয়েছে।^{২০৯১}

চিত্র ৫৩: প্রচলিত ও ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত^{২০৯২}



চিত্র-১-এ: প্রচলিত ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত	চিত্র-১-বি: ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত	চিত্র-২: প্রচলিত ও ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত
--	--	---

চিত্র-২-এর আনুভূমিক রেখাটি বিনিয়োগের মাত্রা নির্দেশ করে। আই (I) হলো প্রচলিত ব্যাংকের সুদের বিভিন্ন হার (ri) এবং ইসলামী ব্যাংকগুলোর আমানতকারীদের লাভ (rf)। নিম্নে চিত্র নং ৭৪-এর তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ করা হলো:

ক. প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের রূপরেখা

প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় ব্যাংকের অর্থায়ন করা প্রকল্পগুলোর লাভ-লোকসান যাই হোক না কেন, ব্যাংকের লাভ সুনির্দিষ্ট। অন্যদিকে, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় এটি সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রচলিত ব্যাংকিং কাঠামোর আওতায় (চিত্র-১-এ-তে দেখানো

^{২০৮৯} সায়িদ তাহির, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১১২।

^{২০৯০} মো. আব্দুস সালাম, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৯৩।

^{২০৯১} প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৯৩।

^{২০৯২} Dr. S. M. Ali Akkas, Islamic Banking: Concept, Objectives, Basic Features and Efficiencies, *Text Book on Islamic Banking*, Board of Editors, (Dhaka: Islamic Economics Research Bureau, 2008), P. 60।

হয়েছে) ব্যাংক কেবল সেসব প্রকল্পে অর্থায়নের ওপর সুনির্দিষ্ট হারে সুদ হার ধার্য করে যেগুলো থেকে প্রাপ্তলাভ আরোপিত সুদ-হারের চেয়ে বেশি বা সমান। তাই, প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থাকে বলা যায়, স্থির মুনাফা ব্যবস্থা (এফআরএম)।^{২০৯৩}

খ. ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের রূপরেখা

ইসলামী ব্যাংকিং (কারিগরীভাবে লাভ-ক্ষতিতে অংশীদারিত্বভিত্তিক বিনিয়োগ পদ্ধতি) পদ্ধতিতে ব্যাংক বিভিন্ন হারে মুনাফা অর্জন করে। এটা উদ্যোক্তার অর্জিত মুনাফার একটি অংশ। তাই, লাভ-ক্ষতিতে অংশীদারিত্বভিত্তিক বিনিয়োগ পদ্ধতিকে পরিবর্তনশীল মুনাফা ব্যবস্থা (variable return mechanism-VRM) বলা যেতে পারে। কেননা, আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় সুদ আরোপ করা হয় না। ব্যাংক বা গ্রাহক কেউই কোন বিনিয়োগ করা অর্থের ওপর নির্ধারিত হারে লাভ আদান-প্রদান করে না।^{২০৯৪}

গ. বিনিয়োগ সুযোগের সদ্যবহার আর্থিক মন্দা প্রতিরোধের হাতিয়ার

বিনিয়োগ সুযোগ-এর মানে হলো, কোন অর্থনীতিতে অর্থের হিসাবে গণনা করা অর্থায়নের অপেক্ষায় থাকা মোট প্রকল্প সংখ্যা, যেগুলোর অভ্যন্তরীণ লাভের হার (IRR) শূন্যের চেয়ে বড় বা সমান, অর্থাৎ, $IRR > 0$ । এখানে, তহবিলের (ধার করার জন্য) বাড়তি কোন খরচ এবং বিনিয়োগের বিকল্প কোন সুযোগ নেই বলে ধরে নেয়া হয়। এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা চিত্র নং ৭৪-এ (চিত্র-২) রয়েছে। এখানে উল্লেখ রেখা ব্যাংকের অর্থায়ন করা প্রকল্পগুলো থেকে বিভিন্ন হারে প্রাপ্ত লাভ নির্দেশ করে। অন্যদিকে, আনুভূমিক রেখা বিভিন্ন হারে লাভের ভিত্তিতে বিনিয়োগের পরিমাণ নির্দেশ করে। নিম্নমুখি ঢালু রেখা, r , হলো প্রাপ্ত লাভের নির্দেশক। যার মাধ্যমে বুঝা যায়, অর্থনীতির সম্ভাব্য যেসব প্রকল্প সেগুলোর লাভের হারের ভিত্তিতে নিম্নমুখি ধারায় সাজানো যায় ও লাভের হার শূন্যের চেয়ে বেশি বা সমান থাকা পর্যন্ত অর্থায়ন করা যেতে পারে। যদি তাই হয়, তাহলে চিত্র-২ এর ON রেখাটি হলো বিনিয়োগ সুযোগের মাত্রা। শূন্য ব্যয়ে তহবিল পাওয়া যায় বলে এখানে ধরে নেয়া হয়। বিনিয়োগ সুযোগ সদ্যবহার পরীক্ষাটি বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকব্যবস্থার দক্ষতার মধ্যে মাত্রাগত তুলনার জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।^{২০৯৫}

১. সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগ সুযোগের সদ্যবহার পদ্ধতি

চিত্র-২ (চিত্র নং ৭৪) থেকে দেখা যায়, এখানে ON পর্যায় পর্যন্ত বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। বিনিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল রয়েছে ধরে নিয়ে, প্রচলিত ব্যাংকিং কাঠামোতে বিনিয়োগের সর্বোচ্চ মাত্রা ON-এর ওপর কোন বিন্দু দ্বারা নির্ধারিত হবে। এখানে লাভের হার r এবং সুদের হার r_i , যা g বিন্দুতে মিলিত হয়। সুদের হার r_i হলে কোন সুদভিত্তিক ব্যাংক ON মাত্রা পর্যন্ত বিনিয়োগে আগ্রহী হবে। ON মাত্রার বাইরে অবস্থিত প্রকল্পগুলোয় অর্থায়ন করতে প্রচলিত ব্যাংকগুলো রাজি হবে না। কারণ, এসব প্রকল্প থেকে লাভের চেয়ে সুদের হার বেশি হবে। উদ্যোক্তাদের জন্য প্রকল্পগুলো অ-লাভজনক ও ব্যাংকের জন্য অর্থায়নের অযোগ্য বিবেচিত হবে। এর মানে হলো, প্রচলিত ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ সুযোগের একটি অংশ সবসময় অব্যবহৃত থেকে যায়।^{২০৯৬}

২. ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগ সুযোগের সদ্যবহার পদ্ধতি

একটি ইসলামী ব্যাংক এখানে ON পর্যায় পর্যন্ত বিনিয়োগ করতে পারে। ফলে এটি NN পর্যায় পর্যন্ত অতিরিক্ত বিনিয়োগ সুবিধা কাজে লাগাতে যায়। ইসলামী ব্যাংকের পক্ষে এটা সম্ভব। কারণ, উচ্চ আয় জোন (p) বিন্দুর বাঁ পাশের এলাকা)-এর বাড়তি আয় থেকে নিম্ন আয় জোন (p) বিন্দুর ডানপাশের এলাকা)-এর ক্ষতি পুষিয়ে নিয়ে অন্ততঃ প্রচলিত ব্যাংকগুলোর গড় আয়ের পর্যায়ে থাকতে পারে এই ব্যাংক। এভাবে, ইসলামী ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকগুলোর গড় লাভের সমান লাভ করতে পারে। তাই, ইসলামী ব্যাংকের পক্ষে অর্থনীতির অব্যবহৃত বিনিয়োগ সুবিধা কাজে লাগানোর অধিক সুযোগ রয়েছে।^{২০৯৭} গতিশীল বিবেচনায় ব্যাপ্তিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে মুখার্জি ১৯৮৪ সালে এক গবেষণায় দেখান যে, লাভ কম-এমন ক্ষেত্রে পুঁজিবাদি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় সুদবিহীন প্রতিষ্ঠানের উচ্চহারে প্রবৃদ্ধি ঘটবে।^{২০৯৮}

গ. ইসলামী ব্যাংকিং-এ সম্পদের দক্ষ বণ্টন মন্দা প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা রাখে

অর্থনীতিতে সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক অত্যন্ত দক্ষ। সর্বোচ্চ কল্যাণ অর্জনের লক্ষ্যে সমাজের দৃষ্টির আড়ালে থাকা সম্পদ (scarce resource)-এর সম্ভাব্য সর্বোত্তম ব্যবহারের সঙ্গে এই বণ্টনগত দক্ষতা জড়িত। দুস্প্রাপ্যতার বিশ্বে অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের দুটি বড় উপায় রয়েছে : ক. সম্পদ ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সামাজিক সুফল ও সম্পদ বণ্টনের

২০৯৩ Ibid, ৬০-৬৪; মো. আব্দুস সালাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

২০৯৪ মো. আব্দুস সালাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

২০৯৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

২০৯৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

২০৯৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-৯৫।

২০৯৮ উদ্ধৃত: প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-৯৫।

জন্য প্রকল্পগুলোর অগ্রাধিকার নির্ণয়; এবং খ. সম্ভাব্য সবচেয়ে কম সম্পদের জন্য প্রতিটি বাধ্যবাধকতা পূরণ। কাম্যতা কমিয়ে আনা ও সে অনুযায়ী সম্পদ নিয়োজিত করতে বন্টনগত দক্ষতা কেবল প্রকল্পের অগ্রাধিকার নির্ধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এর মাধ্যমে সম্পদের সম্ভাব্য সর্বোত্তম ব্যবহারও হয়। কারণ, কাম্যতার সবকিছুই এক সঙ্গে পূরণ করা যায় না। বিনিয়োগকৃত তহবিলের সর্বোত্তম বন্টন সম্ভব, যদি ক) আর্থ-সামাজিক কাম্যতার শ্রেণি অনুযায়ী বিন্যস্ত প্রতিটি প্রকল্পের ওপর সুনির্দিষ্ট জোর দেয়া হয় ও সে অনুযায়ী তহবিল আলাদা করা হয়; খ) সুনির্দিষ্ট শ্রেণির প্রকল্পের জন্য তহবিল আলাদা করার পর লাভজনকতার ভিত্তিতে তা বরাদ্দ। এখানে অন্যান্য শর্ত পূরণ হয়েছে বলে ধরে নেয়া হচ্ছে। তাই কোন বিনিয়োগ অর্থায়ন ব্যবস্থাকে দক্ষ করার জন্য কাউকে দুটি মানদণ্ড অনুসরণ করতে হবে: ক) ক্রমহ্রাসমান কাম্যতার (decreasing desirability) ভিত্তিতে প্রকল্পের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে, এবং খ) লাভজনকতার বিচারে (হ্রাসমান ধারায়) প্রকল্পের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে।^{২০৯৯}

কিন্তু প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা এসব মানদণ্ড পূরণ করে না। প্রচলিত ব্যাংকগুলো প্রকল্পের মুনফাশীলতা (profitability) বিচার করে। তারপরও জামানতের অবস্থা এবং গ্রাহকদের ব্যক্তিগত সততা ও তাদের আয় করা সুদের সঙ্গে তাদের অর্থায়ন করা প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত আয়ের সরাসরি সম্পর্ক নেই। ফলে, মুনফাশীলতা শেষ পর্যন্ত তহবিল বরাদ্দের প্রধান মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে না। প্রচলিত ব্যাংকিং নিয়ে রালফ্‌ থারভে-এর সঙ্গে বিরোধ প্রসঙ্গে ড. এম. উমর চাপড়া বলেন, বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সুদের হার অপ্রাসঙ্গিক। তাই তা বিদ্যমান যন্ত্রপাতির মূল্য বা শেয়ারের মূল্য দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। চিত্র-২ (চিত্র নং ৭৪)-এ নিম্নমুখি ঢাল r ও আনুভূমিক রেখা ri -এর মধ্যে কোন নিমিত্তার্থক সম্পর্ক দেখা যায় না। অন্যদিকে, উপরিলিখিত তহবিল বরাদ্দের মানদণ্ড সামাজিক কল্যাণের শর্তাবলী পূরণকারী ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির সঙ্গে খুব ভালোভাবে খাপ খেয়ে যায়। ইসলামী ব্যাংকিং-এ লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্ব এর আসল কারণ। এখানে কোন প্রকল্পে অর্থায়নের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সবার আগে আসে মুনফাশীলতার বিষয়টি। প্রথম মানদণ্ডে সম্পদ বন্টনের বিতরণগত দিকগুলো তুলে ধরা হলেও দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে সবচেয়ে উৎপাদনশীল ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রেখে সম্পদ বরাদ্দের বিষয়টি।^{২১০০}

ঘ. ইসলামী ব্যাংকিং-এর বন্টনগত ন্যায্যতা অর্থনীতিকে সুসংহত ও মজবুত করে

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকগুলো যে অবদান রাখে তা, বিনিয়োগ অর্থায়নে জনগণের টাকা ব্যবহার করতে প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুমতি দেয়ার পেছনে একটি কারণ। এ যুগে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কেবল পণ্য ও সেবার ক্রমবর্ধমান উৎপাদনকে বুঝায় না, প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সুসম বন্টনকেও বুঝায়।^{২১০১} ব্যাংকব্যবস্থা দুই ধাপে বন্টনকে প্রভাবিত করতে পারে। প্রথমত : বিভিন্ন খাত, অঞ্চল ও বিভিন্ন আয়-শ্রেণির মধ্যে আর্থিক সম্পদ নিয়োজিত করে। দ্বিতীয়ত : অর্থায়ন থেকে সৃষ্ট আয় ব্যাংক কিভাবে তার স্টেকহোল্ডারদের (আমানতকারী, ব্যাংক ও উদ্যোক্তা) মধ্যে বন্টন করছে তার মাধ্যমে। সুতরাং, কোন ব্যাংকিং পদ্ধতিকে দক্ষ করতে হলে বিভিন্ন খাত, অঞ্চল ও বিভিন্ন আয়-শ্রেণির মধ্যে ব্যাংকের বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের পাশাপাশি স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে ঝুঁকি ও লাভ-এর সুসম বন্টনও নিশ্চিত করতে হবে। তাই ব্যাংকিং-এর দুটি ধারার মধ্যে তুলনামূলক বিনিয়োগ দক্ষতা চিহ্নিত করতে এখানে যেসব মানদণ্ড^{২১০২} ব্যবহার করা হয়েছে:

- ক. হিসাবের আকার অথবা সম্ভব হলে আয়ের আকার অনুযায়ী আমানত ও আগাম (advances)-এর শ্রেণিবিন্যাস;
- খ. ব্যাংক ও উদ্যোক্তা এবং ওই ব্যাংক ও আমানতকারীদের মধ্যে লাভের আয় অথবা সুদের আয়-এর অনুপাত; এবং
- গ. আমানত ও আগাম এর শহুরে-গ্রামীণ শ্রেণিবিন্যাস।

চিত্র-২ (চিত্র নং ৭৪)-এ দেখা যায়, প্রচলিত ব্যাংকগুলো প্রকল্পের মুনফাশীলতা বিবেচনায় না এনে একটি সাধারণ হারে সুদ আরোপ করে। অন্যকথায় বলতে গেলে, প্রচলিত ব্যাংকগুলোর আয় কোনভাবেই এর অর্থায়ন করা প্রকল্পগুলোর কতটা লাভ হলো তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। ফলে, ব্যাংক তার আয় হিসেবে কেবল নির্দিষ্ট সুদ লাভ করে। ব্যবসা থেকে লাভবান হওয়ার একমাত্র পক্ষ হলো উদ্যোক্তা।^{২১০৩} একটি অর্থনীতি সমতা অর্জন করতে পারে, যদি তার উৎপাদিত পণ্য ও সেবা এমনভাবে বন্টন করা হয়, যাতে সকল মানুষের চাহিদা পর্যাণ্ডভাবে পূরণ করা যায় এবং কাজের প্রেরণা, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও উদ্যোগকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে আয় ও সম্পদের সুসম বন্টন করা যায়।^{২১০৪}

ঙ. দক্ষ মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ইসলামী ব্যাংকিং-এর শ্রেষ্ঠত্ব

প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় ঋণদান পদ্ধতি, আর্থিক সম্পদের বিনিয়োগ ও বিলিবন্টনে যে অদক্ষতা প্রকট তা বিদ্যমান ব্যবস্থারই প্রত্যক্ষ ফসল। বর্তমান ব্যবস্থাপনায় জামানতের ভিত্তিতে অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানের সুদ প্রদানের সামর্থ্যের বিবেচনায়

২০৯৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

২১০০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

২১০১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

২১০২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

২১০৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

২১০৪ ড. এম. উমর চাপড়া, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩০।

বেসরকারি খাতে ঋণ প্রদান করা হয়। আর সরকারি খাতকে ঋণ দেয়া হয় সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতার বিবেচনায়। এভাবে সরকারি বা বেসরকারি খাতের কোনো ঋণের আবেদনপত্রকেই যথাযথ মানদণ্ডে পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ করা হয় না। প্রকৃতপক্ষে কী উদ্দেশ্যে ঋণ নেয়া হচ্ছে ব্যাংকের পক্ষ হতে তা যথাযথ বিচার বিবেচনায় নেয়া হয় না। সুদ প্রদানের সামর্থ্য ও সিকিউরিটিভিতিক বর্তমান ব্যাংকের ঋণদান ব্যবস্থায় উৎপাদনশীল বিনিয়োগ বা অন্য যে কোনো উদ্দেশ্যেই হোক ঋণ লাভ করা যায়। ভোগবিলাস ব্যয় বা ফটকাবাজারীর জন্য বেসরকারি খাত ঋণ লাভ করছে। সমাজের কষ্টার্জিত সঞ্চয়ী আমানত এভাবে অপচয়মূলক ও উৎপাদনশীল খাতে বিনষ্ট হচ্ছে। সীমিত অর্থনৈতিক সম্পদের ওপর সৃষ্টি হচ্ছে অবাস্তব ও অপ্রয়োজনীয় টানা পোড়েন। ফলশ্রুতিতে অত্যাবশ্যিক দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন উপকরণ সম্পদের সামাজিক ন্যায়নীতির পরিপন্থি, এ ধরনের বিলিবন্টন ব্যবস্থাকে কোনোভাবে দক্ষ বন্টন ব্যবস্থা বলা যায় না।^{২১০৫}

মুনাফা ও লোকসানের দায়ভার সমভাবে বহনের ন্যায়নীতিমূলক ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির প্রতি নৈতিক দায়িত্ব ও টেকসই প্রকল্প প্রস্তাব উভয়দিকই যথাযথভাবে বিবেচনায় আনা হবে। ফলে চাহিদা ও সরবরাহ উভয়দিক থেকেই ঋণ বন্টনব্যবস্থা অধিকতর দক্ষতা অর্জন করবে। চাহিদার দিক থেকে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন নীতিমালা বাস্তবায়ন অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসবহুল দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা হ্রাস করবে। সরবরাহের দিকে, লাভ-লোকসান উভয় বহনের দায়বদ্ধতা বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণদানের ক্ষেত্রে প্রকল্প টেকসই হবে কিনা তা যথাযথ বিচার বিশ্লেষণে অধিকতর সতর্ক ও যত্নশীল করে তুলবে। এভাবে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতেই শুধুমাত্র উৎপাদনশীল প্রকল্পগুলোই ঋণ লাভ করবে। জামানত বা সুদ প্রদানের সামর্থ্য ঋণ মঞ্জুরের প্রধান মানদণ্ড হবে না। ভোগ্যপণ্যের জন্য ঋণ প্রদান অবশ্য সম্পূর্ণ তুলে দেয়া হবে না। তবে তা হবে শরী'আহর সীমারেখার মধ্যে এবং কেবলমাত্র অত্যাবশ্যিক স্থায়ী ভোগ্যসামগ্রী কেনার জন্য। ফলে অনুৎপাদনশীল খাতে অপচয়মূলক ঋণপ্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। ইসলামী অর্থ ও ব্যাংকব্যবস্থার বাস্তবায়ন এভাবে অর্থনীতিতে ভারসাম্যহীনতা দূরীকরণ এবং দক্ষতা ও ইনসার্ফ প্রতিষ্ঠায় আনয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। ড. এম. উমর চাপড়া বলেন, দক্ষতার সাথে সম্পদের বরাদ্দ এবং ন্যায়পরতার সাথে তার বন্টন করতে হলে প্রতিটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অবশ্যই তিনটি সুপরিচিত মৌলিক অর্থনৈতিক প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।^{২১০৬} যেমন : কি, কিভাবে ও কার জন্য উৎপাদন করা হবে অর্থাৎ কি পরিমাণ কোনো বিকল্প পণ্য ও সেবা উৎপাদন করা হবে, কি কি সম্পদের সমন্বয়ে ও কি প্রক্রির সাহায্যে সেগুলো উৎপাদন করবে এবং উৎপাদিত সেবা কে কতটুকু ভোগ করবে।^{২১০৭} এ প্রশ্নগুলোর উত্তর শুধুমাত্র একটি অর্থনীতিতে সম্পদের বরাদ্দই নয় বরং ব্যক্তি মানুষের মধ্যে তার বন্টন এবং বর্তমান (ভোগ) ও ভবিষ্যতের (সঞ্চয় ও বিনিয়োগ) মধ্যকার বন্টনকেও নির্ধারণ করে দেয়। বরাদ্দ ও বিতরণ অর্থনীতির প্রধান অংশ দখল করে আছে এবং এগুলোই অবশেষে নির্ধারণ করে দেয় সকল ব্যক্তির চাহিদা পূরণ হয়েছে কিনা, অন্যান্য সকল কাঙ্ক্ষিত আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা এবং জনগণকে তাদের পূর্ণাঙ্গ কর্মশক্তিকে কর্মে নিয়োজিত করার জন্য যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করা হয়েছে কিনা? একটি অর্থনীতির চূড়ান্ত পরীক্ষা তার ঘোষিত লক্ষ্য নয়, বরং তার বাস্তবায়ন কতটুকু হলো তার ওপর নির্ভরশীল।^{২১০৮} এই তিনটি প্রশ্নের একটি বিশ্ববীক্ষণ (world view) অথবা ভিত্তিমূল দর্শন এবং কৌশল থাকা রয়েছে ইসলামী অর্থব্যবস্থায়। যার বাস্তব প্রতিফলন ঘটে ইসলামী ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে।

আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত সুদী ব্যাংকগুলো যেখানে একে একে দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে সেখানে ইসলামী ব্যাংক মাথা উঁচু করে টিকে আছে এবং দিন দিন এর চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে এর পরিধি, আয়তন এবং সুখ্যাতিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত সুদকে পরিহার করে ক্রয়-বিক্রয় নীতিমালাকে মেনে চলে। সুদের মাধ্যমে কাল্পনিক টাকা তৈরি হয়। আর এ কাল্পনিক টাকা থেকে কাল্পনিক দায়দেনা সৃষ্টি হয়। ফলে, আমানতকারী, ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতা সবাই এ কাল্পনিক টাকার ফাঁদে পড়ে। প্রথমে ঋণগ্রহীতা পরে ব্যাংক দেউলিয়া হয়। আর আমানতকারীগণ পুঁজি হারায়। অপরপক্ষে, ইসলামী ব্যাংক ক্রয়-বিক্রয় নীতিমালা মেনে চলায় টাকার সঙ্গে পণ্যের বিনিময় হয়। ফলে, কাল্পনিক টাকার সৃষ্টি হয় না। এখানে ব্যবসায় লাভ-ক্ষতি হয়, আর মানুষ পণ্যের সেবা পায়। ব্যবসায় ক্ষতি হলে ব্যবসায়ী এককভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বটে; কিন্তু, এতে সামগ্রিক অর্থনীতিতে ভারসাম্য রক্ষা হয়। ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ক্রেতা সাধারণ লাভবান হয়। ব্যবসায়িক ক্ষতির কারণে কেহ অর্থের পাহাড় গড়ে তুলতে পারে না। ব্যবসায়িক ক্ষতির কারণে মূল্যক্ষীতি কমে যাম। বার বার যদি শুধু লাভই হতে থাকে তবে মূল্যক্ষীতি বেড়ে যাবে। তাই ব্যবসায় ক্ষতি হলেও সামগ্রিক অর্থনীতি ভারসাম্য হারায় না। বাজার ব্যবস্থার নিয়মনীতি যদি ঠিক থাকে, তবে ব্যবসায় ক্ষতির সম্ভাবনা খুবই কম। কোন ব্যক্তি অর্থের পাহাড় গড়ে তুলতে চাইলেও ক্রয়-বিক্রয় নীতিমালার কারণে তা করতে পারে না। কিন্তু সুদের কারণে মুদ্রাক্ষীতি ও মূল্যক্ষীতি দুটোই হয়। কারণ সুদ কাল্পনিক মুদ্রা তৈরি করে। যার ফলে দেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাক্ষীতি হয়। আবার সুদ বাড়ার কারণে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় ফলে মূল্যক্ষীতিও বৃদ্ধি পায়। ফলে সুদের কারণে অর্থনীতি

২১০৫ প্রাণ্ড, পৃ. ৩২২।

২১০৬ প্রাণ্ড, পৃ. ৩২২।

২১০৭ প্রাণ্ড, পৃ. ৩২২; Milton Friedman & Rose, *Free to Choose*, (London : Secker & Warburg, 1980), p. 9-37; Paul A. Samuelson, *Economics*, (New York : McGraw Hill, 1980), p. 15-18.

২১০৮ ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, প্রাণ্ড, পৃ. ৩০।

ভারসাম্য হারায়। কাজেই ব্যবসা অর্থনীতিতে ভারসাম্য তৈরি করে আর সুদ অর্থনীতিকে ভারসাম্যহীন করে তোলে। তাই সুদী ব্যাংক ভারসাম্যহীন হয়ে দেউলিয়া হয়ে যায়। আর ইসলামী ব্যাংক ভারসাম্য রক্ষা করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।^{২১০৯}

চ. সমস্ত উপাদানের সুসম ব্যবহার নিশ্চিত করণের মাধ্যমে আর্থিক মন্দা দূরীকরণ

ইসলামী উদ্বুদ্ধকরণ ব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গির আওতায় সমতাবাদী (egalitarian) নীতিসমূহ অনুসরণ করা হয়, তবে তা ধনীদের পক্ষ থেকে তেমন বাধার সম্মুখীন হবে না, যেমনটি তা প্যারেটো অপটিমালিটির প্রতি নিবেদিত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় হয়ে থাকে। এ নীতিসমূহ আর্থ-সামাজিক অস্থিরতা এবং রাজনৈতিক অস্থিংশীলতা হ্রাসে সাহায্য করতে এবং উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনেও অবদান রাখে।^{২১১০} তাই ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতিতে ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মর্যাদার লড়াই বন্ধ করার মাধ্যমে অধিকতর সামাজিক সাম্য কেবল ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামাজিক বন্ধনই বৃদ্ধি করে না, অধিকতর সঞ্চয়ও ঘটায়। সঞ্চয়ের একটি অংশ যদিও গরীবদের বর্ধিত চাহিদা পূরণের জন্য ব্যয় হয়ে যায়, তা সত্ত্বেও একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বর্ধিত বিনিয়োগের জন্য লভ্য হতে পারে এবং শ্রমশক্তি, মান উন্নয়ন ও উদ্বুদ্ধকরণের সাহায্যে তা অধিকতর দক্ষতা ও উচ্চতর প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে।^{২১১১} ইসলামী অর্থব্যবস্থা এভাবে বিভিন্ন দেশে বাজার শক্তির প্রয়োগকে মানবিকীকরণ এবং দুর্লভ সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা ও ইনসার্ফ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।^{২১১২}

ছ. মন্দার মূল বাহন সুদের নিষেধাজ্ঞাই ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থাকে আর্থিক মন্দা থেকে সর্বদা নিরাপদ রাখে

উৎপাদনের উপকরণ হলো ভূমি, শ্রম, মূলধন ও উদ্যোক্তা। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মূলধনের ভাড়া হিসেবে সুদ ধার্য করে। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় বলা হয়, পুঁজির কোন ভাড়া হয় না। ভাড়া হয় ঐ জিনিসের যার থেকে উপকার বা সেবা পেতে হলে এর অস্তিত্ব অটুট থাকে এবং কোন আসমানী বিপদে ধ্বংস হলে মূল মালিকেরই ক্ষতির ঝুঁকি বহন করতে হয়। কিন্তু পুঁজির ক্ষেত্রে তা কার্যকর নয়। এর থেকে সেবা পেতে হলে উহা ব্যয় করা ছাড়া সম্ভব নয়।^{২১১৩} সুদের অভিশাপে পৃথিবীর মানুষ আজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। আধুনিক দুনিয়ার শক্তিশালী ব্যাংকব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সুদ সমাজে আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্যকে দ্রুত বাড়িয়ে তুলছে। সম্পদ ও দায়ের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টিতে সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থা পালন করছে দক্ষ ও কুশলী ভূমিকা। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সুদের গুরুভার কঠিন দুরবস্থার সৃষ্টি করেছে। সুদের এ অভিশাপ মোকাবিলায় বিশ্বব্যাপক ও তার অঙ্গসংগঠনগুলো বিকল্প ব্যবস্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা চালাচ্ছে। সুদের বৈশিষ্ট্য হলো ঋণের আসল বৃদ্ধি পাওয়া, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঋণের আসল বৃদ্ধির সীমা বা পরিমাণ বা হার পরিবর্তন হওয়া ও অতিরিক্তের জন্য কোনো বিনিময় না দেয়া। ১৯৮৪ সালে ওয়াশিংটনে আন্তর্জাতিক মুদা তহবিলের (আইএমএফ) বার্ষিক সাধারণ সভায় স্বীকার করা হয়েছে, সুদের উচ্চহারই বিশ্বের সর্বত্র উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করেছে।^{২১১৪}

২০০৮-২০০৯ সালের ঋণ-ভঙ্গুর (Credit crunch) পরিস্থিতির জন্য অনেকগুলো কারণ দায়ী। এর মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ভুল নীতি, বিনিয়ন্ত্রণ বা তথাকথিত বাজে ধরনের ক্রেডিট ঋণ উদ্ভাবন এবং সর্বশেষ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও পুঁজি বণ্টনে আর্থিক ব্যবস্থার ব্যর্থতা।^{২১১৫} জান ক্রেজেল মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রে উপ-মুখ্য সেক্টর সময়ে বন্ধকি বাজারের বা সাব-প্রাইম মর্টগেজগুলোর তেমন কিছু করার ছিল না। এর জন্য আর্থিক ব্যবস্থার মৌলিক কাঠামোতে ঋণদান সামর্থ্যের অতিমূল্যায়ণ ও ঝুঁকি খাটো করে দেখার প্রবণতা দায়ী। ঋণকে অতি সস্তা করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে এই ব্যবস্থা সাজানো হয়েছে। যা সর্বোচ্চ লাভের জন্য অতিমাত্রায় ঝুঁকি তৈরি করেছে। মিনস্কি যে আর্থিক ভঙ্গুরতা চিহ্নিত করেছেন তা পুরোপুরি বাতিল করে দেয়া যাবে না। কেবল, নিয়মতান্ত্রিক নীতির মাধ্যমে এর ক্ষতিকর প্রভাব কমিয়ে আনা যাবে।^{২১১৬} মিনস্কি ব্যবসায়-চক্রবৃদ্ধির সুদভিত্তিক প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করেছেন। তিনি সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থার ঋণদান ব্যবস্থাকেই ব্যবসায়-চক্র বিস্তৃত হওয়ার অভ্যন্তরীণ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। আর তাই পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় সমৃদ্ধি ও মন্দা বার বার ফিরে আসে। অর্থনীতি সমৃদ্ধি থেকে মন্দার পথে ধাবিত হলে ঋণগ্রহীতাদের অনিশ্চিত অর্থপ্রবাহের বিপরীতে ব্যাংকের সুনির্দিষ্ট পরিশোধের প্রতিশ্রুতির যে ব্যাপ্তি তা আরো বেড়ে যায়। তখন সুদভিত্তিক প্রচলিত ব্যাংকগুলো ক্রমেই অধিক সতর্ক হয় এবং ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে বকেয়া আদায়ে মরিয়া হয়ে ওঠে। ফলে

^{২১০৯} আনওয়ারুল হক, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মাঝে ইসলামী ব্যাংক টিকে থাকার কারণ, *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৯ এপ্রিল ২০১৩, পৃ. ৪।

^{২১১০} ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭-৩৮।

^{২১১১} Lester C. Thurow, *The Welfare State in Crisis: an account of the Conference on Social Policies in the 1980s*, OECD, Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 1981, p. 137.

^{২১১২} ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮।

^{২১১৩} ড. মুহাম্মাদ বশির উল্লাহ, প্রাগুক্ত।

^{২১১৪} উদ্ধৃত: মো: সাখাওয়াত হোসেন, সুদ ও মুনাফা, *দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ*, ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃ. ৭।

^{২১১৫} মো. আব্দুস সালাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

^{২১১৬} উদ্ধৃত: মো. আব্দুস সালাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

ইতোমধ্যে রুগ্ন হয়ে পড়া প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধের পথে ধাবিত হয়। অন্যান্য স্বচ্ছল ইউনিটগুলো থেকে তহবিল রুগ্ন প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরিয়ে এনে ও ইউনিটগুলোকেও বন্ধের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়।^{২১১৭}

হিম্যান মিনস্কির বিগত তিনটি (২০০৮ সালের সঙ্কটসহ) ঋণ ও সম্পদ বিচ্ছেদে ঋণ চক্র প্রয়োগকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়: ‘অর্থনীতি ফুলে ফেপে ওঠার মধ্য দিয়ে (ইকোনমিক বুম) তিনটি ঋণ চক্রের সূচনা ঘটে এবং সমাপ্তি ঘটে মন্দার মধ্য দিয়ে। এর মানে হলো, প্রতিটি ঋণ চক্র ব্যবসা-চক্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। এ থেকে বুঝা যায়, প্রতিটি ‘বিচ্ছেদ’-এর পর আর্থিক খাতের সঙ্কট রিয়েল সেক্টরে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে এবং অর্থনীতিতে মন্দা বা নিম্নগতি দ্রুততর করে। অন্যভাবে বলা যায়, রিয়েল সেক্টরে অর্থনৈতিক খাতের একটি চক্রমুখিতার প্রভাব রয়েছে এবং তা ঋণগ্রহীতার অনিশ্চিত অর্থ-প্রবাহের বিপরীতে তাদের স্থায়ী পরিশোধ প্রতিশ্রুতির (ফিক্সড পেমেন্ট কমিটমেন্ট) মাধ্যমে কাজ করে।^{২১১৮} স্থবিরতার পালা ও লগ্নিয়ানের একটি ভিত্তি হিসেবে বাড়ি বৃদ্ধি এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের খানাগুলোর মৌলিক ভালো থাকার সাথে বাড়ি বৃদ্ধি এত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত যে, বর্তমানে বাড়ি দুর্বলতা দ্রুত অর্থনৈতিক অধঃগতি ও ব্যাপক আর্থিক বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারে। সুদের হার আরো বাড়লে তা স্থবিরতার একটি বিষাক্ত চক্র তৈরি করার ক্ষমতা রাখে অথবা এমনকি বাড়ির দাম কমতে থাকা ও ভোক্তা ঋণের সুদ-আসল পরিশোধের অনুপাত বাড়তে থাকার ফলে খেলাপি হওয়ার বন্যা নামতে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে ভোগ বিশ্ব অর্থনীতিতে চাহিদার মূল উৎস। এই বাস্তবতা ও সম্ভাবনা তৈরি করে যে, উপরিউক্ত অবস্থা ঘটলে তা আরো বিশ্বায়িত সঙ্কট তৈরির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে।^{২১১৯} কিনস শিল্পায়ন ও মুদ্রাস্ফীতি কমানোর উদ্দেশ্যে সুদকে শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসার পরামর্শ দিয়েছেন। এর অর্থই হলো সুদবিহীন উৎপাদনমুখী ও লাভ-লোকসান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার কথাই প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিলেন কিনস।

বারবার আর্থিক সঙ্কটের ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা একটি নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থা কতটা টেকসই তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ বলেছেন, আমেরিকার আর্থিক ব্যবস্থা তার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও পুঁজির বন্টন-এ দু’টি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। এই শিল্পের আসলে যা করা উচিত ছিল তা করছে না। একে অবশ্যই তার নিয়ন্ত্রণমূলক অবকাঠামো পরিবর্তন করতে হবে। পরিতাপের বিষয় হলো, মার্কিন আর্থিক ব্যবস্থার অনেক বাজে উপাদান পৃথিবীর অন্যান্য দেশে রপ্তানী হয়ে গেছে। এগুলো করা হয়েছে উদ্ভাবনের নামে। আবার অনেক নিয়ন্ত্রণমূলক উদ্যোগকে দূরে ঠেলে দেয়া হয়েছে এগুলো উদ্ভাবনকে দমিয়ে দেবে-এমন অজুহাত দেখিয়ে। আর্থিক ক্ষেত্রে অসাধুতা আমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে। আর এ পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে ওয়াশিংটনকে দক্ষতায় সমৃদ্ধ মনে হচ্ছে না।^{২১২০} স্টিগলিজের এই বিশ্লেষণ, হালে ক্যাসিনো ক্যাপিটালিজম বা জুয়াড়ি পুঁজিতন্ত্রের খেতাব পাওয়া পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতার প্রতি একটি বড় রকমের চপেটাঘাত।

ইসলামী শরী‘আহ্য় ‘রিবা’র অর্থ ব্যাপক। শরী‘আহ্য় কৌশলগতভাবে ‘রিবা’ বলতে ‘প্রিমিয়াম’কে বুঝানো হয়েছে। এই প্রিমিয়াম হলো তাই, যা ঋণদাতাকে আসল অর্থের সঙ্গে অবশ্যই ঋণগ্রহীতা পরিশোধ করেন। এটা ঋণ পাওয়া বা ঋণ পরিপক্ব হওয়ার পর সময় বাড়ানোর একটি শর্ত।^{২১২১} শরী‘আহ্য় দুটি অর্থে ‘রিবা’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমত ‘রিবা আন-নাসিয়াহ’ এবং দ্বিতীয়ত : ‘রিবা আল-ফাদল।’^{২১২২} রিবার আয়াতগুলোতে সুদের তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে এবং সবচেয়ে জোরালো ভাষায় তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল-কুরআনে^{২১২৩} ঋণগ্রহীতাদের সঙ্গে ন্যায্য এবং ন্যায্যসঙ্গত আচরণ করার জন্য ঋণদাতাদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, ঋণদাতার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে:

ক. রিবার যেসব বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ করার জন্য,

খ. ঋণগ্রহীতা আর্থিক সমস্যাগ্রস্ত থাকলে থাকলে তাকে ঋণের মূল অঙ্ক পরিশোধের জন্য সময় প্রদান, বা

গ. একটি দাতব্য কর্ম হিসেবে ঋণ পুরোপুরি মাফ করে দেয়া।^{২১২৪}

২১১৭ প্রাণ্ড, পৃ. ৮৯।

২১১৮ উদ্ধৃত: প্রাণ্ড, পৃ. ৮৯।

২১১৯ জন বেলামি ফস্টার ও ফ্রেড মগডফ, প্রাণ্ড, পৃ. ৮৮।

২১২০ জোসেফ স্টিগলিজ, দ্যা ফুট অব হিপোক্রেসিস; ডিজঅনিস্টি ইন দি ফিন্যান্স সেক্টর ড্রাগড আজ হেয়ার, এন্ড ওয়াশিংটন লুকস ইল-ইকুইপটেড গাইড আজ আউট, দি গার্ডিয়ান, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৮, পৃ. ১।

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/sep/16/economics.wallstreet

২১২১ ড. এম. উমর. চাপড়া, *Towards a Just Monetary System*, প্রাণ্ড, পৃ. ৫৬-৫৭।

২১২২ রিবা আন-নাসিয়াহ হলো সে ধরনের রিবা মহানবী (সা.) যাকে বলেছেন : নাসিয়াহ ছাড়া আর কোনো রিবা নেই। ‘রিবা আল ফাদল’-এর বিষয়টিও নবী (সা.) একাধিকবার উল্লেখ করেছেন : সোনার বদলে সোনা, রূপার বদলে রূপা, গমের বদলে গম, যবের বদলে যব, খেজুরের বদলে খেজুর এবং লবণের বদলে লবণ-এমন একটির বদলে অনুরূপ একটি, সমান-সমান এবং হাতে-হাতে; পণ্য যদি ভিন্নরূপ হয় তাহলে ইচ্ছা করলে ভূমি তা বিক্রি করে দিতে পারো, তবে শর্ত হলো হাতে-হাতে এর বিনিময় ঘটবে।

২১২৩ আল-কুরআন, ২:২৮০।

২১২৪ আবু ওমর ফারুক আহমেদ ও অন্যান্য, প্রাণ্ড, পৃ. ৬২।

তাই রিবা সম্পর্কিত আয়াতগুলোতে দেখা যায় এখানে অন্যের কাছ থেকে অবৈধভাবে আদায় করা সব ধরনের সম্পদের নিন্দা জানানো হয়েছে। এ ধরনের সব কর্মকাণ্ড নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসবে। তা ব্যক্তি বা রাষ্ট্র-ই-ই করক না কেন। এর মূলনীতি হলো : কাউকে মুনাফা অর্জন করতে হবে নিজের পরিশ্রমের মাধ্যমে, অন্যকে শোষণ করে নয়। আল-কুরআনে রিবাকে অবিশ্বাসীদের কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি বিশ্বাসীদের জন্য একটি পরীক্ষা, তারা রিবা পরিত্যাগ করে চলবে।^{২১২৫} রিবার আয়াতগুলো দ্বারা রিবার ওপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে সেখানে উৎপাদন বা ভোক্তা ঋণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় যে, কুরআন নাজিলের যুগে ঋণ নেয়া হতো কেবল ভোগের উদ্দেশ্যে। মুহাম্মদ (সা.)-এর সময়ে উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ঋণ নেয়ার অনেক দালিলিক প্রমাণ পাওয়া যায়।^{২১২৬}

জ. সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ ও সমেত প্রবৃদ্ধি ও আর্থিক সমেতকরণে ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা

সম্প্রতি আইএমএফ-এর একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, মাথাপিছু আয়ে নজিরবিহীন বৃদ্ধি ঘটানোর পরও আয় বৈষম্য বাড়ছে। আঞ্চলিক, বিভিন্ন ব্যক্তি, গ্রাম-শহর ও নারী-পুরুষের মধ্যে আয়-বৈষম্য বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে এসব অসমতা কিভাবে দূর করা যাবে, পুরোপুরি বিলুপ্ত করা না গেলেও কিভাবে কমিয়ে আনা যাবে? ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার অনুশাসন ও অনুশীলনগুলো অনুসরণ করা হলে সমেত প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে তা অর্জন সম্ভব।^{২১২৭} ব্যাংক-এর কাজ হচ্ছে কিছু গ্রুপের বদলে সাধারণভাবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো। ইসলামী ব্যাংক কিভাবে দরিদ্র জনগণকে সাহায্য করার পাশাপাশি আয়-বৈষম্য কমিয়ে আনতে সাহায্য করে? বেশিরভাগ প্রচলিত ব্যাংকের অবস্থান মেট্রোপলিটন এলাকা বা বড় শহরগুলোতে। ইসলামী ব্যাংক সম্ভাবনাময় ও অবহেলিত এলাকাগুলোতে তার শাখা ও অন্যান্য সরবরাহ চ্যানেল ছড়িয়ে দেয়। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার এবং পোস্ট অফিস ও অন্যান্য বিতরণ কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে মিলে ব্যয়-সংশয়ী বিভিন্ন ব্যবসা মডেল উদ্ভাবন করে। ইসলামী ব্যাংক মূলত প্রকৃত সম্পদ-ভিত্তিক লেনদেনের ওপর নির্ভর করে। সাব-প্রাইম সিকিউরিটিজ পরিহার ও হাইব্রিড পণ্যের মতো ফিন্যান্সিয়াল লিভারেজ বা আর্থিক স্বাধীনতা এড়িয়ে চলে। এভাবে আর্থিক সঙ্কট মোকাবেলার জন্য নৈতিক সমাধান দেয় এ ব্যবস্থা।^{২১২৮} দি ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন (IFC) (2013a) এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বে ৪২০-৫১০ মিলিয়ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক MSMEs রয়েছে। এর মধ্যে ১৫-১৯% আনুষ্ঠানিক ও ৭০-৮০% অনানুষ্ঠানিক। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রয়েছে এর ৩৬০-৪৪০ মিলিয়ন। IFC-ধারণা পোষণ করেছে, MSMEs ঋণ সুবিধা বর্ধিত ৩.২ ট্রিলিয়ন ডলার আনুষ্ঠানিকভাবে এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে ৩.৯ ট্রিলিয়ন ডলার, এর মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই বর্ধিত ঋণের পরিমাণ ২.১ ট্রিলিয়ন ডলার ও ২.৬ ট্রিলিয়ন ডলার। নিম্নোক্ত সারণী নং ৬-এ দেখা যায়, এশিয়া ও আফ্রিকার ৪০ মিলিয়ন উদ্যোগ (enterprises) মধ্যে আর্থিক খাতে ২২ মিলিয়ন কোন আর্থিক সেবা বা ঋণ সুবিধা পায়নি অথবা আর্থিক সুবিধার বাইরে। এক্ষেত্রে আঞ্চলিকভাবে আফ্রিকায় সর্বোচ্চ ৫৫% আর্থিক সুবিধা বর্ধিত। ইসলামী ব্যাংকিং এ আর্থিক সুবিধা বর্ধিত জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার অন্তর্ভুক্ত করতে কাজ করে যাচ্ছে।^{২১২৯}

সারণী ৬: বৈশ্বিক ইসলামী টোটাল আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক MSMEs ও অর্থায়ন সেবা^{২১৩০}

Regions	Number (in millions)	Unserved and Under-served (in millions)	Unserved and Under-served (% of total)
East Asia and Pacific	188	92	0.49
Europe and Central Asia	20	10	0.50
Latin America and the Caribbean	52	27	0.52
Middle East and North Africa	21	10	0.48
South Asia	78	36	0.46
Sub-Saharan Africa	40	22	0.55

আফ্রিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আর্থিক সেবার এ শূন্যতা পূরণে ইসলামী ব্যাংকিং অর্থায়ন কাজ করে যাচ্ছে। আফ্রিকা ও অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত অর্থায়নের MSMEs বিনিয়োগ/ঋণদানের এ শূন্যতা বা ব্যর্থতার একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে এখানকার জনগণের ধর্মীয় অনুভূতি। মুসলিম দেশসমূহের এসব অঞ্চলের জনগোষ্ঠী সুদের মত জঘন্য কাজে অংশগ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। তাই তারা প্রচলিত আর্থিক শিল্প থেকে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করে না। ২০০৮-এ করিম গবেষণা করে

^{২১২৫} প্রাণ্ড, পৃ. ৬২।

^{২১২৬} S. Al-Afghani, *Aswaq al-'Arab Fi al-Jahiliyyah Wa al-Islam*, (Beirut: Al-Dah al-Shamiyyah, 1975), p. 15.

^{২১২৭} মো. আব্দুস সালাম, প্রাণ্ড, পৃ. ৯৬।

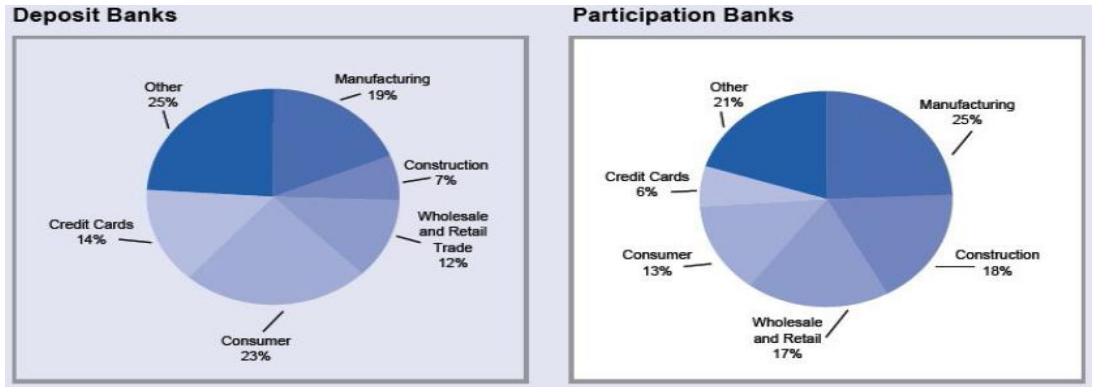
^{২১২৮} প্রাণ্ড, পৃ. ৯৭।

^{২১২৯} *Ibid*, P. 180.

^{২১৩০} *Ibid*, P. 180.

দেখিয়েছেন যে, মুসলিম দেশসমূহের ৭২ শতাংশ জনগোষ্ঠী আনুষ্ঠানিক আর্থিক সুখি গ্রহণ করেন না। আবার এদের ২০-৪০% সুদের কারণে প্রচলিত ব্যাংক থেকে আর্থিক সুবধা গ্রহণ করতে অনগ্রহী। তাই বিশ্বব্যাপী প্রচলিত আর্থিক সেবার পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকিং খাত ৪৩ শতাংশ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগ ও অর্থায়ন করেছে।^{২১৩১} ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন বা আর্থিক সমেতকরণে ইসলামী ব্যাংকগুলোর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এ ক্ষেত্রে তুরস্কের উদাহরণ টানা যেতে পারে। তুরস্কে ২০০৫ থেকে ২০১৩-এ সেখানকার Participation Banks^{২১৩২} (Islami Banks) Deposit banks^{২১৩৩} (Conventional Banks) এর তুলনায় small- and medium-sized enterprises (SMEs) খাতে সর্বোচ্চ অর্থায়ন করেছে (চিত্র নং ৫৪)। বিশেষ করে SMEs-এ খাতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর অধিকাংশ অর্থায়ন হয়েছে। ২০০৫ থেকে ২০১৩-এ টোটাল অর্থব্যবস্থায় এককভাবে ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ করেছে ৪৭ শতাংশ এবং ২০১৩ সালের তুলনায় ২৫শতাংশ। এ ক্ষেত্রে ম্যানুফ্যাকচারিং ২৬%, কম্পট্রাকশন ১৫% এবং বাণিজ্য ১৮%। অন্যদিকে প্রচলিত ব্যাংক করেছে যথাক্রমে ১৮%, ৬% এবং ১২%। যা নিচের চিত্রে হেখানো হয়েছে।^{২১৩৪}

চিত্র ৫৪: ডিপোজিট ব্যাংক (প্রচলিত ব্যাংক) এবং পার্টিসিপেশন ব্যাংক (ইসলামী ব্যাংক)-এর SMEs বিনিয়োগ^{২১৩৫}



ইসলামী অর্থায়ন স্বল্প মুদ্রাস্ফীতিপ্রবণ। এটা ফটকাবাজির মতো জুয়াখেলা নয়। এটা আর্থিক জোচ্ছুরির বদলে অর্থনীতিতে প্রকৃত খাতগুলোকে চাঙ্গা করে। সঞ্চয়-সমাবেশ ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ তৎপরতা চালায়। প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য এ সঞ্চয় বিনিয়োগ করে। ফলে সমাজের দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষ অর্থনীতিতে অংশ গ্রহণের সুযোগ পায় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল ভোগ করতে পারে।^{২১৩৬} ইসলামী ব্যাংকিং একটি সমতা ও ন্যায্যতা-ভিত্তিক বিকল্প ব্যবস্থা ও সামাজিক দায়িত্বপূর্ণ বিনিয়োগ। যা সাব-প্রাইম ক্রেডিট থেকে মুক্ত ও সব সম্প্রদায়ের কাছে সমাদৃত। মালয়েশিয়ায় ৪০% গ্রাহক চীনা। যুক্তরাজ্যের ইসলামী ব্যাংকগুলোতে ২০% গ্রাহক খৃস্টান, হিন্দু ও শিখ। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আর্থিক সেবাদানের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক একটি দ্রুত বর্ধনশীল খাত। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, সিঙ্গাপুর ও ফ্রান্সসহ ৭০টি দেশে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যাংকিং আইন সংশোধন করা হয়েছে।^{২১৩৭} ‘আদাল-এর নীতিমালার মানে ও ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত। আর্থিক ক্ষেত্রে এটা স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে মেনে নেয়া অপরিহার্য। কুরআন ও হাদিসে এ ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষকে প্রতিশ্রুতি (চুক্তি) পূরণ করার ব্যাপারে কঠোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। ওজন বা পরিমাপে সামান্যতম কম না দিতে বলা হয়েছে। সময়মতো ও ন্যায্যভাবে শ্রমিকের মজুরি পরিশোধের কথা বলা হয়েছে। কোনকিছুর মনগড়া ব্যাখ্যা এড়িয়ে চলা, মজুতদারি পরিহার, মূল্য কারসাজি না করা, ক্রয়মূল্য ও ক্রেডিট প্রকাশসহ আরো অনেক বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সিএসআর ও ইসলামের আলোকে টেকসই উন্নয়ন-এর বৈশিষ্ট্যগুলো ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্তর্নিহিত বিষয়।^{২১৩৮} ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় অনুশীলনের প্রশ্নে এগুলো প্রাসঙ্গিক। আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার জোরদারের জন্য পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে।^{২১৩৯}

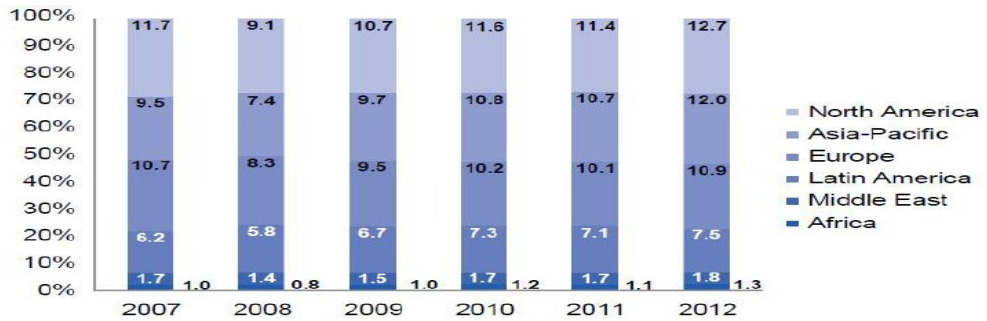
২১৩১ ISLAMIC FINANCIAL SERVICES INDUSTRY STABILITY REPORT 2014, *Ibid*, P. 181.
 ২১৩২ তুরস্কে ইসলামী ব্যাংককে Participation Bank বলে।
 ২১৩৩ তুরস্কে প্রচলিত ব্যাংককে Deposit Bank বলে।
 ২১৩৪ ISLAMIC FINANCIAL SERVICES INDUSTRY STABILITY REPORT 2014, *Ibid*, P. 117.
 ২১৩৫ *Ibid*, P. 117.
 ২১৩৬ মো. আব্দুস সালাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭।
 ২১৩৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮।
 ২১৩৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯।
 ২১৩৯ আল-কুরআন, ১৭: ২৬-২৭।

৮.৩ সাম্প্রতিক বৈশ্বিক আর্থিক মন্দা মেকাবেলায় প্রচলিত ব্যাংকিং পদ্ধতির বিপরীতে ইসলামী ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব মূল্যায়ন

ক. মহা আর্থিক সঙ্কট : পূর্ব ও পরবর্তী সার্বিক চিত্র

২০০৭-০৯-এর আর্থিক মন্দায় পশ্চিমা দুনিয়ায় এতবড় ঝড় আসার পরও ইসলামী ব্যাংকগুলো আগের ধারায় বা তার চেয়েও বেশি হারে মুনাফা করেছে বলে জানিয়েছে 'দ্য এশিয়ান ব্যাংকার'। ম্যাগাজিনটির প্রেসিডেন্ট ও চিফ এক্সিকিউটিভ ইমানুয়েল ড্যানিয়েল বলেছেন, ইসলামী ব্যাংকগুলোর কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা এবং চমৎকার আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার কারণে এসব ব্যাংকের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা অবিশ্বাস্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। 'দ্য এশিয়ান ব্যাংকার'-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শরী'আহ বা ইসলামী আইন ও আধুনিক ব্যাংকব্যবস্থার সমন্বয় ঘটিয়ে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এ ব্যবস্থায় তামাক, এলকোহল ও জুয়া খেলার সাথে সংশ্লিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানে পুঁজি বিনিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।^{২১৪০} ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকগুলোর অনুপাতের টি-টেস্ট কোইফিশিয়েন্ট থেকে প্রাপ্ত সংখ্যাাত্মিক উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং গুণগত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রচলিত ব্যাংকগুলো সঙ্কটে আক্রান্ত হলেও আর্থিক মন্দা পরিস্থিতিতে প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলোর তুলনায় ইসলামী ধারার ব্যাংকগুলো ভালো করেছে। অধিকন্তু, ইসলামী ব্যাংকগুলোর সম্পদ, আমানত ও মূলধনের ক্ষেত্রেও কিছু ইতিবাচক পরিবর্তনও দেখা যায়।^{২১৪১} বিশ্ব অর্থনীতির প্রধান চালক হিসাবে বৈশ্বিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব অনস্বীকার্য। তবে, যুক্তরাষ্ট্রে আর্থিক সঙ্কটের প্রভাব একে দেশের ওপর একেভাবে পড়েছে। যে দেশ যুক্তরাষ্ট্র বা বিশ্ব অর্থনীতির ওপর যত বেশি নির্ভরশীল ছিল, সঙ্কটে সে তত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নিচের চিত্র (চিত্র নং ৫৫) থেকে অঞ্চলভিত্তিক বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কটের ধারণা পাওয়া যায়।

চিত্র ৫৫: বৈশ্বিক অঞ্চলভিত্তিক সম্পদ বণ্টন-২০০৭-২০১২ (USD trillion)^{২১৪২}



তাই শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে অনমনীয়তার মাত্রা ছিল ভিন্ন। উন্নয়নশীল হিসেবে পরিচিত চীন, ভারত, রাশিয়া ও ইরানের মতো দেশগুলোর তুলনায় ইইউ'র সদস্য ও জাপানের মতো মার্কিন অর্থনীতির সঙ্গে অধিকতর সম্পর্কযুক্ত দেশগুলোর ওপর সঙ্কটের প্রভাব বেশি ছিল বলে জানান বিশেষজ্ঞগণ। আইএমএস-এর পরিসংখ্যান এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের ফলে বেশিরভাগ উন্নত দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যণীয়ভাবে কমে যায়। সঙ্কট সামাল দিতে সচেষ্ট হয় বিশ্বের সরকারগুলো। সব দেশে এই তৎপরতা একরকম ছিল না।^{২১৪৩} নিম্নে বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের পূর্বে ও পরে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ১০টি ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকের সম্পদের তুলনামূলক চিত্র (চিত্র নং ৫৬) তুলে ধরা হয়েছে, যা থেকে বিশ্বব্যাপী ব্যাংকগুলোর ওপর আর্থিক সঙ্কটের প্রভাব কি তীব্রতর ছিল তা অনুমান করা যায়।

উপজাত তৎপরতার (derivative activity) নজিরবিহীন বৃদ্ধি, অতিমাত্রায় ঝুঁকি গ্রহণ প্রবণতা, ধ্বংসাত্মক আর্থিক উদ্ভাবন এবং দুর্বল আইনি তদারকি ২০০০ সালের শেষ দিকে প্রচলিত অর্থায়ন ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করে। টিকে থাকা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের বাজার মূল্যের একটি বড় অংশ হারায়। আর্নেস্ট এন্ড ইয়াং (২০০৯)-এর হিসাবে, সঙ্কটের সময় যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের শীর্ষ ১০টি প্রতিষ্ঠান তাদের সার্বিক বাজার মূলধনের যথাক্রমে ৫০ ও ৫৬ শতাংশ হারায়। ফলে বাজারে দ্রুত আস্থাপন ঘটে।^{২১৪৪} আর্থিক সঙ্কট পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিশ্বের সর্ববৃহৎ ১০টি প্রচলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মার্কেট ক্যাপিটলাইজেশনের পরিবর্তনের একটি চিত্র 'Ernst & Young World Takaful Report-2009'-এ প্রকাশ পায় (চিত্র নং ৫৭)।

^{২১৪০} উদ্ধৃত: বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও ইসলামী ব্যাংকগুলোর আয় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, রেডিও তেহরান, ২৮ আগস্ট ২০০৯।

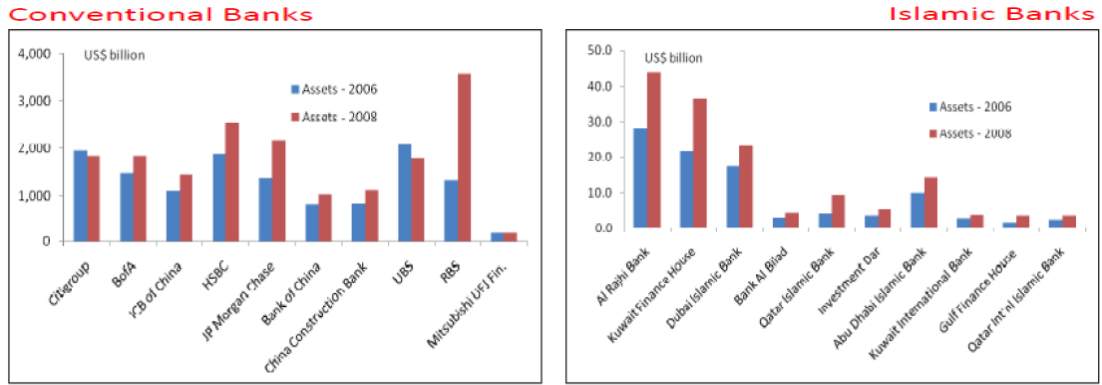
^{২১৪১} মোরতেজা হায়দারি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

^{২১৪২} ISLAMIC FINANCIAL SERVICES INDUSTRY STABILITY REPORT 2014, Ibid, P. 30.

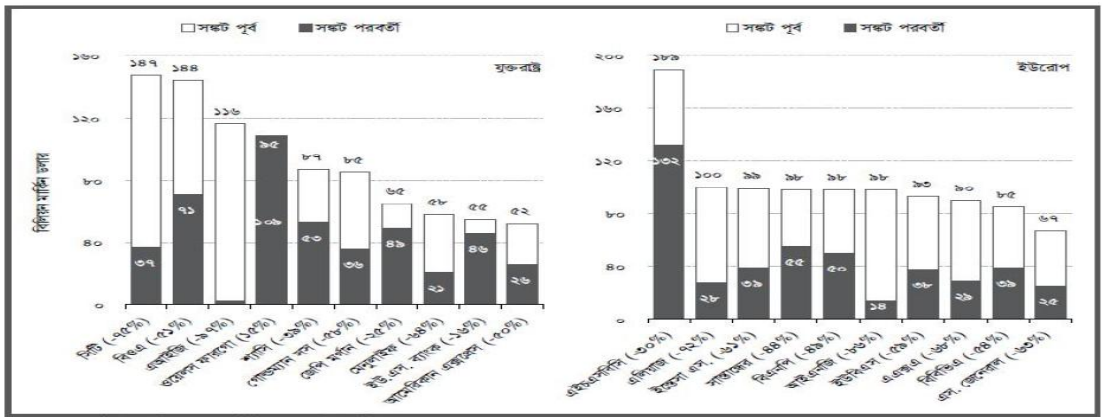
^{২১৪৩} মোরতেজা হায়দারি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

^{২১৪৪} ১.১.২০০৮ ও ১৩.৩.২০০৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ব্যাংকগুলোতে পরিবর্তন এবং ১.৬.২০০৭ ও ২০.১.২০০৮ এর মধ্যে বীমা কোম্পানিগুলোর পরিবর্তন।

চিত্র ৫৬: বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের পূর্বে ও পরে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ১০টি ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকের আর্থিক সম্পদ^{২১৪৫}

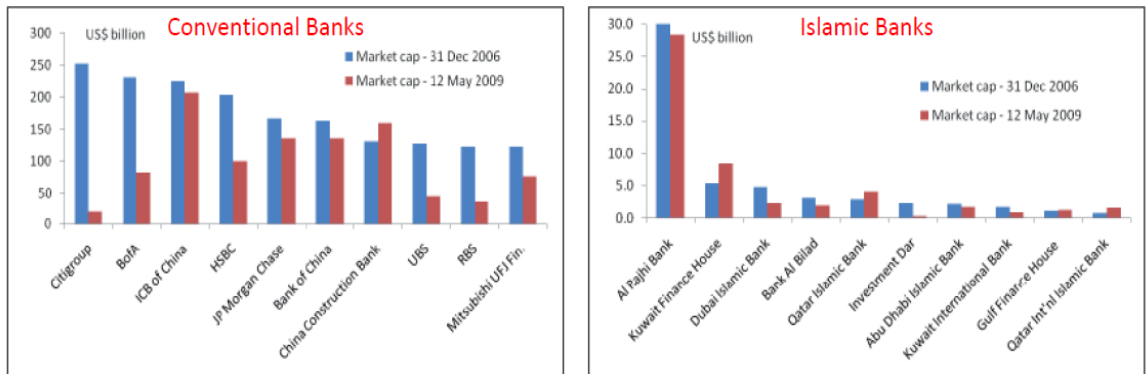


চিত্র ৫৭: সঙ্কট পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিশ্বের সর্ববৃহৎ ১০টি প্রচলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের পরিবর্তন^{২১৪৬}



২০০৭ সাল থেকে শুরু হওয়া এ সঙ্কট এখনো পুরোপুরো কাটেনি এবং তার বিরূপ প্রভাব এখনো প্রকৃত অর্থনীতিতে আঘাত হেনে চলেছে। ইউরোজোনের দেশগুলো তাদের অর্থনীতিতে এই সঙ্কট দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে দেখে এর নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে ওঠার জন্য এখনো তারা লড়াই করে যাচ্ছে।^{২১৪৭} নিচে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার পূর্বে ও পরে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ১০টি ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকের মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন, আর্থিক নীট মুনাফা/ক্ষতি, সম্পদ ও ইকুইটি'র তুলনামূলক চিত্র দেয়া হয়েছে, যা থেকে আর্থিক মন্দার বাঁকুনি সম্পর্কে জানা যায় (চিত্র নং ৫৮, ৫৯ এবং ৬০)।

চিত্র ৫৮: বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের পূর্বে ও পরে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ১০টি ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকের মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন^{২১৪৮}



২১৪৫

Hassan MobeenAlam, Hafsa Noreen, MonazzaKaramat and Muhammad Ilyas, Islamic Banking: Insulation against US Credit Crisis, *International Journal of Business and Social Science*, (USA: Center for Promoting Ideas, June 2011), Vol. 2, No. 10, P. 197.

২১৪৬

Islamic Finance in OIC Member Countries, P. 2.

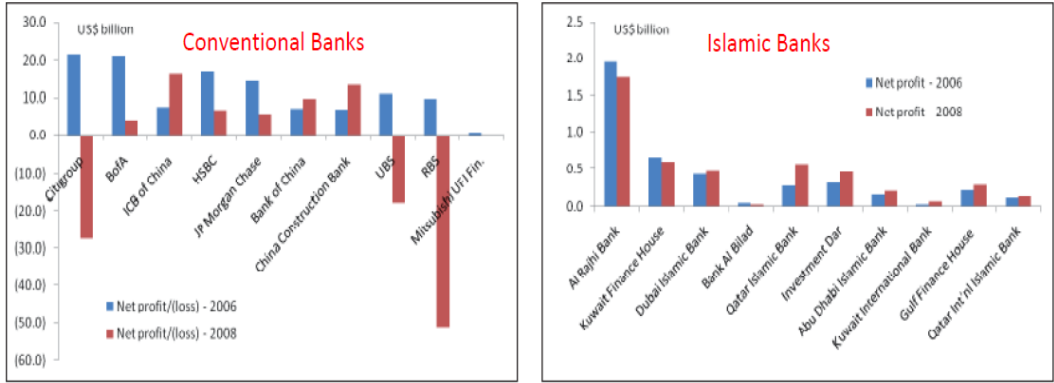
২১৪৭

ওআইসিডুজ দেশগুলোতে ইসলামী অর্থায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

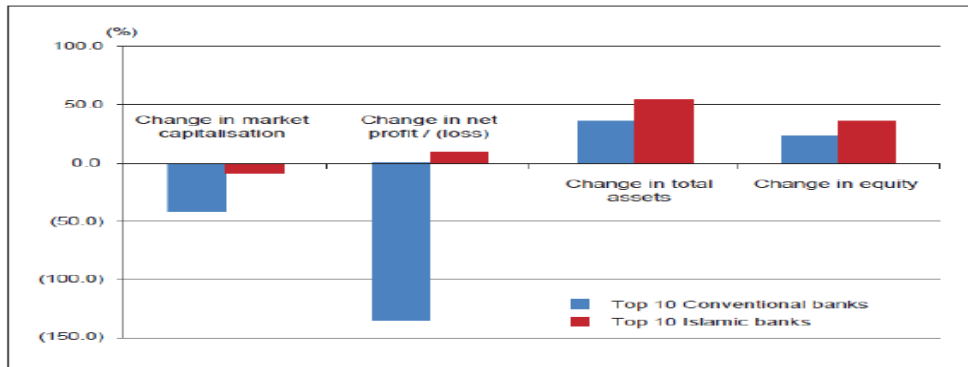
২১৪৮

Hassan MobeenAlam, *Ibid*, Vol. 2, No. 10, P. 196.

চিত্র ৫৯: বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের পূর্বে ও পরে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ১০টি ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকের নীট মুনাফা/নীট ক্ষতি^{২১৪৯}



চিত্র ৬০: বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের পূর্বে ও পরে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ১০টি ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকের আর্থিক নীট মুনাফা, মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন, সম্পদ ও ইকুইটি^{২১৫০}



খ. মন্দায় ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার প্রবৃদ্ধির বিপরীতে ধকল বইছে প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা

আর্থিক মন্দায় প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা চরম সঙ্কটে নিমজ্জিত থাকলেও ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা এ বিপজ্জনক অবস্থা থেকে মুক্ত। এর কারণ হলো :

প্রথমত : বন্ধকী ঋণগ্রহীতার একের পর এক খেলাপীতে পরিণত হওয়ায় কতিপয় স্টক সরবরাহকারী সময়মতো পুনরায় স্টক কেনায় অক্ষম হয়ে পড়ে। এতে গ্যারান্টিদাতা ব্যাংকগুলো বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে স্টকের মালিকানা কিনে নিতে বাধ্য হয় এবং তারা তা তাদের ব্যালেন্সশীটে অন্তর্ভুক্ত করে। ফলে ঋণের নিশ্চয়তার জন্য বিনিয়োগ পর্যাণ্ডতার প্রয়োজনীয় শর্ত প্রতিপালন করতে না পারায় ব্যাংকগুলো ঋণদানের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

দ্বিতীয়ত : উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বন্ধকী ঋণ অথবা সন্দেহজনক ঋণ রয়েছে এমন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তার ব্যাপারে অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান তেমন আগ্রহী ছিল না অথবা এ ধরনের অভিযোগের কারণে তাদের ঝুঁকির বিষয়টি মূল্যায়ন করা হয়নি। ফলে এসব ব্যাংক আন্তঃব্যাংক ঋণ লাভ ও প্রয়োজনীয় তারল্য সরবরাহে ব্যর্থ হয়।

তৃতীয়ত: তারল্য সঙ্কটের ফলে ব্যাংকগুলো আস্থার সঙ্কটে পড়ে। অন্যদিকে, শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করা ব্যাংকগুলোর শেয়ারের মূল্য কমতে থাকে। এতে সমস্যা দ্বিগুণ হয়। শেষ পর্যন্ত অনেক বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক ব্যাংক নিজেদেরকে দেউলিয়া ঘোষণা করে অথবা সরকার বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানের কাছে সেগুলো বিক্রি হয়ে যায়।

চতুর্থত : এসব ঘটনায় ব্যাংকগুলো সম্পদ যোগান দিতে গিয়ে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। এটা ব্যাংকের আর্থিক ক্ষমতা ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেয়। যার ফলে আবাসন ও বন্ধকী ঋণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শেয়ারবাজারে ধস নামে। এরপর যখন শেয়ারবাজারের কার্যক্রমে ধরা পড়ে যে কিছু শেয়ারের পূর্ব-প্রত্যাশিত মূল্য আর নেই, তখন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি অবিশ্বাস বাড়তে থাকে। সন্দেহজনক আর্থিক সম্পদ আরো মূল্য হারাতে

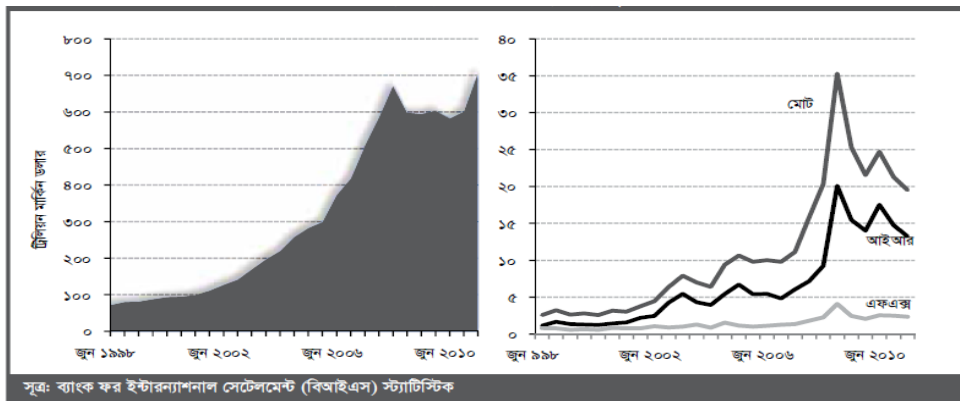
^{২১৪৯} Ibid, Vol. 2, No. 10, P. 196.

^{২১৫০} Ibid, Vol. 2, No. 10, P. 196.

বলে ধারণা সৃষ্টি হয়। এতে শেয়ারবাজারে দ্রুত পতন এবং আর্থিক বৃদ্ধি (ফিন্যান্সিয়াল বাবল)-এ বড় ধরনের বিস্ফোরণ ঘটে।^{২১৫১}

বিনিয়োগ স্বল্পতা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে সৃষ্ট প্রধান সমস্যা ছিল না। বরং, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বিনিয়োগ প্রবাহের ঘাটতি একটি বড় বিষয় ছিল। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিনিয়োগের ঝুঁকি নিতে রাজি ছিল না। ফলে অর্থনীতিতে স্থবিরতা তৈরি হয়। সঙ্কটাপন্ন দেশগুলোর নেতারা দেখতে পান যে তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সঙ্কট কাটানোর আর কোন উপায় নেই। এতে সঙ্কট মোকাবেলা করা ছাড়া আর কোন উপায় তাদের ছিল না।^{২১৫২} অন্যদিকে, প্রচলিত ব্যবস্থার বিরোধীরা যুক্তি দেন, বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থা প্রকৃত অর্থনীতিকে সহায়তা দানের পথ থেকে সরে গেছে এবং এটা সমাজের জন্য তেমন কোন কর্মসংস্থান ও প্রকৃত সম্পদ সৃষ্টি করতে পারছে না। নিজেদের যুক্তির সমর্থনে তারা উপজাত তৎপরতাগুলোর প্রতি দায়সারাগোছের দৃষ্টি দেন এবং বলেন, সারা বিশ্বের ‘ওভার-দা-কাউন্টার’ (ওটিসি) বাজারে ২০০৮ সালের জুন পর্যন্ত উপজাত প্রবণতার মোট পরিমাণ ছিল ৬৭৩ ট্রিলিয়ন^{২১৫৩} মার্কিন ডলার (চিত্র নং ৬১)। যা ‘পাবলিকলি ট্রেডেড ফার্ম’^{২১৫৪}-এর মোট বাজার মূল্য এবং বৈশ্বিক উৎপাদনের চেয়ে প্রায় ১১ গুণ বেশি।^{২১৫৫}

চিত্র ৬১: প্রচলিত উপজাত পণ্যগুলোর নমিনাল (বায়ে) এবং বাজার (ডানে) মূল্য



উপজাত-সংশ্লিষ্ট চুক্তিগুলোর বাজার মূল্য বিবেচনায় নেয়া হলে ওটিসি উপজাতগুলোর মোটমূল্য ২০০৭ সাল থেকে দ্বিগুণ বেড়ে, অর্থাৎ ১৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ২০০৮ সালে ৩৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। এরমধ্যে সুদের হারভিত্তিক (আইআর) উপজাতগুলোর অবস্থান ছিল শীর্ষে (চিত্র নং ৮৩)। কিন্তু বৈশ্বিক সঙ্কট শুরু হওয়ার পর ২০০৯ সালে উপজাতগুলোর মূল্য ১০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার কমে ২৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে নেমে আসে। যদিও এ সময়ে উপজাত চুক্তিগুলোর বাজারমূল্য কতটা কমেছে তা হিসাব করা হয়নি। কিন্তু বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের চেয়ে লেনদেন করা উপজাতগুলোর বাজারের আকার ছিল অনেক বড় এবং এর ‘নমিনাল ভ্যালু’ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা সম্ভব ছিল না। ফলে আরেকটি সঙ্কট অনিবার্য হয়ে পড়ে।^{২১৫৬} অন্যদিকে, প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থার এমন বিপর্যয়ের পরও বিগত দশকে বিশ্বব্যাপী ইসলামী অর্থায়ন সম্পদের প্রবৃদ্ধি ছিল অপ্রতিরোধ্য। এই শিল্পের সার্বিক আকার গত দশকের শুরুতে যেকোনো ছিল ৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার তা লক্ষ্যণীয়ভাবে বেড়ে ২০০১ সালের শেষে এসে ১.১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় (চিত্র ৬২)। ২০১১ সাল পর্যন্ত ওআইসি দেশগুলো ছিল বৈশ্বিক ইসলামী অর্থায়ন সম্পদের ৯৮% অংশের মালিক।^{২১৫৭} চিত্র নং ৮৩-এ দ্রুত প্রবৃদ্ধির যে প্রবণতা দেখা যায়, তাতে বিবেচ্য সময়ে ইসলামী অর্থায়ন শিল্পের যৌগিক প্রবৃদ্ধি হার ছিল ২৭%। ২০০০-২০০৭ সময়ে গড় প্রবৃদ্ধি হার ছিল আরো বেশি (৩০%)। ২০০৯ সালের শুরু থেকে বিশ্বের প্রকৃত অর্থনীতির উপর দ্বিতীয় দফায় আর্থিক সংকটের নেতিবাচক প্রভাব অনুভূত হতে শুরু করে। মূলত সম্পদভিত্তিক অর্থায়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিক অর্জনও এসময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্বিতীয় দফা আঘাতের কারণে প্রবৃদ্ধির গতিতে কিছুটা টান পড়লেও বেশিরভাগ শরী‘আহসম্মত প্রতিষ্ঠান ও তাদের সম্পদে প্রচলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো সঙ্কটের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েনি।^{২১৫৮} এতে ২০১১ সাল পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকা (এমইএনএ) অঞ্চলে ওআইসি দেশগুলোর

২১৫১ মোরতেজা হায়দারি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

২১৫২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

২১৫৩ ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট (বিআইএস)।

২১৫৪ ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব এক্সচেঞ্জ থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের ভিত্তিতে।

২১৫৫ ওআইসিভুক্ত দেশগুলোতে ইসলামী অর্থায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫।

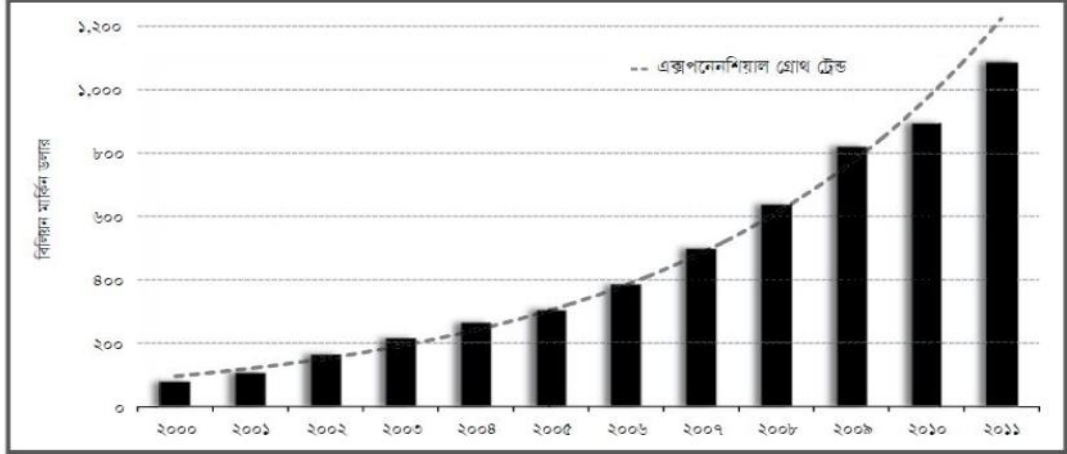
২১৫৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

২১৫৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

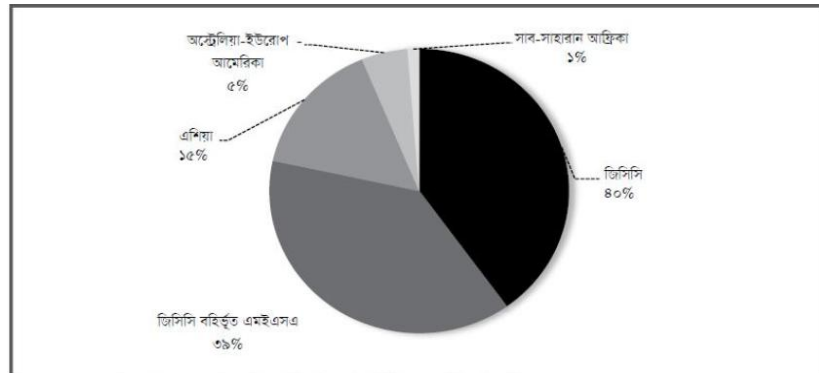
২১৫৮ ওআইসিভুক্ত দেশগুলোতে ইসলামী অর্থায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬।

অংশ ছিল ৭৯%। বৈশ্বিক ইসলামী অর্থায়ন শিল্পে উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের (জিসিসি) ৬টি সদস্য রাষ্ট্রের অংশ ৪০% বা ১.১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। এশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনসংখ্যার দেশগুলোতে এ শিল্পের উপস্থিতি ১৫%। তাই এ অঞ্চলে ইসলামী অর্থায়ন শিল্প বিস্তারের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। বৈশ্বিক ইসলামী অর্থায়ন বাজারের ৫% রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকা অঞ্চলের অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার দেশগুলোতে (চিত্র নং ৬৩)।

চিত্র ৬২: ইসলামী অর্থায়নের বৈশ্বিক সম্পদ^{২১৫৯}



চিত্র ৬৩: শরী'আহসম্মত সম্পদের অঞ্চলভিত্তিক বণ্টন, ২০১১



অন্যদিকে, অবকাঠামোগত উন্নয়ন তহবিলের বিশাল ঘাটতি থাকা সাব-সাহারান আফ্রিকার (এসএসএ) দেশগুলোতে বর্তমানে ইসলামী অর্থায়নের বাজার তেমন নেই। এ অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়নে বিপুল অর্থায়নের সুযোগ থাকায় অঞ্চলটি ইসলামী অর্থায়ন বাজারের একটি নতুন উৎস হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে।^{২১৬০}

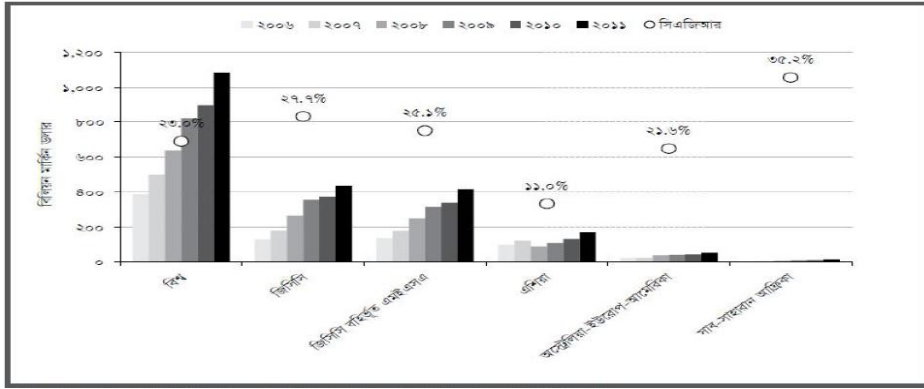
আঞ্চলিক প্রবৃদ্ধির হিসাবে ইসলামী অর্থায়ন শিল্পের প্রবৃদ্ধিতে এমইএনএ-ভুক্ত ওআইসি দেশগুলোর অবদান সবচেয়ে বেশি। বৈশ্বিক ইসলামী অর্থায়ন সম্পদের পাঁচ-চতুর্থাংশের মালিক এসব দেশ। ২০০৬ সাল থেকে এ খাতে দেশগুলোর যৌগিক গড় প্রবৃদ্ধি হার (সিএজিআর) ২৬.৪% (চিত্র ৬৪)। একই সময়ে, বিশেষ করে জিসিসি দেশগুলোতে ইসলামী অর্থায়ন সম্পদের গড় যৌগিক প্রবৃদ্ধি হার (compounded average growth rate) ছিল ২৭.৭%। অন্যদিকে এ শিল্পে তুলনামূলক উপস্থিতি কম হলেও অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার অমুসলিম দেশগুলো ইসলামী অর্থায়ন শিল্পের নতুন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে শুরু করেছে। ২০০৬ সাল থেকে এ অঞ্চলে ইসলামী অর্থায়নের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ২১.৬%-এর মতো। ফলে ২০০৬-২০১১ সময়ে এ অঞ্চলে ইসলামী অর্থায়ন সম্পদ দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পায়। এর মধ্য দিয়ে, অমুসলিম অঞ্চলে ইসলামী অর্থায়ন সেবা শিল্পের গ্রাহকভিত্তি সম্প্রসারণের বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।^{২১৬১}

২১৫৯ Islamic Finance in OIC Member Countries, *Ibid*, P. 3.

২১৬০ ওআইসিভুক্ত দেশগুলোতে ইসলামী অর্থায়ন, প্রাণ্ড, পৃ. ৫৬।

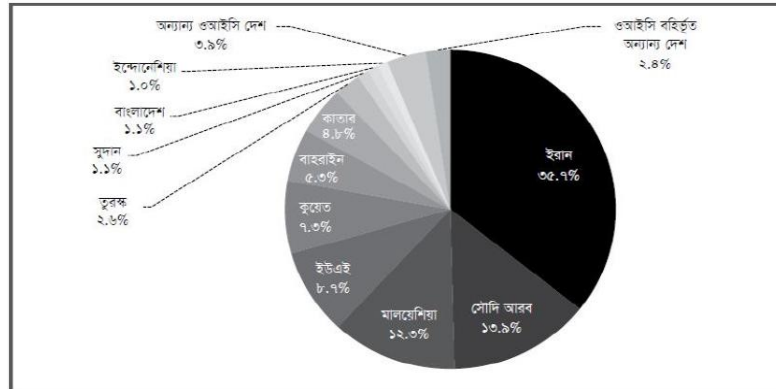
২১৬১ প্রাণ্ড, পৃ. ৫৭।

চিত্র ৬৪: ইসলামী অর্থায়নের বৈশ্বিক সম্পদের অঞ্চলভিত্তিক প্রবৃদ্ধি^{২১৬২}



৮৭ নং চিত্রে দেখা যাবে ইসলামী অর্থায়নের বড় কেন্দ্রগুলোর অবস্থান মধ্যপ্রাচ্যে। এর মধ্যে ইরানও রয়েছে। সার্বিক ইসলামী অর্থায়ন সম্পদে ইরানের অংশ ৩৫.৭%, সৌদি আরবের ১৩.৯%, সংযুক্ত আরব আমিরাতের ৮.৭%, কুয়েতের ৭.৩%, বাহরাইনের ৫.৩% এবং কাতারের ৪.৮% (চিত্র নং ৬৫)। এছাড়া এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে এ খাতে মালয়েশিয়ার অংশ ১২.৩%। এসব দেশের ইসলামী অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলো এই শিল্পের আরো প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং নতুন বাজারে এ শিল্প সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেবে বলে আশা করা যায়।

চিত্র ৬৫: শরী'আহসম্মত সম্পদের দেশভিত্তিক অংশ, ২০১১^{২১৬৩}

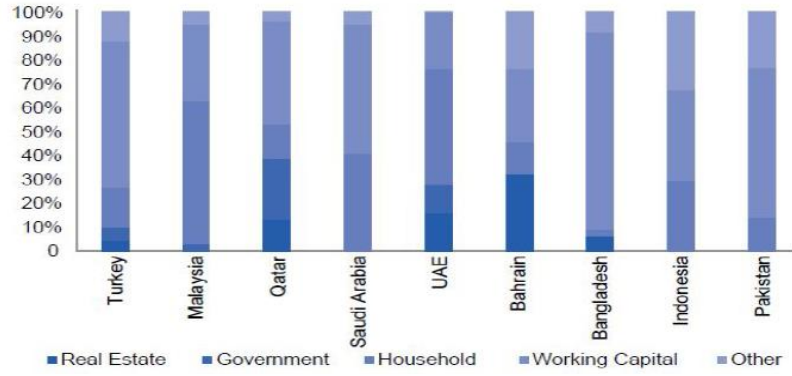


ওআইসিভুক্ত তুরস্ক, সুদান, মিসর, জর্ডান ও সিরিয়ার মতো দেশগুলোতে ইসলামী অর্থায়ন শিল্প দ্রুত গড়ে উঠছে। এসএসএ-ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে নাইজেরিয়া ইসলামী অর্থায়ন শিল্প কাজে লাগাতে জোর প্রচেষ্টা শুরু করেছে।^{২১৬৪} বৈশ্বিক ইসলামী অর্থায়ন শিল্পে এশিয়ার অন্যান্য ওআইসি সদস্য যেমন ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনসংখ্যার দেশগুলোর প্রত্যেকের অংশ ১%-এর মতো।^{২১৬৫} ২০১১ সালে সার্বিক ইসলামী অর্থায়ন সম্পদের মধ্যে ইরানের সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩৮৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর পরে রয়েছে যথাক্রমে সৌদি আরব (১৫১ বিলিয়ন ডলার), মালয়েশিয়া (১৩৩ বিলিয়ন ডলার), আরব আমিরাত (৯৪ বিলিয়ন ডলার), কুয়েত (৮০ বিলিয়ন ডলার), বাহরাইন (৫৮ বিলিয়ন ডলার), কাতার (৫২ বিলিয়ন ডলার) ও তুরস্ক (২৮ বিলিয়ন ডলার)।^{২১৬৬}

বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম অধ্যুষিত দেশের মধ্যে প্রধান প্রধান ৯টি দেশের খাতওয়ারী গড় ইসলামী ব্যাংকিং অর্থায়ন, ২০১২-তে দেখা যায় অর্থনৈতিক মন্দাকালীনও ইসলামী অর্থায়ন শিল্পে রিয়েল এস্টেট, সরকারি, গৃহস্থালী ও অন্যান্য খাতে ইসলামী ব্যাংকের অগ্রগতি ছিল চোখে পড়ার মতো (চিত্র নং ৬৬)। ৮৯ নং চিত্রে দেখা যায়, শরী'আহসম্মত সম্পদের খাতভিত্তিক (শ্রেণিভিত্তিক) সম্পদ, নভেম্বর ২০১৩।

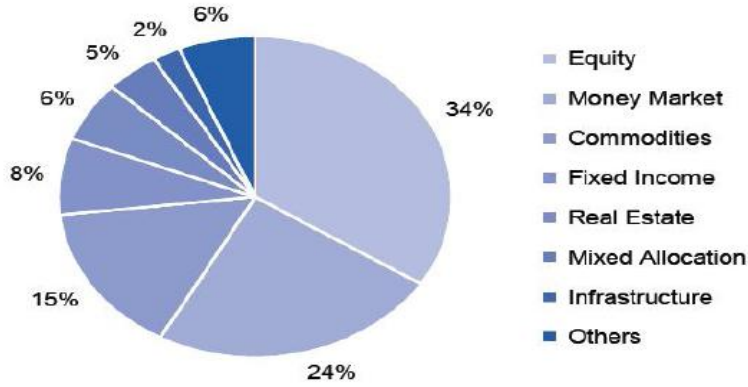
২১৬২ Islamic Finance in OIC Member Countries, *Ibid*, P. 5.
 ২১৬৩ Islamic Finance in OIC Member Countries, *Ibid*, P. 5.
 ২১৬৪ ওআইসিভুক্ত দেশগুলোতে ইসলামী অর্থায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।
 ২১৬৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।
 ২১৬৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

চিত্র ৬৬: দেশভিত্তিক খাতওয়ারী গড় ইসলামী ব্যাংকিং অর্থায়ন (২০১২)^{২১৬৭}



ইসলামী অর্থায়ন সম্পদের মধ্যে রয়েছে ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান, তাকাফুল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। ইসলামী অর্থায়ন রয়েছে এমন দেশগুলোতে এই শিল্পের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ইসলামী ব্যাংকিং।^{২১৬৮}

চিত্র ৬৭: শরী'আহসম্মত সম্পদের খাতভিত্তিক (শ্রেণিভিত্তিক) সম্পদ, নভেম্বর ২০১৩^{২১৬৯}



গ. বৈশ্বিক মন্দায় ইসলামী ব্যাংকগুলোর ঘাতসহনীয়তা গুণ

সাম্প্রতিক আর্থিক সঙ্কটকালে ইসলামী ব্যাংক ও প্রচলিত ব্যাংকগুলোর দক্ষতা তুলনার জন্য আইএমএফ একটি সমীক্ষা চালায়। এতে দেখা যায়, বৈশ্বিক আর্থিক মন্দার সময় ইসলামী ব্যাংকগুলো বেশ ভালো সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। আইএমএফ-এর সমীক্ষায়, যেসব দেশে ইসলামী ব্যাংক ও প্রচলিত ধারার ব্যাংক একইসাথে কাজ করছে সেখানে ব্যাংকগুলোর মুনাফাশীলতা (Profitability), ঋণ ও সম্পদের প্রবৃদ্ধিতে সঙ্কটের প্রভাব খতিয়ে দেখা হয়। নতুন কার্যপত্রে ইসলামী ব্যাংকিং ও আর্থিক স্থিতিশীলতার মধ্যে বিতর্কের একটি নতুন প্রায়োগিক দিক দেখানো হয়েছে। বৈশ্বিক সঙ্কট শুরু হওয়ার পর এ বিষয়ে নতুন করে আগ্রহ সৃষ্টি হয় (চিত্র নং ৬৮)।^{২১৭০} বৈশ্বিক অর্থায়ন শিল্পে ইসলামী ব্যাংকিং খাত একটি দ্রুত বর্ধনশীল অংশ। কোন কোন দেশে এটা প্রক্রিয়াগতভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে পরিণত হয়েছে। অন্যান্য দেশেও এ খাত এতটা বড় যে একে উপেক্ষা করার উপায় নেই। উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোতে (বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদী আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত) বড় বড় ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।^{২১৭১}

^{২১৬৭} Islamic Finance in OIC Member Countries, *Ibid*, P. 127.

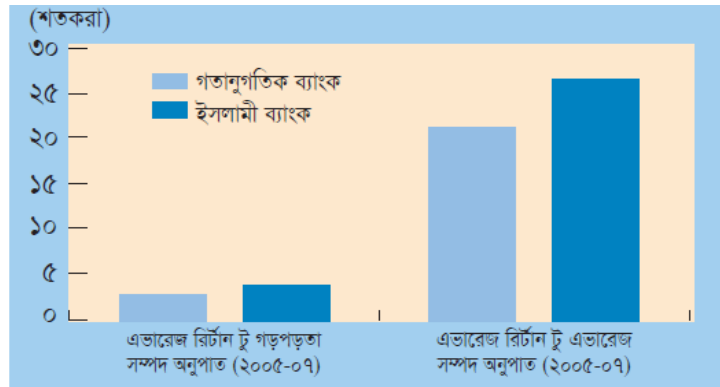
^{২১৬৮} ওআইসিভুক্ত দেশগুলোতে ইসলামী অর্থায়ন, প্রাণ্ডজ, পৃ. ৫৯।

^{২১৬৯} ISLAMIC FINANCIAL SERVICES INDUSTRY STABILITY REPORT 2014, *Ibid*, P. 29.

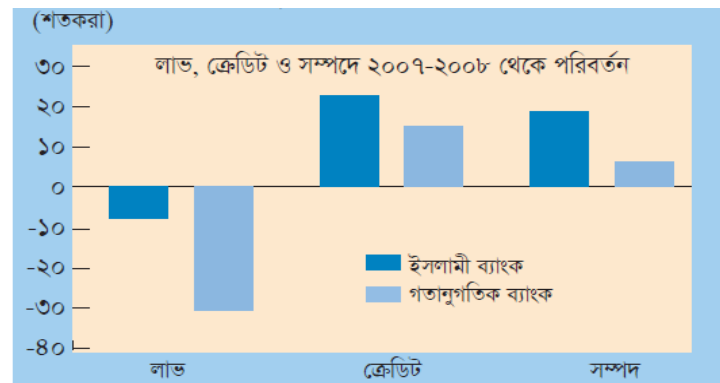
^{২১৭০} মো. আব্দুস সালাম, প্রাণ্ডজ, পৃ. ৮৯।

^{২১৭১} প্রাণ্ডজ, পৃ. ৯০।

চিত্র ৬৮: সঙ্কটের পূর্বে: সঙ্কট চলার সময় প্রতিযোগী প্রচলিত ব্যাংকগুলোর চেয়ে ইসলামী ব্যাংক বেশি লাভজনক ছিল^{২১৭২}



চিত্র ৬৯: প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংকগুলোর লাভের ওপর সঙ্কটের প্রভাব ছিল সীমিত, অন্যদিকে দায় ও সম্পদের প্রবৃদ্ধি ছিল শক্তিশালী^{২১৭৩}

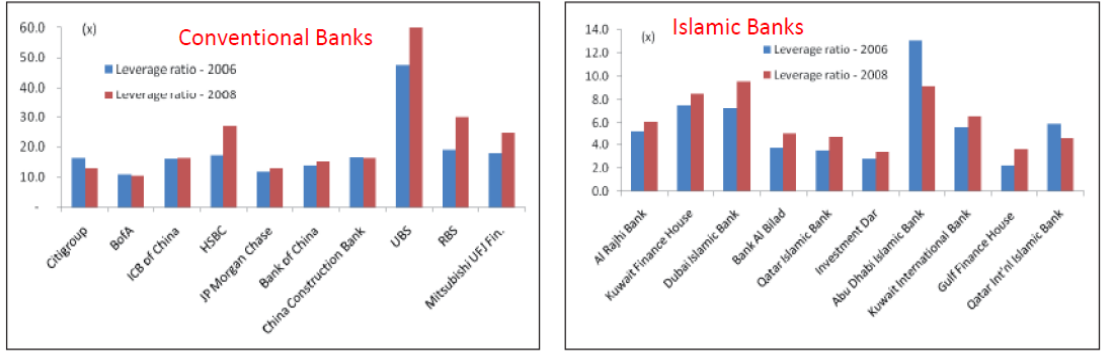


৬৮ ও ৬৯ নং চিত্রে যথাক্রমে সঙ্কট-পূর্ব অবস্থা, সঙ্কটের প্রভাব ও ক্ষতির ভয়াবহতা দেখানো হয়েছে। এখানে ২০০৭-১০ সাল পর্যন্ত বাহরাইন, জর্ডান, কুয়েত, মালয়েশিয়া, কাতার, সৌদি আরব, তুরস্ক ও সংযুক্ত আরব আমিরাত-এ ১০টি দেশের প্রায় ১২০টি ইসলামী ব্যাংক থেকে নেয়া তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রভাব মূল্যায়নের জন্য যেসব গুরুত্বপূর্ণ চলক ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো হলো: মুনাফাশীলতা, ব্যাংকের ঋণ দেয়া, ব্যাংকের সম্পদ ও বাইরের ব্যাংক রেটিং। এ বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটকালে ইসলামী ব্যাংকগুলোর অবস্থা প্রচলিত ব্যাংকগুলো থেকে অনেকটা ভিন্ন ছিল। ২০০৮ সালে (চিত্র নং ৬৯) ইসলামী ব্যাংকিং মডেল ব্যাংকের লাভজনকতায় নেতিবাচক প্রভাব সামাল দিতে সহায়ক হয়েছে। সে বছর বিশেষ করে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ পোর্টফলিও, স্বল্প বিকল্প (লোয়ার লিভারেজ) এবং শরী'আহ নীতিমালার অনুসরণ-ইসলামী ব্যাংকগুলোকে সঙ্কটের প্রভাব সামাল দিতে সহায়তা করেছে।^{২১৭৪} ২০০৯ সালে কয়েকটি দেশের ব্যাংক ভালো না করার কারণ হলো, খাত ও নামের প্রতি মনযোগ কেন্দ্রীভূত করা। এর মাধ্যমে কোন একটি খাত বা ঋণগ্রহণকারীর প্রতি অতি-উদারতা দেখানো হয়েছে। কোন কোন ঘটনায় কেন্দ্রীভূতকরণের সীমা (Concentration limit) রক্ষা না করায় পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। এতে উভয় ধরনের ব্যাংক ব্যবস্থার জন্য একটি নিরপেক্ষ নিয়ন্ত্রণ কাঠামো গড়ে তোলার গুরুত্ব বেড়ে যায়। সঙ্কট-পূর্বকালে (২০০৫-০৭) ইসলামী ব্যাংকগুলো উচ্চতর লাভের মুখ দেখলেও ২০০৮-০৯ সালে এগুলোর গড় লাভের হার ছিল প্রচলিত ব্যাংকগুলোর অনুরূপ। এতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর পুঞ্জীভূত লাভ বেড়ে যায়। এ থেকে বুঝা যায়, সঙ্কট-পূর্বকালে ব্যাংকগুলো যে ভালো সাফল্য দেখিয়েছিল তা শুধু বড় ধরনের ঝুঁকি গ্রহণের প্রবণতা থেকে নয়। বিশ্লেষণে দেখা যায়, বড় ইসলামী ব্যাংকগুলো ছোটগুলোর তুলনায় অনেক ভালো করেছে। এর কারণ সম্ভবতঃ অধিকতর বৈচিত্র্যকরণ, বড় আকারের অর্থনীতি ও অধিক সুনামের কারণে। তাই বলা যায়, বৃহৎ ও সুপরিচালিত ইসলামী ব্যাংক সৃষ্টির মাধ্যমে এই শিল্পের যে অগ্রগতি ঘটেছে, তা প্রচলিত ব্যাংকগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সক্ষম।^{২১৭৫}

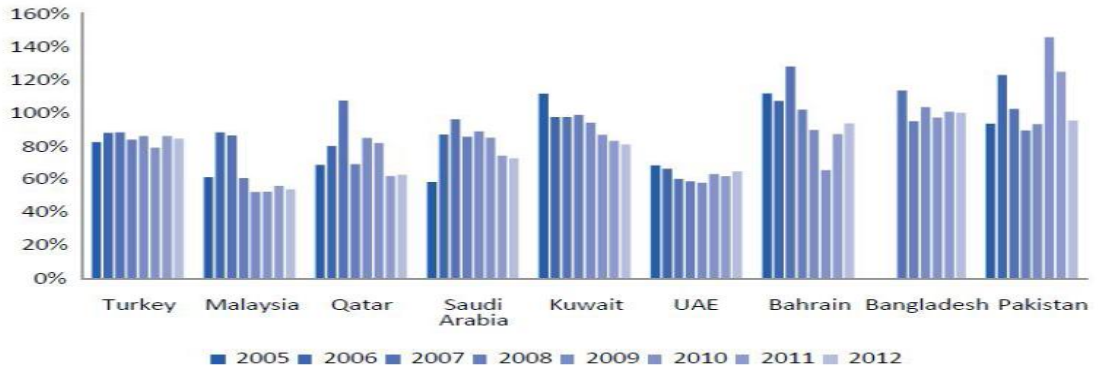
২১৭২ Islamic Banks: More Resilient to Crisis?, *IMF Survey online*, 4 October 2010; আইএম স্টাফ এর হিসাব ও গণনা।
 ২১৭৩ Islamic Banks: More Resilient to Crisis?, *Ibid*, 4 October 2010; আইএম স্টাফ এর হিসাব ও গণনা।
 ২১৭৪ মো. আব্দুস সালাম, *প্রাণ্ড*, পৃ. ৯০।
 ২১৭৫ *প্রাণ্ড*, পৃ. ৯১।

নিচের চিত্র নং ৭০-এ বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের পূর্বে ও পরে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ১০টি ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকের লেভারেজ রেশিও (সম্পদ/ইকুইটি)^{২১৭৬} ও চিত্র নং ৭১-এ দেশভিত্তিক বৈশ্বিক ইসলামী ব্যাংকিং গড় তারল্য অনুপাত (২০০৫-২০১২) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লিখিত চিত্রগুলোতে সঙ্কট-পূর্ব অবস্থা, সঙ্কটের প্রভাব ও ক্ষতির ভয়াবহতা দেখানোর পাশাপাশি ২০০৫ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত আর্থিক মন্দার পূর্বে ও পরে বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিং-এর অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। এ বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটকালে ইসলামী ব্যাংকগুলোর অবস্থা প্রচলিত ব্যাংকগুলো থেকে অনেকটা ভিন্ন ছিল। মন্দা পরবর্তী ২০০৮ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকিং সকল দিক থেকে নেতিবাচক প্রভাব সামাল দিতে সহায়ক হয়েছে।^{২১৭৭}

চিত্র ৭০: বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের পূর্বে ও পরে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ১০টি ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকের লেভারেজ রেশিও (সম্পদ/ইকুইটি)^{২১৭৮}



চিত্র ৭১: দেশভিত্তিক বৈশ্বিক ইসলামী ব্যাংকিং গড় তারল্য অনুপাত (২০০৫-২০১২)^{২১৭৯}



সঙ্কটের সময় বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করেছিল ইসলামী ব্যাংক। এ সময় এসব ব্যাংকের বিনিয়োগ ও সম্পদের প্রবৃদ্ধি হয়েছিল প্রচলিত ব্যাংকগুলোর তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। এটা সম্ভব হয়েছিল ইসলামী ব্যাংকগুলোর অধিকতর স্বচ্ছলতার কারণে। বেশিরভাগ ইসলামী ব্যাংক তখন তাদের পোর্টফলিওর বড় অংশ ভোজা খাতে বিনিয়োগ করে। সঙ্কটকালে এই খাত অন্যান্য খাতের তুলনায় কম ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে বিভিন্ন দেশের গবেষণায় দেখা গেছে। বাইরের রেটিং এজেন্সিগুলোও এই ফলাফলকে সমর্থন করে। তারা ইসলামী ব্যাংকের ঝুঁকি পুনঃমূল্যায়ণ করে দেখতে পায় এই ঝুঁকি প্রচলিত ব্যাংকগুলোর চেয়ে অনেক কম অথবা প্রায় একই ধরনের। সঙ্কটকালে বড় ধরনের প্রবৃদ্ধি থেকে বুঝা যায়, ইসলামী ব্যাংকগুলো ভবিষ্যতে বাজারের বড় অংশ দখল করার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তবে এর মধ্যে বৃহত্তর তদারকির দায়িত্ব রয়েছে।^{২১৮০}

^{২১৭৬} Hassan MobeenAlam, *Ibid*, Vol. 2, No. 10, P. 196.
^{২১৭৭} ISLAMIC FINANCIAL SERVICES INDUSTRY STABILITY REPORT 2014, *Ibid*, P. 124-125 & 142.
^{২১৭৮} Hassan Mobeen Alam, *Ibid*, Vol. 2, No. 10, P. 196.
^{২১৭৯} ISLAMIC FINANCIAL SERVICES INDUSTRY STABILITY REPORT 2014, *Ibid*, P. 125.
^{২১৮০} মো. আব্দুস সালাম, *প্রগুক্ত*, পৃ. ৯১।

ঘ. অর্থনৈতিক মন্দার শ্রোতের বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকিং-এর শক্তিশালী অবস্থানের মূল্যায়ন এক. মন্দায় ইসলামী অর্থায়ন শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি

‘দ্য সিটি ইউকে’র (২০১২) সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে ২০১১ সালে ইসলামী অর্থায়ন শিল্পের তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতিগুলো নিম্নের ছক নং ৫-এ একনজরে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে^{২১৮১}:

ছক ৫: ২০১১ সালে ইসলামী অর্থায়ন শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি^{২১৮২}

নভেম্বর ২০১১	থমসন রয়টার্স কর্তৃক বিশ্বের প্রথম ইসলামী আন্তঃব্যাংক রেট, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক বেঞ্চমার্ক রেট (আইআইবিআর) উদ্বোধন, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি), এসইএসআরআইসি, একাউন্টিং এন্ড অডিটিং অর্গানাইজেশন ফর ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশনস (এএওআইএফআই), সেই সঙ্গে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ব্যাংকগুলোর একটি কনসোর্টিয়াম।
মে ২০১১	ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতি দানের সিদ্ধান্ত নেয় ওমান। এক্ষেত্রে ছয়টি জিসিসি দেশের মধ্যে ওমান ছিল সর্বশেষ।
ফেব্রুয়ারি ২০১১	ইসলামী ব্যাংকিং উইনডোর মাধ্যমে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর শরী‘আহসম্মত পণ্য সেবা প্রদান নিষিদ্ধ করে কাতার।

একটি পুরোদস্তুর ইসলামী পুঁজি বাজার গঠন এবং ইসলামী অর্থায়ন শিল্পকে প্রচলিত ব্যবস্থা থেকে আলাদা করার জন্য আইআইবিআর-এর যাত্রা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। ১৯৭৫ সালে প্রথম ইসলামী বাণিজ্যিক ব্যাংক স্থাপনের পর থেকেই ইসলামী অর্থায়ন শিল্প এমন একটি নিজস্ব বেঞ্চমার্ক অনুসন্ধানের চেষ্টা চালিয়ে আসছিল যা বিস্তৃত পরিসরে ইসলামী অর্থায়ন পণ্যের মূল্য নির্ধারণে ব্যবহার করা যাবে। যার মধ্যে থাকবে স্বল্প-মেয়াদি তারল্য-সংশ্লিষ্ট পণ্য থেকে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ পণ্য; যেমন, ইসলামী সুক্ক (ইসলামী পুঁজি বাজার)। লন্ডন বেঞ্চমার্ক প্রস্তাবিত হার (এলআইবিওআর)-এর মতো প্রচলিত বেঞ্চমার্ক-এর বিপরীতে ইসলামী অর্থায়ন শিল্পে এমন কোন ব্যবস্থা এতদিন যে ঘাটতি ছিল, একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইআইবিআর তা পূরণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। যদিও এখনো শরী‘আহসম্মত আন্তঃব্যাংক তহবিলের প্রত্যাশিত মুরাবাহা মুনাফা হিসাব করতে আইআইবিআরকে মার্কিন ডলার ব্যবহার করতে হচ্ছে। স্বাভাবিক প্রকৃতির-পদ্ধতি হিসেবে আইআইবিআর ইসলামী বেঞ্চমার্ক কমিটি একেই বেছে নিয়েছে। সন্দেহ নেই এর ফলে মুদারাবা, মুশারাকা, সুক্ক ও ওয়াকালার মতো অন্যান্য ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতিতে ওই হারের ভিত্তি আরো সম্প্রসারণ করা সহজ হবে। এইপদ্ধতিগুলো ক্রমেই বিস্তৃত পরিসরে অনুসরণ করা হচ্ছে। অন্যদিকে, শরী‘আহসম্মত ইসলামী আর্থিক সেবার বিপুল চাহিদার কারণে ২০১১ সালের মে-তে ওমান তার দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়। এতদিন ওই অঞ্চলের অন্যান্য দেশের মাধ্যমে এ চাহিদা পূরণ করা হচ্ছিল। ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ফলে ওমান থেকে এতদিন যে ইসলামী বিনিয়োগ বাইরে চলে যাচ্ছিল তার পরিমাণ কমে আসবে। কাতারে প্রচলিত ব্যাংকিং-এর ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পুরোমাত্রায় ইসলামী ব্যাংকিং চালুর সুযোগ এবং ইসলামী ব্যাংকিং-এ নবতর উদ্ভাবন উৎসাহিত হবে বলে আশা করা যায়।^{২১৮৩} বিশ্বে জনসংখ্যার মোটামুটি এক তৃতীয়াংশ মুসলমান এবং ওআইসি’র দেশগুলো চারটি মহাদেশে ছড়িয়ে আছে। বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রে ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থার বিস্তৃতিতেও রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য।^{২১৮৪} ইরান ও সুদানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুরোপুরি ইসলামিক। ওআইসি’র এ দুই সদস্য দেশকে বাদ দিয়ে নির্দিষ্ট কয়েকটি সদস্য রাষ্ট্রে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা বিস্তারের পর্যায় এবং এসব দেশে মোট জনসংখ্যার কত অংশ মুসলমান তা ৯৬নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা বিস্তারের হার সর্বোচ্চ। এখানে সার্বিক ব্যাংকিং সম্পদের ৬৫%-এর অংশীদার ইসলামী অর্থায়ন। বাহরাইনে এই হার ৪৬% এবং সৌদি আরবে ৩৫%। তবে, পাকিস্তান, তুরস্ক, মিসর ও ইন্দোনেশিয়ার মতো বৃহৎ মুসলিম জনসংখ্যার (প্রায় ৫৪ কোটি মানুষ) দেশগুলোতে ইসলামী ব্যাংকিং-এর বিস্তার সার্বিক ব্যাংকিং সম্পদেও মাত্র ৪-৫%। স্পষ্টত, ওআইসিভুক্ত অনেক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে ইসলামী ব্যাংকিং সেবার এই স্বল্প উপস্থিতি বলে দেয়, ইসলামী অর্থায়ন শিল্প সাম্প্রতিক সময়ে যে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে তা ধরে রাখার মতো প্রচুর সুযোগ রয়েছে। এসব দেশে অনেক গ্রাহক হয় ধর্মীয় অনুভূতির কারণে ব্যাংকিং সেবা নিতে উৎসাহী হয় না, অথবা তাদের আর্থিক প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রচলিত ব্যবস্থার দ্বারস্থ না হয়ে উপায় নেই (চিত্র নং ৭২ ও ৭৩)।^{২১৮৫} বিগত ১৫ বছর ধরে, প্রতিবছর ইস্যু করা সুক্ক-এর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ২০১১ সালে ওআইসি দেশগুলোতে এ ধরনের সুক্ক

২১৮১ ওআইসিভুক্ত দেশগুলোতে ইসলামী অর্থায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯-৬০।

২১৮২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯-৬০।

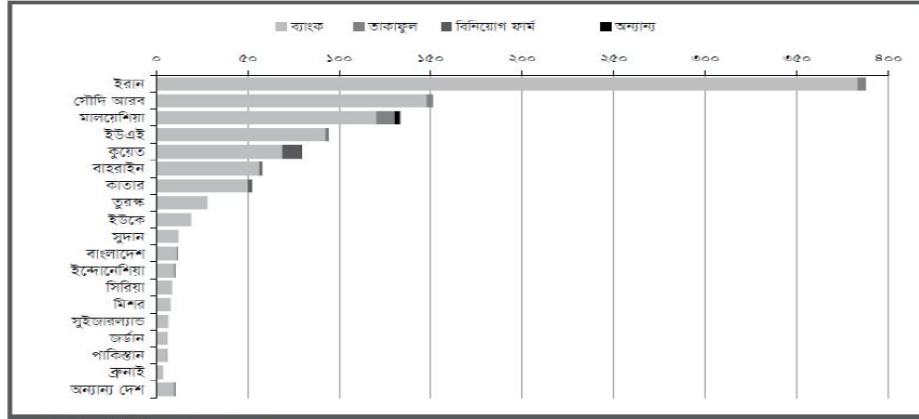
২১৮৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

২১৮৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

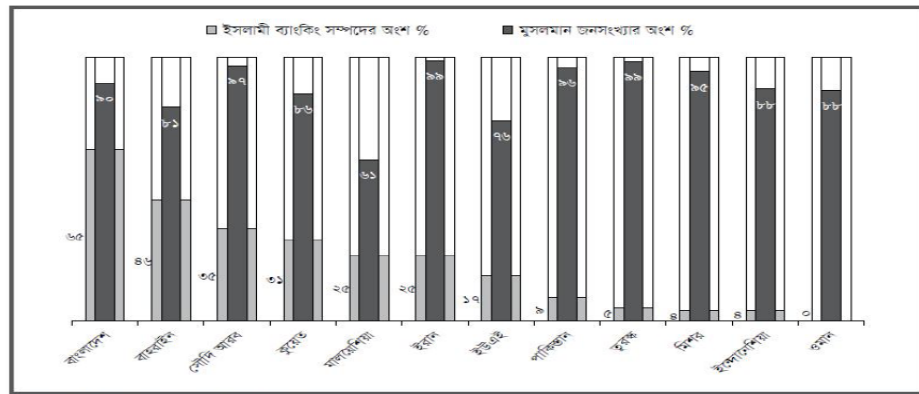
২১৮৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১-৬২।

ইস্যুর পরিমাণ দাঁড়ায় বার্ষিক ৮৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি দশকের শুরু থেকে এই শিল্পের প্রবৃদ্ধির ইতিহাসে তা একটি রেকর্ড (চিত্র ৭৪)। ২১৮৬

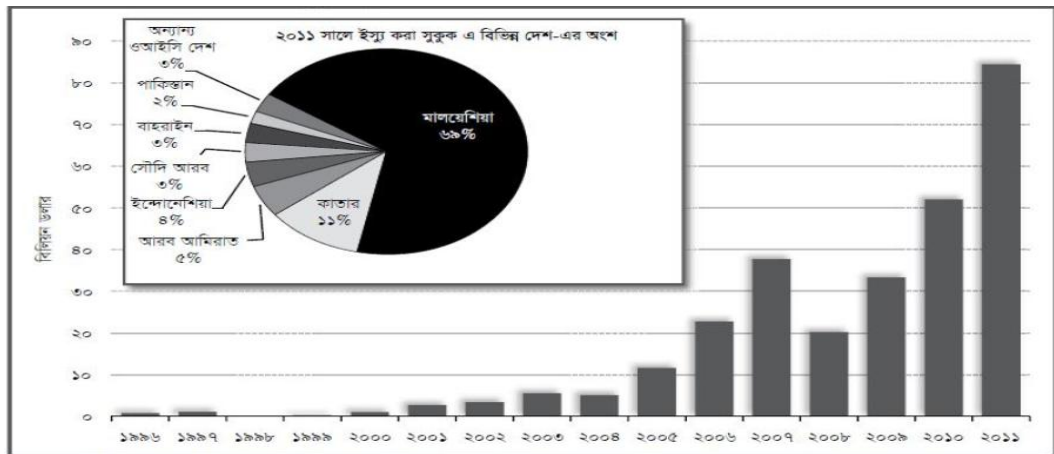
চিত্র ৭২: শরী‘আহসম্মত সম্পদের সবচেয়ে বড় অংশীদার ওআইসি দেশগুলো, বিলিয়ন ডলার, ২০১১



চিত্র ৭৩: নির্দিষ্ট কয়েকটি ওআইসি দেশে ইসলামী অর্থায়নের বিস্তার

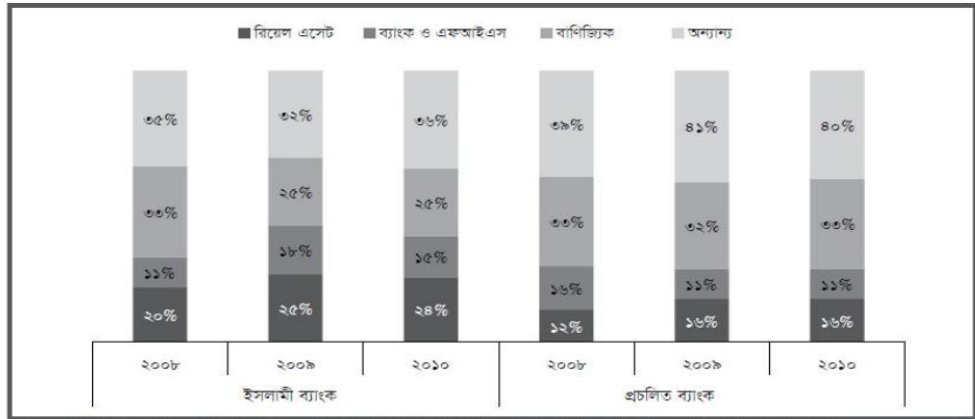


চিত্র ৭৪: ওআইসি দেশগুলোতে সুক্ক ইস্যু



‘Earnst & Young World Islamic Banking Competitiveness Report 2011-2012’-তে ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকগুলোর সম্পদ ঘনত্ব প্রকাশ করা হয়।

চিত্র ৭৫: ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকগুলোর সম্পদ ঘনত্ব^{২১৮৭}



সরবরাহ ও চাহিদা ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থায়ন শিল্পের সহজাত শক্তি অনেক। এই শক্তির উৎস ইসলামের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ। এই সহজাত শক্তি সত্যিকার চেতনার সঙ্গে বাস্তবায়িত করা গেলে ইসলামী অর্থায়ন শিল্পের প্রবৃদ্ধি বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।^{২১৮৮} ‘Earnst & Young World Islamic Banking Competitiveness Report 2011-2012’-তে ওআইসি সদস্য দেশগুলোতে ইসলামী অর্থায়ন অবকাঠামো প্রকাশ করা হয় (চিত্র নং ১০১)। এ ব্যাপারে সাম্প্রতিক ও অতীতের জরিপগুলো লক্ষণীয়। এগুলোতে দেখা যায় পছন্দ করার সুযোগ পেলে বেশিরভাগ মুসলমান ইসলামী অর্থায়নের বিকল্পগুলোই বেছে নেন। এসব জরিপের কয়েকটি এবং এগুলোর ফলাফল ৪নং ছক-এ দেখানো হয়েছে। যেমন ফিলিস্তিনের কথা বলা যায়। সেখানে স্বল্প-আয়ের বেশিরভাগ পরিবার প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থার চেয়ে ইসলামী আর্থিক সেবা গ্রহণে আগ্রহী। তাদের অর্ধেকই বলেছেন, ইসলামী আর্থিক পণ্য গ্রহণের জন্য উচ্চতর মূল্য দিতেও তারা রাজি (ছক নং ৬)।^{২১৮৯}

ছক ৬: মুসলিম বিশ্বে পছন্দের ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থায়নকে অগ্রাধিকার দান^{২১৯০}

আলজেরিয়া	ফ্রাঙ্কফোর্ট স্কুল অব ফাইন্যান্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট (ব্যাংকএকাডেমি ইন্টারন্যাশনাল) (২০০৬)	এই জরিপে দেখা যায়, ২০.৭% ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের মালিক মূলত ধর্মীয় কারণে কোন ঋণের জন্য আবেদন করেননি।
ইন্দোনেশিয়া	ব্যাংক ইন্দোনেশিয়া (২০০০)	পূর্ব জাভায় ৪৯% গ্রামীণ জনগণ সুদকে নিষিদ্ধ গণ্য করেন এবং শরী‘আহসম্মত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে লেনদেন পছন্দ করেন।
জর্ডান	আইএফসি এবং এফআইএনসিএ (২০০৬)	সাক্ষাতকার দেয়া যথাক্রমে ২৫% ও ৩২% মানুষ জানান, তারা ধর্মীয় কারণে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ঋণ নেননি। এই জরিপে আরো দেখা যায়, ১৮.৬% উত্তরদাতার ঋণ নেয়ার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একক উপাদান হলো ধর্মীয়।
লেবানন	হামজি (২০০১)	প্রচলিত ধারার ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনায় ইসলামী কর্মসূচিগুলোর প্রবৃদ্ধির সাফল্য দেখে বুঝা যায় যে বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষ ইসলামী অর্থায়নকে পছন্দ করেন। তাছাড়া ক্ষুদ্রঋণের পেশাজীবীরা জানান যে শরী‘আহসম্মত না হলে আর্থিক সেবা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন অনেক দরিদ্র মানুষ।
ফিলিস্তিন	প্লানেট ফাইন্যান্স (২০০৭)	জরিপে উত্তরদাতা ৬০% নিম্ন-আয়ের মানুষ জানান,

২১৮৭ Islamic Finance in OIC Member Countries, *OIC Outlook Series*, May 2012, *Ibid*, Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries, P. 11; ওআইসিভুক্ত দেশগুলোতে ইসলামী অর্থায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

২১৮৮ ওআইসিভুক্ত দেশগুলোতে ইসলামী অর্থায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

২১৮৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

২১৯০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭।

		তারা প্রচলিত ধারার চেয়ে ইসলামী পণ্য বেশি পছন্দ করেন। এদের অর্ধেক আবার জানান, উচ্চতর মূল্য দিয়েও তারা ইসলামী পণ্য নিতে রাজি।
সিরিয়া	আইএফসি (২০০৭)	জরিপে দেখা যায়, ৪৩% উত্তরদাতা ক্ষুদ্রঋণ নেয়ার ক্ষেত্রে ধর্মীয় বাধ্যবাধকতাকে সবচে বড় বাধা হিসেবে উল্লেখ করেন। তাছাড়া, কখনো ঋণের আবেদন করেননি এমন ৪৬% উত্তরদাতা জানান, তাদের আবেদন না করার প্রধান কারণ ধর্মীয়। বর্তমানে ঋণ নিয়েছেন এমন ৫% উত্তরদাতা জানান, ধর্মীয় কারণেই তারা আবারো ঋণের জন্য আবেদন করবেন না।
ইয়েমেন	ন্যাশনাল মাইক্রোফাইন্যান্স ফাউন্ডেশন	মূল্য যাই হোক না কেন ৪০%-এর মতো দরিদ্র জনগণ ইসলামী অর্থায়ন সেবা পেতে চান।
আফগানিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, সিরিয়া ও ইয়েমেন	এফআইএসসিএ (আফগানিস্তান), জার্মান টেকনিক্যাল কোঅপারেশন (ইন্দোনেশিয়া), সানাদিক ইন জাবাল-আল-হোস (সিরিয়া), সোশাল ফান্ড ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট (ইয়েমেন) এবং হেদিদাহ মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম (ইয়েমেন)	ক্ষুদ্রঋণ পেশাজীবীরা ইংগিত দেন, এসব দেশে (বায়ে দেখুন) ইসলামী পণ্য সহজলভ্য হলে প্রচলিত ধারার অনেক ক্ষুদ্রঋণ গ্রহিতা আগের জায়গা থেকে সরে এসে সেগুলো গ্রহণ করবেন (সিজিএপি, ২০০৮)।

তাছাড়া, বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কট, ইউরোপের বিশৃঙ্খলা এবং কিছু সদস্য রাষ্ট্রে সম্প্রতি যে রাজনৈতিক গোলযোগ চলছে তার মধ্যেও ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থা সাফল্যের সঙ্গে উৎরে গেছে। ২০০০ সালের পর যে আর্থিক সঙ্কট দেখা দেয় তার মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিকভাবেই ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থার টেকসই গুণটির পরীক্ষা হয়েছে। বিগত অর্থনৈতিক সঙ্কটের আগের সময়ের তুলনায় পরে ইসলামী অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলো যে আরো বেশি স্থিতিশীল হয়ে উঠেছে তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ)-এর সাম্প্রতিক এক ব্যবহারিক গবেষণায় দেখা যায় (কার্যপত্র নং: ডব্লিউপি/১০/২০১) বৈশ্বিক সঙ্কটকালে গড় লাভজনকতা প্রচলিত ব্যাংকগুলোর মতো একই থাকলেও ইসলামী ব্যাংকগুলোর মুনাফা ছিল অধিকতর স্থিতিশীল। পাশাপাশি, এগুলোর সম্পদ ও ঋণ প্রবৃদ্ধি প্রচলিত ব্যাংকগুলোর তুলনায় অন্তত দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। এগুলোর 'এক্সটার্নাল রেটিং'ও সাধারণভাবে অনুকূল ছিল। স্থিতিশীলতা ও টেকসইযোগ্যতার বিষয়টি আরো আগেই ওআইসিভুক্ত অনেক কেন্দ্রীয় ব্যাংক গভর্নরের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। যাদের মধ্যে রয়েছেন মালয়েশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর জেতি আখতার আজিজ এবং তুরস্কেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর দুরমাস ইলমাজ। তারা জোর দিয়ে উল্লেখ করেন, ইসলামী অর্থায়নের সহজাত শক্তিমত্তা হলো আর্থিক লেনদেন ও উৎপাদনশীল পুঁজি প্রবাহের মধ্যে মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, শাসন ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার 'বিল্ট-ইন-ডাইমেনশন' (built-in-dimensions) এবং অত্যধিক লিভারেজ ব্যবহার এবং ধ্বংসাত্মক আর্থিক উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা। এগুলোই ইসলামী অর্থায়নের সম্ভবপরতা (viability) ও স্থিতিস্থাপকতায় অবদান রেখেছে।^{২১৯১}

বৈশ্বিক আর্থিক সেবা শিল্পের একটি দ্রুত বিকাশমান অংশ হিসেবে ইসলামী অর্থায়ন ওআইসিভুক্ত অনেক দেশে ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ এবং এতটাই বিশালায়তন হয়ে উঠেছে যে অন্যরা তা আর উপেক্ষা করতে পারছে না। বৃহৎ পরিসরে প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থা সুদভিত্তিক এবং তা ঝুঁকি স্থানান্তর অনুমোদন করে। বিপরীতে, ইসলামী অর্থায়ন হলো সম্পদভিত্তিক এবং ঝুঁকি বণ্টন হয় আমানতকারী, ব্যাংক এবং উদ্যোক্তার মধ্যে। এসব বৈশিষ্ট্য ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাড়তি পরিচালনা ব্যয় বহনে বাধ্য করলেও এসব গুণাগুণ প্রতিষ্ঠানগুলোর তৎপরতাকে প্রকৃত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত করে। যা অতিমাত্রায় ঝুঁকি গ্রহণ ও ফটকাবাজার মতো অস্বাভাবিক আর্থিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার আশংকা কমিয়ে দেয়।^{২১৯২} বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কট ইসলামী অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর সহজাত স্থিতিশীলতা ও স্থিতিস্থাপক গুণাবলি প্রমাণের একটি সুযোগ করে দেয়। পাশাপাশি এটা গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই শিল্পকে একটি লেভেল প্লেইং ফিল্ড দেয়ার জন্য একটি সুপরিচালিত ইসলামী অর্থায়ন অবকাঠামো গড়ে তোলা অপরিহার্য। তাছাড়া, ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থায় তত্ত্বাবধান ও আইনি কাঠামো

২১৯১ প্রাণ্ড, পৃ. ৬৭-৬৮।

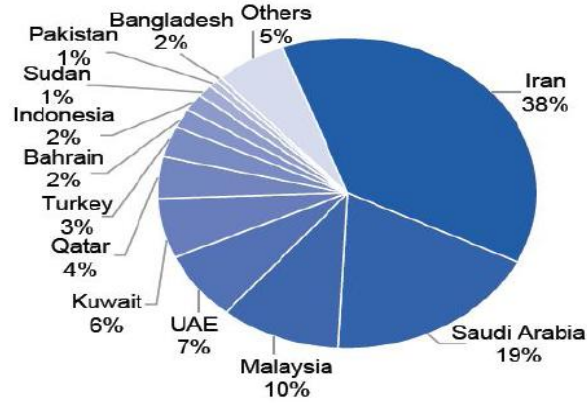
২১৯২ প্রাণ্ড, পৃ. ৬৮-৬৯।

যেন দ্রুত পরিবর্তনশীল ইসলামী আর্থিক দৃশ্যপট ও বিশ্বের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে ওআইসি দেশগুলোর নিয়ন্ত্রক ও মান-নির্ধারকদের তা নিশ্চিত করতে হবে। অবকাঠামো উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে বৈশ্বিক আর্থিক সংস্কার এজেন্ডার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।^{২১৯৩}

দুই. সাম্প্রতিক বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর অবস্থান আরো সুসংহত

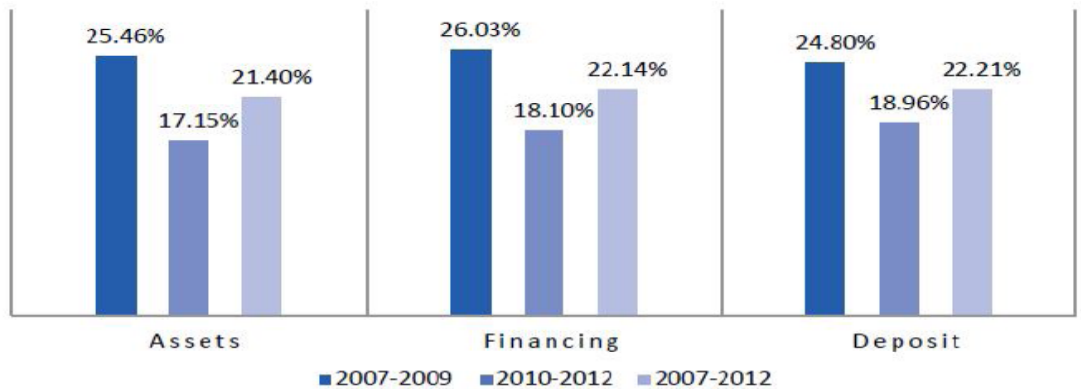
ইসলামী আইন অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সুদ (রিবা) নিষিদ্ধ। বিশ্বে বর্তমানে মুসলমান জনসংখ্যা প্রায় ১৬০ কোটি। তাদের বেশিরভাগ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় লেনদেনে ‘রিবা’ এড়িয়ে চলতে চান। ১৯২৯-৩৩ সালের মন্দার সময় প্রায় ৯ হাজার ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যায়। ২০০৭ সালে ‘মটগেজ লেভিং’ বিশ্বজুড়ে আর্থিক সঙ্কট সৃষ্টি করে। তাই প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় আর্থিক অস্থিতিশীলতার সহজাত ঝুঁকি থাকায় আমানতকারীদের মাঝে বিকল্প ব্যাংকব্যবস্থার প্রতি আগ্রহ ক্রমাগত বাড়ছে। এতে নৈতিক আবেদন ও বৃহত্তর নির্ভরযোগ্যতার কারণে প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার তুলনায় ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থাকে অনেক বেশি অনুকূল হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এর ফলে বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রতি মানুষ প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়ছে।^{২১৯৪} নিচে (চিত্র নং ৭৬) বিশ্ব অর্থনীতিতে ইসলামী ব্যাংকিং-এর অংশগ্রহণ দেয়া হলো :

চিত্র ৭৬: দেশভিত্তিক বিশ্ব ইসলামী ব্যাংকিং সম্পদের পরিমাণ (প্রথম অর্ধবর্ষ, ২০১৩)^{২১৯৫}



প্রচলিত ব্যাংকিং-এর বিকল্প হিসেবে ইসলামী ব্যাংকিং খাত দ্রুত অগ্রসরমান খাতে পরিণত হয়েছে। ক্রমান্বয়ে তা প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাচ্ছে। নিম্নে চিত্র নং ৭৭-এ ২০০৭-২০১২-এ বিশ্ব অর্থব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংকিং খাতের একটি পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে, যেখানে মোট সম্পদ, সঞ্চয় ও অর্থায়নের তুলনামূলক চিত্র দেখানো হয়েছে।

চিত্র ৭৭: ইসলামী ব্যাংকিং শিল্পে সম্পদ, সঞ্চয় ও অর্থায়নের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির পরিসংখ্যান (২০০৭-২০১২)^{২১৯৬}



বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার পরও বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিং খাত পূর্বের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ইসলামী অর্থায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। যেখানে গতানুগতিক অর্থায়নে প্রচলিত ব্যাংকিং খাত মন্দায় আক্রান্ত হয়ে পর্যদুস্ত। ইসলামী ব্যাংকিং

^{২১৯৩} প্রাণ্ডজ, পৃ. ৬৯।

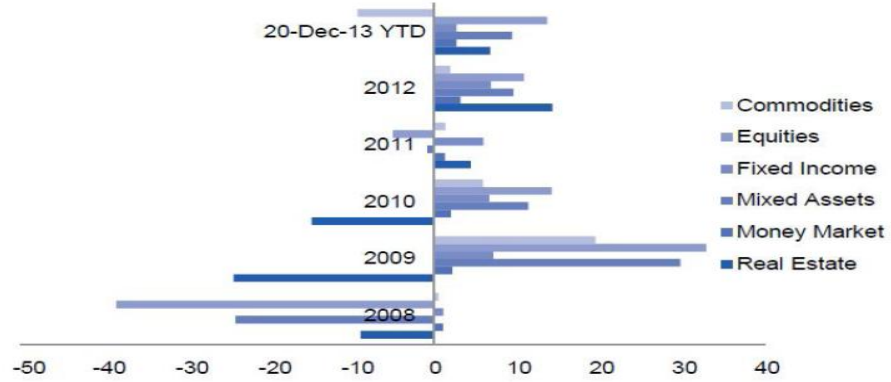
^{২১৯৪} ড. নিসার আহমদ, প্রাণ্ডজ, পৃ. ১০১-১০২।

^{২১৯৫} ISLAMIC FINANCIAL SERVICES INDUSTRY STABILITY REPORT 2014, *Ibid*, P. 15.

^{২১৯৬} *Ibid*, P. 16.

অর্থায়নের বিপরীতে সর্বদা সম্পদ থাকে, অর্থাৎ প্রতিটি লেনদেনই হয় বাস্তবসম্মত। তাই এতে ফটকাবাজির স্থান নেই। জন্মলগ্ন থেকেই ইসলামী ব্যাংকিং খাতের অর্থায়নের বিপরীতে রিটার্নও উল্লেখযোগ্য। এর কারণ প্রকৃত পণ্যে অর্থায়ন। নিম্নের চিত্রে (চিত্র নং ৭৮) তারই প্রতিফলন ঘটেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে মন্দা ও মন্দা পরবর্তী সময়েও ইসলামী ব্যাংকিং-এর রিটার্ন পূর্বেও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া।

চিত্র ৭৮: ইসলামী সম্পদ অর্থায়ন প্রকৃতির দিক থেকে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ঐতিহাসিক রিটার্ন (২০০৮-২০ ডিসেম্বর ২০১৩)^{২১৯৭}



ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা ঝুঁকি ভাগ করে নেয়ার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, যা ব্যবসার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। একই সঙ্গে ইসলামী ব্যাংকগুলো ব্যবসা চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে আর্থিক চ্যালেঞ্জ ও সঙ্কট মোকাবেলার জন্য স্বচ্ছল থাকতে অতি উঁচুপর্যায়ের ‘রিজার্ভ রেশিও’ সংরক্ষণ করে। এটা ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য খুবই ইতিবাচক একটি বিষয়। এর ফলে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকি অনেক কমে যায়।^{২১৯৮} বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে বিশ্বের স্বনামধন্য ব্যাংক ও ঋণদাতা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যখন কাহিল হয়ে পড়েছে তখন বিশ্বের ১০০টি বৃহৎ ইসলামী ব্যাংক ২০০৮ সালে তার আগের বছরের তুলনায় শতকরা ৬৬ ভাগ বেশি মুনাফা করেছে। অর্থনীতি বিষয়ক ম্যাগাজিন ‘দ্যা এশিয়ান ব্যাংকার’-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে সিঙ্গাপুর থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, ২০০৭ সালে ঐ ১০০টি ইসলামী ব্যাংকের সম্পদের পরিমাণ ছিলো ৩৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০০৮ সালের শেষ নাগাদ এসে ৫৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে। ইসলামী ব্যাংকগুলো শতকরা ৬৬ ভাগ মুনাফা করলেও এশিয়ার ৩০০টি বৃহৎ ব্যাংক একই সময়ে লাভ করেছে ১৩.৪ শতাংশ। ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থায় ইরানের ব্যাংকগুলো উলেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। ইরানের ব্যাংকগুলো প্রথম ১০টি ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে সপ্তম এবং ১০০টি ব্যাংকের মধ্যে ১২তম স্থান লাভ করেছে। এছাড়া ২০০৮ সালে ১০০টি ইসলামী ব্যাংকের মোট সম্পদের শতকরা ৪০ ভাগ সম্পদ ছিলো ইরানের ব্যাংকগুলোর কাছে। বাকি ৪০ ভাগ সম্পদ ছিলো সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব ও কুয়েতের সবগুলো ব্যাংকের কাছে। অন্যান্য দেশের ছোট ছোট ইসলামী ব্যাংকগুলো কাছে ছিলো বাকি ২০ ভাগ সম্পদ। তবে ইরানের সবগুলো ব্যাংকের মোট সম্পদ সবার চেয়ে বেশি হলেও এককভাবে সৌদি আরবের ব্যাংকগুলো বেশি মুনাফা করেছে বলে ‘দ্যা এশিয়ান ব্যাংকার’ এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। সৌদি আরবের আল রাজি ব্যাংক ২০০৮ সালে ১.৭৪ বিলিয়ন ডলার মুনাফা করেছে যা ইরানের সবচেয়ে লাভজনক ব্যাংক তেজারাতের মুনাফার ৫ গুণ বেশি। মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে বৃটেনের দুটি ইসলামী ব্যাংক ঐ ১০০টি ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। এছাড়া মালয়েশিয়া এবং বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো ছাড়া এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার তেমন কোন ইসলামী ব্যাংক শীর্ষস্থানীয় ১০০টি ব্যাংকের কাতারে শামিল হতে পারে নি। মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার ২টি, পাকিস্তানের ৩টি এবং সিঙ্গাপুর ও ব্রুনাই এর একটি করে ইসলামী ব্যাংক শীর্ষস্থানীয় ১০০টি ইসলামী ব্যাংকের তালিকায় নিজেদের স্থান করে নিয়েছে।^{২১৯৯} অতএব পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ব্যর্থতার কারণে এর বিকল্প হিসেবে ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয় :

প্রথমত: পুঁজিবাদ মানবজাতির অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। দারিদ্র্য দূর করতে পারেনি। বরং ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বৃদ্ধি করেছে। বর্তমানে পুঁজিবাদের সঙ্কট আরো ঘনীভূত হয়েছে। গত এক দশক ধরে পাশ্চাত্য বিশ্বে মন্দা চলছে, বেকার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিশ্বের মোট সম্পদের ৯৯% সম্পদ ১% লোকের হাতে পুঞ্জীভূত

^{২১৯৭} Ibid, P. 161.

^{২১৯৮} ড. নিসার আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১-১০২।

^{২১৯৯} উদ্ধৃত: বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও ইসলামী ব্যাংকগুলোর আয় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, রেডিও তেহরান, ২৮ আগস্ট ২০০৯।

হয়েছে। পুঁজিবাদী দর্শনের একটি মূল ক্রটি হচ্ছে যে, এতে অর্থনৈতিক বিধিগুলিকে প্রাকৃতিক আইনের মতো মনে করা হয়। চন্দ্র যেমন তার গতিতে চলে, কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তেমনিভাবে অর্থনৈতিক আইনগুলিকে এ রকম মনে করা হয়। পুঁজিবাদ আরো বলে যে অর্থনীতি হচ্ছে একটি পজিটিভ সাইন্স অর্থাৎ অর্থনীতির কোনো মূল্যবোধ নেই। এটা আপন গতিতে চলে। সুতরাং পুঁজিবাদ এক মূল্যবোধহীন অর্থনীতির জন্ম দিয়েছে।^{২২০০}

দ্বিতীয়ত: পুঁজিবাদ বলে যে মানুষের কাছে প্রেরণাটা হচ্ছে আর্থিক স্বার্থ (pecuniary interest)। এর মাধ্যমে খোলামেলাভাবে মানুষকে মানবিকতা হতে সরিয়ে বস্তুবাদ ও ভোগবাদের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু পুঁজিবাদের এ কথাটি সঠিক নয়। কারণ মানুষের কাজের কারণ কেবল আর্থিক স্বার্থই নয়। বরং আর্থিক স্বার্থ কেবল একটি কারণ। মানুষের কাজের অন্যান্য দিকের মধ্যে রয়েছে পরিবারের সেবা দেশ সেবা ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালন।^{২২০১}

তৃতীয়ত: পুঁজিবাদের দাবি যে বাজার ব্যবস্থা (মার্কেট সিস্টেম) ক্রটিহীন। এ কথা সঠিক নয়। কারণ বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে বর্তমানে জনগণের সত্যিকার প্রয়োজন মার্কেটে আসে না। প্রয়োজন অর্থ না থাকলে চাহিদায় পরিণত হতে পারে না। যেমন, দারিদ্র্যের ঔষধ, খাবার এবং শিক্ষা প্রয়োজন। অর্থ না থাকায় এগুলো তা চাহিদা পরিণত হতে পারে না। অন্যদিকে ধনির গাড়ি ও খেলনা প্রয়োজন এবং কেনার সামর্থ্য থাকায় তা ডিমাম্ডে পরিণত হয়। এ কারণে পুঁজিবাদী মার্কেট ব্যবস্থায় সমাজের সম্পদ প্রকৃত প্রয়োজনের দিকে না গিয়ে অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় দিকে প্রবাহিত হয়। পুঁজিবাদ যেহেতু নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাস করে না তাই এর সমাধান পুঁজিবাদে নাই।^{২২০২} পুঁজিবাদের এসব ক্রটির কারণে দারিদ্র্যের অবসান ও সম্পদের পুঞ্জীভূত হওয়া বন্ধ করা এর দ্বারা সম্ভব নয়।

ইসলামী অর্থনীতিতে মার্কেট সিস্টেম আছে তবে তা নিয়ন্ত্রিত। ইসলামের পরিভাষায় একে বলা হয় হিসাবা বা পর্যবেক্ষক। পুঁজিবাদের এসব সমস্যা সমাধানের জন্য ইসলাম সরকারি হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা বা হিসাবা রাখা হয়েছে। এর আওতায় প্রয়োজনে সরকার নানা ধরনের নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে। এ ছাড়া ইসলাম শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে ভোগবাদ থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করে যাতে অপ্রয়োজনীয় চাহিদা কমে যায় এবং সম্পদ প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের দিকে যায়। ইসলাম এ সব সমাধানে মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতি ব্যবহার করবে। সরকারের ব্যয়ে দরিদ্রবান্ধব নীতি গ্রহণ করা হবে। রাজস্ব ধার্যে সামর্থ্যের দিকে নজর রাখা হবে। তবে ব্যাপক পরিবর্তন হবে মুদ্রানীতিতে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছাপিয়ে যে নতুন অর্থ বাজারে ছাড়ে তা ‘ফাও’ বা প্রায় খরচহীন নতুন অর্থ। বর্তমানে এ টাকা সুদে সরকারকে বা ব্যাংকসমূহকে দেয়া হয়।^{২২০৩} ড. এম. উমর চাপড়ার মতে, এ টাকা সুদহীনভাবে সরকারকে দিতে হবে যাতে সরকার দারিদ্র্যবান্ধব প্রকল্প কার্যকরী করতে পারে। এর একটি অংশ বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে মুদারাবা বিনিয়োগ হিসাবে দিতে হবে। এর ফলে ব্যাংকসমূহ কম লাভের প্রকল্পেও যেতে পারবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কম লাভ পেলেও ক্ষতি নাই। কেননা এই টাকা মূলতঃ ‘ফাও’ টাকা। তিনি আরও বলেছেন, বাণিজ্যিক ব্যাংক যে নতুন অর্থ তৈরি করে তা প্রকৃত পক্ষে ব্যাংকের পরিশ্রমের ফল নয়। তাই এ অর্থ জনগণের পক্ষ থেকে মুদারাবা এ্যাডভান্স হিসাবে গণ্য হবে। এর লাভের অংশ জনগণ পাবে অর্থাৎ সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে। মুদারাবা হচ্ছে লাভ লোকসান ভাগাভাগি করা ভিত্তিক ব্যবসা ব্যবস্থা।^{২২০৪}

২২০০ শাহ আব্দুল হান্নান, পুঁজিবাদের ক্রটি এবং ইসলামী বিকল্প, দৈনিক সংগ্রাম, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৪; ড. মুহাম্মাদ বশিরউল্লাহ, প্রাগুক্ত।
 ২২০১ শাহ আব্দুল হান্নান, পুঁজিবাদের ক্রটি এবং ইসলামী বিকল্প, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।
 ২২০২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।
 ২২০৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।
 ২২০৪ উদ্ধৃত: প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

নবম অধ্যায়

গবেষণার ফলাফল, সম্ভাবনা, সমস্যাবলী, সুপারিশমালা ও উপসংহার

- ৯.১ গবেষণার ফলাফল
- ৯.২ সম্ভাবনা
- ৯.৩ সমস্যাবলী
- ৯.৪ সুপারিশমালা
- ৯.৫ উপসংহার

নবম অধ্যায়

গবেষণার ফলাফল, সম্ভাবনা, সমস্যাবলী, সুপারিশমালা ও উপসংহার

৯.১ গবেষণার ফলাফল

‘বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা প্রতিরোধে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির প্রায়োগিক বাস্তবতা’ শীর্ষক গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয় ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সকল মানদণ্ডে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। অর্থব্যবস্থায় এর প্রয়োগের ফলে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার জীবানু এতে অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হয় না। ফলে অর্থব্যবস্থার সকল চাকা সচল ও সক্রিয় থাকে। অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার হওয়ার দরুন মানুষের অর্থনৈতিক কার্যক্রম সবসময় স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে। নিম্নে গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের বিবরণ দেয়া হলো:

- ইসলামী অর্থব্যবস্থার ইতিহাস হাজার বছরের। আদি পিতা আদম (আ.) থেকে শুরু করে প্রতিটি যুগে প্রতিটি শতাব্দীতে প্রতিটি জনপদে এবং প্রতিটি সভ্যতায় ইকুইটি (সমতা) ও পার্টনারশিপ (অংশীদারি) ভিত্তিতে ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালিত হতো। যা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির অনুশীলন। আর ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূল কথাও হলো এটি। কিন্তু আবহমানকাল ধরে ব্যবহৃত এসব ব্যবসায়-বাণিজ্য পদ্ধতি কাঠামোবদ্ধ বা আনুষ্ঠানিক কিংবা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অনুশীলিত হয়নি। রাসূল (সা.) এর মদীনার রষ্ট্রব্যবস্থা (৬২২-৬৩২) থেকে শুরু করে খেলাফাতে রাশেদা (৬৩২-৬৬১), উমাইয়া খিলাফত (৬৬১-৭৫০), আব্বাসীয় খিলাফত (৭৫০-১২৫৮), উসমানিয়া খিলাফত (অটোমান সাম্রাজ্য) (১২৯৯-১৯২২/১৯২৩) পর্যন্ত সময়কালে বিভিন্ন মুসলিম শাসনামলে ইসলামী অর্থব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী বিকাশ লাভ করে। ইসলামী অর্থব্যবস্থার বিকাশমান ধারায় বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে কাঠামোবদ্ধ বা আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা। একবিংশ শতাব্দীতে এসে তা পূর্ণতা লাভ করে। অর্ধশতাব্দী বা প্রায় ষাট বছরের ইতিহাস হলেও আজ ইসলামী অর্থব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা মূলধারার অর্থব্যবস্থা হিসেবে বিশ্ববাসীর সামনে তার যৌক্তিকতা তুলে ধরে বাস্তবতা প্রমাণে সক্ষম হয়েছে। তাই ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা খরশ্রোতা ও বহতা নদীর ন্যায় একটি ন্যায্যনুগ, আদর্শিক, কল্যাণমুখী ও মানবিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম, যা বাস্তব অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত থেকে তার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে।
- ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয় ইসলামের শরী‘আহ নীতিমালার ভিত্তিতে। আর প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম পরিচালিত হয় মানবরচিত নীতিমালার ভিত্তিতে। তাই ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় শরী‘আহর তিনটি মৌলিক বিধান প্রযোজ্য হয়। সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে মৌলিক বিধান হচ্ছে, সুদের ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। দ্বিতীয়ত, মদ, জুরা ও শূকরের মাংস উৎপাদনের মতো ইসলামে নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আর্থিকভাবে জড়িত না হওয়া। তৃতীয় ও সর্বশেষ, ধনসম্পদ অর্জনের জন্য অনিশ্চয়তা ভরা ও অতি ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকাণ্ডে না জড়ানো।
- ☞ প্রথম বিধানে দেখা যায়, সুদভিত্তিক প্রচলিত ব্যাংক ও অর্থায়ন ব্যবস্থা পশ্চিমা বিশ্ব বিশেষত ইউরোপের মানুষের জন্য অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থা শুধু ভঙ্গুরই নয়, এটি অনেক সামাজিক সমস্যার জন্ম দিয়েছে। ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলোতে ইসলামী ব্যাংকিং শিল্প প্রসারের বিপুল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ইতোমধ্যে ইউরোপের অনেক দেশে প্রচলিত ব্যাংকিং-এর সমান্তরালে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়া জনগণের বিপুল সাড়া ও সমর্থনের ফলে বিশ্বব্যাপী অল্প সময়ের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকিং-এর কার্যক্রম আশাতীত বিস্তৃতি লাভ ও সফলতা অর্জন করেছে। বহুজাতিক বড় ব্যাংকগুলোও এখন শুধু মুসলিম অধ্যুষিত দেশে নয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নির্বিশেষে উন্নত ও উন্নয়নগামী বিভিন্ন দেশে ইসলামী প্রোডাক্ট চালু করেছে।

সুদের কারবার সমাজের স্বল্প-বিস্ত বিপুল সংখ্যক মানুষের সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জীভূত করে। এরপর সেই সম্পদের সুফল আরো কম সংখ্যক মানুষের কাছে কেন্দ্রীভূত হয়। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকিং সম্পদ আবর্তনের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, ‘সম্পদ যেন শুধু তোমাদের ধনীদেব মাঝে আবর্তিত না হয়’ (আল-কুরআন, ৫৯:৭)। এ নীতি মেনে ইসলামী ব্যাংক উৎপাদন বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করার সাথে সাথে উৎপাদিত পণ্যের সামাজিক বন্টনের নীতিকে গুরুত্ব দেয়। অর্থাৎ সম্পদ উৎপাদনই লক্ষ্য

বা শেষ কথা নয়। কী ধরনের সম্পদ কার জন্য উৎপাদন করা হবে এবং সে উৎপাদিত সম্পদ কিভাবে বেশি উপকারভোগীর কাছে পৌঁছানো হবে এটি ইসলামী ব্যাংকিং-এর গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার। এর ফলে দেখা যায় যে, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধির ফলে অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী গড়ে তোলার মাধ্যমে এসব বিশ্বের মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার বিপরীতে সুদমুক্ত ইসলামী অর্থনীতির অংশ হিসেবে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা মানুষের জীবনে সুফল বয়ে আনছে। সুদমুক্ত ব্যাংকিং মানুষের সুন্দর ও সুস্থ জীবনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসায় জনগণের কাছে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যার দরুন বিশ্বের সর্বত্র প্রচলিত ব্যাংকের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকিং চালুর হিড়িক পড়েছে। ইসলামী ব্যাংক ও ব্যাংকিং বর্তমান বিশ্বের সুদবহুল অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের বিপরীতে সুদমুক্ত বিকল্প ধরনের অসাধারণ এক ব্যাংকব্যবস্থা। বর্তমানে সারা বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক অসাধারণ নৈপুণ্য ও সফলতা প্রদর্শনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ শরী‘আহভিত্তিক কার্যাবলী পরিচালনার দ্বারা মানুষের ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে। এমনকি এটি সুদী অর্থব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে।

বিশ শতকের শেষ দশকে বিশ্বব্যাপী আর্থিক সঙ্কট প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার আধিপত্যকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। তাই লাভক্ষতির অংশীদারিত্বভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের বিকল্প হিসেবে এখন একটি টেকসই প্রতিপক্ষ। কেননা ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা নিতান্তই একটি ব্যবসা। এই ব্যবস্থায় মানবিক প্রয়োজনের তাগিদে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়েছে। এখানে সার্বিক কার্যক্রম ও যাবতীয় লেনদেন প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। এজন্যই বর্তমান বিশ্বে একটি মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে গেছে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা। ইসলামী অর্থব্যবস্থার সুফল ও ব্যবস্থাপনার প্রতি লক্ষ্য করে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ লর্ড কীনস বলেছেন যে, সঠিকভাবে পরিচালিত সমাজে সুদের হার শূন্যের কোঠায় পৌঁছতে পারে। বাস্তবক্ষেত্রে বর্তমানে সুদের হার ক্রমশ শূন্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ১ম বিশ্বযুদ্ধ হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সুদের হারের বিরূপ তারতম্য সৃষ্টি হচ্ছে। ১ম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারত সরকার বার্ষিক ৬.৫% হারে সুদে ক্যাশ সার্টিফিকেট ইস্যু করেছিল। ২য় মহাযুদ্ধের সময় সরকারি পর্যায়ে বার্ষিক ২.৫% হারে সুদ কর্তৃক পাওয়া সহজসাধ্য ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যাংকের হার ছিল ১% মাত্র। এমনকি ভারত সরকার বার্ষিক ০.২৫% হার সুদে ট্রেজারি বিল প্রদান করতো।

❧ দ্বিতীয় বিধানে দেখা যায়, অনৈতিক (মদ, জুয়া, অশ্লীল সামগ্রী, তামাক জাতীয় দ্রব্য, অস্ত্র ও শুকরের মাংস ব্যবসায়) হিসেবে বিবেচিত খাতে লেনদেন নিষিদ্ধ এই নীতি মেনে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি ঝুঁকি ও মুনাফা ভাগাভাগি করে নিয়ে বৃহত্তর সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করছে। ইসলামী ব্যাংকিং-এ ক্যাসিনো (জুয়া), অশ্লীলতা, অস্ত্র ব্যবসা ও শুকরের মাংস সম্পর্কিত ব্যবসায় বিনিয়োগ প্রত্যাহার ও নিষিদ্ধ হওয়ায় সমাজের জন্য কল্যাণকর এমন প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ উৎসাহিত করে। শর্ট সেলিং (কোন জিনিস মালিকানায় আসার পূর্বে বিক্রয় করা) এবং অতি ঝুঁকিপূর্ণ লেনদেনও এই ব্যাংকব্যবস্থায় নিষিদ্ধ। পশ্চিমা পুঁজিবাদী প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার সাব-প্রাইম মর্টগেজ (এমন এক ধরনের ঋণ, যা এমন ঋণগ্রহীতাকে প্রদান করা হয়েছে যার যথেষ্ট সামর্থ্য নেই এবং অতীতে ঋণ গ্রহণের পর তা পরিশোধের রেকর্ড যার দুর্বল), কোলেটারাইজড ডেট অবলিগেশন বা ক্রেডিট ডিফল্ট সোয়াপ (এক ধরনের ক্রেডিট ডিরাইভেটিভ কিংবা দুই পক্ষের মাঝে সম্পাদিত এক ধরনের চুক্তি, যেখানে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে কিস্তিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষ এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তৃতীয় পক্ষ ব্যর্থ হলে সে প্রথম পক্ষকে তার পাওনা পরিশোধ করে দেবে। প্রথম পক্ষকে buyer, দ্বিতীয় পক্ষকে seller এবং তৃতীয় পক্ষকে বলা হয় reference entity)-এর মতো সমস্যা সৃষ্টিকারী পণ্যগুলো ইসলামী বিধানে নিষিদ্ধ।

২০০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হওয়া আর্থিক সঙ্কট গোটা বিশ্বে গ্রাস করেছে; যার নেতিবাচক প্রভাব এখনো বিদ্যমান। এটি বিশ্বব্যাপী আর্থিক বাজারকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তিনটি কারণে এই সঙ্কট ছিল অনিবার্য। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রের সাব-প্রাইম আবাসন খাতে অতিমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ ঋণ দান। দ্বিতীয়ত, আবাসন খাতে ঋণগ্রহীতা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান উভয়েই ফটকাবাজার শিকার এবং তৃতীয়ত, তারল্য সঙ্কট। সঙ্কটের কারণগুলোর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিশ্বব্যাপী আর্থিক-দুঃস্থলের মতো একটি পরিস্থিতির জন্ম দেয়। আবাসন

বাজারে ফটকাবাজি এবং শিখিল নিয়ন্ত্রণবিধির ফলে একটি সমান্তরাল ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। যার আকার নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকিং খাতের প্রায় ৪০ শতাংশ। এমন পরিস্থিতির জন্য বাড়ির ক্রেতা, বন্ধকী খাত, বিনিয়োগকারী ব্যাংক, নগদ অর্থ জোগানদাতা এবং বীমা পলিসিদাতাসহ সবাই আইনকানুনকেই দায়ী করা হয়েছে। অন্যদিকে বিভিন্ন গবেষণায় পাওয়া তথ্যে দেখা যায়, এই সঙ্কটের মধ্যেও ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তথা ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা ছিল তুলনামূলক নিরাপদ। বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কট সামগ্রিকভাবে এই ব্যাংকব্যবস্থাকে সামনে এগিয়ে এসে নিজেদেরকে বৈশ্বিক মূলধারার অর্থায়নকারী তথা ঋণ ও ইকুইটিদাতা এবং ন্যায়সঙ্গত ও সঠিক পছন্দের প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে তুলে ধরার সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধভিত্তিক অর্থনীতি মানুষকে শোষণ ও নির্যাতনের হাতিয়ারে পরিণত করেছে। এ ব্যবস্থা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বিষফোঁড়া হয়ে দেখা দেয়। এর কুফল মানুষ হাঁড়ে হাঁড়ে অনুধাবন করে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার দিকে ঝুঁকছে। এখানে একটি যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন এসে যায়, সাব-প্রাইম মার্কেট-এর কারণে সৃষ্ট সঙ্কটে যখন ল্যেহম্যান ব্রাদার্সের মত বৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পতন ঘটে তখন ইসলামী ব্যাংকগুলোতে এর প্রভাব কম কেন? অনেক নিবন্ধকার ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থার প্রকৃতি ও গঠন বিশ্লেষণ করে এর উত্তর খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে, এর কারণ হলো, ইসলামী বিধান। এতে অর্থের বিনিময়ে অর্থ ঋণ দেয়া, সুদ নেয়া, ফটকাবাজি, অতিমাত্রায় ঋণ সৃষ্টি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

তৃতীয় বিধানে দেখা যায়, ইসলামী ব্যাংকগুলো মূলত অর্থ ব্যবহারকারীদের প্রকল্পে সরাসরি বিনিয়োগের মাধ্যমে লাভ-লোকসানের হিসাব করে। এই ব্যবসায় আমানতকারীদের গণ্য করা হয় ব্যাংকের অংশীদাররূপে। এখানে কোনো বিশেষ চুক্তির মাধ্যমে ন্যূনতম লাভের নিশ্চয়তা অথবা তাদের গচ্ছিত অর্থ বা আমানতের জন্য কোনো পূর্বনির্ধারিত হারে লাভ দেয়া হয় না। আর্থিক লেনদেনে টাকার বেচাকেনার পরিবর্তে প্রকৃত পণ্যের (real asset) কারবার এবং অংশীদারিত্বমূলক পারস্পরিক সহযোগিতা ও দরদভিত্তিক মানবসম্মত কার্যক্রম পরিচালনা ইসলামী ব্যাংকিং-এর বৈশিষ্ট্য। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় টাকা নিজে কোন পণ্য নয়। টাকা হলো হলো মিডিয়াম বা বিনিময়ের মাধ্যম। এহেন টাকাকে কৃত্রিমভাবে পণ্যের মতো বেচাকেনা করে মুনাফা অর্জন যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। মুনাফা হলো একই সাথে উদ্যোক্তার পুঁজি, শ্রম ও সময় বিনিয়োগের ফল। আর সেই মুনাফা পূর্ব নির্ধারিত বা নিশ্চিত নয়। মুনাফা অনির্ধারিত, অনির্দিষ্ট ও অনিশ্চিত। অন্যদিকে টাকা বেচাকেনার মাধ্যমে প্রাপ্ত সুদ পূর্ব নির্ধারিত, নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত। এতে এক পক্ষের লাভ নিশ্চিত, অন্য পক্ষের লাভের কোন নিশ্চয়তা থাকে না। ব্যবসায় লোকসানের ঝুঁকি বহন করতে হয়, কিন্তু সুদে কোন ঝুঁকি নেই।

বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের তীব্রতা ও পুনরাবৃত্তি রোধের একটি কার্যকর হাতিয়ার হতে পারে ঝুঁকিবন্টন-ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা-এ বিষয়ে আজ বিশ্বের অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ একমত। ঋণের ছড়াছড়ি ও অনুমাননির্ভর আর্থিক কর্মকাণ্ডই আসলে বর্তমান সঙ্কটের মূল কারণ। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার সহজাত প্রবণতা এই ঝুঁকি কমিয়ে আনতে সুরক্ষা ব্যুহ হিসাবে কাজ করে। এ ব্যবস্থায় অর্থ প্রবাহ ও ঋণ সম্প্রসারণের সঙ্গে উৎপাদনশীলতা অর্থাৎ প্রকৃত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে সব সময় একটি নিবিড় যোগাযোগ থাকে। প্রাথমিকভাবে এটি ঋণ দিয়ে প্রকৃত পণ্য ও সেবা কেনার সুযোগ করে দেয়। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার মূল শর্ত হচ্ছে-ব্যাংকে আমানতকৃত জনসাধারণের অর্থের কোনো সুদ দেয়া হবে না। কিংবা কাউকে ঋণ দিয়ে তার নিকট থেকে কোনো সুদগ্রহণ করা যাবে না। এটি সুদ নিষিদ্ধকরণ এবং লাভ লোকসানের অংশীদারিত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী ব্যাংক আমানতকারীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত অর্থ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে। বিনিয়োগ থেকে যে লাভ হয় তা আমানতকারীদের মধ্যে নির্দিষ্ট নিয়ম মোতাবেক বন্টন করে। যার দরুন ইসলামী ব্যাংক এবং আমানতকারীদের মধ্যে একটি অংশীদারিত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং সমাজ থেকে যাবতীয় সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক লেনদেনের বিলোপ সাধিত হচ্ছে।

প্রচলিত ব্যাংকিং-এর বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি আর্থিক ব্যবস্থায় একটি সুন্দর এবং ভারসাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠায় কাজ করে। এই ব্যাংকব্যবস্থা সম্পদ-ভিত্তিক হওয়ায় এর প্রতিটি লেনদেনের পেছনে সম্পদের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা আবশ্যিক। ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ইসলামের অর্থনৈতিক ও আর্থিক নীতিমালা বাস্তবায়ন করা ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার উদ্দেশ্য। ইসলামী ব্যাংকিং আর্থিক মধ্যস্থতার এমন এক পদ্ধতি যা তার লেনদেনে সুদ গ্রহণ ও প্রদান করে না এবং এর কার্যাবলি এমনভাবে পরিচালনা করে যাতে ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য অর্জন তথা অর্থনীতিতে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়। ইসলামী ব্যাংক অর্থনীতি, আর্থিক লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে বৈষম্য দূরীকরণ, ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা এবং আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো তৈরী ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কাজ করে। তাই ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালিত হয় মানুষের স্বাভাবিক আর্থিক লেনদেনের

সহজাত প্রক্রিয়া অনুসারে। প্রচলিত ধারার ব্যাংক-ব্যবস্থার সাথে ইসলামী ব্যাংকের স্বাতন্ত্র্য শুধু পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে নয়। সুদমুক্ত লেনদেন এ ব্যবস্থার একমাত্র স্বাতন্ত্র্য নয়। এ ব্যাংকিং-এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, নীতি ও কর্মধারা ব্যাপক জনগণের কল্যাণে নিবেদিত। সমাজের গুটিকতক মানুষের লোভের চাহিদা পূরণের জন্য শুধু লাভকে সব কিছুর ওপর প্রাধান্য না দিয়ে সকল মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণকে অগ্রাধিকার দিয়ে আর্থ-সামাজিক সুবিচার কায়েমে ইসলামী ব্যাংক কাজ করে।

বিংশ শতাব্দীতে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার উদ্ভব থেকে বিভিন্ন দেশে এই ব্যবস্থা চালুর পর নানা ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগের মধ্যেও তা দ্রুত উন্নতি লাভ করেছে। একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকে ইসলামী অর্থায়ন শিল্পের দিগন্তে সবচেয়ে নাটকীয় পরিবর্তন সূচিত হয়। বর্তমান বিশ্ব-অর্থনৈতিক পরিবেশের অসাধারণ সব চ্যালেঞ্জ ও অনিশ্চয়তার মধ্যেও ইসলামী অর্থায়ন বিশ্বব্যাপী অর্থায়ন শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছে। আর ওআইসি দেশগুলো পরিণত হয়েছে ইসলামী অর্থায়ন সেবার প্রধান সরবরাহকারীতে। গত কয়েক দশকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো ইসলামী অর্থায়নের আন্তর্জাতিকতা এবং আন্তর্জাতিক অর্থায়ন ব্যবস্থায় এর ক্রমবর্ধমান ভূমিকা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই ব্যবস্থা পশ্চিমা বহুজাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নজর কেড়েছে। সিটি গ্রুপ এবং এইচএসবিসি'র মতো ব্যাংকও আরব বিশ্বের বাহরাইন এবং সংযুক্ত আমিরাতে এই ব্যবস্থা চালু করেছে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনে এইচএসবিসি বিভিন্ন ইসলামী 'আর্থিক পণ্য' লেনদেন করে থাকে। পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে কিছু ইসলামী 'আর্থিক পণ্য' সম্পত্তি অধিগ্রহণ যেমন, রিয়েল এস্টেট, ছোট ছোট করপোরেশন অধিগ্রহণের কাজে ব্যবহৃত হয়। পুরোপুরি ইসলামী নীতি মেনে এ কাজ করা হয়। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বার্থ নয়, সামাজিক কল্যাণের আদর্শ মূল চালিকা শক্তি। নৈতিক শৃঙ্খলার বিধান অনুসরণ করে সামাজিক উন্নয়নের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমন্বয় সাধন করা এ ব্যবস্থার অন্যতম কর্মকৌশল। বঞ্চিত ও অভাবী মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালন, মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বেও কারণ দূরীকরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ইসলামী ব্যাংকের কর্মকৌশলের অন্তর্ভুক্ত। কেবলমাত্র সম্পদ উৎপাদন নয়, উৎপাদিত পণ্যের বন্টনে সার্বজনীন কল্যাণের আদর্শ অনুসরণ ও গ্রাহকদের সাথে দাতা-গ্রহীতার বদলে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক স্থাপন ইসলামী ব্যাংকিং-এ প্রাণশক্তি রূপে কাজ করে। প্রচলিত ব্যাংকের সাথে গ্রাহকের সম্পর্ক ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার। অপরদিকে ইসলামী ব্যাংক টাকাকে কেনা-বেচার পণ্য হিসেবে গণ্য করে না।

- আমানত, সম্পদ, ইকুইটি ও বিনিয়োগ প্রভৃতির নিরিখে ইসলামী ব্যাংকগুলো রীতিমত সন্তোষজনক অবস্থানে রয়েছে। গ্রুপ হিসেবেও ইসলামী ব্যাংকগুলো স্থিতিশীল ও মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে সুদী ব্যাংকের মতই যোগ্যতা সম্পন্ন। প্রচলিত ব্যাংকগুলোর তুলনায় ইসলামী ব্যাংকগুলো এগিয়ে রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকগুলো অতিরিক্ত তারল্য সমস্যায় ভারাক্রান্ত এই অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় সুকূক হলো বন্ডের সমতুল্য। কিন্তু এতে ঋণ বিক্রির পরিবর্তে সম্পদের একটি অংশ বিক্রি করা হয়। সুকূক ক্রেতা তার সম্পদ সুকূক ইস্যুকারীর কাছে ভাড়া দেন। প্রচলিত ব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকিং এই নীতিতে বিশ্বাসী যে, কেবল ঝুঁকি নিয়েই মুনাফা অর্জন করা যায়। ইসলামী ব্যাংকিং একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দ্বারা পরিচালিত। আর তা হলো, যেকোনো ব্যবসায়িক লেনদেনে ন্যায্য বিনিময় মূল্য না দিয়ে অন্যায়ভাবে ধনসম্পদ অর্জন অবৈধ এবং ব্যবসার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ন্যায্যবিচার প্রতিষ্ঠা। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় মুনাফাপ্রাপ্তি অনিশ্চিত। অন্যদিকে সুদ পূর্বনির্ধারিত ও নিশ্চিত। তাই কোনো-না-কোনোভাবে এটি আর্থিক শোষণ উৎসাহিত করে। অনিশ্চয়তা বা ফটকাবাজির আশঙ্কা থাকে এমন কোনো ক্ষেত্রে আর্থিক বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনও ইসলামী আইনে নিষিদ্ধ। এর বদলে, যেকোনো ব্যবসায়িক উদ্যোগের ঝুঁকিতে মূলধন দাতা ও গ্রহীতার অংশীদারিত্বের মধ্য দিয়ে মুনাফা অর্জনকে বৈধতা দেয় ইসলামী ব্যবস্থা। এসব উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে: বেচাকেনা, লিজিং এবং লাভ-লোকসান ভাগাভাগির চুক্তিতে সরাসরি অর্থায়ন। ইসলামের আইনি কাঠামো ও শর্ত মেনে অন্য যেকোনো পদ্ধতিতে মুনাফা লাভ করতে বাধা নেই। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শরী'আহ নীতি অত্যন্ত কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়। তাই এটি প্রচলিত ব্যাংকিং থেকে আলাদা।

তাই ইসলামী ব্যাংকিং-এর সব কার্যক্রমে অর্থনৈতিক বিষয়টি নৈতিকতার মানদণ্ডে বিচার করা হয় এবং সামগ্রিকভাবে সাধারণ মানুষের স্বার্থ দেখা হয়। এখানে ব্যাংকের কর্মকাণ্ড মূল্যায়নের জন্য মুনাফা অর্জনই একমাত্র বিবেচ্য নয়। পশ্চিমা পুঁজিবাদী ব্যাংকব্যবস্থায় এই ধারণা সম্পূর্ণ অজানা ও অচেনা। তাই ইসলামী ব্যাংকিং প্রচলিত ব্যাংকিং থেকে আলাদাভাবে একটি পরিপূর্ণ আর্থিক পদ্ধতি ও দক্ষ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে।

৯.২ সম্ভাবনা

চলমান বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের কারণে প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার করুণ পরিণতিতে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার কল্যাণময় দিক ইতোমধ্যে বিশ্ববাসীর সামনে প্রস্ফুটিত হয়েছে। তাই মানুষ ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার দিকে ঝুঁকছে দুর্বীর গতিতে। এ জন্য বিশ্ব আর্থিক শিল্পে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার বিপুল কার্যকরী সম্ভাবনা রয়েছে :

- পুঁজিবাদী প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা আর্থিক সঙ্কটে নিপতিত হওয়ায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও গতিপ্রকৃতি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়নধর্মী আলোচনা ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী যথেষ্ট এগিয়ে গেছে। আমানত, সম্পদ ও মুনাফার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রভূত উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধন করেছে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি তা হলো, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ শুধু মুসলিম দেশগুলোতেই নয় বরং সমগ্র বিশ্বেই গড়ে উঠেছে। ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে ইসলামী ব্যাংকিং ছিলো শুধুমাত্র একটি একাডেমিক স্বপ্ন। এমনকি শিক্ষিত মুসলামাদের মধ্যেও গুটিকয়েক লোক এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। অথচ এখন তা ব্যবহারিকভাবেই বাস্তব। ইংল্যান্ডের 'ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ড' ও 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের' মতো পাশ্চাত্যের কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহ 'আইএমএফ' ও 'বিশ্বব্যাংক'-এর মত আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং যুক্তরাষ্ট্রের 'হার্ভার্ড ওরাইস ইউনিভার্সিটি', যুক্তরাজ্যের 'লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স' ও 'ডারবান ইউনিভার্সিটির' মত মর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষা কেন্দ্রসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা। পাশ্চাত্যের প্রচার মাধ্যমেও এ ব্যাপারে বেশ আনুকূল্য পাওয়া যাচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার সম্ভাবনা ভবিষ্যতে আরো উজ্জ্বল; এর কারণ বর্তমানে আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থায় যে অস্থিতিশীলতা বিরাজমান তাতে উপলব্ধিই আসছে যে, এ পদ্ধতিতে কৃত্রিম পরিবর্তন এনে এই অস্থিতিশীলতা দূর করা সম্ভব নয়। বরং ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার মত বৃহত্তর বাজার শৃঙ্খলা পদ্ধতি এতে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারলেই তা সম্ভব হবে। এই পদ্ধতি প্রবর্তনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর চেয়ে ইসলামী ব্যাংকের কার্যকারিতা ও সাফল্য অনেক বেশি হওয়ায় বিশ্ববাসীর কাছে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, ইসলামী ব্যাংক তার বর্তমান প্রকৃতি ও অবয়বেই টিকে থাকার জন্য এসেছে; এমনকি যদি সমস্যাগুলো দূর করার জন্য আর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ নাও করা হয় তা হলেও এই ব্যাংক ভবিষ্যতে টিকে থাকবে।'
- সাম্প্রতিক বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটকালে টিকে থাকার পরীক্ষায় ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা সাফল্যের সঙ্গে উৎরে গেছে ঠিকই; কিন্তু ওই সঙ্কট এই শিল্পের কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জকেও সামনে নিয়ে এসেছে। বর্তমানে ওইসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে এ শিল্প। ওআইসি দেশগুলোর পাশাপাশি বৃহৎ পরিসরে বৈশ্বিক পর্যায়ে ইসলামী অর্থায়নের স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে সামনে এগিয়ে যেতে হলে এই শিল্পকে ঘিরে থাকা বহুসংখ্যক ইস্যু নিয়ে কথা বলতে হবে। এসব চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠতে সময় এবং প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তবে এর একটিও অজ্ঞেয় নয়। যুক্তরাষ্ট্রে বা বিশ্বের যেকোন স্থানে ইসলামী ব্যাংকিং শিল্পের আবির্ভাব এখন সময়ের দাবী। ইসলামী ব্যাংকসূহের ক্রমবর্ধমান তারল্য বিশ্ব ব্যাংকিং শিল্পের জন্য একটি শুভ লক্ষণ বলে ধারণা করা হচ্ছে। যুক্তরাজ্যের মত অন্যান্য ইউরোপীয় দেশেও ইসলামী ব্যাংকিং এখন সময়ের অপরিহার্য দাবীতে পরিণত হয়েছে। ইসলামী শরী'আহ অনুযায়ী ডিজাইনকৃত লিজিং ও মর্টগেজ যুক্তরাজ্যে বিপুল পরিমাণ ব্যবসার আকর্ষণ করছে এবং তা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।
- বিশ্বে আজ ব্যতিক্রমধর্মী একটি ইসলামী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে জানা ও বুঝার জন্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। চলমান সাম্প্রতিক আর্থিক মন্দার প্রভাব ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় না পড়ায় এ ব্যাংকব্যবস্থা নিয়ে তাবৎ বিশ্বের অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার ও গবেষকদের মধ্যে চরম কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যেই ধনী-গরীব ও মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে নানা দেশে এই প্রতিষ্ঠানটি ক্রমাগত তার বিজয়-বৈজয়ন্তি উড়িয়ে চলছে। সুদনির্ভর অর্থনীতির দেশগুলোর আর্থসামাজিক কাঠামোতে প্রচণ্ড এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে এই ব্যাংকব্যবস্থা। গোটা দুনিয়ায় ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা অতি দ্রুত জনপ্রিয়তা ও সাফল্য পেয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রতি বিশ্ববাসীর আকাঙ্ক্ষা এতোটাই তীব্র হচ্ছে যে, সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন বিশ্বের গোটা ব্যাংকিং সেক্টর ইসলামীকরণ হবে। সারা বিশ্বে ইসলামিক ব্যাংকিং-এর চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোও এদিকে ঝুঁকছে। মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্প্রতি বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম-এ Islamic Common Market প্রতিষ্ঠার দাবী জোরদার হচ্ছে। মুসলিম দেশসমূহ উদ্যোগী হলে অদূর ভবিষ্যতে Islamic Common Market প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। এ জাতীয়

মার্কেট সৃষ্টি হলে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যকারিতা বেড়ে যাবে এবং সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যাবে। বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিং ও বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। Globalization-এর যুগে ব্যাংকিং কার্যক্রম একটি ভূখণ্ড কিংবা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু বিশ্বের সকল দেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু না থাকায় আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলো সুদী ব্যাংকের সঙ্গে লেনদেনে বাধ্য হয়। বর্তমানে এ সমস্যা দূর হতে চলেছে। কেননা চীন ও ইউরোপের দেশসমূহে ইসলামী ব্যাংকিং চালু হতে যাচ্ছে। এমন কি সিঙ্গাপুরের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর তাদের দেশকে ইসলামী আর্থিক সেবার কেন্দ্রে পরিণত করার মতামত ব্যক্ত করেছে। তাই বিশ্বময় ইসলামী ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

- মুশারাকা ও মুদারাবা হলো ইসলামী ব্যাংকিংয়ের আদর্শ বিনিয়োগ পদ্ধতি। কিন্তু আইনগত সমস্যা, বিনিয়োগ গ্রাহকের অসততা ও অস্বচ্ছতার কারণে ইসলামী ব্যাংকগুলো এ পদ্ধতিতে আশানুরূপ বিনিয়োগ করতে পারছে না। এ অবস্থা দীর্ঘকালের জন্য কাম্য হতে পারে না। এজন্য ইসলামী ব্যাংকগুলোকে এমনসব কলাকৌশল অবলম্বন করতে হবে এবং এমনসব সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র খুঁজে বের করতে হবে যাতে এ পদ্ধতিদ্বয়ের সফল প্রয়োগ সম্ভব। যার ফলে মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। ধনী-গরীবের মাঝে যে Eighty-Twenty (৮০-২০) সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করার জন্য ইসলামী ব্যাংকের নেটওয়ার্ক সর্বত্র বিস্তৃত করতে হবে। পল্লী এলাকায় শুধু বিত্তহীন লোকেরাই বাস করে না। সেখানে মধ্যবিত্তের সংখ্যাও প্রচুর। তারা সঞ্চয়প্রবণ। ব্যাংকের অভাবে তারা বিভিন্ন সমিতি ও এনজিওর কাছে সঞ্চয় করে নতুবা নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখে। পল্লী এলাকায় ইসলামী ব্যাংকিং সম্প্রসারণের মাধ্যমে এ সমস্ত আমানত সংগ্রহ সম্ভব। এ সমস্ত এলাকায় ক্ষুদ্র ব্যবসা, ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প ও কুটির শিল্পে বিনিয়োগ সম্ভাবনা বিদ্যমান। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তিকরণে ইসলামী ব্যাংকের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্প্রসারিত না থাকায় বেসরকারি অর্থলগ্নিকারীরা উচ্চ সুদে ঋণের ব্যবসা করে। এই সব সংস্থাগুলো গরীব মানুষের ওপর অর্থনৈতিক শোষণ চালাচ্ছে। এ জ্বলুম থেকে সর্বশান্ত গরীব মানুষদেরকে মুক্তির জন্য এবং তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে এগিয়ে আসেনি। ইসলামী ব্যাংকগুলো এ সুযোগ কাজে লাগাতে পারে। এক্ষেত্রে তারা দারিদ্র বিমোচনে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. RDS কর্মসূচীর আওতায় বিনিয়োগ করেছে। এমনিভাবে SBIS-এর মাধ্যমেও দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষ সং ও কর্মঠ। তাদের সততা, উদ্যম ও উদ্যোগ আছে। শুধু প্রয়োজন পূঁজির। দরিদ্র সমাজকে কাজে লাগাতে ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করার সম্ভাবনা ব্যাপক। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলো নিম্নের বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করতে পারে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ সম্প্রসারণের উজ্জ্বল সম্ভাবনা বিদ্যমান। বৃহৎ শিল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলোকে উচ্চ ঝুঁকি মোকাবেলা করতে হয়। বৃহৎ লিমিটেডারী কোন গ্রাহক বিনিয়োগ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। এ ধরনের সমস্যার বিকল্পে ইসলামী ব্যাংকগুলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বহু সংখ্যক উদ্যোক্তাকে ছোট ছোট আকারে বিনিয়োগ প্রদান করতে পারে। এ ধরনের শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে যেমন ব্যাংকের বিনিয়োগ ঝুঁকি হ্রাস পাবে তেমনি দেশের উন্নয়ন, উৎপাদন ও নিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং সম্পদের সুখম সঞ্চালন সৃষ্টি হবে। এমতাবস্থায় ইসলামী ব্যাংক তাদের কর্মের আওতা বৃদ্ধির জন্য কৃষিভিত্তিক শিল্পে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, পোল্ট্রি, ডেইরী, নার্সারি, হটিকালচার, মৎস্য চাষ ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগ করতে পারে। এছাড়া হস্তচালিত ও বিদ্যুৎচালিত তাঁত পাট ও কাগজের ব্যাগ, প্যাকিং শিল্প, চামড়া-চামড়াজাত পণ্য পরিবহণ ও যানবাহন ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করতে পারে। ব্যাংক ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের ব্যবসায়ী উদ্যোগকে বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে শুধু অগ্রাধিকারই দিবে না বরং তাদেরকে ব্যবসায়িক পরামর্শও দিবে।

- প্রচলিত ব্যাংকিং কাঠামোয় বিনিয়োগ প্রদানের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো-যারা সমানুপাতিক হারে জামানত দিতে পারে না ব্যাংক তাদের বিনিয়োগ প্রদান করে না। এ কারণে সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যাংকের বিনিয়োগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। এদের মধ্যে সরকারি আধাসরকারি এবং সায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ রয়েছে। খাদ্য, স্কুল, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদির উৎপাদনশীল যোগ্যতা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ভোগ্য ঋণের কোন বিধান নেই। অথচ এসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ব্যাংকের আমানতের উল্লেখযোগ্য অংশ সংগৃহীত হয়। ব্যাংক সামঞ্জস্যপূর্ণ জামানতের বিপরীতে

ঋণদান করার কারণে ধনবানদের হাতে ব্যাংক ঋণ কেন্দ্রীভূত হয় এবং উৎপাদনের হাতিয়ার ধনিক শ্রেণির হাতে সীমাবদ্ধ হয়। উৎপাদিত পণ্যই স্বল্প ও মধ্যম আয়ে সম্পন্ন লোকেরা ভোগ করে। যার ফলে আমানতকারীদের অর্থ দিয়েই তাদেরকে শোষণ করা হয়। ইসলামী ব্যাংক ও আমানতকারীদের মধ্যকার সম্পর্ক অংশীদারীত্বের তাই ইসলামী ব্যাংক আমানতকারীদের মধ্যে বিনিয়োগ প্রদানে সচেষ্ট হবে। ব্যাংকের সংগৃহীত আমানত ঐ আমানতকারীদের মধ্যেই বিনিয়োগ করতে অগ্রাধিকার দেবে। ফলে আমানতকারীরা আরো অধিক হারে সঞ্চয় করতে উদ্বুদ্ধ হবে।

- ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় অবকাঠামোগত সঙ্কট, সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অভাব এবং চাহিদা মারফিক Product-এর অনুপস্থিতি ছিল প্রকট। এ বিষয়ে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ইতিবাচক পরিবর্তন ইসলামী ব্যাংকিং এর প্রসারকে আরো সম্ভাবনাময় করে তুলছে। তাছাড়া ইসলামী ব্যাংকসমূহে ব্যবহৃত বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলোর পাশাপাশি নতুন নতুন প্রোডাক্ট উদ্ভাবনের জন্য চিন্তা গবেষণা চলছে। ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্ট উদ্ভাবন করার সম্ভাবনা। একবিংশ শতাব্দীর অর্থ বাজারে একটা সম্মানজনক অবস্থান অর্জন ও যথাযথভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে অবশ্যই সনাতন ফাইন্যান্সিং এর কিছু কিছু কাজ ইসলামী পদ্ধতিতেই করার উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। এসবের মধ্যে রয়েছে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশল উদ্ভাবন, বাজারজাতযোগ্য সিকিউরিটিপত্র, পছন্দনীয়ও ফিউচারাস মার্কেট ইত্যাদি। ইসলামী ব্যাংকগুলোর দক্ষ কার্যকারিতার জন্য একটি সুস্থ ফাইন্যান্সিয়াল বাজারও গড়ে তোলা প্রয়োজন; যে বাজারে ইসলামী শরী'আহর আলোকে গ্রহণযোগ্য সিকিউরিটি ছাড়াও ইজারা বন্ড, মুদারাবা বন্ড, পার্টিসিপেশন টার্ম সার্টিফিকেট ইত্যাদিও লেনদেন হবে। আধুনিক প্রয়োজন পূরণের জন্য সনাতন পদ্ধতির চুক্তিপত্রগুলোর সংশোধনী আনয়ন সম্ভব। কিন্তু নতুন ইন্সট্রুমেন্ট উদ্ভাবনেরও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। প্রয়োজন প্রকৃত তাগিদ অনুভবের এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে সাহস ও সময়ের।

- গোটা দুনিয়াব্যাপী গণমুখী ইসলামী ব্যাংকিংয়ের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশ্ববাসী দীর্ঘকাল যাবৎ সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। ইসলামী ব্যাংকিং তাদের আকাঙ্ক্ষার যথার্থ প্রতিফলন ঘটতে সক্ষম হয়েছে। ইসলামের মতই ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রতি জনগণের রয়েছে আবেগ মিশ্রিত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সুদ ও মুনাফার পার্থক্য এবং সনাতন ব্যাংকিং ও ইসলামী ব্যাংকিংয়ের পার্থক্য জনগণের মাঝে সার্থকভাবে উপস্থাপন করতে পারলে এবং সকল কার্যক্রম সহজতর করলে একটি গণমুখী ব্যাংকিংয়ের সম্ভাবনা কেবল সময়ের ব্যাপার। সম্পাদকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হচ্ছে আর্থিক সম্পদ ও অন্যটি মানব-সম্পদ। ঘনবসতি পূর্ণ বিশ্বে মানবসম্পদের যোগান ব্যাপক। কিন্তু সম্পদকে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা অপ্রতুল। ইসলামী ব্যাংক এ মানব-সম্পদ ও আর্থিক সম্পদকে সমন্বয় করে ইসলামের কল্যাণ অর্থনীতি বাস্তবায়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত কৌশল (Built-in-mechanism) হলো আর্থিক সম্পদকে কতিপয় ধনবানের হাতে কুক্ষিগত করা। কিন্তু ইসলামের বৈশিষ্ট্য হলো, 'সম্পদ যেন শুধু ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়।' সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থায় ঋণদানের প্রধান মাপকাঠি হলো জামানত (Security) প্রদান। যে যত জামানত প্রদান করতে পারে সে তত ব্যাংকিং ঋণ সুবিধা পাবে। ফলে দক্ষ ও যোগ্য উদ্যোক্তা যথার্থ জামানত-এর অভাবে ঋণ পায় না। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক সিকিউরিটির পরিবর্তে Profit-Loss Sharing ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দেয়। যে কারণে দক্ষতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন উদ্যোক্তার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম অনায়াসে সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হবে।

ইসলামী ব্যাংকের নিকট থেকে মানবজাতির প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি অনেক। তাই ব্যাংকের সকল কার্যক্রম ইসলামী শরী'আহ মোতাবেক পরিচালিত হবে, সুদ নির্মূল করবে এবং Profit-loss Sharing পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করবে। এই চ্যালেঞ্জগুলো সঠিকভাবে মোকাবেলা করলে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবে।

৯.৩ সমস্যাবলী

বিশ্বময় ইসলামী ব্যাংকিং একটি দ্রুত সম্প্রসারিত ও জনপ্রিয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও এর রয়েছে বহুবিধ সমস্যা। ইসলামী ব্যাংকগুলোকে তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় :

- ✍ তাত্ত্বিক গবেষণা ও জ্ঞানের সমন্বয়ের অভাব।

- ✍ ইসলামী ব্যাংকিং আইনের অভাব।
- ✍ সর্বসম্মত শরী'আহ আইনের অভাব।
- ✍ তারল্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা।
- ✍ ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে গ্রাহকদের ধারণার স্বল্পতা।
- ✍ নিয়ন্ত্রণকারী (Regulatory) পরিবেশের অভাব।
- ✍ ইসলামী ব্যাংকসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব।
- ✍ প্রতিকূল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ।
- ✍ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসলামের বাণিজ্যিক অবকাঠামোর অভাব।
- ✍ শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংকিং বিষয় অন্তর্ভুক্ত না থাকা।
- ✍ খেলাপী সংস্কৃতি।
- ✍ Financial Instrument-এর অভাব।
- ✍ গবেষণা এবং উন্নয়নে নিম্ন বাজেট।
- ✍ কর্ম-পরিবেশের অভাব।
- ✍ ইসলামী ব্যাংক এবং ইসলামী এনজিওদের মধ্যে সহযোগিতার অভাব।
- ✍ ইসলামী বিনিয়োগের ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং পরিমাপ পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা।
- ✍ মালামাল ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাবলী।
- ✍ মুশারাকা ও মুদারাবা বিনিয়োগে সমস্যা।
- ✍ বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা।
- ✍ বাই' পদ্ধতি তথা মুয়াজ্জাল, মুরাবাহা ইত্যাদি পদ্ধতির ওপর অধিক নির্ভরতা।

৯.৪ সুপারিশমালা

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক হিসেবে বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা একটি জনপ্রিয় আর্থিক ব্যবস্থার নাম। মানবজাতির আর্থিক সমস্যা দূরীকরণে এ ব্যবস্থার রয়েছে কার্যকরী ও অন্তর্নিহিত শক্তি; যা ইতোমধ্যে বিশ্ববাসীর কাছে প্রমাণিত হয়েছে। মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ও কল্যাণের বহমান এ ধারা চলমান রাখতে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থাকে আরো আধুনিক ও বাস্তবসম্মত করে তোলা এখন সময়ের অপরিহার্য দাবী। তাই ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম ও এ ব্যবস্থাকে আরো গতিশীল করার জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশমালা প্রদান করছি:

- ❑ আইডিবি'র নেতৃত্বে বিশ্বের সকল ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যৌথ ইশতিহারে একটি শক্তিশালী ইসলামী আর্থিক বলয় গড়ে তুলতে হবে; যার মাধ্যমে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের কার্যক্রম একই ব্যানারে পরিচালনা করবে। এই সংস্থা সদস্য ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য একই ইউনিফর্মিটিতে বিনিয়োগ পদ্ধতির প্রয়োগ, পারস্পরিক সহযোগিতা, কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থাকে আরো কার্যকর, শক্তিশালী ও প্রতিযোগিতায় টিকে থেকে এর শ্রেষ্ঠত্ব সমুল্লত রাখতে ভূমিকা পালন করবে।
- ❑ সাম্প্রতিক বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কট আন্তর্জাতিক আর্থিক দৃশ্যপটে একটি অর্থবহ পবিরর্তন ঘটিয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতিকে যাতে আরেকটি সঙ্কট আঘাত হানতে না পারে সেজন্য আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ নিয়মাত্মক (normative) সংস্কারের কাজ চলছে। ব্যবসায় নৈতিকতা সৃষ্টি ও বিনিয়োগক্ষেত্র বেছে নিয়ে ইসলামী অর্থায়ন পশ্চিমা বিশ্বে অর্থায়নের নতুন ভিত্তিগুলোতে পুনঃতহবিল সরবরাহে অবদান রাখতে পারে। এমন এক অর্থব্যবস্থার প্রচলন ঘটাতে পারে যা বিশ্ব অর্থব্যবস্থার হারানো আস্থা পুনরুদ্ধার ও সমীহ আদায়ের মতো ভাবমূর্তি সৃষ্টি করবে। আজ আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদানে পরিণত হয়েছে ইসলামী অর্থনীতি। বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা রক্ষা ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থা কিভাবে প্রাসঙ্গিক ও সম্ভাবনাময় হতে পারে তা নিয়ে ক্রমেই বেশি বেশি আলোচনা হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামী অর্থায়নের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিকীকরণের ফলে অর্থনৈতিক ও আর্থিক আন্তঃসম্পর্কিত একটি নতুন মডেল জন্ম নিচ্ছে। এটা বুঝা যাবে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য ও বিস্তৃত পরিসরে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের ফলে শক্তিশালী অর্থনৈতিক বন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইসলামী অর্থায়নের ব্যাপক প্রবৃদ্ধির কারণ, বিশ্বব্যাপী উদীয়মান অর্থনীতি বিশেষ করে, এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর আর্থিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান। সর্বোপরি এই দু'অঞ্চলের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে শক্তিশালী বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিরাজমান। ঐতিহাসিক 'সিল্ক রুট' ধরে

এই বন্ধন বিকশিত হয়েছিল। এ পথে শত শত বছর ধরে এ অঞ্চলের দেশগুলোর পণ্য ও কাঁচামাল পরিবহন করা হয়। এ পথ ধরে এশিয়ার পূর্বাঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতার জ্ঞান পশ্চিমে রফতানি হয়। অর্থনৈতিক বন্ধনকে শক্তিশালী ও এশিয়ার নতুন আর্থিক কেন্দ্রগুলোর মধ্যে বৃহত্তর সমন্বয়ের মাধ্যমে সেই অর্থনৈতিক বন্ধনকে বেগবান করেছে ইসলামী অর্থায়ন। এটা এই অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সম্ভাবনাকে পুনরুজ্জীবিত এবং “সিল্ক রোড”-এর নবযুগের সূচনা করেছে। বর্তমান বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কট নিরসনে ইতিবাচক ভূমিকার মধ্য দিয়ে এটা ফুটে উঠেছে। বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট সুযোগ কাজে লাগিয়ে ইসলামী অর্থায়ন কেবল পশ্চিমা বিশ্ব নয়, উদীয়মান অর্থনীতিগুলোর সঙ্গেও তার সম্পর্ক জোরদার করেছে। এই নীতি বিনিয়োগ-বৈচিত্র সৃষ্টির অনুকূল। এতে কেবল গুটিকতক বাজারে সীমাবদ্ধ থাকার ঝুঁকিও কমে যায়। পশ্চিমা আর্থিক ব্যবস্থার পাশাপাশি বাজার ও উদীয়মান দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক জোরদারের ব্যাপারে ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থার অঙ্গীকার কেবল বৈশ্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখার সুযোগ তৈরী করেনি, সেই সঙ্গে বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাও বাড়িয়ে দিয়েছে।

- বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতি এখনো পুরোপুরি সঙ্কটমুক্ত হয়নি। এর মধ্যেও ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থার শক্তিমত্তা এবং লাভ ও বিনিয়োগ সুযোগের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা যায়। তাই, বর্তমান সঙ্কট ইসলামী অর্থায়নের ব্যাপারে আশ্রয় বাড়িয়েছে। এ ব্যবস্থাকে এমন এক আর্থিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দেখা হচ্ছে, যা আর্থিক স্থিতিশীলতা জোরদার ও বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে সক্ষম। বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসার পথ দেখাতে পারে নৈতিক আচরণ-ভিত্তিক একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। ফলে আমানতকারী ও বিনিয়োগকারীদের আস্থা আবার ফিরে আসবে। প্রকৃত অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য তাদের পছন্দই শেষ কথা। বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থায় একটি অংশীদারিত্বমূলক নৈতিক মাপকাঠি ও নীতিমালা যুক্ত করা প্রয়োজন। এর লক্ষ্য হবে, অর্থনীতির বিচক্ষণ ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে একটি সাধারণ সুফল অর্জন। মানুষের মূল্যবোধ ও দায়িত্বও মাধ্যমে বাজার পরিচালিত হবে। ইসলামী অর্থনীতির মূল ভিত্তি-নৈতিক বিধি-বিধানগুলো এ ক্ষেত্রে উপকারী হতে পারে। এগুলো ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে নতুন আস্থা সৃষ্টি করবে। যা আজ একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। নৈতিক বিধি-বিধান সংযোজনের ফলে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা নব উদ্দীপনায় এগিয়ে যেতে পারে ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারে।
- অর্থনীতির চালকদের (ইকোনমিক অপারেটর) মধ্যে আস্থা ফিরে না এলে, সাম্প্রতিক আর্থিক সঙ্কটের শেষ দিকে পরিচালিত সরকারের উদ্ধার কার্যক্রম বৈশ্বিক অর্থনীতিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য যথেষ্ট নয়। সাম্প্রতিক আর্থিক সঙ্কট ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিকে দূষিত ও আংশিকভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে। যার মধ্যে কার্যত রয়েছে বিশ্ব অর্থনীতি। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নৈতিক উদ্দীপনা সহযোগে পুনঃঅর্থায়ন করা উচিত। এতে সেসব ধর্মীয় উদ্দীপনা যুক্ত করতে হবে যেগুলো মানুষকে দায়িত্বপূর্ণ কর্ম ও নৈতিক আচরণে উদ্বুদ্ধ করে। ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থা বিশ্ব অর্থনীতির নৈতিক ভিত্তি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তা অর্থনৈতিক পুনঃগঠন ও বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষ করে পর্যটন, কৃষি, টেলিযোগাযোগ ও অবকাঠামো উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে ইসলামী ব্যাংক।
- যেহেতু সুদ নিষিদ্ধ, তাই খেলাপি ঋণের জন্য কোনো সুদ ইসলামী ব্যাংক দাবি করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের ক্ষতি হয়। এই ক্ষতি এড়াতে একটা বিকল্প ব্যবস্থা দরকার। যেমন : বকেয়া পরিশোধে বিলম্ব হলে তার ক্ষতিপূরণ কিভাবে হবে, আগেভাগে ঠিক করা প্রয়োজন। বিপরীতে কোনো গ্রাহক যদি নির্ধারিত সময়ের আগেই দেনা পরিশোধ করেন, তাকে কী পরিমাণ ছাড় (Discount) দেয়া হবে, তাও আগেই ঠিক করতে হবে। ‘রিবা’ বলতে কী বোঝানো হবে, প্রত্যেক দেশকে তার নিজস্ব আইনে তার ব্যাখ্যা রাখতে হবে। ইসলামী ব্যাংকের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যেমন, মুরাবাহা চুক্তি, বীমা ও ওয়ারেন্টি কন্ডিশন প্রকাশ করতে হবে।
- ইসলামী ব্যাংকিংকে অনেকগুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত কারণেও নৈতিক ব্যাংকিং করতে হবে: (১) ব্যাংককে ইসলামী ব্যাংক যেমন, মদ উৎপাদন, আর্থিক অথবা ফটকাবাজি কার্যক্রমে আর্থিক সহায়তার মতো শরী‘আহ নিষিদ্ধ কার্যক্রমে অর্থায়ন থেকে দূরে থাকবে। (২) ঘরার (জুয়ার মত অনিশ্চয়তা) ব্যাপারে শরী‘আহ নির্দেশনার কারণে গ্রাহক, আমানতকারীদের পাশাপাশি তহবিল প্রত্যাশীদের সঙ্গে লেনদেনে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে। ইসলামী ব্যাংকিংয়ে চুক্তিগুলোর বাস্তবায়ন বিশেষত লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগি ও মুরাবাহা চুক্তি

যেহেতু প্রধানত ধার্মিকতার ওপর নির্ভর করে, তাই নৈতিকতা সম্পর্কিত কোনো ঝামেলা থাকলে তা মিটিয়ে ফেলতে হবে। ইসলামী ব্যাংকের লেনদেন যেহেতু সাধারণভাবে লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগিভিত্তিক, তাই বিনিয়োগে বিধিনিষেধ থাকলে তা তুলে নিতে হবে। ক্রেডিট রেটিং ইসটিটিউশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রতিকূল তথ্যাবলি কমিয়ে আনতে হবে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা এবং তারল্যসঙ্কট নিরসনের স্বার্থে ইসলামী ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকের সুদহার অনুসরণ করলেও ‘লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগি’ পদ্ধতিকে এগিয়ে নিতে হবে। প্রচলিত ব্যাংকের ইউনিট থাকলেও ইসলামী ব্যাংককে আলাদাভাবে ইসলামী অর্থায়ন সেবা চালিয়ে যেতে হবে। ইসলামী ব্যাংকগুলোর আইন বিভাগকে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে হবে এবং ‘চুক্তির স্বাধীনতা’ নীতিমালার আওতায় নতুন নতুন চুক্তির ধরন সৃষ্টি করতে হবে। এভাবে প্রচলিত ব্যাংকের সঙ্গে ইসলামী ব্যাংকের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংককে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংককে আরো সুদৃঢ় করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

- প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থার অনেকগুলো দুর্বলতার একটি হলো বর্তমান বাজার-শৃঙ্খলা (market discipline)-র ক্ষেত্রে অনুপযুক্ততা। এ বাজার ব্যবস্থার একটিই লক্ষ্য-সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন। ঝুঁকি বণ্টন ও চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলোর যথোচিত ব্যবহার সম্পর্কিত নিখুঁত নীতিমালার অভাবে এ অবস্থা তৈরী হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিং অন্যায্য জালিয়াতি প্রতিরোধে সক্ষম, শক্তিশালী ও সহজ বিধি-বিধানের অধিকারী। তা বিশ্ব অর্থনীতির স্বার্থে আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থার জন্য একটি উপযুক্ত কার্যক্রম নিশ্চিত করায় অবদান রাখতে পারে। ইসলামী ব্যাংকিং-এ নানা অর্জনের সাথে সাথে শরী‘আহসম্মত আন্তর্জাতিক অর্থায়নকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিয়ম নতুন করে লেখার চ্যালেঞ্জ সামনে আসতে শুরু করেছে। এক্ষেত্রে বেশ কিছু কাজ হলেও আরো অনেক কিছু করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী অর্থায়ন গৃহীত হলে আন্তঃসরকার আর্থিক প্রবাহের ধরন এবং আকার উভয় ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আসবে।
- সুদভিত্তিক অর্থনীতির তুলনায় ইসলামী অর্থনীতিতে প্রকৃত খাত ও আর্থিক খাত ভালোভাবে সমন্বিত হবে। অর্থনীতিতে প্রকৃত ও আর্থিক খাতগুলোর অধিকতর অঙ্গীভূত করতে হবে। আন্তঃব্যাংক মানি মার্কেট এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাংকিং নতুন রূপ নেবে। শরী‘আহসম্মত বিভাজ্য ও বাণিজ্য উপযোগী আর্থিক উপকরণ এবং চুক্তির শরী‘আহভিত্তিক মানদণ্ড এই নতুন রূপ পরিগঠনে সাহায্য করবে। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসার নৈতিকতাকে উৎসাহিত করবে। কারণ প্রচলিত ব্যাংকগুলো শুধুমাত্র অর্থনৈতিকভাবে টেকসই অর্থায়ন অনুরোধ গ্রহণ করে। ব্যবসায় অধিকতর উন্নত নৈতিকতা-ব্যাংক কেবল অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম আর্থিক অনুরোধগুলো বিবেচনা করবে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইসলামী ব্যাংকিং এর জন্য সমাজের পূর্বাঙ্গের নৈতিক উন্নয়ন ছাড়াও এই রূপান্তর ঘটতে পারে। ইসলামী আর্থিক উপকরণের সতর্কভাবে করা নকশা অসাধু তহবিল প্রত্যাশীদের স্বার্থান্বেষী আচরণ নিরুৎসাহিত করবে। স্থিতাবস্থা বজায় রাখার শক্তিগুলো সবসময় এই পরিবর্তনের বিরুদ্ধে থাকবে। এখনকার প্রতি মুহূর্তে এবং এরপর সুদ কি এবং কি নয়-এ নিয়ে নানা ইস্যু উত্থাপিত হবে। যতক্ষণ না পর্যাপ্ত অর্থায়ন উপকরণ উদ্ভাবিত হয় এবং সরকারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভূমিকা নিয়ে ঐকমত্য তৈরী না হয় ততক্ষণ ইসলামী ব্যাংকিংয়ে সরকারি অর্থায়ন একটি সমস্যা হয়ে থাকবে। ইসলামী ব্যাংকিং-এ যদিও অর্থায়নের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে, ইসলামী ব্যাংকের দায় সংক্রান্ত বিষয় ভবিষ্যতে ইস্যু হতে পারে। বিভিন্ন আমানতকারী গ্রুপের স্বার্থ যেভাবে ইসলামী ব্যাংক দেখছে এবং আসলেই তারা যা করতে পারে এসব বিষয় এক সময় ইস্যু হয়ে দেখা দিতে পারে।
- কেবল ঋণদাতা না হয়ে ইসলামী ব্যাংকগুলো অর্থায়নের কাজে একজন ব্যবসায়ী (মুরাবাহা), ইজারাদাতা বা অংশীদার (মুদারাবা ও মুশারাকা) হিসেবে এগিয়ে আসবে। অবৈধ কাজে অর্থায়ন (যেমন, এ্যালকোহল উৎপাদন) থেকে বিরত থাকবে ইসলামী ব্যাংক। গ্রাহক-আমানতকারীর পাশাপাশী বিনিয়োগগ্রহিতার সঙ্গে লেনদেনে অধিকতর স্বচ্ছতা বজায় রাখা। কোনরকম সংশয় এড়াতে প্রতিটি লেনদেনের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট চুক্তি করা হয়। বৃহত্তর অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা-প্রচলিত অর্থবিষয়ক রচনাবলীতে সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয় ইকুইটি অর্থায়নের তুলনায় সুদ-ভিত্তিক ঋণদান অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্য অধিকতর দায়ী। পুঁজিকে অক্ষীত রেখেই কর্মে বিনিয়োগিত করা। বণ্টন ব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজানো যাতে পুঁজির ফল সমাজের উচ্চ শ্রেণির প্রতি Up word না হয়ে নিম্ন আয়ের মানুষের প্রতি Up word হয়। পুঁজির প্রতি মানুষের আকর্ষণ বা লোভ দুর্দমনীয়। তাই তাকে মানবিক ও নৈতিক বোধ সম্পন্ন রাখার কার্যকর কৌশল অবলম্বন জরুরি। পুঁজির ব্যবহারকে সমাজের সকল শ্রেণির কল্যাণ বিবেচনায় কাজে লাগানো। এ ব্যাপারে ইমাম শাতিবির মডেল অনুসরণ করা যেতে পারে। তা হলো পুঁজিকে কাজে লাগাতে হবে মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের তিনটি স্তরকে বিবেচনায় রেখে:

১. জরুরিয়ত বা আবশ্যিক।
২. হাজিয়াত বা প্রয়োজন।
৩. তাহসানিয়াত বা উত্তম বিবেচনাবোধ।

□ ইসলামী ব্যাংক এছাড়াও যাকাত-এর মাধ্যমে অর্থনীতির সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে। তবে এর বাইরে ব্যাংক সাধারণভাবে মুনাফার জন্য তাদের মালিক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। অবশ্য, আলাদাভাবে ব্যাংকের মালিকদের ধর্মীয় অঙ্গীকারের কারণে কিছু ইসলামী ব্যাংক অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে বিশেষায়িত হতে পারে। কিন্তু এজন্য শরী‘আহর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। হালাল উপায়ে যত সুযোগ রয়েছে তা গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে ইসলাম। অবশ্য এই লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত সবার সম্মতি সাপেক্ষ এই অনুমোদন। ইসলামী ব্যাংকের দাতব্য কাজের ব্যাপারটা স্পষ্ট করা প্রয়োজন। একটি ব্যাংকের টাকা (আমানত ও ব্যাংকের মূলধন) তার আমানতকারী ও শেয়ারহোল্ডারদের জন্যে। যে কোনো দাতব্য কাজের আগে মালিকদের অনুমতি নেয়া আবশ্যিক। একই নীতি অর্থায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত লাভের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কৌশলগতভাবে বলতে গেলে সকল বিষয়েই ব্যাংক পরিচালনার পূর্বে শেয়ারহোল্ডারদের এবং আমানতকারীদের পূর্ব সম্মতি নিয়ে ব্যাংক ব্যবস্থাপনা তাদের এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারেন। কিন্তু এ ধরনের সম্মতি সকল ক্ষেত্রে নেয়া কার্যত সম্ভব নয়। কারণ ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডারদের গ্রুপ ও ব্যাংক আমানতকারী উভয়ের মধ্যেই ক্রমাগত পরিবর্তন হয়।

□ পণ্যের মান নির্ধারণ অবশ্য প্রয়োজন এবং এটি হতেই হবে। তা এ কারণে হবে যে, পৃথিবী হলো এখন বৈশ্বিক গ্রাম। ক্রেতা সচেতনতা এবং ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে প্রতিযোগিতা ইসলামী আর্থিক পণ্যের প্রমিতকরণ করতে সাহায্য করে। শেষ পর্যন্ত বড় এবং দীর্ঘ মেয়াদি তহবিল অঙ্গীকারের মত ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি ছাড়া এবং অনেক ধরনের আর্থিক প্রকৌশল যুক্ত হলেই কেবল মূল্য প্রতিযোগিতা ইসলামী ব্যাংকিং শিল্পকে শাসন করবে। আর্থিক উপকরণের দীর্ঘ মেয়াদি প্রমিতকরণ করতে হলে আর্থিক চুক্তির নকশার ব্যাপারে মৌলিক শরী‘আহ নীতিমালার ক্ষেত্রে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হবে।

□ ইসলামী ব্যাংকিং-এর উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সকল পক্ষের সহযোগিতা প্রয়োজন। এ ব্যবস্থার অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে হলে প্রত্যেকটি দেশে ইসলামী ব্যাংকের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে :

১. ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং-এর মৌলিক চেতনা ‘মানবতার কল্যাণ’-এ বিষয়টিকে বাস্তবায়ন করতে সকল পক্ষকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করতে হবে। ইসলামী ব্যাংকগুলোকে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম আরো বৃদ্ধি করতে হবে।
২. ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থাকে সুসংহত ও শক্তিশালী করতে মুসলিম প্রধান দেশসমূহকে এগিয়ে আসতে হবে।
৩. সমাজে সুদে ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জনমত গড়ে তুলতে হবে।
৪. অর্থব্যবস্থার ইসলামীকরণ বিষয়ে গণসচেতনতা তৈরি করতে হবে।
৫. ইসলামের বাণিজ্যিক আইনের বাস্তবায়ন করতে হবে।
৬. ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমকে নিরাপদ ও সহজতর করার জন্য কার্যকর Legal Framework প্রণয়ন করতে হবে।
৭. প্রতিটি দেশে বিশেষত মুসলিম প্রধান দেশসমূহে যাকাত মন্ত্রণালয় থাকতে পারে। পাশাপাশি কর ব্যবস্থাকে ইসলামের আলোকে টেলে সাজানো যেতে পারে।
৮. উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ‘ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং’ বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
৯. ইসলাম অনুমোদিত Securities ও Financial Instrument চালু করতে হবে।
১০. কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর গবেষণা বিভাগের মধ্যে Islamic Banking অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি এর ট্রেনিং একাডেমিতে ইসলামী ব্যাংকিং কোর্স চালু করতে হবে।
১১. প্রান্তিক ও অভাবী মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে জামানতবিহীন বিনিয়োগ কার্যক্রম বৃদ্ধি করা করতে হবে।
১২. ইসলামী ব্যাংকের আদর্শ পদ্ধতি হিসেবে খ্যাত ‘মুশারাকা ও মুদারাবা’ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে হবে।

১৩. ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে গ্রাহকদের অবগতি ও সচেতনতার জন্য ইন্টারনেট, প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়ায় ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে। ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক বই-পুস্তক, বুকলেট, লিফলেট, জার্নাল, সাময়িকী ইত্যাদি অধিকহারে প্রকাশের মাধ্যমে মানুষের দোরগোড়ায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর আহবান, আদর্শ ও চেতনা পৌঁছে দিতে হবে এবং বিভিন্ন সময়ে সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করতে হবে। বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রসারের লক্ষ্যে অধিকতর প্রচেষ্টা নেয়া যেতে পারে।
১৪. AAOIFI কর্তৃক উদ্ভাবিত সমন্বিত হিসাব পদ্ধতি সকল ইসলামী ব্যাংকে মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।
১৫. বিশ্বব্যাপী গড়ে ওঠা বিভিন্ন ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ইনস্টিটিউটকে এক ও অভিন্ন ফরমেটে (পদ্ধতিতে) কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

৯.৫ উপসংহার

২০০৭ সাল থেকে চলমান বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা উত্তরণে নেয়া কৌশল ও ফলাফল নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হয়। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ পল-ক্রুগম্যান তার ‘ইউরোপের মহা বিভ্রান্তি’-শীর্ষক প্রবন্ধে ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলম্যান্ট এ প্রকাশিত রিপোর্টের কথা উল্লেখ করে বলেছেন: ‘আপনাকে অবশ্যই বুঝতে হবে, আপনি বিকল্প এক বিশ্বে প্রবেশ করেছেন, যেখানে ইতিহাসের শিক্ষা কিংবা গাণিতিক নিয়ম কাজ করছে না। এ বিশ্বে কাজ করতে পারে কেবল কঠোর আত্মসংযম, এতেও কথা রয়েছে। প্রত্যেকেরই ব্যয় কমাতে হবে দীর্ঘশ্বাস না ছেড়েই। তবেই কেবল আশা করা যায়, আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার। নইলে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটান সম্ভাবনা নেই।’ ১৯৯৪ সালের ৬ আগস্ট আন্তর্জাতিক সাময়িকী ‘ইকোনমিস্ট’ তার ‘সার্ভে অব ইসলাম’ নামক প্রতিবেদনে মন্তব্য করে: ‘গত কয়েক শতকের মাঝে ইসলামের বড় সাফল্য হলো ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থা প্রবর্তন, যা পাশ্চাত্যও গ্রহণ করতে পারে।’ সুদের কবল থেকে মানবসভ্যতাকে রক্ষার জন্য কল্যাণধর্মী ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রসার একান্ত কাম্য। তাই ওয়ালস্ট্রীটে যা ঘটেছিল তা শুধু অর্থনৈতিক নীতি কৌশলের ব্যত্যয়ের বিষয় ছিল না। সেখানে অর্থব্যবস্থার অন্তর্গত দর্শনের অসঙ্গতি ছিল মূল বিষয়। এটাই প্রকৃত বাস্তবতা। পাশ্চাত্য পুঁজিকে অস্বাভাবিক কেন্দ্রীভূত করার মাধ্যমে তার সুরক্ষার নিমিত্তে যে নিরাপত্তা আবশ্যিক তা ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলে। সমাজতত্ত্বের দর্শনের ভাষায় পুঁজি তার নিরাপত্তার জন্য কখনও অবৈধ গর্তে ঢুকতে দিখা করে না।

অপরদিকে ইসলামী দর্শন অনুযায়ী পুঁজির প্রতি মানুষের আকর্ষণ দুর্দমনীয়। পুঁজির অস্বাভাবিক স্ফীত হবার কারণে সেখানে দু’ধরনের ক্ষত তৈরী হয়েছিল। তার একটি হলো পুঁজির চারপাশের মানুষগুলোর যে লোভ তা স্বাভাবিক পর্যায় অতিক্রমে প্ররোচনা যুগিয়েছিল, যার ফলে সেখানে অবৈধ সুড়ঙ্গ তৈরী হয়েছিল, যা দিয়ে সীমাহীন Siphoning সম্ভব হয়েছিল। অথচ এই অবস্থা রোধকল্পে কোন নৈতিক পরিশোধনের বা Filtering এর ব্যবস্থা ছিল না। অন্যদিকে পুঁজির এই স্ফীতি পাশ্চাত্যের একটি শ্রেণির আয়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধহীন ভোগবাদী যন্ত্রে পরিণত করেছিল। যার ওপর দিকটিই শুধু সেখানে পজিটিভলি নেয়া হয়েছিল, আর অন্তর্নিহিত দিকটিকে উপেক্ষা করা হয়েছিল চরমভাবে। মার্কিন কনজিউমারকে সেভাবেই বিবেচনা করা হয়েছিল। মানুষের নৈতিকতার এ ক্ষত দু’ভাবে আর্থ-সামাজিক পরিবেশে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরী করে। অতি বা সর্বধ্বাসী লোভে Siphoning এর পথ খুলেছিল। অন্যটি হলো নিজেদের লোভ চরিতার্থ করতে ভুল ও বিপর্যয়কর কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে নৈতিক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবার পথ প্রসারিত করেছিল। যা ল্যেহম্যান ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা গেছে। দ্বিতীয় যে ক্ষত সেখানে তৈরি হয়েছে তা হলো স্ফীত পুঁজির ফলকে সুবণ্টিত হবার পথকে রুদ্ধ করা। এটা অনস্বীকার্য যে, অর্থ বণ্টনের বৈষম্য এতটা তীব্র এর আগে সম্ভবত কখনই হয়নি। দর্শনগত এই অবচ্যুতি পাশ্চাত্যের দৃষ্টশীলদের একেবারেই দৃষ্টি অগোচরে থেকে গেছে, তা নয়। তাই আত্মসংযমের কথা এসেছে। এসেছে বাজারের নৈতিক মূল্যবোধের কথা। কিন্তু সামগ্রিক নৈতিক মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে তা কি করে সম্ভব? দর্শনগত এই অবচ্যুতির ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে যে বিপর্যয় নেমে আসে তা মানব ইতিহাস বার বার মেনে নিতে পারে না। এর ফলে হাজার হাজার ব্যাংক বন্ধ হয়। অসংখ্য লোক চাকুরি হারায়, গৃহহীন হয়ে পড়ে অসংখ্য বনি আদম, ১৯২৯-৩৩ সালে যা হয়েছে তা আবার ২০০৭-০৯ সালে আরও ভয়ংকর হয়। তাই এ অবস্থা থেকে বের হওয়ার জন্য মানবজাতির উচিত ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতিকে গ্রহণ করা। কেননা ইসলামে রয়েছে সকল সমস্যার সমাধান। আল্লাহ বলেন, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ‘আল্লাহ তাঁর দ্বীনের মধ্যে কোন ফাঁক রাখেননি।’^{৪০} তাই সময়ের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উৎরে গিয়ে আজ ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা একটি সফল আর্থিক বাস্তবতার নাম।

পরিশিষ্ট

চিত্র/রেখাচিত্রের তালিকা

নং	চিত্র/রেখাচিত্রের নাম	অধ্যায়	পৃ. নং
১	বিশ্বে প্রচলিত অর্থব্যবস্থাসমূহ	৩য়	২১
২	ইসলামী, পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মধ্যে তুলনা	৩য়	৩১
৩	ইসলামী ব্যাংকিং অর্থায়ন মডেল	৪র্থ	৫৩
৪	সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া	৪র্থ	৭৫
৫	ইসলামী ব্যাংকিং-এর মানবকল্যাণ পিরামিড	৫ম	৮৫
৬	মাকাসিদ আশ্-শরী'আহ বাস্তবায়ন চিত্র	৫ম	৮৭
৭	মাকাসিদ আশ্-শরী'আহ প্রয়োগ পিরামিড	৫ম	৮৯
৮	ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যবস্থায় অর্থায়ন পণ্য	৫ম	৯৩
৯	বৈশ্বিক আর্থিক সম্পদ (২০১০)	৬ষ্ঠ	৯৬
১০	প্রচলিত উদ্ভূত অর্থ (Derivative) পণ্যের নমিনাল মূল্য (বামে) এবং বাজার মূল্য (ডানে)	৬ষ্ঠ	১০৪
১১	বিশ্বের মোট সম্পদ বনাম ডেরিভেটিভ (১৯৮৭-২০০৬)	৬ষ্ঠ	১০৫
১২	সাব-প্রাইম মর্টগেজ ট্রাইসিস-এর ফলে মন্দার সৃষ্টি	৬ষ্ঠ	১০৬
১৩	আমেরিকায় সাব-প্রাইম লোনের বিস্তৃতি	৬ষ্ঠ	১০৮
১৪	CDS-এর আউটস্ট্যান্ডিং প্রবৃদ্ধি	৬ষ্ঠ	১১০
১৫	জিডিপি মোট ঋণ	৬ষ্ঠ	১১৮
১৬	যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনীতির শতাংশ হিসেবে মোট ঋণ	৬ষ্ঠ	১১৮
১৭	মোট অভ্যন্তরীণ মুনাফার শতাংশ হিসেবে লগ্নি মুনাফা (পাঁচ বছরের চলমান গড়)	৬ষ্ঠ	১২৫
১৮	যুক্তরাজ্যে বাড়ির মূল্যবৃদ্ধি (অক্টোবর ১৯৯৭-অক্টোবর ২০০৭)	৬ষ্ঠ	১২৬
১৯	ভোক্তাদের ঋণের সুদ, ইত্যাদি পরিশোধের অনুপাত (খরচযোগ্য আয়ের অনুপাতে সুদ, ইত্যাদি পরিশোধ)	৬ষ্ঠ	১৩১
২০	লেভারেজ বৃদ্ধি	৬ষ্ঠ	১৩২
২১	যুক্তরাজ্যে ব্যাংক সৃষ্ট অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি (১৯৭৭-১৯৯৭)	৬ষ্ঠ	১৩৩
২২	সঙ্কট পরবর্তী মার্কিন অর্থব্যবস্থা	৬ষ্ঠ	১৪২
২৩	আর্থিক সঙ্কটের তুলনা (১৯৮৬-বর্তমান)	৬ষ্ঠ	১৪৩
২৪	আমেরিকায় সর্বদা ভোক্তা তৃপ্তি থাকে সর্বনিম্ন ৯%	৬ষ্ঠ	১৪৭
২৫	আমেরিকায় বেকারত্ব বৃদ্ধি (মার্চ ২০০৭- মে ২০০৯)	৬ষ্ঠ	১৪৯
২৬	জিডিপির তুলনায় লগ্নি ও অ-লগ্নি মুনাফা বৃদ্ধি (১৯৭০=১০০)	৬ষ্ঠ	১৫৪
২৭	জিডিপির শতাংশ হিসেবে মজুরি ও বেতন	৬ষ্ঠ	১৫৫
২৮	জিডিপির শতাংশ হিসেবে ব্যক্তি ঋণ	৬ষ্ঠ	১৫৫
২৯	শিল্প-কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহারের শতাংশগত হিসাব	৬ষ্ঠ	১৫৬
৩০	পতনের মুখে বিশ্বের জিডিপি	৬ষ্ঠ	১৫৬
৩১	ইসলামী অর্থব্যবস্থায় চাহিদা রেখা	৭ম	১৭৫
৩২	ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যোগান রেখা	৭ম	১৭৫
৩৩	ভোগস্তর	৭ম	১৭৭
৩৪	ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ভোগ অপেক্ষক	৭ম	১৭৭

৩৫	বৈশ্বিক ইসলামী ব্যাংকগুলোর গড় টোটাল ইকুইটি প্রবৃদ্ধির হার	৭ম	১৮৩
৩৬	শাতিবি ও মাসলোর তুলনামূলক চাহিদাতত্ত্ব	৭ম	১৯২
৩৭	ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সম্পদ কুক্ষিগত হওয়ায় জাতীয় সঞ্চয় বেড়ে জাতীয় আয় কিভাবে কমে যায়	৭ম	২০২
৩৮	OIC দেশসমূহে ইসলামী অর্থায়নে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পদের অংশগ্রহণ	৭ম	২১৪
৩৯	বৈশ্বিক ইসলামী ব্যাংকিং সম্পদের প্রবৃদ্ধির প্রবণতা (২০০৭-প্রথম কোয়ার্টার ২০১৩)	৭ম	২২০
৪০	সুদ ও বিনিয়োগের বিপরীতধর্মী সম্পর্ক	৭ম	২২৮
৪১	ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতির মৌলিক নীতিমালা	৭ম	২৫০
৪২	ইসলামী বিনিয়োগ ব্যবস্থায় অর্থায়ন পণ্য	৭ম	২৫৫
৪৩	অঞ্চলভিত্তিক শরী'আহসম্মত ইসলামী ক্ষুদ্র অর্থায়ন পণ্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৭ম	২৬০
৪৪	OIC দেশভিত্তিক সুকূক ইস্যু	৭ম	২৬৩
৪৫	বিশ্বব্যাপী খাতওয়ারী সুকূক ইস্যুর পরিমাণ (নভেম্বর, ২০১৩)	৭ম	২৬৪
৪৬	নির্বাচিত সুকূক পেপারের ভৌগলিক বণ্টনের পরিমাণ	৭ম	২৬৭
৪৭	ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকের মূল্য সহ-সৃষ্টি প্রক্রিয়া (Value co-creation Process)	৮ম	২৭৩
৪৮	মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন-২০১০ (ইসলামী ব্যাংক বনাম প্রচলিত ব্যাংক)	৮ম	২৭৬
৪৯	ঋণদাতা হিসেবে প্রচলিত ব্যাংকের সুদভিত্তিক সমাধান	৮ম	২৮১
৫০	বিনিয়োগদাতা হিসেবে ইসলামী ব্যাংকের ইসলামী সমাধান	৮ম	২৮১
৫১	সুদের কারণে বেকারত্ব বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা	৮ম	২৮৩
৫২	ব্যবসায়ী হিসাবে ইসলামী ব্যাংক	৮ম	২৮৩
৫৩	প্রচলিত ও ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত	৮ম	২৮৪
৫৪	ডিপোজিট ব্যাংক (প্রচলিত ব্যাংক) এবং পার্টিসিপেশন ব্যাংক (ইসলামী ব্যাংক)-এর SMEs বিনিয়োগ	৮ম	২৯১
৫৫	বৈশ্বিক অঞ্চলভিত্তিক সম্পদ বণ্টন-২০০৭-২০১২ (USD trillion)	৮ম	২৯২
৫৬	বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের পূর্বে ও পরে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ১০টি ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকের আর্থিক সম্পদ	৮ম	২৯৩
৫৭	সঙ্কট পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিশ্বের সর্ববৃহৎ ১০টি প্রচলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের পরিবর্তন	৮ম	২৯৩
৫৮	বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের পূর্বে ও পরে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ১০টি ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকের মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন	৮ম	২৯৩
৫৯	বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের পূর্বে ও পরে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ১০টি ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকের নীট মুনাফা/নীট ক্ষতি	৮ম	২৯৪
৬০	বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের পূর্বে ও পরে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ১০টি ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকের আর্থিক নীট মুনাফা, মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন, সম্পদ ও ইকুইটি	৮ম	২৯৪
৬১	প্রচলিত উপজাত পণ্যগুলোর নমিনাল (বায়ো) এবং বাজার (ডানে) মূল্য	৮ম	২৯৫
৬২	ইসলামী অর্থায়নের বৈশ্বিক সম্পদ	৮ম	২৯৬
৬৩	শরী'আহসম্মত সম্পদের অঞ্চলভিত্তিক বণ্টন, ২০১১	৮ম	২৯৬
৬৪	ইসলামী অর্থায়নের বৈশ্বিক সম্পদের অঞ্চলভিত্তিক প্রবৃদ্ধি	৮ম	২৯৭
৬৫	শরী'আহসম্মত সম্পদের দেশভিত্তিক অংশ, ২০১১	৮ম	২৯৭
৬৬	দেশভিত্তিক খাতওয়ারী গড় ইসলামী ব্যাংকিং অর্থায়ন, ২০১২	৮ম	২৯৮
৬৭	শরী'আহসম্মত সম্পদের খাতভিত্তিক (শ্রেণিভিত্তিক) সম্পদ, নভেম্বর ২০১৩	৮ম	২৯৮
৬৮	সঙ্কটের পূর্বে: সঙ্কট চলার সময় প্রতিযোগী প্রচলিত ব্যাংকগুলোর চেয়ে ইসলামী ব্যাংক বেশি লাভজনক ছিল	৮ম	২৯৯
৬৯	প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংকগুলোর লাভের ওপর সঙ্কটের প্রভাব ছিল সীমিত। অন্যদিকে	৮ম	২৯৯

	দায় ও সম্পদের প্রবৃদ্ধি ছিল শক্তিশালী		
৭০	বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের পূর্বে ও পরে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ১০টি ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকের লেভারেজ রেশিও (সম্পদ/ইকুইটি)	৮ম	৩০০
৭১	দেশভিত্তিক বৈশ্বিক ইসলামী ব্যাংকিং গড় তারল্য অনুপাত (২০০৫-২০১২)	৮ম	৩০০
৭২	শরী'আহসম্মত সম্পদের সবচেয়ে বড় অংশীদার ওআইসি দেশগুলো, বিলিয়ন ডলার, ২০১১	৮ম	৩০২
৭৩	নির্দিষ্ট কয়েকটি ওআইসি দেশে ইসলামী অর্থায়নের বিস্তার	৮ম	৩০২
৭৪	ওআইসি দেশগুলোতে সুকূক ইস্যু	৮ম	৩০২
৭৫	ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকগুলোর সম্পদ ঘনত্ব	৮ম	৩০৩
৭৬	দেশভিত্তিক বিশ্ব ইসলামী ব্যাংকিং সম্পদের পরিমাণ (প্রথম অর্ধবর্ষ, ২০১৩)	৮ম	৩০৫
৭৭	ইসলামী ব্যাংকিং শিল্পে সম্পদ, সঞ্চয় ও অর্থায়নের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির পরিসংখ্যান (২০০৭-২০১২)	৮ম	৩০৫
৭৮	ইসলামী সম্পদ অর্থায়ন প্রকৃতির দিক থেকে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ঐতিহাসিক রিটার্ন (২০০৮-২০ ডিসেম্বর ২০১৩)	৮ম	৩০৬

সারণী/টেবিলের তালিকা

নং	সারণীর নাম	অধ্যায়	পৃ. নং
১	বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার তালিকা	৬ষ্ঠ	৯৯
২	আমেরিকায় সাব-প্রাইম লোনের বিস্তৃতি	৬ষ্ঠ	১০৭
৩	বকেয়া ভোক্তা ঋণ ও খরচযোগ্য আয়ের অনুপাত (বিলিয়ন বা শত কোটি ডলারে)	৬ষ্ঠ	১৩০
৪	যুক্তরাজ্যে ব্যাংক সৃষ্ট অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির একটি বিবরণ	৬ষ্ঠ	১৩৩
৫	বৈশ্বিক অঞ্চলভিত্তিক ইসলামী অর্থায়ন সম্পদের পরিমাণ (USD billion, প্রথম অর্ধবর্ষ ২০১৩)	৭ম	২১৯
৬	বৈশ্বিক ইসলামী টোটাল আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক MSMEs ও অর্থায়ন সেবা	৮ম	২৯০

ছকের তালিকা

নং	ছকের নাম	অধ্যায়	পৃ. নং
১	সাধারণভাবে ব্যবহৃত ইসলামী ব্যাংকিং চুক্তির ধরন	৭ম	২৩৯
২	বিশ্বব্যাপী ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম	৭ম	২৫৯
৩	ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য	৮ম	২৭৭
৪	প্রচলিত ও ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে কর্মপদ্ধতিগত মূল্যায়ন ছক	৮ম	২৭৯
৫	২০১১ সালে ইসলামী অর্থায়ন শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি	৮ম	৩০১
৬	মুসলিম বিশ্বে পছন্দের ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থায়নকে অগ্রাধিকার দান	৮ম	৩০৩

ফ্লো চার্টের (Flow Chart) তালিকা

নং	ছকের নাম	অধ্যায়	পৃ. নং
১	অর্থনৈতিক পদ্ধতি (Economic System)	৪র্থ	৮০
২	অর্থনৈতিক মন্দা (Economic Recession)	৬ষ্ঠ	১৫৮
৩	মন্দা প্রতিরোধে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির ভূমিকা ও প্রায়োগিক দিক (Role and Pragmatic Reality of Islamic Banking to stave off the Economic Recession)	৭ম	২৬৯

গ্রন্থপঞ্জী

১. আল-কুরআন
 ২. আল-বুখারী, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল
 ৩. আফিন্দী, আলী হায়দার আমীন
 ৪. আশ-শাতিবি, আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবন মুসা
 ৫. আল রাইসুনি, আহমদ
 ৬. আল-গাজালী, আবু হামিদ মুহাম্মদ
 ৭. আল-মারাগী, আহমাদ মোস্তফা
 ৮. আল-গাজালী, আবু হামিদ মুহাম্মদ
 ৯. আল-বায়হাকী, আহমাদ বিন আল-হুসাইন বিন 'আলী বিন মুসা আবু বকর
 ১০. আল-কুশাইরী, ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ
 ১১. আল হানাফী, ইমাম আলাউদ্দিন আবু বকর ইবন মাসউদ আল কাছানী
 ১২. আল-জাওজিয়াহ, ইবনুল-কাইয়্যাম
 ১৩. আলম, এ. জেড. এম. শামসুল
 ১৪. আহমেদ, আদেল
 ১৫. আসকালানী, আহমদ ইবন আলী ইবন হাজার
 ১৬. আহমেদ, এইচ.
 ১৭. আহমাদ, ড. মাহমুদ
 ১৮. আল-কারাদাতী, ড. ইউসূফ
 ১৯. আল-কারাদাতী, ড. ইউসূফ
 ২০. আহমাদ, ড. ফরিদউদ্দিন
 ২১. আক্বাস, ড. এস.এম. আলী
- আস-সহীহ, বৈরুত: দারু তাওকু আন-নাজাত, ১৪২২ হি.।
দুরারুল হুকাইম ফি শরহি মাজলাতুল আহকাম, বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইসলামিয়াহ, ১৯৯১ খৃ.।
আল মুওয়াফাকাত ফী উসুলিশ শারী'য়াহ, বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৯ খৃ.।
নাজারিয়ায়াল মাকাসিদ ইনদাল ইমাম আল শাতিবি, রিয়াদ: দারুল আলামিয়াহ কিতাবাল ইসলামী, ১৯৯২ খৃ.।
ইহইয়ায়ে উলুম আদ-দীন, বৈরুত: দারুল ফিকহ, ১৯৮০ খৃ.।
তাহসীরে মারাগী, বৈরুত: দার আল-ফিকর, ১৯৯৩ খৃ.।
Al-Mustafa, কায়রো : আল-মাকতাবা আত-তিজারিয়াহ আল-কুবরা, ১৯৩৭ খৃ.।
- শু'আবুল ঈমান, রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশ্দ লিন-নাশরি ওয়াত-তাওমি', ২০০৩ খৃ./১৪২৩ হি.।
আস-সহীহ, বৈরুত: দারু ইহইয়া আত-তুরাস আল-আরাবী, তা.বি.।
- বাদইউস সানা'ই' (بدائع الصنائع), বৈরুত: দারুল কিতাব আল আরাবী, ১৯৮২ খৃ.।
I'lm al-Muwaqqi'in, কায়রো : আল-মাকতাবা আত-তিজারিয়াহ আল-কুবরা, ১৯৫৫ খৃ.।
ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩ খৃ.।
বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কট: ইসলামী দৃষ্টিকোণ, ইসলামী ব্যাংকিং, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০১৪।
ফাতহুল বারী শরহুল বুখারী, মিশর: দারুল রাইয়ান লিত-তুরাস, ১৯৮৬ খৃ./১৪০৭ হি.।
মাকাসিদ আল-শরী'আহ অ্যান্ড ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল প্রডাক্ট: এ ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাসেসমেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ইসলামিক ফিন্যান্স, কুয়ালালামপুর: ইন্টারন্যাশনাল শরী'আহ রিসার্চ একাডেমি ফর ইসলামিক ফিন্যান্স, ২০১১ খৃ., খ. ১।
টাকার গন্ধ, ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, ২০০৯ খৃ.।
ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন, অনু: মোহাম্মদ মিজানুর রহমান এবং মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ, ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকিং অব বাংলাদেশ, ২০০৮ খৃ.।
ইসলামে হালাল হারামের বিধান, অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৯ খৃ.।
সুদ বনাম ব্যবসা-বণিজ্য: ইসলামী দৃষ্টিকোণ, দৈনিক সংগ্রাম, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২১ বছর পূর্তি সংখ্যা, ২৩ জুলাই, ২০০৪।
২০০৮-০৯ সালের বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ: ইসলামী ব্যাংকিং কি এর প্রতিকারক বিকল্প, সম্পাদনা: মুহাম্মদ নূরুল হুদা, অর্থনীতি গবেষণা,

২২. আলাগউদ, এল. এম. এবং লুইস, কে. এম.
২৩. আলম, এ. জেড. এম. শামসুল
২৪. আহমদ, কে. এবং আহমদ, এ.
২৫. আল হাওয়ারী, ড. সাইয়েদ
২৬. আয-যুহাইলী, ড. ওয়াহবা
২৭. আত-তিরমিযি, মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবন সাওরাহ
ইবন মুসা ইবন দাহ্বাক
২৮. আন-নিসাপুরী, হাকিম
২৯. আহমদ, ড. নিসার
৩০. আল-মুরগীনানী, বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান
'আলী ইবনে আবি বকর আল ফারগানী
৩১. আল-মুবারক, তাওফিক এবং
ওসমানী, ড. নূর মোহাম্মদ
৩২. আয-জুহাইলী, ড. মুহাম্মদ মুস্তাফা
৩৩. আল দিউয়ানি, তারেক
৩৪. আযাদ, মো. গোলাম আজম
৩৫. আল-মাসরি, রফিক ওয়াই
৩৬. আয-যুহাইলী, শেখ ওয়াহবা
৩৭. ইবন মাজাহ, আবু আবদুল্লাহ
মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ
৩৮. ইবনুল আশ'আছ, আবু দাউদ সুলায়মান
৩৯. ইসলাম, অধ্যাপক মুজাহিদুল
- ঢাকা: এ জেড কম্পিউটার এন্ড আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস,
২০১০ খৃ., সংখ্যা ১১।
Handbook of Islamic Banking, সম্পাদনা: এম.
কে. হাসান এবং এম. কে. লুইস, *Islamic Critique of
Conventional Financing, UK: Edward Elgar
Publishing, 2007.*
ইসলামী ব্যাংকিং, ঢাকা: মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ১৯৯৯ খৃ./১৪২০
হি./১৪০৬ ব.।
ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইন ইসলামিক পারসপেকটিভ
রিভিজিটেড; ইসলামিক ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং: দ্য চ্যালেঞ্জ
অ্যান্ড প্রসপেক্ট, রিভিউ অব ইসলামিক ইকোনমিকস,
লিচেস্টার: ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইউকে, ২০০০ খৃ., সংখ্যা
৯।
ইসলামী ব্যাংকিং, ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশন, ২০১৩ খৃ.।
আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিব্লাতুহ, পেশোয়ার:
মাকতাবা হাক্কানিয়া, তা.বি.।
আস-সুনান, মিশর: শিরকাতুম মাকতাবাহ ওয়া মাতবা'আহ
মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৯৭৫ খৃ./১৩৯৫ হি.।
আল মুসতাদরাক আলাস সাহীহাইন, বৈরুত : দারুল
মা'রিফাহ, তা. বি.।
ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা: ব্যবসায়িক ঝুঁকিতে অংশীদারিত্ব,
ইসলামী ব্যাংকিং, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড,
ডিসেম্বর ২০১৪।
আল-হিদায়া, অনুবাদ: মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ, ঢাকা:
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭ খৃ.।
ইসলামী ব্যাংকিংয়ে মাকাসিদে শরী'আহ ও মাসলাহা প্রয়োগ,
ইসলামী ব্যাংকিং, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড,
সেপ্টেম্বর ২০১৫ খৃ.।
আল-কাওয়া'ইদুল ফিক্‌হিয়াহ ওয়া তাতিবিকাতুহা ফিল-
মাযাহিবিল আরবা'আহ, দামেস্ক: দারুল ফিক্‌র, ২০০৬
খৃ./১৪২৭ হি.।
The Problem With Interest, লন্ডন: ক্রিয়েটক লি.,
১৯৯৭ খৃ.।
ইসলামী অর্থনীতি এবং ব্যাংকিং, ঢাকা: তুবা-উল-জান্নাত,
২০০৯ খৃ.।
আল জামি ফি উসুল আল-রিবা, দামেস্ক: দার আল-কলাম,
১৯৯১ খৃ.।
The Juridical Meaning of Riba, in Interest
in Islamic Economics, নিউ ইয়র্ক: থমাস রুটলেজ,
২০০৬ খৃ.।
আস-সুনান, বৈরুত: দারু এহইয়া আল-কুতুব আল
আরাবিয়্যাহ, তা.বি.।
আস-সুনান, বৈরুত: মাকতাবাতুল আসরিয়াহ, তা.বি.।
বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং: সাফল্য-অসাফল্য সমস্যা ও
দিকনির্দেশনা, দৈনিক সংগ্রাম, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ
লিমিটেড-এর ২১ বছর পূর্তি সংখ্যা, ২৩ জুলাই, ২০০৪।

৪০. ইবন কুদামাহ, আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ আল-মুগনী, বৈরুত: দারু এহইয়া আত-তুরাস আল-আরাবী, ১৯৮৫ খৃ.।
৪১. ইকবাল, জুবাইর এবং মিরাকোর, আব্বাস *Islamic Banking*, ওয়াশিংটন ডিসি: ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড, ১৯৮৭ খৃ.।
৪২. ইজ্জিদেন, মাওয়িল *Islamic Law, From Historical Foundations to Contemporary Practice*, ইন্ডিয়ানা: ইউনিভার্সিটি অব নটরডেম প্রেস, ২০০৪ খৃ.।
৪৩. ইসলাম, মুহাম্মাদ নূরুল দারিদ্র্য বিমোচন: ইসলামী প্রেক্ষিত, সম্পাদনা: অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ২০০৯ খৃ.।
৪৪. ইবনে তাইমিয়া, তাকি আল-দ্বীন *আল-হিসবা ফিল ইসলাম*, মদীনা মনোয়ারা: আল-জামি' আল ইসলামিয়া, ১৯৯৯ খৃ.।
৪৫. ইসলাম, মুহাম্মাদ নূরুল *ইসলামে সম্পদ অর্জন ব্যয় ও বণ্টন*, ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, ২০০৭ খৃ.।
৪৬. ইউনুস, ড. এইচ. কহরুলদীন ইসলামী রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, *ইসলামী অর্থনীতি*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৪ খৃ.।
৪৭. ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ নূরুল *মাইক্রো ফাইন্যান্স ও ইসলাম*, ঢাকা: নাজিফা-ছকিনা-বারী ফাউন্ডেশন, ২০১২ খৃ.।
৪৮. ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ নূরুল *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা: নাজিফা-ছকিনা-বারী ফাউন্ডেশন, ২০১২ খৃ.।
৪৯. ইরফান, মুহাম্মাদ *বুঁকি শেয়ারমূলক অর্থায়নের প্রসারে শরী'আহ উপদেষ্টাদের ভূমিকা*, *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ডিসেম্বর ২০১৪ খৃ.।
৫০. ইউসুফুদ্দীন, ড. মুহাম্মাদ *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩ খৃ.।
৫১. ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ নূরুল *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা: জমজম প্রকাশনী, ২০১২ খৃ.।
৫২. উসমানী, বিচারপতি তাকী *ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি ও ব্যবসায় নীতি*, অনু: শামসুল আলম, ঢাকা: মাকাবাতুল আযহার, ২০১১।
৫৩. উসমানী, বিচারপতি তাকী *ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন*, ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন, ২০০৭ খৃ.।
৫৪. উসমানী, বিচারপতি তাকী *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা: দারুল বাশীর কুতুবখানা, ২০১২ খৃ./১৪৩৩ হি.।
৫৫. উসমানী, বিচারপতি তাকী *ইসলাহী খুতুবাত*, অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ উমাইর কোব্বাদি, ঢাকা: দারুল উলুম লাইব্রেরি, ২০১০ খৃ.।
৫৬. উসমানী, বিচারপতি তাকী *সুদ নিষিদ্ধ: পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়*, অনুবাদ: অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ঢাকা: ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ২০০৮ খৃ.।
৫৭. উসমানী, বিচারপতি তাকী *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি*, অনুবাদ: মুহাম্মাদ জাবের হোসাইন, ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০০৮ খৃ.।
৫৮. উসমানী, বিচারপতি তাকী *ইসলাম ও আধুনিক অর্থব্যবস্থা*, অনুবাদ: আবু সালেহ মুহাম্মদ তোহা, ঢাকা: আল কাউসার প্রকাশনী, ২০০৩ খৃ.।
৫৯. উসমানী, বিচারপতি তাকী *Introduction to Islamic Finance*, করাচি: দারুল উলুম, ২০০০ খৃ.।
৬০. উসমানী, বিচারপতি তাকী *An Introduction to Islamic Finance*, করাচি: মাকতাবা মা'রিফুল কুরআন, ২০০২ খৃ.।
৬১. উসমানী, বিচারপতি তাকী *সুদবিহীন ব্যাংকিং*, অনুবাদ: মুসা ইবন ইয়হার, ঢাকা: মাকতাবাতুল ইসলাম, ২০১২ খৃ.।
৬২. উদ্দিন, ড. মুহাম্মাদ জামাল *ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংকিং*: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, *দৈনিক সংগ্রাম*, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২১ বছর পূর্তি সংখ্যা, ২৩ জুলাই, ২০০৪ খৃ.।

৬৩. উসমানী, ড. মাওলানা ইমরান আশরাফ
৬৪. উল্লাহ, মো: হেদায়েত
৬৫. উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিনিয়োগ নির্দেশিকা,
৬৬. এপস্টেন, জেরাল্ড এ. এবং সূচনা
৬৭. এরসিস্টস, ফিলিপ এবং সয়ার, ম্যালকম
৬৮. এরিকো, লুকা এবং ফারাবখশ, মিত্র
৬৯. এস্বেলস
৭০. ওআইসিভুক্ত দেশগুলোতে ইসলামী অর্থায়ন,
৭১. ওমর, এফ. এম. এবং হক, আবদেল
৭২. ওহাব, আবদুল আজিজ ওলুয়ানিসোলা আবদুল
৭৩. কাহ্ফ, মনযের
৭৪. কেনিকেল, আর্থার বি
৭৫. কামরুজ্জামান, ড. মুহা.
৭৬. কলকো, গ্যাব্রিয়েল
৭৭. কিনস, জন মেনার্ড
৭৮. কিডলবার্গার, চার্লস পি. এবং এলিবার, রবার্ট
৭৯. কিনস, জন মেনার্ড
৮০. ক্রুগম্যান, পল
৮১. কাহ্ফ, মনযের
৮২. কামালী, মোহাম্মদ হাশিম
৮৩. কাহ্ফ, মনযের
- ব্যর্থকিং ও আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ইসলামী রূপরেখা,
ঢাকা: জাবাল-এ-নূর প্রকাশনী, ২০০৭ খৃ.।
ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যর্থকিং, ঢাকা: ঢাকেশ্বরী লাইব্রেরী,
২০১১ খৃ.।
ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ২০১৫ খৃ.।
ফাইন্যান্সিয়াল ইজেশন এন্ড দি ওয়ার্ল্ড ইকোনমি, সম্পাদনা:
জেরাল্ড এ এপস্টেন, নর্দাপ্টন: এডওয়ার্ড এলগার, ২০০৫
খৃ.।
এ বায়োগ্রাফিক্যাল ডিকশনারি অব ডিজেন্টিং ইকোনমিস্টস,
নর্দাপ্টন: এডওয়ার্ড এলগার, ২০০০ খৃ.।
Islamic Banking: Issues in Prudential
Regulations and Supervision, আইএমএফ ওয়ার্কিং
পেপার, নিউইয়র্ক: আইএমএফ, মার্চ ১৯৯৮ খৃ.।
সোশ্যালিজম: ইউটোপিয়ান এন্ড সায়েন্টিফিক, নিউইয়র্ক:
ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৯৭৮ খৃ.।
ওআইসি আউটলুক সিরিজ, মে ২০১২, ইসলামী ব্যর্থকিং,
ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০১৪।
Islamic Banking: Theory, Practice and
Challenges, করাচি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস,
১৯৯৬ খৃ.।
ইসলামী ও প্রচলিত অর্থায়নব্যবস্থা: তুলনামূলক আলোচনা,
ইসলামী ব্যর্থকিং, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড,
এপ্রিল ২০১৫ খৃ.।
ইসলামী অর্থায়ন: গতানুগতিক ব্যবসা, ইসলামী ব্যর্থকিং,
ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০১৪।
পডস এন্ড স্ট্রিমস: ওয়েলথ এন্ড ইনকাম ইন দি ইউএস,
নাইনটিন এটটি নাইন টু টু থাউজেন্ড সেভেন, ফেডারেল
রিজার্ভ বোর্ড ওয়ার্কিং পেপার ২০০৯-১৩, ২০০৯ খৃ.।
বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন,
ঢাকা: রিমঝিম প্রকাশনী, ২০১২ খৃ.।
ওয়েলথ এন্ড পাওয়ার ইন এমেরিকা: এন এনালাইসিস অব
সোস্যাল ক্লাস এন্ড ইনকাম ডিস্ট্রিবিউশন, নিউইয়র্ক:
প্রিয়েগার, ১৯৬৪ খৃ.।
দি জেনারেল থিওরি অব এমপ্লয়মেন্ট, ইন্টারেস্ট এন্ড মানি,
লন্ডন: ম্যাকমিলান, ১৯৭৩ খৃ.।
ম্যানিয়াজ, প্যানিন্স এন্ড ক্র্যাশেশ, নিউজার্সি: জন উইলি এন্ড
সন্স, ২০০৫ খৃ.।
ইকোনোমিক কনসিকুয়েন্সেস অব দি পিস, লন্ডন: ম্যাকমিলান
এন্ড কোং, ১৯২০ খৃ.।
ইটজ ব্যাক: জাপান স্লাম্প এন্ড দি রিটার্ন অব দি লিকুইডিটি
ট্রাপ, ব্রুকিংস পেপার্স অন ইকোনোমিক একটিভিটি,
ইউএসএ: ব্রুকিংস প্রেস, ১৯৯৮ খৃ.।
ইসলামী ব্যর্থকিং ও অর্থায়ন: কৌশলগত প্রবণতা, ইসলামী
ব্যর্থকিং, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ডিসেম্বর
২০১৪।
ইজারার শরী'আহ্‌ভিত্তিক বিশ্লেষণ, ইসলামী ব্যর্থকিং, ঢাকা:
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জানুয়ারি ২০১৪।
বাজেটের ঘাটতি পূরণে ইজারা বন্ডের সম্পদের ব্যবহার,
ইসলামিক ইকোনমিক স্টাডিজ, জেদা: আইআরটিআই,
১৯৯৭ খৃ.।

৮৪. কাহ্ফ, মনযের ইসলামী ব্যাংকগুলোর মুনাফা বণ্টন, *রিভিউ অব ইসলামিক ইকনমিকস স্টাডিজ*, জেদ্দা: আইআরটিআই, খ. ৩, সংখ্যা ২, ১৯৯৬ খৃ.।
৮৫. কাহ্ফ, মনযের মাকাসিদে শরী'আহ: আধুনিক ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থায় প্রয়োগ, *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০১৫ খৃ.।
৮৬. কামালী, মুহাম্মদ হাশিম *Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options*, Kualampur: Ilmiah Publishers, 2002.
৮৭. কাহ্ফ, মনযের ইসলামী ব্যাংকগুলোর মুনাফা বণ্টন, *রিভিউ অফ ইসলামিক ইকোনমিক স্টাডিজ*, জেদ্দা: দি ইসলামিক রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ১৯৯৬ খৃ., খ. ৩, সংখ্যা ২।
৮৮. কামালী, মোহাম্মদ হাশিম *Islamic Commercial Law*, ক্যামব্রিজ: ইসলামিক টেক্সট সোসাইটি, ২০০০ খৃ.।
৮৯. কাওছার, মুহাম্মদ নূরউদ্দিন পুঁজিবাদের অবশ্যজ্ঞাবী পরিণতি বৈশ্বিক আর্থিক মহামন্দা: ইসলামী অর্থব্যবস্থাই একমাত্র প্রতিষেধক, *আলোর দ্বীপ*, ঢাকা: লুমিনাস স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, মার্চ ও মে ২০১১ খৃ.।
৯০. কিনস, জন মেনার্ড *এসেজ ইন পারসুয়েশন*, নিউইয়র্ক : হারকোর্ট ব্রেস এন্ড কোম্পানি, ১৯৩২ খৃ.।
৯১. খান, মুহাম্মদ আকরাম ইসলামী অর্থনীতিতে পণ্য ও স্টক বিনিময়, অনু: মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব, *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৯৯।
৯২. খন্দকার, রহমাতুল্লাহ বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় ইসলামিক ফাইন্যান্স, *ইসলামিক ফাইন্যান্স*, ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, মে ২০১০ খৃ., সংখ্যা ৬।
৯৩. খন্দকার, মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ মাকাসিদ আশ্-শরী'আহ্ মানবকল্যাণ, উন্নয়ন ও অধিকার, *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০১৫ খৃ.।
৯৪. খন্দকার, মোহাম্মদ রহমাতুল্লাহ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং : সমস্যা ও সম্ভাবনা, সম্পাদনা: মো: মুখলেছুর রহমান সম্পাদিত, *ইসলামিক ব্যাংকস সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ জার্নাল*, ঢাকা: সিএসবিআইবিবি, ২০০৯ খৃ., সংখ্যা ২।
৯৫. খান, এম. আকরাম ও জামান, এম. রকিবুজ *ইসলামী অর্থনীতিতে পণ্য বিনিময় ও স্টক এক্সচেঞ্জ*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যাট, ২০১০ খৃ.।
৯৬. খন্দকার, মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ *মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ্ ও ইসলামের সৌন্দর্য*, ঢাকা: মুক্তদেশ প্রকাশন, ২০১৫ খৃ.।
৯৭. খলিল, ড. মো. ইব্রাহীম *ইসলামে অর্থব্যবস্থা*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০১১ খৃ.।
৯৮. খান, মুহাম্মদ আকরাম *মহানবীর (সা.) অর্থনৈতিক শিক্ষা*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৮ খৃ.।
৯৯. খলিল, ড. মো. ইব্রাহীম *ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০১১ খৃ.।
১০০. গ্যালব্রেথ, জন কেনেথ *দি থ্রেট ফ্রেশ*, বস্টন: হটন মিফলিন, ১৯৭৯ খৃ.।
১০১. গামাল, এম. এ. এল. *Islamic Finance: Law, Economics and Practice*, ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৬ খৃ.।
১০২. গ্যালব্রেথ, জন কে. *দি নিউ ইন্ডস্ট্রিয়াল স্টেট*, নিউইয়র্ক: নিউ এমেরিকান লাইব্রেরি, ১৯৭২ খৃ.।

১০৩. গ্যালব্রেথ, জন কেনেথ *ইকোনোমিক্স এন্ড দি পাবলিক পারপাস*, নিউইয়র্ক: নিউ এমেরিকান লাইব্রেরি, ১৯৭৫ খৃ.।
১০৪. গ্যালব্রেথ, জন কেনেথ *দি এফলুয়েন্ট সোসাইটি*, বোস্টন: হাফটন মিফলিন, ১৯৮৫ খৃ.।
১০৫. গ্রীনবার্গ, এডওয়ার্ড এস. এবং ইয়ং, রিচার্ড *এমেরিকান পলিটিক্স রিকনসিডার্ড*, বেলমন্ট: ওয়াডসওর্থ, ১৯৭৩ খৃ.।
১০৬. গিরভেজ, হ্যারি কে. *ওয়েলফেয়ার স্টেট, ইন্টারন্যাশনাল এনসাইক্লোপেডিয়া অব দি সোস্যাল সাইন্সেস*, নিউইয়র্ক: ম্যাকমিলান এন্ড দি ফ্রি প্রেস, ১৯৬৮ খৃ.।
১০৭. গারবারিনো, ই. এবং জনসন, এম. এস. *The Different Roles of Satisfaction, Trust, and Commitment in Customer Relationships*, *জার্নাল অব মার্কেটিং*, ইউএসএ: আমেরিকান মার্কেটিং এসোসিয়েশন, এপ্রিল ১৯৯৯ খৃ.।
১০৮. চাপড়া, ড. এম. উমর *হোয়াট ইজ ইসলামিক ইকোনোমিক্স*, জেদ্দা: ইসলামিক রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, আইডিবি, ১৯৯৬ খৃ.।
১০৯. চৌধুরী, মাসুদুল আলম *The Islamic World System, A Study in Polity-Market Interaction*, সিঙ্গাপুর: ওয়ার্ল্ড সায়েন্টিফিক পাবলিশিং কোং পিটিই লি., ২০০৭ খৃ.।
১১০. চৌধুরী, ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা: তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, ঢাকা: চয়নিকা, ২০১০ খৃ.।
১১১. চাপড়া, ড. এম. উমর *ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যাংক ব্যবস্থা ও মুদ্রানীতির রূপরেখা*, অনু: অধ্যাপক মুহম্মদ শরীফ হুসাইন, ঢাকা: ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ২০০৯ খৃ.।
১১২. চাপড়া, ড. এম. উমর *ইসলাম এন্ড দি ইকোনমিক চ্যালেঞ্জ*, লন্ডন: দি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯২ খৃ.।
১১৩. চাপড়া, ড. এম. উমর *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari`ah*, জেদ্দা: ইসলামিক রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ২০০৭ খৃ.।
১১৪. চাপড়া, ড. এম. উমর *অবজেকটিভস অব দ্য ইসলামিক ইকোনমিক অর্ডার*, লিচেস্টার: ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইউকে, ১৯৭৪ খৃ.।
১১৫. চাপড়া, ড. এম. উমর *দ্য ফিউচার অব ইকোনমিকস: অ্যান ইসলামিক পারসপেকটিভ*, লিচেস্টার: ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইউকে, ২০০০ খৃ.।
১১৬. চাপড়া, ড. এম. উমর *Global financial crisis and lthe Islamic financial System*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ নূরুল হুদা, অর্থনীতি গবেষণা, ঢাকা: গ্লোবাল মিডিয়া কমিউনিকেশন, ২০০৮ খৃ., সংখ্যা ১০।
১১৭. চাপড়া, ড. এম. উমর *দি নেচার অব রিবা*, *জার্নাল অব ইসলামিক ব্যাংকিং এন্ড ফিন্যান্স*, ইউএসএ: আমেরিকান রিসার্চ ইনস্টিটিউট, জুলাই-সেপ্টেম্বর, সামার ১৯৮৯ খৃ., খ. ৬, সংখ্যা ৩।
১১৮. চাপড়া, ড. এম. উমর *The Role of Islamic Banks in Non-Muslim Countries*, *দি জার্নাল অব মুসলিম মাইনরিটি অ্যাফেয়ার্স*, লন্ডন: দি ইনস্টিটিউট অব মুসলিম মাইনরিটি অ্যাফেয়ার্স, ১৯৯২, খ. ১৩, সংখ্যা ২।
১১৯. চাপড়া, ড. এম. উমর *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যাট, ২০০০ খৃ./১৪২১ হি.।
১২০. চাপড়া, ড. এম. উমর *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, অনুবাদ: ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব, ড. এ. কে. এম সালেহ উদ্দিন, খন্দকার রাশেদুল

- হক, আমানুল্লাহ, ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যাট, ২০০০ খৃ.।
১২১. জাযারী (র.), ইমাম ইবনুল আসীর
জামিউল উসূল ফি আহাদিসির রাসূল, তাবুক: মাকতাবাতুল হালওয়ানী, ১৯৬৯ খৃ.।
১২২. জারকা, এম.
Islamization of Economics: The Concept and Methodology, জার্নাল অব কেএইউ: ইসলামিক ইকোনমিকস, সাউদি আরব: কিং আবদুল আজিজ ইউনিভার্সিটি, ২০০৩ খৃ., খ. ১৬, সংখ্যা ১।
১২৩. জামান, আর.
Riba and Interest in Islamic Banking: An Historical Review, সম্পাদনা: মোহাম্মদ আরিফ ও মনোয়ার ইকবাল, The Foundations of Islamic Banking Theory, Practice and Education, UK: Edward Elgar Publishing, 2011.
১২৪. জাহের, টি. এস. এবং হাসান, এম. কে.
A comparative literature survey of Islamic finance and banking, ফিন্যান্সিয়াল মার্কেটস, ইন্সটিটিউশনস অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টস, নিউজার্সি: উইলী-ব্ল্যাকওয়েল ২০০১ খৃ., খ. ১০, সংখ্যা ৪।
১২৫. জর্জ, সুসান
দি ডেট বুমেরাং: হাউ দি থার্ড ওয়াল্ড ডেট হারমস আস অল, লন্ডন: প্রুটো প্রেস, ১৯৯২ খৃ.।
১২৬. টোবিন, জেমস
অন দি এফিশিয়েন্সি অব দি ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম, ইউকে: লয়েডস্ ব্যাংক রিভিউ, ১৯৮৪ খৃ., সংখ্যা ১৫৩।
১২৭. টোটেনসিয়ান, ড. ইরাজ
কম্প্যারেটিভ এনালাইসিস অব ইনভেস্টমেন্ট ইন ক্যাপিটালিস্টিক এ্যান্ড ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম আন্ডার সারটেননটি এ্যান্ড রিস্ক কন্ডিশনস, ইরান: সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান, ১৯৯৪ খৃ.।
১২৮. ডাল্টন, জর্জ
ইকোনোমিক সিস্টেম এন্ড সোসাইটি, কিংস্পোর্ট: কিংস্পোর্ট প্রেস, ১৯৭৪ খৃ.।
১২৯. নদভী, ড. আলী আহমাদ
জামহারাৎ আল কাওয়ায়েদে আল-ফিকহিয়া ফি আল মু'আমালাতি আল-মালিয়া, রিয়াদ: আল-রাজী ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, ২০০০ খৃ.।
১৩০. নিয়াজি, এল .এ. কে.
Islamic Law of Contract, লাহোর: দায়েল সিং ট্রাস্ট লাইব্রেরি, ১৯৯৬ খৃ.।
১৩১. নাসিম, আবদুস শহীদ
ইসলামী অর্থনীতিতে উপার্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা, ঢাকা: বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি, ২০০৯ খৃ.।
১৩২. নববী, আন
সহীহ মুসলিম বিশারহিন নববী, সম্পাদনা: মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, বৈরুত ; দারুল কুতুবুল 'ইলমিয়াহ, ১৯৯৫ খৃ.।
১৩৩. নাসের, কে. এবং মুটিনহো, এল.
Strategic Marketing Management: The Case of Islamic Banks, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট, বিংলে: ইমারল্যান্ড গ্রুপ পাবলিশিং, ১৯৯৭ খৃ., খ. ১৫, সংখ্যা ৬।
১৩৪. জেরার্ড, পি. এবং কানিংহাম, জে. বি.
Islamic Banking: A Study in Singapore, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট, বিংলে: ইমারল্যান্ড গ্রুপ পাবলিশিং, ১৯৯৭ খৃ., খ. ১৫, সংখ্যা ৬।
১৩৫. নাসের, কে., জামাল, এ. এবং আল-খাতিব, কে.
Islamic Banking: A Study of Customer Satisfaction and Preferences in Jordan, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট, বিংলে: ইমারল্যান্ড গ্রুপ পাবলিশিং, ১৯৯৯ খৃ., খ. ১৭, সংখ্যা ৩।

১৩৬. তাহির, সায়্যিদ ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ভবিষ্যৎ, ইসলামী ব্যাংকিং, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০১৪।
১৩৭. তাইমিয়াহ, ইবনু মাজমূ'উল ফাতাওয়া, সংকলন: আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিম, বৈরুত: দারুল আরাবিয়াহ, ১৯৭৮ খৃ.।
১৩৮. তাহের, মোঃ আবু ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ব্যাংকিং, ঢাকা: কবির পাবলিকেশন্স, ২০১০ খৃ.।
১৩৯. তাইসের, সি. আর., দিমেক্সিয়াদেস, ডি. জি. এবং ইফেন্দি, আই. এইচ. *A Complete Code on Islamic Civil Law*, নিউইয়র্ক: ল' পাবলিশিং কোম্পানি, ১৯৬৭।
১৪০. খুরো, লেস্টার *দি ইলুসন অব ইকোনোমিক নেসিসিটি*, সম্পাদনা: সোলো এন্ড অ্যাডভারসন, নিউইয়র্ক: প্রায়োগার, ১৯৮১ খৃ.।
১৪১. দেহলভী (র.), শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাম্মদেস *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ*, অনুবাদ: অধ্যাপক আখতার ফারুক, ঢাকা: রশীদ বুক হাউস, ২০০৮ খৃ.।
১৪২. দি গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট, *ইন্টারন্যাশনাল মনিটরিং ফান্ড*, ওয়াশিংটন ডিসি: আইএমএফ, মার্চ ২০০৩ খৃ.।
১৪৩. দি গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট, *ইন্টারন্যাশনাল মনিটরিং ফান্ড*, ওয়াশিংটন ডিসি: আইএমএফ, সেপ্টেম্বর ২০০৬ খৃ.।
১৪৪. দুসুকি, আসিরাফ ওয়াজ্জিদি এবং বুহেরাউয়া, সাঈদ *Objectives of the Shari'ah and Its Implications for Islamic Finance*, আইএসআরএ রিসার্চ পেপার নং ২২, কুয়ালালামপুর: আইএসআরএ, ২০১১ খৃ.।
১৪৫. দুসুকি, এ. ডব্লিউ. এবং বউহেরাউয়া, এস. *দি ফ্রেমওয়ার্ক অব মাকাসিদ আল-শরী'আহ্ অ্যান্ড ইটস্ ইমপ্লিকেশন অন ইসলামিক ফিন্যান্স*, কুয়ালালামপুর: ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব অ্যাডভান্সড ইসলামিক স্টাডিজ, ২০১১ খৃ.।
১৪৬. দুসুকি, এ. ডব্লিউ. ইসলামী পুঁজিবাজারের ইকুইটিভিতিক সুকুক কাঠামোতে কি শরী'আহ্র উদ্দেশ্য স্পষ্ট নয়? *জার্নাল অব ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস মার্কেটিং*, ইউকে: প্যালগ্রোভ ম্যাকমিলান, ২০১০ খৃ.।
১৪৭. দুসুকি এ. ডব্লিউ. এবং ইরওয়ানি, এন. মাকাসিদ আল-শরী'আহ্, মাসলাহা অ্যান্ড করপোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি, *আমেরিকান জার্নাল অব ইসলামিক সোস্যাল সায়েন্স*, ভার্জিনিয়া: ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ২০০৭ খৃ., খ. ২৪, সংখ্যা ১।
১৪৮. দুসুকি, আশিরাফ ওয়াজ্জিদি এবং আবু জায়েদ, আবদুল আজিম অ্যা ক্রিটিকাল অ্যাগ্রেইজাল অন দ্য চ্যালেঞ্জেস অব রিয়ালাইজিং মাকাসিদ আল-শরী'আহ্ ইন ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিন্যান্স, *আইআইইউএম জার্নাল অব ইকোনমিকস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট*, মালয়েশিয়া: ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া, ২০০৭ খৃ., খ. ১৫, সংখ্যা ৪।
১৪৯. দুসুকি, এ. ডব্লিউ. ইসলামী ব্যাংকিং এর উদ্দেশ্য অনুধাবন: স্টেকহোল্ডারের দৃষ্টিভঙ্গির একটি জরিপ, *ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ইসলামিক অ্যান্ড মিডিল ইস্টার্ন ফিন্যান্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট*, বিংলে: ইমারল্যান্ড গ্রুপ পাবলিশিং, ২০০৮ খৃ.।
১৫০. দত্ত, সত্যজিৎ *অর্থনীতি*, ঢাকা: মল্লিক ব্রাদার্স, ২০০৩ খৃ.।
১৫১. পলিন, রবার্ট *কন্ট্রাস্ অব ডিসেন্ট*, নিউইয়র্ক: ভার্সো, ২০০৩ খৃ.।
১৫২. প্যারেন্ট, রবার্ট ডব্লিউ *দি লেট নাইনটিন নাইনটিজ ইউএস বাবল: ফাইন্যান্সিয়ালাইজেশন এন দি ওয়ার্ল্ড ইকোনমি*, সম্পাদনা:

- জেমার্ল এ এপস্টেন, নর্দাম্পটন: এডওয়ার্ড ইলগার, খৃ. ২০০৫ খৃ.।
১৫৩. পালদি, ক্যামিলে
ইসলামী অর্থায়নে রিবা ও ঘারার, *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, এপ্রিল ২০১৫ খৃ.।
১৫৪. পেরি, ফ্রেডারিক ডি. এবং
রেহমান, শেহেরাজাদে এস.
ইসলামী অর্থায়নের বিশ্বায়ন : কল্পনা না বাস্তব, *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ডিসেম্বর ২০১৪।
১৫৫. ফিশার, আর্ভিং
দি ডেট-ডিফ্লেশন থিওরি অব গ্রেট ডিপ্ৰেশন, *ইকোনোমেট্রিকা*, নিউজার্সি: উইলী-ব্যাংকওয়েল, অক্টোবর ১৯৩৩ খৃ.।
১৫৬. ফারুক, আহমেদ আবু ওমর এবং
হাসান, এম কবির
রিবা ও ইসলামী ব্যাংকিং, *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, এপ্রিল ২০১৫ খৃ.।
১৫৭. ফারুক, ইউ. এ. এবং হাসান, কে. এম.
The Time Value of Money Concept in Islamic Finance, দি আমেরিকান জার্নাল অব আইএসএস, ভার্জিনিয়া: ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ২০০৬ খৃ., খ. ২৩, সংখ্যা ১।
১৫৮. ফারুক, কাজী ওমর
ইসলামী ব্যাংকিং তত্ত্ব ও অনুশীলন, ঢাকা: মুক্তদেশ প্রকাশন, ২০১০ খৃ.।
১৫৯. ফস্টার, জন বেলামি এবং ম্যাগডফ, ফ্রেড
মহা আর্থিক সঙ্কট: কারণ ও পরিণতি, অনুবাদ: ফারুক চৌধুরী, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০১১ খৃ.।
১৬০. বোর্ড অব গভর্নর্স অব
দি ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম,
রিসেন্ট চেঞ্জেস ইন ইউএস ফ্যামিলি ফাইন্যান্সেস: রিজাল্টস ফ্রম দি ২০০১-০৪ সার্ভে অব কনজুমার ফাইন্যান্সেস, *ফেডারেল রিজার্ভ বুলেটিন*, ২০০৬ খৃ.।
১৬১. বারকেট এবং ল্যান্ডসবার্গ, হার্ট
দি ইকোনোমিক ক্রাইসিস ইন জাপান, *ক্রিটিক্যাল এশিয়ান স্টাডিজ*, ভার্জিনিয়া: সিএএস, ২০০৩ খৃ., বর্ষ ৩৫, সংখ্যা ৩।
১৬২. বেল, দানিয়েল
দি কালচারাল কন্স্ট্রাকশনস অব ক্যাপিটালিজম, নিউইয়র্ক: বেসিক বুকস, ১৯৭৬ খৃ.।
১৬৩. বারনেট, রিচার্ড জে. এবং মুলার, রোনাল্ড ই.
গ্লোবাল রিচ: দি পাওয়ার অব দি মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন, নিউইয়র্ক: গুইনন এন্ড চাসটার ১৯৭৪ খৃ.।
১৬৪. বাফরা, এরদেম
ইসলামী ব্যাংকিং: সময়ের অর্থমূল্য ও নিষিদ্ধ 'রিবা', *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, এপ্রিল ২০১৫ খৃ.।
১৬৫. ব্রিটান, স্যামুয়েল
টু চিয়র্স ফর সেফ-ইন্টারেস্ট : সাম মরাল থিরিকুইজিটিস ফর এ মার্কেট ইকোনোমি, লন্ডন: দি ইনস্টিটিউট অব ইকোনোমিক অ্যাফিয়ার্স ফর দি উইনকোট ফাউন্ডেশন, ১৯৮৫ খৃ.।
১৬৬. বাসলার, মাইকেল
আর্থিক সঙ্কট: পশ্চিমা বনাম ইসলামী ব্যাংকিং, *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ডিসেম্বর ২০১৪।
১৬৭. ভিসার, হ্যাস
Islamic Finance Principles and Practice, ইউকে: এডওয়ার্ড এলগার, ২০০৯ খৃ.।
১৬৮. মান্নান, মোহাম্মদ আবদুল
বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং: সক্ষমতা ও সম্ভাবনার নিরিখে, *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ডিসেম্বর ২০১৪।
১৬৯. মান্নান, মোহাম্মদ আবদুল
ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ: দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার, *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জানুয়ারি ২০১৪।

১৭০. মান্নান, মোহাম্মদ আবদুল ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনাগত সাফল্য, ইসলামী ব্যাংক পরিক্রমা, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, এপ্রিল ২০১৩ খৃ.।
১৭১. মান্নান, মোহাম্মদ আবদুল মাকাসিদে শরী'আহর আলোকে ব্যাংকিং ও আমাদের করণীয়, ইসলামী ব্যাংকিং, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০১৫ খৃ.।
১৭২. মান্নান, মোহাম্মদ আবদুল ইসলামী ব্যাংকিং দ্রুত বিকাশমান আর্থিক ধারা, সাপ্তাহিক, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।
১৭৩. মান্নান, মোহাম্মদ আবদুল ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০০৮ খৃ.।
১৭৪. মান্নান, মোহাম্মদ আবদুল রোযা ও তাকওয়ার আলোকে মানবিক ব্যাংকিং, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জুন ২০১৬ খৃ.।
১৭৫. মান্নান, মোহাম্মদ আবদুল এবং শামসুদ্দোহা, মুহাম্মদ সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং, ইসলামী ব্যাংকিং, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, এপ্রিল ২০১৫ খৃ.।
১৭৬. মাজলাতু মাজমা'ইল ফিক্‌হিল ইসলামী, অর্গানাইজেশন অব দি ইসলামিক কনফারেন্স (OIC), জেদ্দা: রাবেতা আলম আল-ইসলামী, ২০১০ খৃ.।
১৭৭. মুখার্জী, বাদল খিওরী অব থোথ অব এ ফার্ম ইন জিরো ইন্টারেস্ট রেইট ইকোনমি, জেদ্দা: ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর রিসার্চ ইন ইসলামিক ইকোনমিক্স, ১৯৮৪ খৃ.।
১৭৮. মুহাম্মাদ, জাবেদ ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাত, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামী সেন্টার, ২০০৮।
১৭৯. মিয়া, ড. মুহাম্মদ হায়দার আলী এ ওয়ে টু ইসলামী ব্যাংকিং: কাস্টমস্ এন্ড প্র্যাকটিস, ঢাকা: সাহেরা হায়দার, ২০০৮ খৃ.।
১৮০. মান্নান, ড. এম. এ. ইসলামী অর্থনীতি তত্ত্ব ও প্রয়োগ, ঢাকা: ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৩ খৃ.।
১৮১. মুহাম্মদ, আহমাদ ইবন আল-ফিকহ, সৌদি আরব: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০০৭ খৃ.।
১৮২. মাংলা, আই. ওয়াই. এবং উল্লল, জে. ওয়াই. Islamic Banking: a Survey and Some Operational Issues, ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের গবেষণা, কুয়ালালামপুর: আইএফএসবি, ১৯৯০ খৃ.।
১৮৩. মানযুর, ইবনু লিসানুল 'আরব, বৈরাত : দারুল ফিকর, ২০১০ খৃ.।
১৮৪. মোহন, ইকবাল কবীর ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং, ঢাকা: জেরিন পাবলিশার্স, ২০১৩ খৃ.।
১৮৫. মান্নান, মোহাম্মদ আবদুল ইসলামী ব্যাংকিং: কল্যাণমুখী আর্থিক ধারা, ইসলামী ব্যাংকিং, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০১৪।
১৮৬. মনযের কাহ্‌ফ, ভাড়া কৃত সম্পদ ও ইজারা সার্টিফিকেট, জেদ্দা: ইসলামী রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ২০০০ খৃ.।
১৮৭. মার্কস, কার্ল ক্যাপিটাল, নিউইয়র্ক: ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৯৬৭ খৃ.।
১৮৮. মিনস্কি, হিম্যান পি. ক্যান 'ইট' হ্যাপেন এগেন? এসজ ইন ইন্সট্যাভিলিটি এন্ড ফাইন্যান্স, নিউইয়র্ক: এমইশার্প, ১৯৮২ খৃ.।
১৮৯. ম্যাগডফ, হ্যারি এবং সুইজি, পল এম. দি ইররিভার্সেবল ক্রাইসিস, নিউইয়র্ক: মাছলি রিভিউ প্রেস, ১৯৮৮ খৃ.।
১৯০. ম্যাগডফ, হ্যারি এবং সুইজি, পল এম. দি ইন্ড এন্ড প্রসপারিটি, নিউইয়র্ক: মাছলি রিভিউ প্রেস, ১৯৭৭ খৃ.।
১৯১. মিনস্কি, হিম্যান পি. জন মেনার্ড কিনস, নিউইয়র্ক: কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৫ খৃ.।
১৯২. মোহন, ইকবাল কবীর দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী অর্থনীতি, সম্পাদনা: নুরুল ইসলাম মানিক, দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ খৃ.।

১৯৩. মিলার, আই. জে. এবং দিয়েস

১৯৪. রহীম, মাওলানা আব্দুর

১৯৫. রিভলিন, এলিস

১৯৬. রহমান, আই. দৌই আব্দুর

১৯৭. রহমান, এ. এ. এম. হাবীবুর

১৯৮. রহমান, ড. আতিউর

১৯৯. রহমান, শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর

২০০. রহমান, শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর

২০১. রহমান, শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর

২০২. রকীব, আবদুর এবং মোহাম্মদ, শেখ

২০৩. রহমান, মাওলানা হিফজুর

২০৪. রহীম, মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর

২০৫. রাজ্জাক, আবদুর

২০৬. রহমান, মো: মুখলেছুর

২০৭. রহীম, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর

২০৮. রাযী, আল

২০৯. লেইবেনস্টেইন, হার্ভে

২১০. লোইভেইরা, ফ্যাব্রিকো অগাস্টো ডি.
এবং নাকাভিনি, পাওলো

২১১. শরী'আহ স্ট্যান্ডার্ড,

২১২. শামসুদ্দোহা, মুহাম্মাদ

২১৩. শাফি, মুফতি মুহাম্মাদ

২১৪. শায়েক, মুফতি ইহসানুল্লাহ

Ethical & Liability Issues Concerning Invisible Rationing, *প্রফেশনাল সাইকোলজি: রিসার্চ এন্ড প্রাকটিস*, ইউএসএ: আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, ১৯৯৬ খৃ.।

আল-কুরআনে অর্থনীতি, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০ খৃ.।

ইকোনোমিস্টস এট বে, আমেরিকান ইকোনোমিক রিভিউ, ইউএসএ: আমেরিকান ইকোনোমিক এসোসিয়েশন, মে ১৯৭৫ খৃ.।

Shari'ah: The Islamic Law, লন্ডন: তাহা পাবলিশার্স লি., ১৯৮৪ খৃ.।

ইসলামী ব্যাংকিং, ঢাকা: হেলেনা পারভীন, ২০০৮ খৃ.।

মানবিক ব্যাংকিং, ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০১৪ খৃ.।

ইসলামী অর্থনীতি: নির্বাচিত প্রবন্ধ, রাজশাহী: দি রাজশাহী স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, ২০০৫ খৃ.।

ইসলামী ব্যাংকিং: বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯ খৃ.।

অর্থনীতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দশ দফা, রিয়াদ: ইসলামহাউজ.কম, ২০০৯ খৃ.।

ইসলামী ব্যাংকিং এর প্রয়োগ পদ্ধতি, ঢাকা: আল-আমীন প্রকাশন, ২০০৪ খৃ.।

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, অনুবাদ: মাওলানা আবদুল আউয়াল, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০ খৃ.।

ইসলামের অর্থনীতি, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০১২ খৃ.।

আল-মুসাল্লাফ, বৈরুত: আল-মাকতাবা আল-ইসলামী, ১৪০৩ হি.।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শরী'আহ বোর্ড, ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকিং অব বাংলাদেশ, ২০০৪ খৃ.।

ইসলামী শরীয়াতের উৎস, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৬ খৃ.।

মুখতারুস সিহাহ, দামেস্ক: উলুমুল কুরআন ফাউন্ডেশন, ১৯৮৪ খৃ.।

বিওন্ড ইকোনোমিক ম্যান, ক্যামব্রিজ: হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৬ খৃ.।

দি ব্রাজিলিয়ান ইকোনমি অভার লুলা; ড্যানিয়েলা ম্যাগালহায়েস পেটস ও লেদা মারিয়া পাউলানি, দি ফাইন্যান্সিয়াল গ্লোবলাইজেশন অব ব্রাজিল অভার লুলা, *মাস্থলি রিভিউ*, নিউইয়র্ক: মাস্থলি রিভিউ প্রেস, ফেব্রুয়ারি ২০০৭ খৃ., বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ৯।

বাহরাইন, AAOIFI, ২০০৭ খৃ.।

ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে বহুল প্রচলিত ভুল ধারণা, ঢাকা: ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন, ২০০৪ খৃ.।

তাকসীরে মা' আরেফুল কুরআন, অনুবাদ: মাওলানা মহিউদ্দীন খান, মদীনা মুনাওয়ারা: খাদেমুল হারামাইন আশ-শারীফাইন বাদশাহ ফাহদ, তা.বি.।

আধুনিক লেনদেনের ইসলামী বিধান, অনু: আবদুল্লাহ আল ফারুক, ঢাকা: মাকতাবাতুল আযহার, ২০১৩ খৃ.।

২১৫. শিহাতা, ড. হোসাইন হোসাইন
ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুরাবাহা বিনিয়োগ করণীয় ও বাস্তবতা, অনুবাদ: মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকিং অব বাংলাদেশ, ২০১০ খৃ.।
২১৬. শামসুদ্দোহা, মুহাম্মদ
ইসলামী ব্যাংকিং নতুন প্রোডাক্ট নতুন ভাবনা, ঢাকা: মুনিরাতুল কুবরা, ২০১৩ খৃ.।
২১৭. শেঙ্গুয়েল, মোহাম্মদ বশির
ইসলামী ব্যাংকিং ও সর্বশেষ আর্থিক সঙ্কট, ইসলামী ব্যাংকিং, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ডিসেম্বর ২০১৪।
২১৮. শাওকানী, ইমাম
নাইলুল আওত্বার, কায়রো: মাকতাবাতুল হালাবী, ১৩৯১ হি., খ. ৫, পৃ. ৩৩৫।
২১৯. সারাখসী, আল
আল-মাবসুত, অনুবাদ: ইমরান আহসান খান নিয়াজী, বৈরুত: দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ২০০০ খৃ.।
২২০. সম্পাদনা পরিষদ,
ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬ খৃ., খ. ২২।
২২১. সম্পাদনা পরিষদ,
২২২. সালাম, মো. আব্দুস
আরবী বাংলা অভিধান, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪ খৃ.।
২২৩. সুইজি, হ্যারি ম্যাগডফ ও পল এম
প্রবন্ধ ও টেকসই উন্নয়ন: বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা, ইসলামী ব্যাংকিং, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জানুয়ারি ২০১৪।
২২৪. স্ফাকিয়ানাকিস, জন
প্রোডাকশন এন্ড ফাইন্যান্স, মাস্থলি রিভিউ, নিউইয়র্ক: মাস্থলি রিভিউ প্রেস, মে ১৯৮৩ খৃ. বর্ষ ৩৫, সংখ্যা ১।
২২৫. সাদাভ্লাহ, রিধা
ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ইসলামী ব্যাংকিং, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জানুয়ারি ২০১৪।
২২৬. সরকার, আবদুল আউয়াল
Concept of Time in Islamic Economics, আইআরটিআই রিসার্চ পেপার, জেদ্দা: আইআরটিআই, ২০০৯ খৃ.।
২২৭. সাইক, ভন ডি.
অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে ইসলাম, সম্পাদনা: অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম, ঢাকা: ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ২০০৯ খৃ.।
২২৮. সুইজি, পল এম.
Islamic Bankinম, দি আরব ব্যাংক রিভিউ, আম্মান: আরব ব্যাংক, ২০০১ খৃ., খ. ৩, সংখ্যা ২।
২২৯. সুইজি পল এম. এবং ম্যাগডফ, হ্যারি
ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং রিভিজিটেড, মাস্থলি রিভিউ, নিউইয়র্ক: মাস্থলি রিভিউ প্রেস, মার্চ ১৯৮২ খৃ., বর্ষ ৩৩, সংখ্যা ১০।
২৩০. সুইজি পল এম. এবং ম্যাগডফ, হ্যারি
দি ডায়নামিক্স অব ইউএস ক্যাপিটালিজম, নিউইয়র্ক: মাস্থলি রিভিউ প্রেস, ১৯৭২ খৃ.।
২৩১. সুইজি, পল এম.
স্ট্যাগনেশন এন্ড দি ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্লোশন, নিউইয়র্ক: মাস্থলি রিভিউ প্রেস, ১৯৮৭ খৃ.।
২৩২. স্যামুয়েলসন, পল এ.
মোর (অর লেস) অন গ্লোবলাইজেশন, মাস্থলি রিভিউ, নিউইয়র্ক: মাস্থলি রিভিউ প্রেস, সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ খৃ., বর্ষ ৪৯, সংখ্যা ৪।
২৩৩. সাইফার, জেমস
ইকোনোমিক্স, নিউইয়র্ক: ম্যাকগ্রো হিল, ১৯৮০ খৃ.।
২৩৪. সুল, জর্জ
দি বেসিক ইকোনমিক্স অব রিআরমিং এমেরিকা, মাস্থলি রিভিউ, নিউইয়র্ক: মাস্থলি রিভিউ প্রেস, নভেম্বর ১৯৮১ খৃ., বর্ষ ৩৩, সংখ্যা ৬।
২৩৫. সিদ্দিকী, ড. এম. নেজাতুল্লাহ
আইডিয়াস অব গ্রেট ইকোনোমিস্টস, নিউইয়র্ক: মেনটর, ১৯৫২ খৃ.।
২৩৬. সিদ্দিকী, ড. মো: আবু বকর
হিস্ট্রি অব ইসলামিক ইকোনোমিক থট, জেদ্দা: ইসলামিক রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, আইডিবি, ১৯৯২ খৃ.।
- ইসলামী বীমা (তাকাফুল) এর প্রায়োগিক নীতিমালা, সান লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, ঢাকা: বনানী শরী'আহ কাউন্সিল, ২০১০ খৃ.।

২৩৭. সিদ্দিকী, ড. নেজাতুল্লাহ
রিবা, ব্যাংক, ইন্টারেস্ট এন্ড দি রেশনেল অব ইটস প্রহিবিশন, জেদ্দা: আইআরটিআই, আইডিবি, ২০০৪ খৃ.।
২৩৮. সিদ্দিকী, ড. নেজাতুল্লাহ
The Comparative Advantages of Islamic Banking and Finance, সেন্টার ফর মিডিল ইস্টার্ন স্টাডিজ, হার্ভার্ড: হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, ২০০০ খৃ.।
২৩৯. সিদ্দিকী, ড. নেজাতুল্লাহ
পার্টনারশিপ এন্ড প্রফিট শেয়ারিং ইন ইসলামিক ল', ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫ খৃ.।
২৪০. সিদ্দিকী, ড. নেজাতুল্লাহ
ইকোনমিক্স অব প্রফিট শেয়ারিং ইন ফিসক্যাল পলিসি এ্যান্ড রিসোর্স এ্যালোকেশন ইন ইসলাম, জেদ্দা: ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর রিসার্চ ইন ইসলামিক ইকোনমিক্স, ১৯৮৩ খৃ.।
২৪১. সিদ্দিকী, ড. নেজাতুল্লাহ
ইসুজ ইন ইসলামিক ব্যাংকিং, লিচেস্টার: দ্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৩ খৃ.।
২৪২. সাদেক, ড. আবুল হাসান এম.
অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের নৈতিক ও আইনগত নির্দেশনা: ইমাম গাজালীর বিশ্লেষণ, ইসলামী ব্যাংকিং ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জুন ২০১৪ খৃ.।
২৪৩. সিদ্দিকী, এস. এইচ.
ইসলামী ব্যাংকিং: আদিপুস্তক ও মূলনীতি, মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ, করাচি : রয়্যাল বুক কোম্পানি, ১৯৯৪ খৃ.।
২৪৪. সাব্বিক, আস্‌সাইয়িদ
ফিক্‌হুস সুন্নাহ (فقه السنة), বৈরুত: দারুল কিতাব আল আরাবী, ১৯৭১ খৃ.।
২৪৫. হামিদ, এম. এ.
ইসলামী অর্থনীতি, রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯ খৃ.।
২৪৬. হারোন, এস. এন. এ. এবং প্লানিসেক, এস.
Bank Patronage Factors of Muslims and non- Muslim customers, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ব্যাংক মার্কেটিং, বিংলে: ইমারল্যান্ড গ্রুপ পাবলিশিং, ১৯৯৪ খৃ., খ. ১২, সংখ্যা ১।
২৪৭. হোসাইন, মুহাম্মদ শরীফ
ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব, দৈনিক সংগ্রাম, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২১ বছর পূর্তি সংখ্যা, ২৩ জুলাই, ২০০৪।
২৪৮. হক, এ. কে. এম. ফজলুল এবং গৌফরান, আবদুল
ইসলামী ব্যাংকিং নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতি, ঢাকা: মিসেস লুৎফুনnesা ও ফরিদা ইয়াসমিন, ১৯৮৭ খৃ.।
২৪৯. হক, এম. আযীযুল
শরী'আহ ব্যাংকিং: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, ইসলামী ব্যাংকিং, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০১৪।
২৫০. হক, এম. আযীযুল
ইসলামী ব্যাংকিং: ভবিষ্যত ও সম্ভাবনা, দৈনিক সংগ্রাম, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২১ বছর পূর্তি সংখ্যা, ২৩ জুলাই, ২০০৪।
২৫১. হাম্বল, আবু আবদুল্লাহ আহমাদ বিন
মুসনাদে আহমাদ, বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০১ খৃ.।
২৫২. হামুদ, ড. সামী হাসান
তাত্ত্বিক আল মাল আল-মাছরাফিয়াহ বিমা ইয়াত্তাফিকু ওয়াশ-শরী'আতুল ইসলামিয়াহ, মিশর: দারুল তুরাস আল আরাবী, ১৯৭৬ খৃ.।
২৫৩. হাসান, ড. এম. কবির এবং আশরাফ, আলী
যাকাত, আওকাফ ও ক্ষুদ্র ঋণদান কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের একটি সমন্বিত মডেল, সম্পাদনা: অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম, ঢাকা: ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ২০০৯ খৃ.।
২৫৪. হোসেন, এম. কবির
গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস: কজেজ, কনসিকুয়েনসেস এন্ড রিমেডিস, সম্পাদনা: মুহাম্মদ নূরুল হুদা, অর্থনীতি গবেষণা, ঢাকা: এ জেড কম্পিউটার এন্ড আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ২০১০ খৃ., সংখ্যা ১১।

২৫৫. হেনউড, ডাউ
আফটার দি নিউ ইকোনমি, নিউইয়র্ক: দি নিউ প্রেস, ২০০৫ খৃ.।
২৫৬. হুদা, মুহাম্মদ শামসুল এবং শামসুদ্দোহা, মুহাম্মদ
ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি শরী'আহর নীতিমালা, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ২০০৯ খৃ.।
২৫৭. হুসাইন, মুহাম্মদ শরীফ
সুদ সমাজ অর্থনীতি, ঢাকা: ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ২০১২ খৃ.।
২৫৮. হুসাইন, মুহাম্মদ শরীফ
ইসলামী ব্যাংকিং: একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা, ঢাকা: ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ২০১৩ খৃ.।
২৫৯. হায়দারি, ড. মোরতেজা
ইসলামী ব্যাংকিং বনাম প্রচলিত ব্যাংকিং: মহামন্দা উত্তর কার্যক্রম, ইসলামী ব্যাংকিং, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জানুয়ারি ২০১৪।
২৬০. হুসাইন, মুহাম্মদ শরীফ
সুদ, মুনাফা, ভাড়া, থটস অন ইকোনমিক্স, ঢাকা: ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ২০০৩ খৃ., খ. ১৩, সংখ্যা ৩-৪।
টুইলাইট অব ক্যাপিটালিজম, লন্ডন: ম্যাকমিলান, ১৯৭৭ খৃ.।
২৬১. হ্যারিংটন, মাইকেল
জাপানস্ হ্রেট স্টেগনেশন, ক্যামব্রিজ: এমআইটি প্রেস, ২০০৬ খৃ.।
২৬২. হাটচিনসন, মাইকেল এম. এবং ওয়েস্টারম্যান, ফ্রাংক
ইসলামী অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা, ইসলামী অর্থনীতি, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খৃ.।
২৬৩. হান্নান, শাহ আবদুল
ইসলামী অর্থনীতি: দর্শন ও কর্মকৌশল, ঢাকা: দি পাইওনিয়ার, ২০১১ খৃ.।
২৬৪. হান্নান, শাহ আব্দুল
ইসলামী অর্থনীতি: দারিদ্র্য বিমোচন, সম্পাদনা: নুরুল ইসলাম মানিক, দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ খৃ.।
২৬৫. হান্নান, শাহ আবদুল
Al-Mal wa al-Hukm fi al-Islam, Jeddah: Dar al-Saudiyyah li al-Nashr wa al-Tawzi, 1389 A.H.
২৬৬. Awdah, Abd Al-Qadir
Basa'ir lil-Muslim al-Mu`asir, Damascus: Dar al-Qalam, 1988.
২৬৭. Al-Maydani, Abdur Rahman Hasan
Al-Adab al-Mufrad, Cairo: Qusay Muhibb al-Din al-Khatib, 1379 A.H.
২৬৮. Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Ibn Ithma`il
Al-Muwafaqat fi Usual al-Shari`ah, Cairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, n.d.
২৬৯. Al-Shatibi, Abu Ishaq
Riyad al-Salihin, New Delhi: Kitab Bhavan, 1989.
২৭০. Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Sharaf
Kitab al-Fiqh `ala al-Madhahi al-`Arba`ah, Cairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1938.
২৭১. Al-Jaziri, `Abd al-Rahman
Al-Madkhal ila al-Nazariyyah al-Iqtisadiyyah fi al-Islam, Beirut: Dar al-Fikr, 1973.
২৭২. Al-Najjar, Ahmad
The Evaluation of Islamic Banking, Encyclopedia of Islamic Banking, London: Institute of Islamic banking and Insurance, 1995.
২৭৩. Ahmad, Ausaf
Islamic Banking: Insulation against US Credit Crisis, International Journal of
২৭৪. Alam, Hassan Mobeen, Noreen, Hafsa, Karamat, Monazza and Ilyas, Muhammad

২৭৫. Al-Banna, Imam Hasan *Business and Social Science*, USA: Center for Promoting Ideas, 2011, Vol. 2, No. 10.
২৭৬. Al-Banna, Imam Hasan *Al-Insan fi Al-Quran*, in *Hadith Al-Thulatha lil Imam Hasan Al-Banna*, ed. Ahmad Isa Ashur, Cairo: Maktabah al-Quran, 1985.
২৭৭. Ahmed, Khurshid *Majmu'ah Rasa'il al-Imam al-Shahid Hasan al-Banna*, Alexandria: Dar al-Da'wah, 1989.
২৭৮. Al-Banna, Imam Hasan *Islamic Economics: An Approach to Human Welfare*, *Studies in Islamic Economics*, Leicester: The Islamic Foundation, 1980.
২৭৯. Al-Suyuti, Jalal al-Din *Hadith al-Thulatha*, ed. Ahmad `Isa `Ashur, Cairo: Maktabah al-Quran, 1985.
২৮০. Al-Tirmidhi, Muhammad Ibn `Isa *Al-Jami` al-Saghir*, Cairo: `Abd al-Hamid Ahmad Hanafi, n.d.
২৮১. Ansari, M. Fazlur Rahman *Al-Jami` al-Tirmidhi*, Beirut: Dar al-Kitab al-`Arabi, 1956.
২৮২. Al-Saaybani, Muhammad Ibn al-Hasan *The Quranic Foundations and Structure of Muslim society*, Karachi: The World Federation of Muslim Missions, 1973.
২৮৩. Al-Mubarak, Muhammad *Kitab al-Kasb*, in Shamsuddin Al-Sarakhsi, *Kitab al-Mabsut*, Beirut: Dar al-Ma`rifah, n.d.
২৮৪. Al-Misri, Rafiq *Nizam al-Islam: Al-Iqtisad Mabadi wa Qawa'id al-Ammah*, Damascus: Dar al-Fikr, 1972.
২৮৫. Al-Tabrizi, Wali al-Din *Usul al-Iqtisad al-Islami*, Damascus: Dar al-Qalam, 1989.
২৮৬. Al-Qurtubi, Yusuf ibn `Abd al-Barr *Mishkat al- Masabih*, ed. M. Nasir al-Din al-Bani, Damascus: Al-maktab Al-Islami, 1381, A.H./1966.
২৮৭. Baran, Paul A. and Sweezy, Paul M. *Jami` Bayan al-`Ilm wa fadlihi*, Cairo: `Isa al-Babi al-Halabi, 1965.
২৮৮. Board of Editors *Monopoly Capital: An Essay on the American Economic and Social Order*, New York: Modern Reader Paperbacks, 1966.
২৮৯. Chapra, M. Umer *Text Book on Islamic Banking*, Dhaka: Islamic Economics Research Bureau, 2008.
২৯০. Chapra, M. Umer *Islamic Welfare State and its Role in the Economy*, Leicester: The Islamic Foundation, 1979.
২৯১. Chapra, M. Umer *Ethics and Economics: An Islamic Perspective*, *Islamic Economic Studies*, Jiddah: IRTI, August 2008-January 2009, Vol. 16, No. 1-2.
- Towards a Just Monetary System: A Discussion of Money, Banking, and Monetary Policy in the light of Islamic Teachings*, Leicester: The Islamic Foundation, 1985.

২৯২. Dobb, Maurice
On Economic Theory and Socialism, Michigan: International Publishers, Original: The University of Michigan, 1955.
২৯৩. Governance Standard for Islamic Financial Institutions (GSIFI),
২৯৪. Hornby, A. S.
AAOIFI, Bahrain, 2002.
Oxford Advanced Learner's Dictionary, UK: Oxford University Press, 1995.
২৯৫. Haykal, M. H.
Al-Faruq `Umar, Cairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1964.
২৯৬. Heilbroner, Robert L.
The New Palgrave Dictionary of Economics, UK: Palgrave Macmillan, 2008.
২৯৭. Iqbal, Munawar
Distributive Justice and need Fulfilment in an Islamic Economy, England: The Islamic Foundation Limited, 1988.
২৯৮. Ibn Sallam, Abu `Ubayd Qasim
Kitab al-Amwal, ed. Muhammad Khalid al-harrad, Cairo: Al-Maktabah al-tijariyyah al-Kubra, 1353 A.H.
২৯৯. Ibn `Umar, Al-Mundhiri
Al-Tarhib wa al-Tarhib, ed. Mustafa M. `Ammarah, Beirut: Dar al-Kutubal-`Ilmiyyah, 1986.
৩০০. Kindleberger, Charles P.
International Short-Term Capital Movement, New York: Augustus Kelley, 1937.
৩০১. Khadduri, Majid
The Islamic Conceptions of Justice, Baltimore: Johns Hopkins University, 1984.
৩০২. Khan, M. Mansoor and Bhatti, M. Ishaq
Developments in Islamic Banking : The Case of Pakistan, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2008.
৩০৩. Liedholm, Carl and Mead, Donald
Small-Scale Industries in Developing Countries: Empirical Evidence and Policy Implications, Michigan: Michigan State University, 1987.
৩০৪. Lichtheim, George
A Short History of Socialism, England: Fontana & Collins, 1978.
৩০৫. Lebergott, Stanley
The Shape of the Income distribution, American Economic Review, USA: American Economic Association, June 1959.
৩০৬. Moore Jr., Barrington
Reflections on the Causes of Human Misery and Upon Certain proposals to Eliminate Them, London: Penguin Press, 1972.
৩০৭. Murad, Khurram
Sacrifice: The Making of a Muslim, England: The Islamic Foundation Limited, 1985.
৩০৮. Marks, Karl
Theories of Surplus Value, Moscow: Progree Publishers, 1863.
৩০৯. Mishan, E. J.
Cost Benefit Analysis: An Introduction, New York: Praeger, 1971.
৩১০. Noor, E. M.
Riba Versus Profit Sharing: Theoretical Foundations and Policy Implications in Islamic Perspectives, Islamabad: International Islamic University, 1999.

৩১১. Nove, Alec *The Economics of Feasible Socialism*, London: George Allen & Unwin, 1983.
৩১২. Qutub, Syaid *Fi Zilal Al-Quran*, Jeddah: Dar al-`Ilm, 1986.
৩১৩. Qutub, Sayyid *Al-Adalah al-Ijtima`yyah fi ai-Islam*, Cairo: `Isa al-Babi al-Halabi, 1964.
৩১৪. Raquib, Abdur *Principle & Practice of Islamic Banking*, Dhaka: Panam Press Ltd., 2007.
৩১৫. Robertson, James *Transformation of Economic Life: A Millennial Challenge*, Devon: Green Books, 1998.
৩১৬. Rida, Syaid Muhammad Rashid *Tafsir Al-Manar*, Cairo: Dar al-Manar, 1954.
৩১৭. Ricardo, David *Works and Correspondence*, Cambridge: Cambridge University Press, 1951.
৩১৮. Siddiqi, Dr. Nejatullah *Banking without interest*, Delhi: Making Maktaba Islami, 1997.
৩১৯. Samuelson, Paul A. *Economics*, New York : McGraw Hill, 1980.
৩২০. Said, Hakim Mohammad *The Employer and the Employee: Islamic Concept*, Karachi: Hamdard Academy, 1972.
৩২১. Tariq, Ali Arsalan *Managing Financial Risks of Sukuk Structures*, UK: Loughborough University, 2004.
৩২২. Turabi, Hasan *Principles of Governance, Freedom and Responsibility in Islam*, *The American Journal of Islamic Social Sciences*, Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1987, No. 1.
৩২৩. Thurow, Lester C. *The Welfare State in Crisis: an account of the Conference on Social Policies in the 1980s*, OECD, Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 1981.
৩২৪. Wilczynski, J. *The Economics of Socialism*, USA: George Allen & Unwin, 1978.
৩২৫. Zarqa, M. Anas *Capital Allocation, Efficiency and Growth in an Interest-free Islamic Economy*, *Journal of Economics and Administration*, Jeddah: November 1982.
৩২৬. Zarqa, M. Anas *Islamic Economics: An Approach to Human Welfare*, in K. Ahmad, *Studies in Islamic Economics*, Leicester: The Islamic Foundation, 1980.